فَتْحُ الْمَجِيْدُ

তফসীর

ফাতহুল মাজীদ

মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তফসীরে

ফাতহুল মাজীদ

৩০ তম পারা

(সূরা আন-নাবা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত)

মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম

আল-ফুরকান পাবলিকেশন
মগবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ [৩০তম পারা]
মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম
'দারুল ইসলাম' ১৬৮/৩, উপশহর, রাজশাহী
ফোন ঃ ০৬৪৪-৭২০১১২৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৭১৩৭৩৫৭

প্রকাশনায়
ডাঃ আবদাল্লাহ্ আল-কাফী
আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৪-০১৫৯৭৭

এফ.পি-১৮

লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৪১৪ সাল
যিলকদ, ১৪২৮ হিজরী
নভেম্বর, ২০০৭ খৃষ্টাব্দ

বিনিময় : ২৬০.০০ টাকা মাত্র

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টাস
নাসিম প্লাজা, মগবাজার, ঢাকা।

TAFSIR FATHUL MAJID [30th Voliume]
by Mohammad Sharful Islam
Published by Al-Furqan Publications, 491 Wireless Railgate, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh, Mobil: 01714-015977 2nd Edition: November, 2007, Price : TK. 260.00 Only.

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল-মুরসালীন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈ'ন ওয়ামান তাবিয়াহুম বি-ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ-দীন।

নবুয়াত লাভের পর রসূলুল্লাহ (সা.) যখন ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন- মুশকিরদের সকল উপাস্যকে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর বন্দেগীর আহ্বান জানালেন, তখনই তাদের পক্ষ থেকে হাযারো প্রশ্ন উথাপিত হল- আল্লাহ কে? রসূল কে? আখিরাত কি? পৈতৃক ধর্মের স্বীকৃত সকল দেবতা উপাস্যকে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করা, আর ইবাদতের তরীকা শিক্ষায় তাদের সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতাদেরকে অস্বীকার করে অনাথ ইয়াতিম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহকে একমাত্র নেতা (আল্লাহর রসূল) বলে মেনে নেয়া আর সেই সংগে মৃত্যুর পর সীমাহীন এক জিন্দিগীর (আখিরাতের) সাফল্যের জন্য তাওহীদ ও রিসালতের উপর দৃঢ় ঈমান পোষণ করা অধিকন্তু কুরআনের প্রতি, ফিরিশতাদের প্রতি এবং তাকদীরের প্রতি পূর্ণাঙ্গ ঈমান আকীদার উদাত্ত আহ্বান বার বার পেশ করা হয়েছে আমপারায়। তাওহীদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং রসূলের নিঃশর্ত অনুসরণ আখিরাতে নাজাতের পূর্বশর্ত। তেমনই আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমান-আমলের পরিপক্কতা-পরিশুদ্ধির জন্য অপরিহার্য। তাই মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ জাল্লা শানুহু ৩০তম পারায় বুনিয়াদী আকীদা- তওহীদ রিসালাত ও আখিরাত প্রসঙ্গে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। আর ইবাদতের মূল কথাই হচ্ছে তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি স্বচ্ছ সাবলীল ঈমান।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা আজ অজ্ঞতার কারণে শিরক-এ লিপ্ত। তওহীদের স্বচ্ছ-নির্ভেজাল ধারণার অভাবেই মানুষ আজ ঈমান বিধ্বংসী শিরক-পরস্ত। হিদায়াত, রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, আর্থিক স্বচ্ছলতা, চাকুরীর উন্নতি, সন্তান কামনায় তওহীদ বিমুখ মানুষ আজ ছুটাছুটি করছে মাজার-খানকা দরগায়। অথচ হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। বিপদ থেকে ত্রাণকর্তা তিনিই। রোগে

www.pathagar.com

শেফাদানকারী, অভাবমোচনকারী ও সন্তান দানকারীও তিনিই। সকল মঙ্গলতো তাঁরই হাতে। চাইতে হবে কেবল তাঁরই কাছে। তওহীদের এই মূল শিক্ষাগুলিও বার বার ছোট্ট ছোট্ট সূরাতে ছন্দমধুর উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ আমপারাটি।

ওহী পরিচালিত সীরাতুল মুস্তাকীমের একমাত্র নির্ভূল পথিক নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিপূর্ণ অনুকরণ-অনুসরণই ইবাদতের সঠিক তরিকা। তাঁরই অনুসৃত নীতিমালাই হচ্ছে আমাদের সামগ্রিক জীবনের নীতি-নির্ধারক। অন্য সব মত পথ অবশ্যই বর্জনীয়। তিনিই আমাদের একমাত্র নেতা। সহজেই মনের পাতায় ধরে রাখার উপযোগী করে সুউচ্চ কাব্য-গাঁথায় এই কথাগুলিই তুলে ধরা হয়েছে ৩০শ পারায়।

শয়তানের ধোকাজালের অক্টোপাশে আবদ্ধ দুনিয়ার মহো-মাদকাসক্ত মানুষের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধনে অত্যন্ত সহায়ক ভুমিকা রাখতে পারে আখিরাতের চিরস্থায়ী সীমাহীন জিন্দিগীতে অনাবিল জান্নাতের আকর্ষণ আর কঠিন যন্ত্রণাময় পীড়াদায়ক জাহান্নামের বিকর্ষণ। মানুষের দুনিয়ার জিন্দিগী যে বল্গাহীন জিন্দিগী নয় বরং এক ইনসাফ পূর্ণ অনুশাসনের আওতায় কেনা গোলামের জিন্দিগী; অত্যন্ত সংগোপনে অথবা প্রকাশ্যে সম্পাদিত কোন কাজই যে অলিখিত থাকছেনা বরং কিরামান-কাতিবীন দ্বারা ছোট-বড়, কবীরা-সগীরা সবই লিপিবদ্ধ হচ্ছে; মৃত্যুর পর ছাই ভস্ম বা মাটি হয়ে চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয় বরং এক সুনির্দিষ্ট সময়ে মহান আল্লাহর আদালতে আমল-নামা নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান হওয়া; নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্দ্ধারণ; সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই চির-আবাস যার একটি কেবল সুখ আর সুখময় আর অপরটি কেবলই জ্বালা আর জ্বালাময়- এই কথাগুলিই অত্যন্ত স্পষ্ট করে বারংবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে আমপারার শ্রুতিমধুর এই নাতিদীর্ঘ সূরাগুলিতে। বিধায় আমরা সকলেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে প্রতি নিয়তই এই সূরাগুলিই পাঠ করে থাকি।

উল্লেখ থাকে যে প্রথম খন্ডের ন্যায় এই খন্ডটিতেও প্রায় প্রতিটি শব্দের বাংলা অর্থ লিখা হয়েছে। কিছু শব্দের মূলও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অসংখ্য হাদীসের অবতারণা করা হয়েছে। মূল আরবী তাফসীর প্রধান নির্দেশক হিসাবে গৃহিত হলেও সাথে সাথে উপমহাদেশীয় তাফসীরগুলিও অবশ্যই প্রধান উপাদান হিসাবে অকুণ্ঠ স্বীকৃত।

www.pathagar.com

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুমিন-মুমিনাত নামায আদায়কালে কুরআনের অর্থ বুঝে বুঝে অন্তরের সমস্ত আবেগ অনুভূতিকে উজাড় করে দিয়ে পবিত্র দেহ-মন-পোশাকে কেবলা মুখী হয়ে উভয় জিন্দিগীর সুখ-শান্তি-সম্মান প্রতিদিন বেশ কয়েকবার কামনা করেন। (যেমন সূরা আল-ফাতিহা-এর মাধ্যমে রহমত ও সাহায্য কামনা ও হিদায়াত প্রার্থনা; সূরা আল-ফালাক এর মাধ্যমে সকল সৃষ্টির যাবতীয় ক্ষতি থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ প্রার্থনা; সূরা আন-নাস এর মাধ্যমে আমাদের চিরশত্রু শয়তানের অসঅসা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ) তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই হেদায়াত দিবেন, সকল সৃষ্টির যাবতীয় ক্ষতি থেকে মাহফুয রেখে দান করবেন স্বাচ্ছন্দপূর্ণ সুখী হায়াতুত দুনইয়া আর শয়তানের অসঅসা থেকে হিফাজত করে বাড়িয়ে দিবেন ইবাদতের জযবা- এই দৃষ্টিকোন থেকে আর সেই সংগে অগনিত গুনগ্রাহি পাঠকের অনুরোধে ধারাবাহিক তাফসীর না লিখে আমপারা প্রকাশে ব্রতী হলাম।

বিলম্বে হলেও আপনাদের হাতে ফাতহুল মাজীদ- এর দ্বিতীয় গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আমি মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। যারা এই তাফসীর প্রকাশে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

আপ্রাণ প্রচেষ্টার পরও কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই রয়ে গেছে। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের সমীপে সনির্বন্ধ নিবেদন অনুগ্রহপূর্বক ভুল সংশোধনে নিম্ন ঠিকানায় বাধিত করুণ। আপনার মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ পরবর্তী সংস্করণে বিশেষ অবদান রাখবে। আদি-অন্তে জানাই আসআলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিনীত

ডাঃ মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম

৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী

ঢাকা-১২০৩

www.pathagar.com

সূচীপত্র

❑ **সূরা আন-নাবা – ১৭**

পূনরুজ্জীবনে অবিশ্বাসীদের উক্তি- ১৮

কিয়ামত ও আখিরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার অকাট্য দলীল- ২৬

কিয়ামতের আলামত- ২৮

মোট দু'বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে- ২৮

হাশরের ময়দানে মোট কতটি দল হবে? কোন্ দলের কি পরিণতি হবে?- ২৯

আকাশের দরজার বয়ান- ২৯

পাহাড় দ্রুত ছুটতে থাকবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে রঙিন পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে এবং শেষে মরীচিকায় পরিণত হবে- ২৯

পুলসিরাতের বিবরণঃ কেউ বিদুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ অতি ধীর গতিতে এমনকি বুকের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে পার হবে- ৩১

এক হুকবায় কত বছর কত মাস, কত দিন? কাফির কতকাল জাহান্নামে বাস করবে?- ৩২

জান্নাতের খাবার-পানীয় জাহান্নামীদের জন্য হারাম- ৩৩

আমলনামা কখন এবং কিভাবে তৈরী হয়- ৩৫

জান্নাতে প্রবেশকালে সকলেই সমবয়স্ক হবে- ৩৬

জান্নাতে কেউ অশ্লীল বেহুদা কথা বলবেও না আর শুনবেও না- ৩৭

কোন মানুষই এমনকি কোন নবী-রসূলই স্বীয় আমল দ্বারা জান্নাতের দাবী করতে পারেন না জান্নাত লাভ হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে তাঁর রহমতে- ৩৭

শাফাআতের শর্তাবলী- ৩৯

শাফাআতকারী কি আল্লাহর সামনে কোন আমল গোপন বা না করা কোন আমল মিথ্যাভাবে প্রকাশ করতে পারেন?- ৪০

নিজ ইচ্ছায় জান্নাতে অথবা জাহান্নামে ঠিকানা নির্ধারণ- ৪০

মৃত্যুকালে এবং কবরে মুমিন ও কাফিরদের সংলাপ- ৪১

অনুপরিমান সৎ ও অসৎ আমল দেখতে পাবে। কোন বদআমলকে অস্বীকার করলে তা সেদিন স্বশরীরে সামনে দাঁড়াবে- ৪৪

জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে হপিত্তেস ও আফসোস করে, বিবি-বাচ্চাকে এবং দুনিয়ার দ্বিগুণ সম্পদ মুক্তিপন দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাইলেও তা কবুল করা হবে না। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে আংখিত আমল দুনিয়াতেই করে যেতে হবে- ৪৫

❑ **সূরা আন নাযিয়াত – ৪৭**

পাঁচটি গুনসম্পন্ন ফেরেশতাদের নামে শপথের কারণ কি?- ৫২

www.pathagar.com

প্রথম শিংগায় ফুঁ দিলে যারা বেহুশ হবেন না- ৫৪
প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁ-এর জন্য কত সময়ের ব্যবধান- ৫৬
কিয়ামতের দিন কাফিরের দিল থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত আর মুমিনের থাকবে প্রশান্ত- ৫৬
নূতন করে সৃষ্ট দুনিয়াতেই হাশরের বিচার অনুষ্ঠিত হবে- ৫৬
মূসা (আ.)-র ঘটনা বৃত্তান্ত বর্ণনার তাৎপর্য কি?- ৫৮
তূয়া উপত্যকা কোথায় অবস্থিত- ৫৮
ফিরাউনের সীমালংঘন ছিল সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের ব্যাপারে- ৫৯
আল্লাহ্‌ভীতিই সিরাতুল মুস্তাকীমে চলার উত্তম পাথেয়- ৬০
'আয়াতুল কুবরা' কি?- ৬০
জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ফিরাউনের বক্তৃতা- ৬১
ফিরাউন কি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করত? উত্তরঃ না- ৬২
ফিরাউনকে কিভাবে শাস্তি দেয়া হল- ৬৩
নিঃসন্দেহে আকাশমন্ডল সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অধিক প্রকৌশলযুক্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ- ৬৪
সাত তবক অসমান একের উপর এক উপরের দিকে (upward) সুবিন্যস্ত- ৬৫
আল্লাহ্‌পাক প্রথমে আসমান না প্রথমে যমীন সৃষ্টি করেছেন?- ৬৬
হাশরের ময়দানে সূর্য এক মাইল দূর থেকে উত্তাপ বর্ষণ করবে। মানুষ দুনিয়ার জিন্দিগীর খুটি-নাটি কাজের কথা স্মরণ করে আফসোস করতে থাকবে- ৬৮
জাহান্নামের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে ফলে মুমিন ও কাফির সবাই উন্মুক্ত জাহান্নাম দেখতে পাবে- ৬৮
যারা আখিরাতের উপর দুনিয়ার জিন্দিগীকে প্রাধান্য দিবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে- ৬৯
কোন ব্যক্তিদের ঠিকানা হবে জান্নাতে?- ৭০
কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন- ৭৩
❐ সূরা আবাসা – ৭৪
সূরাটি নাযিলকালে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাকতুম (রা.) কি মুসলমান ছিলেন?-৭৭
রসূলুল্লাহ (সা.) কি হীন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে হেয় জ্ঞান এবং মর্যদাবান সমাজপতিদেরকে তোয়াক্কা করতেন?- ৭৮
দীনের দাঈদের জন্য দাওয়াতী কাজের নীতি-নির্দ্ধারণী শিক্ষা- ৭৯
সকল আসমানী কিতাবই লওহে মাহফুজ-এ লিপিবদ্ধ আছে- ৮২
অতি কষ্টে বাধা-বাধা গতিতে কোরআন তিলাওয়াতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়- ৮৩
কুরআন কাফিরদের দয়া-অনুকম্পা ভিক্ষা নিতে নাযিল হয়নি বরং নিঃস্বরাই তার কাছে হেদায়াতের দৌলত ভিক্ষা কর- ৮৩

www.pathagar.com

মানুষ কতই না অকৃতজ্ঞ- ৮৪
মাতৃগর্ভে প্রতিটি মানুষের তাকদীর লেখা হয়- ৮৫
মৃত্যুর স্থান ও কাল পূর্বনির্ধারিত- ৮৬
মানুষ কিভাবে সর্বপ্রথম কবর দেয়া শিখল?- ৮৬
নিতম্বের হাড্ডি (Coxis) থেকে মানুষ প্রথমে সৃষ্টি এবং কিয়ামতেও সেখান থেকেই সৃষ্টি হবে- ৮৭
সৃষ্টির প্রথম বস্তু পানি যার বাষ্প থেকেই আকাশ এবং শুষ্ক অংশ থেকে যমীন সৃষ্টি হয়েছে- ৮৯
আল্লাহরই রহমতে নরম তুলতুলে সদ্য অংকুরিত বীজ মাটিকে বিদীর্ণ করে উপরে আসতে সক্ষম হয়- ৮৯
কেমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পিতা-মাতা সন্তানকে ফেলে, স্বামী স্ত্রীকে ফেলে, সন্তান বাপ-মাকে ফেলে, ভাই-ভাইকে ফেলে পালাতে পারে?- ৯০
হাশরের ময়দানে সকলেই লগ্ন পদে উলঙ্গ ও খাতনাহীন অবস্থায় উপনীত হবে- ৯১
হাশরের ময়দানে কারও মুখ হবে কালিমাখা আর কারও হবে উজ্জ্বল- ৯২
হাশরের ময়দানে সূর্য একমাইল উপরে থাকবে মানুষ ঘামে হাবুডুবু খাবে- ৯৩
কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়ায় ঐদিন স্থান লাভ করবে- ৯৪
হাউজে কাউসার এর নিকট থেকে পানি পান করতে না দিয়েই কাদেরকে বিতাড়িত করা হবে?- ৯৫
❑ **সূরা আত-তাকভীর – ৯৬**
কোন কোন সূরায় কিয়ামতের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে- ৯৬
কিয়ামতের দিন সূর্য-চন্দ্র ও তারকারাজিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে- ৯৮
দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীর উদাহরণ কেন পেশ করা হয়েছে- ৯৮
যে পানি আগুন নিভিয়ে দেয় সেই পানির মৌলিক উপাদান O_2 প্রজ্জ্বলিত হয়ে আগুনের মহাসাগর তৈরি হবে- ৯৯
আখিরাতে সবাই জিজ্ঞাসিত হবে, তবুও জীবন্ত প্রোথিত কন্যাগণকে কেন বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করা হবে?- ১০১
সাধারণত যালিমকেই তার যুলুমের বিষয় জিজ্ঞেস করা হয় কিন্তু সেদিন কেন মযলুম কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে- ১০১
কেন তারা কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত?- ১০১
এ জঘন্য অপরাধের মুকাবিলায় ইসলাম কি ভূমিকা পালন করেছে?- ১০২
নারীর মর্যাদা ইসলামে না জাহেলিয়াতে না আধুনিক যুগে সংরক্ষিত- ১০২
১৫-১৮ আয়াতে বিভিন্ন বিষয়ের শপথের মাধ্যমে কোন সময়কেই নির্দিষ্ট করেছেন এবং কেন করেছেন?- ১০৫

www.pathagar.com

কুরআন কি জিবরাঈল (আ.) এর বাণী অথবা রসূলে (সা.) স্বরচিত- ১০৬
জিবরাঈল (আ.)-এর বিশাল শক্তির কথা-উল্লেখের তাৎপর্য কি?- ১০৬
জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের নেতা- ১০৭
গতকালের 'সাদিকুল আমীন' আজ পাগল হল কি রূপে? নবী (সা.) এর উপর আরোপিত অপবাদের উত্তর দিলেন স্বয়ং আল্লাহ্- ১০৮
রসূলুল্লাহ (সা.) আসল আকৃতিতে জিবরাঈল (আ.) কে কতবার দেখেছিলেন?- ১০৮
রসূলুল্লাহ (সা.) ওহীর খবর পৌঁছাতে আদৌ কার্পন্য করেন নি। যারা দ্বীনের ইলম জানে এবং গোপন রাখে, অন্যকে জানায় না কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে- ১০৮
হিদায়াত কেবল আল্লাহরই হাতে- ১১০
❒ সূরা ইনফিতার – ১১২
মৃত্যুর পরও আমলনামায় পাপ পুণ্য যোগ হয়?- ১১৫
অপরের কৃত পাপের বোঝা কি অন্যকে বহন করতে হবে- ১১৬
আল্লাহর ৯৯টি নামের মধ্য হতে كريم নামটি উল্লেখের তাৎপর্য কি?- ১১৯
আমাদের আমলনামা তৈরি হচ্ছে আমাদের সংগী ফেরেশতাদের দ্বারা- ১২১
হাশরের ময়দানে বিচার ব্যবস্থার বিবরণ! হাক্কুল্লাহ এবং হাক্কুল ইবাদ-দুই পর্যায়ে হিসাব গ্রহণ করা হবে- ১২২
হাশরের ময়দানে কোন অবস্থার সম্মুখীন হবে- ১২৮
কোন মানুষই সেদিন অন্য কারও এতটুকুও সাহায্যে আসবে না- ১২৮
নবী রসূলের সন্তানও সেদিন আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে নাজাত পাবেনা- ১২৮
❒ সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন – ১২৯
মুতাফ্‌ফিফীন কারা তাদের পরিচয়- ১৩২
ওযনে কম দিলে, ওয়াদা খেলাফ করলে, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার সমাজে বেড়ে গেলে, যাকাত আদায় না করলে সমাজে কি ধরনের শাস্তি আসে- ১৩২
যে দাঁড়িপাল্লায় ওজন কম দেয়া হয় অথবা নিজের জন্য বেশী নেয়া হয় আখিরাতে তা জাহান্নামের পাহাড় হয়। মালেক বিন দিনার থেকে বর্ণিত ঘটনা- ১৩৩
দাঁড়িপাল্লাকে তাড়াহুড়া করে সঠিক অবস্থায় না আনবার কারণে মৃতপ্রায় লোকের মুখে কালেমা উচ্চারিত হয়নি- ১৩৩
মুমিন ও কাফিরের জান কবজ করার অবস্থা, তাদের আত্মা কোথায় থাকে এবং কবরে কিরূপ অবস্থা- ১৩৫
পাপ আমলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে। পরবর্তী পাপে আরও একটি দাগ পড়ে, ক্রমান্বয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়- ১৪০

www.pathagar.com

কাফিরগণ দীদারে ইলাহী থেকে বঞ্চিত হবে। মুমিন প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দীদারে ইলাহী লাভে ধন্য হবে- ১৪১
মুমিনের আমলনামা থেকে সূর্যের ন্যায় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। সেটা ইস্রাফীল (আ.) এর নিকট নীত হলে তিনি তা সীলমোহর করে দেন- ১৪২
কোন বস্তুর জন্য আমাদের প্রতিযোগীত চালানো উচিত আর আমরা চালাচ্ছি কিসের জন্য- ১৪৫
চোখ টিপে কটাক্ষ করা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করার কারণে হাশরের ময়দানে 'হাক্কুল ইবাদের' হক পরিশোধ করতে হবে- ১৪৭
দুনিয়ায় যেসব মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বান সহ্য করতে হয়েছিল তাদের জন্য সুসংবাদ- ১৫০
❐ সূরা ইনশিকাক – ১৫৪
আখিরাতে পাহাড়-পর্বতহীন সমতল নূতন যমীন সৃষ্টি করা হবে। এরই নাম হাশরের ময়দান। এই ময়দানে মহাবিচার অনুষ্ঠিত হবে- ১৫৪
পৃথিবী গর্ভে গুপ্ত ধন-ভান্ডার খনিজ সম্পদ ও লুকায়িত এবং চাপা পড়া সব কিছুই উপরে বেরিয়ে আসবে- ১৫৪
মানুষ মাত্রই মুসাফির। তার শেষ মনযিল হচ্ছে আল্লাহর সামনে মহা-বিচারের জন্য দাঁড়ানো- ১৫৬
ডানহাতে আমলনামা প্রাপ্তগণের হিসাব হালকাভাবে গ্রহণ করা হবে- ১৫৬
তওবা করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকাজ করলে আল্লাহ পাপসমূহের বদলে পূণ্য সমূহদান করবেন। নেক আমল পাপসমূহ মুছে ফেলে- ১৫৭
জান্নাতীর পরিবারবর্গ কারা?- ১৫৭
হাশরের ময়দানে কাফিরদের আমলনামা পশ্চাত দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে- ১৫৮
কাফিরগণ দুনিয়াতে আত্মীয়-স্বজন ও চাকর নওকরের মধ্যে আনন্দ স্ফুতির্তে মত্ত থাকবে পক্ষান্তরে মুমিন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে থাকবে ভীত-সন্ত্রস্ত- ১৫৮
জান্নাতীদের নিয়ামত সমূহের কোন শেষ-সমাপ্তি নেই, নিষেধাজ্ঞাও নেই, নেই হিসাব-নিকাশ- ১৬৩
❐ সূরা আল-বুরূজ– ১৬৪
সূরাটি নাযিলের পটভূমি- ১৬৪
বুর্জশীল আকাশ, কিয়ামত দিবস এবং শাহিদ ও মাশহুদের শপথ করার মধ্যে কি তাৎপর্য নিহিত আছে?- ১৬৮
সূরাটির শানে নুযূল- ১৬৯
তওবা কবুল হওয়ার শর্ত তিনটি। তাওবার গুরুত্ব- ১৭৬

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ (সা.) দিনে ৭০-১০০ বার তওবা করতেন- ১৭৭
ইকামতে দ্বীনের যারা বিরোধিতা করছে তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কঠিন মুষ্টিতে অসহায়ভাবে আবদ্ধ হবে- ১৭৮
খালেস দিলে তওবা করলে শিরক ছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ্ মাফ করা হবে- ১৭৯
জঘন্য পাপীদেরকে তওবার দাওয়াত দিয়ে প্রেমাস্পদ হিসাবে গ্রহণ করতে আল্লাহ্ প্রস্তুত- ১৭৯
তাগুতী শক্তির শোচনীয় পরিণতির ইঙ্গিত- ১৮১
পরিবর্তন-পরিবর্ধনের উর্দ্ধে আল-কুরআন লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ। কুরআনের বিশুদ্ধতার চ্যালেঞ্জ- ১৮১
❐ সূরা আত-তারেক– ১৮৩
নাজমুস-সাকিব কি?- ১৮৫
আল্লাহ্পাকের মহাসংরক্ষণ ব্যবস্থার নমুনাদী- ১৮৫
প্রত্যেক মুমিনের হেফাযতের জন্য ৩৬০ জন ফেরেস্তা রয়েছেন- ১৮৬
আকাশ ও রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী তারকার শপথের তাৎপর্য- ১৮৬
মানুষকে একবিন্দু পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, যা স্খলিত হয় পৃষ্ঠ ও বক্ষপিঞ্জরের মধ্য হতে- ১৮৭
মানুষের প্রতিটি আমলের তিনটি দিক রয়েছে- ১৯০
হাশরের ময়দানে মানুষের চরম অসহায়ত্ব- ১৯১
কুরআনের বিরোধীতার দাঁতভাঙ্গা জবাব- ১৯৩
দ্বীনের দুশমনরা পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি সম্মান ভোগ করছে এজন্য নয় যে তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র বরং তাদের পাপের বোঝা ভারি করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য- ১৯৩
শপথ ও তার জওয়াব- ১৯৪
❐ সূরা আল-আ'লা – ১৯৫
কোন সূরার পর এই সুরাটি নাযিল হয়- ১৯৫
সূরাটির বিশেষত্ব- ১৯৭
আল্লাহর উত্তম নামসমূহ রয়েছে। অতএব তোমরা এসব নামে তাঁকে ডাক- ১৯৯
যে আল্লাহর ৯৯টি নাম মুখস্ত রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে- ১৯৯
যারা আল্লাহর নামে বিকৃতি সৃষ্টি করে এবং বিকৃতিকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের চরম শাস্তি হবে- ১৯৯
রুকুতে "সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম" এবং সিজদায় "সুবহানা রাব্বীয়াল আলা" পাঠের তত্ত্বকথা- ১৯৯
কুরআন তিলাওয়াত কালে এই সূরার প্রথম আয়াত পাঠ করলে নবী (সা.) বলতেনঃ সুবহানা রাব্বীয়াল আলা- ১৯৯

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টি ভারসাম্যপূর্ণ, সামাঞ্জস্যপূর্ণ, সুষম ও সুবিন্যস্ত- ২০০
আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই তাকদীর লিখা হয়েছে- ২০০
প্রতিটি স্বতন্ত্র সত্তার জন্য আলাদা আলাদা হেদায়াত বা পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে- ২০১
রূহ থাকার কারণে মানুষের জন্য দুটি আলাদা বৈশিষ্ট জৈবিক দিক এবং নৈতিক দিক- ২০২
ওহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (সা.) অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন- ২০৫
❒ সূরা আল-গাশিয়া – ২২০
❒ সূরা আল-ফাজর – ২৩৫
❒ সূরা আল-বালাদ – ২৬৭
❒ সূরা আশ-শামস – ২৮৩
❒ সূরা আল-লাইল – ২৯৫
❒ সূরা আদ-দোহা – ৩১০
❒ সূরা আল- ইনশিরাহ – ৩২৫
❒ সূরা আত-তীন – ৩৩৫
❒ সূরা আল-আলাক – ৩৪৬
❒ সূরা আল-কাদর – ৩৬১
❒ সূরা আল-বায়্যিনাহ – ৩৭২
❒ সূরা আল-যিলযাল – ৩৮৭
❒ সূরা আল-আদিয়াত – ৪০০
❒ সূরা আল-কারিয়াহ – ৪০৮
❒ সূরা আত-তাকাসুর – ৪১৪
❒ সূরা আল-আসর – ৪২৩
❒ সূরা আল-হুমাযা – ৪৩৩
❒ সূরা আল-ফীল – ৪৪৩
❒ সূরা আল-কুরাইশ – ৪৫৪
❒ সূরা আল-মাউন – ৪৬১
❒ সূরা আল-কাওসার – ৪৭০
❒ সূরা আল-কাফিরূন – ৪৭৯
❒ সূরা আন-নাসর – ৪৯৫
❒ সূরা আল-লাহাব – ৫০১
❒ সূরা আল-ইখলাস – ৫১৩
❒ সূরা আল-ফালাক – ৫২৫
❒ সূরা আন-নাস – ৫৪২

www.pathagar.com

৭৮. সূরা 'আন-নাবা'

নামকরণ ঃ 'নাবা' শব্দের অর্থ সংবাদ। সূরার দ্বিতীয় আয়াতে النبا العظيم দ্বারা কিয়ামত ও পরকালের মহাদুর্ঘটনার সংবাদ জানানো হয়েছে। বস্তুত এ সূরার মূল আলোচনাই আখিরাত-কেন্দ্রিক। সেজন্যই ঐ দিনের বিস্তারিত সংবাদ দানকারী এ সূরার 'আন-নাবা' নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থান-কাল ঃ নবী করীম (সা.) এর মক্কী জীবনে এ সূরাটি নাযিল হয়। মানুষের চিন্তা-রাজ্যে আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করার জন্য আল্লাহ্ পাক বার বার এ প্রসঙ্গটি এনেছেন সূরা 'কিয়ামাহ্' থেকে 'নাযিআত' পর্যন্ত বিভিন্ন আয়াতে। নবুয়াত প্রাপ্তির পর থেকেই রসূলুল্লাহ (সা.) সকল মানুষকে আহবান করতে থাকেন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত- এই তিন বুনিয়াদী আকীদার দিকে। মানুষকে পরকালে বিশ্বাসী বানানো ছিল অপরিহার্য। কেননা কিয়ামতের দিন মহাবিচারকের সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ভয় যদি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি না হয়, তাহলে দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে ইসলাম প্রদর্শিত পথে চলা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ঠিক একই কারণে প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সব সূরাতেই লোকদের মনে পরকালের বিশ্বাস দৃঢ়মূল করার জন্যই সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আরোপ করা হয়েছে এ বিষয়ে অপরিসীম গুরুত্ব, আর ব্যবহার করা হয়েছে উচ্চতর বলিষ্ঠ ভাষা। সূরা আল-মাআরিজ-এর পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটির বিষয়বস্তুকে মোটামোটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। আর মূল বক্তব্য হচ্ছে কিয়ামত ও পরকাল।

বিষয়বস্তুর প্রথম দিকটি হচ্ছে ঃ তদানীন্তন কাফির-মুশরিকদের সামনে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এক বিরাট মহান আবেদন করেছিলেন মহানবী (সা.), যার ফলে তাদেরকে হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে- সর্বত্র এবং সকল অবস্থায় এ মহাঘটনার আলোচনায় মুখর হতে হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি বুনিয়াদী আকীদার দিকে ডাক দিয়েছিলেন, তার প্রথমটি ছিল তাওহীদ।

www.pathagar.com

মক্কার মুশরিকগণ কোন না কোনভাবে তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। তারা মানত যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সর্বোচ্চ রব ও রিযিকদাতা। এমনকি যেসব দেবদেবীর তারা উপাসনা করত তারাও যে আল্লাহর সৃষ্টি, এ ধারণাও তারা পোষণ করত। তাই তাওহীদের ডাকে সরাসরি সাড়া দিতে প্রস্তুত না হলেও এ আকীদাকে তারা অস্বীকার করত না। বুনিয়াদী দ্বিতীয় দাওয়াত ছিল 'রিসালাত'- অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহর রসূল বলে মেনে নেয়া। এ কথাটিও তারা সরাসরি মানতে প্রস্তুত না হলেও রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়াতপূর্ব দীর্ঘ চল্লিশ বছরের উন্নত চরিত্র, সুমধুর ব্যবহার এবং মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি ও স্বার্থপরতা বিবর্জিত চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি ভাল গুণগুলি তাদেরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 'আল-আমীন' ও 'সাদিক' উপাধিপ্রাপ্ত লোকটিকে নবুয়াতের দাবীতে মিথ্যা প্রমাণিত করাও তাদের পক্ষে সুকঠিন ছিল। কিন্তু তৃতীয় বুনিয়াদী আকীদা-'আখিরাতে বিশ্বাস' পূর্বোক্ত আকীদার চাইতেও অনেক বেশী আপত্তিকর ছিল মক্কাবাসীদের কাছে। তারা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি বিদ্রুপ, সমালোচনা ও অপপ্রচার শুরু করেছিল। সর্বাধিক বিস্ময়কর ও জ্ঞান-বিবেকের বিপরীত, বাস্তবতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও বিশ্বাস অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল তাদের কাছে। এ প্রসঙ্গে তাদের অসার যুক্তি ও কুটিল উক্তির বর্ণনা আল্লাহ পাক বিভিন্ন আয়াতে তুলে ধরেছেন এভাবেঃ "দুনিয়ার এ জিন্দিগীটাই একমাত্র জিন্দিগী। আর আমরা কখনই পুনরুজ্জীবিত হব না।" (আল-আনআমঃ ২৯) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ "আমাদের দুনিয়ার এ জিন্দিগীটাই একমাত্র জিন্দিগী। এখানে আমাদের মৃত্যু আবার এখানেই আমাদের জন্ম। আর কালের আবর্তন ছাড়া কোন কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।" (আল-জাসিয়া) আরও ইরশাদ হয়েছেঃ "পঁচা-গলা অস্থি-মজ্জাকে পুনরুজ্জীবিত করবে এমন কে আছে? (ইয়াসীন ঃ ৭৮) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছেঃ "এবং তারা (কাফিরগণ) এরূপ বলত যে, যখন আমরা মরে যাব আর আমাদের অস্তিত্ব মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে, তখন কি আমরা পুনরায় জীবিত হব? আর আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও কি?" (ওয়াকিয়াহঃ ৪৭, ৪৮) তাদের অনুরূপ উক্তির বর্ণনা রয়েছে সূরা রা'দঃ ৫, আল-মুমিনূনঃ ৩৫ ও ৮২, আন-নামলঃ ৬৭, আস-সাফফাতঃ ১৬ ও ৫৩, কাফঃ ৩ আয়াতগুলিতে।

www.pathagar.com

বিষয়বস্তুর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে ঃ কাফিরদের এসব আলোচনার উত্তরে আল্লাহর কিছু প্রশ্নাবলীঃ তারা কি দেখে না, যমীনকে কেমন সুন্দর বিছানা বানিয়েছি? পর্বতমালাকে পেরেকের ন্যায় ব্যবহার করে বিশাল যমীনকে কেমন স্থিতিশীল করেছি? যুগল-যুগল নর-নারী সৃষ্টি করেছি, ঘুমকে শান্তির বাহন করেছি, রাতকে আবরণ আর দিনকে জীবিকার্জনের সময় বানিয়েছি। কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর আবার কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম গ্রহণে তোমাদের বাধ্য করেছি। রাত-দিনের এমন নিয়মিত আবর্তন কি তোমাদের চোখে পড়ে না? মাথার উপরে সাতটি সুদৃঢ় আকাশমন্ডলী খুটী ছাড়াই সংস্থাপন করেছি- সেদিকে কি তোমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না? অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অতিশয় উজ্জ্বল সূর্যটা কি তোমরা দেখতে পাও না? শূন্যলোকে ভাসমান মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ফলে যমীনকে শস্য-শ্যামল ও ঘন সন্নিহিত বাগ-বাগিচায় ভরপুর দেখেও কি তোমরা চোখ বন্ধ করতে চাও? এ সমস্ত উদাহরণ কি তোমাদেরকে এ মূল সত্যের দিকে ইঙ্গিত দেয় না যে, বিচক্ষণ নিরংকুশ সৃষ্টিকর্তা এসবকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি কিয়ামত সংঘটনে ও পরকাল আনয়নে সম্পূর্ণ সক্ষম?

বিষয়বস্তুর তৃতীয় দিকটি হচ্ছে ঃ কিয়ামত ও আখিরাত অনুষ্ঠান। আর এটাই হচ্ছে এ সূরার মূল বক্তব্য। এ বিষয়টিই এ সূরার বহুলাংশ জুড়ে রয়েছে। সৃষ্টিলোকের এ বিশাল কারখানার মানুষকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করে তাকে প্রচুর ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এমন গুরুদায়িত্ব কে কিভাবে আঞ্জাম দিয়েছে, এখান থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর, বিচার করে না দেখে এমনই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে? যথাযথ যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালনকারী পুরস্কৃত হবে না, আবার দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী শাস্তি পাবে না- তা কেমন করে আশা করা যায়? এসব যুক্তি ও দলীল-প্রমাণাদি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় উপস্থাপন করার পর আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, অবশ্যই কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

এরপর ২১-৩০ আয়াতে ঐ সমস্ত লোকদের মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে, যারা এ সংকটময় হিসাব-নিকাশের আশা মোটেই পোষণ করত না। অধিকন্তু তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সেগুলিকে অমান্য করত। ওঁৎ পেতে থাকা জাহান্নামে তাদেরকে অনন্ত-অসীমকাল জ্বলতে হবে।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে যারা জবাবদিহির বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করে পরকালীন জীবনকে সুখী ও সুন্দর বানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল তাদেরকে প্রতিফল দানের কথা বলা হয়েছে ৩১-৩৬ আয়াতে। কেবল প্রতিফলই নয়, বরং আরো অধিক পুরস্কার দেয়ার নিশ্চয়তাও তাদের দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষাংশে আল্লাহর বিচারালয়ের চিত্র পেশ করা হয়েছে। আমলের ভিত্তিতেই সেখানে সকল রূহধারী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন। আল্লাহর অনুমতি স্বাপেক্ষেই কেবলমাত্র সুপারিশকারীগণ সঠিক সুপারিশ পেশ করতে সক্ষম হবেন। অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই এমন সম্মান লাভ করবেন। কেবলমাত্র পাপী ঈমানদারদের জন্য ঠিক ঠিক সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। কাফিরদের জন্য কোনই সুপারিশ গৃহীত হবে না।

সবশেষে এ দিনটির আগমন সন্দেহাতীত এবং অতি সন্নিকটে, এমন ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ পাক মানবমন্ডলীকে স্ব স্ব ইচ্ছার উপর সীমিত স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন যার যেখানে ঠিকানা নির্ধারণ করার ইচ্ছা (জান্নাতে অথবা জাহান্নামে) স্বীয় প্রভুর কাছে সেরূপ ঠিকানা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুক। এরপরেও যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করবে, তাকে তার কৃত সমস্ত আমল দেখানো হবে। তখন সে তার বদ আমলগুলি দেখে এবং এর ভয়ংকর পরিণাম অনুধাবন করে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়বে আর বড়ই আফসোসের সাথে বলবেঃ কতই না উত্তম হত, যদি আমি পশুদের ন্যায় মাটি হয়ে যেতাম, আর রক্ষা পেতাম জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন থেকে।

www.pathagar.com

৭৮. সূরা 'আন-নাবা'

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৪০, মোট রুকু-২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ① عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ② الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ③
كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ④ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤

عَمَّ = কোন বিষয়ে? يَتَسَاءَلُوْنَ = তারা (মক্কার মুশরিকগণ) জিজ্ঞাসা করছে, عَنْ = সম্পর্কে বা বিষয়ে, اَلنَّبَا[১] = সংবাদ, اَلْعَظِيْمِ = শ্রেষ্ঠ বা খুব বড় (কিয়ামত ও পরকালের মহাসংবাদ সম্পর্কে), اَلَّذِىْ = যে বিষয়ে, هُمْ = তারা, مُخْتَلِفُوْنَ[২] = পরস্পর মতানৈক্য করছিল, كَلَّا = কখনও নয়, سَيَعْلَمُوْنَ[৩]= তারা শীঘ্রই জানতে পারবে, ثُمَّ = অতঃপর।

---

(১) কোন্ বিষয়ে তারা (মক্কার মুশরিকগণ) জিজ্ঞাসা করছে? (২) সেই (কিয়ামতের) মহাসংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতানৈক্য করছিল? (৪) কখনও নয়! শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৫) হ্যাঁ, কখনও নয়, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

---

১. 'নাবাউল আযীম'- অর্থাৎ এক মহাসংবাদ। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সংগে সংগে সারা সৃষ্টি জগত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ দিলে সমস্ত মানবকুল স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে হাশরের ময়দানে মহাবিচারক আল্লাহর সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। 'কিরামান-কাতিবিন' দ্বারা সংরক্ষিত হিসাবের (যা ঐ দিন আমলনামারূপে প্রকাশ পাবে) ভিত্তিতেই ইনসাফপূর্ণ বিচারের পর চির সুখের জান্নাত অথবা চির দুঃখের

www.pathagar.com

জাহান্নামে বাস করতে হবে। মিথ্যা কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। পশুদের ন্যায় মাটিতে মিশে যাওয়াও সম্ভব হবে না- এসব তথ্য মক্কার কাফিরদের নিকট النَّبَا الْعَظِيْم বা মহাসংবাদ স্বরূপই ছিল।

২. তদানীন্তন কাফিরদের কিয়ামত সম্পর্কে সর্বসম্মত স্থির কোনই রায় ছিল না। কেবল আন্দাজ-অনুমানের তীরই তারা নিক্ষেপ করত মাত্র। তাদের কেউ কেউ আবার খৃষ্টানদের আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে বিশ্বাস করত বটে কিন্তু সে জীবন দৈহিক না হয়ে কেবল আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন হবে- এমনটিই তারা মনে করত। তাদের অধিকাংশই পরকালের অস্পষ্ট অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। অনুকূলে আয়াত ঃ

اِنْ نَّظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ -

"আমরা কেবলমাত্র আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতেই পরকালের ধারণা পোষণ করি আর আমরা এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী নই।" (আল-জাসিয়াঃ ৩২) আন্দাজ-অনুমান যাদের একমাত্র সম্বল তারা মতানৈক্যে ভুগতে বাধ্য এটাই অনিবার্য।

৩. 'অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে'ঃ দু-দুবার একই বাক্য ব্যবহারে বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে। তাদের সমুদয় জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়ে প্রকৃত সত্য মৃত্যুর সংগে সংগেই তাদের সামনে উপস্থিত হবে, ভেসে উঠবে পরজগতের বস্তুসমূহ তাদের চোখের সামনে, দৃষ্টিগোচর হবে সেখানকার বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলী। তখনই তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে পরকাল ও কিয়ামত সম্পর্কে। যেহেতু মৃত্যু অতি সন্নিকটে সুতরাং শীঘ্রই তারা প্রকৃত সত্য জানতে পারবে। এ ছাড়া বর্ণিত আয়াতটির অর্থ যদি এমনটি ধরে নেয়া হয় যে, সত্যি সত্যিই যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে কেবল তখনই তারা তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করবে, তাহলেও 'অতি শীঘ্র' বাক্যটির প্রয়োগ যথার্থই হবে। কেননা কিয়ামত নিঃসন্দেহে নিকটবর্তী। অনুকূলে আয়াতঃ "কিয়ামত নিকটে এসে পড়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে।" (আল-কামার ঃ ১) "এরা (কাফিরগণ) ঐ দিবসকে (কিয়ামত দিবসকে) বহু দূরবর্তী দেখছে। আর আমরা তা খুব নিকটবর্তী দেখছি।" (আল-মা'আরিজ ঃ ৬-৭)

www.pathagar.com

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨
وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ
مَعَاشًا ۝١١ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣
وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٥
وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦

اَلَمْ نَجْعَلْ = আমরা কি বানাইনি? الاَرْضَ = যমীন, مِهَادًا[১] = বিছানা (স্বরূপ), وَّالْجِبَالَ = আর পর্বতমালা, اَوْتَادًا = পেরেক (স্বরূপ)। [কোন কিছুতে পেরেক মেরে দিলে তা যেমন স্থানচ্যুত হয় না, তেমনি পর্বতমালাকে যমীনে পুতে দেয়ায় যমীন স্থিতি লাভ করেছে।] وَّخَلَقْنٰكُمْ = এবং আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, اَزْوَاجًا = যুগলে যুগলে (নর-নারী জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি), وَّجَعَلْنَا = এবং আমরা করেছি, نَوْمَكُمْ = তোমাদের ঘুম, سُبَاتًا[২] = শান্তির বাহন বা ক্লান্তি দূরকারী, اَلَّيْلَ = রাত্রিকে, لِبَاسًا[৩] = আচ্ছাদনস্বরূপ, النَّهَارَ = দিন, مَعَاشًا = জীবিকা অর্জনের সময়, وَبَنَيْنَا = আর আমরা বানিয়েছি, فَوْقَكُمْ = তোমাদের (মাথার) উপরে, سَبْعًا = সাতটি (আকাশ মন্ডল), شِدَادًا[৪] = সুদৃঢ় বা মজবুত, سِرَاجًا[৫] = প্রদীপ, وَهَّاجًا = অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অতিশয় উজ্জ্বল (সূর্য), وَّاَنْزَلْنَا = এবং আমরা নাযিল করি বা বর্ষণ করি, مِنَ = হতে, الْمُعْصِرَاتِ = পানিপূর্ণ মেঘমালা, مَاءً = পানি (বৃষ্টি), ثَجَّاجًا = প্রচুর পরিমাণে বা অবিশ্রান্তভাবে, لِنُخْرِجَ بِهٖ = তদ্দারা (পানি দ্বারা) উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে, حَبًّا = শস্য, نَبَاتًا = শাকসব্জি ও উদ্ভিদ, وَّجَنّٰتٍ= আর বাগবাগিচা, اَلْفَافًا = ঘন সন্নিবদ্ধ।

---

(৬) আমরা কি বানাইনি যমীনকে বিছানা স্বরূপ? (৭) আর পাহাড়-পর্বতসমূহকে পেরেকস্বরূপ? (৮) এবং সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে যুগলে যুগলে, (৯) আর তোমাদের ঘুমকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী শান্তির বাহক (১০) এবং রাতকে করেছি আচ্ছাদনকারী, (১১) আর দিনকে করেছি

www.pathagar.com

জীবিকার্জনের সময় (১২) এবং আমরা বানিয়েছি তোমাদের (মাথার) উপরে সাতটি সুদৃঢ় আকাশমন্ডল, (১৩) আর একটি অতিশয় উজ্জ্বল ও প্রচন্ড উত্তপ্ত প্রদীপ (সূর্য সৃষ্টি করেছি) (১৪) এবং বর্ষণ করি পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, (১৫) উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে তদ্বারা (পানি দ্বারা) শস্য এবং শাকসব্জি ও উদ্ভিদ, (১৬) আর ঘন সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা।

---

১. الأَرْضَ مِهَادًا - যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছি। সুপ্রশস্ত ও সমতল পৃথিবীকে শান্তিতে বসবাসযোগ্য করার লক্ষ্যে আল্লাহ্পাক তা স্থিতিশীল করেছেন- পর্বতমালাকে পেরেকের ন্যায় ব্যবহারের মাধ্যমে। এছাড়া পৃথিবীতে যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তিনি পয়দা না করতেন, তাহলে আমাদের এরূপ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ বসবাস কিছুতেই সম্ভব হত না। ওজনহীন ভাসমান বস্তুর ন্যায় আমাদের অবস্থা হত যা কখনও স্বাচ্ছন্দের হতে পারত না। তাই ভূমিকে সমতল করা, এর স্থিতিশীলতার জন্য পর্বতমালাকে পুতে দেয়া এবং চলাফেরা ও কর্মক্ষম করার জন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি- এতিনটির সমন্বয়েই সম্ভব হয়েছে- الارض مهدا।

২. نَوْمَكُمْ سُبَاتًا- তিনি ঘুমকে ক্লান্তি দূরীকরণের এক মহামূল্যবান উপকরণ করেছেন। মানুষ সারা দিন জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে অনেক দৌড়ঝাপ, অনেক পরিশ্রম ও খাটা-খাটুনির পর যখন রাতের আঁধারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, তখনই তার উপর ঘুমের অমোঘ দাবী ও চাপের সৃষ্টি হয়। নিদ্রা মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনার বিলোপ সাধন করে শরীর ও মন-মস্তিস্কে এমন স্বস্তি ও প্রশান্তি আনয়ন করে যার সমতুল্য মানুষের তৈরী কোন সুখসামগ্রী কখনই হতে পারে না। এমনকি চিকিৎসাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরাও নিদ্রার কৌশলগত মান নির্ণয় করতে আজও অক্ষম। এ নিয়ামত যদি আল্লাহ দান না করতেন, তাহলে মানুষ মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাদের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলত এমনকি জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ।

৩. الَّيْلَ لِبَاسًا - রাতের অন্ধকার দিনের আলোর ঝলকানিকে আচ্ছাদিত করে শান্তিপূর্ণ নিদ্রার উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করা। এছাড়া একই সময়ে যখন সকল মানুষ এমনকি অন্যান্য জীবজন্তুও ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে, তখন চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে যা গভীর নিদ্রার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। মানুষের সুষ্ঠু

www.pathagar.com

সাবলীল জীবন যাত্রার জন্য দিবা-নিশির আবর্তন এক অতি বিচক্ষণ সৃষ্টি কুশলতার সাক্ষ্য বহন করে। আচ্ছাদনকারী রাতের সৃষ্টি সত্যিই এক অতি বড় নিয়ামত।

৪. سَبْعًا شِدَادًا - অতি মজবুত সপ্ত আসমান বিনা খুঁটিতে বিনা বাঁধনে ঝুলন্ত। অতি বিশাল আকাশমন্ডলীর সীমারেখাও অতি সুরক্ষিত। এতে এক বিন্দুও পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হতে পারে না। হাজার হাজার Galaxsy-র সমন্বয়ে গঠিত আকাশরাজ্যে অগনিত তারকা-নক্ষত্র অবস্থান করছে। একে অপরের সাথে কখনও সংঘর্ষ বাধায় না অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর উপরও পতিত হয় না। এমন সুদৃঢ় সংস্থাপন নিঃসন্দেহে এক অতি নিপুন কৌশলগত কারিগরীর দলীল বহন করে।

৫. سِرَاجًا وَّهَّاجًا- অতি উজ্জ্বল ও প্রচন্ড উত্তপ্ত সূর্য সৃষ্টি সৌরজগতের জন্য এক অসামান্য মূল্যবান নিয়ামত। এর তাপমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, আয়তন পৃথিবী হতে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়, আর ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য কেবল দিনের আলো বিতরণে আমাদের চলাফেরা ও জীবিকার্জনে সহায়কই নয়; বরং সকল প্রাণীকুলও এ আলো থেকে নানা মূল্যবান উপাদান লাভ করে থাকে। সূর্যরশ্মি থেকে উদ্ভিদ জগত ক্লোরফীল এবং মাটি নাইট্রোজেনের মত অতি প্রয়োজনীয় উপাদান লাভ করে থাকে। বিকীর্ণ তাপও সারা সৃষ্টিজগতের জন্য অতীব প্রয়োজন। সূর্যোত্তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হয়ে মেঘমালার সৃষ্টি করে । আল্লাহর হুকুমে তা সেখান থেকে আবার বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়ে যমীনকে করে তুলে তরতাজা, শস্য-শ্যামল। সূর্যোত্তাপ অসংখ্য ক্ষতিকর জীবানু নাশ করে এবং দুর্গন্ধ দূর করে। মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহ সূর্যকে এমন নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করেছেন যে, অতিরিক্ত তাপে ধরাধাম পুড়ে ছারখার হয়ে যায় না; আবার তাপের স্বল্পতাহেতু সারাজাহান তুষারাবৃতও হয়ে পড়ে না। অতিরিক্ত আলোর ঝলকে চোখ ঝলসে যায় না; আবার আলোর অভাবে কিয়ামত পর্যন্ত রাত বিলম্বিত হয় না।

এ ছাড়া সূর্য বিরাট শক্তির উৎসও বটে। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ আজ ব্যাপকভাবে 'সৌরশক্তি' ব্যবহার শুরু করেছে। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে জলজাহাজ, গাড়ী, এমনকি হাতঘড়ি পর্যন্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এর ব্যাপক

www.pathagar.com

ব্যবহার শুরু হয়েছে। সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন 'সৌরশক্তি' (Solar Energy) পেট্রোলের ন্যায় কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। সূর্য সৃষ্টি আল্লাহর অসীম কুদরত ও অসামান্য প্রজ্ঞার ইঙ্গিত বহন করে, যার উত্তাপ ও আলো সারা প্রাণীজগতের জন্য অমূল্য সম্পদ।

কিয়ামত ও আখিরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার দলীল ঃ ৬-১৬ আয়াতগুলি তদানীন্তন কাফিরদের মধ্যে কিয়ামতের মহাসংবাদকে কেন্দ্র করে হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে যেসব আলাপ-আলোচনা ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল- তারই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। অদৃশ্য কিয়ামতের বাস্তবতা যদিও বিবেক-বুদ্ধিতে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়, তবুও কেন তারা তাদের চোখের সামনে সংঘটিত লাখো কুদরতের লীলাখেলা থেকে এ মহাসত্যের বাস্তবতাকে মেনে নেয় না? তাদের অনুর্বর মস্তিষ্কে আয়াতগুলি দ্বারা কষাঘাত করে প্রশ্ন রাখা হয়েছে- যমীনকে তোমরা দেখ না, কেমন সুন্দর বিছানার ন্যায় তাকে বিছিয়ে দিয়েছি? পাহাড়কে দেখ না কেমনভাবে তাকে মাটিতে পুতে দিয়েছি পেরেকের ন্যায়? তোমরা কি নিজেরদের দিকে একবারও চেয়ে দেখ না, কেমন মধুর নারী-পুরুষের জোড়া আমি বেঁধে দিয়েছি? কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম গ্রহণের বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করে তোমাদেরকে আবার কর্মক্ষম করার যে ব্যবস্থা আমি বেধে দিয়েছি- তা কি তোমাদের বিবেচনায় স্থান পায় না? রাত্রি-দিবসের নিয়মিত আবর্তন কি তোমাদের চোখে পড়ে না? তোমাদের মাথার উপর সপ্ত-আসমানের সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার প্রতি কি তোমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না? সূর্যটা কি তোমরা দেখতে পাও না? তোমরা কি অবলোকন করছ না শূন্যলোকে ভাসমান মেঘমালাকে গলিয়ে গলিয়ে পানি বর্ষণ করে থাকি, আর তদ্বারা উৎপন্ন করি তোমাদের জন্য শস্য ও ঘন সন্নিহিত বাগ-বাগিচা?

এতসব কুদরতের হাতুড়ি পেটাও কি তোমাদের বিবেকের বদ্ধ দরজা খুলে দেয় না যে, যে নিরংকুশ সৃষ্টিকর্তা এসবকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনিই আবার এসবকে অস্তিত্বদানে এবং পরকাল আনয়নে সম্পূর্ণ সক্ষম? উপরন্তু যে মহাবিজ্ঞানী এই বিশ্বলোকের কোন কাজই উদ্দেশ্যহীনভাবে করেননি, তিনি কি করে তারই খলীফা মানুষকে জ্ঞান-সমঝ, আনুগত্য ও অবাধ্যতার স্বাধীনতা এবং স্বীয় অগনিত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ও সুযোগ দিয়ে

www.pathagar.com

'আশরাফুল মাখলূকাত'-এর মর্যাদায় সমাসীন করেছেন নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ভাবে? কেমন করে এটা বিশ্বাস করা যায় যে, এক ব্যক্তি দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে তুচ্ছ করে আমলে-সালেহ্ করতে করতে মাটির সাথে মিশে গেল, আর এক ব্যক্তি ভোগ-বিলাস ও চরম স্বেচ্ছাচারিতায় বল্গাহীন জীবন অতিবাহিত করে মাটি হয়ে গেল- পরিণতির দিক দিয়ে উভয়ই সমান? কিরূপে আশা করা যায় যে, ভাল লোকটি ভাল কাজের পুরস্কার পাবে না, আর মন্দ লোকটি তার মন্দ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিতও হবে না? বস্তুত এসকল প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে কিয়ামত ও পরকালের অকাট্য দলীল।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

اِنَّ = নিঃসন্দেহে, يَوْمَ الْفَصْلِ = চূড়ান্ত মীমাংসার দিনটি, كَانَ مِيْقَاتًا[১] = পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট রয়েছে, يُنْفَخُ[২] = ফুঁ দেয়া হবে, فِى الصُّوْرِ = শিংগায়, فَتَاْتُوْنَ = তখন তোমরা (মহা বিচারের জন্য) সমাগত হবে, اَفْوَاجًا[৩] = দলে দলে, وَّفُتِحَتِ[৪] = এবং উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, السَّمَاءُ = আকাশমন্ডল, فَكَانَتْ اَبْوَابًا = ফলে অসংখ্য দরজা খুলে যাবে, وَّسُيِّرَتِ[৫] = এবং দ্রুত চালিয়ে দেয়া হবে, الْجِبَالُ = পাহাড়, পর্বত, فَكَانَتْ سَرَابًا[৬] = ফলে তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে।

---

(১৭) নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত মীসাংসার দিনটি পূর্বনির্দিষ্ট, (১৮) ঐ দিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন দলে দলে তোমরা (প্রভুর সামনে) আসবে, (১৯) এবং উন্মুক্ত করে দেয়া হবে আকাশমন্ডল, ফলে অসংখ্য দরজা খুলে যাবে, (২০) আর পাহাড়-পর্বতমালাকে (প্রচন্ড গতিতে) চালিয়ে দেয়া হবে, ফলে সেগুলো মরীচিকায় পরিণত হবে।

---

১. **'কানা মীকাতা'**– অর্থাৎ কিয়ামতের দিনটি পূর্বনির্ধারিত। পূর্ব হতে নির্দিষ্ট করা সময় বা সীমারেখাকেই 'মীকাত' বলে। চূড়ান্ত ফয়সালার দিনটি অবশ্যই

www.pathagar.com

এক সুনির্দিষ্ট দিন যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানেনা। এ দিনটি অকস্মাৎ আসবে এবং শীঘ্রই আসবে। অনুকূলে আয়াতঃ "নিঃসন্দেহে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা মনে করত। এমনকি যখন সেই নির্দিষ্ট সময় (কিয়ামত) তাদের প্রতি অকস্মাৎ এসে পৌঁছবে, তখন তারা বলবে- হায় আফসোস! (আল-আনআমঃ ৩১) রসূলুল্লাহ (সা.)-কেও এ বিষয়ে অনেকবার প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সঠিক দিন তারিখ জানাননি। তবে তিনি কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করেছেন। অনুকূলে হাদীসঃ হুযাইফা ইবন উসাইদ আল-গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কতিপয় সাহাবী এক কক্ষে সমবেত হয়ে কিয়ামত প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন, অতঃপর বললেনঃ দশটি আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘঠিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ২. একটি উদগত ধূম্র, ৩. একটি অদ্ভুদ জন্তুর আবির্ভাব, ৪. ইয়াজুজ ও মাজুজের বন্দী অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা, ৫. হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর আগমন ৬. দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, ৭. পূর্বদিকে একটি প্রকান্ড ভূমিধ্বস হওয়া, ৮. পশ্চিমদিকে আর একটি বিরাট ভূমিধ্বস ঘটা, ৯. আরব দেশে আরো একটি প্রকান্ড ভূমিধ্বস হওয়া, ১০. এডেন থেকে এক বিরাট অগ্নি বের হয়ে লোকদেরকে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে নেয়া। (মুসলিম)

২. মোট দুইবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। প্রথমবার ফুঁ দিলে সারা সৃষ্টিজগত ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবলমাত্র আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় এ ধ্বংস থেকে রক্ষা করবেন তাঁরাই রক্ষা পাবেন। অনুকুলে আয়াতঃ "এবং শিংগায় (প্রথমবার) ফুঁ দেয়া হবে, তখন আসমান-যমীন ও তন্মধ্যে যা কিছু আছে সবাই বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে- কেবলমাত্র আল্লাহ যাকে স্বীয় ইচ্ছায় রক্ষা করবেন সে ছাড়া। অতঃপর (দ্বিতীয়বার) শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সবাই (জ্ঞান ফিরে পেয়ে) দাঁড়িয়ে (কিয়ামতের দৃশ্য) দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমারঃ ৬৮) আল্লাহর ইচ্ছায় যখন আবার (দ্বিতীয়বার) শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে তখন সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ এ দুনিয়ার বুকে জন্মগ্রহণ করেছিল, সকলেই স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে মহাবিচারের জন্য হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। অনুকূলে আয়াতঃ "এবং (দ্বিতীয়বার যখন) শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন তারা স্ব স্ব কবর হতে উঠে তাদের 'রব'- এর দিকে ছুটে চলবে।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৫১)

www.pathagar.com

৩. **'আফওয়াজান'**– অর্থাৎ দলে দলে। মহা বিচারালয়ে সারিবদ্ধ ভাবে কাতার- বন্দী হয়ে দাঁড়াতে হবে। অনুকূলে আয়াতঃ এবং সকলকেই সারিবদ্ধভাবে (হে রসূল) আপনার রব-এর সম্মুখীন করা হবে।" (সূরা আল-কাহাফঃ ৪৮) সেদিন কারো সাধ্য থাকবে না কোন প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি করার। সেদিন ফেরেশতাগণ আলাদা দলে এবং অন্যান্য সকল রূহধারীগণ আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হবে। অনুকূলে আয়াতঃ "যে দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে।" (সূরা আন-নাবাঃ ৩৮)

সম্ভবত ঐদিন কেবল আমলনামার ভিত্তিতেই কাতারবন্দী করা হবে। অনেকের মতে খাঁটি কাফিরদের একদল, খাঁটি মুমিনদের একদল, আসহাবুল আরাফের (যাদের পাপ-পুণ্য সমান সমান হওয়ায় তারা আরাফে ক্ষণকাল অবস্থানের পর জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে) একটি দল এবং পাপী ঈমানদারদের অন্য আর একটি দল থাকবে। কেউ কেউ বলেন, মোট সত্তর দল হবে। প্রথমেই বিনা হিসাবে একদল জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর একটি দল হবে যেখানে খাটি ঈমানদারগণ থাকবেন। তাঁরাও বিচার শেষে জান্নাতে যাবেন। বাকী আটষট্টি দল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এদের মধ্য হতে পাপী ঈমানদার মেয়াদী দোযখবাস শেষে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। আর কাফিরগণ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। কোন কোন তাফসীরে দশটি দলের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৪. **'ফুতিহাত'**– উন্মুক্ত করে দেয়া বা খুলে দেয়া। ঐ দিন আকাশের অসংখ্য দরজা খুলে যাবে। অবশ্য এখনও আকাশে দরজা আছে, কিন্তু তা সংখ্যায় অল্প, আকারে ছোট এবং কঠিন পাহারাযুক্ত। সেই দিন আল্লাহ পাক তাঁর আরশে উপবিষ্ট হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ আনবেন মহা বিচার পরিচালনার উদ্দেশ্যে। সংগে আনবেন অনেক ফেরেশতা। [অনুকূলে- হাদীসঃ ১ম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

৫. **'সুয়্যিরাত'**– সেদিন পর্বতমালাকে দ্রুত চালিয়ে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গটি প্রথমবার শিংগায় ফুঁ দেয়ার ঘটনার সাথেই অধিক সম্পর্কিত। সে সময় পর্বতমালা এমন তীব্র গতিতে উৎক্ষিপ্ত হবে যে, তার ফলে কঠিন শিলারাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে রঙ্গিন পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। অনুকূলে আয়াতঃ "আর

www.pathagar.com

পর্বতমালা ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে।" (সূরা আল-কারিয়াহঃ ৫) শেষ পর্যন্ত সেগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে চিকচিকে বালিস্তুপে পরিণত হবে। দূর থেকে চিকচিকে বালিস্তুপ যেমন মরীচিকার ন্যায় দেখায় তেমনি পাহাড়-চূর্ণ বালিরাশিকেও মরীচিকার ন্যায় দেখাবে। যেহেতু দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার ধ্বংসকারী নয়, বরং সৃজনকারী এবং যেহেতু হাশরের ময়দান হবে সম্পূর্ণ সমতল, সেহেতু এ আয়াতটি প্রথম ফুঁ এর পরিণতি হওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

৬. **'সারাবা'** – অর্থাৎ দূরে চলে যাওয়া। ধূ ধূ মরুভূমিতে প্রখর সূর্যোত্তাপে চিকচিকে বালিরাশিকে দূর থেকে পানির মত ঝলমল করতে দেখা যায়- এ অবস্থার নাম মরিচিকা। কোন তৃষ্ণার্ত প্রাণী পানি পানের আশায় যতই মরীচিকার নিকটবর্তী হতে থাকে, ততই সে পিছু হটতে থাকে। তৃষ্ণার্ত কখনই তার নাগাল পায় না। যতই সামনে ছুটে ততই তা দূরে চলে যায়। এক পর্যায়ে প্রাণ হারায় তৃষ্ণার্ত প্রাণীটি।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا (٢٢) لّٰبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا (٢٣)
لَاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا (٢٤) اِلَّاَ حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا (٢٥) جَزَاءً
وِّفَاقًا (٢٦) اِنَّهُمْ كَانُوْا لَاَ يَرْجُوْنَ حِسَابًا (٢٧) وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا (٢٨)
وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا (٢٩) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا (٣٠)

اِنَّ جَهَنَّمَ = নিঃসন্দেহে জাহান্নাম, كَانَتْ مِرْصَادًا[১] = প্রতীক্ষার ঘাঁটি বিশেষ, لِلطَّاغِيْنَ[২] = সীমা লংঘনকারীদের জন্য, مَاٰبًا = প্রত্যাবর্তনস্থল, لٰبِثِيْنَ = অবস্থানকারী, فِيْهَا = তথায় (জাহান্নামে), اَحْقَابًا[৩] = যুগের পর যুগ, لَاَيَذُوْقُوْنَ = তারা স্বাদ আস্বাদন করবে না, بَرْدًا = ঠান্ডা, وَّلَاشَرَابًا[৪] = আর না কোন (ঠান্ডা) পানীয়, اِلَّا = ব্যতীত, حَمِيْمًا[৫] = ফুটন্ত পানি, وَّغَسَّاقًا[৬] = এবং পঁচা ক্ষতের ক্ষরণ বা পুঁজ, جَزَاءً = প্রতিফল, وِّفَاقًا[৭] = পরিপূর্ণ, لَا يَرْجُوْنَ[৮] = তারা আশা পোষণ করে না, وَكَذَّبُوْا = এবং তারা মিথ্যা মনে করল, بِاٰيٰتِنَا = আমাদের আয়াতসমূহকে, كِذَّابًا = মিথ্যার মত

www.pathagar.com

মিথ্যা মনে করত (সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করত), كُلَّ شَيْءٍ = প্রত্যেকটি বিষয়-ই, أَحْصَيْنَٰهُ = তা পরিসংখ্যান করে রেখেছি বা গুণে গুণে রেখেছি (Statistics), كِتَٰبًا = লিপিবদ্ধ করে রাখা, فَذُوقُوا۟ = অতএব তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর, فَلَن نَّزِيدَكُمْ = অতঃপর আমরা (কিছুই) বৃদ্ধি করব না তোমাদের জন্য, إِلَّا عَذَابًا = কেবল আযাব ব্যতীত।

---

(২১) নিঃসন্দেহে জাহান্নাম একটি প্রতিরক্ষার ঘাঁটি। (২২) সীমালংঘন-কারীদের জন্য আশ্রয়স্থল (২৩) তথায় তারা অবস্থান করবে যুগ যুগ ধরে (২৪) তারা সেখানে স্বাদ আস্বাদন করবে না কোন ঠান্ডা (বস্তুর) আর না কোন (ঠান্ডা) পানীয়ের (২৫) কেবলমাত্র দেয়া হবে ফুটন্ত পানি আর পচা ক্ষতের পুঁজ (২৬) (এটাই তাদের আমলের) পরিপূর্ণ প্রতিফল (২৭) নিঃসন্দেহে তারা আশা পোষণ করত না হিসাব-নিকাশের (২৮) আর তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে (পুরাপুরি) অবিশ্বাস করত (২৯) অথচ আমরা প্রত্যেকটি বিষয়-ই গুণে গুণে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। (৩০) অতএব তোমরা (জাহান্নামের) স্বাদ গ্রহণ কর; বস্তুত আমরা তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করব না।

---

১. 'কানাত মিরসাদা'– অর্থাৎ জাহান্নাম হচ্ছে আল্লাহদ্রোহীদের জন্য প্রতীক্ষার এক ঘাঁটি। অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য। আখিরাতে বিচারের শেষ লগ্নে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলকেই পুলসিরাত (জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা) অতিক্রম করতে হবে। অনুকূলে আয়াত "আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ-ই নেই যে এটা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে না। এটা আপনার রব-এর অনিবার্য নির্দেশ যা অবশ্যই সংঘটিত হবে।" (সূরা মারইয়ামঃ ৭১) আমল অনুযায়ী অতিক্রম কাল নির্ধারণ হবে। কেউ বিজলীর গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ অশ্বারোহীর গতিতে, কেউ হেঁটে চলার গতিতে, কেউ অতি ধীর গতিতে, এমনকি বুকের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে হলেও পার হবে। জাহান্নামের ফেরেশতা ওৎ পেতে থাকবে আল্লাহদ্রোহীদের জন্য। সিরাতের উপর আসা মাত্রই তাদেরকে পাকড়িয়ে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অনুকূলে আয়াতঃ অনন্তর আমরা মুত্তাকীদের উদ্ধার করব (সিরাত অতিক্রমকালে) আর যালিমদের

www.pathagar.com

নতজানু অবস্থায় তাতে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করব।" (সূরা মারইয়ামঃ ৭২) হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেনঃ পুলসিরাতের উপর ফেরেশতাদের চৌকি থাকবে। জান্নাতের ছাড়পত্র বাহককে ছেড়ে দেয়া হবে। আর যাদের কাছে এ ছাড়পত্র থাকবে না তাদেরকে পাকড়াও করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২. طَاغِيْنَ শব্দটি বহুবচন। طَاغِى হচ্ছে একবচন। উৎপত্তি হয়েছে طُغْيَانٌ শব্দ থেকে। যে ব্যক্তি অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় সে-ই طَاغِى বিদ্রোহী, সীমালংঘনকারী। আবার অনেকের মতে ঈমানদার ব্যক্তি যদি শরীআতের সীমা লংঘন করে তাকেও طاغى বলা হয়। তারা প্রকাশ্যভাবে কুফরী অবলম্বন করে না বটে কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। যেমনঃ রাফিযী, খারিজী ও মুতাযিলা।

৩. اَحْقَابًا শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে حقبة বা حقب ইবনে জারীর, তাবারী (রহ.) হযরত আলী (রা.)-এর বরাতে বলেন-এক হুকবার পরিমাণ আশি বছর যার প্রতিটি বছর হয় বার মাস, প্রতিটি মাস হয় ত্রিশ দিনে, আর প্রতিটি দিন আমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ পরকালের এক হুকবাহ্ দুনিয়ার দু-কোটি আটাশি লক্ষ বৎসরের সমান। বর্ণিত আয়াতে 'আহকাব'- এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ক্রমাগত ও নিরবিচ্ছিন্ন অতি দীর্ঘ সময় যা কখনই শেষ হবার নয়। একটি শতাব্দী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগেই আর একটি নতুন শতাব্দীর শুরু হবে। অর্থাৎ আল্লাহদ্রোহীগণ অনন্ত অসীম কাল জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে। কুরআন মাজীদের ৩৪ স্থানে জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী আযাবের বর্ণনায় خلود শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর তিন জায়গায় আরো অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে خلدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ব্যবহার করা হয়েছে। এসব আয়াতের অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এ আয়াতের অর্থ বুঝতে হবে যে, আল্লাহদ্রোহীগণ চিরকাল জাহান্নামে বাস করবে।

কিন্তু طُغْيَان শব্দের অর্থ যদি শরীয়াতের সীমা লংঘনকারী ঈমানদার মেনে নেয়া যায় যেমন রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলা- যারা বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুফরীর সীমা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য কুফরী করেনি, সেক্ষেত্রে তারা আযাব ভোগ করার পর ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে।

www.pathagar.com

উপসংহারে طَاغِيْنَ- অর্থ যা-ই করা হোক না কেন নিঃসন্দেহে কাফির চিরকাল জাহান্নামে আযাব ভোগ করবে। আর তাওহীদপন্থী ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী ও শরীয়াতের সীমালংঘনকারী ঈমানদারগণ মেয়াদী জাহান্নাম বাসের পর জান্নাতে প্রবেশ করে চিরকাল সেখানে বাস করবে। এ বিষয়ে সকল মুফাসসিরগণই একমত।

৪. 'ওয়ালা শারাবা'– অর্থাৎ তাদেরকে কোন ঠান্ডা পানীয় দেয়া হবে না। পক্ষান্তরে পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে ফুটন্ত পানি ও দুর্গন্ধময় গরম পুঁজ দেয়ার ঘোষণা রয়েছে। জান্নাতের যাবতীয় খাবার ও পানীয় জাহান্নামীদের জন্য হারাম করা হয়েছে। অনুকূলে আয়াতঃ "আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে- আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা যে রিযিক তোমাদের আল্লাহ দান করেছেন, তা থেকে কিছু দাও। তারা (জান্নাতীগণ) বলবে- নিশ্চয় আল্লাহ উভয় বস্তুই (খাবার ও পানীয়) কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন।" (সূরা আল-আরাফঃ ৫০)

৫. 'হামীমা'– টগবগে ফুটন্ত পানি। জাহান্নামের প্রচন্ড উত্তাপে যখন সেখানকার অধিবাসীরা পানি দাও পানি দাও বলে চিৎকার করতে থাকবে, তখন সেখানকার শাস্তিদাতা ফেরেশতারা তাদের মুখে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেবে। এতে এতটুকুও পিপাসা মিটবে না, বরং আরো বৃদ্ধি পাবে। তাদের মুখের গোশত ঝলসে যাবে আর নাড়িভুঁড়ি গলে টুকরা টুকরা হয়ে বেরিয়ে আসবে। অনুকূলে আয়াতঃ "মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে তার অবস্থা এমন যে তারা (মুত্তাকীগণ) কি তাদের (কাফিরদের) ন্যায় হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে বাস করবে? আর তাদেরকে (সেখানে) ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, ফলে তাদের নাড়িভুড়িগুলি টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।" (সূরা মুহাম্মদঃ ১৫)

৬. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে غَسَّاقٍ যা পুজ, রক্ত, পুজ মিশ্রিত রক্ত, এবং কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু ও চামড়া হতে যে রস নিঃসৃত হয় ইত্যাদি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত যেসব জিনিসে দুঃসহ দুর্গন্ধ ও পচা ঘিনঘিন করা গন্ধ থাকে সেগুলিকে বুঝাবার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। (তাফহীমুল কুরআন)

www.pathagar.com

৭. وِفَاقًا– জাহান্নামে পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে। কাফিরদের কর্মের ফলে যতটুকু শাস্তি তারা পাওয়ার যোগ্য ঠিক ততটুকু শাস্তিই তাদের দেয়া হবে। অন্যায়ভাবে বা রাগের বশবর্তী হয়ে তাদের পাওনার অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া হবে না। আবার খাতির করে বা সহানুভূতি দেখিয়ে কারও উপর থেকে আযাব লাঘব করাও হবে না।

৮. لاَ يَرْجُوْنَ– তারা হিসাব-নিকাশের জন্য আসামীর কাটগড়ায় দাঁড়াতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। স্বেচ্ছাচারিতার লাগামহীন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তারা নেচে কুদে ঘুরে বেড়াত। ভাবখানা এমন যে, তাদের নিকট কৈফিয়ৎ চাওয়ার কেউ-ই নেই। যেন তারা মগের মুল্লুকে বাস করছে। এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে তাদেরকে। এরূপ আচরণ তাদের জাহান্নামবাসের প্রথম কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে- আল্লাহ্ পাক নবী ও রসূলগণের মাধ্যমে তাদের হেদায়েতের জন্য যেসব নিদর্শন পাঠিয়েছিলেন, সেগুলিকে তারা স্পষ্টভাবে মিথ্যারোপ করেছিল এবং অমান্য করেছিল।

৯. كِتَابِ– অর্থাৎ আমলনামা। দিবা-রাতে, প্রকাশ্যে-গোপনে আলোতে-আধারে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, ছোট-বড়, ভাল-মন্দ যত প্রকার কাজ আমরা উঠতে-বসতে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে সম্পাদন করছি, সমুদয় কাজই নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করছেন আমাদের দু-কাঁধে অবস্থিত সম্মানিত ফেরেশতা 'কিরামান-কাতিবীন'। অনুকূলে আয়াতঃ "অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে সম্মানিত আমললিখক-কিরামান-কাতিবীন। তারা (সকল বিষয়ে) জানে যা তোমরা কর।" (সূরা ইফিতারঃ ১০-১২) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ নিশ্চয়ই আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে।" (ইউনুসঃ ২১) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছেঃ "তবে কি তাদের ধারণা যে, আমরা তাদের গোপন বিষয়গুলি এবং নিভৃতে গৃহীত পরামর্শগুলি শুনতে পাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই (শুনি) আর আমাদের ফেরেশতাগণ তাদের নিকট রয়েছে যারা লিপিবদ্ধ করছে (তাদের সমুদয় কাজ।" (সূরা যুখরুফঃ ৮০) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ "(পরিণামের দিক দিয়ে) সবই সমান যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন কথা চুপিচুপি বলে, আর

www.pathagar.com

উচ্চস্বরে বলে এবং যে ব্যক্তি রাত্রিকালে কোথাও আত্মগোপন করে, আর দিনের বেলায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়।" (আর-রাদঃ ১০)

উপরের আয়াতগুলি থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, আমরা রাতের ঘনঘোর অন্ধকারে সারা বিশ্ববাসীর চোখে ধূলি দিয়ে অতি সংগোপনে চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি ধর্ষণ-লুণ্ঠন যা-ই করি না কেন সবই আমলনামায় যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। মহাবিচার দিবসে এই আমলনামা আমাদের সামনে তুলে ধরা হবে। অনুকূলে আয়াতঃ "আর প্রত্যেকের সামনেই তাদের আমলনামা উপস্থাপন করা হবে। তখন আপনি (হে রসূল!) দেখবেন যে, অপরাধীগণ ভয়ে কাঁপতে থাকবে ঐ আমলনামায় লিপিবদ্ধ বদ আমলগুলির জন্য এবং বলতে থাকবেঃ হায় আমাদের কী সর্বনাশ। এটা কি আশ্চর্য আমলনামা যাতে লিপিবদ্ধ না করে কোন ক্ষুদ্র পাপও ছাড়া হয়নি আর না কোন বড় পাপ! দুনিয়ার জিন্দিগীতে তারা যাকিছু করেছিল সব কিছুই মওজুদ পাবে (এ আমলনামায়)। আর আপনার রব কারো প্রতি এতটুকুও অবিচার করেন না।" (কাহফঃ ৪৯) প্রতিটি আমল পড়ে পড়ে আমলের আনুপাতিক ওজন (কোন আমলের কত ওজন তা আল্লাহই ভাল জানেন), আমল অনুযায়ী ডান পাল্লায় অথবা বাম পাল্লায় চাপানো হবে। এভাবে যার ডান দিকের পাল্লা ভারী হবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হবে, ফলে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। আর যার বাম দিকের পাল্লা ভারী হবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

لِلْمُتَّقِينَ = মুত্তাকীদের জন্য, مَفَازًا= সাফল্য প্রাপ্তি (রয়েছে), حَدَائِقَ= বাগ-বাগিচাসমূহ, وَأَعْنَابًا = আঙ্গুর, وَكَوَاعِبَ[১] = এবং পূর্ণ যৌবনা তরুণী, أَتْرَابًا= সমবয়স্কা, كَأْسًا = পানপাত্র, دِهَاقًا= উচ্ছ্বসিত, لَا يَسْمَعُونَ[২] =

www.pathagar.com

তারা শুনবে না, فِيْهَا = তথায় (জান্নাতে), لَغْوًا = বেহুদা কথা, অর্থহীন গালগল্প বা অপ্রয়োজনীয় কথা, وَلَا كِذَّابًا = আর না কোন মিথ্যা কথা, جَزَاءً = প্রতিদান, مِنْ رَّبِّكَ = আপনার রব-এর পক্ষ হতে, عَطَاءً حِسَابًا[৩] = পূর্ণ মাত্রায় পুরস্কার, رَبِّ = প্রতিপালক, السَّمٰوٰتِ = আকাশমন্ডলী, الْأَرْضِ = পৃথিবী, وَمَا = আর যা কিছু (রয়েছে), بَيْنَهُمَا = এতদুভয়ের মধ্যে (আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে), الرَّحْمٰنِ = দয়াময়, لَا يَمْلِكُوْنَ = তারা অধিকারী হবে না, مِنْهُ = তথা হতে (এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন সৃষ্টিই), خِطَابًا[৪] = কথা বলার।

---

(৩১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্যের মর্যাদা (৩২) (সেখানে) বাগিচাসমূহ ও আঙ্গুর (ভর্তি বাগান রয়েছে) (৩৩) আরো রয়েছে পূর্ণ যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগন (৩৪) এবং উচ্ছ্বাসিত পানপাত্র (৩৫) সেখানে (জান্নাতে) তারা শুনবে না কোন বেহুদা, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা আর না কোন মিথ্যাচার (৩৬) এটা আপনার (হে রসূল!) রব-এর পক্ষ হতে প্রতিদান যা পূর্ণ পুরস্কার স্বরূপ (৩৭) তিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমুদয় সৃষ্টির রব, যিনি অতীব করুণাময়। তাঁর সামনে এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কেউ-ই কোন কথা বলার অধিকারী হবে না।

---

১. كَوَاعِبَ اَتْرَابًا – 'পূর্ণ যৌবনা-সমবয়স্কা' জান্নাতী 'হুর' ও আদম-সন্তান উভয়কেই বুঝায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল জান্নাতবাসীই সমবয়স্ক হবে। অনুকূলে হাদীসঃ এক বৃদ্ধা মহিলা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করেন। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ হে অমুকের মাতা! নিঃসন্দেহে কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা ক্রন্দন করতে থাকে। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) (সাহাবীদের উদ্দেশ্যে) বললেনঃ তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, সে বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না, (জান্নাতে প্রবেশকালে) তাকে পূর্ণ যৌবনা করা হবে। কেননা আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ "অতঃপর আমরা তাদেরকে বানিয়েছি মনোহারিণী ও সমবয়স্কা।" (ওয়াকিয়াহঃ ৩৬,৩৭) [তিরমিযী]

www.pathagar.com

২. لَا يَسْمَعُوْنَ– জান্নাতবাসীগণ কোন বেহুদা কথাবার্তা মিথ্যাচার শ্রবণ করবে না, তাঁদের অন্তরে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। অনুকূলে আয়াতঃ "আর আমরা বিদূরীত করে দেব তাদের অন্তরের যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ।" (আ'রাফঃ ৪৩) তাই কাউকে গালি দেয়া, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করা, কাউকে দোষারোপ করা, কারো দুর্নাম রটানো- যাবতীয় মন্দ ভাব তাদের হৃদয়ে উদিত হয় না। ফলে কেউ বেহুদা কথা বলে না, আর কেউ শুনতেও পায় না। বরং নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতীগণ আল্লাহর শোকর-গুজারে পঞ্চমুখ থাকবেন। সেখানে একে অপরের প্রতি শান্তি বর্ষণের দোয়া করতে থাকবেন। কারো অমঙ্গল কখনো কামনা করবেন না। অনুকূলে আয়াতঃ "তথায় (জান্নাতে) তাদের বাক্য হবে-হে আল্লাহ! আপনি অতি পবিত্র (সুবহানাল্লাহ) আর সেখানে পরস্পরকে সালামের মাধ্যমে (আসসালামু আলাইকুম) অভিনন্দিত করবে। আর তাদের শেষ উক্তি হবে আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন। (ইউনূসঃ ১০)

৩. عَطَاءً حِسَابًا– পূর্ণ মাত্রার পুরস্কার লাভ করবেন মুত্তাকীগণ ঐদিন আল্লাহর পক্ষ হতে। বর্ণিত আয়াতে আখিরাতে চূড়ান্ত ফয়সালার নীতি ঘোষিত হয়েছে। আখিরাতে নাজাতের একমাত্র সম্বল হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। কোন মানুষেরই সারা জিন্দিগীর সমুদয় সৎকর্ম কিছুতেই জান্নাতের মত অমূল্য সম্পদের বিনিময়যোগ্য হতে পারে না। প্রকৃত সত্য এটাই যে, মানুষ তার মহান প্রভুর হুকুম পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, মনিবের কোন আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, তাই মনিব তার অনুগত দাসের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। এজন্যই তিনি তাঁর অনুগত দাসকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করবেন তাঁরই অশেষ করুণায়। এটাই আখিরাতে চূড়ান্ত ফয়সালার চিরন্তন নীতি। স্বীয় সৎকর্ম দ্বারা কেউ-ই এমনকি নবী-রসূলগণও জান্নাতে প্রবেশের দাবী উত্থাপন করতে পারবেন না। অনুকূলে হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে না তার আমলের দাবীতে। তাঁকে প্রশ্ন করা হল- আপনার জন্য কি একই ফয়সালা? উত্তরে তিনি বলেনঃ হাঁ, আমার জন্যও; যদি আল্লাহ তাঁর রহমতের চাদর দ্বারা

www.pathagar.com

আমাকে আবৃত করে নেন। [বুখারী ৬৪৬৩] জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত অনুরূপ হাদীস মুসলিম শরীফে লিখিত রয়েছে।

দুনিয়ার জিন্দিগীতে আমরা যে আল্লাহর দেয়া লাখো লাখো নিয়ামত ভোগ করছি- তাঁরই দেয়া বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করছি, পানি পান করছি, তাঁরই দেয়া দুটি চোখে এ সুন্দর পৃথিবীতে চলাফেরা করছি, কানে শুনছি, হৃদয়ে অনুভব করছি- এসব অগনিত নি'য়ামতের বিনিময় মূল্য আমাদের সারা জীবনের সঞ্চিত সওয়াব দ্বারা মিটানো এতটুকুও সম্ভব নয়। এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি নিআমতের বিনিময় মূল্য মিটাতে সারা জীবনের অর্জিত পুণ্য নিতান্তই অপ্রতুল। তাই আখিরাতে জান্নাতলাভ নিঃসন্দেহে সৎকর্মের প্রতিদান নয়, বরং সৎকর্ম হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপকরণ মাত্র। যেহেত জান্নাত লাভ সম্ভব হবে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির কারণে, আর যেহেতু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হচ্ছে তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমে- সেহেতু সৎকর্মের মাধ্যমে সওয়াব অর্জনকেই জান্নাত লাভের কারণ মনে করা হয়। আয়াতে جَزَاءً অর্থাৎ 'প্রতিদান' পাওয়ার অর্থ সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। আর عَطَاءً حِسَابًا অর্থাৎ প্রতিদান বা বিনিময় ছাড়াই তাঁর নিরানব্বইটি রহমতের ভান্ডার থেকে পুরস্কার লাভ।

৪. خِطَابًا - মহাবিচারালয়ে বিচারকের সামনে কারো কোন কথা বলার অধিকার থাকবে না। হাশরের দিন আল্লাহ তাঁর 'কাহ্হার' নাম ধারণ করবেন। সেদিন তাঁর শাহী দরবারে জারি থাকবে প্রচন্ড দাপট ও প্রতাপ। সে সময় কি পৃথিবীর আর কি আসমানের অধিবাসী কারো পক্ষে নিজ হতে তাঁর সম্মুখে তাঁরই বিচার ব্যবস্থার উপর কোন প্রকার প্রতিবাদ, আপত্তি, হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা কেবল মুখটি খোলার মত এতটুকুও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করার দুঃসাহস হবে না। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, বিচার এমন নিরপেক্ষ ও ইনসাফ ভিত্তিক হবে যে, কারে কোন কথা বলার সাধ্য হবে না; বলতে পারবে না অমুককে বেশী দেয়া হয়েছে অথবা অমুককে কম দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ج فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

يَوْمَ = দিন, يَقُوْمُ = দাঁড়াবে, الرُّوْحُ[১] = রূহ অথবা জিবরাঈল (আ.), وَالْمَلَائِكَةُ = এবং ফেরেশতাগণ, صَفًّا = কাতারবন্দী, لَايَتَكَلَّمُوْنَ[২] = তারা কথা বলতে পারবে না, اِلاَّ = ব্যতীত, مَنْ = যে ব্যক্তিকে, اَذِنَ = এযেন দিবেন বা অনুমতি দিবেন, الرَّحْمٰنُ = দয়াময় আল্লাহ, وَقَالَ = আর যে (সুপারিশকারী) বলবে, صَوَابًا[৩] = ঠিক ঠিক কথা, ذٰلِكَ الْيَوْمُ = সেই দিনটি, اَلْحَقُّ = সত্য বা অনিবার্য কারণ সংঘটিত হবে, فَمَنْ = অতএব যে ব্যক্তি, شَاءَ[৪] = ইচ্ছা করে, اتَّخَذَ = গ্রহণ করুক, اِلٰى رَبِّهٖ = তার প্রভুর নিকট, مَاٰبًا = আশ্রয়স্থল।

(৩৮) সে দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, (ঐদিন) কেউ কোন কথা বলতে পারবে না, সে ব্যতীত যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন, আর সে (অনুমতি স্বাপেক্ষে) ঠিক ঠিক কথাই বলবে। (৩৯) সেই দিনটি অতীব সত্য। অতএব যে ব্যক্তি চায় সে তার প্রভুর নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

১. اَلرُّوْحُ – এখানে জিবরাঈল (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই তাঁর প্রসঙ্গে অন্যান্য ফেরেশতাদের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একই কারণে তাঁকে আলাদা সারিতে দাঁড়ানোর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কারো কারো মতে রূহ আল্লাহর এক বিরাট বাহিনী যারা ফেরেশতা নয়। অনেকের মতে সকল রূহধারী প্রাণীই এতে শামিল।

২. لَايَتَكَلَّمُوْنَ – আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন শাফাআতকারীই সেদিন মুখ খুলতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্ যাকে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন তিনিই কেবল সুপারিশ করতে পারবেন। এ বিষয়ে চারটি শর্ত রয়েছেঃ (১) শাফাআতকারীকে অবশ্যই মান অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। (২) যার জন্য তাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে কেবলমাত্র তার জন্যই সুপারিশ করা যাবে

www.pathagar.com

(৩) যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাকে অবশ্যই তাওহীদে বিশ্বাসী অর্থাৎ ঈমানদার হতে হবে (কাফির শাফায়াত লাভের অযোগ্য) (৪) শাফাআতকারী শাফাআত লাভকারীর জন্য কেবল সঠিক বক্তব্য পেশের অনুমতি পাবে।

৩. صَوَابًا – শাফায়াতকারী কেবলমাত্র যথার্থ কথা বলবে-এ ঘোষণাই দেয়া হয়েছে আয়াতটিতে। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- ঠিক ঠিক বলা বা যথাযথ তথ্য পেশ করা। এ শর্তটি আমাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি কতে হবে। অনেক সময় আমরা এ আয়াতটি কুমতলবে দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকি। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা শাফাআতের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে নেক আমল ছেড়ে দেই। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাঁর কতিপয় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বান্দাকে শাফাআত করার বিরল সম্মান দান করবেন। হাদীস শরীফে আছে, কতিপয় বান্দা শাফায়াত লাভে ধন্য হয়ে জাহান্নামের দরজায় পৌছে গিয়েও আবার জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুঃখের বিষয় আমাদের সরলপ্রাণ অর্ধশিক্ষিত (দীনি ইলমে) দুর্বল ঈমানদার ভাইদেরকে ধোঁকা দিয়ে একদল ভন্ড পীর জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কমজোর ঈমানদারদের সামনে এই লোভনীয় টোপ দেয়া হয় যে, পীর সাহেব তোমার জন্য শাফায়াত করে তোমার জান্নাতের ছাড়পত্র আল্লাহর কাছ থেকে জোগাড় করে দিবেন। অতি সহজেই তারা এই লোভনীয় টোপটি গিলে ফেলে। ফলে তারা আল্লাহর রহমতের ভরসা না করে পীর সাহেবের ভরসায় থাকে। আকীদাগতভাবে এটা পরিস্কার যে, শাফাআতকারী কখনো কোন ব্যক্তির বিষয়ে ভুল তথ্য, ভিত্তিহীন মিথ্যা নেক আমল উথাপন করতে অথবা পাপ আমল গোপন করতে পারবে না। কেবল যথাযথ কথা বলাই তার ইখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

৪. شَآءَ – শব্দটি দ্বারা মানুষের ইচ্ছা-শক্তির স্বাধীন প্রয়োগ বুঝানো হয়েছে। এ সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কিয়ামত ও পরকালের অনিবার্যতা, কিরামান-কাতিবীন দ্বারা সংরক্ষিত 'আমলনামা'র' হুশিয়ারী প্রদর্শন, জাহান্নামের শাস্তি ও জান্নাতের সুখ-শান্তির বর্ণনাদান, আল্লাহর মহাবিচারলয়ে আসামীর কাঠগড়ায় কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানোর অনিবার্যতা বর্ণনার পর আল্লাহ্ বনী আদমকে তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন, তাকে দান করলেন স্বাধীনতা। তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিজেই নির্ধারণ করে নিক পরকালে তার প্রভুর নিকট ঠিকানা কোথায় হবে- জান্নাতে অথবা জাহান্নামে। যেখানকার ঠিকানা সে নিজ ইচ্ছায় অর্জন করবে, তাকে সেখানেই বসবাস করতে হবে।

www.pathagar.com

إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ
الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

أَنذَرْنَاكُمْ = আমরা তোমাদের সতর্ক করলাম, عَذَابًا= আযাবের, قَرِيبًا[১]= নিকটতর, يَنظُرُ[২] = দেখতে পাবে বা প্রত্যক্ষ করবে, الْمَرْءُ = মানুষ, مَا = যা কিছু, قَدَّمَتْ = সে অগ্রে পাঠিয়েছিল, يَدَاهُ= তার হাত, وَيَقُولُ = এবং বলবে, الْكَافِرُ = কাফির, يَا لَيْتَنِي = হায় আফসোস, كُنتُ = (যদি) আমি হতাম, تُرَابًا[৩] = মাটি।

---

(৪০) অবশ্যই আমরা তোমাদের সতর্ক করলাম অতি নিকটবর্তী আযাবের, সেই দিন মানুষ দেখতে পাবে যা কিছু সে অগ্রে পাঠিয়েছিল তার দুহাতে এবং কাফির (অনিবার্য দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করতঃ আফসোস করে) বলবে, হায়! কতই না উত্তম হত যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম।

---

১. عَذَابًا قَرِيبًا - অতি নিকটবর্তী আযাবের ভয় দোখানো হয়েছে আজ থেকে পনর শত বছর আগে। এখনও বলা যায় না কত শত সহস্র বছর পর কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। এর অর্থ যদি ধরে নেয়া যায় যে, মৃত্যুর পরপরই শুরু হবে যে আযাব তা-ই বুঝানো হয়েছে তবে সহজেই এটা বোধগম্য হয়। কোননা মৃত্যু অতি নিকটবর্তী আর মৃত্যুর লগ্ন থেকেই আযাব ভোগ শুরু হবে। অনুকূলে হাদীসঃ উবাদা বিন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি 'দিদারে ইলাহী' কামনা করে আল্লাহও তাকে সাক্ষাত্র দান করতে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তাকে সাক্ষাৎদান অপছন্দ করেন। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) অথবা অন্য কোন নবীপত্মী বলেন, আমরা তো সবাই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তখন নবী (সা.) বলেনঃ ব্যাপারটি এমন নয়। বরং (প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে) যখন কোন মুমিনের মৃত্যু উপনীত হয় তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে এর চেয়ে উত্তম পাওয়ার আর কিছু থাকে না। তাই সে (সত্বর) দিদারে ইলাহী কামনা করে। আর আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎদান পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে কাফিরের যখন মৃত্যু উপনীত হয়, তখন

www.pathagar.com

তাকে আল্লাহর শাস্তি ও আযাবের দুঃসংবাদ দেয়া হয়। তখন এর চেয়ে অধিক অপছন্দীয় আর কিছুই তার সামনে থাকে না। ফলে সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে খুবই অপছন্দ করে, আর আল্লাহও তাকে সাক্ষাৎদানে নারাজ হন। (অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আযাবের সংবাদ লাভে সে নিদারুন পেরেশানির আযাব ভোগ শুরু করে)। (বুখারী ৬৫০৭, মুসলিম)

এরপর যখন জানাযাকে কাফন পরিয়ে কবরের দিকে নিয় যাওয়া হয় তখনও কাফির তার চরম পরিণাম অনুধাবন করে এমন কাতর স্বরে চিৎকার করতে থাকে যে, যদি কোন মানুষ এ চিৎকার শুনতে পেত তাহলে সে বেহুশ হয়ে যেত। অনুকূলে হাদীসঃ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিয়ে কাঁধে করে কবরের দিকে বহন করি নিয়ে যাওয়া হয় তখন যদি সে সালেহ বান্দা হয় তাহলে বলতে থাকে- আমাকে (সত্বর) সামনে এগিয়ে নাও; আমাকে সামনে এগিয়ে নাও। আর যদি সে গায়রে সালেহ্ দুস্কর্মকারী বান্দা হয়, তখন বলতে থাকে-আমার কি সর্বনাশ! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তার চিৎকারের শব্দ সকল জীবজন্তুই শুনতে পায় কেবল ইনসান ব্যতীত। যদি কোন মানুষ এ চিৎকার শুনতে পেত তাহলে সে বেহুশ হয়ে পড়ে যেত। (বুখারী ১৩৮০)

এরপর যখন কোন কাফিরকে কবরে রেখে সবাই ফিরে আসে তখন তার উপর শুরু হয় প্রচন্ড আযাব। অনুকূলে হাদীসঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেনঃ যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে তার সাথীরা চলে আসে, এমনকি সে তাদের ফিরে যাওয়ার পদধ্বনি শুনতে পায়, তখন তার কাছে দুজন ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে তাকে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেনঃ এই লোকটি সম্বন্ধে তুমি কি জান? তিনিই মুহাম্মদ (সা.)। যদি মৃত ব্যক্তিটি মুমিন হয় তাহলে সে বলতে সক্ষম হবে- আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন- চেয়ে দেখ জাহান্নামে তোমার জন্য রক্ষিত আসনটি যার পরিবর্তে আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতে এ আসনটি নির্ধারিত করেছেন। তখন ঐ লোক তার উভয় আসনই দেখতে পাবে। আর যদি সে কাফির বা মুনাফিক হয় তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে-এই লোকটি (মুহাম্মদ [সা.]) সম্বন্ধে তুমি কি জান? উত্তরে সে বলবে- আমি কিছুই জানি না। আমি তো কেবল লোকেরা যেমন বলত, সেইরূপই বলতাম। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন- নিজেও জাননি আর যারা জানত তাদের থেকে জানারও

www.pathagar.com

চেষ্টা করনি। অতঃপর তাঁরা তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটাতে থাকবেন। ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে। আশেপাশের সকলেই তার চিৎকার শুনতে পাবে, কেবল জিন-ইনসান ছাড়া। (বুখারী ১৩৭৪, মুসলিম)

আর যদি নিকটবর্তী আযাব আখিরাতে হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামের আযাব মনে করা হয় তাতেও বাক্যটির যথার্থতা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। কেননা মানুষ যত দিন এ দুনিয়ায় কাল ও স্থানের সীমার মধ্যে দৈহিকভাবে জীবন যাপন করবে, কেবল তত দিনই তাদের সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকবে। মৃত্যুর পর কালের কোনই অনুভূতি থাকবে না- যেমনটি থাকে না এ দুনিয়ায় আগমনপূর্ব কালেরও। শিংগায় দ্বিতীয়বার ফুঁ দিলে মানুষ ধারণা করবে, এইমাত্র কেউ তাকে গভীর ঘুম হতে জাগ্রত করেছে। অনুকুলে আয়াত ঃ "এবং (দ্বিতীয়বার যখন) শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন তারা স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে তাদের রবের দিকে ছুটে যাবে। তারা বলবে- হায় আমাদের কি সর্বনাশ! (ইয়াসিনঃ ৫১-৫২)

তারা যে হাজার হাজার বছর মৃত থাকার পর পুনর্জীবন লাভ করেছে সে অনুভূতি তাদের বিন্দুমাত্রও থাকবে না। 'আসহাবুল কাহ্‌ফ' তিনশত নয় বছর ঘুমিয়ে থাকার পর আল্লাহ্ যখন তাদের জাগ্রত করলেন তখন তারাও মনে করেছিলেন যে, তারা মাত্র ক্ষণকাল অবচেতন ছিল। অনুকূলে আয়াতঃ তাদের মধ্য হতে একজন বক্তা প্রশ্ন রাখল, কতদিন অবচেতন ছিলে? তারা বলল- একদিন অথবা তার কিছু কম সময় অবস্থান করেছিলাম। (কাহ্‌ফঃ ১৯)

এছাড়া যখন হযরত উযাইর (আ.) ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদকে আবার নতুন করে সৃষ্টির বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে একশত বছর মৃত রাখার পর আবার জীবিত করেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন-একদিন অথবা কিছু কম সময় অবচেতন ছিলাম। অনকূলে আয়াতঃ "অতপর আল্লাহ্ তাকে (উযাইরকে) একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কতকাল অবচেতন অবস্থায় ছিলে? সে বলল, একদিন অথবা দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছিলাম।" (বাকারাঃ ২৫৯) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ "আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, একদিন অথবা দিনের কিছু অংশকাল ছিলাম। সুতরাং গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন।" (মুমিনূনঃ ১১২-১১৩)

www.pathagar.com

২. يَنْظُرُ - দেখতে পাবে বা প্রত্যক্ষ করবে। ঐদিন মানুষের সারা জিন্দিগীর যাবতীয় কাজ 'আমলনামা' রূপে প্রকাশ পাবে। আমলের ভিত্তিতে কাউকে ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে, আবার কাউকে তার বাম হাতে দেয়া হবে। অনুকূলে আয়াতঃ "অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে- সে বলবে, নাও! আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমার ধারণা ছিল অবশ্যই আমাকে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে, আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, তখন সে (আফসোস করে) বলবে, কতই না উত্তম হত যদি আমার আমলনামা মোটেই দেয়া না হত...।" (আল-হাক্কাঃ ১৯-২৫)

ঐ আমলনামা থেকে একটি ছোট-বড় আমলও বাদ পড়বে না। অনুকূলে আয়াতঃ "আর (প্রত্যেকের সামনে তার) আমলনামা পেশ করা হবে। অতঃপর (হে রসূল!) আপনি অনাচারীদের দেখবেন যে, তাতে যা কিছু আছে, তার জন্য ভয় করতে থাকবে এবং (আফসোস করে) বলতে থাকবে- হায় আমাদের কি সর্বনাশ! এটা কি এক আশ্চর্য আমলমানা! লিপিবদ্ধ না করে কোন সগীরা গুনাহ অথবা কবীরা গুনাহ্ ছাড়েনি। আর তারা যা কিছু করেছিল সবই তাতে বিদ্যমান দেখবে। আর আপনার রব কারও প্রতি এতটুকুও যুলুম করেন না।" (কাহ্ফ্ঃ ৪৯)

এমনকি একটি অণু পরিমাণ সৎ বা অসৎ আমলও সেদিন দেখতে পাওয়া যাবে। অনুকূলে আয়াতঃ "অতঃপর যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) একটি অণু পরিমাণ নেক আমল করবে, সে (কিয়ামতে তার আমলনামায়) তা দেখতে পাবে। আর যে দুনিয়াতে একটি অণু পরিমাণ বদ আমল করবে, সেও তা তার আমলনামায় দেখতে পাবে।" (যিলযালঃ ৭-৮) যদি কোন ব্যক্তি তার কোন বদ আমল অস্বীকার করে, তবে সংগে সংগেই তার সে বদ আমলটি দৈহিক রূপ ধারণ করে স্বশরীরে তার সামনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু কেউই কোন আমল অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারবে না।

৩. كُنْتُ تُرَابًا ঐদিন কাফিরগণ কামনা করবে যে, পশুদের ন্যায় তারাও যেন মাটি হয়ে যায়- যাতে আর হিসাব নিকাশের জন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয় এবং জাহান্নামে আযাব ভোগ করতে না হয়। কিয়ামতের মাঠে তাদের সামনে দেখতে পাবে কতিপয় পশু অন্যান্য পশুকে প্রচন্ড আঘাত করার সাথে সাথেই আঘাতপ্রাপ্ত পশুগুলি মাটি হয়ে যাবে। দুনিয়াতে যদি কোন সবল পশু অন্যায়ভাবে কোন দুর্বল পশুকে আঘাত করে থাকে তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ

www.pathagar.com

দুর্বল পশুটি সবল পশুর বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবে। আল্লাহ তখন দুর্বল পশুকে দ্বিগুণ শক্তি দিয়ে ঐ যালিম পশুকে আঘাত করার নির্দেশ দিবেন। মযলুম পশুটি যালিম পশুটিকে আঘাত করার সাথে সাথেই আঘাতপ্রাপ্ত পশুটি টুকরা টুকরা হয়ে মাটি হয়ে যাবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট ছাগল থেকে সেদিন শিংবিহীন ছাগল প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

অনুকূলে হাদীস ঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন (আল্লাহ) অবশ্যই পাওনাদারের যাবতীয় পাওনা আদায় করাবেন। এমনকি শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। (মুসলিম) এভাবে প্রতিশোধ নেয়া শেষ হলে আল্লাহপাক সকল জন্তু-জানোয়ারকে বলবেনঃ মাটি হয়ে যাও, তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এ দৃশ্য দেখে কাফিরগণ কামনা করবে-কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ দুনিয়ার এই জিন্দিগীতে শয়তানের ধোঁকায় আল্লাহর নাফরমানীর ফলে যদি আমাদেরকে সাময়িকভাবে জাহান্নামে বাস করতে হয় (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) তাহলে সে সময় হাপিত্তেশ করে, অনুশোচনা-অনুতাপ করে আর শত কোটি আফসোস করেও কোনই লাভ হবে না। জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে আমরা যতই কাকুতি-মিনতি করি না কেন, যতই মুক্তিপণ দিতে প্রস্তুত হই না কেন- এমনকি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বিনিময়ে নিজে আযাব থেকে বাঁচতে চাইলেও কোন অবস্থাতেই কোন কিছু মুক্তিপণ হিসেবে কবুল করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। জাহান্নামীর আবেদন-নিবেদনের অনেক বর্ণনা কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে। সকল আয়াতেই তাদের কাকুতি-মিনতিকে প্রত্যাখান করা হয়েছে। অনুকূলে আয়াতঃ "ঐদিন পাপাচারীগণ আযাব থেকে মুক্তির জন্য আকাংখা করবে যে, মুক্তিপণ হিসাবে কবুল করা হোক তাদের পুত্রগণকে এবং স্বীয় পত্নী ও ভ্রাতাগণকে এবং পরিবারবর্গকেও- যাদের মধ্যে সে বসবাস করত; এবং দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসীকে- অতঃপর (ঐ মুক্তিপণ) তাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে। আল্লাহ বলেনঃ এটা কখনও হবে না। এতো সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা যা চামড়া পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।" (মাআরিজঃ ১১-১৬)

www.pathagar.com

আয়াতঃ “তবে কখনও কোন কাফিরের কাছ থেকে মুক্তিপণস্বরূপ সারা পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দিলেও তা কবুল করা হবে না।” (আলে ইমরানঃ ৯১)

আয়াত “আর যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে, তাদের নিকট যদি (পরকালে) সমগ্র দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রী থাকে এবং অনুরূপ আরো একটি দ্রব্যভরা পৃথিবী থাকে, তবে আযাব থেকে মুক্তির জন্য সবকিছুই দিতে চাইবে। তাদের হিসাব অতি কঠিন করা হবে এবং তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর অতি নিকৃষ্ট এ নিবাস।” (আর-রা'দঃ ১৮)

আয়াত ঃ “নিশ্চয় যারা কাফির, যদি তাদের নিকট বিশ্বের সম্পদ (কিয়ামতের দিন) থাকে এবং অনুরূপ আরও একটি সম্পদপূর্ণ দুনিয়া থাকে, তবে যদি সমুদয় সম্পদ মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করে কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্ত হতে চায় তবুও তা কবুল করা হবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে প্রচন্ড আযাব। তারা আকাংখা করবে যেন তারা জাহান্নাম হতে বের হয়ে আসতে পারে। কিন্তু তারা কখনও তা থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।” (আল-মায়েদাঃ ৩৬-৩৭)

আয়াতঃ “যারা কুফরী করেছে এবং রসূলের আদেশ-নিষেধ অমান্য করেছে, তারা সেদিন কামনা করবে যে, হায়! যদি আমরা মাটির সাথে বিলীন হয়ে যেতাম। আর তারা আল্লাহর নিকট কোন কথা গোপন করতে পারবে না।” (নিসাঃ ৪২)

উপরোক্ত আয়াতগুলি থেকে এ শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে যে, ঐ সংকটময় নাজুক পরিস্থিতি থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য সে সময় কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ নয়। তাই সেই মহাসংকট থেকে বাঁচতে হলে এখনি আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। হাদীস শরীফে আছে- এ দুনিয়াই হচ্ছে আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র। ঐদিনের পাথেয় যোগাড় করার একমাত্র সময়ই হচ্ছে এই জিন্দিগী। দুটি চোখ বন্ধ হয়ে গেলে পুণ্য কামাইয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বেই আমাদের আমলনামাকে ঐদিনের মহাসংকট থেকে বাঁচার উপযোগী করতে হবে। তাই আসুন! অবহেলা অবজ্ঞায় আর একটি মুহূর্তও বিলম্ব না করে খাঁটি দিলে তওবা করে প্রকৃত মুমিন হই। আমাদের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবনের অঙ্গন থেকে মুনাফিকী দূর করে খাঁটি পরহেজগারী অবলম্বন করি।

www.pathagar.com

৭৯. সূরা আন-নাযিআত

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দটিই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। 'নাযিআত' শব্দের মূল হচ্ছে নাযাআ, অর্থঃ মূলোৎপাটন করা, টেনে উপড়ে ফেলা, ধ্বংস করা, এখানে নাযিআত শব্দের অর্থ সেই ফেরেশতাগণ যারা টেনে-হেঁচড়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে কাফেরদের জান কবয করে। এ সূরায় কিয়ামত ও পুনর্জীবন প্রমাণের জন্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই শুরু করা হয়েছে কাফিরদের প্রতি নির্মম আচরণকারী ফেরেশতাদের শপথ দিয়ে। বস্তুতঃ এই শব্দটিকেই সূরার নামরূপে গ্রহণ করায় অন্তর্নিহিত কঠোর গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরা 'আন-নাবার পরেই নাযিল হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সূরাও প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ এ সূরার বিষয়বস্তুকে প্রধানতঃ পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। তবে মূল বক্তব্য একটিই। তা হচ্ছে-কিয়ামত ও পরকালের অনিবার্য সংঘটন ও চূড়ান্ত ফয়সালার পর চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ধারণ। **প্রথমতঃ** সূরার শুরুতেই পাঁচটি গুণসম্পন্ন ফেরেশতাদের শপথ করে মূল বক্তব্যের অনিবার্যতা কাফিরদের জন্য সহজবোধ্য করা হয়েছে। এমন বিশেষণে বিভূষিত ফেরেশতাগণ এখন যাদের জান কবয করছেন, তাঁরাই পুনরায় তাদেরই দেহে আল্লাহর হুকুমে প্রাণ সঞ্চার করবেন- এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বস্তুতঃ তাদের এই বিশ্বলোককে এবং তাদের বুকভরা গর্ব-অহংকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে একটি মাত্র ধাক্কাই যথেষ্ট। কিছুকাল পর আর একটি ধাক্কা যখন আসবে, তখন যারা পুনর্জীবনকে অবিশ্বাস করত তারা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। ভীতসন্ত্রস্ত ও অনুতাপে ভারাক্রান্ত নত চোখে তারা সবকিছু দেখতে থাকবে। তারা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করবে- যে সব অসম্ভব বিষয় (গলে-পঁচে জরাজীর্ণ হওয়ার পর আবার জন্মলাভ) গতকাল পর্যন্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল, আজ তা বাস্তবে ঘটে গেল। আমরাই তো আজ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ (সা.)- কে সান্তনা দিয়ে আল্লাহ্ ফিরাউনের হঠকারিতার উল্লেখ করে বলেনঃ মূসা (আ.)- এর অন্তরেও আপনার মত ব্যথা দিয়েছিল ফিরাউনের গর্বিত আচরণ। তিনি যেমন সবর করেছিলেন আপনিও তেমন সবর করুন। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, রসূল ও তাঁর আনীত জীবন বিধান অমান্য ও অবিশ্বাস করলে, মানুষকে সত্যের পথে চলতে বাধার সৃষ্টি করলে, হীন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সত্যের দিকে আহ্বানের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করলে ফিরাউনের ন্যায় মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হতে হবে।

তৃতীয়তঃ পুনরায় মূল বক্তব্যের দিকে কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিয়ামত ও পরকাল আনয়নের সপক্ষে অকাট্য প্রমানস্বরূপ কাফিরদের সামনে কতিপয় প্রশ্ন রাখা হয়েছেঃ তোমরাই বল, তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আমাদের জন্য কঠিন কাজ না সেই আকাশমন্ডল যেখানে আমি কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের এক সুশৃংখল বিরাট-বিশাল রাজত্ব কায়েম রেখেছি? বস্তুতঃ এ প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহর আকাশমন্ডল সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক সৃষ্টিকুশলতার ও অতীব উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করে। তাই ভোঁতা মস্তিস্কের বাহাদুরগণকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, যে সৃষ্টিকর্তার পক্ষে কঠিন কাজটি সম্ভব, তাঁর পক্ষে সহজ কাজটি করা অসম্ভব হবে কেন? প্রমাণাদির অংশ হিসাবে রাত-দিনের নিয়মিত আবর্তন, বিস্তীর্ণ যমীন সৃষ্টি, সেখান থেকে ঝর্ণা সৃষ্টি ও ঘন সবুজ তৃণলতার সৃষ্টি, যা থেকে মানুষ ও তাদের গৃহপালিত জীবজন্তুর জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে এবং পর্বতমালাকে যমীনে পুঁতে দিয়ে যমীনকে স্থিতিশীল করা- এসব প্রমাণাদির পুনর্বার সৃষ্টি করা আমার ক্ষমতাবহির্ভূত হবে কেন?

বিষয়বস্তুর চতুর্থ দিকটি হচ্ছেঃ পুনরুত্থানের পর প্রতিফল প্রসঙ্গ। যখন মহাদুর্ঘটনা সংঘটিত হবে এবং কাফিররা তাদের আমলনামা হাতে পাবে আর গর্জনরত জাহান্নাম সামনেই দেখতে পারে, তখন যারা দাসত্বের সীমা লংঘন করেছে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও সুখ-শান্তিকেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছে, তারা জাহান্নামেই তাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে। আর যাঁরা হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার বাধ্যবাধকতাকে ভয় করেছেন, আর নিজেদেরকে 'নফস' এর দাসত্বমুক্ত রেখেছেন, তাঁরা জান্নাতে তাঁদের ঠিকানা খুজে পাবেন।

www.pathagar.com

বিষয়বস্তুর সর্বশেষ দিকটি হচ্ছে ঃ মক্কার কাফিরদের একটি প্রশ্নের উত্তর। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে- যে কিয়ামতের কথা এত জোরেসোরে বলা হচ্ছে তা কবে অনুষ্ঠিত হবে? রসূলুল্লাহ (সা.)-কে তারা চ্যালেঞ্জ করে বারংবার এ প্রশ্নটি উত্থাপন করত। অত্যন্ত সরল ভাষায় এর উত্তর আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে জানাচ্ছেন। হে নবী! আপনি বলে দিন- এর সঠিক সময়কাল ঘোষণার জন্য তো আমি প্রেরিত হইনি। তিনিই ভাল জানেন যিনি এর সংঘটক। আমি তো কেবল এর নিশ্চিত আগমণ সম্পর্কে লোকদের সতর্ক ও সাবধান করতে এসেছি। এখন তোমাদের যার ইচ্ছা এর যথার্থতা অনুধাবন করে নিজেদের নীতি-আচরণ ঠিক করে নাও। আর যার ইচ্ছা লাগামছাড়া অশ্বের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন কর।

সবশেষে তাদের অনুতাপ-অনুশোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গর্জনমুখর জাহান্নাম যখন তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে তখন তারা হাপিত্যেশ করতে থাকবে। হায় আফসোস, হায় আফসোস করতে থাকবে- কি চরম নির্বুদ্ধিতাই না করেছি। মাত্র একটি বিকেল বা একটি সকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য অনন্ত-অসীম জিন্দিগী কিরূপে বরবাদ করেছি!!

www.pathagar.com

৭৯. সূরা আন-নাযিআত

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৪৬, মোট রুকু-২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾

وَالنّٰزِعٰتِ = শপথ ঐ ফেরেশতাগণের যারা অত্যন্ত নির্মমভাবে কাফিরদের জান কবয করে, غَرْقًا১ = ডুব দিয়ে টানে বা সজোরে উৎপাটন করে, وَالنّٰشِطٰتِ = শপথ ঐ ফেরেশতাগণের যারা মুমিনের জান সহজভাবে কবয করে, نَشْطًا২ = সহজের ন্যায় সহজ (অর্থাৎ খুবই সহজভাবে), وَالسّٰبِحٰتِ = শপথ ঐ ফেরেশতাদের যারা সাঁতার কাটে, سَبْحًا৩ = সাঁতারের ন্যায় সাঁতার (অর্থাৎ তীব্র গতিতে সাঁতার কাটে), فَالسّٰبِقٰتِ = অতঃপর ঐ ফেরেশতাদের যারা মানুষের আত্মা নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছাতে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষিপ্রতা গ্রহণ করে (এখানে 'ওয়াও ও 'ফা'- 'শপথ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে), سَبْقًا৪ = প্রতিযোগিতার মত প্রতিযোগিতা (অর্থাৎ তীব্র প্রতিযোগিতা), فَالْمُدَبِّرٰتِ৫ = অতঃপর ব্যবস্থা পরিচালনা করে, اَمْرًا = আল্লাহর বিধান অনুযায়ী) যাবতীয় কাজের।

---

(১) শপথ ফেরেশতাদের যারা ডুব দিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে কাফিরদের জান উৎপাটন করে (২) এবং শপথ তাদের (ফেরেশতাদের) যারা খুব সহজভাবে মুমিনদের জান কবয করে (৩) শপথ তাদের যারা (মানুষের আত্মা নিয়ে) তীব্র গতিতে (শূন্য মন্ডলে) সাঁতার কেটে চলে (আল্লাহর বিধান পালনে) (৪) অতঃপর শপথ তাদের যারা মানুষের ছিনিয়ে নেয়া আত্মাকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষিপ্র গতিতে চলে। (৫) আর শপথ তাদের যারা (আল্লাহর বিধান অনুযায়ী) যাবতীয় কর্মের ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

www.pathagar.com

১. غَرْقًا – ডুব দিয়ে কাফিরের আত্মা সজোরে উৎপাটন করে। দুনিয়া প্রীতিতে আপ্লুত কাফির যখন মৃত্যুপথযাত্রী, যখন সে স্বচক্ষে ফেরেশতাদের দেখতে শুরু করবে, পরজীবনের প্রচন্ড শাস্তির বহুলাংশ যখন তার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠে, ভেসে উঠে মানসপটে ফেলে আসা দিনগুলির খুটিনাটি কথা, তখন তার দৃঢ় একীন হয়ে যায় যে, সম্পূর্ণ বরবাদ হয়েছে তার সীমাহীন জিন্দিগী। ফলে দেহপিঞ্জর ছেড়ে তার প্রাণপাখী কিছুতেই বেরিয়ে আসতে চায় না। পালিয়ে বেড়াতে চায় পিঞ্জরের আনাচে কানাচে। এড়িয়ে যেতে চায় কঠিন মুষ্ঠির পাকড়াও। আত্মগোপন করতে চায় শরীরের গভীর থেকে গভীরতর ধমনীতে। 'মালাকুল মাওত' ডুব দিয়ে গভীরতম ঐ ধমনী থেকে টেনে-হেঁচড়ে তার জান বের করে নেয়। আয়াতে 'গারক' শব্দ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে।

২. نَشْطًا – অত্যন্ত সহজভাবে মুমিনের জান কবয করে নেয়। মৃত্যু পথযাত্রী মুমিনের সামনে আখিরাতের সুখ-শান্তি-সম্মান বহুলাংশে প্রকাশিত হবে। কন্টকাকীর্ণ এ দুনিয়া ছেড়ে অনাবিল সুখ-শান্তির জান্নাত রাজ্যে প্রবেশের আকুলতায় মুমিনের জান আপনা হতেই বেরিয়ে আসতে চাইবে। প্রেমিক যেন প্রেমিকের সান্নিধ্যে ধন্য হতে চায়। ফেরেশতাগণ তাদের উপর সালাম পাঠ করে আল্লাহর পয়গাম তাকে শুনালে সে খুশি হয়ে তার আত্মাকে সোপর্দ করে। ফেরেশতাগণও সসম্মানে ও সাদরে তাদের জান কবয করে। আয়াতে 'নাশতা' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

৩. سَبْحًا– মানুষের আত্মা ছিনিয়ে 'মালাকুল মওত' অত্যন্ত তীব্রগতিতে শূন্যলোক অতিক্রম করে। সৃষ্টিগতভাবেই ফেরেশতাগণ তীব্র গতিসম্পন্ন। এছাড়া আল্লাহর হুকুম পালনে তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও নিষ্ঠাবান। এতদুভয়ের সমন্বয়ে ফেরেশতাগণ যে ক্ষিপ্রগতিতে নভমন্ডল পাড়ি দেয় তাকেই 'সাবহা' বা সাঁতারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৪. سَبْقًا– কবয করা আত্মাকে ক্ষিপ্রতার সাথে যথাস্থানে পৌছানো। সাবকার শাব্দিক অর্থ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় যেমন ক্ষিপ্রতা ও নির্ভুলতা- দুটি গুণের সমন্বয় সাধন বিশেষ প্রয়োজনীয়, তেমনি কবয করা আত্মাকে যথাস্থানে ক্ষিপ্রতার সাথে নির্ভুলভাবে পৌছানোর দায়িত্ব পালনকে প্রতিযোগিতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। পাপী আত্মাকে 'সিজ্জীন'-এ এবং পূণ্য আত্মাকে 'ইল্লীন'-এ পৌছানোর মত নির্ভুল দায়িত্ব ফেরেশতাদেরকে আনজাম দিতে হয়। আর এ

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনে একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। 'সাবক' দ্বারা এ ক্ষিপ্রতম প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে।

৫. فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا- উৎপত্তি হয়েছে دبر শব্দ থেকে। বাবে তাফঈল থেকে শব্দটির অর্থ হচ্ছে- কোন কাজ ও তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা, কোন কাজের ব্যবস্থাপনা করা, পরিচালনা করা। ফেরেশতাগণ হচ্ছে আল্লাহর এই বিরাট-বিশাল সৃষ্টিলোকের বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাঁরই নির্দেশমত ফেরেশতাগণ এ দুনিয়ার সমুদয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করে থাকে। আবার আখিরাতেও তাঁরই হুকুমমত যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে ফেরেশতাগণ। তাদের কর্মদক্ষতা ও আনুগত্য সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে সূরা আত-তাহরীমঃ ৬ আয়াতেঃ "যাতে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ রয়েছে। তারা কোন বিষয়েই আল্লাহর নাফরমানী করে না এবং যে কোন বিষয়েই তাদেরকে আদেশ করা হলে তৎক্ষণাৎ তা পালন করে।"

বর্ণিত আয়াতে فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে সকল আত্মার জন্য আরাম -আয়েশের হুকুম দেয়া হয় তাদের জন্য দ্রুত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সেই সকল আত্মার সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করা। পক্ষান্তরে যে সমস্ত আত্মার জন্য আযাবের হুকুম হয় তাদের জন্য অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে দ্রুত তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ যে পাঁচটি গুণসম্পন্ন সত্তার শপথ করা হয়েছে তাদের পরিচয় স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে বহু সংখ্যক সাহাবী, তাবিঈ ও মুফাসসিরগণের মতে তাঁরা ফেরেশতা। কি উদ্দেশ্যে এ শপথ করা হয়েছে তারও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে পরবর্তী আয়াত ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায় যে, কিয়ামত ও পরকালের অনিবার্য আগমনকে বুঝাবার জন্য এই শপথ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ কিয়ামত ও পরকালের আগমনের প্রমাণ স্বরূপ ফেরেশতাদের নামে কেন শপথ করা হল? ইন্দ্রিয় অগোচর আখিরাতকে প্রমাণ করার জন্য কেনই বা আর একটি ইন্দ্রিয় অগোচর সত্তার (ফেরেশতার) শপথ করা হল? সম্ভবত এর কারণ এই যে, মক্কার কাফিররা ইন্দ্রিয়াতীত ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতাগণই মানুষের জান কবয করে। তাদের গতি অতি তীব্র, পৃথিবী থেকে আকাশমার্গ পর্যন্ত নিমিষেই তারা পরিভ্রমণ করতে পারে। যখনই কোন কাজের হুকুম

www.pathagar.com

তাদের দেয়া হয় তখনই অনতিবিলম্বে সে কাজ সম্পন্ন করে। তারা আল্লাহর হুকুমের পূর্ণ অনুগত এবং বিশ্বস্ত। বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্বে তারাই নিয়োজিত। তারা আরো মনে করত যে, ফেরেশতাগণ স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও স্বপরিচালিত নয়। অধিকন্তু তারা অজ্ঞতাবশতঃ তাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করত। তাদেরকে উপাস্য মনে করে তাদের ইবাদত করত। যে জনগোষ্ঠী ইন্দ্রিয়াতীত ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সেই জনগোষ্ঠীর সামনে ফেরেশতাদের নামে শপথ করে বললে ইন্দ্রিয়াতীত কিয়ামত ও পরকালে হয়ত তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। তাই আখিরাতের অনিবার্যতা প্রমাণের জন্য ফেরেশতাদের শপথ করা হয়েছে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ ءَانَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ ءَاذَا
كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ اذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَانَّمَا هِيَ
زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَاذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

يَوْمَ = দিন (প্রথমবার শিংগায় ফুঁ দেয়ার দিন), تَرْجُفُ = প্রকম্পিত করবে, الرَّاجِفَةُ[1] = প্রকম্পন সাধনকারী, تَتْبَعُهَا[2] = পরপরই আসবে (মূল 'তাবাআ' শব্দ থেকে, অনুসরণ করা), الرَّادِفَةُ = পুনরুত্থান সাধনকারী ফু (মূল রাদাফা, রাদিফা কারো পেছনে আরোহন করা, পরপর সংঘটিত হওয়া), قُلُوبٌ[3] = কতিপয় কলব বা দিল (একবচন 'কালব' অন্তর, অন্তরাত্মা), يَوْمَئِذٍ = সেই দিন, وَّاجِفَةٌ = ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকবে, اَبْصَارُهَا = তাদের দৃষ্টিসমূহ (মূল বাসার, দৃষ্টিশক্তি), خَاشِعَةٌ = ভীত সন্ত্রস্ত ও অবনমিত (মূল 'খাশাআ'-ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া), يَقُولُونَ = তারা বলবে, ءَانَّا = তবে কি আমরা, لَمَرْدُودُونَ = সত্যি সত্যিই ফিরিয়ে আনা হবে? فِى الْحَافِرَةِ = পূর্বাবস্থায় পুনর্জীবন লাভ করব? (মূল 'হাফরা' গর্ত বা কবর খনন করা, 'আল-হাফির' প্রাথমিক অবস্থা, পূর্বাবস্থা), ءَاذَا = এর পরও কি যখন, كُنَّا = আমরা হয়ে যাব, عِظَامًا = অস্থি বা হাড্ডি, نَخِرَةً = গলিত, قَالُوا = তারা বলে, تِلْكَ اذًا =

তবে তা, كَرَّةٌ = পুনর্বার (জন্ম), خَاسِرَةٌ = মহাক্ষতিকর বা সর্বনাশা হবে, فَاِنَّمَا =(অথচ) এটাতো মাত্র, زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ = একটি প্রচন্ড শব্দ, فَاِذَا هُمْ= তখনই তারা (উপস্থিত হবে), بِالسَّاهِرَةِ[8] = উন্মুক্ত সমতল ময়দানে।

---

(৬) সে দিন (সারা সৃষ্টিজগতকে) প্রকম্পিত করবে ধ্বংস সাধনকারী (প্রথম) ফুঁ (৭) এর পরপরই আসবে পুনরুত্থান সাধনকারী (দ্বিতীয়) ফুঁ (৮) কতিপয় দিল সেদিন ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। (৯) তাদের দৃষ্টিসমূহ ভীতসন্ত্রস্ত ও অবনমিত থাকবে। (১০) তারা বলবে, তবে কি আমাদেরকে সত্যিসত্যিই পূর্বাবস্থায় (আবার নতুন জীবন দিয়ে) ফিরিয়ে আনা হবে? (১১) এরপর কি, যখন আমরা গলিত হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাব? (১২) তারা বলল, তবে তো এ পুনরুত্থান আমাদের জন্য হবে মহাক্ষতিকর (১৩) (অথচ) এটা তো মাত্র একটি প্রচন্ড শব্দ (বৈ কিছুই নয়) (১৪) তখনই তারা উপস্থিত হবে এক উন্মুক্ত সমতল ময়দানে।

---

১. الرَّاجِفَةُ। মূল শব্দ رَجَفَ(রাজাফা), সজোরে প্রকম্পিত করা, ভূমিকম্প হওয়া। এখানে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া বুঝানো হয়েছে। এর ফলে সারা সৃষ্টিজগত ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবলমাত্র এই মহাপ্রলয় থেকে তাঁরাই রক্ষা পাবেন যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় রক্ষা করবেন। অনুকূলে আয়াতঃ "এবং শিংগায় (প্রথমবার) ফুঁ দেয়া হবে, তখন আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহ সকলেই বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে, কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় রক্ষা করবেন, অতঃপর (দ্বিতীয়বার) শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে তখন সকলেই উঠে (পুনর্জীবন লাভ করতঃ কিয়ামতের দৃশ্য) দেখতে থাকবে।" (যুমারঃ ৬৮)

প্রশ্ন হচ্ছে কারা এমন সৌভাগ্যবান যারা ঐ দিন ধবংস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে? স্পষ্ট করে তাদের উল্লেখ না থাকলেও বিভিন্ন হাদীস থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার বাজারে এক ইহুদী বলল যে, আল্লাহ সারা বিশ্ববাসীর উপর হযরত মূসা (আ.)-কেই মনোনীত করেছেন। একথা শুনে একজন আনসার লোকটিকে চপেটাঘাত করে বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতেই তুই এমন কথা বললি! এরপর

www.pathagar.com

বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানানো হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "এবং শিংগায় (প্রথমবার) ফুঁ দেয়া হবে, তখন আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহ সকলেই বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে, কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় রক্ষা করবেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সকলেই উঠে কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে থাকবে" তখন আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে প্রথমে জ্ঞান ফিরে পেয়ে মাথা উঠাতে সক্ষম হবে। তখন আমি দেখতে পাব মূসা (আ.) আল্লাহর আরশের খুটিগুলোর মধ্যে একটি খুটি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অতএব আমি নিশ্চিত জানি না যে, তিনি আমার পূর্বেই জ্ঞান লাভ করে মাথা উঠিয়েছেন, অথবা আল্লাহ তাঁকে বেহুশ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

ইবনুল মুনযির, জাবের (রা.) এর বরাত দিয়ে বলেন, মূসা (আ.) ঐ দিন বেহুশ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কেননা তিনি তুর পর্বতে আল্লাহর সংগে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাঁর তাজাল্লী দেখে বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। তাই এ সময় তিনি বেহুশ হবেন না। অনুকূলে আয়াতঃ

"তিনি (মূসা) বললেন, হে আমার রব! আপনার সাক্ষাত আমাকে দান করুন যেন আমি আপনাকে এক নজর দেখতে পাই। আল্লাহ বললেনঃ তুমি আমাকে দেখতে মোটেই সক্ষম হবে না। বরং তুমি এই পর্বতের দিতে তাকাও; অতঃপর যদি পর্বতটি স্বস্থানে স্থির থাকতে সক্ষম হয় তাহলে তুমিও আমাকে দেখতে সক্ষম হবে। অতঃপর যখন তার রব ঐ পর্বতের উপর তাজাল্লী করলেন, তখন জ্যোতি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল, আর মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।" (আ'রাফঃ ১৪৩)

হাদীসঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) "ইল্লা মান শা আল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় যাকে রক্ষা করেন সে ব্যতীত" আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেনঃ তারা জিবরাঈল, মীকাঈল, মালাকুল মাওত (আজরাঈল) ইসরাফীল ও আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ। (ইবনে মারদুইয়াহ, ইবনে জারীর)

হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) "ইল্লা মান শা আল্লাহ" আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তাঁরা শহীদগণ! তাঁরা কোষাবদ্ধ খঞ্জর পরিহিত অবস্থায় আল্লাহর আরশের চারদিকে অবস্থান করবেন। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে স্বাগতম জানাবেন। (আবু ইয়া'লা, দারাকুতনী, বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া)

www.pathagar.com

২. تَتْبَعُهَا একটির পরপরই অপরটি আসার বুঝায়-অর্থাৎ প্রথমবার শিংগায় ফুঁ দেয়ার পরপরই দ্বিতীয়বার ফুঁ দেয়া হবে। দুবার ফুঁ-এর মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান থাকবে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। হাদীস শরীফে চল্লিশের ব্যবধান বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেনঃ শিংগায় দুবার ফুঁ-এর মধ্যে 'চল্লিশ'-এর ব্যবধান হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল- হে আবু হুরাইরা! চল্লিশ দিনের ব্যবধান? তিনি বললেন- আমি অস্বীকার করলাম। লোকেরা আবার জিজ্ঞেস করল- তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। তিনি আরো বলেছেনঃ মানুষের দেহের সব কিছুই জরাজীর্ণ হয়ে যাবে কেবলমাত্র নিতম্বের হাড় (Coxis) ব্যতীত। মানুষকে তার সাথে (দ্বিতীয় ফুঁ-এর পর) পুনর্বিন্যাস করা হবে। এরপর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ফলে মানুষ উদ্ভিদের ন্যায় গজিয়ে উঠবে। (বুখারী, মুসলিম)

৩. 'কতিপয় দিল' এজন্য বলা হয়েছে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে কেবল কাফির, নাফরমান ও মুনাফিকরাই কিয়ামতের দিন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। নেককার ও মুমনিগণ সেদিন ভয় সন্ত্রাস হতে সুরক্ষিত থাকবেন। অনুকূলে আয়াতঃ সেই অতীব বিভীষিকাপূর্ণ সময় তাদেরকে এক বিন্দুও কাতর করবে না এবং ফেরেশতাগণ অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করবে। বলবেঃ এটাই তো সেই দিন যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হয়েছিল। (আম্বিয়াঃ ১০৩)

৪. بِالسَّاهِرَةِ মানুষ সেদিন নিজেদেরকে উন্মুক্ত সমতল পৃথিবীর বুকে উপস্থিত দেখতে পাবে। সেদিনের পৃথিবী হবে সমতল। সেখানে পাহাড়-পর্বত উঁচু-নীচু কিছুই থাকবে না। মানুষ এটাকে যতই অসম্ভব মনে করুক না কেন, যতই এ বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক না কেন- আল্লাহর পক্ষে এ কাজটি মোটেই কঠিন কিছু নয়। কেবলমাত্র একটি প্রচন্ড শব্দই এর জন্য যথেষ্ট। যে যেখানে মৃত্তিকা বা ছাই যে অবস্থায় থাকুক নিমিষের মধ্যেই নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকের উপর উপস্থিত দেখবে। অনুকূলে আয়াতঃ "এবং যখন শিংগায় (দ্বিতীয়বার) ফুঁ দেয়া হবে তখন সকলেই স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে দলে দলে স্বীয় প্রভুর সামনে উপনীত হবে।" (ইয়াসীনঃ ৫১)

www.pathagar.com

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ⑮ اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑯
اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ⑰ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ⑱
وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ⑲ فَاَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ⑳ فَكَذَّبَ
وَعَصٰى ㉑ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ㉒ فَحَشَرَ فَنَادٰى ㉓ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ
الْاَعْلٰى ㉔ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ㉕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ㉖

هَلْ = কি? (প্রশ্নবোধক), اَتٰكَ = (হে রাসূল!) আপনার নিকট পৌঁছেছে, حَدِيْثُ[১] = ঘটনা, বৃত্তান্ত, مُوْسٰى = মূসা (আ.) এর, اِذْ = যখন, نَادٰهُ = তাকে ডেকেছিলেন, رَبُّهٗ = তার রব, بِالْوَادِ = উপত্যকায়, الْمُقَدَّسِ = পবিত্র, طُوًى[২] = তূয়া (উপত্যকার নাম), اِذْهَبْ = যাও, اِلٰى فِرْعَوْنَ = ফিরাউনের নিকট, اِنَّهٗ = নিশ্চয় সে, طَغٰى[৩] = সীমা লংঘন করেছে, فَقُلْ = অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস কর, هَلْ لَّكَ = তুমি প্রস্তুত আছ কি? اَنْ تَزَكّٰى[৪] = পবিত্রতা অবলম্বন করতে, وَاَهْدِيَكَ[৫] = আর তোমাকে হেদায়াত করব বা পথ দেখাব, اِلٰى رَبِّكَ = তোমার রব-এর দিকে, فَتَخْشٰى[৬] = ফলে তুমি তাঁকে ভয় করবে, فَاَرٰهُ = অতঃপর তিনি (মূসা আ.) তাকে দেখালেন, الْاٰيَةَ[৭] = নিদর্শন, الْكُبْرٰى = বড়, فَكَذَّبَ = অতঃপর সে মিথ্যা মনে করল, وَعَصٰى = এবং অমান্য করল, ثُمَّ = অতঃপর, اَدْبَرَ = পিছনে ফিরে গেল, يَسْعٰى[৮] = চালবাজি করার মতলবে সচেষ্ট হল, فَحَشَرَ[৯] = তারপর সে লোকদের একত্রিত করল, فَنَادٰى[১০] = তারপর (তাদের) সম্বোধন করল, فَقَالَ = অতঃপর সে বলল, اَنَا = আমি, رَبُّكُمْ[১১] = তোমাদের রব, الْاَعْلٰى = সবশ্রেষ্ঠ, فَاَخَذَهُ اللّٰهُ = ফলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন, نَكَالَ[১২] = দৃষ্টান্তমূলক আযাব, الْاٰخِرَةِ = আখিরাতে, وَالْاُوْلٰى = এবং দুনিয়াতে, اِنَّ = নিঃসন্দেহে, فِيْ ذٰلِكَ = এ ঘটনার মধ্যে, لَعِبْرَةً = যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে, لِمَنْ = ঐ ব্যক্তির জন্য, يَخْشٰى = যে আল্লাহকে ভয় করে।

www.pathagar.com

(১৫) (হে রাসূল) আপনার নিকট কি পৌঁছেছে মূসার ঘটনা? (১৬) যখন তার রব তাকে ডেকেছিলেন 'তূয়া'র পবিত্র উপত্যকায় (১৭) (হুকুম দিয়েছিলেন) যাও ফিরাউনের নিকট, নিঃসন্দেহে সে সীমা লংঘন করেছে (১৮) সুতরাং তুমি তাকে জিজ্ঞেস করঃ তুমি কি প্রস্তুত আছ পবিত্রতা অবলম্বন করতে? (১৯) আর আমি তোমাকে পথ দেখাব তোমার রব- এর নিকট পৌঁছার; ফলে তুমি তাকে ভয় করে চলবে? (২০) অতঃপর সে মূসা তাকে (ফিরাউনকে) দেখালো বড় নিদর্শন (২১) তখন সে মিথ্যা মনে করল (নিদর্শনকে) এবং অমান্য করল (মূসাকে) (২২) অতঃপর সে পিছে ফিরে গিয়ে (চালবাজি করার মতলবে) সচেষ্ট হল (২৩) তারপর সে লোকদেরকে একত্রিত করল ও তাদের সম্বোধন করল (বক্তৃতা দিল) (২৪) আর বললঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব (২৫) ফলে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করলেন আখিরাত ও দুনিয়ার আযাবে (২৬) নিঃসন্দেহে এ ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষা আছে রয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্কে ভয় করে।

---

১. حَدِيثُ مُوسَى– মূসা (আ.)-এর ঘটনাবৃত্তান্ত। কিয়ামত ও আখিরাতের বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনেক দুঃখ-যন্ত্রনা। কাফিরদের হঠকারিতা, ষড়যন্ত্র ও প্রত্যাখান তাঁর অন্তরে দারুণ ব্যথা দিয়েছিল- ভুগছিলেন তিনি মর্মপীড়ায়। মুসা (আ.)-এর ঘটনার অবতারণা করে আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে সান্তনা দিচ্ছেন যে, দুশমনেরা কেবল আপনাকেই ব্যথিত করছে না, বরং আপনার পূর্বেও তারা নবী-রসূলদের সাথে চরম শত্রুতা করেছে, আঘাত দিয়েছে তাঁদের মনেও। অন্যদিকে এ ঘটনার অবতারণা করে মক্কার বেপরওয়া কাফিরদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে মাথা উত্তোলন করার পরিণাম কত ভয়ংকর হতে পারে।

২. طُوى – অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তূয়া একটি পবিত্র উপত্যকার নাম। শাম (বর্তমানে সিরিয়া) দেশে উপত্যকাটি অবস্থিত। হযরত শুয়াইব (আ.) তখন মাদইয়ান প্রদেশে বাস করতেন। মূসা (আ.) সেখান থেকে স্বপরিবারে বনী-ইসরাঈলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে মিসরের পথে রওনা হন। রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে তিনি তূয়া উপত্যকার সন্নিকটে পৌঁছলে হঠাৎ তথায় একটি আগুন দেখতে পান। তিনি আশা করেছিলেন ঐ আগুনের নিকটে কাউকে যাওয়া যাবে, যিনি রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবেন; আর কিছু আগুন নিয়ে

www.pathagar.com

এসে প্রচন্ড শীত থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে। কিন্তু তিনি যখন আগুনের নিকটে পৌছলেন তখনই তিনি একটি আহ্বান শুনতে পান। বিস্তারিত বিবরণ সূরা 'ত্বহা' ১০-৩৬ আয়াতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এই ঘটনাটির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত 'তূয়া'র আরো দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ এটা সেই উপত্যকা যাকে দুবার পবিত্র করা হয়েছে। প্রথমবারঃ আল্লাহর সাথে মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত ও কথোপকথন। আর দ্বিতীয়বারঃ সেখান থেকে অপবিত্র কাফিরদের সরিয়ে দিয়ে বনী-ইসরাঈলকে বসতি স্থাপন করানো। তৃতীয়তঃ রাত্রি বেলায় পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছিলেন। এখানে 'তূয়া' অর্থ রাত্রিতে ডাকা।

৩. طَغٰى- সীমা লংঘন করা। ফিরাউন স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয় ব্যাপারেই সীমা লংঘন করেছিল। সে স্রষ্টার দাসত্ব কবুল না করে নিজেই তার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। বাধ্য করেছিল জনগণকে তারই দেয়া আইন মানতে। এটা ছিল তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে সীমালংঘন করার স্বরূপ যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে। আর সৃষ্টির বিরুদ্ধে সীমালংঘন এরূপ ছিল যে, সে রাজা হয়ে রাজ্যে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম না করে বরং প্রজাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদল ও শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। ফলে সবল দুর্বলের উপর অকথ্য যুলুম-নির্যাতন চালানোর সুযোগ পেয়েছিল। বনী-ইসরাঈলকে দাসত্বে পরিণত করা ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেছিল উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে শতশত সিপাহী। তাদের ঘরে কোন পুত্রসন্তান জন্মলাভ করার সংগে সংগেই ঘাতকরা শিশুকে হত্যা করত। মানুষ হয়ে মানুষের উপর নির্যাতন সৃষ্টির বিরুদ্ধে চরম সীমা লংঘন করে বৈ আর কি।

৪. اَنْ تَزَكّٰى – এখানে পবিত্রতা অর্জন করার যে কথা বলা হয়েছে- এর অর্থ আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র এবং আমল-আখলাকে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা। অন্য কথায়-এটাই ছিল ইসলাম কবুল করার সরাসরি দাওয়াত পেশ করা। ইবনে যায়েদ বলেন- কুরআন মজীদে যেখানেই تَزَكّٰى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- সেখানে এর প্রকৃত অর্থ হবে ইসলাম কবুল করা। অনুকূলে আয়াতঃ "অনন্তবাসের উদ্যানসমূহ- যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করে- এটা তো তারই প্রতিফল।" (ত্ব-হাঃ ৭৬) আয়াত "আর যে ব্যক্তি (ঈমান এনে) পবিত্র হয়, তবে সে নিজের (হিতের) জন্যই (ইসলাম গ্রহণ) করে। আর

www.pathagar.com

আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (ফাতিরঃ ১৮) আয়াতঃ "অবশ্যই সফলতা লাভ করেছে সেই ব্যক্তি যে (ঈমান আনয়নপূর্বক) পবিত্রতা অর্জন করেছে।" (আ'লাঃ ১৪) আয়াতঃ "আপনি কি জানেন- হয়তো সে পবিত্রতা গ্রহণ করতে পারে?" (আ'বাসাঃ ৩) আয়াতঃ আর সে পবিত্রতা গ্রহণ না করলে (ইসলাম কবুল না করলে) সেজন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।" (আবাসাঃ৭) [ইবনে জারীর]

৫. وَأَهْدِيَكَ- 'আর আমি তোমাকে পথ দেখাব' অর্থাৎ আমি তোমাকে এমন এক অনাবিল শ্বাশত শান্তির পথের সন্ধান দেব, যে পথে চললে তুমি তোমার রব- এর নিকট পৌঁছাতে পারবে। ভাল করে তাঁকে চিনবার ও জানবার সুযোগ পাবে। পরিস্কার বুঝতে পারবে তাঁর সংগে তোমার প্রকৃত সম্পর্ক কি?

৬. فَتَخْشَى – মূল 'খাশিয়া' ভয় করা, প্রভাবিত করা বা হওয়া। তখন তুমি ভয় করবে, অর্থাৎ যখন তোমার নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তুমি তাঁর দাসানুদাস, তুমি কোন স্বাধীন ব্যক্তি নও, বরং স্বেচ্ছাচারিতা কেবল তোমার প্রভুর জন্য শোভা পায় (যদিও স্বেচ্ছচারিতা তাঁর গুণ নয়) তোমার জন্য নয়, তখন তোমার দিলে ভয়ের সঞ্চার হবে। খোদাভীতি এমন একটি গুণ যা মানুষকে নির্ভুল ও সঠিক পথে চলার যোগ্য করে তোলে। কুরআন মজীদে অধিকাংশ স্থানেই خَشْيَةً-র স্থলে تَقْوَى ব্যবহার করেছে। যারা تَقْوَى গ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে বলা হয় مُتَّقِيْنَ আর মুত্তাকীন কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য। অনুকূলে আয়াতঃ "(কুরআন) মুত্তাকীনের জন্য পথপ্রদর্শক আর তারাই সফলতা প্রাপ্ত।" (বাকারাঃ ২-৫) আল্লাহভীতি সফলতা প্রাপ্তির শর্ত- এটাই আয়াতগুলিতে বুঝানো হয়েছে। বর্ণিত আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, ফিরাউন যদি আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে, তাহলে সে আল্লাহকে ভয় করবে এবং সফলতা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। আয়াতটিতে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

৭. الاية الكبرى – "বড় নিদর্শন" অর্থাৎ নবুয়াতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন। এখানে বড় নিদর্শন বলতে নিস্প্রাণ লাঠি অজগরে পরিণত হয়, আবার হাতে তুলে নিলেই পূর্বের ন্যায় লাঠি হয়ে যায়। নিঃসেন্দেহে এটি একটি বড় নিদর্শন। অনেকের মতে দ্বিতীয় নিদর্শনটি অর্থাৎ বগলে হাত রেখে তারপর হাত দুটি বের করলে ধবধবে সাদা হয়ে যেত- এটিও বড় নিদর্শন এর অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো মতে সমুদ্র বিদীর্ণ করে রাস্তা তৈরি 'বড় নিদর্শন'। কেউ কেউ বলেন, মূসা (আ.) ফিরাউনকে যে নয়টি মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সবগুলিই 'বড় নিদর্শন'।

www.pathagar.com

৮. اَدْبَرَ يَسْعٰى – ফিরাউন পিছু হটে গিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আ.) ফিরাউনের দরবারে গিয়ে দুটি মু'জিযা তাঁর নবূয়াতের প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। প্রথমটিঃ নিস্প্রাণ লাঠিকে মাটিতে ফেলে অজগর বানানো আবার হাতে তুলে পুনর্বার লাঠি বানানো। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে-তাঁর হস্তদ্বয় বগলে রেখে বের করা মাত্রই উজ্বল শুভ্রবর্ণ ধারণ করত যা ছিল একেবারেই রোগমুক্ত। ফিরাউন এতে ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে তার সভাসদকে নিয়ে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে লাগল- কিভাবে এর মুকাবিলা করা যায়, আর কিভাবে প্রমাণ করা যায় যে, এগুলি মোটেই মু'জিযা নয় বরং নিছক যাদু মাত্র। 'আদবারা ইয়াসআ' দ্বারা এসব প্রচেষ্টা ও চালবাজিই বুঝানো হয়েছে।

৯. فَحَشَرَ– অতপঃর সে জনসাধারণকে একত্রিত করল। সভাসদ ফিরাউনকে এ পরামর্শ দিয়েছিল যে, সে যেন রাজ্যের সমস্ত যাদুকরকে ডেকে মুসার যাদুর মুকাবিলা করার নির্দেশ দেয়। সেমতে সারা দেশব্যাপী প্রচার করা হল যে, যাদুকর মুসা ও তার যাদুকরদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। তদানীন্তন এক উৎসবের দিনকে কেন্দ্র করেই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আয়াতে এ সমাবেশেরই উল্লেখ হয়েছে।

১০. فَنَادٰى – তখন সে তাদেরকে সম্বোধন করল। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ফিরাউন যে ভাষণ দিয়েছিল, সে কথাই এখানে বলা হয়েছে। সে ভাষণের দুটি প্রধান দিক ছিল। প্রথম দিকটি হচ্ছে– মূসা আল্লাহর রসূল নয়। বরং সে একজন নিছক যাদুকর। সে নিস্প্রাণ লাঠিকে অজগর বানিয়ে মু'জিযার দাবী করলেও আসলে তা কোন মু'জিযা নয় বরং যাদু মাত্র। আমার যাদুকররা তো তোমাদের নিকট পূর্ব থেকেই পরিচিত। তোমরাই ভেবে দেখ নবীর দাবীদার এই লোকটির আর আমার যাদুকরদের কার্যকলাপে কোন পার্থক্য আছে কি? সে লাঠি মাটিতে ফেলে অজগর বানায়, আর আমার যাদুকরগণও লাঠি ও রশি মাটিতে ফেলে সাপ বানায়। আর যাদুকরদের কাজকে যেহেতু তোমরা সবাই যাদু-প্রক্রিয়া বলে বিশ্বাস কর, তাহ'লে মুসার প্রদর্শিত কাজ যাদু না হয়ে মু'জিযা কেন হবে? তাই নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আ.)-এর মর্যাদা ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা চালানোর পর ফিরাউন তার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশে এই দাবী উত্থাপন করেছিল, সে-ই তাদের শ্রেষ্ঠ রব। পরবর্তী আয়াতে একথারই উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

১১. رَبُّكُمُ الأَعْلَى – ফিরাউন দাবী করল যে, সে-ই শ্রেষ্ঠ রব। এমন দাবী সে আরো কয়েক বার উত্থাপন করেছিল। অনুকূলে আয়াতঃ "ফিরাউন বলল- যদি তুমি (মূসা) আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ্ সাব্যস্ত কর, তবে তোমাকে আমি কারাগারে বন্দী করব।" (শুআরাঃ ২৯) আয়াতঃ "ফিরাউন বলল, হে সভাসদগণ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ আছে বলে তো আমার জানা নেই।" (আল-কাসাসঃ ৩৮) এসব কথা বলে আসলে সে দাবী করেছিল যে, সে-ই সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক। তার রাজ্যে কেবল তারই দেয়া জীবন-বিধান চলবে। এ ব্যাপারে অন্য কারো এতটুকুও অধিকার থাকতে পারে না। তার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান এমন কেউই নেই যার ফরমান তার রাজ্যে চলতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আত্মিক দিক থেকে ফিরাউন রব্বুল আলামীন হওয়ার দাবী করেনি। বরং তার এ দাবী ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। কেননা সে নিজেই অন্য মাবুদের পূজা উপাসনা করত। অনুকূলে আয়াতঃ "ফিরাউন-কাওমের নেতৃস্থানীয়গণ বলল, আপনি কি মূসাকে এবং তার কওমকে এমনই অবকাশ প্রদান করবেন যে, তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে; আর সে আপনাকে এবং আপনার ইলাহ্কে বর্জন করে চলবে...?" (আ'রাফঃ ১২৭)

এমনকি মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের রব-এর অস্তিত্বও সে স্বীকার করত। যখন মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ্ ফিরাউনের রাজ্যে তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত পাঠালেন, তখন ফিরাউন নিরুপায় হয়ে মূসা (আ.)-কে অনুরোধ করে এই মর্মে যে, তিনি তাঁর রব- এর সমীপে দোয়া করেন যেন এমন মহাবিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। কেননা তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এমন মহাসংকট থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র মূসার রব-এর-ই আছে। অনুকূলে আয়াতঃ "অতপর আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। এগুলি ছিল সুস্পষ্ট মু'জিযা। তবুও তারা অহংকার করতে থাকল। বস্তুত তারা ছিল বড়ই অপরাধ পরায়ন জাতি। এবং যখন তাদের উপর আসমানী বালা-মুসীবত আপতিত হল, তখন তারা বলল, হে মূসা! আমাদের জন্য আপনার রব-এর নিকট সেই বিষয়ে দোয়া করুন, যে বিষয়ে তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি আপনি আমাদের উপর থেকে বালা-মুসিবত দূর করে দেন তবে অবশ্যই আমরা আপনার কথানুসারে ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে আপনার সংগে যেতে দেব।" (আ'রাফঃ ১৩৪)

www.pathagar.com

এছাড়া যখন ফিরাউন অথৈই সমুদ্রে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল তখন তার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মূসার ইলাহ্ ছাড়া এ নিশ্চিত মৃত্যু থেকে কেউ-ই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই সে চিৎকার করে স্বীকৃতি জানিয়েছিল মূসার 'রব'-কে আর উচ্চস্বরে নিজেকে মুসলমান বলে ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু তার সে স্বীকারোক্তি কবুল করা হয়নি। অনুকূলে আয়াতঃ "যখন ফিরাউন নিশ্চিত ডুবে মরাকে উপলব্ধি করল, তখন সে (উচ্চস্বরে) বলতে লাগল, আমি ঈমান এনেছি যে আল্লাহর উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। সেই ইলাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি (এই ঘোষণা দিচ্ছি যে) আমি মুসলমানদের দলভুক্ত।" (ইউনুসঃ ৯০) এসব আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ফিরাউন ধর্মীয় দৃষ্টিতে রব হওয়ার দাবী করেনি, বরং তা ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের দাবী।

১২. نَكَالَ – দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি (Examplary punishment)। যে শাস্তি দেখে অন্যরাও ভয় পায় এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আয়াতে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, ফিরাউনকে দুনিয়াতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে পেশ করা হয়েছে যা থেকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যত তাগূতী শক্তি এসেছিল, এসেছে ও আসবে সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে। যে আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধানকে বাতিল করে দিয়ে নিজের তৈরি জীবন-বিধান মানতে জনগণকে বাধ্য করে সে-ই তাগূত। ফিরাউনকে কেবলমাত্র ডুবিয়ে মারাকেই আল্লাহ্ যথেষ্ট মনে করেননি, বরং তার দেহকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। ইতিহাসের পাতা থেকে ফিরাউনের আল্লাহদ্রোহীতার স্বরূপ জানার সাথে সাথে যেন সারা বিশ্ববাসী তার দেহাবয়ব প্রত্যক্ষ করে ধিক্কার দেয় আর শিক্ষা গ্রহণ করে যে, তাগূতদের পরিণতি কত মারাত্মক। তাই তার দেহ সমুদ্রে বিলীন করে না দিয়ে, হাংগর-তিমির পেটে না ঢুকতে দিয়ে, আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে তা হেফাযত করে রেখেছেন। অনুকূলে আয়াতঃ "অতএব আজ আমি তোমার দেহ উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক। আর নিঃসন্দেহে অধিকাংশ লোকই আমাদের নিদর্শনাবলী থেকে (শিক্ষা গ্রহণে) গাফিল রয়েছে।" (ইউনুসঃ ৯২)

আখিরাতের আযাবও নিশ্চয়ই نكال বা দৃষ্টান্তমূলক হবে। আল্লাহই ভাল জানেন-কেমন ভয়ংকর আযাব তাকে দেয়া হবে যা দেখে অন্যান্য জাহান্নামীরাও শিক্ষা গ্রহণ করবে (অবশ্য নিস্ফল শিক্ষা গ্রহণ)।

www.pathagar.com

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ﴿٢٨﴾
وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ﴿٢٩﴾ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ﴿٣٠﴾ اَخْرَجَ
مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

ءَاَنْتُمْ = তোমরা কি? اَشَدُّ = অধিক কঠিন, خَلْقًا = সৃষ্টি, اَمِ = অথবা, السَّمَاءُ[১] = আসমান, بَنٰهَا = (আল্লাহ তো) তা নির্মাণ করেছেন, رَفَعَ = উচ্চে স্থাপন করেছেন, سَمْكَهَا[২] = এর স্তরগুলি, فَسَوّٰهَا[৩] = পরে এর সমতা স্থাপন করেছেন, وَاَغْطَشَ = আর অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন, لَيْلَهَا[৪] = এর রাতকে, وَاَخْرَجَ = আর প্রকাশ করেছেন, নির্গত করেছেন, ضُحٰهَا = এর সূর্যালোক বা দিনকে, وَالْاَرْضَ = এবং যমীন, بَعْدَ ذٰلِكَ[৫] = এরপর, دَحٰهَا = বিস্তীর্ণ করেছেন, مِنْهَا = তথা হতে (যমীন হতে), مَاءَهَا = তার পানি (ঝর্ণা), وَمَرْعٰهَا = তৃণলতাও, وَالْجِبَالَ = আর পর্বতমালা, اَرْسٰهَا = গেড়ে দিয়েছেন (পেরকের ন্যায়), مَتَاعًا لَّكُمْ = তোমাদের জীবিকার সামগ্রীরূপে, لِاَنْعَامِكُمْ = তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্যও।

---

(২৭) তোমাদের সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ, না আসমান- যা তিনি সৃষ্টি করেছেন? (২৮) তিনি এর স্তরগুলি উচ্চে স্থাপন করেছেন, অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন (২৯) আর এর রাতকে তিনি করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন এর সূর্যালোককে (দিনকে) (৩০) এরপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন (৩১) বের করেছেন তার গর্ভ হতে পানি এবং তৃণলতা (৩২) আর এতে গেড়ে দিয়েছেন পর্বতমালা (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জীবিকার সামগ্রীরূপে।

---

১. السَّمَاءُ- আয়াতটিতে পুনরায় কাফিরদের সামনে কিয়ামতের অনিবার্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, কোন কর্তার পক্ষে যদি অতীব কঠিন কোন কাজ করা সম্ভব হয়, তাহলে তদাপেক্ষা সহজ কাজ করা কি ঐ কর্তার পক্ষে অসম্ভব হবে? তোমরাই বল তো! যে মহান সৃষ্টিকর্তা বিরাট-বিশাল এই আকাশমন্ডল সৃষ্টি করে খুটিহীন ও বন্ধনবিহীন

www.pathagar.com

অবস্থায় মহাশূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন, গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজির সমন্বয়ে সংখ্যাতীত 'গ্যালাক্সি' সৃষ্টি করেছেন, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পয়দা করে সেগুলিকে সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত করেছেন-সেই সৃষ্টিকর্তা তোমাদেরকে প্রথমবার উপাদান-উপকরণ ছাড়াই সৃষ্টি করার পর বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি একত্রিত করে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন- এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? এখন তোমরাই বল, কোন উপাদান-উপকরণ ছাড়াই এই বিরাট-বিশাল নভোমন্ডল সৃষ্টি কঠিন কাজ, কিংবা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা মওজুদ উপাদান-উপকরণগুলি একত্রিত করে তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করা? বস্তুত আসমান-যমীন সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি করা থেকে অধিক প্রকৌশলযুক্ত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। অনুকূলে আয়াতঃ "নিঃসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না।" (মুমিনঃ ৫৭)

২. سَمْكَ- ঘনত্ব বা Tickness. এখানে ঘনত্ব বলতে আকাশের স্তরগুলি বুঝানো হয়েছে। আমরা যে আকাশ দেখতে পাই সেটা হচ্ছে দুনিয়ার আকাশ। رفع سَمْكَهَا অর্থাৎ এর স্তরগুলিকে উপরের দিকে একটির পর একটি করে সাজানো হয়েছে। ডানে-বামে অথবা পাশাপাশি বা এলোপাতাড়ি ভাবে নয়, বরং অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে এগুলিকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। নক্ষত্র-খচিত এ দুনিয়ার আকাশই হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তর। বাকী ছয়টি আকাশমন্ডল উর্দ্ধমুখী (Upward) সাজানো রয়েছে।

৩. فَسَوّٰهَا- আকাশমন্ডল ও তার মধ্যকার কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজিকে তিনি সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। প্রত্যেকটি গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। "আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে।" (ইয়াসিনঃ ৪০) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এমন এক প্রকৌশলপূর্ণ সৃষ্টি যার মাধ্যমে নক্ষত্ররাজ্যে এমনভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে যে, একটি অপরটির সাথে কোনরূপ সংঘর্ষ-সংঘাতের সম্মুখীন না হয়। আকাশমন্ডল এমন সুষ্ঠুভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন যে- এর মধ্যে কোন ফাটল, ছিদ্র বা জোড়াতালি নাই।

৪. لَيْلَهَا- অর্থাৎ আকাশের রাত। রাত ও দিবসকে আকাশের সাথে সম্পৃক্ত করার যুক্তি হচ্ছে যে, দিবা-রাত্রির অস্তিত্ব সরাসরি সূর্যের উদয় ও অস্তের সাথে সম্পর্কিত। আকাশের সূর্যাস্তেই রাতের শুরু হয়, আবার আকাশের সূর্যোদয়ের

ফলেই রাতের অবসান হয়ে দিনের সূত্রপাত হয়।

৫. بَعْدَ ذٰلِكَ– এরপর, অর্থাৎ আসমান ও দিবা-রাত্রি সৃষ্টির পর যমীনকে বিস্তৃত করেছেন। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনার ধারাবাহিকতা থেকে এ ধারণাই জন্মে। অনুকূলে আয়াতঃ "তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" (আল-হাদীদঃ ৪) এখানে আসমান আগে উল্লেখ হয়েছে এবং যমীন পরে উল্লেখ হয়েছে। আবার অনেক স্থলে আগে যমীন সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে এবং পরে আসমান সৃষ্টির। অনুকূলে আয়াতঃ তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর মনোসংযোগ করেন আসমান সৃষ্টির প্রতি; আর তিনি যথাযথভাবে সাতটি আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেন। আর তিনি সকল বিষয়েই পূর্ণরূপে জ্ঞাত।" (বাকারাঃ ২৯) আয়াত "হে রসূল! আপনি বলুনঃ তোমরা কি এমন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন করছ? তিনিই তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আর তিনি যমীনের উপরিভাগ থেকে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে বরকত দান করেছেন এবং এর অধিবাসীদের জীবিকার সামগ্রী পরিমিত পরিমাণ সৃষ্টি করেছেন চার দিনে (দুই দিনে যমীন ও দুই দিনে পাহাড়-পর্বত ও অন্যান্য পদার্থ)। প্রশ্নকারীদের জন্য এটা পূর্ণ বর্ণনা। অতপর তিনি আসমান সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দেন আর সে সময় সেটা ছিল ধূম্র। অতঃপর তিনি আসমান যমীনকে তাঁর আদেশ-নির্দেশ মান্য করতে হুকুম দেন তা স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। তারা উভয়ে বলল- আমরা স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করলাম। তারপর তিনি দুই দিনে সাতটি আকাশমন্ডল সৃষ্টি করলেন।" (হা-মীম আস-সিজদাহঃ ৯-১২)

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সংকীর্ণ ও অসমতল যমীনকেই আল্লাহ্ প্রথমে সৃষ্টি করেন, তারপর আসমান সৃষ্টি করেন, তারপর পৃথিবীকে সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত করেন। ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম ও বায়হাকী, ইবনে অব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামদের বরাত দিয়ে বলেনঃ আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল। তিনি পানিকেই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন। এরপর যখন তিনি সৃষ্টি জগত পয়দা করার এরাদা করলেন, তখন তিনি পানি হতে ধূম্র উদগত করলেন যা উপরে উঠে গেল। এই ধূম্রজগতকে নাম দিলেন 'সামা'। অতঃপর পানিকে শুস্ক হতে নির্দেশ দিলে

www.pathagar.com

একটি পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি সাত তবক যমীন সৃষ্টি করেন রবি ও সোম এই দুই দিনে।

সহীহ হাদীস শরীফে পৃথিবী সৃষ্টির ক্রমবিন্যাস নিম্নরূপঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা আমার হাত ধরে বললেনঃ আল্লাহ্ মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে, আলো সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবারে এবং আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবার আসর নামাযের পর। (মুসলিম, নাসাঈ)

فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾

فَاِذَا = অতঃপর যখন, جَاءَتْ = সংঘটিত হবে, আসবে, الطَّامَّةُ = মহাদুর্ঘটনা (দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ দেয়ার পর আখিরাতের সূচনা), يَوْمَ = সেদিন, يَتَذَكَّرُ[১] = স্মরণ করবে, الْاِنْسَانُ = ইনসান বা মানুষ, مَا = যা কিছু, سَعٰى = সে চেষ্টা করেছিল وَبُرِّزَتْ[২] = এবং প্রকাশ করা হবে, الْجَحِيْمُ = জাহান্নামকে, لِمَنْ يَّرٰى = দৃষ্টিমানদের জন্য, فَاَمَّا مَنْ অতঃপর যে ব্যক্তি, طَغٰى = বিদ্রোহ বা সীমালংঘন করেছিল, وَاٰثَرَ[৩] = এবং প্রাধান্য দিয়েছিল, الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا = দুনিয়ার জিন্দিগীকে, فَاِنَّ = তবে নিশ্চয়ই, الْجَحِيْمَ = জাহান্নাম, الْمَاْوٰى = ঠিকানা।

---

(৩৪) অতঃপর যখন সংঘটিত হবে মহাদুর্ঘটনা (৩৫) সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা কিছু সে (দুনিয়াতে) করেছিল (৩৬) আর প্রকাশিত হয়ে পড়বে জাহান্নাম দৃষ্টিমানদের জন্য। (৩৭) অতঃপর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করেছে (৩৮) আর দুনিয়ার জিন্দিগীকে আখিরাতের জিন্দিগীর উপর প্রাধান্য দান করেছে (৩৯) নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা।

www.pathagar.com

১. يَتَذَكَّرُ – দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ দিলে যখন সকল মানুষ তাদের কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে উপনীত হবে তখনই প্রকৃত সত্য তার সামনে অতি পরিস্কারভাবে ফুটে উঠবে। যে জাহান্নামের প্রচন্ড আযাবের আগাম খবর নবী-রসূলগণের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছেছিল, সেই গর্জনমুখর জাহান্নাম এখন তার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দিয়ে আল্লাদ্রোহীদের আহবান করছে। সূর্য অতি সন্নিকটে থেকে তীব্র উত্তাপ বর্ষণ করছে। ফলে মাটি পুড়ে তাম্রবর্ণ ধারণ করছে, এমনকি মানুষ তার ঘামের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

অনুকূলে হাদীসঃ মিকদাদ ইবনুল-আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সূর্য (হাশরের ময়দানে) অতি নিকটবর্তী হবে, এমনকি তা মাত্র এক মাইল উপরে আসবে। তখন মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী (প্রচন্ড উত্তাপের ফলে) তাদের ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে (কেউ হাঁটু, কেউ কোমর আবার কেউ কানের লতি পর্যন্ত ডুবে যাবে) [মুসলিম] সে সময় মানুষ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করবে। হতাশার চরম গহবরে নিমজ্জিত হয়ে মানুষ তার দুনিয়ার জিন্দিগীর যাবতীয় কাজকর্মের কথা স্মরণ করে আফসোস করতে থাকবে ভেসে উঠবে তার মানসপটে এক এক করে ফেলে আসা দিনগুলির কথা।

২. بُرِّزَتْ – এমনভাবে জাহান্নামকে উন্মোচন করা হবে যার ফলে সেটা কারও দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না। অনেকের মতে এটা কেবল কাফিরদেরকেই দেখানো হবে। অধিকাংশের মতে মুমিন ও কাফির সকলেই তা দেখতে পাবে। মুমিনগণ জাহান্নাম দেখে আল্লাহর অশেষ নিআমতের কথা স্মরণ করতঃ তাঁর শোকর আদায় করতে থাকবে যে, আল্লাহ তাঁর অশেষ রহমতে তাদেরকে এই কঠিন পরিণতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন। পক্ষান্তরে কাফিরগণ জাহান্নাম দেখে অনুতাপের পর অনুতাপ করতে থাকবে আর বলতে থাকবে আমার কি সর্বনাশ!-কি সর্বনাশ!!

৩. **শিক্ষণীয় বিষয়ঃ** মুমিন হিসাবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের মূলতঃ দুটি জিন্দিগী রয়েছে। প্রথমটি দুনিয়ার এই জিন্দিগী যা আমরা এখন উপভোগ করছি। দ্বিতীয়টিঃ আখিরাতের জিন্দিগী। এছাড়া আমাদের দুটি অর্ন্তবর্তীকালীন জিন্দিগীও রয়েছে। দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আমরা ছিলাম আ'লমে আরওয়াহ'তে (আত্মার জগতে)। আর মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

শিংগায় দ্বিতীয় ফুঁ দেয়া পর্যন্ত আমাদেরকে থাকতে হবে 'আলমে বারযাখ' (মধ্যবর্তী জগত)-এ। দুনিয়াতে এ জিন্দিগী ক্ষণস্থায়ী ও প্রতারণাপূর্ণ। অনুকূলে আয়াতঃ "আর দুনিয়ার এ জিন্দিগী তো কেবল ভোগবিলাস ও ছলনা বৈ কিছুই নয়।" (আলে-ইমরানঃ ১৮৫; হাদীদঃ ২০) দুনিয়ার এ জীবন তো কেবল খেলতামাশার জীবন। অনুকুলে আয়াতঃ "এ পার্থিব জীবন তো কেবল খেলতামাশা মাত্র।" (মুহাম্মাদঃ ৩৬) পক্ষান্তরে পরকালের জিন্দিগীই কেবল জিন্দিগী।

অনুকূলে আয়াতঃ "আর এই দুনিয়ার জিন্দিগী কেবল তামাশা ও খেলাধূলা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিঃসন্দেহে আখিরাতের জিন্দিগীই সত্যিকারের জিন্দিগী।" (আনকাবুতঃ ৬৪) দুনিয়ার জীবন অল্প কয়েক দিনের জন্য মাত্র, পক্ষান্তরে আখিরাতের জিন্দিগী চিরস্থায়ী যা কখনও শেষ হবার নয়। অনুকূলে আয়াতঃ "হে আমার কাওম! পার্থিব জীবন অল্প কয়েক দিনের ভোগবিলাস মাত্র, আর আখিরাতের জীবনই হচ্ছে চিরস্থায়ী।" (মুমিনঃ ৩৯)

উপরোক্ত আয়াতগুলি থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, দুনিয়ার এই নশ্বর জিন্দিগী নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার এ চাকচিক্য ও জৌলুস কৃত্রিম-মেকী, খাঁটি নয়। পক্ষান্তরে আখিরাতের জিন্দিগীই হচ্ছে আসল জিন্দিগী-চিরস্থায়ী অবিনশ্বর জিন্দিগী। এমতাবস্থায় কোন বুদ্ধিমানের পক্ষে এটা কি উচিত হবে যে, তিনি মাত্র ৬০/৭০ বছরের এই জিন্দিগীকে প্রাধান্য দেন ভবিষ্যতের সেই সীমাহীন জিন্দিগীর উপর? সুস্থ্য মস্তিস্কের কেউ-ই কি পছন্দ করবেন এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগবিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য তার চিরস্থায়ী জীবনটি বরবাদ হয়ে যাক? কোন বিবেকবান ব্যক্তি মাত্র কয়েকটি মুহুর্তের ভোগ-বিলাসিতার বিনিময়ে কি কবুল করতে প্রস্তুত হবে সীমাহীন জীবনের জন্য অসহনীয়, অবর্ণনীয় দুঃখ–যন্ত্রনা আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা? অথচ আমরা যারা বুদ্ধিমান বলে দাবী করি, দুরদর্শীসম্পন্ন বলে গর্ব করি, প্রজ্ঞাবান বলে স্বীকৃতি লাভ করে সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে নেতৃত্ব দান করছি- এমনকি কম-বেশী সকলেই মাত্র ৬০/৭০ বছরের এই আপাত মধুর জিন্দিগীকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি অনন্ত-অসীম জিন্দিগীর উপরে! ক্ষণকালীন সুখ শান্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য আমরা সকালে শয্যা ত্যাগ থেকে শুরু করে রাতে শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত

www.pathagar.com

বিরামহীন তৎপরতা, ছুটাছুটি ও দোড়ঝাঁপ করে থাকি; অথচ আখিরাতের আসল জিন্দিগীর কোন চিন্তা-ফিকির, প্লান-প্রস্তুতি ও চেষ্টা-তৎপরতা মোটেই নেই। মুক্ত অনাবিল মন নিয়ে যদি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখি যে, আমরা কি সত্যি সত্যি আখিরাতের জিন্দিগীকেই প্রাধান্য দিয়েছি, আর দুনিয়ার জিন্দিগীকে গৌণ মনে করেছি? খুব সম্ভব বিবেক উত্তর দেবেঃ অবশ্যই এমনটি নয়; বরং তোমরা তোমাদের দুনিয়ার এই জিন্দিগীকেই মুখ্য এবং একমাত্র জিন্দিগী মনে করে এরই চরম উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেবল রাতদিন চরকির মত ঘুরছ আর ঘুরছ। বাস্তব ক্ষেত্রে যদি আমরা দুনিয়ার এ জীবনকেই আখিরাতের জীবনের উপর প্রাধান্য দেই, তাহলে কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

وَاَمَّا مَنْ = আর যে ব্যক্তি, خَافَ[১] = ভয় করে, مَقَامَ رَبِّهٖ = তার রব-এর সামনে (হিসাব-নিকাশের জন্য) দন্ডায়মান হওয়াকে, وَنَهَى = এবং বিরত রাখে, النَّفْسَ = নিজেকে, عَنِ الْهَوٰى[২] = কু প্রবৃত্তি থেকে, فَاِنَّ = তাহলে নিশ্চয়, الْجَنَّةَ = জান্নাত, الْمَاْوٰى = ঠিকানা।

---

(৪০) আর যে ব্যক্তি ভয় করে তার রব-এর সামনে (হিসাব-নিকাশের জন্য) দন্ডায়মান হওয়াকে এবং নিজেকে বিরত রাখে কুপ্রবৃত্তি থেকে (৪১) তবে জান্নাত-ই হবে তার ঠিকানা।

---

১. خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ- ভয় করত তার প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর মহাবিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করা। এই মহাসত্যকে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম প্রধান দাবী। আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার জন্য দন্ডায়মান হওয়াকে যে অবিশ্বাস করছে তার ঈমান নেই। তাই ঈমানদার মাত্রই আমরা নিশ্চয় জানি যে, অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের প্রতিটি কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ

www.pathagar.com

হিসাব দিতে হবে। এই মহাসত্য মেনে নেয়ার পর আমাদেরকে জানতে হবে কিভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে আমাদের যাবতীয় কাজের হিসাব নেয়া হবে? আমরা আরো একটি মহাসত্যের ঘোষনা পেয়েছি যে, আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্মই অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ করছেন দুই কাঁধে অবস্থিত দুই সম্মানিত ফেরেশতা কিরামান-কাতিবীন। অনুকূলে আয়াতঃ "আর অবশ্যই তোমাদের উপর সংরক্ষক (ফেরেশতাগণ) নিযুক্ত রয়েছে। 'কিরামান-কাতিবীন' (সম্মানিত লেখকগণ)। তারা জানে তোমরা যা কিছু কর। (ইনফিতারঃ ১০-১২)

২. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى – অর্থাৎ জান্নাতীদের দ্বিতীয় গুণটি এই যে, জান্নাতী তার নফসের সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে হেফাজত রাখে, নফসের দাসত্ব কবুল না করে সে নিজেকে নফসের উপর বিজয়ী রাখে। প্রতিনিয়তই সে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদে 'গাজী' শিরোপা অক্ষুন্ন রাখে। নফস চাইবে তার দুনিয়ার এ জিন্দিগীটা ভরে উঠুক অবৈধ ভোগ বিলাসে। কিন্তু সে কেবল বৈধ ভোগবিলাসই বরদাস্ত করে। ইকামতে দীনের দায়িত্ব পালনে নফস তাকে জান-মালের ক্ষতির ভয় দেখালে সে সকল ভয়-ভীতি অবজ্ঞা করে আল্লাহর পথে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ে। নফস তাকে ভয় দেখায় তাগূতী শক্তির, রক্তচক্ষুর। মরদে মুমিন জান বাজি রেখে দৃঢ়পদে নির্ভীক চিত্তে সামনে এগিয়ে যায়। এমন মুজাহিদেরই ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ৩৭-৪১ আয়াতে আল্লাহ্ চূড়ান্ত ফয়সালার ভিত্তি ও মানদন্ড কি হবে তাই বলে দিয়েছেন। মানুষ যখন আল্লাহর দাসত্বসীমা অতিক্রম করে চরম আল্লাহদ্রোহিতায় নিমজ্জিত হবে এবং দুনিয়ার এই জিন্দিগীর ভোগ-বিলাস, সুযোগ-সুবিধা ও স্বাদ-আস্বাদনকেই জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করবে তখন তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে মানুষ যখন দুনিয়ার জিন্দিগীতে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণের সময় পরকারে আল্লাহর বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয় অন্তরে জাগ্রত রেখে সেই ভাবে সৎকাজ করবে এবং নফসের সকল প্রকার কামনা-বাসনার দাসত্ব কবুল না করে খাঁটি ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে কৈফিয়াত দেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

www.pathagar.com

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿٤٣﴾
اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ
يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

يَسْئَلُوْنَكَ = (হে রাসূল!) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, عَنِ= বিষয়ে বা সম্বন্ধে, السَّاعَةِ = সেই ক্ষণটি (কিয়ামত), اَيَّانَ مُرْسٰهَا= কখন অনুষ্ঠিত হবে, فِيْمَ اَنْتَ= আপনার কি সম্পর্ক, مِنْ ذِكْرٰهَا = এর বর্ণনা দেয়ার সাথে, اِلٰى رَبِّكَ = আপনার রব পর্যন্ত, مُنْتَهٰهَا= (কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সঠিক জ্ঞান) সীমাবদ্ধ, اِنَّمَا اَنْتَ = আপনি তো কেবল, مُنْذِرُ= একজন সতর্ককারী, مَنْ يَّخْشٰهَا = যে ব্যক্তি এটাকে (কিয়ামতকে) ভয় করে, كَاَنَّهُمْ= যেন তারা (মনে করবে), يَوْمَ = যে দিন, يَرَوْنَهَا= এটা (সংঘটিত হওয়া) দেখতে পাবে, لَمْ يَلْبَثُوْا = তারা অবস্থান করেনি, اِلاَّ = ব্যতীত, عَشِيَّةً = একটি বিকেল, اَوْ = অথবা, ضُحٰهَا = একটি সকাল।

---

(৪২) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে? (৪৩) এ বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) এ বিষয়ের সঠিক জ্ঞান তো কেবল আপনার রব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ (৪৫) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে এটাকে ভয় করে (৪৬) যে দিন তারা এটাকে স্বচক্ষে দেখবে, সেদিন তারা মনে করবে যে, তারা তো কেবলমাত্র একটি বিকেল অথবা একটি সকাল (দুনিয়াতে) অবস্থান করেছিল।

শানে নুযূল ঃ (ফাতহুল কাদীর অবলম্বনে) হাদীসঃ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করীম (সা.) আল্লাহর নিকট কিয়ামতের সময়কার জানতে চাইলে তখন নাযিল হয় فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا (ইবনে মারদুইয়াহ) হাদীসঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বারংবার কিয়ামত অনুষ্ঠানের বিষয় জানতে চাইতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ নাযিল করলেন,

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا -

তঃপর তিনি বিরত হলেন। এরপর আর কখনও তিনি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেননি। (ইবনে বাযযার, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া)

১. اَيَّانَ مُرْسٰهَا - কাফিররা 'কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে' বারবার রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করত। তারা নিশ্চিত ছিল যে, কিয়ামত কখনও সংঘটিত হবে না এবং তাদেরকে কখনও হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে না। তাই এ প্রশ্ন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিয়ামতের দিনক্ষণ বা কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ জেনে নেয়া নয়, বরং তা ছিল নবী করীম (সা.)-এর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা। তাঁর সাথে তামাসা ও রসিকতা করাই ছিল তাদের প্রকৃত লক্ষ্য। অনুকূলে হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- মক্কার মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করত- কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইযা)

www.pathagar.com

৮০. সূরা আ'বাসা

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দটিকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এখান থেকে প্রতিটি সূরা এক রুকু বিশিষ্ট।

নাযিল হওয়ার সময়কালঃ সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াতের শানে নুযূল (পরে বর্ণিত হয়েছে) থেকে এটা পরিস্কার যে, এ সূরাটি প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। এমন সময় সূরাটি নাযিল হয়েছিল যখন উতবা ইবনে রবীআ, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, উবাই ইবনে খালফ, উমাইয়া ইবনে খালাফ ও শাইবা প্রমুখ ইসলামের প্রথম সারির দুশমনেরা নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ঘোরতর শত্রুতা শুরু করেনি। তখনও রসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তাদের মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা ও যাতায়াত চালু ছিল। নিঃসন্দেহে এমন অবস্থা কেবল অতি প্রাথমিক পর্যায়েই বিদ্যমান ছিল। এছাড়া বিভিন্ন ঘটনাবলী ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি। তাই এটা নিশ্চিত যে, সূরাটি প্রাথমিক যুগেই নাযিল হয়েছিল। সূরা 'আন্-নাজম'-এর পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ প্রথম কয়েকটি আয়াতে আল্লাহপাক রসূলুল্লাহ (সা.)-কে তথা দীনের সকল দাঈ'গণকে (দাওয়াত পেশকারী) দাওয়াত পেশ করার মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। যে লোক সত্যের সন্ধানী, সত্য গ্রহণের আগ্রহী, সে যদি সমাজের অতি সাধারণ স্তরের নগন্য ব্যক্তিও হয় তবুও সত্যবিমুখ অহংকারী সমাজপতির চেয়ে সে অধিক গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য। সমাজের বড় বড় দাম্ভিক অমনোযোগী মাতব্বরদের পিছনে সময় নষ্ট না করে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের জন্য সময় ব্যয় করা ও মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর কুরআন মজীদের পবিত্রতা ও অতি উচ্চ মর্যাদা, এর বিশুদ্ধতা, লিখন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রসংগে বর্ণনা দিয়ে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে-যার ইচ্ছা সে এথেকে উপদেশ গ্রহণ করে মর্যাদাবান হোক, আর যার ইচ্ছা হয় সে এই হেদায়েতের ভান্ডারকে অগ্রাহ্য করে ধ্বংস হোক।

www.pathagar.com

তারপর কাফিরদের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ ও লানত বর্ষণপূর্বক প্রশ্ন করা হয়েছেঃ তোমরা যে এত গর্ব-অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় মত্ত হয়ে হকের এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছ- অথচ তোমরা কি একবারও ভেবে দেখেছ যে, কি বস্তু থেকে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? এক ফোটা নাপাক পানি (শুক্র) থেকে সৃষ্টি করে তোমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছি, কত সুন্দর সুঠাম দেহ অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করে এ দুনিয়ায় সুখ-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছি, তারপর অতি বৃদ্ধ অবস্থায় জীর্ণশীর্ণ ও অত্যন্ত কষ্টকর জীবনের অবসান ঘটিয়ে মৃত্যুদানে শান্তির কোলে শায়িত করে দেই। তারপর তোমাদেরকে কবর দেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে তোমাদের মৃতদেহের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করেছি, ফলে আর অন্যান্য প্রাণীকুলের ন্যায় তোমাদের মৃতদেহ যেখানে সেখানে পড়ে থেকে বেইজ্জত হয় না। অতঃপর আমার ইচ্ছামত আমি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করব।

এরপর মানুষের বিবেকের নিকট অতি আবেগপূর্ণ আপীল রাখা হয়েছে। আল্লাহর দেয়া অসংখ্য নিআমতের মধ্য হতে কতিপয় নিআমতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যে দয়াময় আল্লাহ্ তোমাদের এতসব নিআমত দিয়েছেন, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা কি তোমাদের উচিত নয়? যিনি এমন অফুরন্ত নিআমত ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন, তিনি যদি চান, "আমার হুকুম-আহকাম যথাযথ পালন করেছ কি" তবে কি তা যুক্তিসঙ্গত নয়?

সবশেষে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ দেয়ার সংগে সংগে মানুষ হাশরের ময়দানে কি অবস্থায় উপনীত হবে, বর্ণনাতীত সংকটময় মুহূর্তে মানুষ স্বীয় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে- তারই করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেই দিনের দুটি বিপরীতমুখী চেহারার বর্ণনা দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে। সেই দিন কতিপয় লোকের চেহারা হবে প্রফুল্ল, সদাহাস্য ও পরিতৃপ্তিতে সমুজ্জ্বল। আর কতিপয় লোকের চেহারা হবে কালিমাখা ও মলিন আর হতাশা ও আতংকের ছাপযুক্ত।

মূল বক্তব্যঃ দীনের দাওয়াত দেয়ার সঠিক পদ্ধতি শিক্ষাদান, কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে খিলাফতের মর্যাদা রক্ষা করার আবেদন প্রত্যাখ্যানকারীর চরম পরিণতি।

www.pathagar.com

৮০. সূরা আ'বাসা

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৪২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ① اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى ② وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ③ اَوْ
يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ④ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑤ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑥
وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ⑦ وَاَمَّا مَنْ جَاۤءَكَ يَسْعٰى ⑧ وَهُوَ يَخْشٰى ⑨
فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ⑩

عَبَسَ = তিনি [রসূল] ভ্রুকুঞ্চিত করলেন বা বিরক্তি প্রকাশ করলেন, تَوَلّٰى = মুখ ফিরিয়ে নিলেন, اَنْ جَاۤءَهُ = তাঁর নিকট আসাতে, الاَعْمٰى = সেই অন্ধ লোকটি, وَمَا يُدْرِيْكَ = আপনি কি জানেন? لَعَلَّهٗ = হয়তো সে, يَزَّكّٰى = পরিশুদ্ধ হবে, اَوْيَذَّكَّرُ = অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, اَمَّامَنِ = আর যে ব্যক্তি, اسْتَغْنٰى = বেপরওয়া, فَاَنْتَ لَهٗ = তার প্রতি আপনি, تَصَدّٰى = অধিক মনোযোগ দিচ্ছেন, وَمَا عَلَيْكَ = আপনার উপর কি দায়দায়িত্ব? اَلاَّ يَزَّكّٰى = যদি সে পরিশুদ্ধ না হয়, جَاۤءَكَ = আপনার নিকট আসে, يَسْعٰى = দৌড়ে আসে, وَهُوَ = আর সে, يَخْشٰى = আল্লাহকে ভয় করে, عَنْهُ = তার প্রতি, تَلَهّٰى = অনিহা প্রদর্শন করছেন।

---

(১) তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (২) সেই অন্ধ লোকটি তাঁর নিকট আসাতে (৩) আপনি কি জানেন, হয়ত সে পরিশুদ্ধ হত (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত; অতঃপর উপদেশ তার উপকারে আসত (৫) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বেপরওয়া (৬) তার প্রতি আপনি অধিক মনোযোগ দিচ্ছেন। (৭) আর আপনার উপর কি দায়দায়িত্ব, যদি সে পরিশুদ্ধ না হয়? (৮) আর যে ব্যক্তি আপনার নিকট দৌড়ে আসে (৯) আর সে (আল্লাহকে) ভয় করে (১০) অথচ আপনি তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছেন।

www.pathagar.com

শানে নুযূলঃ হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- একদা রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার কতিপয় নেতৃস্থানীয় কাফিরদেরকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে এবং বিশেষ মনোযোগের সাথে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামক একজন অন্ধ সাহাবী রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতঃ আরজ করেন- ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন (অন্য বর্ণনায়ঃ আমাকে বিস্তারিত শিক্ষা দিন, যেমনটি আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন)। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) চোখেমুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে অন্ধ লোকটি হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কাফির সর্দারদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে বলেনঃ আমি যা বললাম তাতে কোন আপত্তি আছে কি? তখন সে বলল, না। এঘটনাকে কেন্দ্র করেই عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى নাযিল হয়। (অন্য বর্ণনায় আছেঃ এই ঘটনার পর থেকে নবী (সা.) ইবনে উম্মে মাকতুমকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করতেন) [তিরমিযী, ইবনুল-মুনযির, ইবনে হাকম, ইবনে মারদুইয়া]।

কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তরঃ

প্রশ্নঃ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) কি সেই সময় মুসলমান ছিলেন?

উত্তরঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তিনি সেই সময় মুসলমান ছিলেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইসলাম সম্বন্ধে আরো অধিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। আর এজন্য তিনি দ্রুতপদে এসেছিলেন এবং আল্লাহর হুকুম-আহকামের প্রতি অন্তরে ভয় পোষণ করতেন-যেমনটি ইরশাদ হয়েছে ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে।

অনেকের মতে তিনি তখনও ইসলাম কবুল করেন নি; তবে তিনি ইসলামের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তার মনে সত্যানুসন্ধিৎসার গভীর বাসনা ও আবেগ জাগ্রত ছিল। নবী করীম (সা.)-কে তিনি হেদায়াত লাভের উৎস মনে করে তাঁর নিকট অনেক কিছু জানতে এসেছিলেন। لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى সম্ভবত সে পরিশুদ্ধ হত বা পবিত্রতা অর্জন করত, অর্থাৎ ইসলাম কবুল করত।

زكاة অর্থাৎ পবিত্রতা। মালের যাকাত আদায় করলে মাল পবিত্র হয়; আর মানুষ কালেমার সাক্ষ্য দিলে জাহিলিয়াতের সমস্ত পাপ-পংকিলতা দূরীভূত হয়ে পবিত্র হয়। لَعَلَّ শব্দের অর্থ সম্ভবত। যদি ইবনে উম্মে মাকতূম পূর্ব হতেই মুসলমান হতেন তাহলে لَعَلَّ শব্দটি ব্যবহৃত হত না। ইবনে যায়েদ বলেছেনঃ

www.pathagar.com

لعله يسلم সম্ভবত তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন। (ইবনে জারীর) لعل শব্দটি ব্যবহার করায় আরো একটি সম্ভাবনাময় দিকের ইঙ্গিত রয়েছে ৪নং আয়াতে যেখানে ইরশাদ হয়েছেঃ অথবা (সরাসরি ইসলাম গ্রহণ না করলেও অন্ততঃ) সে উপদেশ গ্রহণ করত। অতঃপর এই উপদেশ গ্রহণ তার জন্য কল্যাণকর হত (উপদেশ গ্রহণ করতে থাকলে ইসলাম গ্রহণের ন্যায় মহাকল্যাণের পথ সহজতর হত)।

প্রশ্নঃ রসূলুল্লাহ (সা.) কি হীন মর্যাদাবান ব্যক্তিদের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করতেন আর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সমাজপতিদের তোয়াজ করতেন?

উত্তর ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম কখনও হীন মর্যাদার লোক ছিলেন না। তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আত্মীয় এবং একই বংশীয় ছিলেন। তাঁর মাতা উম্মে মাকতুম ও হযরত খাদীজা (রা.)-র পিতা খুয়াইলিদ ছিলেন পরস্পর ভাইবোন সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তিনি ছিলেন নবী করীম (সা.)-এর শ্যালক। দরবারে পূর্ব হতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ছিল তদানীন্তন সমাজপতি। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহীত ইজতিহাদী পদক্ষেপ ছিল একটি ঐতিহাসিক সত্যের অনুসরণ মাত্র। কোন মতাদর্শ প্রচারক যখন প্রচারকার্য শুরু করেন তখন তিনি বিশেষভাবে প্রত্যাশা করেন যে, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যদি তাঁর দাওয়াত কবুল করেন তাহলে তাঁর প্রচারকার্য সহজতর হবে এবং তাঁর মতাদর্শ সাধারণ লোকেরা দ্রুদতার সাথে গ্রহণ করবে। নবুয়াতের দায়িত্ব লাভের পর প্রত্যেক নবী-রসূলই তদানীন্তন সমাজপতিদের সর্বপ্রথম দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যই তাঁর ইজতিহাদী পদক্ষেপের আসল কারণ। সেই মুহূর্তে তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, হয়তো উপস্থিত কাফির নেতৃবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। এসব নেতাদেরকে সব সময় দরবারে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। তাছাড়া যে কোন সময়ই তাদের কাছে দাওয়াত পেশ করাও যায় না। ঠিক সেই মুহূর্তে তার প্রতি যদি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়, তাহলে আলোচনাটি তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে। বিচিত্র ছিল না যে, নেতাগণ আলোচনা ভঙ্গ দিয়ে চলে যেতে পারে। তাই তিনি পার্শ্বপ্রশ্নটিকে আপাততঃ এড়িয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলেন। বড় বড় মাতব্বর-সরদারগণকে তোয়াজ-তোষামোদ করা আর অন্ধ, গরীব ছোট-লোকদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন কখনও এর লক্ষ্য ছিল না।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى অনুপস্থিত পদবাচ্যে অথচ وَمَا يُدْرِيكَ উপস্থিত পদবাচ্যে ব্যবহৃত হওয়ার যুক্তি কি?

উত্তরঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى চোখেমুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করতঃ তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বাচনভঙ্গি থেকে স্বতই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এই আপত্তিকর কাজটি অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে- নবী করীম (সা.) দ্বারা নয়। নবীর ন্যায় মহান চরিত্র ও নির্দোষ আচরণকারী দ্বারা একাজটি সম্পাদিত হয়নি এমন বাচনবঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেই। এতদ্বারা সুক্ষ্মভাবে নবী করীম (সা.)-কে জানানো হয়েছে যে, একাজটি করা আপনার পক্ষে উচিত হয়নি। وَمَا يُدْرِيكَ (হে রাসূল!) আপনি কি জানেন- এরূপ সরাসরি সম্বোধন না করে যদি অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা হত, তাহলে নবী করীম (সা.) মনে করতেন যে, আল্লাহ তাঁর আচরণে এতই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, তাঁকে সরাসরি সম্বোধন করা বর্জন করেছেন। আর এটা তার জন্য অসহ্য মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াত। তাই প্রিয় নবীর সম্মান রক্ষা ও একই সংগে তাঁর মনোরঞ্জন করার লক্ষ্যেই উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয় পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ১-১০ আয়াতের মূল শিক্ষা কি?

উত্তরঃ দীনের দাওয়াত পেশ করার সঠিক ও নির্ভুল নীতিমালার বর্ণনাদানই আয়াতগুলির মূল শিক্ষণীয় বিষয়। যাঁরা দীনের দাঈ', যারা নায়েবে-রসূলের সম্মানিত ভূমিকা পালনে নিয়োজিত রেখেছেন, তাঁদেরকে সমাজের জনগোষ্ঠীকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। প্রতিটি সমাজেই মোটামোটি দু'ধরনের লোক বাস করে। একদল সত্যসন্ধানী, হেদায়াত পেতে আগ্রহী এবং বাতিলের অনুসরণে আল্লাহর রোষে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত। অপর দলটি সত্যবিমুখ, অহংকারী, দাম্ভিক ও হেদায়াতের মত মহামূল্যবান সম্পদলাভে অনাগ্রহী। এভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পর দীনের দাঈ'কে সর্বাগ্রে প্রথম দলটির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এদলে যদি অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র এবং সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা থাকে তবুও তাদের প্রতি মনোযোগ দেয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দ্বারা দীনের কি উৎকর্ষ সাধন হবে, দীনের প্রচার-প্রসারে কি উল্লেখযোগ্য অবদান তারা রাখতে সক্ষম হবে-এটা মোটেই বিবেচনাযোগ্য নয়। বরং নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে সংগঠিত করে দীনের প্রশিক্ষণদানে অধিক সচেষ্ট হওয়া উচিত। 'মুসলমানকে' যোগ্য শিক্ষাদান, ও তাদের আমল-আখলাকের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে 'মুমিন' পর্যায়ভূক্ত করা তারপর উচ্চ

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ ও তাযকিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে মহসিন স্তরে পৌছানোর প্রচেষ্টা অমুসলিমকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের সমাজে যতই প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকুক না কেন, তার দ্বারা ইসলামের প্রচার-প্রসারে যতই খেদমত হওয়ার (অনুমান প্রসূত) সম্ভাবনা থাকুক না কেন- দীনের দাঈ'র জন্য মরিয়া হয়ে তার পিছে ছুটে বেড়ানোর ও দৌড়-ঝাপের গুরুত্ব সামান্যই। অনভিজ্ঞ মুসলমানের ঈমান যেন একটি মোমবাতি। কলেমায় সাক্ষ্য দেয়ার সংগে সংগেই তার ঈমানের বাতিটি জ্বলে উঠেছে। এমতাবস্থায় তাকে যদি দক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সত্যিকার মুমিন হিসাবে গড়ে তোলা না হয় তাহ'লে সামান্য দমকা বাতাস যেমন মোমবাতি নিভিয়ে দেয়, তদ্রুপ জাহিলিয়াতের সামান্যতম হুমকিই তার ঈমানের মোমবাতিকে নিভিয়ে দেয়। তাই দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকার প্রশিক্ষণ-প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে প্রতিটি মুসলমানকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তাদের ঈমানী শক্তি এতটা দৃঢ়তা লাভ করবে যে, জাহিলিয়াতের প্রচন্ড থেকে প্রচন্ডতম ঝঞ্ঝা বায়ুও তাদের ঈমানী নূরকে নির্বাপিত করতে পারবে না। যে বাতাস মোমবাতি নিভিয়ে দেয় সেই বাতাসই আবার কর্মকার-স্বর্ণকারের অগ্নিকান্ডকে আরো শক্তিশালী করে। তারা অগ্নিকুন্ডলিকে আরো প্রজ্বলিত করার জন্য আলাদা ব্যবস্থার মাধ্যমে বাতাস দিয়ে থাকে। সুতরাং যে বাতাস মোমবাতির প্রাণনাশক, সেই বাতাসই আবার কর্মকার- স্বর্ণকারের অপেক্ষাকৃত বড় অগ্নিকুন্ডের জীবনীশক্তি। অনুরূপভাবে যে জাহিলিয়াতের ছোট্ট হুমকি দুর্বল ঈমানী শক্তি-নাশক সেই জাহিলিয়াতের প্রচন্ড মারমুখী আক্রমণ ও রক্তচক্ষু মর্দে মুমিনের ঈমানী-শক্তির প্রাণসঞ্চারক। তাই মর্দে মুমিন গড়ে তোলার কাজটিকে অগ্রাধিকার দেয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ পাক এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নবী-রসূলের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন; আর এটা মুমিনদের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিআমত প্রদর্শন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। অনুকূলে আয়াতঃ "বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, যখন তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে এমন এক নবী প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন এবং কিতাব (কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্বকথা) ও হিকমত (সুন্নাত ও কৌশলপূর্ণ জ্ঞান) শিক্ষা দেন। যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।" (আলে ইমরানঃ ১৬৪) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে সূরা বাকারা ১২৯ ও সূরা জুমুআ ২ আয়াতে।

www.pathagar.com

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ⑫ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑬
مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ⑭ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ⑮ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ⑯

كَلَّآ[১]= কখনও নয় (আপনি কদাচ এরূপ করবেন না), اِنَّهَا= নিশ্চয় এটা (কুরআন মাজীদ), تَذْكِرَةٌ = উপদেশাবলী (হেদায়াতের ভান্ডার), فَمَنْ شَآءَ= অতএব যে ইচ্ছা করবে, ذَكَرَهٗ= এটাকে গ্রহণ করবে, فِىْ صُحُفٍ[২]= পুস্তিকাসমূহে আছে (লওহে মাহ্ফুজে লিপিবদ্ধ আছে), مُكَرَّمَةٍ = সম্মানিত, مَرْفُوْعَةٍ = উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, مُطَهَّرَةٍ[৩]= পবিত্র, بِاَيْدِىْ = হস্ত দ্বারা, سَفَرَةٍ[৪]= ফেরেশতা, كِرَامٍ = সম্মানিত, بَرَرَةٍ= সততাপূর্ণ।

---

(১১) কখনও নয়! নিঃসন্দেহে এটা (কুরআন মাজীদ) উপদেশাবলী। (১২) অতএব যে ইচ্ছা করবে, সে এটা গ্রহণ করবে (১৩) এটা এমন পুস্তিকাসমূহে (লিপিবদ্ধ) আছে যা সম্মানিত (১৪) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র (১৫) (এমন) ফেরেশতাদের হস্তলিখিত (১৬) (যারা) সম্মানিত ও অত্যন্ত সততাপূর্ণ।

---

১. كَلَّآ – আপনি কখনও এরূপ ব্যবহার করবেন না। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) এর প্রতি প্রদর্শিত ব্যবহার এবং কাফির সর্দারদের প্রতি দেখানো ব্যবহার- উভয়টিতেই আল্লাহ আপত্তি উচ্চারণ করেছেন। ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রতি প্রদর্শিত আপত্তিকর ব্যবহারকে সংশোধন করার যে তাকিদ বর্ণিত আয়াতে দেয়া হয়েছে অনুরূপ নির্দেশ আল্লাহপাক তাঁর হাবীবকে আরো কয়েক স্থানে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ "আর তাদেরকে আপনার মজলিস হতে বিতাড়িত করবেন না যারা সকালে ও সন্ধ্যায় স্বীয় প্রভুর ইবাদত করে- কেবলমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনায়। তাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে না, আর না আপনার হিসাব-নিকাশ তাদের উপর যদ্দরুন আপনি তাদেরকে বহিষ্কার করে দিবেন। (এরূপ করলে) তবে আপনি অবশ্যই যালিমদের দলভুক্ত হবেন।" (আল-আনআমঃ ৫২) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ "আর আপনি ধৈর্যের সাথে নিজেকে ঐ সমস্ত লোকদের সাথে সংলিপ্ত রাখুন- যারা সকালে ও সন্ধ্যায় স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করে শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি

www.pathagar.com

কামনায়। আর কখনই আপনি তাদের উপর থেকে আপনার নেক নযর সরিয়ে নেবেন না। আপনি কি পার্থিব জীবনের জাঁকজমক কামনা করেন? আর এমন ব্যক্তির কথায় কান দেবেন না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ হতে গাফিল করে দিয়েছি এবং স্বীয় প্রবৃত্তির সে গোলামী করে। আর তার অবস্থা নির্ধারিত সীমা লংঘন করে গেছে।" (কাহফঃ ২৮) অপরদিকে কাফির সর্দারদের প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ে তাদেরকে তোয়াজ-তোষামোদ করা, তাদের চিন্তায় মাত্রাতিরিক্ত মশগুল হয়ে পড়া, অনুনয় বিনয় সহকারে ও কাতর কণ্ঠে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা। এমন ব্যবহারেও আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মান-মর্যাদা নিয়ে অহংকার করে, এমন সত্যবিমুখদেরকে বিনা প্রয়োজনে গুরুত্ব না দিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এমন ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে যেন তারা ধারণা করে না বসে যে, তারা যদি ইসলাম কবুল না করে তাহলে আপনার কোন স্বার্থ নষ্ট হয়ে যাবে। যারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সত্যও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে- এতটুকুও পরওয়া করে না তাদের জন্য।

২. صُحُف- এখানে 'লাওহে মাহফুজ'-কেই বুঝানো হয়েছে। সপ্ত আসমানে অবস্থিত এই স্থানেই কুরআন, তাওরাত, ইনজীল, যাবূর ও অন্যান্য শতাধিক সহীফা লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ পাকের হেদায়াত বা সঠিক নির্দেশ অনুযায়ী 'কিরামান-কাতিবীন' অর্থাৎ সম্মানিত লেখকগণ (ফেরেশতা) দ্বারা এগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩. مُطَهَّرَةٌ – 'পবিত্র'। অর্থ সর্ব প্রকারের ভেজাল মিশাল হতে মুক্ত ও পবিত্র। কুরআনের মাধ্যমে অবিমিশ্রিত নির্জলা সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোন প্রকারের বাতিল বিশ্বাস বা মতাদর্শ এর মধ্যে অনুপ্রবেশের একবিন্দুও সুযোগ পায়নি। যেসব পুঁতিগন্ধময় আবর্জনায় দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ভরপুর হয়ে গেছে, সেসব নোংরা বস্তুর এতটুকুও কুরআন মাজীদে শামিল হতে পারেনি। মানবীয় চিন্তা-কল্পনা কিংবা শয়তানী ভাবধারা- সবকিছু হতেই কুরআনকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন)

'মুতাহহারা'- এর আর একটি অর্থ-নাপাক মানুষ, হায়েয ও নেফাসওয়ালী নারী এবং উযুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না। (মা'রেফুল কুরআন)

৪. سَفَرَةٌ – ফেরেশতা। ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদের মতে- তাঁরাই কিরামান-কাতিবীন'। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন- তারা সাহাবায়ে কিরাম।

www.pathagar.com

কাতাদা বলেন- তারা ক্বারী (বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারী)। হাদীসঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তিলাওয়াতে পারদর্শী হয় তারা (আখিরাতে) 'সাফারাতিন কিরামিম বারারাহ' অর্থাৎ সম্মানিত ও সত্যনিষ্ঠ ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তা করতে মাঝে মাঝে আটকে যায় আর এটা তার জন্য কষ্টকর হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।' (বুখারী, মুসলিম) এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, 'সাফারা' অর্থ ফেরেশতা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ১১-১৬ আয়াতে কুরআন মাজীদের মহত্ব, মর্যাদা, বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেই সংগে কাফিরদেরকে ভর্ৎসনা করে বলা হয়েছে যে, কুরআন তোমাদের দয়া-অনুকম্পা ভিক্ষা নিতে নাযিল হয়নি। তোমরা এর শ্বাশত দাওয়াত কবুল না করলে এর সুউচ্চ মর্যাদার এতটুকুও হানি হবে না। তোমরা একে যতই হীন-নগন্য মনে কর না কেন- এতে তার অতুলনীয় মাহাত্ম এতটুকুও ক্ষুন্ন হবে না। প্রকৃত সত্য তো এই যে, তোমরাই কুরআনের মুখাপেক্ষী, কুরআন তোমাদের মুখাপেক্ষী নয়। যদি তোমরা আল্লাহর লানত থেকে বাঁচতে চাও, আর নিজেদের কল্যাণ চাও, তাহলে এর আহবানে সাড়া দিয়ে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দাও।

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ ⑰ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ⑱ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ
فَقَدَّرَهٗ ⑲ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ⑳ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ㉑ ثُمَّ اِذَا شَآءَ
اَنْشَرَهٗ ㉒ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ ㉓

قُتِلَ الْاِنْسَانُ = লানৎ বর্ষিত হোক ইনসানের উপর, مَا اَكْفَرَهٗ[১] = সে কতই না অকৃতজ্ঞ, مِنْ اَيِّ شَيْءٍ = কি বস্তু হতে, خَلَقَهٗ= তাকে সৃষ্টি করেছেন, مِنْ نُّطْفَةٍ = বীর্য হতে, فَقَدَّرَهٗ[২] = তারপর তার তাকদীর নির্দিষ্ট করেছেন, ثُمَّ= অতঃপর, السَّبِيْلَ[৩] = (জীবনের) পথ, يَسَّرَهٗ = সহজ করেছেন, اَمَاتَهٗ[৪]= তাকে মৃত্যুদান করেন, فَاَقْبَرَهٗ[৫] = অতঃপর তাকে কবরস্থ করেন, اِذَا شَآءَ= যখন তিনি ইচ্ছা করেন, اَنْشَرَهٗ[৬]= আবার তাকে জীবিত করবেন, كَلَّا= কখনও নয়, لَمَّا يَقْضِ = সে কর্তব্য পালন করেনি, مَا اَمَرَهٗ[৭]= তাকে যে সমস্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

(১৭) লানত বর্ষিত হোক ইনসানের উপর। সে কতই না অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন (তা কি সে কখনও ভেবে দেখেছে)? (১৯) তিনি শুক্রবিন্দু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার তাকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (২০) অতঃপর তার জীবনের চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন (২১) অতঃপর তাকে মৃত্যুদান করেন এবং কবরস্থ করেন (২২) তারপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে আবার জীবিত করবেন (২৩) কখনও নয়! সে কর্তব্য পালন করেনি যা কিছু তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১. مَا أَكْفَرَهُ – মানুষ কতই না অকৃতজ্ঞ। এই আয়াতটির যোগসূত্রেই ১৮-৩২ আয়াতগুলিতে আল্লাহর কতিপয় নিআমতের উল্লেখ করা হয়েছে। মহান সৃষ্টিকর্তা এক ফোটা নাপাক পানি থেকে ইনসান সৃষ্টি করেছেন, মাতৃগর্ভে অন্ধকারময় বদ্ধ কক্ষে সযত্নে ধাপে ধাপে গড়ে তুলে এক পূর্ণাঙ্গ আশরাফুল মাখলুকাত (মানব শিশু) বানিয়েছেন; সুপরিমিত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আকার, আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেছেন, জীবনের চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন, তারপর যথাসময়ে মৃত্যু দান করেন এবং কবরে পৌঁছিয়ে দেন। জীবনের সূচনালগ্ন থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সহজ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য সুস্বাদু খাদ্য, সুমিষ্ট পানি, ফল-ফলাদি, পশুপাল ও বৃক্ষলতাদি সৃষ্টি করেছেন। এসব অসংখ্য নিআমত উপভোগ করার পরও মানুষ উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। আয়াতে তাই বিস্ময় প্রকাশ করতঃ লা'নত করা হয়েছে এমন চরম অকৃতজ্ঞের প্রতি। এর আরো একটি অর্থ হতে পারে যে, ইনসান কি করে তার সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও বিচার দিবসের মালিককে অস্বীকার করে!

২. فَقَدَّرَهُ– অর্থাৎ সুপরিমিত করা। মহান আল্লাহ্ মানুষের দৈহিক গঠন এমন পরিমিত করেছেন, যাতে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। তাকে বাদুড়ের ন্যায় প্রখর শ্রবণশক্তি না দিয়ে পরিমিত শ্রবণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, ঈগলের ন্যায় তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি না দিয়ে পরিমিত দৃষ্টি শক্তি দেয়া হয়েছে; এমনকি বিড়ালের ন্যায় আলো-আঁধারে দেখার ক্ষমতা না দিয়ে কেবল আলোতে দেখার যোগ্যতা দিয়েছেন। অশ্বের ন্যায় শক্তি না দিয়ে তাকে পরিমিত শক্তি দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। ক্যাংগারুর ন্যায় দ্রুত ছুটার ক্ষমতা না দিয়ে তাকে পরিমিত গতি সম্পন্ন করা হয়েছে। হাতের সব কয়টি আঙ্গুলের দৈর্ঘ সমান না বানিয়ে কোনটি খাটো আবার কোনটি লম্বা করা হয়েছে। তার যাবতীয় গঠন প্রকৃতি, আকার-আকৃতি এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস সাধন করেছেন যাতে সে পূর্ণ কর্মক্ষম থেকে জীবনকে উপভোগ করতে পারে।

এর আরেক অর্থ হচ্ছে- ভাগ্যের লিখন বা তাকদীর বা নিয়তি। মানবশিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তার তাকদীর নির্দ্ধারণ করা হয়। অনুকূলে হাদীসঃ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- সর্বসমর্থিত সত্যবাদী রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে বলেছেনঃ "তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র হিসাবে জমা রাখা হয়। অতপর তা রক্তপিন্ডে পরিণত হয়ে সমপরিমাণ সময় থাকে এবং পরে তা মাংসপিন্ড হিসেবে অনুরূপ সময় জমা করে রাখা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। তিনি তাতে আত্মা ফুঁকে দেন এবং চারটি বিষয় লিখার আদেশ করা হয়। তা হলঃ তার রিযিক, তার হায়াত-মওত, তার আমল, আর সে দুর্ভাগ্যবান হবে অথবা সৌভাগ্যবান হবে। সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। নিঃসন্দেহে তোমাদের কেউ জান্নাতীর আমল করবে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকবে। অতঃপর তার কিতাবের (ভাগ্যের) লিখন সামনে এসে উপস্থিত হবে। ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে। আর তোমাদের কেউ জাহান্নামীর কাজ করবে, এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকবে। অতঃপর তার কিতাবের লিখন সামনে এসে উপস্থিত হবে। ফলে সে জান্নাতীর আমল করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী, মুসলিম)

৩. ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ – অতঃপর তিনি পথ সহজ করেছেন-অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পথ সহজ করেছেন। ইবনে আব্বাস, ইকরামা, দাহহাক, কাতাদা, সুদ্দী এবং ইবনে জারীর এ মতই পোষণ করেছেন। মুজাহিদ বলেন, এটা আল্লাহর নিম্নরূপ ইরশাদের ন্যায়ঃ "আমি তাকে পথ দেখিয়েছি (ভাল-মন্দ ও হক-বাতিলের পথ দেখিয়েছি) হয়তো সে (সৎপথ অবলম্বন করে) কৃতজ্ঞ হবে অথবা (বাতিলের অনুসরণ করে) অকৃতজ্ঞ (বা কাফির) হবে।" (দাহরঃ ৩) অর্থাৎ মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় আনুগত্য-নাফরমানী এবং যাবতীয়

www.pathagar.com

হক-বাতিল পরিষ্কাররূপে তুলে ধরা হয়েছে। সে স্বীয় ইচ্ছায় যে কোন একটি পথ গ্রহণ করতে পারে। স্বেচ্ছায় হক পথে "শাকিরীন" হতে পারে, আবার স্বেচ্ছায় বাতিল পথ অবলম্বন করে 'কাফুরান' হতে পারে। যে ব্যক্তি 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর পথে চলতে চায়, আল্লাহ তার জন্য সে পথে চলা সহজ করে দেন। পক্ষান্তরে যে লোক নিজ ইচ্ছায় 'সাবীলাশ শায়তান'- এ চলতে চায় আল্লাহ তার জন্যও সে পথে চলা সহজ করে দেন।

৪. أَمَاتَهُ – মানুষের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দেন। মানুষ তার জন্মলগ্নে যেমন অসহায় অর্থাৎ কোন দেশে, কোন বংশে, কোন শাহী পরিবারে অথবা কাঙ্গালের ঘরে তার জন্ম হবে সে ব্যাপারে তার যেমন কোনই ইখতিয়ার নেই, নিয়তির অমোঘ বিধানের ব্যাপারে যেমন তার টু শব্দটি করারও ক্ষমতা নেই, তেমনই মৃত্যুর কালো থাবার সামনেও সে নিতান্তই অসহায়। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসবে তখন তার মতামত গ্রহণ করা হবে না, এমনকি কালবিলম্বও করা হবে না। অনুকূলে আয়াতঃ "আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য হায়াত-মওত নির্ধারিত আছে। অতএব যখন তাদের নির্দিষ্ট ক্ষণটি উপনীত হবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারবে না আর আগেও নয়।" (আ'রাফঃ ৩৪) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে সূরা ইউনুস ৪৯ আয়াতে। এমনকি কোন বিশেষ স্থানে বা কোন বিশ্ববিখ্যাত হাসপাতালে তার মৃত্যু হবে, সে সিদ্ধান্তও তার ক্ষমতা বহির্ভূত। কোথায় তার মৃত্যু হবে, তা সে মোটেই জানে না। অনুকূলে আয়াতঃ "নিঃসন্দেহে কিয়ামতের সংবাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই নিকট রয়েছে। কেউই জানে না যে, সে আগামী কাল কি কাজ করবে এবং কেউই জানে না যে, সে কোন স্থানে মরবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত এবং সকল বিষয়ের খবর রাখেন।" (লোকমানঃ ৩৪) নিজের জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে স্থান-কাল নিয়ন্ত্রনে অক্ষম মানুষ কি করে আল্লাহর সাথে কুফরী করে?

৫. فَأَقْبَرَهُ – আল্লাহ তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট কবরে পৌছানোর ব্যবস্থা করেন। মৃতদেহ কবরস্থ করার পদ্ধতি আদমপুত্র কাবীলকে শিখিয়েছেন যাতে 'আশরাফুল মাখলুকাত'-এর মৃতদেহের বেইজ্জতি না হয়। অনুকূলে আয়াতঃ "অতপর তার (কাবীলের) কুপ্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতা (হাবীলকে) হত্যায় উদ্বুদ্ধ করে তুলল। ফলে সে তাকে হত্যা করেই ফেলল। অতএব সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থদের দলভূক্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ

www.pathagar.com

করলেন; কাকটি মাটি খুড়ে কাবীলকে দেখিয়ে দিল সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে ঢাকবে। সে বলল- ধিক্কার আমার নিজের প্রতি! আমি কি এই কাকের সমতুল্য হতে এবং স্বীয় ভ্রাতার লাশ ঢেকে ফেলতে অক্ষম হয়ে গেলাম। ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হল।" (মায়েদাঃ ৩০,৩১) স্বীয় ভ্রাতাকে হত্যা করে কাবীল এক বৎসর তার লাশ কাঁধে করে ছুটতে থাকে। কিভাবে লাশ দাফন করবে তা তার জানা ছিল না। আল্লাহ্ কাক প্রেরণ করলে সে কাবীলের সামনে মাটি খুড়ে মৃত একটি কাককে গর্তে রেখে আবার মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়। কবরস্থ করার পদ্ধতি শিক্ষাদান নিঃসন্দেহে একটি বড় নিআমত।

এ ব্যাপারেও মানুষের এতটুকু স্বাধীনতা নেই। যদি তার জন্য মাটির গর্ত নির্ধারণ করা হয়, তবে সে মাটির কবরেই সমাধিস্থ হবে। আর যদি তার জন্য সমুদ্রবক্ষ অথবা অগ্নিকুন্ড কিংবা হিংস্র জন্তুর উদর নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে সেখানেই তাকে সমাহিত হতে হবে। সারা বিশ্ববাসী সম্মিলিত চেষ্টা চালালেও এতটুকু রদবদল করতে পারবে না।

৬. أَنْشَرَهُ – আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় ও অক্ষম। যে পুনর্বার জীবনলাভে অনিচ্ছুক তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, এমনটি কখনও হবে না। দুনিয়ায় প্রেরণের সময় যেমন তার কোন মতামত চাওয়া হয়নি, কোন দেশে, কোন বংশে সে তাশরীফ আনতে চায়, কতদিন দুনিয়ায় থাকতে চায়, কখন মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করবে- কোন ব্যাপারেই যেমন তার মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ ছিল না- এব্যাপারেও সে তেমনই নিরূপায়। মানুষকে নিতম্বের হাড্ডি (Coxis) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আবার আখিরাতে Coxis-এর উপরই পুরা দেহাবয়ব গঠন করা হবে। অনুকূলে হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "বনী-আদমের সবকিছুই বিনষ্ট হবে কিন্তু নিতম্বের হাড় (Coxis) বিনষ্ট হবে না। এ থেকে তাকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুনর্বার এর উপরই দেহাবয়ব সংযোজন করা হবে।" (বুখারী, মুসলিম) যে মানুষ এতটা অসহায়-অক্ষম সে কি করে আল্লাহর সাথে কুফরী করে?

৭. لَمَّا يَقْضِ – মুজাহিদ বলেনঃ আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামের যাবতীয় ফরজ-ওয়াজিব-কোনটির মধ্যে একটিও কাফিররা যথাযথভাবে আদায় করেনি। (ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

فَلْيَنْظُرِ الاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِه ﴿٢٤﴾ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا
الاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَّزَيْتُوْنًا
وَّنَخْلاً ﴿٢٩﴾ وَّحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ
وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

فَلْيَنْظُر = অতএব সে (মানুষ) দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক, اِلٰى طَعَامِه[১]= তার খাদ্যের দিকে, صَبَبْنَا = আমরা বর্ষণ করেছি, اَلْمَاءَ[২]= পানি (বৃষ্টি), صَبًّا= বর্ষণ করার মত (প্রচুর অথচ পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করেছি), شَقَقْنَا[৩] = বিদীর্ণ করেছি, الاَرْضَ = যমীনকে, شَقًّا= বিদীর্ণ করার মত (কেমন বিস্ময়কর ভাবে নরম সদ্য অংকুরিত বীজ যমীন বিদীর্ণ করে উপরে উঠে আসে), فَاَنْبَتْنَا = অতঃপর আমরা উৎপাদন করেছি, فِيْهَا = এর মধ্যে, حَبًّا= শস্য, وَّعِنَبًا= এবং আঙ্গুর, وَّقَضْبًا= আর তরিতরকারী, وَزَيْتُوْنًا = আর যায়তুন, وَّنَخْلاً= এবং খেজুর, وَحَدَائِقَ= আর বাগবাগিচা, غُلْبًا= ঘন সন্নিবেশিত, فَاكِهَةً = ফলফলাদি, اَبًّا[৪] = তৃণলতা যা মানুষ খায় না, مَتَاعًا = জীবিকার সামগ্রী, لَكُمْ = তোমাদের জন্য, وَلاَنْعَامِكُمْ = আর তোমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুর জন্য।

---

(২৪) অতএব ইনসান যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার খাদ্যের প্রতি (২৫) আমরা (কেমন বিস্ময়কর ভাবে) পর্যাপ্ত পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করি (২৬) এবং যমীনকে কেমন উত্তমরূপে বিদীর্ণ করি (২৭) অতঃপর উৎপাদন করেছি তার মধ্যে শস্য (২৮) আর আঙ্গুর এবং তরিতরকারী (২৯) আর যায়তুন এবং খেজুর (৩০) আর ঘন সন্নিবেশিত বাগবাগিচা (৩১) এবং ফলাদি ও তৃণলতা (পশুখাদ্য) (৩২) এগুলি তোমাদের জীবিকা নির্বাহের সামগ্রীরূপে এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য।

---

১. اِلٰى طَعَامِه – ইনসানকে তার খাদ্যদ্রব্যের দিকে লক্ষ্য করে শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তোমরা যেসকল খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করে কর্মক্ষমতা লাভ কর- একবারও কি ভেবে দেখেছ যে, এটা তোমাদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ যদি যাবতীয় ফসল, ফলাদি এবং এগুলি উৎপাদনের জন্য সকল

www.pathagar.com

উপাদান-উপকরণ দান না করতেন তাহলে যমীনের বুকে একটি শস্যকণাও কি দেখতে পেতে?

আরো শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে যে, মৃত শস্যবীজ মৃত যমীনের বুক চিড়ে বের করাতে পারেন যে সৃষ্টিকর্তা, সেই সৃষ্টিকর্তা গলে-পচে যাওয়া অস্থি-মজ্জা থেকেও পুনরুজ্জীবিত করবেন- এতে সংশয়ের কি আছে?

২. اَلْمَاءَ – পানি। আয়াতে 'পানি বর্ষণ করেছি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কি বিস্ময়কর ভাবে ও পরিমিত পরিমাণে আমি পানি বর্ষণ করে থাকি। সৃষ্টির সর্বপ্রথম বস্তু উপাদান হচ্ছে পানি। পানির বাষ্পীয় অংশ হতে আকাশ এবং শুষ্ক অংশ দ্বারা যমীন সৃষ্টি করেছেন। সকল জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতা পানি দ্বারা জীবন লাভ ও ধারণ করে থাকে। অনুকূলে আয়াতঃ কাফিররা কি লক্ষ্য করে না যে, আসমান ও যমীন (শুরুতে) বন্ধ ছিল (বৃষ্টিপাত হত না আর উদ্ভিদও গজাত না)? অতঃপর আমরা উভয়কেই উন্মুক্ত করে দিলাম। আর আমরা সকল প্রাণীজগতকে পানি দ্বারা জীবন্ত করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?" (আম্বিয়াঃ ৩০) লবণাক্ত সমুদ্র বক্ষ থেকে জলীয় বাষ্প উঠিয়ে নিয়ে শূন্য মন্ডলের শীতল স্তরে তাকে মিঠা পানিতে রূপান্তরিত করে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করায় যে সূক্ষ্ম কৌশলযুক্ত সৃজন কাজ করছে- তাতে কি মানুষের এতটুকুও অবদান আছে? এই মর্মে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন সূরা ওয়াকিয়ায়। ইরশাদ হয়েছেঃ "তোমরা কি লক্ষ্য করেছ সেই পানির প্রতি যা তোমরা পান কর? তোমরা কি তা মেঘমালা থেকে বর্ষণ করে থাক, না আমরাই বর্ষণকারী? যদি আমরা ইচ্ছা করি তবে তাকে তিক্ত করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন শোকর কর না?" (ওয়াকিয়াহঃ ৬৮-৭০) এছাড়া যদি আল্লাহ স্বীয় কুদরতে পরিমিত পরিমাণ পানি বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের জীবন ধারনের সহায়ক না করতেন তাহলে সীমাহীন বর্ষণে সারা দুনিয়া প্লাবিত হয়ে যেত। তাই লবনাক্ত পানিকে মিঠা পানিতে রূপান্তরিত করে জীবনধারনের উপযোগী করাই চূড়ান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন নয়, বরং পরিমিত পানি বর্ষণও এক বিশেষ অনুগ্রহ। অনুকূলে আয়াতঃ "আর আমরা আসমান হতে পরিমাণ মত পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাকে যমীনে দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী রেখেছি। আর এর বিলোপ সাধনে আমরা পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (সূরা মুমিনূনঃ ১৮)

৩. شَقَقْنَا الْاَرْضَ – যমীনকে বিদীর্ণ করে দেই ফলে নরম তুলতুলে সদ্য

অংকুরিত বীজ উঠে আসতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এর শিকড়গুলিও যমীনের গভীরে প্রবেশ করে খাদ্য সংগ্রহ করে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ না হত তাহলে শস্যদানা যমীনের ভিতরে স্থান পেত না, বীজ অংকুরিত হত না, অংকুরিত বীজ উপরে উঠে আসতে পারত না এবং এর শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারত না। এ সমস্ত অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করেও মানুষ অকৃতজ্ঞ রইল।

৪. أَبًا- ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় ঘাস ও তৃণলতা বুঝায় যেগুলি মানুষ খায় না এবং চাষাবাদও করে না। এগুলি পশুখাদ্য মাত্র।

فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾

فَاِذَا جَاءَتْ = অতঃপর যখন আসবে, الصَّاخَّةُ[১] = কান বধিরকারী ধ্বনি (শিংগায় সর্বশেষ ফুৎকার), يَوْمَ = সেদিন, يَفِرُّ[২]= পলায়ন করবে, الْمَرْءُ= মানুষ, مِنْ اَخِيْهِ= তার ভাই হতে, وَاُمِّهٖ= তার মাতা হতে, وَاَبِيْهِ= তার পিতা হতে, وَصَاحِبَتِهٖ= তার স্ত্রী হতে, وَبَنِيْهِ= এবং তার সন্তান-সন্তুতি হতে, لِكُلِّ امْرِئٍ = প্রত্যেক মানুষের জন্য, يَوْمَئِذٍ= সেদিন, شَاْنٌ[৩]= অবস্থা, يُّغْنِيْهِ = যা তাকে বিমুখ করে রাখবে, ব্যস্ত রাখবে।

---

(৩৩) অতঃপর যখন আসবে কর্ণ বধিরকারী ধ্বনি (৩৪) সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার আপন ভাই হতে (৩৫) এবং তার মাতা ও পিতা (৩৬) আর স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে (৩৭) সেই দিন প্রত্যেক মানুষ (নিজের অবস্থা নিয়ে) এমনই ব্যতিব্যস্ত থাকবে, যা তাকে সবকিছু থেকে বিরত রাখবে। (৩৮) সেদিন কতিপয় লোকের চেহারা হবে ঝকমকে উজ্জ্বল। (৩৯) তারা

---

১. الصَّاخَّةُ - কান বিদীর্ণকারী শিংগায় প্রচন্ড আওয়াজ। এটাই হবে সর্বশেষ ফুৎকার। এরই ফলে সকল মানুষ স্ব স্ব কবর পরিত্যাগ করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

২. يَفِرُّ- পলায়ন করবে। হাশরের ময়দানের করুণ চিত্র ফুটে উঠে এই শব্দটির দ্বারা। দুনিয়ার জিন্দিগীতে সন্তানাদির সুখস্বাচ্ছন্দ বিধানে মানুষ কত অপরিসীম

www.pathagar.com

কষ্ট হাসিমুখে বরণ করছে, পিতামাতার ইহসান সাধনে সন্তানাদি কঠিনতম দুঃখ-যাতনা সহ্য করছে, এক ভাইয়ের জন্য অপর ভাই নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না, একের বিপদে অপরে জানবাজি রেখে এগিয়ে আসছে। অথচ সেই দিন একে অপরের খোজ খবর নেয়া, তার বিপদে এগিয়ে আসা-এমনকি কেমন আছ বা আছেন জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, মুখটি লুকিয়ে পালিয়ে যাবে। যে মাতা শীতের রাতে সন্তানের হাত পায়ের এতটুকু অংশ অনাবৃত থাকতে দিতে রাজী নয়, সেই মাতা তার সন্তান বাৎসল্য বেমালুম ভুলে যাবে। তার প্রাণপ্রিয় কলিজার টুকরা সন্তানটি আজ জাহান্নামের ইন্ধন হতে যাচ্ছে কিনা- এর খোঁজ নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করবে না। যে স্বামী তার স্ত্রীর এতটুকুও কষ্ট এ দুনিয়াতে বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়, সেই স্বামী তার প্রিয়তমার অবস্থা জানতেও চাইবে না বরং পালিয়ে যাবে।

পালাবার দুটা কারণ থাকতে পারে। মানুষ সেদিন তার নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে বিপদগ্রস্ত দেখে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এই জন্য যে, যদি তারা তার কাছে কোন প্রকার সাহায্যের আহবান করে, তবে সে তার জন্য কিছুই করতে পারবে না। নিজের অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সে ভাগবে।

দ্বিতীয় কারণটি এমন হতে পারে যে, তার নিকট আত্মীয়টি তার এহেন অবস্থার জন্য সেই লোকটিকেই দায়ী করবে। ফলে সে পালাবে। সন্তান-সন্তুতি পিতা-মাতার বিরুদ্ধে ত্রুটিপূর্ণ প্রতিপালন, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে উদাসীনতার স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে পর্দাহীনতার, পিতামাতা সন্তানাদির বিরুদ্ধে অবাধ্যতার অভিযোগ আল্লাহর দরবারে পেশ করতে পারে। এই ভয়ে সে আপনজন হতে মুখ ফিরিয়ে ছুটবে।

৩. شَأْنٌ يُغْنِيهِ – মানুষ স্বীয় পরিণামের চিন্তায় এমনভাবে পেরেশান হয়ে যাবে যে, তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে সে সম্পূর্ণ বিমুখ-বেখেয়াল হয়ে যাবে। কেবল নিজের কি অবস্থা হবে, ঠিকানা জান্নাতে হবে না জাহান্নামে, কেমন করে আজ এই মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে- এমনই চিন্তায় সে সীমাহীন অস্থিরতায় নিমজ্জিত হয়ে সবকিছু ভুলে যাবে। অনুকূলে হাদীসঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ "কিয়ামতের দিন মানুষ হাশরের ময়দানে উপনীত হবে খালি পায়ে, উলঙ্গ এবং খাতনাহীন অবস্থায়! আমি জিজ্ঞেস করলাম- ইয়া রসূলুল্লাহ! সমস্ত নারী-পুরুষ কি একসাথে? তারা তো পরস্পরকে দেখতে থাকবে! তিনি উত্তরে বললেনঃ হে আয়েশা! সেদিনের পরিস্থিতি এত ভয়ংকর হবে যে, মানুষ সেদিকে মোটেই খেয়াল করবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

وُجُوهٌ = মুখমন্ডল বা চেহারা, يَوْمَئِذ = সেদিন, مُسْفِرَةٌ= ঝকমকে, উজ্জ্বল, ضَاحِكَةٌ = সহাস্য, مُسْتَبْشِرَةٌ= প্রফুল্ল, غَبَرَةٌ= ধূলিমলিন, تَرْهَقُهَا = তাকে আচ্ছন্ন করবে, قَتَرَةٌ = কালিমা, . أُولئِكَ= তারাই হচ্ছে, الكَفَرَةُ= কাফির, الفَجَرَةُ = পাপিষ্ঠ।

থাকবে হাস্যময় ও প্রফুল্ল (৪০) আর সেদিন কতক লোকের চেহারা হবে ধূলিমলিন (৪১) তাদের চেহারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে কালিমা (৪২) তারাই হচ্ছে কাফির ও পাপিষ্ঠ।

৩৮-৪১ আয়াতে হাশরের ময়দানে দুই প্রকার চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অনুরূপ ইরশাদ হয়েছেঃ "সেদিন কতিপয় চেহারা সাদা হবে আর কতিপয় চেহারা কালো হবে।" (আলে ইমরানঃ ১৬) নিঃসন্দেহে আমাদের আমলের সাথেই সম্পর্কিত হবে আমাদের চেহারা। আমাদের কর্মফলের ভিত্তিতেই আমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারিত হবে, তেমনই আমাদের চেহারাও আমাদের কর্মফলই হয় চকচকে উজ্জ্বল হবে অথবা ধূলিধূসরিত ও কালিমাময় হবে। আমরা প্রতিদিন ক্ষৌরকার্য দ্বারা, দামী দামী প্রসাধনী ব্যবহারে আমাদের চেহারা যতই উজ্জল করি না কেন, তা কেবল ২০-৬০ বৎসর সময়ের জন্য স্বল্প পরিসরে স্থায়ী হবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন সারা বিশ্ববাসীর সামনে আমাদের স্বযত্নে লালিত এই চেহারায় যদি ধূলা-বালি আর কালি লেগে যায় তাহলে ক্ষণকালীন এই জৌলুসের স্বার্থকতা কি? যে চেহারায় আজ আমরা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা দাঁড়ি গজাতে দিতে নারাজ, অথচ হাশরের ময়দানে কালিমাখা কুৎসিত কদাকার চেহারা নিয়ে দাঁড়াতে কি আমাদের এতটুকুও আপত্তি নেই? সেই সময় যখন আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের আমরা উজ্জল হাস্যোৎফুল্ল চেহারা দেখব, তখন কি আমাদের আফসোস হবে না? তখন আমাদের শত অনুতাপ-অনুশোচনায় কি কোন লাভ হবে?

www.pathagar.com

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা অনুধাবন করতে কোন সামান্যতম বিবেকবানেরও এতটুকু অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। একটু খেয়াল করলেই বোধগম্য হবে যে, এমন কি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলে তবেই কেবল পিতামাতা তাদের কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ততিকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারে! কি বর্ণনাতীত সংকটের মুখেই প্রিয়তমা পত্নীকে ফেলে পতি সরে পড়তে পারে! কি কঠিন পরিস্থিতিতেই সন্তান তারই জন্মদাতা পিতামাতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে!! ঈমানদার মাত্রই ঈমানের অন্যতম দাবী, আসমানী কিতাবকে নির্ভেজাল সত্য বলে আমরা স্বীকার করি। তাই আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এমন সংকটময় অবস্থা আমাদের প্রত্যেকের সামনে আসবেই আসবে।

ঐদিন সূর্য অতি নিকট থেকে তীব্র উত্তাপ বর্ষণ করবে। মানুষ ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে। অনুকূলে হাদীসঃ মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিজীবের এতো নিকটে নামিয়ে আনা হবে যে, তা তাদের থেকে মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থান করবে। এ হাদীসের রাবী সুলাইম ইবনে আমের, মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন- আল্লাহর শপথ! আমি জানি না এক মাইল বলতে যমীনের দূরত্ব বুঝানোর মাইল বলা হয়েছে, অথবা চোখে সুরমা দেয়ার শলাকা বুঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেনঃ অতঃপর মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কে গোড়ালী পর্যন্ত, কেউ হাঁটু পর্যন্ত, কেউ কোমর পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। আর তাদের মধ্যে কাউকে ঘামের লাগাম পরানো হবে। একথা রসূলুল্লাহ (সা.) নিজের হাত দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করলেন। (মুসলিম) হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের এত ঘাম নির্গত হবে যে, তাদের ঘাম যমীনের সত্তুর হাত উঁচু হয়ে বইতে থাকবে। আর তাদেরকে ঘামের লাগাম পরানো হবে। এমন কি তাদের কান পর্যন্ত তা পৌঁছা যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহপাক মেরাজের রাতে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে আখিরাতের ঘটনাবলী, জান্নাত, জাহান্নাম সবকিছু দেখিয়েছেন। তিনি বার বার বলতেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি। অনুকূলে হাদীসঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন যেমনটি আর পূর্বে কখনও শুনিনি। ভাষনে তিনি বলেনঃ আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে তোমরা খুব কম হাসতে আর খুব বেশি বেশি কাঁদতে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ তাদের মুখমন্ডল কাপড়ে আবৃত করেন এবং ডুকরে কাঁদতে শুরু করেন। (বুখারী, মুসলিম) সাহাবায়ে কিরাম যাদের সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট রয়েছেন আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন" এবং যাঁদেরকে রসূলুল্লাহ (সা.) সর্বোত্তম উম্মত বলে আখ্যায়িত করেছেন- এ হাদীসঃ শ্রবণ করে তাঁরা ডুকরে কাঁদতেন। অথচ আমাদের এমন নাজুক অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কাঁদা তো দুরের কথা, অন্তরে এতটুকুও অনুভূতির সৃষ্টি হয় না।

পক্ষান্তরে হাশরের ময়দানের এমন ভয়ংকর অবস্থার মধ্যেও সেখানে সুশীতল ছায়াও থাকবে আবার পানীয়ও থাকবে। সূর্য যখন মাত্র এক মাইল দূর থেকে প্রচন্ড তাপ দিয়ে মানুষকে ঘামে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এমন মুহূর্তেও দেখা যাবে কতিপয় লোক আল্লাহর 'আরশ' এর সুশীলতল ছায়ায় হাস্যৎফুল্ল চেহারায় বিশ্রাম করছে। প্রচন্ড উত্তাপে যখন মানুষ নিদারুন তৃষ্ণায় 'পানি দাও পানি দাও' বলে চিৎকার করতে থাকবে তখন দেখা যাবে কতিপয় লোক 'হাওযে কাওসার' থেকে পানি পান করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করছে। অনুকূলে হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ সাত প্রকারের লোকদের আল্লাহ্ সেদিন তার সুশীতল ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তার (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই থাকবে না। তাঁরা হচ্ছেন (১) ন্যায়বিচারক শাসক (২) মহান আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত প্রাণ যুবক (৩) যে ব্যক্তির হৃদয় মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে (সম্পর্কযুক্ত) (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরস্পর বন্ধুত্ব করে এবং একই কারণে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (৫) সেই ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী রমনী খারাপ কাজে আহবান করলে সে বলে- আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) সেই ব্যক্তি যে এমন সংগোপনে দান–খয়রাত করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাতও তা জানতে পারে না (৭) এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে, ফলে (আল্লাহর ভয়ে) তার দুচোখের পানি বইতে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

আজ আমরা নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে দেয়া সূর্যোত্তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য উল্লেখিত সাত প্রকার বৈশিষ্ট্যের এক প্রকারও কি আমাদের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারি না? হাদীসঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ আমি তোমাদের সকলের পূর্বেই

www.pathagar.com

'হাওযে কাওসারে' উপস্থিত থাকব। তোমাদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং আমি তোমাদের চিনে ফেলব। অতঃপর তোমাদের কিছু লোককে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, ইয়া রব! তারা আমার উম্মত। আমাকে বলা হবে, আপনার পরে তারা কি করেছে তা আপনার জানা নেই। (বুখারী, ৬৫৭৩)

হাশরের ময়দানে পানি পান করার সৌভাগ্য তাদেরই হবে যারা 'উম্মাতে মুহাম্মদী' হিসাবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত অনেক 'উম্মাতে মুহাম্মদী'র দাবীদার সেদিন মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। তাই আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা এখনি চালাতে হবে, যাতে সেই দিন হাওযে কাওছারের কিনারায় উপনীত হয়েও পানি পান থেকে বঞ্চিত হতে না হয়।

উজ্জল হাস্যৎফুল্ল চেহারার অধিকারী অথবা কালি মাখা কুৎসিত চেহারাধারী হবে, আল্লাহর আরশের সুশীতল ছায়ায় স্থান লাভ হবে অথবা প্রচন্ড উত্তাপের মধ্যে ঘামে হাবুডুবু খেতে হবে, হাওযে কাওসার থেকে পানি পানে পরিতৃপ্তি লাভ হবে অথবা কিনারা থেকে বিতাড়িত হতে হবে- এগুলির ফায়সালা হবে একমাত্র আমলের ভিত্তিতেই। জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার সংগে সংগেই আমাদের আমল বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমাদের উচিত এখনি খাঁটি তওবা করি, আর নিজেদের আমলকে সহীহ করি। ক্ষণস্থায়ী এই পার্থিব জীবনের স্বল্প আরাম-আয়েশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য আমরা চরকির মত ঘুরছি আর ঘুরছি। অথচ চিরস্থায়ী জিন্দিগীর আরাম-আয়েশের ফিকির আমাদের মোটেই নেই। তাই আসুন! চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শয়নকালে অন্ততঃ চব্বিশটা মিনিটের জন্য হলেও আত্মসমালোচনা করি। পরখ করে দেখি চব্বিশ ঘন্টার আমল আমাকে কঠিন সূর্যোত্তাপ থেকে রক্ষা করে আরশের ছায়ার নীচে একটি আসন সংরক্ষণ করতে কতটুকু সহায়ক হয়েছে, আমাকে হাওযে কাওসারের পেয়ালা ভর্তি পানি পানের কতটুকু যোগ্য করে তুলেছে, রসূলুল্লাহ (সা.)- এর শাফায়াত লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে কতটুকু সহায়ক হয়েছে। এইভাবে প্রতিদিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা অবিরাম চালাতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে পূর্ণ হেদায়াত ও তওফীক ইনায়াত করুন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

www.pathagar.com

৮১. সূরা আত-তাকভীর

নামকরণ ঃ প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ كُوِّرَتْ থেকে এ সূরার নাম تكوير (তাকভীর) রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ঃ আলোচিত বিষয়াদি থেকে বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্তর্ভূক্ত। প্রাথমিক সূরাগুলিতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সূরার মূল বক্তব্যও আখিরাত, রিসালাত (কুরআনের সত্যতা) কেন্দ্রিক। তাই নিঃসন্দেহে সূরাটি প্রাথমিক কালেই নাযিল হয়েছিল। সূরা 'লাহাব'-এর পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ বিষয়বস্তুর মোটামুটি তিনটি দিক রয়েছে। ১-৬ আয়াতে শিংগায় প্রথম ফুৎকারে যেসব পরিবর্তন-বিবর্তন সাধিত হবে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৭-১৪ আয়াতে শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকারে আখিরাতের সুচনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সূরাটিতে কিয়ামতের বাস্তব চিত্র এমন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে যে, ইবনে উমার (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসঃ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, সে যেন দিব্যচক্ষে কিয়ামত অবলোকন করবে, তবে সে পাঠ করুক সূরা আত-তাকভীর, সূরা আল-ইনফিতার ও সূরা আল-ইনশিকাত। (তিরমিযী, আহমাদ, তাবারানী, হাকেম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়াহ) সর্বশেষ দিকটি হচ্ছে কুরআনের মর্যাদা, যথার্থতা ও বিশুদ্ধতার দলীলাদি পেশ।

www.pathagar.com

৮১. সূরা আত-তাকভীর

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ② وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ⑤ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥

اِذَا الشَّمْسُ = যখন সূর্য, كُوِّرَتْ[১]= গুটিয়ে নেয়া হবে, নিস্প্রভ হবে, وَاِذَا= এবং যখন, النُّجُوْمُ = তারকাসমূহ, انْكَدَرَتْ[২]= ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, الْجِبَالُ = পর্বতমালা, سُيِّرَتْ[৩]= চালিত করা হবে, الْعِشَارُ[৪]= দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী, عُطِّلَتْ= উপেক্ষিত বা অবহেলিত হবে, الْوُحُوْشُ[৫] = বন্য জন্তু জানোয়ার, حُشِرَتْ = একত্রিত করা হবে, الْبِحَارُ= সমুদ্রগুলি (এক বচনে 'বাহর'), سُجِّرَتْ[৬]= প্রজ্জ্বলিত করা হবে, স্ফীত করা হবে।

---

(১) যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে (২) এবং যখন তারকারাজি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে (৩) এবং যখন পর্বতমালাকে চলমান করা হবে (৪) এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে (৫) এবং যখন বন্য জন্তু-জানোয়ারগুলি একত্রিত করা হবে (৬) এবং যখন সমুদ্রগুলি প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

---

১. كُوِّرَتْ- মূল 'কাওওয়ারা', পেচানো। সমগ্র সৌরজগতে বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মিকে গুটিয়ে নেয়া হবে, ফলে সৌরজগত সূর্যরশ্মি থেকে বঞ্চিত হবে। সেই অবস্থাকেই كُوِّرَتْ -বা সূর্য রশ্মিহীন বলা হয়েছে। পৃথিবীতে তখন সূর্যের জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হবে না- অর্থাৎ সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। এর অন্য একটি অর্থ হতে পারে- 'নিক্ষিপ্ত হওয়া'। অনুকূলে হাদীস ঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে

www.pathagar.com

বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। (বুখারী) উভয় অর্থ একযোগে গ্রহণ করে ইমাম ইবনে জারীর (রহ.) বলেন, লম্বা পাগড়িকে যেমন মাথায় পেচিয়ে পেচিয়ে একত্রিত করা হয় তেমনি সূর্যরশ্মিকে গুটিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে।

২. انْكَدَرَتْ- তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। সেই সময় চন্দ্র, সূর্য, তারকাসমূহকে প্রথমে আলোহীন করা হবে। অনুকূলে হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে প্রথমে আলোহীন করা হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। এর পরপরই আল্লাহ তা'আলা প্রচন্ড বায়ুরাশি প্রেরণ করবেন ফলে সমুদ্র বিশাল অগ্নিকুন্ডে পরিণত হবে। (ইবনে আবি হাতেম)

৩. سُيِّرَتْ- 'সারা' ভ্রমণ করা। পাহাড়-পর্বত স্থানচ্যুত হয়ে যেন ভাসতে থাকবে। আজ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে যে পর্বতমালা সুদৃঢ় মজবুত পেরেকের ন্যায় গ্রথিত রয়েছে, সেইদিন সেগুলি স্বস্থান হতে উৎপাটিত হয়ে মেঘমালার ন্যায় ভাসতে থাকবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিলোপের ফলেই পর্বতমালা সেদিন ভারশূন্য হয়ে ভেসে ভেসে চলবে।

৪. الْعِشَارُ- সূরাটির অবতরণকালে আরব মরুদেশে উট ছিল অতি মূল্যবান সম্পদ। যানবাহনের অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালিত হত উট দ্বারা। দশ মাসের গর্ভবতী একটি উষ্ট্রি তার মালিকের নয়নমনি স্বরূপ। এক মুহুর্তের জন্যও যেন উষ্ট্রী তার নযরের বাইরে না যেতে পারে । কেউ যেন তাকে চুরি না করতে পারে, অবহেলায় যেন হারিয়ে না যায় অথবা বাচ্চার কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। শিংগায় প্রথম ফুৎকারে মানুষ এমন দিশেহারা ও সম্বিতহীন হয়ে পড়বে যে, দশ মাসের গর্ভবতী সন্তান সম্ভবা উষ্ট্রীর প্রতিও এতটুকু নযর দেয়ার ফুরসত তার থাকবে না। বর্ণিত আয়াতে অবস্থার ভয়ংকরতা বুঝানোর জন্যই এমন সুন্দর উপমা দেয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর মারাত্মক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

www.pathagar.com

"হে মানবগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন অতি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা অবলোকন করবে, সেদিন (অবস্থা এমন হবে যে), সমস্ত স্তন্যদায়িনী তাদের স্তন্যপায়ী সন্তানকে ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভধারিনী (যথাসময়ের পূর্বেই) তাদের গর্ভপাত করবে। তুমি মানুষকে মাতালের ন্যায় দেখতে পাবে। অথচ তারা মাতাল নয়, বরং আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন।" (হজ্জ্বঃ ১-২)

৫. الْوُحُوْشُ। – বন্য জন্তু-জানোয়ার স্বাভাবিক অবস্থায় দুর্বল থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এতটুকু সুযোগ পেলেই হিংস্র জন্তুর খাবার শিকার হয়ে পড়ে নিরীহ জীবগুলি। অথচ সেই সময় সকল হিংস্র ও নিরীহ জন্তুগুলি একত্রিত হবে। অবস্থা এমনই ভয়াবহ হবে যে, বাঘ-হরিণ একত্রে দলবদ্ধ হবে, শৃগাল তখন ছাগলের ঘাড় মটকাবে না, বিষাক্ত সাপ তখন দংশন করা ভুলে যাবে। সর্বগ্রাসী বিপদের ভয়ংকরতার ফলেই এমনটি হবে।

৬. سُجِّرَتْ – প্রজ্জলিত করা হবে। অন্য অর্থ- মিশ্রিত করা হবে। 'সাজারা' সমুদ্রের পানি স্ফুটন অবস্থায় পৌঁছা। স্বাভাবিক অবস্থায় এখন সমুদ্রের মিঠা পানি ও লোনা পানি আলাদাভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। অনুকূলে আয়াতঃ "তিনি দুটি সমুদ্রকে সম্মিলিত করেছেন, ফলে পরস্পর মিলে রয়েছে, অথচ উভয়ের মাঝখানে একটি অনতিক্রমনীয় অন্তরায় রয়েছে।" (আর-রহমানঃ ১৯-২০) সেদিন শিংগায় প্রথম ফুৎকারে যে প্রবল কম্পন সৃষ্টি হবে তাতে সমুদয় অন্তরায় বিলোপ হয়ে যাবে। ফলে মিঠা পানি ও লোনা পানি একাকার হয়ে যাবে।

পানি যে দুটি মৌলিক উপাদানের আনুপাতিক সংমিশ্রণে গঠিত তাদের একটি অক্সিজেন আর অপরটি হাইড্রোজেন। অক্সিজেন অগ্নিকে প্রজ্জলিত করে, আর হাইড্রোজেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। আল্লাহর কুদরতে এই দুটি পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত পানি আগুন নিভিয়ে ফেলে। সেদিন এই সুসম সংমিশ্রনে এমন পরিবর্তন সাধিত হবে যে, অক্সিজেন মিশ্রণমুক্ত হয়ে প্রচন্ড দাহিকা শক্তির সঞ্চার করবে। সে সময় সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়ে সারা সমুদ্র গর্ভ এক বিশাল অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়ে জাহান্নামের রূপ ধারণ করবে।

www.pathagar.com

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩
وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَاِذَا السَّمَاۗءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَاِذَا
الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا
اَحْضَرَتْ ۝١٤

اَلنُّفُوْسُ = 'নাফস'গুলি একবচনে নাফস- আত্মা, زُوِّجَتْ= জুড়ে দেয়া হবে, اَلْمَوْءٗدَةُ = জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তান, سُئِلَتْ= জিজ্ঞাসিত হবে, بِاَيِّ ذَنْبٍ= কোন অপরাধে, قُتِلَتْ = নিহত হয়েছিল, কাতালা-হত্যা করা, اَلصُّحُفُ= আমলনামা সমূহ, نُشِرَتْ = খুলে ধরা হবে বা প্রকাশিত হবে, اَلسَّمَاۗءُ = আকাশমন্ডল, كُشِطَتْ= আবরণমুক্ত, اَلْجَحِيْمُ= জাহান্নাম, سُعِّرَتْ = প্রজ্জ্বলিত হবে, اَلْجَنَّةُ = জান্নাত, اُزْلِفَتْ= নিকটে আনা হবে, عَلِمَتْ = জানতে পারবে, نَفْسٌ= প্রত্যেক মানুষ, مَّا= যা কিছু, اَحْضَرَتْ= সে উপস্থিত করেছে (আমল)।

---

(৭) এবং যখন 'নাফস'গুলিকে (স্ব স্ব দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে (৮) এবং যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে (৯) কোন অপরাধে সে নিহত হয়েছিল? (১০) এবং যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে (১১) এবং যখন আকাশমন্ডল আবরণমুক্ত হবে (১২) এবং যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হবে (১৩) আর যখন জান্নাতকে নিকটে আনা হবে (১৪) তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে যা কিছু (আমল) সে উপস্থিত করেছে।

---

১. زُوِّجَتْ– হাসান বসরী ও ইকরামা বলেন, নাফসগুলিকে দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে। কুরতবী বলেন- মুমিনকে জান্নাতের মধ্যে হুরদের সাথে বিবাহ দেয়া হবে আর কাফিরদেরকে শয়তানের সাথে জাহান্নমের মধ্যে বিবাহ দেয়া হবে। হাদীসঃ নোমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা.) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছেনঃ লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী দলবদ্ধ করা হবে। সৎ বান্দাদের সাথে সৎ বান্দাদেরকে জান্নাতে এবং অসৎ বান্দাদের সাথে অসৎ বান্দাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (ইবনে আবি হাতেম) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মানুষ তিন শ্রেণীভুক্ত হবে ঃ

www.pathagar.com

(১) পূর্ববর্তী উচ্চ স্তরের সৎকর্মশীলগণ (২) আসহাবুল ইয়ামিন অর্থাৎ ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তগণ (৩) আসহাবুশ-শিমাল অর্থাৎ বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তগণ। মুজাহিদ ও ইবনে জারীর বলেন- যারা একই রকম কাজ করবে, চাই তারা ভাল হোক আর মন্দই হোক তাদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করা হবে- অর্থাৎ আলেমদের সাথে আলেমগণ, শহীদদের সাথে শহীদগণ, চোরের সাথে চোর, ব্যভিচারীর সাথে ব্যভিচারী ইত্যাদি।

২. سُئِلَتْ **প্রশ্নঃ** মহাবিচার দিবসে সমুদয় অপরাধের বিষয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে কেন বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করা হবে?

উত্তরঃ নির্দোষ- নিস্পাপ মাসূম শিশু কন্যাকে প্রোথিত করার ন্যায় জঘন্য ও অমানবিক অপকর্ম আল্লাহর নিকট অতিশয় ঘৃণ্য ও মারাত্মক অপরাধ রূপে গণ্য হওয়ায় এ বিষয়টির উল্লেখ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

প্রশ্নঃ যালিমকে বা অপরাধীকেই সাধারণত জিজ্ঞেস করা হয়-কেন সে যুলুম করেছে। কিন্তু এখানে মযলুম কন্যাকেই জিজ্ঞেস করার কি উদ্দেশ্য?

উত্তরঃ ঐসব যালিমদের প্রতি আল্লাহর সীমাহীন ক্রোধ ও অসন্তোষের কারণেই তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিদান এবং বাক্যবিনিময় করা অপছন্দ করবেন। তাদের প্রতি ঘৃণার মাত্রা এত তীব্র হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করাও অনুচিত সাব্যস্ত হবে। তাই সরাসরি জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকেই তার ঘটনার বর্ণনা দিতে আহ্বান জানানো হবে।

প্রশ্নঃ কেন তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করত?

উত্তরঃ ইসলামপূর্ব আরব গোত্রগুলি প্রায়শ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। কোন গোত্রের হাতে অপর গোত্রের নারী যুদ্ধবন্দিনী হলে তাদেরকে দাসীরূপে ব্যবহার করা হত অথবা ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করা হত। এটা সেই গোত্রের জন্য চরম অপমানকর বলে গণ্য করা হত। এছাড়া যুদ্ধকালে কন্যা সন্তান শক্তি বর্ধনে এতটুকু সহায়ক হত না, বরং তাদের রক্ষণাবেক্ষণে অধিক বিব্রত থাকতে হত। তাই তাদেরকে কন্যা সন্তানের জন্মলাভের খবর জানালে তাদের মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। অনুকূলে আয়াতঃ "এবং যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের জন্মের সুসংবাদ দেয়া হত, তখন তার মুখমন্ডল কালীমাময় হয়ে যেত এবং সে ভীষণ মর্মাহত হয়ে পড়ত। সে লজ্জায় লোক সমাজ হতে পালিয়ে বেড়াত, যে সংবাদ

www.pathagar.com

তাকে দেয়া হয়েছে সে কারণে। এমন অপমান সহ্য করে তাকে জীবন্ত রাখবে অথবা তাকে মাটিতে পুতে ফেলবে? (আন নাহলঃ ৫৮-৫৯) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ "তারা রহমান আল্লাহর জন্যে কন্যা-সন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে (কন্যা সন্তান জন্মের) সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল মলিন হয়ে যায় এবং সে খুবই মনক্ষুন্ন হয়ে পড়ে।" (যুখরুফঃ ১৭)

এছাড়া আর্থিক দিকটাও উল্লেখযোগ্য। অর্থ উপার্জনে মেয়েদের কোনই ভূমিকা ছিল না, বরং তাদের ভরণপোষণে ও বিবাহে প্রচুর খরচের বোঝা দুর্বল আর্থিক অবস্থাকে আরো দুর্বল করত। এই জঘন্য কাজের সামাজিক স্বীকৃতিও সম্পূরক ছিল। জাহিলী যুগে এ কাজটিকে সম্পূর্ণ বৈধ মনে করা হত। কারো কাছে জবাবদিহি করার ভয়, কারো তিরস্কার শুনার ভয় বা লজ্জাবোধ অথবা বিচারকের আরোপিত কোন শাস্তির ভয়- কিছুই ছিল না।

প্রশ্নঃ ইসলাম এমন জঘন্য অপরাধের মুকাবিলায় কি ভূমিকা পালন করেছে?

উত্তরঃ ইসলামের শান্তি পতাকা উড়ার সাথে সাথেই একাজটিকে সম্পূর্ণ অবৈধ বা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহানবী (সা.)-এর বিপ্লবী বাণীসমূহ মানুষের মন-মগজ ও চিন্তারাজ্যে এমন আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল যার ফলে কন্যা সন্তানের জন্ম একটি দুর্ঘটনা, একটি বিপদ, একটি অবাঞ্ছিত ও লজ্জাকর ব্যাপার বলে গণ্য না হয়ে বরং চরম সৌভাগ্যের ব্যাপার বলেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

অনুকূলে হাদীসঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুটা কন্যা সন্তানকে বালেগা বয়স পর্যন্ত লালন-পালন করবে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, আমি আর সে ব্যক্তি এরূপ হব। (একথা বলেই) তিনি তাঁর আংগুল পাশাপাশি মিলিয়ে ধরলেন। (মুসলিম)

হাদীসঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-আমার কাছে দুটি কন্যা সন্তানসহ এক মহিলা আসল, সে আমার কাছে খাদ্য চাইল। কিন্তু আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন আমি তাকে খেজুরটি দিলাম। সে খেজুরটি তার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে বন্টন করে দিল এবং তা থেকে সে খেল না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। সে সময় নবী করীম (সা.) আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বলনেলনঃ যে ব্যক্তিই এরূপ কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে অতঃপর তাদের

www.pathagar.com

সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তবে তারা (আখিরাতে) তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীস ঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা কিংবা বোনের লালন-পালন করবে, তাদেরকে উত্তম চাল-চলন শিক্ষা দেবে, তাদের প্রতি ইহ্সান করবে এমনকি তারা স্বাবলম্বী হবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব (অবশ্য প্রাপ্য) করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! যদি কেউ দুজনকে এরূপভাবে প্রতিপালন করে তাহলে? উত্তরে নবী করীশ (সা.) বললেনঃ দুজনকে প্রতিপালন করলেও এরূপ প্রতিদানই পাবে। এমনকি যদি তারা বলত, একজনকে করলে? তাহলে তিনিও বলতেনঃ একজনকেও। (শারহুস সুন্নাহ্)

হাদীসঃ নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে সে যদি সেজন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাদের জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে, তবে (কিয়ামতে) তারা তার জন্য জাহান্নামের অগ্নির বিরুদ্ধে অন্তরায় হবে। (বুখারী, ইবনে মাজা)

৩. الصُّحُفُ। – এক বচন 'সহীফা', সাধারণত আসমানী কিতাবসমূহকে সহীফা বলা হয়। এখানে শব্দটি আমলনামা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। মহাবিচার দিবসে প্রত্যেকের আমলনামা খুলে ধরা হবে। অনুকূলে আয়াতঃ "আর (প্রত্যেকের সম্মুখে) তার আমলনামা খুলে ধরা হবে... এবং (অপরাধীরা) বলতে থাকবে-হায়! আমাদের কি সর্বনাশ! এটা কি আশ্চর্য আমলনামা যাতে কোন সগীরা গুনাহ্ কিংবা কবীরা গুনাহ অলিখিত নেই। আর তারা যা কিছু (দুনিয়াতে) করেছিল-সবই বিদ্যমান পাবে; আর আপনার রব কারো প্রতি এতটুকুও অবিচার করেন না।" (কাহ্ফঃ ৪৯) এমনভাবে সকলের আমলনামা প্রকাশিত হবে যে, কোন বিষয়ই সেদিন গোপন থাকবে না। অনুকূলে আয়াতঃ "সেই দিন তোমাদেরকে (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকবে না।" (আল হাক্কাঃ ১৮)

৪. كُشِطَتْ– মুকাতিল ও সুদ্দী বলেন- সেদিন আকাশরাজ্যে আল্লাহর কুদরতের যে বিরাট-বিশাল রাজত্ব কায়েম আছে- তা সত্যতা সহকারে সম্মুখে সমুদ্ভাসিত

www.pathagar.com

হয়ে উঠবে। উর্ধলোকে শুধু মহাশূন্যতা, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজিই আজ আমরা দেখতে পাই, কিন্তু এর মূল সত্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সেদিন সবই দৃশ্যমান হবে। আল্লামা ওয়াহিদী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- কোন কিছু থেকে আবরণ সরিয়ে নেয়া যা পূর্ব হতেই আবৃত ছিল। কারো কারো মতে-এর অর্থ হচ্ছে আকাশকে গুটিয়ে ফেলা হবে।

৫. سُعِّرَتْ- কাতাদা বলেন- জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে। আল্লাহর গযব ও বনী আদমের পাপের ফলে জাহান্নাম সেই দিন আরো অধিক দাহ্য শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। সুদ্দী বলেন, জাহান্নামের তাপমাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে।

৬. أُزْلِفَتْ- আল্লামা দাহহাক বলেন, জান্নাতকে মুমিনদের নিকটবর্তী করা হবে। আল-হাসান আল-বসরী (রহ.) বলেন, জান্নাতকে সেদিন তার আসল স্থান হতে নামিয়ে এনে মুমিনদের নিকটবর্তী করা হবে। ইবনে যায়েদ বলেন, জান্নাতকে সেদিন মুমিনদের জন্য আরো সুসজ্জিত করা হবে। তবে প্রথম মতই বেশী গ্রহণযোগ্য। কারণ الزلفى- অর্থ নিকটবর্তী।

৭. عَلِمَتْ- মানুষ সেদিন সবকিছুই জানতে পারবে। দুনিয়ায় সে কিরূপ আমল করেছিল আর তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ তার ঠিকানা কোথায়- সবই সে জানতে পারবে। দেখতে পাবে একদিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা জাহান্নাম আর অন্যদিকে নিআমতে ভরপুর সুসজ্জিত জান্নাত। পাপীষ্ঠরা ভালভাবে জানতে পারবে যে, কেমন অফুরন্ত নিআমত হতে বঞ্চিত হয়ে কেমন প্রচন্ড অগ্নিতে তারা নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে মুমিনগণও জানতে পারবে যে, কোন সব আযাব হতে মুক্তিলাভ করে কোন সব নিআমতের অধিকারী তারা হতে যাচ্ছে।

৮. أَحْضَرَتْ- মানুষ সেদিন তার ভাল ও মন্দ সমুদয় আমলই উপস্থিত দেখবে। অনুকূলে আয়াতঃ "সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ নেক আমলসমূহ সম্মুখে উপস্থিত পাবে এবং স্বীয় বদ আমলগুলিও।" (আলে ইমরানঃ ৩০) আমলনামায় লিপিবদ্ধ আমলগুলির কোন একটি আমলকেও যদি কেউ অস্বীকার করে, তখনই তার সেই আমলটি বাকশক্তি লাভ করে তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে।

www.pathagar.com

فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ ⑮ الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ ⑯ وَالَّيۡلِ اِذَا عَسۡعَسَ ⑰
وَالصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ ⑱ اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ ⑲ ذِيۡ قُوَّةٍ عِنۡدَ ذِي
الۡعَرۡشِ مَكِيۡنٍ ⑳ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍ ㉑

فَلَاۤ[১] = পরন্তু না, اُقۡسِمُ[২]= আমি কসম করছি, بِالۡخُنَّسِ= দিনের আলোতে লুকিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের, الۡجَوَارِ = যেগুলি আবর্তনশীল, الۡكُنَّسِ= যেগুলি অস্তাচলে অদৃশ্য হয়ে যায়, وَالَّيۡلِ = এবং রাতের, اِذَا عَسۡعَسَ= যখন বিদায় নেয়, وَالصُّبۡحِ= এবং প্রভাতকালের, تَنَفَّسَ = নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বা আগমন করে, اِنَّهٗ = নিঃসন্দেহে এটা (কুরআন), لَقَوۡلُ[৩]= অবশ্যই বক্তব্য, رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ[৪] = সম্মানিত পয়গামবাহক, ذِيۡ قُوَّةٍ[৫]= যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, عِنۡدَ = নিকটে, ذِي الۡعَرۡشِ= আরশের মালিক, مَكِيۡنٍ= মর্যাদাসম্পন্ন, مُّطَاعٍ[৬]= সকালের মান্যবর, ثَمَّ= সেখানে, اَمِيۡنٍ[৭]= আস্থাভাজন বা বিশ্বস্ত।

---

(১৫) পরন্তু না! আমি কসম করছি দিনের আলোতে লুকিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের (১৬) আবর্তনশীল এবং অস্তাচলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নক্ষত্রের (১৭) এবং রাতের, যখন সে বিদায় নেয় (১৮) এবং প্রভাতকালের, যখন তা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে (আগমন করে) (১৯) নিঃসন্দেহে এটা (কুরআন) এক সম্মানিত পয়গাম বাহকের বাণী (২০) যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন (২১) তিনি সকলেরই মান্যবর, সেখানে তিনি আস্তাভাজন-বিশ্বস্ত।

---

১. فَلَاۤ – অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এশব্দটি 'না' সূচক নয়, বরং 'অধিক তাকীদ' সূচক। অনেকের মতে প্রচলিত কোন অপবাদ বা মতবাদ প্রত্যাখ্যান করা বুঝানো হয়েছে। তদানিন্তন কাফিররা কুরআনকে 'কোন পাগলের প্রলাপ' কিংবা যাদুকরের বক্তব্য বলে অপবাদ দিত। আয়াতে فَلَاۤ শব্দটি ব্যবহার করে তাদের এসব অপবাদ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

২. اُقۡسِمُ– ১৫-১৮ আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ নক্ষত্র, রাতের বিদায়লগ্ন ও দিনের সূচনার শপথ করে কুরআনের মর্যাদা, যথার্থতা ও বিশুদ্ধতার কথা ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছেন। শপথগুলির মাধমে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সময়টি হচ্ছে 'সুবহে সাদিক'। সে সময় অনেক নক্ষত্রই মধ্যাকাশে দিনের আগমনে অদৃশ্য হয়ে যায় (اَلْخُنَّس) একই সময় অনেক নক্ষত্রই আবার অস্তাচলে গিয়ে আত্মগোপন করে (اَلْكُنَّس)। রাতের বিদায়লগ্নে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় (عَسْعَس)। একই সময় অন্ধকারের বুক চিরে দিন ভেসে উঠে নিঃশ্বাস ফেলে আত্মপ্রকাশ করছে। একই সময়ের শপথের তাৎপর্য এই যে, মুহাম্মদ (সা.) অন্ধকারে বসে কোন স্বপ্ন দেখেননি, বরং যখন প্রভাত প্রকাশিত হচ্ছিল তখন তিনি দিগন্তে মহান ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। সুতরাং তিনি ওহীর যে সংবাদ তোমাদের নিকট বর্ণনা করছেন তা তাঁর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, এবং পূর্ণ হুশ-জ্ঞান সহকারে দিনের আলোতে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

৩. لَقَوْلُ– অবশ্যই এই কুরআন সম্মানিত বাণী বাহক জিবরাঈল (আ.)-এর বয়ে আনা এবং উচ্চারিত বাণী। জিবরাঈল (আ.)-এর বাণী বলায় এরূপ ধারণা করার কোনই অবকাশ নেই যে, কুরআন আল্লাহর বাণী নয়, এর উৎস আল্লাহ নন; বরং এর প্রণেতা জিবরাঈল (আ.) [নাউযুবিল্লাহ]। প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, কুরআনের বাণীগুলি মুহাম্মদ (সা.) লাভ করেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ কুরআন মুহাম্মদ (সা.) এর স্বরচিত নয়। কাফিরদের পক্ষ থেকে চরম অপবাদ ছিল যে, কুরআন মুহাম্মদের স্বরচিত। এই অপবাদ খন্ডন করার জন্যই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, এটা لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ "নিশ্চয়ই তা সম্মানিত বার্তা বাহকের আনীত বাণী।"

৪. رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ – সম্মানিত রসূল। অধিকাংশ তাফসীরের মতে এর দ্বারা জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে মুহাম্মদ (সা.)-কেই বুঝানো হয়েছে।

৫. ذِیْ قُوَّةٍ – প্রবল শক্তিধর ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)। তিনিই মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট কুরআন পৌছে দেন। আয়াতঃ তাকে (মুহাম্মদকে) শিক্ষা দান করেন কুরআন, প্রবল শক্তিশালী ফেরেশতা জিবরাইল। [সুরা নাজম] তিনি সৃষ্টিগতভাবে অতীব শক্তিশালী এবং কর্তব্য পালনেও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। বাণীবাহক জিবরাঈল (আ.) এর অত্যধিক শক্তির বর্ণনা দানের তাৎপর্য এই যে,

www.pathagar.com

কোন প্রকার শয়তানী হুমকিই তাঁকে যথাযথভাবে বাণী পৌছাতে বিচলিত করতে সক্ষম হয়নি।

৬. مُطَاعٍ- সকল ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)-এর আদেশ মান্য করে। মি'রাজের হাদীস থেকেও এ তথ্য জানা যায়। আনাস (রা.) থেকে মালেক ইবনে সা'সাআ' (রা.)-সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ অতঃপর জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছলেন এবং দরজা খুলতে আদেশ করলেন। ভিতর হতে পরিচয় জিজ্ঞেস করা হল- তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিবরাইল (আ.) বললেনঃ হাঁ। তারপর আমাদের প্রতি মুবারাকবাদ জানিয়ে দরজা খুলে দেয়া হল। (বুখারী ১৮০০) তিনি ফেরেশতাদের নেতা।

৭. أَمِيْنٍ- বিশ্বস্ত। জিবরাঈল (আ.) অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাণী বহনকালে তিনি কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন করেননি। নিজের মনগড়া কোন উক্তি এর মধ্যে শামিল করার মত খেয়ানত এমন 'আমীন' দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। আল্লাহর বাণীকে তিনি হুবহু পৌছিয়েছেন।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾

وَمَا = আর নন, صَاحِبُكُمْ[১]= (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের সংগী, مَجْنُوْنٍ[২]= পাগল, لَقَدْ= অবশ্যই, رَاٰهُ[৩]= তিনি (মুহাম্মদ) জিবরাঈলকে) দেখেছেন, بِالْاُفُقِ = দিগন্তে, الْمُبِيْنِ= প্রকাশ্য, وَمَا هُوَ= আর তিনি (মুহাম্মদ (সা.) নন, عَلَى الْغَيْبِ[৪] = গায়েবের (ওহীর) বিষয়ে, ضَنِيْنٍ = কৃপণ, قَوْلِ شَيْطٰنٍ[৫]= শয়তানের উক্তি, رَّجِيْمٍ = বিতাড়িত।

---

(২২) আর তোমাদের সংগী (মুহাম্মাদ) পাগল নন (২৩) অবশ্যই তিনি তাঁকে (জিবরাঈলকে) দেখেছেন প্রকাশ্য দিগন্তে (২৪) আর তিনি গায়েবের (ওহীর বিষয় লোকদের নিকট প্রচার করার) ব্যাপারে মোটেই কৃপণ নন (২৫) আর তা (কুরআন) কোন বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়।

www.pathagar.com

১. صَاحِبُكُمْ- 'তোমাদের সংগী' বলতে নবী করীম (সা.) কে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে কুরআনের পয়গাম পেশ করছেন, তিনি তো অন্য কোন দেশ থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন। তোমাদের চোখের সামনেই তো তিনি ধাপে ধাপে বড় হয়েছেন- পূর্ণতা লাভ করেছেন। তোমরাই তো তাঁকে 'আল-আমীন' ও 'আস-সাদিকুল আমীন' উপাধি দিয়েছিলে! তিনি তো তোমাদেরই স্বজাতি, স্বগোত্রীয়- তিনি তো তোমাদের সাথী।

২. مَجْنُوْنٌ- পাগল। মক্কার কাফির-মুশরিকরা ইসলামের দ্রুত প্রচার প্রসারে দিশাহারা হয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য নানা প্রকার কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। যে ব্যক্তিকে গতকাল পর্যন্ত তারা 'আস-সাদিকুল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল, যাঁর নির্মল, পূত-পবিত্র চরিত্রের মাধূর্যে যারা ছিল মুগ্ধ- তারাই কেমন নির্লজ্জের মত এমন বুদ্ধিমান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আজ পাগল আখ্যায়িত করছে? তাঁকে তারা কবি, গণক, যাদুকর বলে গালি দিচ্ছে। আল্লাহ তাদের কটুক্তির প্রতিবাদ করেছেন উল্লেখিত আয়াতে।

৩. رَاٰهُ- মুহাম্মদ (সা.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। হাদীসঃ আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ আমি দুবার জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। তাঁর বিরাট সত্তা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সমগ্র শূন্যলোকে পরিব্যাপ্ত ছিল। (বুখারী) ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখেছেন যে তাঁর ছয়শতটি ডানা রয়েছে। (বুখারী ৩২২৩, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ)

৪. عَلَى الْغَيْبِ- বলতে ওহীর সংবাদ বুঝানো হয়েছে। অদৃশ্য যে সমস্ত খবর আল্লাহ তাঁর হাবীবকে জানিয়েছেন যথা আল্লাহর সত্তা, ফেরেশতা, কিয়ামত ও আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে যেসব তথ্য তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে এ সমুদয় বিষয়ই তিনি যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি মোটেই কার্পণ্য করেননি। তাঁর মুখনিসৃত অমূল্য বাণী থেকেই ধারণা করা যায় যে, তিনি কখনও গায়েবের বিষয় প্রকাশ্যে জানাতে ضَنِيْنٌ বা কৃপণ ছিলেন না। হাদীসঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ আমার কাছ থেকে একটি উক্তি পেলেও তা সাধারণ্যে পৌঁছিয়ে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা করতে পার। এতে কোন

www.pathagar.com

দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নিল। (বুখারী) হাদীসঃ আব্দুল্লাহ্ মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে যেন চির সজীব রাখেন, যে আমার কাছ থেকে কোন কিছু শুনল অতঃপর তা স্মৃতিপটে ধরে রাখল, তার উপযুক্ত হেফাজত করল এবং অন্যের কাছে পৌছিয়ে দিল যে তা শুনেনি। এমন লোক কমই হয় যাদেরকে (হাদীস) পৌছানো হয় এবং তারা তার অধিক সংরক্ষণকারী হয় শ্রোতার তুলনায়। (তিরমিযী) হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে দীনের কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তা গোপন রাখে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

এ ছাড়া তাঁকে ওহীর বাণী প্রচারে কৃপণতার অবকাশ মোটেই দেয়া হয়নি। বরং এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আয়াতঃ "হে রাসূল! পৌছিয়ে দিন (মানুষের নিকট) যা কিছু আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে আপনার রব-এর পক্ষ হতে। অতঃপর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে (যেন) আপনি আল্লাহ্র পয়গাম মানুষের নিকট পৌছাননি।" (মায়েদাঃ ৬৭) আরো ইরশাদ হয়েছঃ "অতএব আপনি (হে রসূল!) সেসব বিষয় দৃঢ়তার সাথে স্পষ্ট করে লোকদেরকে শুনিয়ে দিন যা আপনি (ওহীর মাধ্যমে) আদিষ্ট হয়েছেন। আর (এ বিষয়ে) আপনি মুশরিকদের একটুকুও পরওয়া করবেন না।" (হিজরঃ ৯৪)

৫. কুরআনের শাশ্বত বাণী কখনও শয়তানের বক্তব্য হতে পারে না। অধিকন্তু শয়তানের পক্ষ থেকেও আদম-সন্তানকে এমন কল্যাণের দিকে আহবান করা কল্পনাও করা যায় না। শয়তানের কাজই হচ্ছে মানুষকে শিরক, মূর্তিপূজা, নাস্তিকতা, নীতিহীনতা ও অশ্লীলতার প্রতি আকৃষ্ট করা। এটা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে, শয়তান মানুষকে আখিরাতের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে, যুলুম-উৎপীড়ন ও চরিত্রহীনতা বর্জন করে ন্যায়, সুবিচার উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দেবে। কিরূপে আশা করা যায় যে, শয়তান বনী আদমকে উচ্ছৃংখল লাগামহীন জীবন যাপন পরিত্যাগ করে আল্লাহর তাওহীদের প্রতি ঈমান এনে আনুগত্যের জীবন যাপনের আহবান জানাবে!

www.pathagar.com

فَـاَيْنَ تَذْهَبُـوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِـيْنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَـاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

فَـاَيْـنَ = অতএব কোথায়? تَـذْهَـبُـوْنَ[১]= তোমরা যাচ্ছ, اِنْ هُـوَ= নিশ্চয় এই কুরআন, ذِكْرٌ = উপদেশবাণী, لِلْعٰلَمِـيْنَ= জগদ্বাসীর জন্য, لِمَنْ= যে ব্যক্তি, شَـاءَ[২] = ইচ্ছা করে, مِنْكُمْ= তোমাদের মধ্য হতে, اَنْ يَّـسْـتَـقِيْـمَ= সোজা পথে চলতে, وَمَـا تَـشَـاءُوْنَ[৩] = আর তোমরা কোন ইচ্ছাই পোষণ করতে পার না, اِلاَّ = ব্যতীত, اَنْ يَّـشَـاءَ اللّٰهُ= যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন (ততটুকুই), رَبُّ الْـعٰـلَمِـيْـنَ= জগতসমূহের প্রতিপালক।

---

(২৬) অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ? (২৭) এই কুরআন তো জগদ্বাসীর জন্য উপদেশ ভান্ডার (২৮) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সোজা পথে চলতে চায় তার জন্য। (২৯) আর ইচ্ছা পোষণ করতে পার না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।

---

১. تَـذْهَـبُـوْنَ– কুরআনের যথার্থতা ও বিশুদ্ধতা বর্ণার পর আল্লাহ কাফিরদের বিবেককে কষাঘাত করে প্রশ্ন করেছেনঃ কুরআনের সত্যতা তোমাদের নিটক এতটা পরিস্কার হওয়ার পরও তোমরা এর মূল্যবান উপদেশাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোন পথে চলে যাচ্ছ? শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কি তোমরা গোমরাহীর অতলে ডুবে যেতে চাও?

২. شَـاءَ– যে ব্যক্তি মুক্ত, অনাবিল, নিরপেক্ষ ও সত্য সন্ধিৎসু মন নিয়ে সহীহ নিয়াত ও সৎ ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করে, পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সকল ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করে কুরআনের পেশকৃত উপদেশ বাণীর মাধ্যমে সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসন্ধান করবে , সে -ই কুরআন থেকে পূর্ণ হেদোয়াত লাভ করবে। কুরআন তো মুত্তাকীদেরই হেদায়াতের পথ প্রদশন করে । আয়াতঃ "... এটা (কুরাআন) মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রর্দশক।" (বাকারাঃ ২)

৩. وَمَـا تَـشَـاءُوْنَ– **২৯ নং আয়াতের শানে নুযূল ঃ** সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ্) বলেন, যখন لِمَنْ شَـاءَ مِـنْكُمْ اَنْ يَّـسْـتَـقِـيْـمَ- নাযিল হয় তখন আবু

জেহেল বলল, আমাদেরকে আল্লাহ্ এমন স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, যদি ইচ্ছা করি তাহ'লে সোজা পথের হব , আর যদি ইচ্ছা করি তাহ'লে সোজা পথে নাও চলতে পারি । তখন নাযিল হয়-

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ -

আয়াতটিতে আবু জেহেলের উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে যে, সিরাতুল মুস্তাকীমে চলা যেমন তোমাদের ইচ্ছার উপর র্নিভরশীল নয়, তেমনই এ পথকে নিজের জন্য বা অপরের জন্য রোধ করাও তোমাদের শক্তির আওতাভূক্ত নয়। মূলকথা হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ যদি তওফীক না দেন তাহলে তোমরা নিজেরাও হেদায়াতের সন্ধান পাবে না আর অপরকেও হেদায়াতের পথ দেখাতে পারবে না। আয়াতঃ "হে রসূল! এদেরকে হেদায়াতের উপর আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।" (বাকারাঃ ২৭২) "(হে রসূল!) আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকেই হেদায়াত করতে পারবেন না; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন.... ।" (কাসাসঃ ৫৬) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছেঃ সূরা বাকারাঃ ১৪২, ২১৩, আ'রাফঃ ১৭৮, ইউনুসঃ ২৫, রা'দঃ ২৭, ইবরাহীমঃ ৪, নাহলঃ ৩৭ , ৯৩, কাহ্ফঃ ১৭, হাজ্জঃ ১৬, নূরঃ ৩৫,৪৬ ,রুমঃ ২৯, সাবাঃ ৬, ফাতিরঃ ৮, যুমারঃ ৩৭, শুরাঃ ১৩, মুদ্দাস্সিরঃ ৩১ আয়াতে । অতএব আল্লাহ্র ইচ্ছাই র্কাযকর আর তোমাদের ইচ্ছা সম্পুর্ণ মূল্যহীন। হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে যেমন তোমাদের ইচ্ছা মোটেই কার্যকর নয়, তেমনই কুরআনের আনীত জীবন বিধানকে দাবিয়ে রাখার যতই অপচেষ্টা চালাও, ইসলামের নূরকে র্নিবাপিত করার যতই বাসনা-কামনা অন্তরে পোষণ কর, সবই নিষ্ফল হবে। আল্লাহ্র ইচ্ছাই হবে বিজয়ী।

www.pathagar.com

৮২. সূরা আল-ইনফিতার

নামকরণঃ সূরার ১ম আয়াতে انْفَطَرَتْ। ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল বিশেষ্যপদ الانفطار। (আল-ইনফিতার) শব্দটিকে এর নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ এ সূরাটি প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি। সূরা নাবা থেকে এ পর্যন্ত সকল সূরার নাযিলকাল কাছাকাছি ও বিষয়বস্তু সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরা আন-নাযিআত-এর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ ১-৩ আয়াতে শিংগায় প্রথম ফুৎকারে যে মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে (শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে) মানুষ স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে মহাবিচারালয়ে (হাশরের ময়দানে) একত্রিত হবে। ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেখানে তাদের আমলনামা খুলে ধরা হবে। ফলে তারা দুনিয়ায় সে সমস্ত ভাল বা মন্দ আমল করেছিল, সবই জানতে পারবে। ৬-১২ আয়াতে মানুষের আত্মসম্বিৎ ফিরানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাকে দরদের সাথে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে দয়াময় আল্লাহ্ স্বীয় কৃপায় তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাকে এমন সুন্দর সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিন্যাস সাধনের মাধ্যমে কর্মক্ষম করেছেন, স্বচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপনের উপযোগী করেছেন-সেই আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানীর পথ গ্রহণ করার মত ধোকায় তোমাদেরকে ফেলেছে? মহাবিজ্ঞ আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়ে বলেন, প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফলেই তোমরা এমন ধোকায় পড়েছ। তোমরা ভেবেছ তোমাদের সুকর্মের ও কুকর্মের কোনই দলীল বা রেকর্ড আমাদের কাছে নেই। কাজেই কোন পুরস্কার বা শাস্তিদানের কোনই ব্যবস্থা করা হবে না। তাদের এমন ধারনাকে উড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তোমাদের প্রতিটি কাজ কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে সম্মানিত

www.pathagar.com

লেখক দ্বারা। ১৩-১৬ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ বিচার শেষে সৎকর্মীদের জন্য জান্নাতবাস, পাপীষ্ঠদের জন্য জাহান্নামবাসের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, তারা তাদের বাসস্থান থেকে এক মুহূর্তের জন্যও অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। ১৭-১৯ আয়াতে প্রতিফল দিবসের ভয়াবহতার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে: ঐ দিনের অবস্থা কিরূপ হবে তা কি আপনি অনুধাবন করতে পারছেন? আল্লাহ নিজেই উত্তরে বলেছেন: সেদিনটি এমনই দিন, যার একচ্ছত্র অধিপতি, একক হুকুমকর্তা আল্লাহ স্বয়ং। তার হুকুমই কেবল সেদিন কার্যকর হবে। দুনিয়ার সকল হুকুমকর্তা সেদিন হবে আজ্ঞাবহ। সেদিন কেউ কারো সামান্য উপকার করতে পারবে না।

www.pathagar.com

৮২. সূরা আল-ইনফিতার

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ ① وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ② وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ④ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ⑤

اِذَا السَّمَاۤءُ = যখন আকাশমন্ডল, انْفَطَرَتْ = বিদীর্ণ হবে, الْكَوَاكِبُ = তারকারাজি, انْتَثَرَتْ = ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, الْبِحَارُ = সমুদ্রসমূহ, فُجِّرَتْ[১] = ফাটিয়ে দেয়া হবে, وَاِذَا = এবং যখন, الْقُبُوْرُ = কবরসমূহ, بُعْثِرَتْ[২] = খুলে দেয়া হবে, عَلِمَتْ[৩] = জানতে পারবে, نَفْسٌ = প্রত্যেক ব্যক্তিই, مَا = যা কিছু, قَدَّمَتْ[৪] = অগ্রে প্রেরণ করেছে, وَاَخَّرَتْ = এবং (যা কিছু) পশ্চাতে রেখে গেছে।

---

(১) যখন আকাশমন্ডল বিদীর্ণ হবে (২) এবং যখন তারকারাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে (৩) এবং যখন সমুদ্রসমূহ ফাটিয়ে দেয়া হবে। (৪) এবং যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে (৫) তখন (কবর ছেড়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হয়ে) প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যা কিছু (আমল) সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং (যা কিছু আমল) সে পশ্চাতে রেখে গেছে।

---

১. فُجِّرَتْ - ১-৩ আয়াতে শিংগায় ফুঁ দেয়ার ফলে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যে মহাপ্রলয় সাধিত হবে, তারই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা 'আত-তাকভীরে' এ বিষয়ে আরো বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শিংগায় ফুৎকার দিলে এমন প্রচন্ড কম্পন হবে যে, তার ফলেই সৃষ্টিজগতে এক সর্বাত্মক প্রলয় সাধিত হবে। আকাশমন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সূর্য, চন্দ্র ও রক্ষত্ররাজি প্রথমে আলোহীন হয়ে পড়বে এবং পরে সেগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়বে (পূর্ববর্তী সূরার ১-৬ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

২. بُعْثِرَتْ- যখন দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সকল মানুষ স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে মহাবিচারালয়ে সমবেত হবে। এটাকেই বলা হয় মহাসমাবেশ বা হাশর। ইরশাদ হয়েছে "এবং যখন (দ্বিতীয়বার) শিংগায় ফু দেয়া হবে তখন সকলেই স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে তাদের রব-এর দিকে দ্রুত ধাবিত হবে।" (ইয়াসিনঃ ৫১) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ (শিংগায় দ্বিতীয়বার ফুঁ দিলে) তাদের নয়নসমূহ লজ্জায় অবনমিত হবে, তারা কবর সমূহ হতে এরূপভাবে বের থাকবে যেন পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ছে।" (কামারঃ ৭)

৩. عَلِمَتْ – সকলের আমলনামা সেই সময় প্রকাশিত হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের সামনে তার আমলনামা খুলে ধরা হবে। তখন সে পরিষ্কার জানতে পারবে তার অগ্র-পশ্চাতের যাবতীয় আমলসমূহ। আরো জানতে পারবে তার সাথে তার রব কেমন আচরণ করবেন এবং তার জন্য ঠিকানা কোথায় নির্ধারিত হয়েছে।

৪. قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ – অগ্রিম পাঠিয়েছে ও পশ্চাতে রেখে গেছে। মানুষ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত ভাল বা মন্দ কাজ দুনিয়ার জিন্দিগীতে করেছিল সবকিছুই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মৃত্যুর সংগে সংগেই তার আমলনামার প্রথম পর্ব বন্ধ করে দেয়া হয়। এটাকেই অগ্রিম আমল বুঝানো হয়েছে।

দুনিয়ায় জীবিত থাকাকালীন মানুষ যেসব ভাল বা মন্দ কাজ করেছিল তার যদি কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সমাজে বিস্তার লাভ করে থাকে তা'হলে তার প্রতিফলও তাকেই পেতে হবে। যদি কেউ সমাজে কোন ভাল কাজের প্রচলন করে থাকে, সেই কাজের অনুসারীদের কৃত সমস্ত ভাল আমলগুলির সমূদয় সওয়াব ঐ লোকের আমলনামায় লেখা হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ কোন মন্দ কাজের বা প্রথার প্রচলন করে থাকে, তবে সেই মন্দ প্রথার অনুসারীদের সমস্ত মন্দ আমলের পাপের একটি অংশ তার আমলনামায় লেখা হবে।

হাদীসঃ জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমরা কোন এক দিনের প্রথমাংশে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সা.) তখন বললেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল প্রথার প্রচলন করবে, সে তার বিনিময় পাবে এবং তারপর যারা সেই প্রথানুযায়ী আমল করবে তাদের সম পরিমাণ বিনিময়ও সে

www.pathagar.com

পাবে। অথচ এতে তাদের বিনিময় এতটুকুও কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করবে, তবে তার উপর এর পাপের বোঝা চাপানো হবে এবং তার পরে যারা সেই প্রথানুযায়ী আমল করবে, তাদের পাপের বোঝাও তার উপর গিয়ে পড়বে, অথচ তাদের বোঝা এতটুকুও কমানো হবে না। (মুসলিম) হাদীসঃ আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমির আল-আনসারী আল-বদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের পথ মানুষকে দেখায়, তার জন্য ঠিক ততটা বিনিময়, যতটা বিনিময় ঐ কার্য সম্পদনকারী নিজে পায়। (মুসলিম) হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে তার জন্য সমপরিমাণ বিনিময় রয়েছে, যে পরিমাণ বিনিময় অনুসারীগণ লাভ করবে। (অথচ) তাদের বিনিময় একটুও কম হবে না। (মুসলিম) আদম (আ.)-এর প্রথম সন্তান কাবীল তার ভাই হাবীলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে দুনিয়ায় সর্বপ্রথম হত্যার প্রথা চালূ করেছিল। তাই কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলি অন্যায় হত্যাকান্ড সংঘটিত হবে, তার পাপের একটা বোঝা প্রকৃত হত্যাকারীর উপর এবং সমপরিমাণে কাবীলের উপর পড়বে। হাদীসঃ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন এমন কোন লোক অন্যায়ভাবে নিহত হয় না যার রক্তপাতের দায়িত্ব আদম (আ.)-এর প্রথম হত্যাকারী সন্তানের উপর না পড়ে। কেননা সেই প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যার প্রথা চালূ করেছিল। (বুখারী, মুসলিম) দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পরও এমনিভাবে মানুষের আমলনামায় অনেক কিছু ভাল বা মন্দ আমল সংযোজিত হবে। এসবকেই أَخَّرَتْ বা পরে লাভ করা বা পেছনে রেখে যাওয়া বুঝানো হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ বর্ণিত আয়াত থেকে এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফের নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভাল বা মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়ার ফলে ভাল বা মন্দ আমল আমাদের আমলনামায় সংযোজিত হবে। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিটি কাজের চুড়ান্ত পরিণামফল পাপ অথবা পুর্ণরূপে গৃহীত হবে। তাই আমাদের যাবতীয় আমলের প্রতিক্রিয়া পাপ অথবা পুন্য হিসাবেই আমাদের আমলনামায় সংযোজিত হবে। সমাজের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজে কোন নতুন নিয়ম বা

www.pathagar.com

প্রথার প্রচলন কখনও সম্ভব নয় এবং এসব শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষিত ও প্রভাবশালীদের অনুসরণ-অনুকরণ করে থাকে। তাই এ ব্যাপারে শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণই বিশেষভাবে ঝুঁকির মুখে। অফিসের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীগণ উর্দ্ধতন অফিসারদের অনুসরণ-অনুকরণ করে থাকেন। জ্ঞানীগুণী বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত মতবাদ ও পর্যবেক্ষণকে সমাজের সাধারণ লোকেরা গ্রহণ করে থাকে। তাই উর্ধতন অফিসার, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং সমাজের স্বীকৃত বুদ্ধিজীবিগণেরই ঝুঁকি এ ব্যাপারে খুব বেশী। এছাড়া অপরিপক্ক দীনী আলেম, অসিদ্ধ পীর-দরবেশগণও দারুণ ঝুঁকির মুখে। উপরোক্ত হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, কেউ ভাল কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করলে সেই সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার বক্তৃতা, লেখনি, চালচলন ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা অন্যদেরকে পাপের পথে চালিত করবে সেও অনুসরণকারীর সমপরিমাণ পাপ অর্জন করবে। আমাদের সমাজের অনেক ক্ষুরধার লেখক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখনির মাধ্যমে শত শত মুসলমানের ঈমান-আকীদা নষ্ট করে দিচ্ছে, অনেক বেদাতী পীর-ফকীর সমাজে নানারূপ শিরক-বিদআত চালু করছে, অনেক নামধারী মুসলমান 'মাযার ব্যবসার' মাধ্যমে সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইদের শিরকে লিপ্ত করছে। অথচ আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি যে, আমাদেরই কারণে হাজার হাজার মুসলমান আজ বিপথে চলছে? ফলে এসব অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপের বোঝা আমাদের আমলনামায় اَخَّرَتْ আমল হিসাবে সংযোজিত হবে। তখন বিশাল পাপের বোঝা কিয়ামতের দিন আমাদের বাম দিকের পাল্লায় উঠানো হবে! এছাড়া এটা স্বীকৃত যে, সমাজে কোন নতুন প্রথা চালু করতে রেডিও, টিভি ও চলচ্চিত্রের অবদান খুবই বেশি। এই পেশায় যারা জড়িত, এর প্রযোজনা, পরিবেশনা, পরিচালনা, সিনেমার ব্যবসা- সকলেরই বিবেচনার জন্য আবেদন রাখছি- যদি আপনাদের দ্বারা মানুষ পুন্যের পথে চালিত হয় তাহলে তার সওয়াব অবশ্যই পাবেন। আর যদি আপনাদের ব্যবসার প্রতিক্রিয়ায় মানুষ পাপের পথে ধাবিত হয়, যদি সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বৃদ্ধি পায়, তবে তার ভয়ংকর প্রতিফল আপনারা কবরে শুয়েও পেতে থাকবেন।

www.pathagar.com

يٰاَيُّهَا الاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ
فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّابَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾
وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾

يٰاَيُّهَا الاِنْسَانُ = হে ইনসান! (মানুষ), مَا = কোন জিনিস বা বস্তু, غَرَّكَ[১] = তোমাকে ধোকায় ফেলেছে, بِرَبِّكَ = তোমার রব সম্পর্কে, الْكَرِيْمِ[২] = মহান, الَّذِىْ = যিনি (আল্লাহ), خَلَقَكَ = তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, فَسَوّٰكَ[৩] = অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, فَعَدَلَكَ = তারপর তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন, فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ[৪] = যে কোন আকৃতিতে, مَّاشَاءَ = যেমন তিনি ইচ্ছা করেন, رَكَّبَكَ = তোমাকে বিন্যস্ত বা গঠন করেছেন, كَلَّا[৫] = কখনও নয়, بَلْ = বরং, تُكَذِّبُوْنَ = তোমরা মিথ্যা আরোপ করছ, بِالدِّيْنِ[৬] = প্রতিফল দিবসের প্রতি, وَاِنَّ = আর নিঃসন্দেহে, عَلَيْكُمْ = তোমাদের উপর, لَحٰفِظِيْنَ[৭] = অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে, كِرَامًا = সম্মানিত, كَاتِبِيْنَ = লেখকবৃন্দ, يَعْلَمُوْنَ = তারা জানে, مَا = যা কিছু, تَفْعَلُوْنَ[৮] = তোমরা করছ।

---

(৬) হে ইনসান! কোন বস্তু তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে তোমার মহান রব সম্পর্কে? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, এরপর তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন (৮) যে আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা তোমাকে গঠন করেছেন (৯) কখনও নয়, বরং তোমরা প্রতিফল দিবসের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ (১০) আর নিশ্চয়ই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে (১১) সম্মানিত লেখকবৃন্দ (ফেরেশতাগণ) (১২) তারা জানে যা কিছু তোমরা কর।

---

১. غَرَّكَ – তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে, বিভ্রান্ত করেছে। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ তার মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়েছে, তাঁর আদেশ-নিষেধের পরওয়া না করে নফসের গোলামী করছে। সে ভেবে নিয়েছে যে, তাকে কখনই হিসাব-নিকাশের জন্য পুনর্বার উঠানো হবে না। সে নিশ্চিত রয়েছে যে, তার

www.pathagar.com

যাবতীয় কাজকর্মের কোনই রেকর্ড নেই এবং কোন দিনই তাকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। তাই সে আল্লাহর আনুগত্যের পথ পরিহার করে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহদ্রোহিতার পথে নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলেছে। সংগে সংগেই নাফরমানীর শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করে না আল্লাহর كريم নামের কারণে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর এমন মহানুভবতা ও উদারতাকে তাঁর দুর্বলতা মনে করার মত বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে ইনসান। হাসান বসরী (রহ.) ও মুকাতিল (রহ.) বলেছেনঃ খবীস শয়তান ইনসানের নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার সুযোগে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। তাঁরা আরো বলেনঃ প্রথমবার পাপ করায় তাৎক্ষনিক শাস্তি না পাওয়ায় 'আদৌ কোন শাস্তি নেই' ইনসান এই ধোঁকায় পড়ে রয়েছে।

২. اَلْكَرِيْمُ – মহানুভব আল্লাহ! আল্লাহর নিরানব্বইটি গুণবাচক নামের মধ্য হতে এই নামটি উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ মানুষের নাফরমানীর কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। চরম নাফরমানী করেও মানুষ রিযিক পায়, পার্থিব সুখ-শান্তি উপভোগ করে থাকে, পাপ কাজ করার সংগে সংগেই সে পাকড়াও হয়ে যায় না, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় না, দৃষ্টিশক্তি-শ্রবণশক্তি হারিয়ে যায় না, তার উপর বজ্রপাত হয় না। কিয়ামতের দিন আমাদের হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাকশক্তি লাভ করে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। আল্লাহ পাক এখন তাদের বাকস্বাধীনতা হরণ করে রেখেছেন। এভাবে তাঁর এই 'কারীম' নামের বদৌলতে তিনিই ইনসানের অনেক দোষত্রুটি ও গুনাহখাতা গোপন করে রেখেছেন, ফলে তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনা-অপমান থেকে ইনসান নিরাপদ রয়েছে।

৩. فَسَوّٰكَ– তিনি তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুপরিমিত করেছেন, সামঞ্জস্যশীল করেছেন। যে অঙ্গের যতটুকু দৈর্ঘ, যতটুকু চিকন বা মোটার প্রয়োজন, যতটুকু পুরু বা পাতলা হওয়া বাঞ্ছনীয়, ঠিক ততটুকুই তাকে বানানো হয়েছে। মস্তিস্কের ন্যায় মহামূল্যবান অথচ নরম তুলতুলে অংশকে অতীব শক্ত খোলের আবরণে সুরক্ষিত করা হয়েছে। হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পাঁজরের শক্ত হাড়ের খাঁচায় হেফাজত করা হয়েছে, কঠিন মেরুদন্ডের ভিতরে হেফাযত করা হয়েছে মেরুশিরাকে (Spinal Cord)। চোখের ন্যায় মূল্যবান অংশকে তিন দিক থেকে শক্ত হাতের বেষ্টনিতে রাখা হয়েছে। হাতে ও পায়ে প্রচুর শক্তি

www.pathagar.com

সঞ্চারণের জন্য শক্ত হাড়সমূহ ও স্থূল মাংসপেশী সংযোজিত করা হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠ ব্যবহারের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্থি-গ্রন্থি (Joints) সৃষ্টি করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাযথভাবে সংস্থাপন করাকেই فَسَوّٰكَ-দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যে মহান আল্লাহ্ তোমাকে অধিষ্ঠিত করে দুনিয়ার জিন্দিগীকে উপভোগ করার সুযোগ দান করেছেন, সেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কেন বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে রইলে?

৪. فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ – আল্লাহ যাকে যেমন খুশী তেমন আকৃতি দান করেন। ইরশাদ হয়েছেঃ "তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে জরায়ুতে যেমন ইচ্ছা তেমন আকৃতি দান করেন।" (আলে ইমরানঃ ৬) মহান সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় কোটি কোটি মানুষ একত্র হলেও একের আকৃতি অন্যের আকৃতি থেকে অবশ্যই আলাদা থাকবে। পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই বজায় থাকবে। বিকৃত আকার-আকৃতি ও বিকলাঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়াও তাঁরই ইচ্ছা। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, যে মহান আল্লাহ্ তোমাকে এত সুন্দর আকৃতি দান করেছেন, এমন সুদর্শন বানিয়েছেন, সেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমরা কেমন করে ধোঁকায় পড়লে?

৫. كَلَّا– কখনও নয়। তোমাদেরকে এ দুনিয়ায় তাৎক্ষণিক শাস্তি আমার 'কারীম' নামের কারণে দিচ্ছি না। তাই এমন ধারণা কখনই সঠিক নয় যে, তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারানুষ্ঠানের পর যথোপযুক্ত প্রতিফল দান ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হবে। তোমাদেরকে যে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তা কে যথাযথ পালন করেছে আর কে 'খলীফা' পদের অমর্যাদা করেছে তা যাচাই-বাছাই না করেই কি ছেড়ে দেয়া হবে? দায়িত্ব পালনকারীকে আমার ওয়াদাকৃত পুরস্কার ও নাফরমানকে আমার ঘোষিত শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেয়া হবে? এমনটি কখনও হতে পারে না।

৬. بِالدِّيْنِ– কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটাই ছিল সবচেয়ে বড় ধোঁকা। তারা বলত, যখন আমাদের এ জিন্দিগী শেষ হয়ে যাবে, আমরা মাটিতে মিশে যাব, তখন আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে আর কখনও মাটি থেকে পুনর্বার উঠানো সম্ভব হবে না। আয়াতঃ "আর তারা (বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তরা) বলত, যখন আমরা মরে যাব এবং মাটিতে ও

www.pathagar.com

অস্থিতে পরিণত হব তখন কি আমরা পুনর্বার জীবিত হব? আর আমাদের পূর্বপুরুষেরাও কি (পুনরায় জীবিত হবে)?" [ওয়াকিয়াহঃ ৪৭-৪৮] কাজেই হিসাব নিকাশের কোন বালাই নেই, জবাবদিহির কোন ঝামেলা নেই। প্রতিদান প্রাপ্তি ও প্রতিফল ভোগের কোন সম্ভাবনা নেই। এটাই ছিল তাদের রব-এর সম্পর্কে ধোকায় পড়ার মুল কারণ।

৭. لَحٰفِظِيْنَ – আর নিশ্চয়ই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। সম্মানিত লেখকগণ আমাদের উপর সদা প্রহরার দায়িত্ব পালন করছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ "এসবই (পরিণামের দিক দিয়ে) সমান- তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন কথা চুপি চুপি বলে আর উচ্চস্বরে বলে এবং যে ব্যক্তি কোথাও আত্মগোপন করে আর প্রকাশ্য দিবালোকে চলাফেরা করে প্রত্যেক মানুষের জন্য কতিপয় ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। যারা বদল হতে থাকে, কতকগুলি তার সম্মুখ থেকে আর কতকগুলি তার পশ্চাৎ দিক থেকে, আল্লাহর হুকুমে তার হেফাজত করে।" (রা'দঃ ১০-১১) আয়াতঃ "তারা কি ধারণা করে যে, আমরা তাদের গোপন কথা ও পরামর্শ শুনতে পাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই শুনে থাকি। আর আমাদের ফেরেশতাগণের মধ্যে (যারা) তাদের সংগে রয়েছে (তারা) সবই লিপিবদ্ধ করছে। (যুখরুফঃ ৮০) আয়াতঃ "যখন গ্রহণকারী ফেরেশতাদ্বয় মানুষের কার্যাবলী গ্রহণ করতে থাকে যারা ডান দিকে ও বাম দিকে উপবিষ্ট আছেন এমন কোন কথা মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না যা তার সংগেই সদা প্রস্তুত একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা লিপিবদ্ধ না করে।" (কাফঃ ১৭, ১৮) আয়াতঃ "এটা আমাদের সেই দফতর (তোমাদের আমলনামা) যা (কিয়ামতের দিন) তোমাদের হক কথা বলবে। আমরা (পৃথিবীতে ফেরেশতা দ্বারা) সবই লিপিবদ্ধ করেছেলাম যা কিছু তোমরা করেছিলে।" (জাসিয়াঃ ২৯)

হাদীসঃ আবু হুরাইলা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেনঃ রাতে ও দিবসে তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা পালাক্রমে নিযুক্ত রয়েছে। ফজর ও আসর নামাযের সময় তারা পরস্পরে মিলিত হয় (পালা বদল করে)। অতঃপর যারা তোমাদের সাথে ছিল তারা আল্লাহর দিকে উর্দ্ধগমন করে। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি বান্দাদের সব খবরই জানেন, তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এসেছ? তখন তারা বলবে, যখন তাদের নিকট পৌঁছিলাম তখন তারা নামাযে রত ছিল এবং যখন তাদেরকে ছেড়ে

www.pathagar.com

এসেছি তখনও তারা নামাযে রত ছিল। (বুখারী, মুসলিম) হাদীসঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য জিন হতে একজন সাথী (শয়তান) ও ফেরেশতা হতে একজন সাথী নিযুক্ত করা হয়নি। বলা হল- আপনার জন্যও কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ আমার জন্যও। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর বিজয়ী করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পণ করেছে। সুতরাং সে আমাকে কেবল কল্যাণেরই নির্দেশ দেয়। (মুসলিম, আহমাদ)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলির ভিত্তিতে মুসলিম নামমাত্রই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমরা সর্বক্ষণ কড়া প্রহরাধীন রয়েছি, আমাদের সকল গতিবিধির উপর কড়া দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

৮. تَفْعَلُوْنَ- তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাগণ এমন গুণে গুণান্বিত যে, আমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যা কিছু করি সবই তাঁরা জানেন। আমাদের ভাল কাজ মন্দ কাজ সবই জানেন। তারা আমাদের যে আমলনামা প্রণয়ন করেন, তা হয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও পুর্ণাঙ্গ। সূক্ষাতিসুক্ষ্ম আমলও তাদের জ্ঞান বহির্ভূত নয়, আর তাই অলিখিতও থাকে না। তারা আমাদের কথা ও কাজ সবই লিপিবদ্ধ করেন। হাদীসে কুদসীঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ জাল্লা শানুহু যা বর্ণনা করেছেন তা হতে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ভাল ও মন্দ কাজ লিখে রেখেছেন। তারপর তিনি এ ব্যাখ্যা করেনঃ যে ব্যক্তি ভাল কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে, কিন্তু তা কার্যে রূপ দিতে সক্ষম হয় না তবুও আল্লাহ তার জন্যে একটি নেকী তার আমলনামায় লিখেন। আর দৃঢ় সংকল্পের পর সে যদি কাজটি সম্পন্ন করে, তবে আল্লাহ নিজের কাছে তার জন্য দশ থেকে সাত'শ পর্যন্ত-বরং তার থেকেও বেশী নেকী লিখেন। পক্ষান্তরে যদি সে মন্দ কাজের সংকল্প করে কিন্তু তা কার্যে পরিণত না করে, তবে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন। কিন্তু যদি সংকল্পটি বাস্তবে রূপ দেয় তাহলে তার আমলনামায় কেবলমাত্র একটি মন্দ কাজের বদী লিখেন। (বুখারী, মুসলিম)

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের কাঁধে ভর করা সম্মানিত আমল লেখক ফেরেশতাগণ আমাদের প্রতিটি কাজ তা ভালই হোক আর মন্দই হোক, তা গোপনে হোক আর

www.pathagar.com

প্রকাশ্যেই হোক ঠিক ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করছেন। এই রেকর্ড বইখানি কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আমলনামা রূপে পেশ করা হবে। আমলনামায় লিখিত প্রতিটি অক্ষরের হিসাব গ্রহণ করা হবে। ফরয-ওয়াজিব পরিত্যাগ করা, শিরক করা, দীনি আন্দোলনের বিরোধিতা করা, নরহত্যা, চুরি, ঘুষ গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, ওযনে কম দেয়া ও বেশি নেয়া, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, কাউকে প্রতারণা করা, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, পরনিন্দা ও গীবত করা, ওয়ারিস ও অন্যান্য হকদারের হক আদায় না করা, পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক আদায় না করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাধ্যমে কারো মনে কষ্ট দেয়া, কারো আত্মসম্মানে আঘাত দেয়া, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা, এমনকি ঠাট্টাচ্ছলে কাউকে চোখটিপ দেয়া, সমুদয় অপরাধই কিরামান-কাতিবীন রেকর্ড করছেন। এই রেকর্ড বইয়ের ভিত্তিতেই আল্লাহর মহাবিচারালয়ে শুনানি হবে। দুই পর্যায়ে হক আদায় করা বা না করার বিচার অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে 'হাক্কুল্লাহ' অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কর্তব্য এবং শেষে 'হাক্কুল ইবাদ' অর্থাৎ বান্দার প্রতি বান্দার কর্তব্য। হাক্কুল্লাহঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর হক ঠিকমত আদায় করা হয়েছে কি না? আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত (শিরক) করা হয়েছে কি না? তাঁর দীন তাঁরই যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে কি না? অথবা দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা করে তাঁর হক আদায়ে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে কি না? আল্লাহ গাফুরুর রাহীম। তিনি তাঁর হক আদায়ে ত্রুটিবিচ্যুতি মাফও করে দিতে পারেন। হাক্কুল্লাহ অনাদায় অতি উচ্চ পর্যায়ের অপরাধ হলেও তা মাফ পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু হাক্কুল ইবাদ আল্লাহ মাফ করবেন না। বান্দা তার প্রাপ্য পুরাপুরি পেতে চায় বা না চায় সেটা তারই ইচ্ছা। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যুলুমের শামিল। যেহেতু আল্লাহ যালিম নন, তাই তিনি হাক্কুল ইবাদে হস্তক্ষেপ করবেন না। ফলে বান্দার হক কড়ায় গন্ডায় আদায় করা ছাড়া উপায় থাকবে না। ন্যায় বিচারক আল্লাহ বান্দা থেকে বান্দার হক পুরাপুরি আদায় করে দেবেন। আশরাফুল মাখলুকাতের হক আদায় তো দূরের কথা-সেদিন শিংহীন বকরীর হকও শিংওয়ালা বকরী থেকে আদায় করে দেয়া হবে।

হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ কিয়ামতের

www.pathagar.com

দিন অবশ্যই পাওনাদারের হক (আল্লাহ) আদায় করাবেন। এমনকি শিংওয়ালা বকরীর কাছ থেকে শিংবিহীন বকরীর হক আদায় করে দেয়া হবে। (মুসলিম)

ঈমানদার মুসলমান হিসাবে আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, নিঃসন্দেহে ন্যায়পরায়ণ আল্লাহর সামনে পাওনাদারের হক আদায় করার জন্য আমাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং পাওনাদারের হক আদায় করতেই হবে। আরো নিশ্চিত সত্য যে, সেদিন আমাদের নিকট কোন অর্থ বা সম্পদ থাকবে না যদ্বারা অন্যের হক আদায় সম্ভব হবে। সেদিন একমাত্র সম্বল হবে সওয়াব। আর মহামূল্যবান সওয়াব দ্বারাই আমাদেরকে সকল পাওনা মিটাতে হবে।

হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি সহায় সম্বলহীন? সাহাবায়ে কিরাম বললেন- আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই নিঃস্ব, যার কোন অর্থসম্পদ নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব, যে কিয়াতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত ইত্যাদি ইবাদতসহ আমলনামা নিয়ে উপস্থিত হবে, আরো (আমলনামায়) থাকবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতএব হকদারকে তার সওয়াব দেয়া হবে। (সওয়াব দিয়ে হক আদায় করা হবে)। আবার অন্য হকদারকে তার সওয়াব দেয়া হবে। (সওয়াব দিয়ে হক আদায় করা হবে)। আবার অন্য হকদারকেও তার সওয়াব দেয়া হবে। আমলনামায় লিখিত দাবী পুরণ করার আগেই যদি তার সমস্ত সওয়াব শেষ হয়ে যায় তবে পাওনাদারদের গুনাহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

হাদীসের আলোকে নিম্নরূপ পরিণাম অনিবার্য। মনে করি আমি একজন দোকানদার। আমার ক্রেতার কাছ থেকে ১৬ ছটাক চাউলের দাম নিয়ে হাতের মারপ্যাচ খেলিয়ে তাকে ১৪ ছটাক চাউল দিলাম। আমার এমন ক্রেতার সংখ্যা ৫০০ জন। দোকান চালিয়েছি ২০/২৫ বৎসর। ফলে ৫০০ জন লোককে আমি বেশ কয়েক মন চাউল ঠকিয়েছি। ক্রেতাদের নাম, তারিখ ও পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক কিরামন-কাতিবীন আমার চুরির পূর্ণ ফিরিস্তি তৈরি করে রেখেছেন। হাশরের ময়দানে এক মাইল মাথার উপর থেকে দেয়া প্রচন্ড সূর্যোত্তাপের নীচে

www.pathagar.com

কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমার ক্রেতাদেরকে খুজে বের করতে হবে। তারপর তাদেরকে আমার একমাত্র সম্বল মহামূল্যবান সওয়াব দিয়ে তাদের পাওনা আদায় করতে হবে। পাওনা পরিশোধ হওয়ার পূর্বেই যদি আমার সমস্ত সওয়াব শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের পাপ আমার কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে তাদের হক আদায় করতে হবে। এভাবে অন্যের পাপের বোঝাগুলি বাম দিকের পাল্লায় চাপানোর ফলে ডান দিকের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। ফলে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। ১৪ ছটাক দুধের মধ্যে দুই ছটাক পানি মিশ্রণের পরিণাম এবং চাউলের মধ্যে কংকর মিশ্রনের পরিণামও একই। প্রতিটি পেশার লোকদের এমনই হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। বুদ্ধি ও অর্থবলে, মিথ্যা সাক্ষীর আশ্রয় নিয়ে, বিচারব্যবস্থাকে ধোকা দিয়ে, অথবা অর্থের দ্বারা বশীভূত করে অন্যের অধিকার হরণ করা সম্ভব হলেও কিরামান-কাতিবীনের কলমকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

যে চোর মসজিদ থেকে সামান্য একজোড়া জুতা চুরি করল, সে কি একবারও ভেবে দেখেছে যে, হাশরের ময়দানে সে কেমন করে মালিককে জুতাজোড়া ফেরত দেবে? অথচ সেখানে না জুতার দোকান থাকবে আর না কেনার পয়সা থাকবে। সেক্রেটারীয়েটে বসে কলমের খোঁচায় ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে কেউ পুকুর চুরি করে থাকেন, তবে তারা কি নিশ্চিত যে, তাদের সওয়াব দ্বারা কোটি কোটি টাকার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে? তবে হাঁ, যদি হক আদায় করতে গিয়ে সওয়াব নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে অপরের পাপ কাঁধে নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। যারা সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে, তাদেরকে সেদিন কোটি কোটি জনসাধারণের হক আদায় করতে হবে। এছাড়া আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমতে যাদেরকে দেশের দন্ডমুন্ডের কর্তা বানিয়েছেন, তাদেরকেও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। কোটি কোটি মানুষের ইজ্জতের হেফাজতের যে আমানত তাদের উপর অর্পিত, তার খেয়ানত করলে জান্নাত হারাম।

হাদীসঃ আবু ইআলা মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে প্রজা-সাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের সাথে খেয়ানত করে, সে তার মরণের দিনেই মৃত্যু বরণ করে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করেন। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

মানুষের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ জীবন। যদি কারো জীবন হরণ করা হয়, তবে তার সবই হরণ করা হয়। তাই হক্কুল ইবাদের হিসাব গ্রহণকালে সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে নরহত্যার। গভীর রাতের ঘনঘোর অন্ধকারে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলা দেয়া সম্ভব হলেও কিরামান-কাতিবীনের চোখে ধুলা দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

উৎকোচ গ্রহণ করে একের সম্পদ অন্যকে দিয়ে দিলে, একজনের ন্যায্য প্রাপ্য চাকুরী অন্য জনকে দিলে কিরামান-কাতিবীন তা অবশ্যই রেকর্ড করে রাখবেন। রেকর্ড বই হাশরের ময়দানে বলতে থাকবে- অফিসের সাহেব অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে অমুক ব্যক্তির হক নষ্ট করেছে ঘুষ খেয়ে অমুকের ন্যায্য হক আদায় করতে হবে সওয়াব দ্বারা।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এ সময়টি আসবেই। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ মনে উদয় হলে-ঈমানের দাবীতে সে মিথ্যুক। তাই প্রতিটি ঈমানদার ভাই-বোনের সমীপে নিবেদন- আসনু! আমরা সৃষ্টির অধিকারের প্রতি বিশেষ যত্নবান হই। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আমরা কিরামনা-কাতিবীনের কলমের খোচা থেকে হুশিয়ার থাকি এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি যেন রেকর্ড বইটি আশানুরূপ হয়।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ
الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط
وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

الْأَبْرَارَ = সৎকর্মশীলগণ, نَعِيمٍ= স্বাচ্ছন্দময় জান্নাত, الْفُجَّارَ= পাপাচারীগণ, এবং ফাজির, جَحِيمٍ = জাহীম নামক দোযখ, يَصْلَوْنَهَا= তারা তথায় প্রবেশ করবে, يَوْمَ الدِّينِ = প্রতিফল দিবসে, وَمَا هُمْ= আর না তারা, عَنْهَا= তথা হতে, بِغَائِبِينَ = গায়েব বা অনুপস্থিত থাকতে পারবে, وَمَا أَدْرَاكَ= আর আপনি কি জানেন? مَا يَوْمُ الدِّينِ = বিচার দিবস কি?

www.pathagar.com

ثُمَّ২= পুনশ্চ, لَا تَمْلِكُ৩= সাধ্য হবে না, نَفْسٌ= কোন মানুষ, لِنَفْسٍ= অন্য কোন মানুষের জন্য, شَيْئًا = কোন কিছু, وَالْاَمْرُ= সর্বময় কর্তৃত্ব, يَوْمَئِذٍ= ঐদিন, لِلّٰهِ৪ = আল্লাহর জন্য।

---

(১৩) নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ স্বাচ্ছন্দময় জান্নাতে অবস্থান করবে (১৪) এবং নিশ্চিত পাপাচারীগণ জাহান্নামে বাস করবে (১৫) তারা তাতে প্রবেশ করবে প্রতিফল দিসবে (১৬) আর তারা তথা হতে গায়েব বা অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। (১৭) (হে রাসূল) আপনি কি জানেন বিচার দিবস কি? (১৮) পুনশ্চ আপনি কি জানেন বিচার দিবস কি? (১৯) সেদিন কোন মানুষের সাধ্য হবে না অন্য কোন মানুষের কিছু উপকার করার । সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

---

১. بِغَائِبِيْنَ– জাহান্নামীরা সেখানকার আযাব থেকে এক মুহূর্তের জন্যও অবকাশ পাবে না, সেখান থেকে পলায়ন করতেও পারবে না। সারাক্ষণ সেখানে তাদেরকে প্রচন্ড আযাব ভোগ করতে হবে। তাদের শতকোটি কাকুতি মিনতিতে কোনই লাভ হবে না- এমনকি আযাবের প্রচন্ডতা সামান্যও কমানো হবে না। অনুকূলে আয়াতঃ তারা অনন্তকাল সেখানেই (জাহান্নামে) অবস্থান করবে। তাদের আযাব সামান্যও হালকা করা হবে না, আর না তাদেরকে এতটুকু অবকাশ দেয়া হবে।" (বাকারাঃ ১৬২)

২. ثُمَّ مَا اَدْرٰكَ– আল্লাহ তাঁর রসূল (সা.)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ আপনি কি জানেন, বিচার দিবসের কি কঠিন রূপ? কি ভয়ংকর সে দিনটি? পুনর্বার একই প্রশ্ন করার তাৎপর্য এই যে, মানুষ যেন এখনি সেই দিনটি সম্পর্কে সতর্ক হয় এবং নাজাতের পথ অন্বেষণ করে। সূর্য মাত্র এক মাইল উপর থেকে প্রচন্ড তাপ বর্ষণ করবে, মানুষ ঘামে হাবুডুবু খাবে, সকলেই ইয়া নাফসী করবে, দাউদাউ করে প্রজ্জলিত জাহান্নাম ওৎ পেতে সামনেই উপস্থিত থাকবে, নিজের হাত-পা নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে, আমালনামা তার বক্ষে লিখিত সব বিষয়গুলি সশব্দে বর্ণনা করবে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম পুলসিরাতের উপর দিয়ে জাহান্নাম পাড়ি দিতে হবে। এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ আল্লাহর আরশের ছায়ায় সহাস্য ও প্রফুল্ল চিত্তে অবস্থান করবেন। কতিপয় উম্মাতে

www.pathagar.com

মুহাম্মদী হাওযে কাওসার থেকে পরিতৃপ্তির সাথে পানি পান করবেন।

৩. لَا تَمْلِكُ- সেদিন কোন মানুষ অন্য কোন মানুষের এতটুকুও উপকার করতে সক্ষম হবে না। কোন চেষ্টা-তদবীর, মধ্যস্থতা বা সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। বাপ-দাদা পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়েও নাজাত পাওয়া যাবে না। মন্ত্রীর ছেলে, নেতার ছেলে, পীর সাহেবের ছেলে এমনকি নবী-রসূলের সন্তান বলেই সেদিন বিনা বিচারে নাজাত দেয়া হবে এমন ধারণা বাতুলতা মাত্র। অনুকূলে হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, যখন এই আয়াত وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে কুরাইশগণ! তোমরা নিজেরাই তোমাদের নিজেদের রক্ষা কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে সক্ষম নই। হে বানু আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আমি সামর্থ রাখি না তোমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে। হে রসূলের ফুফু সাফিয়া! আমি তোমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার সম্পদ থেকে যত ইচ্ছা নিয়ে যাও। কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে সক্ষম নই । (বুখারী, মুসলিম)

শাফাআত করার ও শাফাআত লাভের যোগ্যতা এ আয়াত দ্বারা রহিত হয় না। কেননা কেউ শাফাআত করতে পারলে তবে তা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষেই করতে সক্ষম হবে। সূরা নাবাঃ ৩৮ আয়াতে প্রসঙ্গটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৮৩. সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন

নামকরণঃ প্রথম আয়াতে কর্মবাচ্য 'আল-মুতাফ্‌ফিফীন' শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার স্থান ও সময়কালঃ সূরাটির নাযিলের স্থান ও কাল নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা.), দাহ্‌হাক ও মুকাতিলের বরাত দিয়ে ইমাম কুরতবী (রহ.) বলেন- সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। মুকাতিল আরো বলেছেন-এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমুহের মধ্যে প্রথম। ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদা (রহ.) বলেন- সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে প্রথম। ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদা (রহ.) বলেন- সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, শুধু ২৯-৩৬ আয়াতগুলি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইবনে যুবায়ের (রা.)-র বরাতে ইবনে মারদুইয়া বলেন- সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। ইবনে দুরাইস ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বলেন- এই সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে সর্বশেষ সূরা।

সূরাটির বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তা প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ হয়েছিল। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষের মন-মগজে দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্যে পরপর যে কয়টি সূরা নাযিল হয়, এ সূরাটিও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া শেষের আয়াতগুলি থেকে সূরাটি নাযিলের সময়কালের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাথমিক কালে যখন মক্কার কাফিররা মুসলমানদেরকে পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, অলিতে-গলিতে, মজলিসে-বৈঠকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, লাঞ্ছিত-অপমানিত করে গর্ব ও আনন্দবোধ করত, সেই সময় সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। সূরা আল-আনকাবুত' এর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ ১-৩ আয়াতে ওযন ও পরিমাপে কম দেয়ার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। স্বীয় স্বার্থ পুরাপুরি আদায় করে নেয়া, আর অপরের বেলায় ওযন ও পরিমাপে কম দেয়ার মত হীন পন্থা অবলম্বন করার নিকৃষ্টতা আয়াতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ৪-৬ আয়াতে ঠগবাজির ন্যায় হীন সমাজ বিরাধী কাজের প্রকৃত কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসহীনতা'। মৃত্যুর পর

www.pathagar.com

পনরুত্থিত হতে হবে, মহাবিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এই মহাসত্যকে অবিশ্বাস করার ফলেই তারা দ্বীধাহীন চিত্তে এমন ঘৃন্য সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছিল। ৭-৯ আয়াতে পাপীষ্ঠদের আমলনামাকে আলাদা স্থানে হেফাজতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাদের আমলনামা সীলমোহর করা থাকবে যাতে তার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সম্ভব না হয়। ১০-১২ আয়াতে মহাবিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের তীব্র ভর্ৎসনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য অনিবার্য ধ্বংস রয়েছে। তাদের মন-মগজ পাপের কালিমায় পরিপূর্ণ এবং তারা সীমা লংঘণকারী। ১৩-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে- যখন আখিরাত সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করা হত, তখন তারা সেগুলিকে পুরাতন যুগের কিস্‌সা-কাহিনী বলে উপহাস করত। তাদের পাপ আমলসমূহের দরুন তাদের অন্তর মরিচাবৃত হয়ে গেছে। তাই কুরআন থেকে তারা হেদায়াত লাভে সক্ষম হয়নি। ১৫-১৭ আয়াতে পাপাচারীদের মর্মন্তুদ পরিণামের উল্লেখ করা হয়েছে। ২২-২৮ আয়াতে নেক বান্দাদের জন্য জান্নাতে নিআমতপূর্ণ প্রতিদানের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানকার অসংখ্য নিয়ামতরাজির মধ্য হতে পানীয় দ্রব্যের বিশেষত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ২৬ নং আয়াতে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে যে, প্রতিযোগীরা যেন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে জান্নাতের সীমাহীন চিরস্থায়ী নিআমতরাজির জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ২৯-৩২ আয়াতে কাফিরদের হঠকারী আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কেবল হাটে-বাজারে ও মাঠে-ঘাটে ঈমানদারগণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেই ক্ষান্ত হত না, বরং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় পরিবার-পরিজনদের মধ্যেও তাঁদের নিন্দাবাদ করে আনন্দ উপভোগ করতে। ৩৩ নং আয়াতে কাফিরদেরকে তিরষ্কার করে বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।

৩৪-৩৬ আয়াতে নিপীড়িত ঈমানদারগণকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘোষণা দেয়া হয়েছে- আজকের দিনের বদলা স্বরূপ তোমরা সেদিন (আখিরাতে) উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে কাফিরদের ভয়ংকর পরিণতি দেখবে, আর আজকের বিদ্রুপের উত্তরে বিদ্রুপাত্মক হাসি হাসবে। আত্মপ্রশান্তি করবে এই ভেবে যে, কি উত্তম প্রতিফলই না লাভ করেছে কাফিররা!

www.pathagar.com

৮৩. সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ① الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ②
وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ③

وَيْلٌ[১] = নিশ্চিত ধ্বংস বা সর্বনাশ, لِّلْمُطَفِّفِيْنَ[২]= পরিমাপে কমদাতাদের জন্য, اِذَا= যখন, اكْتَالُوْا[৩]= (নিজেদের জন্য) মেপে নেয়, عَلَى النَّاسِ= মানুষের কাছ থেকে, يَسْتَوْفُوْنَ = পুরা মাত্রায় গ্রহণ করে, كَالُوْهُمْ= তাদেরকে পরিমাপ করে দেয়, اَوْ وَّزَنُوْهُمْ[৪]= অথবা তাদেরকে ওযন করে দেয়, يُخْسِرُوْنَ= তাদেরকে কম দেয় বা তাদের ক্ষতি সাধন করে।

---

(১) নিশ্চিত ধ্বংস (রয়েছে) পরিমাপে কমদাতাদের জন্য (২) তারা যখন মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় (নিজেদের জন্য) গ্রহণ করে (৩) আর যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন তাদেরকে কম দেয়।

---

১. وَيْلٌ- ধ্বংস, সর্বনাশ, আফসোস, দুঃখ, অনিষ্ট ইত্যাদি। অনেকের মতে 'ওয়াইল' জাহান্নামের একটি গভীর উপত্যকার নাম। এর উত্তাপ এত প্রখর যে, যদি এর মধ্যে দুনিয়ার কোন পর্বত নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা বিগলিত হয়ে যাবে (নাউযুবিল্লাহ মিনহা)।

২. لِلْمُطَفِّفِيْنَ- মূল শব্দ طَفَّفَ (তাফ্‌ফাফা) ক্রিয়াপদ থেকে, অর্থাৎ ওযনে-পরিমাপে কিছুটা কম দেয়া। যে ব্যক্তি এই হীনকর্মে লিপ্ত তাকে 'মুতাফ্‌ফিফ' (مُطَفِّفٌ) বলা হয়। এই ঘৃণ্য কাজটি সর্বকালেই নিন্দিত ছিল। কাওমে শোয়াইব এই অপরাধে ধ্বংস হয়েছিল। আয়াতঃ "তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পৌছেছে, অতএব তোমরা মাপে ও ওযনে পুরাপুরি দাও এবং লোকদেরকে তাদের মাল কম দিও না।" (আ'রাফঃ

www.pathagar.com

৮৫ আয়াত) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে সূরা হূদঃ ৮৪, ৮৫ আয়াতে। শুআইব (আ.) এভাবে উপদেশ দিতে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয়। ইরশাদ হয়েছেঃ "অতঃপর প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা তাদের আবাসে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।" (আ'রাফঃ ৯১)

একাধিক আয়াতে আল্লাহ ইনসাফ সহকারে পূর্ণরূপে পরিমাপ ও ওযন কায়েম করতে নসীহত করেছেন। যেমন– "আর তোমরা ইনসাফ সহকারে পূর্ণরূপে মাপো ও ওযন কর।" (আনামঃ ১৫২) "যখন পরিমাপ করবে তখন পূর্ণ মাত্রায় করবে। আর সঠিক দাড়িপাল্লায় ওযন করবে।"-(বনী ইসরাঈলঃ ৩৫) "ওযনে বাড়াবাড়ি কর না। সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ ওযন কায়েম করবে। আর দাঁড়িপাল্লায় ত্রুটি রেখো না।" (আর-রহমানঃ ৮,৯)

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ বর্ণিত আয়াতে تطفيف শব্দটি দ্বারা পরিমাপ-ওযনে কম দেয়া বুঝানো হলেও এর ব্যাপক তাৎপর্য হচ্ছে-যে কোন প্রকার প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণ মাত্রায় আদায় না করা। মাননীয় শিক্ষকগণ যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করেন তখন যদি শিথিলতা প্রদর্শন করেন, এবং দায়সারা শিক্ষাদান করেন তাহলে তিনি مطفف গণ্য হবেন। চাকুরীতে পূর্ণ মাত্রায় যোগ্যতা প্রদানে শিথিলতা, দেরীতে অফিসে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কর্মস্থল ত্যাগ করা, উৎকোচ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিকল্পে অর্পিত দায়িত্ব পালনে টালবাহানা করাও মুতাফ্ফিফ বলেই সাব্যস্ত হবে। কলকারখানা বা যে কোন ক্ষেত্রে শ্রমিক যদি ন্যায্য শ্রমদানে ফাঁকি দেয় তবে তাও হবে 'তাতফীফ'। এমনকি নামাযে যদি উত্তমরূপে রুকু-সিজদা ও বৈঠকাদি আদায় করা না হয়, ফরয, ওয়াজিব, , সুন্নাত আদায়ে গাফলতি করা হয়, তবে তাও 'তাতফীফ বলেই গণ্য হবে।

অতীব দুঃখের বিষয়-আমাদের সমাজে মাপে-ওযনে কম দেয়ার প্রচলন এত ব্যাপক যে, সম্ভবত তা 'কাওমে শুআইব'-কেও ছাড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া ব্যাপক অর্থে সর্বক্ষেত্রেই মুতাফিফীনের সংখ্যাও বেশুমার। আমাদের চরিত্র থেকে এই ঘৃন্য অপরাধ প্রবণতা দূরীভূত না করলে আমাদের দেশ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। ব্যাপক হারে যে সমাজে মাপে-ওজনে কারচুপি হয়, আল্লাহ সেখানে দুর্ভিক্ষের শাস্তি দেন। অনুকূলে হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ পাঁচটি পাপের শাস্তি পাঁচ (প্রকার)। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন-'পাঁচের শাস্তি পাঁচ' এর অর্থ কি? তিনি বললেনঃ (১) যে ব্যক্তি ওয়াদা খেলাফ করে, আল্লাহ তার উপর শত্রুকে

প্রবল ও জয়ী করে দেন (২) যে কাওম আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে অন্যের আইন অনুসরণ করে রায় জারি করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র ও অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে (৩) যে কাওমের মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়, আল্লাহ্ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারি চাপিয়ে দেন (৪) যারা পরিমাপ ও ওযনে কারচুপি করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের শাস্তি দেন (৫) যারা যাকাতা আদায় করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে অনাবৃষ্টির কবলে ফেলেন।” (তাবারানী) বায়হাকী ও নাসাঈ গ্রন্থে ইবনে উমার (রা.)-র সূত্রে অনুরূপ হাদীসের উল্লেখ আছে।

৩. اِكْتَالُوْا– মালেক ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক প্রতিবেশী মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলে আমি তাকে দেখতে যাই। তখন সে চিৎকার করে বলতে থাকেঃ আমার জন্য জাহান্নামের দুটি পাহাড়, আমার জন্য জন্য জাহান্নামের দুটি পাহাড়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ তুমি কি বলছ? সে বললঃ হে আবু ইয়াহইয়া! আমার দুটি দাঁড়িপাল্লা আছে। একটি দিয়ে লোকদেরকে মেপে (কম) দেই, আর অপরটি দিয়ে লোকদের থেকে বেশী নেই। তখন মালেক ইবনে দীনার উঠে গিয়ে একটি পাল্লা দিয়ে অপরটিকে আঘাত করতে থাকেন। তখন লোকটি বললঃ হে আবু ইয়াহইয়া! তুমি যতই একটি দ্বারা অপরটিকে আঘাত করছ, ততই আমার যাতনা বাড়ছে। এর পরই লোকটি মারা যায়। (আল-কাবায়ের)

৪. وَزَنُوْهُمْ– বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। এমতাবস্থায় তার এক ভাই তাকে ‘কলেমা শাহাদাত’ পড়তে অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু লোকটি কলেমা উচ্চারণ করতে পারছিল না। তার অবস্থার উন্নতি হলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলঃ তুমি কেন কলেমা শাহাদাত পড়ছিলে না? লোকটি উত্তরে বলেলঃ হে ভ্রাতা! দাঁড়িপাল্লার জিহবা আমার জিহবার উপর সজোরে চাপ দিয়েছিল, ফলে আমি কিছুতেই কলেমা উচ্চারণ করতে পারছিলাম না। তখন তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলঃ তুমি কি মানুষকে ওযনে কম দিতে? সে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি কখনও ওযনে কম দিতাম না। তবে পরিমাপের সময় দাঁড়িপাল্লা সঠিক অবস্থায় আসবার জন্য যথেষ্ট সময় দেরী করতাম না। এখন চিন্তার বিষয়- দাঁড়িপাল্লাতে তাড়াহুড়া করে সঠিক অবস্থায় না আনবার কারণে যদি মৃত্যুকালে কলেমা উচ্চারণে ব্যর্থ হতে হয়, তাহলে ঠগবাজি করে মাপে কম দিলে “খাতামা বিল-খায়ের” কেমনে আশা করা যায়। (কিতাবুল কাবায়ের)

www.pathagar.com

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

اَلَا يَظُنُّ = তারা কি চিন্তা করে না, اَنَّهُمْ= নিশ্চিত তারা, مَبْعُوْثُوْنَ[১]= তারা পুনরুত্থিত হবে, لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ[২] = একটি মহাদিবসে, يَقُوْمُ النَّاسُ[৩]= সকল মানুষ দন্ডায়মান হবে, لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ = রব্বুল আলামীনের সম্মুখে।

---

(৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবেই (৫) এক মহাদিবসে (৬) যেদিন সমস্ত মানবকুল রব্বুল আলামীনের সামনে দন্ডায়মান হবে।

---

১. مَبْعُوْثُوْنَ– এই আয়াতটি হীন ঠগবাজির প্রকৃত কারণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে তাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের এসব কুকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এরূপ তারা কখনই ধারণা করত না। বরং তারা ভাবত, দুনিয়ায় যাকে যত পার ঠকাও। জনসাধারণ তো তাদের চালাকি বুঝতে পারছে না। কাজেই অসুবিধা কোথায়? যদি পুনরুত্থানে তারা বিশ্বাস করত, তাহলে কিছুতেই এমন কাজ করত না। প্রকৃত সত্য এই যে, যারা ঈমানদার, কিয়ামতে বিশ্বাসী এবং যারা হাক্কুল ইবাদের জন্য আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে বিশ্বাস করে, তারা কিছুতেই ওযনে কম দিতে পারে না।

২. لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ– মহাদিবস অর্থাৎ সেদিন সকল জিন-ইনসানের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে এবং চূড়ান্ত ফয়সালার পর শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করা হবে। ঐ দিনের সাফল্যই হবে প্রকৃত সাফল্য, চিরস্থায়ী সাফল্য। আর ঐ দিনের ব্যর্থতা হবে- চরম ব্যর্থতা।

৩. يَقُوْمُ النَّاسُ– হাশরের ময়দানে চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের জন্য এই মহা দিনটিতে সকলকে অবশ্যই আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান হতে হবে-এ কথাটিই আয়াতে বলা হয়েছে। ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ সেদিন মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দন্ডায়মান হবে। এমনকি তাদের অনেকেই ঘামের মধ্যে কারো অর্দ্ধাংশ পর্যন্ত তলিয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

كَلَّآ اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ⑦ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ⑧
كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ ⑨

كَلَّآ[১]= কখনও নয়, كِتَابَ الْفُجَّارِ = পাপীষ্ঠদের আমলনামা, لَفِيْ سِجِّيْنٍ[২] = অবশ্যই সিজ্জীন'-এ রাখা হবে, وَمَآ اَدْرٰكَ = আপনি কি জানেন? مَا سِجِّيْنٌ = সিজ্জীন কি? كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ[৩]= নম্বরের মাধ্যমে চিহ্নিত কিতাব (আমলনামা)।

---

(৭) কখনও নয়! অবশ্যই পাপীষ্ঠদের আমলনামা 'সিজ্জীন'-এ রাখা হবে। (৮) আপনি কি জানেন সিজ্জীন কি? (৯) এটা নম্বরের মাধ্যমে চিহ্নিত কিতাব।

---

১. كَلَّآ = কখনও নয়। দুনিয়ায় এই ধরনের অপরাধ করার পরও তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে না এবং তাদেরকে কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না বলে যে ধারণা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল, তা আদৌ সত্য নয়।

২. سِجِّيْنٌ = শাব্দিক অর্থ কয়েদখানা। কাতাদা সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুকাতিল ও কা'ব (রহ.) বলেন- সপ্ত যমীনের গভীরে একটি প্রকান্ড পাথরের নীচে পাপীষ্ঠদের আমলনামা সংরক্ষিত করা হয়। অনেকের মতে তাদের আত্মাও এখানেই অবস্থান করে। কেউ কেউ বলেন- সিজ্জীন একটি বিশাল ফলক যেখানে পাপীদের আমল লিখা হয়।

৩. 'কিতাবুম মারকুম' নম্বরের মাধ্যমে চিহ্নিত আমলনামা। কাতাদা ও মুকাতিল বলেন- কাফিরদের আমলনামা চিনতে পারা যায়। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন- কাফিরদের আমলনামা সীলমোহর দ্বারা সংরক্ষিত করা হয় যাতে তাদের আমলে কোনরূপ রদবদল করা সম্ভব না হয়।

প্রশ্নঃ মুমিন ও কাফিরদের আত্মা কি একই পদ্ধতিতে কবয করা হয়? মুমিন ও কাফিরের আত্মা কি একই স্থানে অবস্থান করে? মানুষের আত্মা কি কবরে শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করে?

উত্তরঃ দীর্ঘ একটি সহীহ হাদীসের আলোকে এসব প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ।

হাদীসঃ বারাআ ইবনে আযিব (রা.) বলেন, আমরা জান্নাতুল বাকী-তে এক

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে দাফন করছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সা.) এসে সেখানে বসলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি মহান আল্লাহর নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। এরূপ তিনি তিনবার উচ্চারণ করার পর বলেনঃ যখন কোন মুমিনের দুনিয়ায় অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং আখিরাতের দিকে যেতে উদ্যত হয়, তখন তার নিকট এমন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের মুখমন্ডল সূর্যের আলোর ন্যায় উজ্জল। তাঁদের সাথে জান্নাতের কাফন এবং জান্নাতের সুগন্ধিভর্তি পাত্র থাকে। দৃষ্টির শেষ সীমানায় তাঁরা অবস্থান করতে থাকেন। এক সময় 'মালাকুল মাওত' আজরাঈল (আ.) মৃতপ্রায় ব্যক্তির শিয়রে বসেন এবং বলেনঃ হে উত্তম আত্মা! আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির প্রতি বেরিয়ে আসুন। তখন মুমিনের আত্মা এমন সহজভাবে বেরিয়ে আসে যেমন কলসের মুখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। আত্মাকে কবয করার পর চোখের পলকেই তা হস্তান্তর করা হয় (অপেক্ষমান ফেরেশতাদের নিকট) সংগে সংগেই তারা সেই আত্মাকে জান্নাতের কাফনে আবৃত করে জান্নাতের সুগন্ধিভর্তি পাত্রে রাখেন। তখন দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম মিশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধি তা থেকে ছড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ (সা.) বলতে থাকেনঃ অতঃপর মুমিনের আত্মাকে নিয়ে তাঁরা আকাশমার্গে উঠতে থাকেন। যখনই কোন ফেরেশতার সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তারা বলেন-কে সেই পবিত্র আত্মার অধিকারী? তখন তাঁরা উত্তরে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুক। দুনিয়ায় তাকে যে উত্তম নামে ডাকা হত, সেই নামেই আদবের সাথে উত্তর দেন। এভাবে তাঁরা দুনিয়ার আকাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন এবং দরজা খুলতে বলেন। তখন তার জন্য (মুমিনের আত্মার জন্য) দরজা খুলে দেয়া হয়। সেখানকার ফেরেশতাগণ তাকে সম্মান প্রদর্শন করতে করতে পরবর্তী আসমানের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাকে আল্লাহর সমীপে পোঁছানো হয়। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দার আমলগুলি 'ইল্লিয়্যূন'-এ (নেক লোকদের দফতরে) লিপিবদ্ধ কর এবং তাকে দুনিয়ায় আবার পাঠাও। যেহেতু আমি তাদেরকে দুনিয়ার মাটি থেকেই পয়দা করেছি এবং সেখানেই তাদেরকে ফেরত পাঠাবো এবং সেখান হতেই তাদেরকে পুনরুত্থান করব।

www.pathagar.com

নবী (সা.) বলতে থাকেনঃ অতঃপর তার আত্মা তার শরীরে প্রবিষ্ট করে দেয়া হবে। তারপর দুজন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, তোমার রব কে? তখন সে বলবে, আমার রব আল্লাহ্। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে- তোমার দীন কি? সে বলবে, আমার দীন ইসলাম। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হবে- তোমার দীন কি? সে বলবে, আমার দীন ইসলাম। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হবে- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? সে বলবে, তিনি আল্লাহর রসূল। তাকে পুনর্বার জিজ্ঞেস করা হবে-তোমার আমল কি? সে উত্তর দেবে-আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করতাম, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতাম এবং তদনুযায়ী আমল করতাম। তখন আকাশ থেকে ঘোষণা করা হবেঃ আমার বান্দা যথার্থই বলেছে। অতএব তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দাও। ফলে জান্নাতের সুগন্ধি মিশ্রিত বাতাস তার কবরে আসতে থাকবে। আর তার কবরকে দৃষ্টিশক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। অতঃপর তার নিকট সুদর্শন চেহারার সুন্দর পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি খোশবু মেখে উপস্থিত হয়ে বলবে, সুসংবাদ গ্রহণ করুন সেই জিনিসের যা আপনাকে এই প্রতিশ্রুত দিনটিতে আনন্দিত করেছে। তখন সে তাকে বলবে, কে তুমি? সে উত্তরে বলবে- আমি আপনার নেক আমল। তখন সে বলবে-হে আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত করুন যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি।

মহানবী (সা.) বলতে থাকেনঃ আর কাফির ব্যক্তির দুনিয়ার অবস্থানের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যায় এবং আখিরাতের প্রতি যেতে উদ্যত হয়, তখন আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণ বর্ণের। তার সাথে থাকে খসখসে অমসৃণ কাপড়ের কাফন। তারা সেই লোকটির দৃষ্টির শেষ সীমায় উপবিষ্ট থাকেন। অতঃপর মালাকুল মাওত তার নিকটে এসে তার দৃষ্টির শেষ সীমায় উপবিষ্ট হয়ে বলেনঃ হে খবীস আত্মা! আল্লাহর ক্ষোভ ও গযবের প্রতি বেরিয়ে আয়। নবী (সা.) বলেনঃ তখন সেই আত্মাটি তার শরীরের মধ্যে ছুটে পালাতে থাকে। তখন হেঁচড়ে টেনে বের করা হয় আত্মাটিকে যেমন ভিজা কাপড়ের মধ্য হতে লৌহচূর্ণ বের করা হয়। বের করা মাত্রই চোখের পলকে সেই আত্মাকে খসখসে অমসৃন কাফনে আবৃত করা হয়। তখন তা হতে দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তাকে নিয়ে উর্দ্ধ গগনে যাওয়া

www.pathagar.com

হয়। যখনই কোন ফেরেশতার সাথে দেখা হয় তখনই তারা বলেনঃ কে এই খবীস আত্মা? তারা বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। দুনিয়ায় যে নামে তাকে ডাকা হত সেই বিকৃত নামেই তার পরিচয় পেশ করা হয়। এভাবে যখন তাকে নিয়ে দুনিয়ার আকাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে দরজা খুলতে বলা হয়- তখন সেই পাপিষ্ঠ আত্মার জন্য দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা.) তিলাওয়াত করেনঃ

لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ - (الأعراف : ٤٠)

অর্থাৎ "তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না, আর না তারা জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করতে পারবে।" (আল-আ'রাফঃ ৪০)

তখন আল্লাহ বলবেনঃ এই বান্দার আমল সিজ্জীন-এ লিপিবদ্ধ কর যা যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে। তখন তার আত্মাকে সজোরে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর নবী (সা.) তিলাওয়াত করেনঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ - (الحج : ٣١)

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, সে যেন আকাশ হতে নিক্ষিপ্ত হবে, অতঃপর পক্ষীকুল তার দেহের গোশত ছিড়ে ছিড়ে খাবে, অথবা বাতাস তাকে নিয়ে কোন দুরবর্তী স্থানে আছাড় মারবে।" (আল-হাজ্জঃ ৩১)

তারপর তার আত্মাকে তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর দুজন ফেরেশতা তার নিকট এসে তাকে উঠিয়ে বসাবেন এবং বলবেনঃ তোমার রব কে? সে বলবেঃ হা-হা, আমি জানি না। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করবেনঃ যে লোকটিকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? সে বলবেঃ হা-হা আমি জানি না। তখন আসমান থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন- সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ আসবে এবং জাহান্নামের দিকে তার জন্য দরজা খুলতে বলা হবে। ফলে জাহান্নামের প্রচন্ড উত্তাপ ও উত্তপ্ত বাতাস সেখানে আসতে থাকবে। আর তার

www.pathagar.com

কবরকে সংকুচিত করে দেয়া হবে, এমনকি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। অতঃপর কুৎসিত চেহারার, নোংরা পোশাক পরিহিত ও পুতিগন্ধময় এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে, সুসংবাদ (!) গ্রহণ কর সেই জিনিসের যা তোকে এই প্রতিশ্রুত দিনটিতে লাঞ্ছিত করেছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ কে তুই? সে বলবেঃ আমি তোর খবিস আমল। সে বলবে, হে আমার রব দয়া করে কিয়ামত সংঘটিত করবেন না। (আহ্‌মাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, নাসাঈ, হাকেম, আবু আওয়ানা, ইবনে হিব্বান)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে- শহীদের আত্মা আরশের নীচে ঝুলন্ত ফানুসে অবস্থান করবে। সূদখোরের আত্মা রক্তের নদীতে অবস্থান করবে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মুমীনের আত্মা জান্নাতে ও কাফিরের আত্মা জাহান্নামে থাকবে। অধিকাংশের মতে মুমিনের আত্মা সপ্ত আসমানে ইল্লিয়্যূনে ও কাফিরের আত্মা সপ্ত যমীনের নীচে সিজ্জীন-এ থাকবে (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ
بِهٖ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤

وَيْلٌ= ধ্বংস, সর্বনাশ, يَوْمَئِذٍ= ঐ দিন, لِلْمُكَذِّبِيْنَ= মিথ্যাবাদীদের জন্য يُكَذِّبُوْنَ = তারা মিথ্যারোপ করে, অস্বীকার করে, يَوْمِ الدِّيْنِ = মহাবিচার দিবস, وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ = আর কেউ সেদিনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, اِلَّا= ব্যতীত, كُلُّ = প্রত্যেক, مُعْتَدٍ= সীমা লংঘনকারী, اَثِيْمٍ= পাপী, اِذَا تُتْلٰى= যখন তিলাওয়াত করা হয়, عَلَيْهِ = তার সম্মুখে, اٰيٰتُنَا = আমাদের আয়াতসমূহ, قَالَ = সে বলে, اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ= আগের যুগের লোকদের কিস্‌সা-কাহিনী, كَلَّا[১] = কখনও নয়, بَلْ= বরং, رَانَ[২]= মরিচা জমে গেছে, عَلٰى قُلُوْبِهِمْ = তাদের কলবের উপর, مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ= যা কিছু তারা উপার্জন করেছিল (পাপ আমল করেছিল), ক্রিয়াপদ 'কাসাবা' - উপার্জন করা।

www.pathagar.com

(১০) মিথ্যাবাদীদের জন্য ঐদিন সর্বনাশ ধ্বংস (১১) যারা অস্বীকার করে মহাবিচার দিবসকে (১২) আর কেউ-ই সেদিনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না প্রত্যেক সীমা লংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যতীত। (১৩) যখন তার (কাফিরের) সম্মুখে তিলাওয়াত করা হত আমাদের আয়াতসমূহ (কুরআন থেকে) তখন সে বলত- এগুলি তো আগের যামানার কিস্সা-কাহিনী। (১৪) কখনও নয়, বরং যা কিছু তারা উপার্জন করেছে, তারই ফলে তাদের কলবে জঙ ধরেছে।

---

১. كَلَّا- কখনও নয়। আল্লাহর কিতাব কুরআনের আয়াতসমূহ কখনও গল্পকারের গল্পগুচ্ছ বা কিস্সা-কাহিনী নয়। এটা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের বাণীর সমষ্টি যা ওহীর মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-কে জানানো হয়েছে। তোমরা মাহাত্ম্য উপলদ্বি করতে ব্যর্থ হয়ে যে হীন ধারণা পোষণ করছ, তা কখনই সত্য নয়।

২. رَانَ- তারা যে কুরআনের আয়াতসমূহকে গল্পকারের পুরাতন যুগের গল্পগাথা মনে করত তারই প্রকৃত কারণ বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার মুল কারণ এই যে, তাদের অন্তরের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের অন্তরসমূহ পাপের কালিমায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে অতীব যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত শাশ্বত বাণীসমূহের সঠিক মূল্যায়নে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। পাপের মলিনতা ও মরিচা তাদের মন-মগজকে একেবারেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অনুকূলে হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যখন বান্দা কোন পাপ আমল করে, তখন তার কলবের উপর একটি কাল দাগ লেগে যায়। অতঃপর সে যদি তা থেকে তওবা করে, তাহলে কালো দাগটি মুছে যায়। কিন্তু সে যদি গুনাহের কাজে ক্রমাগত লিপ্ত থাকে, তাহলে মরিচা তার পুরা কলব আচ্ছন্ন করে ফেলে।" (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, হাকেম, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে হিব্বান) হাসান বসরী, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে যুবাইর বলেনঃ 'রানা' হচ্ছে তাদের পাপসমূহ যা অন্তরচক্ষুকে অন্ধ করে ফেলে; ফলে তা মরে যায়। (ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ⑮ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا
الْجَحِيمِ ⑯ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ⑰ كَلَّا إِنَّ كِتَٰبَ
الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ⑱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ⑲ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ⑳
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ㉑

إِنَّهُمْ = নিশ্চয় তারা, عَنْ رَّبِّهِمْ = তাদের রব-এর দর্শনলাভ থেকে, يَوْمَئِذٍ = ঐদিন, সেদিন, لَمَحْجُوبُونَ [১] = অবশ্যই পর্দার অন্তরালে থাকবে (বঞ্চিত থাকবে), ثُمَّ = অতঃপর, لَصَالُوا = অবশ্যই নিপতিত হবে, الْجَحِيمِ = জাহান্নাম, يُقَالُ = তাদের বলা হবে, هَٰذَا الَّذِي = এটা তো সেই (জাহান্নাম), كُنْتُمْ بِهِ = যাকে তোমরা, تُكَذِّبُونَ = মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে, كِتَٰبَ الْأَبْرَارِ = সৎকর্মশীলদের আমলনামা, لَفِي عِلِّيِّينَ [২] = অবশ্যই ইল্লিয়্যূনে থাকবে, يَشْهَدُهُ [৩] = এটাকে (আমলনামাকে) প্রত্যক্ষ করবে, الْمُقَرَّبُونَ [৪] = আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তগণ (ফেরেশতারা)।

---

(১৫) কখনও নয়! নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের রব-এর দর্শনলাভ থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে (১৬) অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে নিপতিত হবে। (১৭) অতঃপর তাদের বলা হবে-এটা তো সেই জাহান্নাম যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। (১৮) কখনও নয় ! নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের আমলনামা 'ইল্লিয়্যূন'-এ থাকবে। (১৯) ইল্লিয়্যূন সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (২০) এটা লিপিবদ্ধ কিতাব (২১) তা প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তগণ।

---

১. لَمَحْجُوبُونَ– সেদিন কাফিররা আল্লাহর দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত হবে এবং পর্দার অন্তরালে অবস্থান করবে। এটা তাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ ও অপমানজনক। আল্লাহর দর্শনলাভের ব্যাকুলতা অবশ্যই তাদের অন্তরে জাগরুক

www.pathagar.com

হবে, কিন্তু দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকাটা হবে তাদের জন্য দারুণ পীড়াদায়ক। হাসান বসরী (রহ.) বলেনঃ সেই দিন পর্দা সরিয়ে নেয়া হলে মুমিন ও কাফির সকলেই আল্লাহর দর্শনলাভে তৃপ্তি অনুভব করবে। কাফিরদেরকে পর্দার অন্তরালে ফেলে রাখা হবে ফলে তারা আল্লাহর দর্শন থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুমিনগণ প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হতে থাকবে।

২. لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ– ইবনুল মুবারক, ইবনুল মুনযির ও আব্‌দ ইবনে হুমাইদ (রহ.) বলেন- ইবনে আব্বাস (রা.) কাব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ। অর্থ কি? তিনি বলেনঃ মুমিনের আত্মা কবয করার পর তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে করতে আল্লাহর আরশের নীচে পৌছিয়ে দেন। অতঃপর নীচ থেকে একটি রেজিষ্ট্রি খাতা (ফলক) বের করে তাতে নির্দিষ্ট নম্বর ও সীলমোহর লাগিয়ে আরশের নীচে রেখে দেয়া হয়। কিতাবটি দেখামাত্রই বুঝা যায় যে, সে বিচারদিনে কামিয়াব হবে। ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবু হাতিম- ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে বলেনঃ 'ইল্লিয়্যূন' অবস্থিত রয়েছে 'সিদরাতুল-মুনতাহা'-য় যার উর্দ্ধে গমন করা সকলেরই সাধ্যের বাইরে।

৩. يَشْهَدُهٗ– কাতাদা (রহ.) বলেনঃ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ নেক বান্দাদের আমলনামা সাগ্রহে প্রত্যক্ষ করেন এবং অভিনন্দিত করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ আকাশ রাজ্যে যা কিছু নিকটবর্তী আছে সবাই আমলনামা দর্শন করেন ও আনন্দিত হন।

৪. اَلْمُقَرَّبُوْنَ। – ওয়াহ্‌ব ও ইবনে ইসহাক বলেনঃ 'মুকাররাবূন' বলতে এখানে ইসরাফীল (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। নেক বান্দাদের সৎ আমলনামা নিয়ে ফেরেশতারা যখন উর্দ্ধাকাশে উঠতে থাকেন, তখন তা থেকে (দুনিয়ার) সূর্যের জ্যোতির ন্যায় (নূর) বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এটাকে ইসরাফীল (আ.)-এর নিকট আনীত হলে তিনি তা সীলমোহর করে দেন। (ফাতহুল-কাদীর)

www.pathagar.com

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَامُهُ
مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ مِنْ
تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

الْأَبْرَارَ = সৎকর্মশীলগণ, لَفِي نَعِيمٍ= অবশ্যই অফুরন্ত নিআমতের রাজ্যে (জান্নাতে) অবস্থান করবে, عَلَى الْأَرَائِكِ = উচ্চাসনে আসীন থাকবে, يَنْظُرُونَ[১]=অবলোকন করবে, تَعْرِفُ[২]= আপনি দেখবেন, وُجُوهِهِمْ =তাদের মুখাবয়াব, نَضْرَةَ = ঐজ্জল্য, النَّعِيمِ[৩]= স্বাচ্ছন্দের, يُسْقَوْنَ=তাদেরকে পান করানো হবে, مِنْ = হতে, رَحِيقٍ= জান্নাতের শরাব, مَخْتُومٍ[৪]= সীলমোহর কৃত, خِتَامُهُ مِسْكٌ[৫] = এর সীলমোহর মিশকের, وَفِي ذَٰلِكَ= আর এ বিষয় নিয়ে, فَلْيَتَنَافَسِ= প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত, الْمُتَنَافِسُونَ[৬] = প্রতিযোগীদের, وَمِزَاجُهُ = আর এর মিশ্রক হবে, مِنْ تَسْنِيمٍ[৭]= তাসনীম হতে, عَيْنًا = একটি ঝর্ণা, يَشْرَبُ= পান করবে, الْمُقَرَّبُونَ= নৈকট্যপ্রাপ্তগণ।

---

(২২) নিঃসন্দেহে নেক বান্দাগণ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে (২৩) তারা উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে দর্শন করবে। (২৪) (হে রাসূল) আপনি অবলোকন করবেন তাদের মুখাবয়বে স্বাচ্ছন্দের ঔজ্জল্য (২৫) তাদেরকে পান করানো হবে সীলমোহর করা বিশুদ্ধ শরাব (২৬) মিশকের দ্বারা (পাত্রের মুখে) সীলমোহর করা থাকবে আর এবিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত। (২৭) আর এটা মিশ্রিত থাকবে 'তাসনীম' দ্বারা (২৮) এটা একটি ঝর্ণা যার পানি নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করবে।

---

১. يَنْظُرُونَ – জান্নাতীগণ দর্শন করবেন। ইকরামা ও মুজাহিদ (রহ.) বলেনঃ আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে যেসব নিয়ামত মওজুদ রেখেছেন, যে সকল

www.pathagar.com

আতিথেয়তা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা রেখেছেন তারা সে সবের নয়ন জুড়ানো ও মনের প্রশান্তি বিধানকারী সুদৃশ্যাবালী অবলোকন করবেন। মুকাতিল (রহ.) বলেনঃ জান্নাতীগণ জাহান্নামীদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেখবেন, আর আল্লাহর শোকর আদায় করবেন। অনেকের মতে জান্নাতীগণ মহামহিমান্বিত আল্লাহর নূর দর্শন করবেন।

২. تَعْرِفُ– জান্নাতীদের চেহারায় পরিস্কার ফুটে উঠবে যে, তারা কত প্রশান্তিতে আছেন। তাদের মুখাবয়বে নূরের ঔজ্জল্য পরিস্ফুট হবে। আতা (রহ.) বলেনঃ আল্লাহ তাদের সৌন্দর্য বহু গুণ বাড়িয়ে দেবেন, তাদের বর্ণ হবে অত্যন্ত উজ্জল্য, এমন সুন্দর-সুদর্শন চেহারার অধিকারী তাঁরা হবেন যা কোন বর্ণনাকারী ভাষায় ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।

৩. نَضْرَةَ النَّعِيْم– হযরত আলী (রা,)-এর বরাতে ইবনুল মুনযির বলেনঃ জান্নাতের ঝর্ণায় যখন জান্নাতীগণ অযু ও গোসল করবেন, তখন তাদের মুখমন্ডল হতে স্বাচ্ছন্দের ঔজ্জল্য (নাদ্‌রাতুন নাঈম) বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

৪. مختوم– ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আল-হাসান ও কাতাদা বলেন ঃ 'রাহীক' জান্নাতের এক প্রকার শরাবের নাম যা দিয়ে জান্নাতীদেরকে আপ্যায়ন করা হবে। আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, সাঈদ ইবনে মানসূর, ইবনে আবু শাইবা, হান্নাদ, ইবনুল মুনযির ও বায়হাকী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেনঃ الرحيق। -অর্থ শরাব, আর المختوم।- অর্থ মিশকের সেই সুগন্ধি যা শরাব পানকালে কণ্ঠনালীর শেষের দিকে পানকারী অনুভব করবে। ইবনে আবু শাইবা, হান্নাদ ও ইবনুল মুনযির বলেনঃ المختوم।- অর্থ মিশ্রিত। অর্থাৎ 'রাহীক' শরাব হবে 'মিশ্‌ক' মিশ্রিত। ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বলেনঃ الرحيق।- অর্থ শরাব, আর المختوم।- অর্থ মিশকের দ্বারা শরাব পাত্রের মুখ সীলমোহর করা। মোম, গালা বা মাটি দ্বারা মুখ বন্ধ না করে মিশক বা কস্তুরী দ্বারা মুখ বন্ধ করা পাত্র থেকে জান্নাতীগণকে শরাব পরিবেশন করা হবে। এই শরাব পানে কোনরূপ মাদকতার সৃষ্টি হবে না।

৫. خِتَامُهُ مِسْكٌ– আল-ফিরয়াবী, তাবারানী, হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -র বরাতে বলেনঃ এটা কোন সীল দ্বারা মোহর করা নয়,

www.pathagar.com

বরং এর প্রকৃত অর্থ -পরিবেশিত শরাব হবে কস্তুরী মিশ্রিত। ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও বায়হাকী হযরত আবু দারদা (রা.)-এর বরাতে বলেনঃ এটা রুপার ন্যায় সাদা এক প্রকার শরাব যা পানানুষ্ঠানে অবশেষে পরিবেশন করা হবে। যদি দুনিয়ার কোন মানুষ এর মধ্যে তার একটি আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে দিয়ে তা বের করে নেয়, তবে সব সময়ই তার চারপাশ সুগন্ধে ভরে থাকবে। মুজাহিদ বলেন- যখন এই শরাব পানকারীর কণ্ঠ দিয়ে নীচে নামতে থাকবে তখন সবশেষে সে মিশকের গন্ধ লাভ করবে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ আল্লাহ যে সমস্ত সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য শরাবে মিশ্রিত করবেন তার মধ্যে মিশকই সবশেষে মিশ্রিত হবে।

৬. اَلْمُتَنَافِسُوْنَ।- প্রতিযোগিরা। মানুষ মাত্রই প্রতিযোগী। কেননা প্রতিটি মানুষই কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তাই সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে আয়াতটিতে। অতি সাধারণ গরীব মানুষটিও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার ভাগ্যের উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত। যখন তার মাথা লুকানোর জন্য খড়ের চালার মত ঠাঁই মিয়ে যায়, তখন সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে- কেমন করে এটাকে টিনের চালায় উন্নীত করা যায়। এরপর দালান। তার পর শহরে। বিভাগীয় শহরে, তারপর রাজধানীতে, সেখানে বাড়ী করেই ক্ষান্ত হবার নয়; বরং অভিজাত এলাকায় সুরম্য অট্টালিকা থাকা চাই। এভাবেই সর্বস্তরের মানুষ পর্যায়ক্রমে প্রতিযোগিতায় রত। নিজেকে নব্য আধনিকী করণেও মানুষ প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত। চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাড়ী-গাড়ীকে আধুনিকীকরনের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখ এক পর্যায়ে এ্যালসিশিয়ান ডগ' (বিদেশী কুত্তা) পোষার পাল্লা দিতেও মানুষ বিব্রত রয়েছে। অন্যতিকে ইবাদাত বন্দেগীতেও মানুষ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। দীনের সহীহ জ্ঞানীগণও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে প্রতিযোগিতার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, প্রতিযোগিতা কর এমন সুখ, শান্তি ও সম্মানের জন্য যা কখনও শেষ হওয়ার নয়। প্রতিযোগী হও 'রাহীকিম-মাখতুম এর জন্য, চেষ্টিত হও শারাবান তাহুরা-র জন্য, দৌড়ঝাপ কর তাসনীম-এর জন্য, আগে বেড়িয়ে যাও হাওযে কাওসারের জন্য। অথচ তোমরা শয়তানের ধোকায় পড়ে প্রতিযোগী হয়ে পড়েছ নগ্নতার, পাল্লা দিয়ে

www.pathagar.com

এমন শরাব পান করছ যার বোতল খোলা মাত্রই এক বমি উদ্রেককারী বীভৎস গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করে সমস্ত নাড়িভুড়ি ধরে নাড়া দেয়, এমন শরাবের প্রতিযোগিতা করছ যা তোমাদের কণ্ঠনালী দিয়ে যখন নীচে নামতে থাকে তখন তার তীব্র ঝাঁঝ মগজে আঘাত হানে, বিস্বাদের এক দুঃসহ প্রতিক্রিয়া মদ্যপায়ীর চোখে মুখে ফুঠে উঠে। আজ তোমরা দুনিয়ার মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী. ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাস, সুখ শান্তি ও সম্মান-প্রতিপত্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে রয়েছ। অথচ তোমাদের উচিত জান্নাতের নিআমতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতায় ব্রতি হওয়া।

অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে- আয়াতঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ "অতএব তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও।" (বাকারাঃ ১৪৮)

আয়াতঃ "আর তোমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও আল্লাহর ক্ষমা লাভের প্রতি এবং জান্নাতের প্রতি, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান। মুত্তাকীদের জন্য তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (আলে-ইমরানঃ ১৩৩)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও। কারণ শীঘ্রই অন্ধকার রাতের অংশের ন্যায় ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। তখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। তারা দীনকে দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করবে।" (মুসলিম)

৭. تَسْنِيم– জান্নাতীদের জন্য সবচেয়ে সম্মানিত পানীয়। আবদুর রায্যাক, সাঈদ ইবনে মানসূর, আব্দ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবু হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে বলেনঃ 'তাসনীম' জান্নাতীদের জন্য সবচেয়ে সম্মানিত শরাব। ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তগণ এটাকে মিশ্রিত অবস্থায় লাভ করবে, আর নৈকট্যপ্রাপ্তগণের জন্য অমিশ্রিত আসল তাসনীম পরিবেশন করা হবে। ইবনুল মুবারক, সাঈদ ইবনে মানসূর, হান্নাদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবু হাতেম হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-র বরাতে বলেনঃ 'তাসনীম' জান্নাতের একটি ঝর্ণা যার পানি অতি মর্যাদাপূর্ণ, নৈকট্যপ্রাপ্তগণ তা সর্বদা পান করবেন। অথচ আসহাবুল ইয়ামীনগণ এই ঝর্ণার পানি কেবল 'রাহীক' শরাবের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পান করবেন। (ফাতহুল কাদীর)

www.pathagar.com

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَاِذَا مَرُّوْا
بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا
رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ لَضَاۤلُّوْنَ ﴿٣٢﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا = নিঃসন্দেহে যারা অপরাধী, مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا = ঈমানদারদের প্রতি, يَضْحَكُوْنَ = হাসিঠাট্টা করত, وَاِذَا = আর যখন, مَرُّوْا بِهِمْ = তাদের পাশ দিয়ে যেত, يَتَغَامَزُوْنَ = তারা পরস্পর চোখ টিপে কটাক্ষ করত, وَاِذَا انْقَلَبُوْا = এবং যখন তারা প্রত্যাবতর্ন করত, اِلٰى اَهْلِهِمْ = তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট, فَكِهِيْنَ[১] = আত্মতৃপ্তি, وَاِذَا رَاَوْهُمْ = এবং যখন তাদেরকে (মুমিনদেরকে) দেখতে পেত, اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ = নিঃসন্দেহে এই লোকগুলি, لَضَاۤلُّوْنَ[২] = অবশ্যই পথভ্রষ্ট।

---

(২৯) নিঃসন্দেহে যারা অপরাধী তারা ঈমানদারদের বিদ্রুপ করত (৩০) আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন পরস্পরে চোখ টিপে কটাক্ষ করত (৩১) এবং যখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসত তখন খুব আত্মতৃপ্তি সহ ফিরত (৩২) এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত- নিঃসন্দেহে এরাই পথভ্রষ্ট।

---

১. فَكِهِيْنَ- কাফিররা মুমিনগণের প্রতি বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করে খুব মজা উপভোগ করত। ইসলামের সূর্যরশ্মিকে জাহিলিয়াতের চাদরে ঢেকে রাখার যত প্রকার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল, তার মধ্যে বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ একটি। চোখ টিপে কটাক্ষ করা, গালি দেয়া, ব্যঙ্গোক্তি করা, আজেবাজে শব্দ করা, তাচ্ছিল্যভরে সম্বোধন করা, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে অশ্রাব্য বাক্য প্রয়োগে অপমান করা- এগুলি ছিল তাদের হাতিয়ার। মুমিনের দিলে আঘাত হেনে তারা খুবই আত্মতৃপ্তি অনুভব করত। যখন তারা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করত, তখন স্বীয় পরিবার-পরিজনকে গর্বভরে জানাতো-আজ অমুকের দফা রফা করেছি।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ সেই যুগে মক্কার কট্টর কুফুরী পরিবেশে কাফিরদের পক্ষ থেকে মুমিনদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হত, আজ আমাদের ইসলামী সমাজেও মুসলমান ভাইদের দ্বারা অনুরূপ আচরণ প্রদর্শিত হচ্ছে। সেদিন কাফিররা যেমন

www.pathagar.com

ইসলামের সুমহান আদর্শকে প্রত্যাখান করে ইসলামের ঝান্ডা ভূলুণ্ঠিত করার যাবতীয় পন্থা ও কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল, তেমনি আজকের দিনেও কতিপয় নামধারী মুসলিম ভাইদের পক্ষ হতে একইরূপ আচরণ প্রদর্শিত হচ্ছে। সেকালে যেমন মুমিনদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হত, তেমনি আজও কথাকথিত নব্য আধুনিকরা আলেম ও ধর্মপ্রাণ লোকদের সাথে হুবহু একই ব্যবহার করছে। তারা যেমন কুরআনের শাসন মানতে প্রস্তুত ছিল না, বরং এর ঘোর বিরোধিতা করেছিল, আমাদের মুসলিম সমাজেও তেমনি কুরআনের শাসন বাস্তবায়নে বিরোধীদের সংখ্যা কম নয়। আচরণ যদি একই রকম হয়, তাহলে ফলও একই রকম ভোগ করতে হবে। কেবল নাম ভাঙ্গিয়ে হাশরের ময়দানে পার পাওয়া যাবে না। ঠাট্টা-বিদ্রুপের বাণ বর্ষণের ন্যায় হীন কূটকৌশলের সবচেয়ে মারাত্মক দিক হচ্ছে- হাশরের ময়দানে 'হাক্কুল ইবাদ' পরিশোধ। আমি যদি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমান ভাইয়ের দিলে আঘাত দেই, তাকে জনসমক্ষে অপমান-অপদস্থ করি তবে তা হবে তার আত্মসম্মানে চরম আঘাত হানা। অথচ ইসলাম এটাকে পরিস্কার হারাম ঘোষণা করেছে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে না তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, না তাকে মিথ্যা বলতে পারে, আর না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। প্রত্যেক মুসলমানের মান-ইজ্জত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য সব মুসলমানের উপর হারাম। (তিনি স্বীয় সিনার দিকে ইশারা করে বললেন)ঃ তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। (তিরমিযী)

২. لَضَالُّوْنَ– কাফিররা বলত, মুমিনগণ পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। মক্কার কাফিররা যেমন মুসলমানদের সেই সময় পথভ্রষ্ট বলে গালি দিত, তেমনি আমাদের মুসলিম সমাজেও মুসলমান নামধারী, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত (?) কতিপয় লোকের মুখে-কামেল বুযুর্গ, আলেম-উলামা ও মুজতাহিদগণের প্রতি তীব্র গালি উচ্চারিত হয়। এমন প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় সেখানে তারাই কেবল হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে জোর দাবী করে থাকে। সে যুগে কাফিররা মুমিনদেরকে কটাক্ষ করে বলত যে, এদের বুদ্ধিশুদ্ধি ও কান্ডজ্ঞান বলতে কিছুই নেই। এরা দুনিয়ার আনন্দ-স্ফুর্তি, সুখ-শান্তি ও স্বাদ-আস্বাদন

www.pathagar.com

থেকে নিজেদের বঞ্চিত বলতে কিছুই নেই। বিরুদ্ধবাদীদের রক্তচক্ষুকে পরোয়া না করে তারা বিপদ মুসীবতের ঝুঁকি মাথা পেতে নিয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, মুহাম্মদ এদেরকে পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামের ধোকায় ফেলেছে। মৃত্যুর পর জান্নাত লাভের ওয়াদা পেয়ে এরা বর্তমানকে উপেক্ষা করছে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিচ্ছে। সব রকম যুলুম-নির্যাতন এমনকি মৃত্যুও তারা হাসিমুখে বরণ করছে এই আশায় যে, পরকালে কোথাকার কোন জাহান্নাম থেকে তারা বাঁচতে পারবে আর কোথাকার কোন জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা তাদের এক নিছক খামখেয়ালী ও আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। হুবহু একই বক্তব্য-মন্তব্য আজ আমাদের মুসলমান ভাইদের মুখ থেকে নির্গত হলে আপনা-আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে আসেঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

وَمَا أُرْسِلُوا = আর তারা (কাফিরা) প্রেরিত হয়নি, عَلَيْهِمْ = তাদের (মুমিনদের) উপর, حٰفِظِيْنَ[১] = রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক, فَالْيَوْمَ= অতএব আজকের দিনে (আখিরাতে), الَّذِيْنَ اٰمَنُوا= যারা ঈমান এনেছে, مِنَ الْكُفَّارِ = কাফিরদের প্রতি, يَضْحَكُوْنَ[২] = বিদ্রুপ করবে, عَلَى الْاَرَآئِكِ= উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে, يَنْظُرُوْنَ= অবলোকন করবে, هَلْ ثُوِّبَ[৩] = তারা কি সওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে? مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ= যা কিছু তারা করেছিল।

---

(৩৩) আর তারা তো প্রেরিত হয়নি মুমিনদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে। (৩৪) অতএব আজ ঈমানদারগণ কাফিরদের উপহাস করবে (৩৫) উচ্চাসনে বসে তাদের করুণ অবস্থা অবলোকন করবে। (৩৬) তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো?

www.pathagar.com

১. حٰفِظِيْنَ – এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে শিক্ষাপ্রদ শাসন বাণী উচ্চারিত হয়েছে। মুসলমানগণ আখিরাতে বিশ্বাস করে দুনিয়ার জিন্দিগীকে উপেক্ষা করছে, নিজেদের সব রকমের ভোগ-বিলাস ও স্বাদ-আস্বাদন থেকে বঞ্চিত রাখছে, যুলুম-অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, এমনকি মৃত্যুও হাসিমুখে বরণ করছে তাতে তোমাদের কি? মুহাম্মদ বেচারাদের ধোকায় ফেলেছে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে- এ নিয়ে এত মায়াকান্না, এত কুম্ভিরাশ্রুর প্রয়োজন কি? আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ও পরিদর্শক করে পাঠায়নি। তাদের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের মায়াকান্না পরিত্যাগ করে নিজেদের পরিণতির কথা চিন্তা কর।

২. يَضْحَكُوْنَ– বর্ণিত আয়াতে মুমিনদের জন্য এক.বিরাট সাফল্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। দীনের পথে আহ্বানকারীগণ, দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বীর মুজাহিদগণের জন্য সেই দিন অপেক্ষমান, যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে এখানকার বদলা নেয়ার সুযোগ করে দেবেন। বিদ্রুপবাণে জর্জরিত মুমিনদের জন্য নিঃসন্দেহে এটা এক মহাসুসংবাদ! ওয়াহিদী বলেনঃ জান্নাতীগণ যখন ইচ্ছা করবেন তখনই তাদের অবস্থান থেকে জাহান্নামীদের দেখতে পাবেন। যখন জাহান্নামীদের প্রচন্ড আযাবে জ্বলতে দেখবেন তখন মুমিনগণ তাদের প্রতি তেমনি বিদ্রুপের হাসি হাসবেন, যেমনটি তারা দুনিয়ায় হেসেছিল। আবু সালেহ বলেনঃ জাহান্নামীদের বলা হবে, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়েছে; তোমরা এখন জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে যাও। দরজা খোলা দেখে তারা তথা হতে বেরুবার জন্য দ্রুত দরজার দিকে ধাবিত হবে। দরজার নিকটে পৌঁছামাত্রই তাদের মুখের উপর তা বন্ধ করে দেয়া হবে। তাদের এরূপ অপমানকর পরিণতি দেখে মুমিনগণ হাসতে থাকবে। (ফাতহুল কাদীর)

৩. هَلْ ثُوِّبَ– আয়াতটিতে মুমিনদের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি সূক্ষ্ম বিদ্রুপ প্রকাশ পেয়েছে। কাফিররা মুমিনদের পথভ্রষ্ট মনে করত। তারা ধারণা করত মুহাম্মাদের যাদুর ফাঁদে পড়ে মুমিনগণ বিপথগামী হয়েছে। তাই তাদের কষ্ট-যাতনা দেয়াটা অবশ্যই সওয়াবের কাজ, এটাই তারা মনে করত। তাই সেদনি মুমিনগণ উচ্চাসনে বসে কাফিরদের জাহান্নামে দগ্ধ হতে দেখে বলতে থাকবে-কি মজাদার প্রতিফলই না তারা এখন লাভ করছে।

www.pathagar.com

৮৪. সূরা আল-ইনশিকাক

নামকরণঃ প্রথম আয়াতে ক্রিয়াবাচক শব্দ انْشَقَّتْ।-থেকে মূল বিশেষ্যপদ انشقاق। শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ঃ এ সূরাও প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি। ইসলামী আন্দোলনের সূচনালগ্নে কাফির-মুশরিকগণ তখনও আন্দোলনের বিরুদ্ধে এতটা মারমুখী হয়ে উঠেনি বটে, কিন্তু তারা সে সময় মুসলমানদের রীতিমত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করত, আর আল্লাহর সামনে হিসাব-নিকাশের জন্য দন্ডায়মান হওয়াকে একেবারেই অস্বীকার করত। সূলা আল-ইনফিতার'-এর পরই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ

অন্যান্য মক্কী সূরাগুলির ন্যায় কিয়ামত ও আখিরাতই এ সূরার মূল বক্তব্য। প্রথম দু-আয়াতে কিয়ামতের সূচনালগ্নে আসমান বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ৩-৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখিরাতের সূচনাতেই যমীন তার গর্ভে প্রথিত সকল মানুষের মৃতদেহ উদগীরণ করে দেবে; আর সেই সংগে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে সমবেত করার উদ্দেশ্যে পাহাড়-পর্বতহীন সমতল ও সম্প্রসারিত এক বিশাল পৃথিবী নতুন করে সৃষ্টি করা হবে, যা বর্তমান পৃথিবীর তুলনায় বহু গুণ বড়।

৬ নং আয়াতে গাফিল মানুষদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা দিবারাত্রি যতই চেষ্টা-চরিত্র আর অধ্যবসায় চালাও না কেন, আসলে তোমরা অজ্ঞাতসারেই অব্যাহত রেখেছ এমন এক সফর, যার চূড়ান্ত মনযিল হচ্ছে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতি। এখন তোমরা দুনিয়ায় যত প্রকার আমল আনজাম দিচ্ছ, অবশ্যই তখন সবকিছুর শুভ-অশুভ পরিণতির সাক্ষাত ঘটবে তোমাদের রব-এর সামনে।

৭-১৫ আয়াতে হাশরের ময়দানের একটি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছ। বলা হয়েছেঃ আমলের ভিত্তিতে সমস্ত মানবমন্ডলীকে দু-ভাগে বিভক্ত করা হবে। প্রথম দলের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং তাদের হিসাব-নিকাশ

www.pathagar.com

অত্যন্ত সহজ পন্থায় নেয়া হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলের আমলনামা তাদের পশ্চাদ্দিক থেকে (বাম হাতে) দেয়া হবে। তাদের নিশ্চিত শোচনীয় পরিণতি বুঝতে পেরে তারা তখন মৃত্যু কামনা করবে। মৃত্যু লাভ করে কঠিন আযাবের স্বাদ আস্বাদন থেকে রেহাই তো পাবেই না, বরং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা ভেবেছিল তাদের কুকর্মসমূহের কোনই রেকর্ড নেই। আসল সত্য হচ্ছে- তাদের রব তো তাদের সকল আমলই প্রত্যক্ষ করতেন।

১৬-১৯ আয়াতে চারটি বস্তুর শপথের মাধ্যমে মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ একই অবস্থার উপর স্থিতিশীল নয়, বরং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে আখিরাতের শেষ মনযিল পর্যন্ত মানুষকে অবশ্যই ধাপে ধাপে পৌঁছাতে হবে (১) সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা, (২) দিনের আলোর তিরধানের পর রাতে অন্ধকারের সয়লাব নেমে আসা, (৩) দিনের আলোতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া জীবজন্তুদের রাতের আধারে গুটিয়ে আসা এবং (৪) চন্দ্রের হাসুলির আকার থেকে ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণতা প্রাপ্তি- যেমন সন্দেহাতীতভাবে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়, তেমনি অনিবার্য ধারায় মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে শেষ মনযিলের দিকে।

২০-২৫ আয়াতে আল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, এতসব উজ্জ্বল ও অকাট্য নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও এসব মূর্খ গাফিলদের কি হল যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছে না? এমন সুস্পষ্ট হিদায়াতপূর্ণ কুরআনের আকর্ষণীয় বাণী শুনেও কেন তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাতা নত করছে না? অতীব বিস্ময়কর যে, কৃতজ্ঞতাভরে মাথা নত না করেই তোমরা কেবল ক্ষান্ত নও, অধিকন্তু উল্টো দিকে ফিরে গিয়ে তোমরা কুরআনকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছ! অথচ তোমাদের কুকর্মসমূহের লম্বা ফিরিস্তির বিষয় তো আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। সর্বশেষে রসূলুল্লাহ (সা.) কে এরূপ অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য প্রস্তুত করে রাখা প্রচন্ড আযাবের সুসংবাদ (?) শুনিয়ে দিতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৮৪. সূরা আল-ইনশিকাক

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ২৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢ وَاِذَا الْاَرْضُ
مُدَّتْ ۝٣ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥

اِذَا السَّمَآءُ = যখন আকাশ, اِنْشَقَّتْ= বিদীর্ণ হবে, وَاَذِنَتْ= এবং নির্দেশ (শ্রবণপূর্বক তা) পালন করবে, لِرَبِّهَا = তার প্রতিপালকের, وَحُقَّتْ[১]= আর এটাই তার যথার্থ করণীয় বিষয়, وَاِذَا الْاَرْضُ = আর যখন যমীন, مُدَّتْ[২]= সম্প্রসারিত করা হবে, وَاَلْقَتْ[৩] = এবং উদগীরণ করবে বা বাইরে নিক্ষেপ করবে, مَا فِيْهَا = যা কিছু তার (পৃথিবীর) মধ্যে রয়েছে, وَتَخَلَّتْ[৪]= এবং শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (ভূগর্ভস্থ সকল মৃতদেহ বাইরে আসায় সেখানে শূন্যতা বিরাজ করবে)।

---

(১) যখন আসমান বিদীর্ণ হবে (২) এবং সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে; আর এটাই তার করণীয়। (৩) আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং সে তার গর্ভে যা কিছু রয়েছে সবই বাইরে উদগীরণ করবে এবং শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে; আর এটাই তার করণীয়।

---

১. 'হুক্কাত'– অর্থাৎ আল্লাহ যখনই আসমানকে বিদীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিবেন, সংগে সংগে তার রব-এর নির্দেশ সে পালন করবে। আকাশের মত এমন اَشَدُّ خَلْقًا (মহাপ্রকৌশলযুক্ত কঠিন সৃষ্টিও) আল্লাহর নির্দেশ বাধ্যগতভাবে পালন করবে এবং করছেও। চুল পরিমাণ বিরুদ্ধাচরণ করার সাধ্য হবে না। পৃথিবীও

www.pathagar.com

আল্লাহর নির্দেশ শুনামাত্র তা পালন করবে। এমনিভাবে সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে ও করবে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় যে, বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা অথবা অমান্য করার মাধ্যমে যারা সীমিত এ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করবে, তারাই মুমিন বলে আখ্যায়িত হবে। তারাই আখিরাতে সাফল্য লাভ করবে। আর যারা এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে স্বেচ্ছাচারিতার লাগামহীন অশ্বে সওয়ার হবে, তারাই কাফির বা অবাধ্য বলে চিহ্নিত হবে এবং আখিরাতে চরমভাবে ব্যর্থ হবে। তাই আমাদের উচিত সমগ্র সৃষ্টি জগতের ন্যায় আল্লাহ্র যাবতীয় নির্দেশ মান্য করা।

২. 'মুদ্দাত'- অর্থাৎ আখিরাতে আর একটি নতুন সম্প্রসারিত যমীন সৃষ্টি করা হবে যাতে থাকবে না কোন পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল ও সাগর-মহাসাগর। সেটা হবে বর্তমান পৃথিবীর চেয়ে বহু গুণে সম্প্রসারিত এবং উচুঁ-নিচু হীন এক বিশাল সমতল প্রান্তর। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানবমন্ডলী সেখানে সমবেত হলে সংখ্যাধিক্যের কারণে কেবলমাত্র পা রাখবার স্থানটুকুই মিলবে। হাদীস ঃ আলী ইবনুল হুসাইন (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে টেনে চামড়ার ন্যায় সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও সেখানে মানুষের জন্য কেবলমাত্র পাটুকুই রাখবার স্থান সংকুলান হবে। (ইবনে জারীর)

৩. 'আলকাত'– সেদিন যমীন তার গর্ভে অবস্থিত সকল মৃত ব্যক্তিকে বাইরে উদগীরণ করে দেবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধন-ভান্ডার, খনিজ সম্পদ ও লুকায়িত এবং চাপাপড়া সব কিছুই উপরিভাগে নিক্ষিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে মানুষের সৎ-অসৎ আমলের যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণাদি প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কোন কিছুই সেদিন ভূগর্ভে গোপনভাবে চাপা পড়ে থাকবে না।

৪. তাখাল্লাত– যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, তার দেহটা ভূগর্ভে চাপা পড়ে থাকবে ফলে হাশরের ময়দানে উপস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারবে 'তাখাল্লাত' শব্দটি দ্বারা সেই সম্ভাবনাকে একেবারেই নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ⑥ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ
كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ⑦ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ⑧ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى
اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ⑨

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ = হে মানুষ, اِنَّكَ كَادِحٌ[১]= তুমি পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়কারী, اِلٰى رَبِّكَ = তোমার রব-এর দিকে (এগিয়ে যাচ্ছ), كَدْحًا = অনেক কষ্ট স্বীকার করে, فَمُلٰقِيْهِ[২] = অতঃপর তাঁর সাথেই সাক্ষাত ঘটবে, فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ= অতএব যাকে দেয়া হবে, كِتٰبَهٗ = তার আমলনামা, بِيَمِيْنِهٖ= তার ডান হাতে, يُحَاسَبُ= তার হিসাব গ্রহণ করা হবে, حِسَابًا يَّسِيْرًا[৩]= সহজভাবে হিসাব-নিকাশ, وَّيَنْقَلِبُ= এবং সে ফিরে যাবে, اِلٰۤى اَهْلِهٖ[৪]= তার পরিবার-পরিজনের নিকট, مَسْرُوْرًا = সানন্দ চিত্তে।

---

(৬) হে মানুষ! তুমি অনেক কষ্ট স্বীকার করে পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করে তোমার প্রভুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছ। অতঃপর তাঁর সাথেই তোমার সাক্ষাত ঘটবে। (৭) অতঃপর যাকে দেয়া হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে গ্রহণ করা হবে (৯) এবং সে ফিরে যাবে তার পরিবার-পরিজনের নিকট সানন্দ চিত্তে।

---

১. 'কাদিহুন'- অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই প্রকৃতিগতভাবে কোন না কোন বিষয়কে স্বীয় সাব্যস্ত করে তা লাভের জন্য নিরলসভাবে অধ্যবসায় ও চেষ্টা-চরিত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সৎ-অসৎ, মুমিন-কাফির নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই সচেতন বা অসচেতন ভাবে এমন এক সফরের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করছে, যা আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আয়াতটিতে আল্লাহ্ পাক মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার সঠিক গতি নির্ণয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের কর্মতৎপরতা যেমন সর্বস্বীকৃত, তেমনি শেষ পর্যন্ত তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়াটাও অনিবার্য। তাই সঠিক লক্ষ্য নির্ণয় করে সঠিক পথে চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখলে ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে। পক্ষান্তরে লক্ষ্য যদি হয় ভ্রান্ত, আর এই ভ্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে ভুল পথে অধ্যবসায় অব্যাহত রাখলে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও আখিরাতে ধ্বংস অনিবার্য।

www.pathagar.com

২. 'ফামুলাকীহ'- অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ঘটবে। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, মানুষ দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ যেরূপ আমলই করুন না কেন, হাশরের ময়দানে আমলনামার মাধ্যমে এমনকি স্বশরীরি অবস্থায় তা প্রত্যক্ষ করবে। আয়াতঃ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا

"আর তারা যেসব আমল করেছিল, সবই সামনে উপস্থিত পাবে।" (সূরা আল-কাহ্ফঃ ৪৯)

দুনিয়ার মানুষ যেভাবে চেষ্টাসাধনা ও তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে, দুনিয়ার জিন্দিগীকেই চূড়ান্ত মনে করে বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে দৌড়ঝাপ করছে, তা কেবল দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, এসবের ফল ভোগ করতে হবে আখিরাতে। সেখানে আমলনামা খুলে ধরে প্রতিটি ভাল-মন্দ আমল প্রত্যক্ষ করানো হবে। বর্ণিত আয়াতে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়া বা স্ব স্ব আমল প্রত্যক্ষ করা উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. 'হিসাবানা ইয়াসীরান'– অর্থাৎ ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তগণের হিসাব গ্রহণে কঠোরতা করা হবে না। তাদের হিসাব হালকাভাবে গ্রহণ করা হবে। কিয়ামতের দিন রহমানুর রহীম আল্লাহ্ যদি হিসাব গ্রহণে কড়াকড়ি করেন, তাহলে শাস্তি থেকে কেউই রক্ষা পাবে না।

অনুকূলে হাদীসঃ আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "যার-ই হিসাব নেয়া হবে সে-ই আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি ইরশাদ করেননি- যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ তা আসলে পরিপূর্ণ হিসাব গ্রহণ নয়; বরং কেবল আল্লাহর সম্মুখে আমলনামা নিয়ে উপস্থিতি। যাকে কিয়ামতের দিন তার আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ)

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক মুমিনের ঈমান ও সৎ কাজের বদৌলতে তার চুলচেরা হিসাব গ্রহণ করবেন না। পক্ষান্তরে কাফিরদের হিসাব অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রহণ করা হবে। অনুকূলে আয়াতঃ "তাদের (কাফিরদের) হিসাব অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রহণ করা হবে, আর তাদের বাসস্থান

www.pathagar.com

হবে জাহান্নামে; তা কতই না নিকৃষ্ট বিছানা।" (আর-রা'দঃ ১৮)

মুমিনদের আমলনামায় লিখিত পাপসমূহের কৈফিয়ত চাওয়া হবে না; বরং তাদের নেক আমলগুলির বরকতে পাপগুলি আপনা হতেই মুছে যাবে। আয়াতঃ "কিন্তু যারা তওবা করে, ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকাজ করতে থাকে, এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহের বদলে পূণ্যসমূহ দান করবেন। আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" (আল-ফুরকানঃ ৭০) "নিঃসন্দেহে নেক আমলগুলি মুছে ফেলে বদ আমলগুলিকে।" (হূদঃ ১১৪)

হাদীসঃ আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদ (রা.) এবং মুআয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "তুমি যেখানে যে অবস্থাতেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর নেক আমল কর, যা পাপকে মুছে দেবে; আর মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর।" (তিরমিযী)

৪. 'ইলা আহলিহি'- অর্থাৎ তার এই পরম সাফল্যের সুসংবাদ সে তার পরিবারবর্গকে জানানোর জন্যই তাদের নিকট যাবে। সেখানে পরিবার-পরিজন বলতে নাজাত প্রাপ্তগণ, দুনিয়ার নিকটআত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বুঝানো হয়েছে। এছাড়া জান্নাতের হুরগণও সেদিন মুমিনদের পরিবারভুক্ত বলে গণ্য হবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّيَصْلٰى
سَعِيْرًا ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾
بَلٰٓى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾

وَرَآءَ = পশ্চাত দিক হতে, ظَهْرِهٖ[১]= তার পিঠ, يَدْعُوْا= সে ডাকবে, ثُبُوْرًا= মৃত্যুকে, وَّيَصْلٰى= এবং সে প্রবেশ করবে, سَعِيْرًا= জাহান্নামে ('সাঈর' একটি দোযখের নাম), اِنَّهٗ كَانَ = সে ছিল, فِيْٓ اَهْلِهٖ= তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে, مَسْرُوْرًا[২] = আনন্দমগ্ন, ظَنَّ= সে মনে করেছিল, لَّنْ يَّحُوْرَ[৩]= তাকে কখনও (আল্লাহর সমীপে) ফিরে যেতে হবে না, بَلٰى= হাঁ অবশ্যই (ফিরে যেতে হবে), اِنَّ رَبَّهٗ= নিশ্চয়ই তার রব, كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا= তাকে প্রত্যক্ষ করছেন।

www.pathagar.com

(১০) আর যে ব্যক্তিকে তার আমলনামা তার পশ্চাত দিক থেকে দেয়া হবে (১১) অবশ্যই সে (তার) মৃত্যুকে আহ্বান করবে (১২) এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে (১৩) সে (দুনিয়াতে) তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দে ছিল। (১৪) সে মনে করেছিল যে, তাকে কখনও ফিরে যেতে হবে না (১৫) হ্যাঁ অবশ্যই (ফিরে যেতে হবে), নিশ্চয়ই তার রব তার সকল কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করছেন।

---

১. হাশরের ময়দানে কাফিরদের আমলনামা তাদের পশ্চাত দিক দিয়ে তাদের বাম হাতে দেয়া হবে, আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা থাকার ফলে হয়তো তাদের বাম হাত পিঠের দিকে থাকবে; অথবা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ্যভাবে বাম হাতে আমলনামা গ্রহণে লজ্জা ও অপমান বোধ করায় বাম হাত পিছনে লুকিয়ে রাখবে; অথবা ডান হাত সামনে বাড়িয়ে আমলনামা গ্রহণ করার আকাঙ্খায় বাম হাত পিঠের পশ্চাতে লুকিয়ে রাখবে, তা সত্ত্বেও তাদেরকে বাম হাতেই আমলনামা গ্রহণে বাধ্য করা হবে।

২. 'মাসরূরান'– অর্থাৎ কাফিররা দুনিয়ার জিন্দিগীতে তাদের পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী, আত্মীয়-স্বজন ও চাকর-নওকরের মধ্যে বিলাস-ব্যসনে ও আনন্দ-স্ফূর্তিতে মত্ত হয়ে ছিল। স্বীয় পরিবার-পরিজনের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করতে গিয়ে অন্যের অধিকার হরণ করতে হয়েছে কি না, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সে মোটেই চিন্তিত হয়নি।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার জিন্দিগীতে মুমিন থাকে সদা সতর্ক। আয়াতঃ "তারা বলেঃ আমরা এরপূর্বে (দুনিয়ার জিন্দিগীতে) আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে থেকেও পরকালের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম।" (তূরঃ ২৬) এই সূরার ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, মুমিন কেবল তখনই হৃষ্ট চিত্তে তার পরিবার-পরিজনের দিকে ফিরে যায়, যখন সে তার আমলনামাটি ডান হাতে লাভ করবে এবং সহজে হিসাবদান পর্ব শেষ হবে। দুনিয়ার জিন্দিগীতে আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে থাকা মুমিনের শোভা পায় না। বরং হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয়ে সে অস্থির থাকে। পরিবার-পরিজনের মায়ায় পড়ে আরাম-আয়েশে তাদের জীবন কানায় কানায় পূর্ণ করতে গিয়ে নিজের পরকাল যেন বরবাদ না হয়- সে ভয়ে মুমিন থাকে সতর্ক।

www.pathagar.com

৩. 'লান ইয়াহূরা' - কাফিররা মনে করে যে, তাদেরকে কখনও মহাবিচার দিবসে জবাবদিহির জন্য আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হতে হবে না। তাই তারা দুনিয়ায় প্রবৃত্তির বাসনা-কামনার লাগামহীন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে 'যথা ইচ্ছা সেথা যাও' 'যা ইচ্ছা তাই কর', 'আর হবে না মানব জনম, আনন্দ করহে', 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও' নাচো-গাও-খাও ইত্যাদি মিথ্যা থিয়োরীর অনুসরণে থাকে।

তারা তাদের এইসব থিয়োরী অনুযায়ী চলে অতি সংগোপনে বিশ্ববাসীর চোখে ধূলা দাও, মিথ্যার বেশাতি করে মানুষকে ঠকাও, প্রতারণা করে অপরের মাল আত্মসাৎ কর, যাবতীয় বল প্রয়োগ করে মানুষের উপর শোষণ, নির্যাতন ও যুলুম চালাও, প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পুরণে হয়ে উঠ মদমত্ত; আর উপভোগ কর দুনিয়ার জিন্দিগী। মৃত্যুর পর তো আমাদের এই নশ্বর দেহখানা গলে-পচে মাটি হয়ে যাবে। এরপর আর কিছুই নেই; সব কাহিনীর শেষ। তাদের দৃঢ় ধারণা ছিল, তাদের জঘন্য আচরণ ও কার্যকলাপের কোনই রেকর্ড সংরক্ষিত হচ্ছে না। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে খন্ডন করে আল্লাহপাক ১৫ নং আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেনঃ "তাদের রব তাদের যাবতীয় আমল প্রত্যক্ষ করছেন।"

এসব ধারণার বশবর্তী হয়ে কাফিরগণ মহাবিচার দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। সেদিন যখন জাহান্নামের প্রচন্ড হুংকার শুনতে পাবে, আর দেখতে পাবে তার লেলিহান শিখা, তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে, অনুশোচনা ও অনুতাপে আক্ষেপ করতে থাকবে, কত শত আবেদন-নিবেদন করবে, কাকুতি-মিনতি জানাবে আবার দুনিয়ায় ফিরে আসার জন্য। কিন্তু সবই হবে নিস্ফল।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ
الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾

فَلَا = অতএব নয়, أُقْسِمُ = আমি শপথ করছি, بِالشَّفَقِ = সান্ধ্যকালীন লালিমার, وَالَّيْلِ = আর শপথ রাতের, وَمَا وَسَقَ = আর তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায়, وَالْقَمَرِ = এবং শপথ চাঁদের, اِذَا اتَّسَقَ = যখন তা পূর্ণতা লাভ করে, لَتَرْكَبُنَّ = অবশ্যই তোমরা আরোহন করবে বা অতিক্রম করবে,

www.pathagar.com

طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ[২] = ধাপে ধাপে, فَمَا لَهُمْ = অতএব তাদের কি হল, لَايُؤْمِنُوْنَ[৩]= তারা ঈমান আনে না, وَاِذَا= এবং যখন, قُرِئَ عَلَيْهِمْ= তিলাওয়াত করা হয় তাদের সামনে, لَايَسْجُدُوْنَ[৪]= তারা সিজদা করে না।

---

(১৬) অতএব না, আমি শপথ করছি সান্ধ্যকালীন লালিমার (১৭) আর রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় (১৮) এবং চাঁদের যখন তা পূর্ণতা লাভ করে (১৯) তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে আরোহন করবে। (২০) অতএব তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না! (২১) আর যখন তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না।

---

১. 'আশ-শাফাক'– অর্থাৎ সান্ধ্যকালীন লালিমা। হযরত আলী (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.) এমত পোষণ করেছেন। আল্লামা খলীল বলেন- সূর্য অস্তকালীন লাল আভা থেকে শুরু করে এশার নামাযের শেষ পর্যন্ত সবটুকুই 'শাফাক'। মুজাহিদ বলেনঃ পুরা দিবাকালটাই আয়াতে বুঝানো হয়েছে। আবদুর রাযযাক আবু হুরাইরা (রা.)-র বরাতে বলেন, এর দ্বারা দিনের শুভ্রতা বুঝানো হয়েছে। হাদীসঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ 'শাফাক' অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে। (মুসলিম)

২. 'তাবাকান আনতাবাক'– অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে সর্বশেষ মনযিলে পৌঁছবে। কাফিরদের ধারণা, মৃত্যুর শেষ হেঁচকির সাথে সাথেই তার সবকিছু শেষ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে যারা মুমিন, তারা মৃত্যুর পর কবরকে মনে করে একটি প্রতীক্ষাগার। তারা মৃত্যুর শেষ হেঁচকিকেই চূড়ান্ত মনযিল মনে করে না; বরং দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, এক সুনির্দিষ্ট সময়ে তাকে অবশ্যই তার রব-এর সামনে দাঁড়াতে হবে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য। সেদিন ইনসাফপূর্ণ বিচারের পর যে মনযিল লাভ হবে, সেটাই হচ্ছে চূড়ান্ত মনযিল। আমলের ভিত্তিতে কেউ কেউ লাভ করবে অফুরন্ত, সীমাহীন, নিরবচ্ছিন্ন সুখ; আর কেউ কেউ নিক্ষিপ্ত হবে দাউ দাউ করে জ্বলা প্রচন্ড অগ্নিকুন্ডে।

চূড়ান্ত মনযিল নির্ধারণে কাফিরদের ব্যর্থতা তুলে ধরার সাথে সাথে সঠিক ও

www.pathagar.com

চূড়ান্ত মনযিল পর্যন্ত পৌঁছার অবশ্যম্ভাবিতাকে প্রমাণের উদ্দেশ্যে ১৬-১৮ আয়াতে আল্লাহ্‌পাক সান্ধ্যকালীন লালিমা, রাতের অন্ধকার এবং সে সময় চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা সব জীব-জন্তুর গুটিয়ে সমবেত হওয়া এবং চাঁদের প্রথম উদয়কালীন সরু কাস্তের অবস্থা হতে পূর্ণিমার ষোলকলায় পূর্ণতা প্রাপ্তির শপথ করেছেন। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনশীলতার সাক্ষ্যদাতা এই চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ মানুষকে হুশিয়ার করেছেন যে, প্রতিনিয়ত পরিবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমে স্তরে স্তরে মানুষের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। উঠতে-বসতে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে মানুষ অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। উঠতে-বসতে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে মানুষ মাত্রই এই অমোঘ বিধানের অধীনে সচেতন বা অবচেতন অবস্থায় সফরের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অবশেষে তার পালনকর্তার সামনে পৌঁছে যাবে। মাতৃগর্ভে এক বিন্দু অপবিত্র পানির মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে- জমাট রক্ত, মাংসপিন্ড, অস্থি ও তার উপর পেশী সংযোজন, সুসামঞ্জশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ দুনিয়ায় আগমন, তারপর শৈশব, কৈশর, যৌবন, পৌঢ় ও বার্ধক্যের মনযিলসমূহ অতিক্রম করে মৃত্যুরূপী পর্দার অন্তরালে সে বিশ্রাম করবে। নির্দিষ্ট সময়ে আমলনামা হাতে নিয়ে মহাবিচার অনুষ্ঠানে হিসাব-নিকাশ পর্ব শেষ করে চূড়ান্ত মনযিল-জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছার মাধ্যমে শেষ হবে এই দীর্ঘ সফর। আমরা সকলেই এই দীর্ঘ সফরের মুসাফির।

হাদীসঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাঁধে এক হাত রেখে বললেনঃ তুমি দুনিয়াতে বসবাস কর একজন আগন্তুক বা মুসাফিরের ন্যায়। (বুখারীঃ ৬৪১৬)

৩. ১৬-১৯ আয়াতে গাফেল মানুষদেরকে তাদের সৃষ্টি থেকে শুরু করে ক্রমবিবর্তন-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত মনযিলের দিকে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ পাক বিস্ময় প্রকাশ করছেন যে, এতসব অকাট্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পরও মানুষের কি হল যে, তারা ঈমান আনছে না? কেন তারা এখনি নিজেদের প্রস্তুত করছে না হাশরের ময়দানের জন্য? কেন তারা সংগ্রহ করছে না চূড়ান্ত মনযিলের পাথেয়? কেন তারা মাথা নত করছে না আল্লাহর ভয়ে? এমন সুস্পষ্ট হেদায়াতপূর্ণ বাণী শুনেও তারা কেন কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে দেয় না?

www.pathagar.com

৪. 'লা ইয়াসজুদুন'- কাফিররা কুরআনের এমন সুমধুর বাণী শুনেও সিজদা করে না, নত করে দেয় না তাদের মাথা কৃতজ্ঞতাভরে। অধিকাংশ ইমামগণের মতে এ আয়াত তিলাওয়াত করলে, তিলাওয়াত শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব। হাদীসঃ আবু রাফে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরাইরা (রা.)-র পিছনে এশার নামায আদায় করছিলাম। তিনি নামাযে সূরা 'ইনশিকাক' পাঠকালে এই আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন। আমি নামায শেষে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ আমি আবুল কাসিম (সা.)-এর পিছনে এই আয়াতে সিজদা করেছি। সুতরাং তাঁর সাথে (হাশরের ময়দানে) সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ আয়াতে সিজদা করে যাব। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ)

হাদীস ঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমরা নবী করীম (সা.)-এর সাথে নামাযে সূরা ইনশিকাক ও সূরা ইকরা-তে সিজদা করেছি। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

بَلْ = বরং, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا = কাফিররা, يُكَذِّبُوْنَ = অস্বীকার করে, يُوْعُوْنَ[১] = তারা যা পোষণ করে, فَبَشِّرْهُمْ = অতএব আপনি তাদের সুসংবাদ দিন, بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ = নির্মম শাস্তির, اَجْرٌ = প্রতিদান, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ[২] = অফুরন্ত বা অশেষ।

---

(২২) বরং কাফিররা তা অস্বীকার করে (২৩) আর আল্লাহ খুব ভাল করে জানেন তারা যা পোষণ করে (২৪) অতএব আপনি তাদের নির্মম শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যেসব মানুষ ঈমান এনেছে এবং যথোপযুক্ত কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।

www.pathagar.com

১. মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, يوعون অর্থাৎ তারা অন্তরে যা কিছু লুকায়িত রাখে। তাদের সত্যবিমুখতা, কুফরী, হিংসা-বিদ্বেষ ও দুষ্ট মানসিকতা, সবই আল্লাহ্ খুব ভাল করে জানেন। মুকাতিল বলেন, তাদের সমুদয় গোপন আমল বুঝানো হয়েছে। ইবনে যায়েদ বলেন, তাদের সঞ্চিত ভাল ও মন্দ আমলের বিস্তারিত খবর আল্লাহ্ রাখেন।

২. غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- প্রতিদান প্রদানে সামান্যও কম করা হবে না। মুজাহিদ বলেন- বিনা হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। উভয়ের মতের সামঞ্জস্যশীল ব্যাখ্যা হচ্ছে- জান্নাতীদের জন্য নিয়ামতসমূহের শেষ-সমাপ্তিও নেই, নিষেধাজ্ঞাও নেই, আর নেই কোন হিসাব। অনুরূপ ইরশাদ হয়েছেঃ

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ - (سورة هود : ١٠٨)

অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে অফুরন্ত প্রতিদান দেয়া হবে। (হূদঃ ১০৮)

www.pathagar.com

৮৫. সূরা আল-বুরূজ

নামকরণঃ প্রথম আয়াতে اَلْبُرُوْجِ শব্দটিকেই এ সূরার নামরূপে নেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। (বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে দুরাইস, নাহ্হাস)

মক্কী জীবনে রসূলুল্লাহ (সা.) ও মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কিরাম যখন মুশরিক কাফিরদের কঠিন যুলুম-উৎপীড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন, ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য যখন তাদের উপর চালানো হচ্ছিল অকথ্য অত্যাচার, সেই সময় এ সূরাটি নাযিল করে তাদেরকে সান্তনা দেয়া হয়। সূরা 'আশ-শামস'-এর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

মূল বক্তব্য ঃ যুলুম-নিপীড়নের মুখে ঈমানের উপর অবিচল থাকলে তাদের জন্য উত্তম প্রতিফল প্রদানের প্রতিশ্রুতি, আর যালিমের উপর কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণের সতর্কবাণীই সূরাটির মূল বক্তব্য।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ঃ

১-৪ আয়াতে আকাশ, কিয়ামত দিবস ও সেদিনের দর্শক ও দৃষ্ট বস্তুর শপথ করে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন যে, গর্ত কর্তাগণ নিশ্চিত ধ্বংস হয়েছে।

৫-৭ আয়াতে 'আসহাবুল-উখদূদ' এর নৃশংস কার্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৮-৯ আয়াতে যালিমদের যুলুম করার কারণ দর্শানো হয়েছে। বলা হয়েছেঃ সত্যপন্থী লোকগুলির কেবলমাত্র এটাই অপরাধ ছিল যে, তারা ঈমান এনেছিল সেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি, যিনি আসমান-যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি সব রকম অত্যাচার-উৎপীড়নের করুণ দৃশ্যও দেখেন, আর দেখেন ধৈর্যধারণ কারীদেরকেও।

১০ নং আয়াতে মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের প্রতি যারা ফেতনা-ফাসাদের জাল বিস্তার করে, অতঃপর এই ঘৃণ্য কার্যকলাপ থেকে তওবা করে ফিরে আসে না, তাদের ভয়াবহ পরিণামের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

১১ নং আয়াতে ধৈর্যশীল মুমিন-মুমিনাতকে সান্তনা দিয়ে বলা হচ্ছেঃ চরম অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখে যারা দৃঢ়পদ থাকবে, ঈমানের অমূল্য সম্পদ বিসর্জন দিবে না এবং ইসলামী আন্দোলন দৃঢ়পদে পরিচালনা করবে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

১২-১৬ আয়াতে যালিমদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছেঃ আল্লাহর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর ও অমোঘ। তিনি আরশের মালিক। যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন ও করতে পারেন- তা তোমাদের ন্যায় যতই নিষ্ঠুর ও শক্তি গর্বে মত্ত জাতির বিরুদ্ধেই হোক না কেন। তবে তোমরা যদি তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আস, তাহলে তাঁকে পাবে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও প্রেমময়।

১৭-১৮ আয়াতে নির্বোধ কাফির মুশরিকদের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ফিরাউন ও সামূদ জাতিদ্বয়ের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। বিশাল ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর গর্বে গর্বিত জাতিদ্বয় যেমন আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি পায়নি; তেমনি তওবা করে ফিরে না আসলে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে- ভোগ করতে হবে অনুরূপ পরিণতি।

১৯-২২ আয়াতে কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপ করার হীন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত কাফিরদের জ্ঞাত করা হয়েছে যে, তোমাদের সকল প্রকার কূটকৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য। কুরআনকে যাবতীয় মিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমার প্রক্রিয়া এমন নিখুঁত-নির্ভুল যে, সারা দুনিয়াবাসী একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা চালালেও তার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারবে না। মূল কুরআনকে আমি সংরক্ষণ করেছি সপ্ত আসমানের উপর এক মহা সুরক্ষিত ফলকে, আর এর নাযিল পদ্ধতিতে এমন কঠোর সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে যার ইরশাদ রয়েছেঃ "তখন তিনি তাঁর (পয়গাম বাহকের) সম্মুখে ও পশ্চাতে ফেরেশতাদের কঠিন প্রহরাধীন অবস্থায় (গায়েবের) পয়গাম প্রেরণ করেন।" (জিনঃ ২৭)

www.pathagar.com

৮৫. সূরা আল-বুরূজ

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ২২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ① وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ② وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ③

وَالسَّمَاءِ = আকাশের শপথ, ذَاتِ الْبُرُوْجِ[১]= বুরূজবিশিষ্ট, وَالْيَوْمِ= আর দিনের (কিয়ামত দিবসের), الْمَوْعُوْدِ = ওয়াদাকৃত, প্রতিশ্রুত, وَشَاهِدٍ[২]= এবং দর্শকের, وَّمَشْهُوْدٍ = আর পরিদৃষ্ট বস্তুরও (শপথ)।

---

(১) আর শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের (৩) আর দর্শক ও পরিদৃষ্ট বস্তুর।

---

১. 'যাতিলবুরূজ' এর মূল শব্দ 'বারাজ' অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ বা আকাশ মন্ডলে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্ররাজি। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান বসরী, সুদ্দী ও দাহহাক প্রমুখ মুফাসসিরগণ এমত পোষণ করেছেন। এর অন্য অর্থ হচ্ছে- বিশাল সুরক্ষিত দুর্গসমূহ। সূরা নিসাঃ ৭৮ আয়াতে এ অর্থেই ইরশাদ হয়েছেঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ -

অর্থাৎ "তোমরা যেখানেই অবস্থান কর- মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই; যদি তোমরা সুরক্ষিত দুর্গসমূহেও অবস্থান কর।" ইয়াহ্ইয়া ইবনে রাফে, মুজাহিদ, ইকরামা ও অন্যান্য মুফাসসির এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, 'বুরূজ'- আকাশে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের অবস্থানের জন্য নির্ধারিত সুরক্ষিত প্রাসাদসমূহ।

আবু উবাইদা, ইবনে জারীর ও ইয়াহইয়ার মতে, 'বুরূজ' দ্বারা চন্দ্র-সুর্যের গতিপথের বিভিন্ন মনযিল বুঝানো হয়েছে। এদের সংখ্যা মোট বারটি। সূর্য প্রতি

www.pathagar.com

মাসে একটি করে 'বারাজ' অতিক্রম করে, আর চন্দ্র অতিক্রম করে প্রতি সোয়া দুই দিনে একটি বারাজ।

২. 'আশ-শাহিদ' - শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্যদাতা। হাদীস শরীফে এর বিভিন্ন র্অথ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ 'ইয়াওমুল মাওউদ' হচ্ছে ক্বিয়ামত দিবস, আর 'শাহিদ' হচ্ছে জুমুআর দিন। এ দিনের মত এমন মর্যাদাশীল দিন আর নেই। এই দিনে এমন একটি বিশেষ সময়- ক্ষণ রয়েছে, যখন মুমিন বান্দা যে দোয়া করে তা কবুল করা হয় এবং যেসব ক্ষতি থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে তা থেকে আল্লাহ্ নিরাপদ আশ্রয় দান করেন। (তিরমিযী, বায়হাকী, ইবনে জারীর থেকে ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে হুমাইদ) হাদীসঃ আবু মালেক আল-আশতারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ 'ইয়াওমুল মাওউদ' হচ্ছে-কিয়ামত দিবস, আর 'শাহিদ' হচ্ছে জুমুআর দিন, আর মাশহূদ হচ্ছে আরাফাতের দিন। (ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া)

অন্য অর্থে শাহিদ হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.) আর 'মাশহূদ' হচ্ছে কিয়মত দিবস। অনুকুলে হাদীসঃ কোন এক ব্যক্তি হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে শাহিদ ও মাশহূদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনে বলেনঃ আপনি কি ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? উত্তরে লোকটি বলেন, হাঁ, ইবনে উমার ও ইবনে যুবাইর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁরা বলেন, কোরবানীর দিন (শাহিদ) এবং জুমুআর দিন (মাশহূদ)। তখন হাসান (রা.) বলেনঃ এমনটি নয়। বরং আসল অর্থ হচ্ছে- শাহিদ হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا অর্থাৎ "এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষী হিসাবে (কিয়মতের দিন) উপস্থিত করব।"(সূরা নিসাঃ ৪১)

আর 'মাশহূদ' হচ্ছে কিয়মত দিবস। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ -

"আর এটাই হচ্ছে সকলের উপস্থিতির দিন।" [হূদঃ ১০৩] (আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া)

এর অপর অর্থ নিম্নরূপঃ ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির প্রমুখ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বলেনঃ

www.pathagar.com

'আশ্-শাহিদ' হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্, আর মাশহূদ হচ্ছে কিয়ামত দিবস।

আলোচনাব ধারাবাহিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে- 'আশ-শাহিদ' বলতে হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে; আর 'মাশহূদ' বলতে কিয়ামত দিবসকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ, ইকরামা, দাহহাক, ইবনে নুজাইহ এবং আরো কতিপয় মুফাস্‌সির এ মত প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্নঃ (১) বুর্জশালী আকাশ (২) কিয়ামত দিবস এবং (৩) শাহিদ ও মাশহূদের শপথ করার মধ্যে কি তাৎপর্য নিহিত আছে এবং শপথের জওয়াব কি?

উত্তরঃ সূরার মূল বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্যই এ তিনটি বিষয়ের শপথ কবা হয়েছে। (১) বুর্জশালী আকাশের একচ্ছত্র অধিপতি, নিরংকুশ শক্তির মালিক, সারা বিশ্বলোকের একমাত্র নিয়ন্তা মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে অসহায় মানুষ কিছুতেই নিস্তার পেতে পারে না। (২) প্রতিশ্রুত সে দিনটির আগমন অনিবার্য। এ দুনিয়ায় স্বেচ্ছাচার হয়ে যতই যুলুম-নির্যাতন চালাক না কেন, আগাম সংবাদ প্রদত্ত এই দিনটিতে সকল যালিমকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে এবং মযলুমদের ফরিয়াদ শুনে তাদের পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হবে। (৩) যালিমরা তদানীন্তন মুমিনদেরকে যেমনভাবে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্মম দৃশ্য কৌতুক সহকারে দেখেছিল, বদলাস্বরূপ সেদিন তেমনিভাবে যালিমদের জাহান্নামের প্রচন্ড আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলার দৃশ্য আনন্দের সাথে অবলোকন করবে মুমিনগণ।

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ④ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ⑤ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ⑥ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ⑦

قُتِلَ = ধ্বংস হয়েছে, اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ = গর্ত কর্তারা, النَّارِ = আগুন, ذَاتِ الْوَقُوْدِ = দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন, اِذْهُمْ = যখন তারা, عَلَيْهَا = গর্তের কিনারায়, قُعُوْدٌ = উপবিষ্ট, وَهُمْ = আর তারা, مَايَفْعَلُوْنَ = তারা যা কিছু করছিল, بِالْمُؤْمِنِيْنَ = মুমিনদের সাথে, شُهُوْدٌ = দেখছিল।

www.pathagar.com

(৪) ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা (৫) (যে গর্তসমূহে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ভর্তি ছিল (৬) যখন তারা গর্তের কিনারায় উপবিষ্ট ছিল (৭) আর মুমিনদের প্রতি যা কিছু (নিষ্ঠুর আচরণ) করা হচ্ছিল, তা দেখছিল।

শানে নুযুল ঃ হাদীস ঃ আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রহ.) হযরত সুহাইব আর-রূমী (রা.)-র বরাতে বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন রাজা ছিল যার দরবারে ছিল এক যাদুকর। যাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হলে সে রাজাকে বলল, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, মৃত্যু আমার দ্বারপ্রান্তে। সুতরাং আমাকে একটি (চতুর) বালক দিলে আমি তাকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতাম। সেমতে তাকে একটি বালক দেয়া হল। বালকটির যাদুকরের নিকট আসা-যাওয়ার পথে বাস করত একজন ঈসায়ী ধর্মযাজক (পাদ্রী)। বালকটি প্রায়ই তার কাছে বসত এবং তার কথা শুনত। ফলে সে শীঘ্রই পাদ্রীর কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে (তখন খৃষ্ট ধর্মই ছিল আল্লাহর মনোনীত সত্য ধর্ম) পাদ্রীর কাছে দীক্ষা গ্রহণকালে সময় ব্যয় হওয়ার ফলে যাদুকরের কাছে পৌঁছতে তার বিলম্ব হত। এ কারণে যাদুকর তাকে প্রহার করত। সে জিজ্ঞেস করত, কে তাকে আটকে রেখেছিল? (বালকটি ঘটনা পাদ্রীকে জানালে) পাদ্রী বিষয়টি বুঝতে পেরে তাকে উপদেশ দিলঃ যদি যাদুকর তোমাকে মারতে চায় তাহলে বলবে, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যদি অভিভাবকরা তোমাকে মারতে চায়, তাহলে বলবে, যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল।

একদিন বালকটি দেখল, এক বিশালকায় হিংস্র জন্তু (সিংহ) লোক চলাচলের পথ আগলে রেখেছে, ফলে মানুষের চলাচল সম্ভব হচ্ছে না। বালকটি মনে মনে ভাবল, আজ একটি পরীক্ষা করার সুযোগ এসেছে। পাদ্রীই আল্লাহর প্রিয়জন না জাদুকর? বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন বালকটি একটি পাথর হাতে নিয়ে বললঃ আল্লাহুম্মা! যদি এ পাদ্রীই আপনার নিকট অধিক প্রিয়পাত্র হয় এবং যাদুকরের চেয়ে তার কাজ আপনি অধিক পছন্দ করে থাকেন, তাহলে জন্তুটি যেন এই প্রস্তরাঘাতেই মারা যায় (আর যদি যাদুকর আপনার প্রিয়পাত্র হয়ে থাকেন, তাহলে যেন জন্তুটি না মরে)। অতঃপর সে পাথরটি নিক্ষেপ করতেই তার আঘাতে জন্তুটি মারা গেল এবং লোক চলাচল সম্ভব হল। তখন বালকটি এ ঘটনা পাদ্রীকে জানালে সে বললঃ 'হে আমার সন্তান! তুমি আমা হতে উত্তম।

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে তুমি শীঘ্রই কঠিন পরীক্ষার সন্মুখীন হবে। সাবধান! কঠিন মসীবতে পড়লেও আমার বিষয়ে কাউকে জানাবে না।

পাদ্রীর নিকট শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে বালকটি নানা প্রকার কারামাতের অধিকারী হল। সে অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে লাগল। সে সময় রাজ-দরবারের এক সভাসদ অন্ধ হয়ে যায়। খবরটি অন্ধের কাছে পৌঁছলে সে বহু মূল্যবান উপঢৌকন সহ বালকের নিকট উপস্থিত হয়ে বলে- আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারলে তোমাকে এসব উপহার দেব। বালকটি বললঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করতে পারি না। মহিমান্বিত আল্লাহই কেবল সকলকে রোগমুক্তি দান করেন। যদি তুমি তাঁর প্রতি ঈমান আন, তাহলে আমি তাঁর সমীপে দোয়া করলে হয়তো তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। তখন অন্ধটি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। বালকটি আল্লাহর নিকট দোয়া করলে লোকটি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে যখন রাজ-দরবারে তার নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করল, তখন রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিল? সে বলল, আমার রব। রাজা বললঃ আমিই তো তোমার রব। লোকটি বলল, আমার ও তোমার রব হচ্ছেন- আল্লাহ। রাজা বললঃ আমি ছাড়াও কি তোমার জন্য কোন রব আছে? লোকটি পূর্ববৎ উত্তর দিল এবং এ বিশ্বাসের উপর অটল রইল। শুরু হল তার উপর অকথ্য অত্যাচার। এক পর্যায়ে লোকটি ঐ বালকের ঘটনা রাজাকে সবিস্তারে জানাল। তৎক্ষণাৎ বালকটিকে রাজার সমীপে হাযির করা হল। রাজা প্রশ্ন করলঃ হে বৎস! কে তোমায় এমন যাদু শিখিয়েছে যার ফলে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করে থাক? উত্তরে বালকটি বললঃ আমি কাউকেও আরোগ্য দান করতে পারি না, বরং সকলকেই আরোগ্য দান করেন মহামহিমান্বিত আল্লাহ। রাজা বললঃ আমি কি সেই আল্লাহ নই? বালকটি বললঃ না। রাজা বললঃ আমি ছাড়া কোথায় সেই রব? উত্তরে সে বললঃ আল্লাহই হচ্ছেন তোমার-আমার রব। তখন তার উপর কঠিন নির্যাতন শুরু হল। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বালকটি ঐ পাদ্রীর খবর রাজাকে জানাল। সংগে সংগে পাদ্রীকে রাজার সামনে উপস্থিত করা হলে রাজা তাকে হুকুম দিলঃ তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর। পাদ্রী তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তার মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে

www.pathagar.com

করাত চালিয়ে তাকে দ্বিখন্ডিত করা হয়। এরপর অন্ধ লোকটিকে (সভাসদকে)-ও তার ধর্ম ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলে সেও ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করে। তখন তার মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে করাত চালালে সেও দ্বিখন্ডিত হয়ে যমীনে পড়ে যায়। এরপর বালটিকেও তার দীন ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলে সে অস্বীকার করে।

তখন তাকে কতিপয় লোকের হাওলা করে এক পর্বতে পাঠানো হয়। দলপতিকে নির্দেশ দেয়া হয়- যখন সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহন করবে তখন তাকে শেষবারের মত তার দীন ত্যাগের আবেদন জানাবে। যদি অস্বীকার করে, তাহলে তাকে সেখান থেকে নীচে ফেলে দেবে। বালটিকে নিয়ে লোকগুলি পর্বতের শৃঙ্গে পৌঁছলে সে দোয়া করলঃ আল্লাহুম্মা! আপনি যে কোন পন্থায় এদের ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করুন। সংগে সংগে পর্বতে প্রচন্ড কম্পন শুরু হল। ফলে সবাই নীচে পড়ে (হালাক হয়ে) গেল। আর বালকটি নিরাপদে ফিলে এল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলঃ তোর সহগামীরা তোর বিষয়ে কি করল? বালকটি বললঃ আল্লাহপাক আমাকে তাদের ক্ষতি থেকে হেফাজত করেছেন। এরপর তাকে কতগুলি লোকের সাথে ছোট জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে গভীর সমুদ্রে পাঠান হল। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলঃ গভীর সমুদ্রে পৌঁছে তাকে তার দীন ত্যাগের নির্দেশ দেবে। অমান্য করলে তাকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করবে। সেমতে ব্যবস্থা গ্রহণকালে বালকটি দোয়া করলঃ আল্লাহুম্মা! আপনি যেভাবে ইচ্ছা আমাকে এদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। তখন সবাই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হল এবং বালকটি নিরাপদে ফিরে হল। রাজা জিজ্ঞেস করলঃ তোর সহযোগীরা তোর বিষয়ে কি ব্যবস্থা নিল? সে বললঃ আল্লাহ আমাকে তাদের ক্ষতি থেকে হেফাযত করেছেন।

অতঃপর সে রাজাকে বললঃ আমাকে কতল (হত্যা) করার যে পন্থা আমি বাতলিয়ে দেই, সেই পন্থা না করলে আমাকে কতল করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজা বললঃ কি পন্থা। বালকটি বললঃ একটি উন্মুক্ত ময়দানে গাছের কান্ডের সাথে আমাকে লটকিয়ে দাও। তারপর আমার তূনীর থেকে একটি তীর নিয়ে এই বলে নিক্ষেপ করঃ 'বিসমিল্লাহি রব্বিল গোলাম'। এরূপ পন্থা অবলম্বন করলে তবেই আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

অতঃপর তার নির্দেশমত একটি তীর ধনুকে জুড়ে নিক্ষেপকালে বলা হলঃ 'বিসমিল্লাহি রব্বিল গোলাম'। তীরটি বালকের কোমরে বিদ্ধ হলে সে তার হাত তীরবিদ্ধ স্থানে চেপে ধরল এবং মৃত্যু বরণ করল। এদৃশ্য অবলোকন করে সমবেত জনতা সমস্বরে ঘোষণা দিলঃ আমরা ঈমান আনলাম 'রব্বুল গোলাম'-এর প্রতি। রাজাকে বলা হল, যে মহা বিপদের ভয় তুমি করতে, আল্লাহ তাই ঘটিয়ে দিলেন। জনসাধারণ একযোগে ঈমানদার হয়ে গেল। অবস্থাদৃষ্টে রাজা প্রধান রাজপথের পার্শ্বে গর্ত খনন করার হুকুম দিল। পথিপার্শ্বে বড় বড় গর্ত খনন করা হল এবং সেগুলিতে আগুন জ্বালানো হল। তারা অমূল্য ধন ঈমান ত্যাগ করতে অস্বীকার করল এবং স্বেচ্ছায় অগ্নিগহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের মধ্য হতে দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ একটি মহিলা নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুটি (আল্লাহ প্রদত্ত বাকশক্তি লাভ করতঃ) বললঃ হে আমার মাতা! সবর এখতিয়ার করুন এবং আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। নিঃসন্দেহে আপনি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। (আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ অনুরূপ হাদীস উধৃত করেছেন) খুব সম্ভব রাজার নাম ছিল ইউসুফ জু-নওয়াস আর কারামতপ্রাপ্ত বালকটির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে তামের। ঘটনাটি ঘটেছিল ইয়েমেনে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাতে ইবনে কাসীর লিখেছেন- দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা.)-র শাসনামলে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ভূমি খননকালে ঐ বালকের লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। তীরটি যে স্থানে বিদ্ধ হয়েছিল, কোমরের ঠিক সেই স্থানে হাত রাখা অবস্থায় তাকে উপবিষ্ট দেখা যায়। হাতটি সরিয়ে দিলে দেখা যায়, সে ক্ষতস্থান থেকে টাটকা রক্ত ঝরছে। হাতটি পুনরায় ক্ষতস্থানে রাখলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার আংটিতে লেখা ছিলঃ رَبِّىَ اللّٰهُ। -খলীফার নির্দেশে পূর্বের অবস্থায় তাকে আবার দাফন করা হয়।

গর্তে অগ্নিকুন্ডের ঘটনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অনেক বারই সংঘটিত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত অপর ঘটনায় জানা যায় যে, পারস্যের এক রাজা নেশাগ্রস্ত হয়ে সহোদরা বোনের সংগে ব্যভিচার করে। ঘটনাটি সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হতে থাকলে স্বীয় কুকর্ম বিধিসম্মত করার উদ্দেশ্যে সে ফরমান জারি করে যে আল্লাহ সহদোরার সাথে বিবাহ বৈধ

www.pathagar.com

করে দিয়েছেন। কিন্তু জনসাধারণ এ ফরমান দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে শুরু হয় অমান্যকারীদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন। এমনকি এক পর্যায়ে গর্তভর্তি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয় অবাধ্যদেরকে। (ইবনে জারীর)

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ইরাকের ব্যাবিলন শহরে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে জারীর ও আবদ ইবনে হুমাইদ বলেনঃ ব্যাবিলনের এক রাজা বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে বল প্রয়োগ করে। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মে দীক্ষিত ছিল। যারা ধর্ম ত্যাগে অস্বীকৃতি জানায় তাদের উপর চালানো হয় দুঃসহ নিপীড়ন। এক পর্যায়ে তাদেরকে আগুনে ভর্তি গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

চতুর্থ ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান সউদী আরবস্থ 'নাজরান' এলাকায়। ইবনে জারীর, ইবনে হিশাম, ইবনে খালদুন, ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনার বিবরণ দেন। ইয়েমেনে এক বাদশাহ তুরান আসয়াদ আবু কারেব একবার মদীনায় গিয়ে ইহুদীদের সংস্পর্শে আসে এবং সেই ধর্ম কবুল করে। দেশে প্রত্যাবর্তনকালে সে বানু কুরাইযার দুজন বিখ্যাত ইহুদী আলেমকে সংগে নিয়ে আসে এবং তার দেশে ব্যাপকভাবে ইহুদী ধর্মের প্রচার প্রসার ঘটায়। নাজরান তখন ছিল ঈসায়ী ধর্মের কেন্দ্রভূমি। বাদশাহ তুরানের উত্তরাধিকারী তদীয় পুত্র ইহুদী ধর্মের প্রসার ও খৃষ্টান ধর্মের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে নাজরানের উপর আক্রমণ চালায় এবং এলাকাটি দখল করে নেয়। সর্বসাধারণকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণের আহবান জানালে তারা দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন বিরাট বিরাট গর্তে আগুন জ্বালিয়ে লোকদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করে ভস্ম করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের প্রায় ৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছিল। দাওস যু-সালবান এক নাজরানবাসী পালিয়ে হাবাশায় যায়। হাবশায় তদানীন্তন বাদশাহ রোমান সম্রাট কাইজারের সমর্থনে ৭০ হাজার সৈন্য ইয়েমেন আক্রমনের জন্য প্রেরণ করে। যুদ্ধে যু-নাওয়াস নিহত হয় এবং পুরা ইয়েমেন হাবশার খৃষ্টানরাজ্যে পরিণত হয়। নাজরান পুনরায় খৃষ্ট ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময় তারা সেখানে কা'বার আকৃতিতে একটি ঘর তৈরি করে তাকেই মক্কার কা'বার পরিবর্তে নাজরানের কা'বা বলে চালাতে চেষ্টা করে। এই কাবার পরিচালকত্রয় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংগে বিতর্কের উদ্দেশ্যে মদীনায় এসেছিল।

www.pathagar.com

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑧ الَّذِىْ لَهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ⑨ اِنَّ
الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ⑩

وَمَا نَقَمُوْا = আর তারা (অন্য কোন কারণে) প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি, اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا = কেবলমাত্র এজন্য যে, ঈমান এনেছিল, بِاللهِ = আল্লাহর উপর, الْعَزِيْزِ = মহাপরাক্রমশালী, الْحَمِيْدِ = সুপ্রশংসিত, الَّذِىْ لَهٗ = সেই সত্তা, যাঁর জন্য, مُلْكُ = রাজত্ব, السَّمٰوٰتِ = আকাশ মন্ডল, الْاَرْضِ = যমীন, وَاللّٰهُ = আর আল্লাহ, عَلٰى كُلِّ = প্রত্যেক বিষয়ের উপর, شَهِيْدٌ = দৃষ্টি রাখেন, اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا = যারা যুলুম-পীড়ন করেছে, الْمُؤْمِنِيْنَ = ঈমানদার পুরুষদেরকে, وَالْمُؤْمِنَاتِ = এবং ঈমানদার মহিলাগণকে, ثُمَّ = অতঃপর, لَمْ يَتُوْبُوْا[১] = তওবা করেনি, فَلَهُمْ = তবে তাদের জন্য রয়েছে, عَذَابُ جَهَنَّمَ = জাহান্নামের আযাব, وَلَهُمْ = অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে, عَذَابُ الْحَرِيْقِ[২] = ভস্ম হওয়ার যাতনা।

---

(৮) আর তারা কেবলমাত্র এজন্যই তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল যে, তারা ঈমান এনেছিল সেই সত্তার প্রতি যিনি মহাপরাক্রমশালী ও সুপ্রশংসিত। (৯) তিনিই সেই সত্তা, যার জন্য আকাশমন্ডল ও যমীনের পূর্ণ মালিকানা। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখেন। (১০) যারা ঈমানদার নর-নারীর উপর যুলুম-উৎপীড়ন করেছে অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে ভস্ম হওয়ার যাতনা।

---

১. 'লাম ইয়াতূবু'- অর্থাৎ মুমিন-মুমিনাতকে যুলুম-উৎপীড়ন করার পর যেসব ফেতনাকারী তওবা করেনি, তাদের জন্যই জাহান্নামের দহনযন্ত্রনাসহ সব রকম আযাবের দুঃসংবাদ ঘোষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ওলীগণকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিরাও যদি তওবা করে, তবে

www.pathagar.com

তাদের জন্য আযাবের উল্লেখ উক্ত আয়াতে নেই, বরং তওবাকারীরা আল্লাহকে পাবে প্রেমময় হিসাবে- এ সুসংবাদ এই সূরার ১৪ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, وهو الغفور الودود- অর্থাৎ 'আর তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়'। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, এমন জঘন্য অপরাধ করেও যদি তওবা করা হয়, তাহলে কেবল আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষাই পাওয়া যাবে না, বরং আল্লাহর প্রেমাস্পদ হওয়ার মত সৌভাগ্যও লাভ হবে। তাই নিঃসন্দেহে তওবার ফায়দা অপরিসীম। কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। সেই তো উত্তম যে ভুল করবে আর সংগে সংগে তওবা করবে।

বান্দা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে, আর আল্লাহ মাফ করে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করবেন। এমনকি বান্দা যদি গুনাহ না করত, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোন নতুন জাতি সৃষ্টি করতেন- যারা গুনাহ করত, তওবা করত; আর বার বার আল্লাহর কাছে মাফ চাইত এবং আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন।

হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে তিনি তোমাদের সরিয়ে নিতেন এবং তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতিকে পাঠাতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইত, অতঃপর আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন। (মুসলিম) আবু আইয়ূব খালিদ ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই এমন জাতি সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করত অতঃপর মাফ চাইত আমার কাছে, আর আমি তাদের মাফ করে দিতাম। (মুসলিম)

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে- বান্দা তওবা করলে আল্লাহ যে কত খুশী হন তার একটি উপমা দেয়া হয়েছে। যেমন- এক মরুচারী তার উটের পিঠে এক মশক পানি ও থলে ভর্তি কিছু খেজুর নিয়ে মরুপথে যাত্রা করল। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে তার খাদ্য-পানীয়সহ উটটি হারিয়ে যায়। বিশাল মরুভূমিতে উটের তালাশ করে লোকটি একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে। একটি গাছের ছায়ায় ক্লান্তিতে চোখ দুটি বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে সে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে।

www.pathagar.com

হঠাৎ সে চোখ মেলে দেখে, হারিয়ে যাওয়া সেই উট তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লাফ দিয়ে সে উটের লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠেঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার রব তুমি আমার বান্দা।" অথচ তার বলা উচিৎ ছিল, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তুমি আমার রব।' তাঁর বান্দা যখন তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসে, তখন আল্লাহ্ তওবাকারীর উপর ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা পুনরায় ফিরে পায়। (বুখারী, মুসলিম)

তওবা কবুল হওয়ার শর্ত তিনটি ঃ

(১) তওবাকারীকে গুনাহের কাজ সংগে সংগে বন্ধ করতে হবে (২) কৃত গুনাহের জন্য তাকে ভীষণভাবে অনুতপ্ত হতে হবে (৩) পুনরায় ঐ গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। যদি গুনাহটি বান্দার সম্পর্কিত হয়, তাহলে অতিরিক্ত শর্ত হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে যে কোনভাবেই হোক মাফ নিতে হবে- তা পাওনা পরিশোধ করেই হোক অথবা ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে আরোপিত শাস্তি ভোগ করেই হোক।

সূরা নিসার ১৭-১৮ আয়াতে তওবা কবুলের শর্ত অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ "সে সব ব্যক্তির তওবা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্বে যারা অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করে ফেলার পর অনতিবিলম্বে তওবা করে। সুতরাং এসব লোকের তওবাই আল্লাহ কবুল করা হবে না, যারা হরহামেশা পাপ করা অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু উপনীত হয়। (মৃত্যুকালে) সে বলে, আমি এখন তওবা করছি, আর ঐ সমস্ত লোকদের তওবাও কবুল করা হবে না, যারা কুফরী হালতেই মারা যায়।" পাপে লিপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরই আল্লাহকে স্মরণ করে তা থেকে তওবা করে ফিরে আসলে এবং পুনরায় ঐ কাজে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেবেন।

চরম বিপর্যস্থ ও নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজে আমরা অহর্নিশ পাপে নিমজ্জিত। নিস্পাপ নবী করীম (সা.) যাঁর আগে-পরের যাবতীয় গুনাহ্ মাফের ঘোষণা

www.pathagar.com

দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনিও প্রতিদিন সত্তর থেকে একশতবার তওবা করতেন। অনুকূলে হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন সত্তর বারেরও অধিক তওবা করি এবং আল্লাহ নিকট গুনাহ মাফ চাই। (বুখারী) আম্মার ইবনে ইয়াসার আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিদিন একশত বার তওবা করতেন। আমাদের মত গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের প্রতিদিন কত শতবার তওবা করা উচিত- তা আমরা ভেবে দেখেছি কি?

২. 'আযাবুল হারীক' - অর্থাৎ যন্ত্রনাময় আযাব ভোগ করবে ঐসকল পাপী, যারা মুমিন- মুমিনাতকে পীড়ন দিয়েছিল কিন্তু তা থেকে তওবা করেনি। তাদের জন্য দুই ধরনের আযাব- যেমন জাহান্নামের আযাব এবং ভস্ম হওয়ার আযাব দেয়া হবে। সম্ভবত জাহান্নামের আযাব বলতে আগুনের আযাব ছাড়াও সেখানে বিষধর সাপ-বিচ্ছুর দংশন, শিকল-বেড়ী পরিধান, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পান, যাককুম বৃক্ষ ভক্ষণ ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আর 'আযাবুল হারীক' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, জাহান্নামের সাধারণ আগুনের চেয়ে অধিক দাহ্যশক্তি সম্পন্ন কঠিনতম আগুনের আয়োজন করা হবে ঐসব গর্তকর্তাদের জন্য, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর বন্ধুদের জীবন্ত আগুনে ভস্ম করেছিল। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, জাহান্নামে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার চিরস্থায়িত্বের উপর জোর দেয়ার জন্য 'আযাবুর হারীক' ব্যবহার করা হয়েছে।

ইবনে আবি হাতিম- রবী ইবনে আনাসের বরাতে আরো একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। রিওয়ায়েতটি নিম্নরূপঃ সত্য ধর্মাবলম্বীরা ধর্ম ত্যাগের অস্বীকৃতি জানালে যালিমরা যখন তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করার পরিকল্পনা করছিল, ঠিক সেই সময় আল্লাহর ফয়সালা ছিল এর উল্টো। মুমিনদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করলে অগ্নিস্পর্শিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাদের আত্মা কবয করেন। ফলে মুমিনগণ দহন যাতনা মোটেই অনুভব করেনি। তাই ঘটনাস্থলে তাদের অনুভূতিহীন মৃতদেহই কেবল আগুনে ভস্ম হয়েছিল। অতঃপর অগ্নিকুন্ডলী বিশাল আকার ধারণ করে এবং তাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। ফলে আগুন সারা জনপদে ছড়িয়ে পড়ে, আর জীবন্ত দগ্ধ করে সেই সকল নরপিশাচদেরও।

www.pathagar.com

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿١١﴾ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا = নিশ্চিত যারা ঈমান এনেছে, وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ= এবং যথোপযুক্ত (নেক) কাজ করেছে, لَهُمْ= তাদের জন্য রয়েছে, تَجْرِىْ = প্রবাহিত রয়েছে, مِنْ تَحْتِهَا = এর তলদেশ দিয়ে, الْاَنْهٰرُ= নহরসমূহ, ذٰلِكَ = এটা, الْفَوْزُ = সাফল্য, الْكَبِيْرُ= শ্রেষ্ঠ, اِنَّ= নিশ্চিত, بَطْشَ[১]= পাকড়াও, رَبِّكَ= আপনার রব, لَشَدِيْدٌ= বড়ই শক্ত, يُبْدِئُ[২]= প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, وَيُعِيْدُ[৩] = এবং পুনর্বার অস্তিত্ব দান করবেন, الْغَفُوْرُ[৪]= ক্ষমাশীল, الْوَدُوْدُ[৫]= প্রেমময়, ذُو الْعَرْشِ[৬]= আরশের অধিপতি, الْمَجِيْدُ= সম্মানিত, فَعَّالٌ[৭] = তা-ই করেন, لِّمَا يُرِيْدُ = যা তিনি করতে চান।

---

(১১) যারা ঈমান এনেছে এবং যথোপযুক্ত (নেক) কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাফল্য। (১২) (হে রাসূল) নিঃসন্দেহে আপনার রব-এর পাকড়াও বড়ই শক্ত। (১৩) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনর্বার অস্তিত্বদান করবেন। (১৪) আর তিনি ক্ষমাশীল-প্রেমময় (১৫) আরশের অধিপতি ও সম্মানিত (১৬) তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

---

১. 'বাতশা রব্বিকা'– অর্থাৎ হে রসূল! আপনি মুমিনদের জানিয়ে দিন, ইকামতে দীনের বিরোধিতা যারা করছে, কুরআনের মিশনকে বানচাল করার জন্য যারা কোমর বেঁধে লেগেছে, তারা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর কঠিন মুষ্ঠিতে অত্যন্ত অসহায়ভাবে পাকড়াও হবে। সুতরাং তোমাদের উপর তারা ফেতনা-ফাসাদের যতই তান্ডবলীলা চালাক না কেন, একদিন অবশ্যই তাদের উপর কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। আর হে রসূল! আপনি কাফিরদেরকেও জানিয়ে

দিনঃ তোমরা ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে ধরাকে সারা জ্ঞান করছ; কিন্তু নিশ্চিত জেনে রেখ- আল্লাহর কঠিন পাকড়াও থেকে মোটেই নিস্তার নেই।

২. 'ইউবদিয়ু'– আদিতে সারা সৃষ্টিলোকের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ জাল্লা শানুহু অন্তহীন শূণ্যতার মাঝে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনেন বিরাট-বিশাল ভূমন্ডল ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছুকেই কোন নমুনা-নিশানা ছাড়াই, কোন উপকরণ-উপাদান ছাড়াই। কেবল 'কুন ফাইয়াকুন'-এর কুদরতে তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।

৩. يُعِيدُ– প্রথমবার শিংগায় ফুক দিলে সারা সৃষ্টিজগত ধ্বংস হয়ে যাবে কেবল মাত্র আল্লাহ যা কিছু ধ্বংস থেকে হেফাযত রাখতে চান সেগুলি ছাড়া। আল্লাহর হুকুমে যখন দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিলীন ও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়া সকল সৃষ্টিকেই পুনর্বার অস্তিত্বে ফিরিয়ে আনবেন তিনিই।

৪. 'আল-গাফুর'- ক্ষমাশীল। লোকদের মনে আশার সঞ্চার করা হয়েছে যে, তোমাদের রব বড়ই ক্ষমাশীল। খালেস দিলে তওবা করলে গুনাহর বোঝা গগনচুম্বীও যদি হয়, আর তা যদি হয় শিরকমুক্ত, তবে আল্লাহ সবই মাফ করে দেবেন। হাদীসে কুদসীঃ আনাস (রা.) বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি গগনচুম্বীও হয়ে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আস- এমতাবস্থায় যে, তুমি আমার সংগে কাউকে শরীক করনি তাহলে আমিও সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমাকে দেখা দিব। (তিরমিযী)

৫. 'আল-ওয়াদূদ'– অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অতীব প্রেমময়। আল্লাহর ওলীগণকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে তামাশা দেখছিল যে সমস্ত নরপিশাচের দল, তাদেরকে তওবার দাওয়াত দিয়ে প্রেমাস্পদ হিসাবে গ্রহণ করতে আল্লাহ প্রস্তুত রয়েছেন। বান্দার প্রতি তাঁর সীমাহীন মহব্বতের নমুনা পাই হাদীস শরীফে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে কতিপয় বন্দী উপস্থিত করা হল। তাদের মধ্যে জনৈকা বন্দিনী অস্থির হয়ে দৌড়াচ্ছিল আর বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলেই তাকে কোলে নিয়ে পেটের সাথে মিশিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ তোমরা কি ভাবতে পার এ মহিলা

www.pathagar.com

তার সন্তানকে স্বেচ্ছায় আগুনে ফেলতে প্রস্তুত হবে? আমরা বললাম, আল্লাহর শপথ! কখনও নয়। তিনি বললেনঃ এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যেরূপ সদয়, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চাইতেও অনেক বেশী করুণাময়। (বুখারী, মুসলিম)

৬. 'যুল-আরশ'– আরশের অধিপতি। এর উল্লেখ দ্বারা মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, নিখিল বিশ্বচরাচরের একচ্ছত্র মালিক পরম পরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে যারা বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে, তাঁর আক্রমণ হতে তারা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। এমন মহান সত্তার বিরোধিতা করা, তাঁর অবাধ্য হওয়া মানুষের পক্ষে নিছক হীনমন্যতা ও নীচতা বৈ কিছুই নয়।

৭. 'ফাআলুল লিমা ইউরীদ'- অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছাই যে কোন কার্য নির্বাহের জন্য চূড়ান্ত। তাঁর ফায়সালা রদবদল করার, ইচ্ছা পুরণে বাধাদান করার, এর বিরুদ্ধে কাজ করার এবং পরিপন্থী হওয়ার শক্তি কারোরই নেই।

هَلْ اَتٰـكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

هَلْ = কি? اَتٰـكَ = আপনার নিকট পৌছেছে, حَدِيْثُ = ইতিবৃত্তান্ত, الْجُنُوْدِ[১] = সৈন্যবাহিনীর, فِرْعَوْنَ = ফিরাউন, ثَمُوْدَ = সামূদ, بَلِ = বরং, الَّذِيْنَ = যারা কুফরী করেছে, فِىْ تَكْذِيْبٍ = অমান্যতায় নিয়োজিত বা (কুরআনের প্রতি) মিথ্যারোপে রত আছে, مِنْ وَّرَآئِهِمْ = তাদের পশ্চাত হতে, তাদের অলক্ষ্যে, مُّحِيْطٌ = পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ = বরং এটা তো সেই কুরআন, مَّجِيْدٌ = অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, فِىْ = মধ্যে, لَوْحٍ[২] = ফলক, তক্তা, مَّحْفُوْظٍ = সুরক্ষিত।

---

(১৭) (হে রাসূল) আপনার নিকট সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্তান্ত পৌছেছে কি (১৮) ফিরাউন ও সামূদের (কওমদ্বয়ের সৈন্যদের)? (১৯) অথচ যারা কুফরী করেছে, তারা তো (কুরআনের প্রতি) মিথ্যারোপে রত আছে (২০) আর

www.pathagar.com

আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের অলক্ষ্যে (তাদেরকে) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা তো সেই কুরআন যা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন (২২) লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহ্ফুজে (সুরক্ষিত ফলকে)।

---

১. 'আল-জুনুদ'– আয়াতে ফিরাউন ও সামূদ কওমদ্বয়ের উল্লেখ থাকলেও ব্যাপক অর্থে সকল তাগূতী শক্তিরই শোচনীয় পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলার মর্মার্থ হলো, উম্মাতে মুহাম্মদী যেন দৃঢ়ভাবে একীন রাখে যে, ইকামতে দীনের সংগ্রামে যেসব আধুনিক ফিরাউন-সামূদের মুখামুখী তারা হবে, তাদের পরিণতি অতীতের ফিরাউন ও সামূদের থেকে ভিন্নতর নয়। দুনিয়াতে তারা যেমন লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে, আধুনিক ফিরাউন ও তার সহযোগীরাও তেমনি অপমানের শিকল গলায় পরবেই। আর একই কাতারে দাঁড়াতে বাধ্য হবে তারা হাশরের ময়দানে। সেনাসমুদ্র আর ঐক্যবদ্ধ জনতা যেমন অতীতের ফিরাউনদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি আজকের দীনের দুশমনরাও অনুরূপ পরিণতি থেকে নিস্তার পাবে না।

২. 'লাওহে মাহফুজ' - অর্থাৎ কুরআন করীম কড়া প্রহরাধীন লিপিবদ্ধ রয়েছে এক সুরক্ষিত ফলকে। কুরআনের শাশ্বত বাণী যখন কাফির-মুশরিক ও ইহুদী-নাসারাদের আকীদা-বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা দিল, তখনই তারা পৃথক পৃথকভাবে, আবার কখনও সম্মিলিতভাবে নানারূপ মিথ্যাচার ও অপপ্রচার শুরু করে দিল কুরআনের বিরুদ্ধে। তারা কুরআনকে মানব মস্তিস্কের ফসল বলে আখ্যা দিল, প্রচার করল এটা কবির কাব্য, পাগলের প্রলাপ, গল্পকারের কিস্সা-কাহিনী। এক পর্যায়ে ইহুদীরা বলল, যুদ্ধবিগ্রহ আর ফেতনা ফাসাদের ফেরেশতা জিবরাঈল (নাউযুবিল্লাহ) ওহী বহনকালে তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। তাদের মিথ্যাচারের জবাব দেয়া হয়েছে এভাবেঃ কুরআন আদৌ কোন মানুষের রচনা নয়। যদি তাই হয়, তাহলে সারা বিশ্ববাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করে দেখাও। আর রদবদলের যে অপবাদ দিচ্ছ তার জবাব হচ্ছেঃ কুরআনের লিখন অমোঘ, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অটল, অবিচল ও অপরিবর্তনীয়। এটা উর্দ্ধাকাশে কঠিন

www.pathagar.com

প্রহরাধীন এমন এক ফলকে (লাওহে মাহফুজে) খুদিত যাতে কোনরূপ রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন মোটেই সম্ভব নয়। এর নাযিলকালে জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক রদবদলের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে বলা হচ্ছে ঃ

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ -

"এরা (কুরআনে) কোন বাতিলের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারবে না- এর সামনের দিক থেকেও না আর এর পশ্চাৎ দিক থেকেও না।" [হা-মীম সাজদাঃ ৪২] অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে সূরা জিন ২৭ নং আয়াতে। সর্বকালের আল্লাহদ্রোহীদের জন্য সকল মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এক শাশ্বত চ্যালেঞ্জ বিঘোষিত হয়েছে সূরা হিজর ৯নং আয়াতে ঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ -

"নিশ্চিত আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক।" সারা বিশ্ববাসীর জন্য এ চ্যালেঞ্জ আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে, আর কিয়ামত পর্যন্তও পাওয়া যাবে না এর কোনই মুকাবিলাকারী।

www.pathagar.com

৮৬. সূরা আত-তারেক

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের আত-তারেক শব্দটি এই সূরার নামরূপে নেয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ যখন মক্কার কাফির মুশরিকরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর আনীত দীনকে চরম আঘাত হানার জন্য সকল প্রকার কুটকৌশল অবলম্বন করছিল, সেই প্রাথমিক কালেই মক্কা শরীফে সূরাটি নাযিল হয়। সূরা আল-বালাদ-এর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

মূল বক্তব্যঃ সূরাটির মূল বক্তব্যের দুটি অংশ। প্রথমাংশে বলা হয়েছে আখিরাতে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে এবং তার গোপন বিষয়াদির পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে আল্লাহ্ পূর্ণ ক্ষমতাবান। দ্বিতীয়াংশে কুরআনের নিশ্চিত বিজয়কে প্রতিরোধ করার জন্য কাফিরদের যাবতীয় কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র বানচাল করার খোদায়ী গ্যারান্টি ঘোষিত সংরক্ষক নিয়োজিত রয়েছে।

৫-৮ আয়াতে কিয়ামতের দিন মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং সে সময় তার যাবতীয় গোপন বিষয়াদি যাচাইয়ের জন্য প্রকাশ করা হবে- এই চরম সত্যকে প্রমাণ করার জন্য মানুষকে তার সৃষ্টিরহস্যের দিকে খেয়াল করতে বলা হয়েছে। এক ফোটা সবেগে স্খলিত পানি থেকে প্রথমবার যদি মানুষকে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহলে মৃত্যুর পর তার দেহের সমস্ত উপাদান উপকরণ যা মাটি ও বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্নরূপে মওজুদ আছে সেগুলিকে একত্রিত করে ফিরিয়ে দেয়া আরো সহজসাধ্য ব্যাপার।

৯-১০ আয়াতে হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়ার অনিবার্যতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তখন মানুষের কেবল প্রকাশ্য কর্মকান্ডেরই হিসাব নেয়া হবে না, বরং অন্তরে লুকায়িত যে নিয়ত, ভাব প্রবণতা (Motives) এবং বাসনা কামনাকে কেন্দ্র করে কার্যটি সম্পাদিত হয়েছিল, তাও যাচাই পরখ করে দেখা হবে। আরো বলা হয়েছে যে, এই অনাকাংঙ্খিত সংকটময় অবস্থা

www.pathagar.com

এড়ানোর মত কোন শক্তিই মানুষের থাকবে না আর পাবে না কোন সাহায্যকারী।

১১-১৪ আয়াতে কুরআনের মহত্ব ও যথার্থতা প্রকাশার্থে বারংবার বর্ষণকারী আকাশ এবং অংকুরোদগম কালে বিদীর্ণ যমীনের শপথ করে বলা হয়েছে যে, কুরআন হক বাতিলের পার্থক্যকারী এক শাশ্বত বাণী। আসমান থেকে বারি বর্ষণের ফলে যমীনের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে বৃক্ষলতাদির জন্মলাভ যেমন কোন অনর্থক উদ্দেশ্যহীন খেলতামাশা নয়, তেমনি কুরআনে পরিবেশিত যেসব আগাম খবর ও তথ্যাদি রয়েছে, সেগুলি হাসি ঠাট্টার খোরাক নয়।

১৫-১৬ আয়াতে কুরআনের চূড়ান্ত বিজয়কে প্রতিহত করার জন্য কাফিরদের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করতঃ পরিস্কার জানানো হয়েছে যে, আমার কৌশল হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল আর কুরআনের মীমাংসাই হচ্ছে চূড়ান্ত মীমাংসা।

১৭ নং আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা.)-কে সান্তনা দেয়ার সাথে সাথে কাফিরদেরকে শাসিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ হে রসূল! আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। শীঘ্রই তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে কুরআনের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন হবে।

www.pathagar.com

৮৬. সূরা আত-তারেক

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ① وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ② النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③
اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④

وَالسَّمَاءِ = আসমানের শপথ, وَالطَّارِقِ = এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর শপথ, وَمَا اَدْرَاكَ = (হে রসূল!) আপনি কি জানেন, مَا= কি, الطَّارِقُ = রাতে আত্মপ্রকাশকারী? النَّجْمُ الثَّاقِبُ[১] = উজ্জল তারকা, كُلُّ نَفْسٍ= প্রত্যেক প্রাণী, عَلَيْهَا = তার উপর, حَافِظٌ[২]= সংরক্ষক।

---

(১) আসমানের শপথ, আর রাতে আত্মপ্রকাশকারীরও। (২) আপনি কি জানেন যে, রাতে আত্মপ্রকাশ করে সে কি? (৩) উজ্জল তারকা (৪) কোন প্রাণী এমন নেই যার উপর কোন সংরক্ষক নিযুক্ত নেই।

---

১. 'নাজমুস-সাকিব'- ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- এটা একটি জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। সুদ্দী বলেন, এটা সেই নক্ষত্র (উল্কা) যা শয়তানের প্রতি নিক্ষিপ্ত হলে তা শয়তানকে বিদীর্ন করে দেয়। ইকরামা বলেন- এটা সেই জ্বলজ্বলে নক্ষত্র যদ্বারা শয়তানকে ভস্ম করা হয়। (ইবনে কাসীর)

২. 'হাফিয' - হেফাযতকারী, সংরক্ষণকারী, নিরাপত্তা বিধানকারী। আল্লাহ স্বয়ং মহাসংরক্ষক। অথবা তাঁর কর্ম সম্পাদনকারী এক বিশাল ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা তিনি শুধুমাত্র নভমন্ডলেরই হেফাযত করেন না, বরং ভূমন্ডলের খলীফা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষসহ সকল সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তার মহাবিজ্ঞানময় সংরক্ষণ ব্যবস্থার কারণেই আমরা আকাশে কোটি কোটি তারকার সুশোভিত মেলা দেখি- এমন সুশৃংখলভাবে নিজ নিজ কক্ষপথে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘুর্নীয়মান রক্ষত্ররাজি যা কোনরূপ সংঘর্ষের মুখামুখী না হয়ে তাঁরই সুদৃঢ় সংরক্ষণ ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করছে। পৃথিবীতেও অসংখ্য অকাট্য প্রমাণাদি

www.pathagar.com

প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে রয়েছে, বাতাসে ভাসমান কোটি কোটি অণু জীবাণু নিঃশ্বাসের সাথে আমাদের ফুসফুসে ঢুকছে; তাই বলে আমরা সংগে সংগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি না। গভীর বনে শত শত নেকড়ের হিংস্র থাবা উপেক্ষা করে সদ্যপ্রসূত হরিণশাবক বেঁচে থাকে। সমুদ্রের তলদেশে শত শত হাঙ্গরের গ্রাস উপেক্ষা করে ছোট ছোট মাছগুলি বেঁচে থাকে। সবই তাঁর বিচক্ষণ হেফাযতের জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের হেফাযতের জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন যারা দিন রাত আসমান যমীনের বালা মুসীবত থেকে তাকে হেফাজত করে। অনুকূলে আয়াতঃ

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ -

"তার (মানুষের) অগ্র পশ্চাতে সংরক্ষক নিযুক্ত রয়েছে। তারা তাকে আল্লাহর নির্দেশে হেফাযত করে।" [রা'দ ১১] ইমাম কুরতবীর উধৃতি দিয়ে মা'আরেফুল কোরআনে বর্ণিত এক হাদীসেঃ নবী করীম (সা.) বলেনঃ "প্রত্যেক মুমিনের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার হেফাযতের জন্য তিনশত ষাটজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অঙ্গের হেফাযত করে। তন্মধ্যে সাতজন ফেরেশতা কেবল চোখের হেফাযতের জন্য নিযুক্ত। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয় এমন প্রত্যেক বালা মুসীবত থেকে এভাবে মানুষের হেফাজত করে, যেমন মধুর পাত্রে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেয়া হয়। মানুষের উপর এরূপ পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত।"

আকাশ এবং রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী তারকার শপথের তাৎপর্য এই যে, এদের পিছনে এমন এক তদারকী শক্তি কর্মচঞ্চল রয়েছে, যার ফলে এসব তারকা আলোকিত হচ্ছে, নিজ নিজ কক্ষপথে ঝুলন্ত অবস্থায় কোন প্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই সুশৃংখলভাবে আবর্তন করছে।

এর অন্য অর্থ এই হতে পারে যে, আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত রেখেছেন যারা তার প্রতিটি আমল লিপিবদ্ধ করছেন। (সূরা ইনফিতার ১০-১২ নং আয়াত দ্র.)

এই স্থলে রাতের আঁধারে আত্মপ্রকাশকারী তারকার শপথের তাৎপর্য এই যে, আকাশে নক্ষত্রের অস্তিত্ব যেমন সর্বদাই বিরাজমান (দিনের আলোতে না দেখা গেলেও অস্তিত্ব অবশ্য থাকে) তেমনি মানুষের আমলনামায় তার প্রতিটি আমল সর্বদাই মওজুদ রয়েছে। রাতের আঁধারে যেমন তারকা আত্মপ্রকাশ করে তেমনি হাশরের ময়দানে আমলগুলি প্রকাশিত হবে।

www.pathagar.com

فَلْيَنظُرِ الْاِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَّخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧

فَلْيَنْظُرِ الانْسَانُ = অতএব মানুষ লক্ষ্য করুক, مِمَّ = কি বস্তু হতে, خُلِقَ = সৃষ্টি করা হয়েছে, مَاءٍ[১] = পানি (বীর্য), دَافِقٍ= সজোরে স্খলিত, يَخْرُجُ= নির্গত হয়, مِنْ بَيْنِ = মধ্যস্থল হতে, الصُّلْبِ= পৃষ্ঠ, وَالتَّرَائِبِ= এবং বক্ষের অস্থিসমূহ হতে।

---

(৫) অতএব মানুষ (নিজের সৃষ্টি রহস্যের প্রতি) লক্ষ্য করুক, কি বস্তু হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) সে সৃজিত হয়েছে সজোরে স্খলিত পানি থেকে (৭) যা নির্গত হয় পৃষ্ঠ ও বক্ষপিঞ্জরের মধ্য হতে।

---

১. مَاءٍ- অর্থাৎ মানুষকে এ ফোটা নাপাক পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন-এ মূল বক্তব্যের অনিবার্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষের বিবেক বুদ্ধির দুয়ারে করাঘাত করে বলছেনঃ যখন তোমার কোনই অস্তিত্ব ছিল না, ছিলে না তুমি উল্লেখযোগ্য কিছু, সেই সময় কোন প্রকার উপাদান উপকরণ ছাড়াই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। অনুকূলে আয়াতঃ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

'সে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই ছিল না'। (সূরা আদ-দাহরঃ ১) মাতৃগর্ভ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর কালের আবর্তনে সুষ্ঠ সবল দেহ বিশিষ্ট মানুষরূপে সে সমাজে আসীন হয়। মৃত্যুর পর তার দেহাবশেষ নানা প্রক্রিয়ায় বিভিন্নরূপে মাটির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। মোটকথা যেসব উপাদান উপকরণে মানবদেহ গঠিত হয় তার প্রায় সবকিছুই কোন না কোনরূপে দুনিয়াতে বিদ্যমান আছে। পুনর্বার তাকে ফিরিয়ে আনতে হলে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাদানগুলি একত্রিত করলেই তা সম্ভব হবে। প্রথমবার যে মহান স্রষ্টা উপাদান উপকরণ ছাড়াই সৃষ্টি করতে সক্ষম, সেই স্রষ্টার পক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে থাকা উপাদানগুলি একত্রিত করা আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। সুতরাং তার পক্ষে পুনর্বার মানুষকে সৃষ্টি করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা একান্তই সহজ ব্যাপার।

২. 'আস-সুলব ওয়াত-তারাইব'- অর্থাৎ স্খলিত পানি হতে মানুষের জন্ম, সেই পানি নিঃসৃত হয় 'সুলব' ও তারাইব-এর মধ্যবর্তী স্থান হতে। 'সুলব' অর্থাৎ মেরুদন্ড (Vertebral column), আর তারাইব অর্থাৎ বুকের অস্থি (Ribs and sternum) ।

مَاءٍ دَافِقٍ অর্থাৎ সবেগে স্খলিত পানি (বীর্য)। এখানে নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্যই বুঝানো হয়েছে। পুরুষ বীর্যের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে অন্ডকোষ (Testes) আর নারীবীর্যের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ডিম্বকোষ (Ovary)। Testes এবং overy-তে বীর্য উৎপাদন সরাসরি নির্ভর করে Pituitary হরমোনের উপর। আবার Potuitary function সরাসরি Hypothalamic Hormones-এর উপর নির্ভরশীল। Pituitary Hypothalamus উভয়ই মূল মস্তিস্কের অংশ বিশেষ। মূলতঃ Testes, Ovey, pituitary, Hypothalamus আরো কতিপয় অঙ্গ এবং অন্যান্য উপাদানের পারস্পরিক প্রক্রিয়ার ফলেই সৃষ্টি ও নির্গত হয় স্খলিত পানি। একথা সর্বজনবিদিত যে, মানব দেহের যাবতীয় অংশই রক্ত থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণপূর্বক কর্মক্ষম হয়ে থাকে। রক্তই বেঁচে থাকার এবং কর্মচঞ্চল থাকার প্রধান চালিকা শক্তি। স্নায়ুবিক ব্যবস্থাও (Nervous system) অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একটি গ্লান্ড আর একটি গ্লান্ডকে যে হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাও প্রবাহিত হয় রক্তের মাধ্যমে। অন্ডকোষ এবং ডিম্বকোষ যে বীর্য উৎপাদন করে, তাদের কর্মক্ষমতাও একান্তভাবে রক্ত সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য গ্লান্ড থেকে বিশেষ ধরনের হরমোন অন্ডকোষ ও ডিম্বেকোষে পৌছে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে। রক্তের এমন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার পর এখন দৃষ্টি দেয়া যাক রক্তের উৎসস্থলের দিকে। যৌবনকালে (Reproductive age) মানবদেহের প্রধান রক্ত উৎপাদক অংশ হচ্ছে তারাইব বা বুকের হাড় (Sternum)। শৈশবে যদিও কলিজা ও যকৃত সহ আরো অনেক উৎস থেকে রক্ত উৎপাদিত হয়ে থাকে, বস্তুত যৌবনকালে সেগুলি রক্ত উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ সময় Sternum ছাড়াও বক্ষপিঞ্জরের হাড় (ribs) মেরুদন্ড (Vertebral column), কোমরের হাড় (Hip bones), মাথার খুলি (Skull) এবং অন্যান্য পাতলা-চওড়া হাড় (Flat bones) রক্ত উৎপাদকের উৎস হিসাবে কাজ করে। এসব উৎস থেকে নির্গত রক্তই মূলতঃ অন্ডোকোষ ও ডিম্বকোষকে কর্মক্ষম করে তোলে। ফলে স্ত্রী

www.pathagar.com

পুরুষের যৌন মিলনে নির্গত হয় স্খলিত পানি। মেরুদন্ড স্নায়ুবিক উত্তেজনা সৃষ্টি ও যৌনপরিতৃপ্তি লাভে অতিরিক্ত ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা মুল মস্তিস্কের অংশবিশেষ যে মেরুশিরা (Spinal cord) এতে অংশগ্রহণ করে- তা মেরুদন্ডেই সংরক্ষিত। আর Spinal cork যাবতীয় অনুভূতি বহন করে থাকে। তাই আস-সুলব বা মেরুদাড়া রক্ত উৎপাদন এবং Spinal-cord-এর ধারক- উভয়বিধ ভূমিকা পালন করে। এসব কারণেই সম্ভবত 'বাইনাস-সুলবে ওয়াত্-তারাইব' দ্বারা রক্তের প্রধান উৎসস্থল Sternum এবং Vertebral column-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আরো ব্যাপক দৃষ্টিতে আলোচনা করলে একথা স্বীকার না করে উপায় নাই যে, মেরুদন্ড ও বক্ষপিঞ্জরের মাঝে যেসব অঙ্গ সম্ভার রয়েছে- সবগুলিরই পারস্পরিক, নিবিড় ও ঘনিষ্ট সহযোগিতার ফলেই রক্ত উৎপাদন উৎসগুলি কর্মক্ষম থাকে। যেমন খাদ্যগ্রহণ, চর্বন, হযম এবং শেষ নির্যাস রক্ত পর্যন্ত পৌছা পুরা বিষয়টিতে পাকস্থলি, কলিজা, পিত্তথলি, প্যানক্রিয়াস এবং ছোট ও বড় তন্ত্রী (Small and large intestine) ইত্যাদি অঙ্গগুলি ওতপ্রোতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। মোটামোটিভাবে উল্লেখিত সবগুলি অঙ্গই মেরুদন্ডে ও বক্ষপিঞ্জরের হাড়ের মাঝখানে অবস্থিত।

শুধু তাই নয় মেরুদন্ড ও বক্ষপিঞ্জরের হাড়ের মাঝে সুরক্ষিত আরো দুটি অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গ রয়েছে যাদের ভূমিকাও অতুলনীয়। তা হচ্ছে হৃদপিন্ড ও ফুসফুস। স্বাভাবিকভাবে বিশুদ্ধ রক্ত উৎপাদিত হয়ে প্রধান সঞ্চালন প্রক্রিয়া (Circulation) প্রবেশ করার পরপরই তার মূল উপাদান অক্সিজেন বিভিন্ন কোষ দ্বারা গৃহীত হয়। (Tissueperfusion) সেই সংগে কোষ থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্তে প্রবেশ করে। ফলে রক্ত দূষিত হয়ে যায়। এই দূষিত রক্ত দ্বারা অন্ডকোষ বা ডিম্বকোষ এমনকি কোন অঙ্গই উপকৃত হয় না তাই রক্তের কার্বন-ডাই অক্সাইড নিঃসরণ এবং অক্সিজেন পরিগ্রহণ (Exchange) অপরিহার্য। আর এই প্রয়োজন পূরণ হয় ফুসফুসে। এ প্রক্রিয়ার জন্য হৃৎপিন্ডের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। Veins দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে দুষিত রক্ত হৃৎপিন্ডের ডান অংশে জমা হয়। হৃৎপিন্ড সংকুচিত হয়ে এই দূষিত রক্ত ফুসফুসে পৌছার ফলেই সেখানে দূষিত রক্ত শোধন সম্ভব হয়। সেখান থেকে বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিন্ডের বাম অংশে ফিরে আসে। পরবর্তী সংকোচনকালে বিশুদ্ধ

www.pathagar.com

বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে ধমনীতে। এভাবে অন্ডকোষ বা ডিম্বকোষ থেকে দূষিত রক্ত বয়ে নিয়ে এবং বিশুদ্ধ রক্ত পৌঁছিয়ে দেয়াতে হৃদপিন্ডের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বস্তুত মস্তিস্কের পরই গুরুত্বের দিক দিয়ে হৃদপিন্ডের স্থান। আলোচিত এই অঙ্গ দুটিই (ফুসফুস ও হৃদপিন্ড) সরাসরি মেরুদন্ড ও বক্ষপিঞ্জরের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

উপসংহারে বলা যায়, রক্তের উৎপাদন-উৎসস্থল, রক্তের বিশুদ্ধকরণ, রক্ত সঞ্চালন এবং স্নায়ুবিক অনুভূতি-মোটকথা যে প্রধান উপাদান-উপকরণগুলি স্খলিত পানির সৃষ্টিতে ও স্খলনে সহায়ক-সবগুলিকেই বাইনাস্-সুলবে ওয়াত্-তারাইব" বুঝানো হয়েছে।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ⑧ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ⑨ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ⑩

اِنَّهٗ = নিঃসন্দেহে তিনি (আল্লাহ), عَلٰى رَجْعِهٖ[১] = তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে বা পুনরায় ফিরিয়ে দিতে, لَقَادِرٌ = সম্পূর্ণ সক্ষম, يَوْمَ= দিন (কিয়ামত দিবস), تُبْلٰى= যাচাই করা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে, السَّرَائِرُ[২]= গোপন অজানা তত্ত্ব ও রহস্যসমূহ, فَمَا لَهٗ = অতঃপর তার জন্য থাকবে না, مِنْ قُوَّةٍ[৩] = কোন শক্তি, وَّلَا نَاصِرٍ= না কোন সাহায্যকারী।

---

(৮) নিঃসন্দেহে তিনি তার পুনরুত্থানে সম্পূর্ণ সক্ষম। (৯) সেদিন সকল গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে (১০) অতএব মানুষের থাকবে না নিজের কোন শক্তি সামর্থ, আর না কোন সাহায্যকারী।

---

১. ৬ নং আয়াতের ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. 'আস-সারাইর'- অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের আমলের গোপন তথ্য যাচাই করা হবে বা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। মানুষের প্রতিটি আমলের তিনটি দিক রয়েছে।

প্রথমতঃ আমলের পিছনে প্রচন্ডভাবে লুকিয়ে থাকে তার নিয়াত, বিশ্বাস, মনন ও সংকল্প, প্রবণতা ও কামনা বাসনা- যা কর্তা ছাড়া আর কেউই জানে না।

www.pathagar.com

সকলের জন্যই তা রয়ে যায় অজানা, এমনকি কখনও কখনও রহস্যময়ও।

দ্বিতীয়ত ঃ আমলের বাহ্যিক রূপ যা লোক সমক্ষে থাকে ভাস্বর।

তৃতীয়ত ঃ আমলের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যা সমাজে প্রতিফলিত হয়। কোথায় কোথায় তার প্রভাব বিস্তার লাভ করল, কতদিন ভোগ করল, কিভাবে ভোগ করল-তা কেবল বিশ্ববাসীর জন্যই অজানা থাকে না, বরং মূল কর্তার থেকেও তা অজ্ঞাত থেকে যায়। কিয়ামতের দিন আমলের এই তিনটি দিকই যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রকাশ করা হবে, যাতে আল্লাহ যুলুমমুক্ত ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা দিতে পারেন এবং বান্দাও তাতে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ না পায়।

৩. আয়াতটিতে হাশরের ময়দানে মানুষের চরম অসহায় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেদিন প্রকাশ্য ও গোপন আমলগুলি পেশ করা হবে, স্বীয় হস্ত-পদ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দেবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রধান হাতিয়ার যে মুখ, তাকেও সীল-মোহর করে দেয়া হবে। সুতরাং সাহায্য করার কোনই ক্ষমতা তার থাকবে না।

শেষাংশে 'ওয়ালা নাসির' দ্বারা পরিস্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন মানুষ তার আমলনামা হাতে নিয়ে অসামীর কাঠগড়ায় চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য দাঁড়াবে মহান বিচারক আল্লাহর সামনে, আর সেই নাজুক পরিস্থিতিতে যখন নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে, তখন তাকে এমন মহাসংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য না পাওয়া যাবে কোন উদ্ধারকারী, আর না থাকবে কোন সাহায্যকারী।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ⑪ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ⑫ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ
فَصْلٌ ⑬ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ⑭ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ⑮ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ⑯
فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ⑰

وَالسَّمَاءِ= আর শপথ আকাশ মন্ডলীর, ذَاتِ الرَّجْعِ[১] = বারংবার বৃষ্টি বর্ষণকারী, وَالْاَرْضِ = এবং শপথ যমীনের, ذَاتِ الصَّدْعِ= (অংকুরোদগমকালে) দীর্ণবক্ষ, اِنَّهٗ = নিঃসন্দেহে এই কুরআন, لَقَوْلٌ[২]= চূড়ান্ত

www.pathagar.com

বাণী, فَصْلٌ = মীমাংসাকারী, وَمَا هُوَ = আর নয় তা (কুরআন), بِالْهَزْلِ = কোন হাসি-ঠাট্টামূলক কথা, নিরর্থক কথা, اِنَّهُمْ = নিশ্চয় তারা, يَكِيْدُوْنَ[৩]= কায়দা-কৌশল বা ফন্দি করে, كَيْدًا = ষড়যন্ত্র, وَاَكِيْدُ[৪]= আর আমিও (আল্লাহ) কৌশল করি, فَمَهِّلِ = অতএব আপনি অবকাশ দিন, الْكَافِرِيْنَ = কাফিরদেরকে, اَمْهِلْهُمْ=তাদেরকে অবকাশ দিন, رُوَيْدًا[৫]= কিছু সময়ের জন্য।

---

(১১) আর শপথ আকাশমন্ডলীর যা বারংবার বৃষ্টি বর্ষণ করে (১২) এবং শপথ যমীনের'ও যা (অংকুরোদগমকালে) বিদীর্ণ হয় (১৩) নিঃসন্দেহে কুরআন (হক-বাতিলের) মীমাংসাকারী এক চূড়ান্ত বাণী (১৪) আর নয় তা কোন হাসিঠাট্টামূলক নিরর্থক কথা। (১৫) নিশ্চয় তারা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করছে (কুরআনের মিশনকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য) (১৬) আর আমিও কৌশল করছি (কুরআনের শাশ্বত প্রদীপের আলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে)। (১৭) অতএব (হে রাসূল!) আপনি কাফিরদের অবকাশ দিন- কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিন।

---

১. الرجع- 'রাজও' শব্দের আভিধানিক অর্থ- ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। এখানে শব্দটি বারংবার বর্ষিত বৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রখর সূর্যোত্তাপে সমুদ্রের পানি বাস্পাকারে আকাশে উঠে যায়। সেখানে তা এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়, তারপরে বৃষ্টিরূপে যমীনে পতিত হয়ে নদী-নালা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে উপনীত হয়ে আবার বাস্প হয়ে উঠে যায় এবং বৃষ্টিরূপে পড়ে। একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে বারংবার। তাই আয়াতে ذات الرجع আবিধানিক ও শাব্দিক- উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২. لَقَوْلٌ – অর্থাৎ হক বাতিলের মীমাংসায় কুরআনের ফায়সালাই চূড়ান্ত। এই আয়াতটিই শপথের জওয়াব। কুরআনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ পাক বারংবার বর্ষণকারী আকাশ ও অংকুরোদগমকালে দীর্ণবক্ষ যমীনের শপথ করে বলছেনঃ আকাশ থেকে পরপর বারী বর্ষণ এবং যমীনে বৃক্ষলতা ও ফল-ফসলের উৎপাদন যেমন কোন অর্থহীন-উদ্দেশ্যহীন খেল-তামাশা নয়, বরং তা এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপরিকল্পিত কাজ, তেমনি কুরআনে যেসব সত্য ও তথ্য ঘোষিত হয়েছে, যেসব আগাম খবর পরিবেশন করা হয়েছে- সেগুলিও কোন হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়, বরং এক অকাট্য ও অমোঘ বাণী। এটা হক-বাতিলের পার্থক্যকারী এক পাকাপোখত দৃঢ় ঘোষণা।

www.pathagar.com

৩. 'ইয়াকীদূনা'– অর্থাৎ কাফিররা কুরআন মজীদের দাওয়াত ও মিশনকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল। লোকদের মনে কুরআনের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে নানা প্রকার সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করে, এর বিরুদ্ধে এবং এর উপস্থাপক নবী করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে তারা আশা করেছিল যে, ফুৎকার দিয়ে এই শাশ্বত প্রদীপটি নিভিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

৪. 'আকীদু'– কাফিরদের ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আল্লাহ্ বলছেনঃ তারা কুরআনের মিশনকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যতই কূট-কৌশল, যতই ফন্দি-ফিকির করুন না কেন, কুরআনের বিরুদ্ধে এবং তার উপস্থাপকের বিরুদ্ধে যতই মিথ্যার বেসাতি চালাক না কেন, কুরআনের বিজয় সুনিশ্চিত। তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে কুরআনের নির্মল আলো যাতে সারা বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে পারে-আর দূর হয়ে যায় জাহিলিয়াতের ঘনঘোর অন্ধকার-এরই কার্যকর কৌশল গ্রহণই আল্লাহর ইচ্ছা। "আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান করবেনই, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।" (আস-সাফঃ ৮)

৫. رُوَيْدًا – অর্থাৎ (হে রসূল) আপনি কাফিরদের সামান্য কয়েক দিনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার সুযোগ দিন। এদেরকে এখনি পাকড়াও করার জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। এই মুহূর্তে তাদেরকে পাকড়াও করা আমার নীতি সম্মত নয়। আমার কায়দা হচ্ছেঃ আমি তাদেরকে বিরোধিতা করার চরম পর্যায়ে পৌঁছার সুযোগ দিব, তারপর অকস্মাৎ পাকড়াও করব তাদেরকে। "আমি তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কায়দা-কৌশল অতীব শক্তিশালী।" (আ'রাফঃ ১৮৩)

সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই-সমাজের সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা এবং ইসলামের ঘোর দুশমনরাই পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি-সম্মানের সাথে উন্নত থেকে উন্নততর জীবন যাপন করছে। ভোগ-বিলাস আর আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাদেরই করায়ত্ব। সমাজের দন্ডমুন্ডের কর্তা তারাই। আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করে দুনিয়ায় অনেক সুখ-শান্তিতে রেখেছেন-এমনটি ধারণা করতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং তাদেরকে এই জন্য অবকাশ দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে, যাতে তাদের পাপের বোঝা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে আযাবের মাত্রাও যেন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "কাফিররা যেন কখনও ধারণা না করে যে, আমরা তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং আমরা তাদেরকে এজন্য অবকাশ দিচ্ছি যাতে তাদের পাপের বোঝা আরো বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনার আযাব।" (আলে-ইমরানঃ ১৭৮)

প্রশ্নঃ ১-৩ আয়াতে যে বস্তুগুলির শপথ করা হয়েছে তার জওয়াব কি?

উত্তরঃ ৪নং আয়াতটিই অর্থাৎ "প্রাণীমাত্রই আল্লাহর মহাসংরক্ষণ ব্যবস্থাধীন রয়েছে"- এই শপথের জওয়াব। আকাশ, রাতে আত্মপ্রকাশকারী তারকা ও জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের শপথ করে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এ সকল বিরাট-বিশাল সৃষ্টির পিছনে যেমন এক মহাপ্রকৌশলযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে বলে কোটি কোটি তারকারাজি সুশৃংখলভাবে নিজ নিজ কক্ষপথে ভ্রাম্যমান রয়েছে এবং কুত্রাপিও দেখা যায় না কোন সংঘর্ষ-সংঘাত, তেমনি সেই মহাসংরক্ষক ধরণীতলের সকল প্রাণীর সংরক্ষণ করে থাকেন।

www.pathagar.com

৮৭. সূরা আল-আ'লা

নামকরণ ঃ প্রথম আয়াতের চতুর্থ শব্দ الْأَعْلَى-কেই সূরাটির নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ এ সূরাটি মক্কী সূরাসমূহের প্রথম সারির একটি সূরা। রসূলুল্লাহ (সা.) নবুয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে ওহী নাযিলকালে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকতেন এই ভয়ে যে, যদি তিনি ওহীর কোন একটি শব্দ ভুলে যান। তাঁর দুর্বলতার কারণে যেন কুরআনের মূল বাণীর এতটুকুও বেশীকম না হয় তাই তিনি ওহী নাযিল শেষ না হতেই আগের অংশের বাণীগুলি মুখস্থ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠতেন- পেরেশানির সাথে বার বার পড়তে থাকতেন। এ সূরার ৬ নং আয়াতে এ কথার প্রতিধ্বনি হওয়ায় দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, কুরআন নাযিলের আদি লগ্নেই এ সূরাটি নাযিল হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সূরা কিয়ামাহঃ ১৬-১৯ এবং সূরা তা-হাঃ ১১৪ নং আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, কুরআন আপনার অন্তরে শাশ্বতভাবে মুদ্রিত করে দেয়ার পুরা দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। আমার কুদরতের দ্বারা আমি আপনার স্মৃতিতে কুরআন চির সংরক্ষিত করে দেব। এরপর থেকে নবী করীম (সা.) ধীরস্থির চিত্তে ওহী গ্রহণে সক্ষম হয়ে পড়েন। [সূরা আত-তাকভীর-এর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে]।

বিষয়বস্তুঃ সূরাটির প্রথমাংশে তাওহীদের শিক্ষা, মধ্যাংশে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাবলীগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ দান এবং শেষাংশে আখিরাতের জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্যই সূরাটির মূল বক্তব্য।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাঃ ১-৫ আয়াতে তাওহীদের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ধারণা দেয়া হয়েছে। প্রথমেই মহান স্রষ্টা রব-এর এমন সব উত্তম নামে তাঁকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশক, তাঁর মহামহিম সত্তার সাথে পূর্ণমাত্রায় শোভনীয়, যাতে অমর্যাদার লেশ মাত্রও নেই, আর নেই তাতে শিরকের দুর্গন্ধ।

২-৩ আয়াতে তাওহীদের মর্মকথা এভাবে বিঘোষিত হয়েছে যে- তিনি-ই সারা বিশ্বের নিরংকুশ সৃষ্টিকর্তা, এক মহাবিজ্ঞ স্রষ্টা, যিনি সৃষ্টিজগতের মধ্যে

www.pathagar.com

স্বতন্ত্রভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তাঁর প্রজ্ঞাবলে বেঁধে দিয়েছেন সকল সৃষ্টির তাকদীর। শুধু এতটুকু করেই তিনি নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করেননি, বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার উদ্দেশ্য সাধনে তার সফলতা-স্বার্থকতা হাসিলের জন্য দিয়েছেন প্রয়োজনীয় হিদায়াত।

৪-৫ আয়াতে মহান আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতার ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছেঃ দুনিয়ার বুকে যেমনিভাবে তিনি এক হাতে সৃজন করেন অপূর্ব নয়ন-জুড়ানো ঘনসবুজ তৃণলতার সমাহার, তেমনিভাবে অপর হাতে সেগুলিকে কুৎসিত কদাকারে রূপান্তরিত করতেও তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। বসন্ত আনয়নে তিনি যেমন সক্ষম তেমনি সক্ষম শীত-গ্রীস্ম আনয়নেও। তাঁকে ছাড়া না কেউ কোকিলের কু-হু ধবনির আবির্ভাব ঘটাতে পারে, আর না পারে কেউ হাড়-কাঁপানো শীতের আগমন রোধ করতে।

৬-৭ আয়াতে কুরআন বিস্মৃত হওয়ার আশংকার মুখে নবী করীম (সা.)-কে স্নেহময় সান্তনার বাণী শুনানো হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আপনার স্মৃতিপটে কুরআনকে চিরস্থায়ীভাবে মুদ্রিত করে দেয়ার পুরা দায়িত্ব আমার। বার বার তিলাওয়াত করলেই কুরআন মুখস্ত রাখতে পারবেন-এটা নয়, বরং এটা আমার দয়ারই ফলমাত্র, এটা আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কোন আয়াত অবিস্মরণীয় করে রাখার প্রয়োজন রয়েছে, আর কোন আয়াতের প্রয়োজনীয়তা-উপকারিতা ফুরিয়ে গেছে-এর রহস্য কেবল আমিই জানি।

৮-১৩ আয়াতে নবী করীম (সা.) কে দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণী নসীহত করে বলা হয়েছেঃ সারা বিশ্ববাসীকে হেদায়াতের পথে আনা আপনার দায়িত্ব নয়। এতবড় গুরুদায়িত্বের বোঝা আপনার উপর না চাপিয়ে এ ব্যাপারে আপনাকে আমার এক সহজবোধ্য ফর্মুলা দিচ্ছি। আপনি নিরলসভাবে হকের দাওয়াত পেশ অব্যাহত রাখুন, আহবান জানান লোকদের মহাসত্যের দিকে। যারা সত্যের ডাক শুনতে ও কবুল করতে আগ্রহী তাদেরকে নসীহত-উপদেশ দিতে থাকুন। সত্যবিমুখদের জন্য পেরেশান হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যারা আল্লাহদ্রোহিতার মারাত্মক পরিণতির ভয় রাখে, তারা অবশ্যই আপনার ডাকে সাড়া দিবে এবং আপনার উপদেশ মানতে প্রস্তুত হবে। চরম হতভাগ্যরাই কেবল আপনার আহবানে কর্ণপাত করবে না। ফলে তারা জাহান্নামের প্রচন্ড আগুনে চিরস্থায়ীভাবে জ্বলতে থাকবে। আযাবের প্রচণ্ডতায়

www.pathagar.com

জীবন ধারণ যেন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিন্তু তবুও মৃত্যুর কারণে আযাবের স্বাদ গ্রহণ যেন বন্ধ হয়ে না যেতে পারে, তাই মৃত্যু তাদের ঘটবে না।

১৪-১৫ আয়াতে বলা হয়েছে- চূড়ান্ত বিজয়ের শিরোপা তো কেবল তাদেরই মাথায় শোভা পাবে যারা তিনটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত ছিলঃ (১) শিরকের পংকিলতামুক্ত ঈমান, পরিচ্ছন্ন আমল ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী (২) আল্লাহর অহর্নিশ যিকিরকারী (৩) নামাযের হেফাজতকারী।

১৬-১৭ আয়াতে দুনিয়ার উপর আখিরাতের জিন্দিগীর প্রাধান্য আরোপ করার মহাশিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানুষ তো কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের ধান্ধায় পাগল। অথচ আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি আর আরাম-আয়েশই মানুষের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত ছিল। কেননা দুনিয়ার ভোগ-সম্ভোগের যাবতীয় উপকরণই নশ্বর-ধ্বংসশীল। আর আখিরাতের নিয়ামতসমূহ অধিক উত্তম ও অবিনশ্বর।

১৮-১৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত বাণীগুলো যে কেবল শেষ নবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা নয়, বরং এই সহাসত্যের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি যুগে যুগে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। এ চিরন্তন সহাসত্যের বাণী পৌছানো হয়েছে ইবরাহীম (আ.) ও মূসা (আ.)-এর উম্মতের কাছে- তথা সারা মানব জাতির কাছে।

সূরার বিশেষত্ব

হাদীসঃ নো'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী করীম (সা.) দুই ঈদের নামাযে এবং জুমুআর নামাযে সূরা আল-আ'লা ও সূরা আল-গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।' (মুসলিম, আহমাদ, আহলে সুনান) হাদীসঃ আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন "রসূলুল্লাহ (সা.) বিতের নামাযে পড়তেনঃ সূরা আল-আ'লা, সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা ইখলাস।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, বায়হাকী, হাকেম, দরা কুতনী)

www.pathagar.com

৮৭. সূরা আল-আ'লা

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ① الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ② وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ③ وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ④ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ⑤

سَبِّحْ[১] = (হে রসূল!) আপনি তাসবীহ পাঠ করুন, اسْمَ= নাম, رَبِّكَ= আপনার রব, الْاَعْلَى[২] = (যিনি) মহামহিমান্বিত, الَّذِىْ= যিনি, خَلَقَ[৩]= সৃষ্টি করেছেন, فَسَوّٰى[৪]= অতঃপর সুষম ও সুবিন্যস্ত করেছেন, قَدَّرَ[৫]= তাকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, فَهَدٰى[৬] = অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন, اَخْرَجَ= উৎপাদন করেছেন, الْمَرْعٰى= পশুচারণ ভূমি, এখানে অর্থ হবে উদ্ভিদ ও গাছগাছড়া, فَجَعَلَهٗ = অতঃপর তাকে পরিণত করেন, غُثَآءً[৭]= আবর্জনা (ভাসমান আবর্জনা), اَحْوٰى= কৃষ্ণ বর্ণের।

---

(১) হে রসূল! আপনার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের তাসবীহ্ পাঠ করুন (২) যিনি (নিখিল বিশ্ব) সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর সুঠাম করেছেন (৩) আর যিনি তাকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি গাছপালা উৎপন্ন করেছেন (৫) অতঃপর তাকে কৃষ্ণ বর্ণের আবর্জনায় পরিণত করেছেন।

---

১. 'তাসবীহ'-র শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্র রাখা অর্থাৎ আল্লাহর নামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পাক সত্তার সাথে এমন নাম কিছুতেই যোগ করা উচিত নয়, যাতে রয়েছে শিরকের গন্ধ, যা অশোভনীয় এবং বেমানান অথবা তাঁর প্রতি আদবের খেলাফ ও ত্রুটিপূর্ণ। বরং আল্লাহর যেসব 'আসমাউল হুসনা' (উত্তম নামসমূহ) কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে সেইসব নামেই তাঁকে ডাকা উচিত। অনুকূলে আয়াতঃ "আর আল্লাহর

www.pathagar.com

জন্য উত্তম নামসমূহ রয়েছে, অতএব তোমরা তাঁকে এসব নামে ডাক।" (আ'রাফঃ ১৮০)

আল্লাহর উত্তম নামগুলি শুধু জানাই প্রয়োজন নয়, বরং সেগুলি মুখস্থ রাখলে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ হবে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। একশত থেকে একটি কম। যে ব্যক্তি এগুলি মুখস্থ রাখবে সে বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তিনি বেজোড় তাই বেজোড় পছন্দ করেন। (বুখারী ৬৪১০, মুসলিম) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উত্তম নামসমূহে বিকৃতি সৃষ্টি করে এবং যারা বিকৃতকারীদের সংগে সম্পর্ক রাখে তাদের জন্য ঘোষিত হয়েছে চরম শাস্তি। অনুকূলে আয়াতঃ "আর যারা তার (আল্লাহর) নাম বিকৃতি করে তাদের বর্জন কর। শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে।" (আ'রাফঃ ১৮০) হাসি তামাশার আসরে অশ্লীল কাজে লিপ্ত কোন মজলিসে- (যেখানে তার নাম শুনলে লোকেরা হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপ মন্তব্য প্রকাশ করতে পারে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা উচিত নয়।

২. আল-আলা– আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের মধ্যে একটি, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাযে এই নামটি স্মরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনুকূলে হাদীসঃ উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হল- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (সূরা ওয়াকিয়াহঃ ৭৪) তখন রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে হুকুম দিলেনঃ তোমরা এ আয়াতটি তোমাদের রুকুতে পাঠ কর। এরপর যখন নাযিল হল- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى

তখন তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেনঃ তোমাদের সিজদায় এ আয়াত পাঠ কর। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, ইবনে হিব্বান)

নামাযের বাইরে এ আয়াতটি পাঠ করলে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- যখন রসূলুল্লাহ (সা.) পাঠ করতেন-

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى -

তখন তিনি বলতেনঃ সুবহানা রাব্বিয়াল আলা। (আহমাদ, আবু দাউদ, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী)

www.pathagar.com

৩. 'খালাকা'– মানুষকে তওহীদের স্বচ্ছ ধারণা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাঁর কতকগুলি গুণাবলীর উল্লেখ করে বলেন- আমি কেবল পৃথিবীই সৃষ্টি করিনি, বরং ভূ মন্ডলে যা কিছু আছে সবই আমি সৃষ্টি করেছি। সবকিছু আমার নিপুন শৈল্পিক মননশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। কোন প্রকার নমুনা ছাড়াই আমি আমার ইচ্ছামত-যাকে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করি। নিঃসন্দেহে আমার সৃষ্টিরহস্য সুপরিকল্পিত ও প্রজ্ঞাময়।

৪. 'ফাসাওওয়া'– অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুষম ও সুবিন্যস্ত। আল্লাহ জাল্লা শানুহু কাউকে অর্থহীন সৃষ্টি করেননি। মহাপরিকল্পনাধীন, অতীব বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে তিনি প্রতিটি সৃষ্টির ভারসাম্য ও অনুপাত কায়েম করেছেন। আকার-আকৃতি ও রূপ-প্রকৃতি এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুষম করে বানিয়েছেন যে, সেই জিনিসটির এর চেয়ে উত্তম আকৃতি মোটেও কল্পনা করা যায় না। অনুকূলে আয়াতঃ الَّذِيْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

'যিনি প্রতিটি জিনিস অতি উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন।' (আস-সিজদাঃ ৭)

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের দেহাবয়বের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই যে কোন চক্ষুস্মান ব্যক্তি আল্লাহর অপার সৃষ্টিকৌশল ও শক্তি সামর্থে বিশ্বাস স্থাপন করবে। মানুষের একটি ব্যক্তি আল্লাহর অপার সৃষ্টিকৌশল ও শক্তি সামর্থে বিশ্বাস স্থাপন করবে। মানুষের একটি অঙ্গ হাত, এর সৃজন পদ্ধতি নিয়ে যদি চিন্তা-ভাবনা করা যায়-তাহলে দেখা যাবে কি সুক্ষ্ম ও নিপুন সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এর সৃষ্টিতে। হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের দিকেই তাকান। দেখবেন আঙ্গুলগুলি দৈর্ঘ্যে সমান নয়, এমনকি গঠন প্রকৃতিতেও পার্থক্য রয়েছে। যদি সবই একই মাপের হত, তাহলে এমন স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ব্যবহার ক্ষমতা কিছুতেই সম্ভব হতনা। কাঁধ, কনুই, কব্জি এবং আঙ্গুলের (Inter-Phallengeal, Metacarpo-Phallengeal and inter-metacarpal joints) জোড়াগুলি অত্যন্ত কৌশলপূর্ণভাবে সংস্থাপন করা হয়েছে বলেই হাতের স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা ইনফিতারঃ ৭ আয়াতের ৩নং টীকা)

৫. 'কাদ্দারা' - এই মূল শব্দটি হতেই 'তাকদীর' উদ্ভুত। প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা তাকদীর আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সুনির্দিষ্টভাবে লিখা হয়েছে। অনুকূলে হাদীসঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর

www.pathagar.com

ইবনুল আস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক সকল সৃষ্টির তাকদীর আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই লিখে দিয়েছেন। আর সেই সময় আল্লাহর "আরশ" পানির উপর ভাসমান ছিল।" (মুসলিম)

দুনিয়ার সেই বস্তুটির আকৃতি কেমন হবে, কি কি তার গুণ বৈশিষ্ট্য থাকবে, পরিমাণ কতুটুকু হবে, কত সময়ের জন্য কর্মরত থাকবো, কি কি কাজে ব্যবহৃত হবে, কর্ম সম্পাদনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্র এবং উপায় উপকরণ প্রস্তুত থাকতে হবে, কোথায় হবে এর অবস্থান, কে করবে তার হেফাজত, কখন ও কিভাবে ঘটবে এর পরিসমাপ্তি-সব কিছুই যথারূপে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর এই পুঙ্খনাপুঙ্খ পরিকল্পনার সামগ্রিক নামই 'তাকদীর'। ভূমন্ডল ও নভমন্ডলে যা কিছু সৃজিত বস্তু রয়েছে- সবই এই আমোঘ বিধানের আওতায় কর্মরত রয়েছে। আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, মেঘমালা, বৃষ্টিবর্ষণ সব কিছুই যেমন উর্ধলোকে 'তাকদীর' মাফিক নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, তেমনি মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা এবং জড় পদার্থও স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে তাদের জন্যে বেঁধে দেয়া 'তাকদীর' অনুযায়ী।

৬. 'ফাহাদা' -মূল শব্দটি 'হাদা'- অর্থাৎ আল্লাহ পাক কেবল সারা বিশ্বলোককে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে এনে, তাদেরকে সুষম সুবিন্যস্ত করে এবং তাদের জন্য তাকদীরের বিধান বেঁধে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, চুকে দেননি তাঁর সকল দায়দায়িত্ব, বরং সকলের জন্য দিয়েছেন প্রয়োজনীয় দোয়াত বা পথনির্দেশ। অনুকূলে আয়াতঃ

قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی -

"(ফিরাউনের প্রশ্নের উত্তরে) সে (মূসা) বলল, আমাদের রব তিনিই যিনি প্রত্যেক জিনিসকে উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন অতঃপর হেদায়াত দিয়েছেন।" (ত্বহাঃ ৫০) যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, যে কাজ আনজাম দেয়ার জন্য সে বস্তুটি সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ সঠিক পন্থা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আল্লাহ কেবল সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনি বিধানদাতা এবং পথ প্রদর্শকও। যেহেতু সকল সৃষ্টি বস্তুই এক ধরনের নয় এবং

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র সত্তার জন্য আলাদা আলাদা হেদায়াত দেয়া হয়েছে- এ কারণেই আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি, বিদ্যুৎ, মেঘমালা ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা বিধান জারি করা হয়েছে। আবার পানি, আলো, বাতাস, প্রস্তর, মাটি এগুলোর জন্য আর এক ধরনের পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফলে যে উদ্দেশ্যে এগুলি সৃজিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা সক্ষম হচ্ছে। তাই আমরা দেখি, সূর্য পূর্ব বলয় থেকে উদিত হয়ে মধ্যাহ্ন পেরিয়ে পশ্চিম বলয়ে অস্ত যায়। চাঁদ ১লা তারিখে সরু কাস্তের ন্যায় পশ্চিমাকাশে দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে এর অবস্থান ও আকৃতির পরিবর্তন পরিবর্ধন হতে থাকে। ১৫ তারিখে ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করে। এরপর ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সুদূর আসমানে চাঁদের অবস্থানের সাথে ধরনীতলের জোয়ার ভাটার এমন এক চিরন্তন সম্পর্ক বেঁধে দেয়া হয়েছে যার কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

উদ্ভিদ জগতের জন্য রয়েছে এক স্বতন্ত্র বিধান। বীজ যমীনে অংকুরিত হবে, নীচের দিকে ভূগর্ভের গভীর থেকে গভীরে প্রবিষ্ট হবে তার মূল, উপরের দিকে উঠে আসবে তার কান্ড, ছড়িয়ে পড়বে তার শাখা প্রশাখা, ফুলে ফলে পত্র পল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠবে সে। তারপর এক নির্দিষ্ট সময়ে তাকদীরের শাসনে বিদায় নিতে হবে তাকে।

জীব জন্তুর জন্যও কার্যকর রয়েছে স্বতন্ত্র বিধান। অনুভূতি কেন্দ্রিক এমন স্বভাবজাত জ্ঞান এমন জীবের মধ্যে দেখা যায়, আশরাফুল মাখলুকাতের পঞ্চেন্দ্রিয় এমনকি অত্যাধুনিক আবিস্কার দ্বারাও তেমনটি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা দেখি বাবুই পাখীর ওয়াটার প্রুফ বাসা যা বহন করে এক অতি উচ্চ মানের শৈল্পিক কারিগরির সাক্ষ্য, মাকড়সার বাসা, যার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআনে এক অতি সূক্ষ্ম শিল্পকলার পরিচায়ক। মৌমাছির জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে হতবাক হয়ে আপনা আপনিই মাথা নত হয়ে পড়বে মহামহিমান্বিত স্রষ্টার প্রতি।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ। আশরাফুল মাখলুকাত সে। দেয়া হয়েছে তাকে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের সীমিত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার সঠিক প্রয়োগে সাহায্যকারী ঐশ্বীশক্তি 'রূহ' (বিবেক)-এর এক মহামূল্যবান সম্পদও তাকে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

ফলে মানুষের বিষয়টি হয়েছে বিস্ময়কর। জন্মলাভ করেছে তার মধ্যে দুটি আলাদা বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য জীবের ন্যায় রয়েছে তার জৈবিক বা পাশবিক দিক; আর বিবেক সম্পন্ন মানুষ হিসাবে রয়েছে নৈতিক দিক। আর ঠিক এই কারণেই মানুষকে দেয়া হয়েছে দুই ধরনের হেদায়াত।

হেদায়াতের ফলে মানবশিশু তার জন্মলগ্নেই তাঁর দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা, ফুসফুস, হৃদপিন্ড, কলিজা, গুর্দা, যকৃত, অন্ত্র, স্নায়ু, ধমনী- সবকিছুই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মানুষের চেতনা অনুভূতি ছাড়াই তার যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষম কর্মসম্পাদনার কারণেই দেহ-মনে শৈশব, কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন এই স্বাভাবিক জৈবিক হেদায়েতের ফলেই সাধিত হয়ে থাকে।

মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে। প্রাণী জগতের সকলের জন্যই যেমন তাদের জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস, বংশবিস্তার, প্রতিকুল পরিবেশে আত্মরক্ষার উপায় উপকরণের যাবতীয় কৌশল আল্লাহ দান করেছেন, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও তেমনি শিখিয়েছেন তাদের জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস, বংশবিস্তার, প্রতিরক্ষার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। তাদের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় খনিজ পদার্থ, সকল গাছপালা, পশুপাখী তথা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই। শুধু তাই নয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ফলে বিশাল সমুদ্রবক্ষও মানুষের করায়ত্ত। এমনকি সৌরশক্তির খেদমত থেকেও মানুষ আজ আর বঞ্চিত নয়। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা-প্রজ্ঞার সফল প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কার। তিনি মানুষকে দান করেছেন যোগ্যতা এবং দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ। তাই এক কথায় বলা যায়, বিজ্ঞানের বিজয় আল্লাহরই দান- তাঁরই দেয়া মানবিক হেদায়াতের ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় প্রকার নৈতিক হেদায়াতের বেলায় রয়েছে মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও চেতনা অনুভূতির সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতি। তার ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের সঠিক পন্থা কি, আর ভুল পথই বা কি, কোন কাজটি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক, আর কোন কাজটি নৈতিকতা বিবর্জিত, মনিবের ক্রোধানলে- মোটকথা তার জীবনের চরম সফলতা ও ব্যর্থতার যাবতীয় পথনির্দেশ সম্বলিত হেদায়েত যুগে যুগে বিভিন্ন

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীতে আম্বিয়া-মুরসালীনদের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। আমাদের জন্য পাঠানো হয়েছে হেদায়াতপূর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। ইচ্ছা শক্তির সীমিত স্বাধীনতা আছে বলেই কেউ কেউ কুরআনের হেদায়াত অনুসরণে ধন্য হচ্ছে; আর কেউ কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে ধ্বংস হচ্ছে।

৭. 'গুসাআন আহওয়া'– সবুজ সতেজ বৃক্ষলতাদির শেষ পর্যায়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ। তাওহীদের শিক্ষার আরো একটি নিদর্শনের দিকে আল্লাহ্ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে আল্লাহর অসীম কুদরতে শ্যামল সবুজ উদ্ভিদ জন্মলাভ করে, নয়ন জুড়ানো ঘনসবুজ বন, খেতখামার দেখে আনন্দে মন নেচে উঠে, কুদরতের সেই হাতই শীতের জ্বরার আঘাতে ঘন সবুজকে করে দেয় হরিদ্রাবর্ণ, সতেজ-সবুজকে করে দেয় শুস্ক পীতবর্ণ। অবশেষে তা কৃষ্ণ বর্ণের আবর্জনায় পরিণত হয়- উড়িয়ে নেয় বাতাসে, ভাসিয়ে দেয় প্লাবনে। শেষ পরিণতি হয় তার মাটিতে। আয়াতে মানুষের শেষ পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। মানুষের দেহের সজীবতা, যৌবনের রূপ লাবণ্য আনন্দ স্ফূর্তি সবই আল্লাহর দান। এরপর প্রৌঢ়ের ছাপ, তারপর বার্ধক্য। তারপর আবর্জনারূপ মরা দেহ, যার শেষ পরিণতি মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়া।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾

سَنُقْرِئُكَ = অচিরেই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, فَلَا تَنْسَىٰ = অতএব আপনি ভুলবেন না, إِلَّا[১] = ব্যতীত, مَا شَاءَ = যা কিছু ইচ্ছা করেন, اللَّهُ = আল্লাহ, إِنَّهُ = নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ), يَعْلَمُ[২] = জানেন, الْجَهْرَ = বাহ্যিক, প্রকাশ্য, وَمَا يَخْفَىٰ = আর যা কিছু গোপন রয়েছে।

---

(৬) অচিরেই আমরা আপনাকে (কুরআন) পাঠ করাব, অতঃপর আপনি তা ভুলবেন না (৭) আল্লাহ যা কিছু ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য বিষয় এবং যা কিছু গোপন রয়েছে তাও।

www.pathagar.com

শানে নুযূলঃ ইবনে মারদুইয়া (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে এবং হাকেম হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-র বরাতে বলেন- ওহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (সা.) ওহী নাযিলের মাঝখানেই বার বার আয়াতগুলি পড়তেন, যদি তিনি ভুলে যান এই আশংকায়। তখন তাকে আশ্বস্ত করার জন্য নাযিল হয় ৬নং আয়াত। (ফাতহুল কাদীর)

ওহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (সা.) ওহী গ্রহণে ততটা অভ্যস্থ হয়ে উঠার পূর্বেই আল্লাহর কোন বাণী তাঁর স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার আশংকায় অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন। তাই জিবরাঈল (আ.) ওহী নাযিল শেষ করার পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সা.) ওহীর প্রথমাংশ আবৃত্তি করা শুরু করতেন। বার বার উচ্চারণ করতেন পঠিত অংশ। আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু শুনালেন তাঁর হাবীবকে সান্তনার বাণী। বললেনঃ আপনার হৃদয়ে কুরআনের প্রতিটি শব্দ চিরমুদ্রিত করে দেয়ার পূর্ণ দায়িত্ব আমরাই গ্রহণ করলাম। আপনি শুধু ওহী নাযিলকালে মানোযোগ সহকারে শুনুন। একটি শব্দও আপনার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না। শুধু মুখস্তই নয়, অধিকন্তু এর প্রতিটি শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়ার পূর্ণ দায়িত্বও আমাদের উপর। বস্তুত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর কুরআন নাযিল এক বিশেষ মুজিযা। আর কুরআনকে তার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত করে দেয়া আর একটি মুজিযা।

১. 'ইল্লা মা-শাআল্লাহ'- অর্থাৎ (হে রসূল!) কুরআন আপনার স্মৃতিপটে চিরমুদ্রিত থাকাটা আপনার কোন কৃতিত্ব-বাহাদুরী নয়, বরং এটা হচ্ছে আপনার প্রতি আমার এক বিশেষ দয়ার ফল- এটা আমারই দেয়া তওফীকেরই অবদান। নতুবা আমরা ইচ্ছা করলে সবকিছুই ভুলিয়ে দিতে পারি। অনুকূলে আয়াতঃ

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ـ

"আর আমরা যদি ইচ্ছা করতাম, তাহলে ওহীর মাধ্যমে আপনাকে যা কিছু দিয়েছি তা সবই ছিনিয়ে নিতাম।" (বনী ইসরাঈলঃ ৮৬) সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.) তথা মুমিনদের অন্তরে কুরআনের ততটুকু অংশই অবিস্মৃত থাকবে, যতটুকু হিকমতময় আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। আল্লাহ পাকই ভাল জানেন কোন বিধানের প্রয়োজনীয়তা-উপকারিতা শেষ হয়েছে আর কোনটার হয়নি। তাই তিনি স্বীয় ইচ্ছামত আয়াত মানসূখ (রহিত) করেন। (সূরা বাকারাঃ ১০৬ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

আয়াত মানসূখ করার চিরন্তন পদ্ধতি হচ্ছে তিনটি ঃ

(১) প্রথম বিধানের বিপরীতে পরিস্কার দ্বিতীয় বিধানের ঘোষণা। (২) মহাবিজ্ঞ আল্লাহর হিকমতের প্রয়োগে আয়াত বা আয়াতাংশের অংশবিশেষ উঠিয়ে নেয়া। (৩) রসূলুল্লাহ (সা.) তথা সকল মুমিনের স্মৃতি থেকে সেই বিধানটি উধাও করে দেয়া।

অবশ্য কোন বিশেষ কারণে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্মৃতি থেকে কোন আয়াত সাময়িকভাবে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া- এই প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভূক্ত নয়। প্রতিশ্রুতি তো এই যে, স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন আংশকেই আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেয়া হবে না। একবার ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সা.) কোন এক সূরা তিলাওয়াতকালে সাময়িকভাবে একটি আয়াত ভুলে গিয়েছিলেন। ওহী লেখক হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণিত হাদীসে জানা যায়- একদিন ফজরের নামাযে একটি সূরা তিলাওয়াত করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.) একটি আয়াত ছেড়ে দিয়ে তিলাওয়াত শেষ করলেন। নামায শেষে সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন- এই আয়াত কি মানসূখ হয়েছে? রসূলুল্লাহ (সা.) জওয়াব দিলেনঃ না আমি ভুলে গিয়েছিলাম।" (বুখারী)

২. 'ইয়া'লামু - অর্থাৎ আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় বিষয়ই পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন। আলোচনার ধারাবাহিকতায় এর মর্মার্থ হচ্ছে-কোন আয়াত মানসূখ করা প্রয়োজন, কোন আয়াতের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে, কোন নতুন বিধান প্রবর্তন করা আবশ্যক, কোন আয়াতের বিপরীত বিধান সম্বলিত আর একটি আয়াত নাযিল করা প্রয়োজন আর সেই মুহূর্তে পূর্ববর্তী আয়াতটি রহিত ঘোষিত হওয়া জরুরী-এর অপ্রকাশ্য তত্ব রহস্য এবং প্রকাশ্য অবস্থা সবই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন। এমনকি কোন আয়াত রসূলুল্লাহ (সা.) ও উম্মাতে মুহাম্মদীর স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা প্রয়োজন তাও তিনি জানেন।

আল্লামা সাইয়েদ মওদুদী (রহ.) এর অর্থ নিয়েছেন যে, নবী করীম (সা.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ওহী পড়া চলাকালেই আগের অংশ প্রকাশ্যভাবে পড়ে যাচ্ছিলেন- এই বাহ্যিক বিষয়ও তিনি জানেন, আর ভুলে যাওয়ার আশংকায় যে তিনি অন্তরে অস্থিরতা অনুভব করছিলেন সে গোপন বিষয়ও তিনি জানেন।

www.pathagar.com

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ⑧ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ⑨ سَيَذَّكَّرُ مَنْ
يَّخْشٰى ⑩ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ⑪ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ⑫
ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ⑬

وَنُيَسِّرُكَ[১] = এবং আমরা আপনার জন্য সহজ করে দেব, لِلْيُسْرٰى= সহজ পন্থার জন্য (ইসলামী শরীআতকে আপনার জন্য সহজ করে দেব), فَذَكِّرْ[২]= অতএব আপনি উপদেশ দিন, اِنْ = যদি, نَّفَعَتِ= কল্যাণকর হয়, الذِّكْرٰى= উপদেশ, سَيَذَّكَّرُ= সেই ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করবে, مَنْ= যে, يَّخْشٰى[৩]= (আল্লাহদ্রোহিতার পরিণতির) ভয় করে, وَيَتَجَنَّبُهَا[৪] = আর তা (উপদেশ) উপেক্ষা করবে, الْاَشْقَى= চরম হতভাগ্য, الَّذِىْ= যে, يَصْلَى= পৌঁছবে, النَّارَ = আগুন, الْكُبْرٰى= ভয়াবহ, ثُمَّ= অতঃপর, لَا يَمُوْتُ[৫]= সে মরবে না, فِيْهَا= তার (জাহান্নামের) মধ্যে, وَلَا يَحْيٰى[৬]= আর বেঁচেও থাকবে না।

---

(৮) (হে রসূল!) আমরা আপনার জন্য সহজ করে দিব সহজ পন্থার শরীআতকে। (৯) অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, যদি উপদেশ কল্যাণকর হয় (১০) সেই তো উপদেশ গ্রহণ করবে যে ভয় করে (১১) আর তা উপেক্ষা করবে চরম হতভাগ্য ব্যক্তি (১২) সে পৌঁছবে ভয়াবহ আগুনে (১৩) অতঃপর সেখানে না সে মরবে, আর না বেঁচে থাকবে।

---

১. 'نُيَسِّرُكَ' - অর্থাৎ আপনার জন্য এমন এক সহজ পন্থার শরীআত দান করব যা পালন করা, এর উপর কায়েম থাকা, এর পূর্ণ পাবন্দী করা এবং এর প্রচার প্রসার করা আপনার পক্ষে সহজসাধ্য হয়। মোটকথা শরীয়াতকে আপনার জন্য সহজ করে দিব।

আর যদি 'لِلْيُسْرٰى' শরীআতের জন্য আপনাকে সুবিধা দিব' এই অর্থ নেয়া হয়, তাহলে এর মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, শরীআত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত করে দেব এবং আপনি স্বভাবতই তার ছাঁচে গড়ে উঠবেন।

মুকাতিল এর অর্থ নিয়েছেন- জান্নাতের জন্য যাবতীয় আমল আপনার পক্ষে

www.pathagar.com

সহজসাধ্য করে দেব। এর আরো একটি অর্থ এরূপ করা হয়েছে যে, ওহীর ব্যাপারে আপনাকে এমন সুবিধা দেব যাতে আপনি সহজেই তা মুখস্থ রাখতে পারেন এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারেন।

আল্লামা সাইয়েদ মওদূদী (রহ.) পরবর্তী আয়াতের সংগে এর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করে বলেনঃ হে নবী! আপনাকে দীনের তাবলীগের ব্যাপারে আমি কোন অসুবিধায় ফেলতে চাই না। বধিরকে শুনানো ও অন্ধকে পথ দেখানোর মত অসম্ভব দায়িত্বের বোঝা আমি আপনার উপর চাপাব না। শরীআত প্রচারে আমি আপনাকে একটি সহজ পন্থা বলে দিচ্ছি [পরবর্তী টীকায় এর সূত্র টানা হল]।

২. 'ফাযাক্কির' - অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি উপদেশ অব্যাহত রাখুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অনুভব করতে পারবেন যে, কেউ না কেউ উপদেশ থেকে উপকৃত হচ্ছে। সবাইকে আল্লাহর পথে টেনে আনবার মত অসম্ভব দায়িত্ব আমি আপনার উপর আরোপ করিনি। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে লোকদেরকে আমার বাণী পৌছিয়ে দেয়া, আর আমার দায়িত্ব সত্য বিমুখদের কাছ থেকে কড়ায় গন্ডায় হিসাব নেয়া। অনুকূলে আয়াতঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ - (الرعد : ٤٠)

"বস্তুত আপনার যিম্মায় বাণী পৌছানো আর হিসাব নেয়া আমাদের দায়িত্বে।" (রা'দঃ ৪০)

আপনি যখন জনসাধারণ্যে আমার বাণী প্রচার করতে থাকবেন, তখন স্বীয় প্রজ্ঞায় আপনি বুঝতে পারবেন যে, কে উপকৃত হতে প্রস্তুত, আর কে নয়, কে সত্যের আহবানে সাড়া দিতে প্রস্তুত, আর কে নয়। যাদেরকে আপনি সত্যাগ্রাহী দেখবেন, বুঝতে পারবেন যারা উপদেশ নির্দেশ শুনে কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক, তাদেরকেই আপনি সংঘবদ্ধ করুন। তাদের প্রতি মনোযোগী হন এবং ব্যবস্থা করুন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার। পক্ষান্তরে আপনার অভিজ্ঞতায় যাদেরকে সত্যবিমুখ পাবেন, যারা নসীহত গ্রহণ করে কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত নয়, তাদের পিছনে সময় ব্যয় করা এবং মাত্রাতিরিক্ত মানোযোগী ও ব্যস্ত হয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই- যদিও সে সমাজপতি হয়।

www.pathagar.com

৩. 'ইয়াখশা' - অর্থাৎ যার দিলে আল্লাহর ভয় আছে, আল্লাহদ্রোহিতার সর্বনাশা পরিণতির ভয়ে ভীত, আখিরাতে সারা বিশ্ববাসীর সামনে বেইজ্জতি হতে যে প্রস্তুত নয়। আল্লাহর গযবের ভয় যার দিলে আছে, সে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আপনার উপদেশ শ্রবণ করবে, হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে আপনার নসীহত এবং দৃঢ়পদে অগ্রসর হবে কল্যাণের পথে।

৪. 'ইয়াতাজান্নাবুহা' - অর্থাৎ চরম হতভাগ্যরাই 'হক'-এর দাওয়াতে কর্ণপাত করবে না, তারাই পাশ কেটে চলে যাবে সত্যের আহবানকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে, তারাই ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। শাশ্বত শান্তির পথকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে তারাই দ্রুতপদে এগিয়ে যাবে জাহান্নামের দিকে।

৫. لَايَمُوْتُ - অর্থাৎ জাহান্নামের প্রচন্ড আগুনে তারা ভস্ম হয়ে শেষ হয়ে যাবে না। মৃত্যুর মাধ্যমে আযাব ভোগে বিরতি ঘটবে- এমন সুযোগ সেখানে মিলবে না। হতভাগারা তো আযাবের স্বাদ আস্বাদনের জন্যই সেখানে পৌঁছেছে। তাই তারা কাকুতি মিনতি করে শত আবেদন নিবেদন পেশ করলেও মৃত্যু তাদের ভাগ্যে জুটবে না। অনুকূলে আয়াতঃ

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ـ

"তখন তারা মৃত্যুকে আহবান জানাতে থাকবে আর জ্বলন্ত আগুনে নিপতিত হবে।" (ইনশিরাকঃ ১১-১২)

শুধু তাই নয়, মৃত্যু কামনা করে ব্যর্থ হলে তারা মাটিতে পরিণত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার কামনা করবে। অনুকূলে আয়াতঃ

وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا ـ

"(কিয়ামতের দিনে) কাফিররা (চিৎকার করে) বলবে-কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম।" (নাবাঃ ৪০)

এমনকি জাহান্নামের আগুন যদি তাদের চামড়া ঝলসিয়ে দেয় হক তাআলা শানুহু তাদের জ্বলে যাওয়া চামড়ার পরিবর্তে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দিবেন, যাতে আযাবের স্বাদ পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। অনুকূলে আয়াতঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ـ

"যখনই তাদের চামড়া ঝলসে যাবে তখনই তার পরিবর্তে তাদের চামড়া সৃষ্টি

www.pathagar.com

করব, যাতে তারা (অবিরত) আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে।" (সূরা নিসাঃ ৫৬)

কিন্তু যেসব ঈমানদার গুনাহের কারণে মেয়াদী আযাব ভোগের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের মেয়াদ শেষ হলে তাদেরকে মৃত্যুদান করা হবে এবং এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় আবার জিন্দা করে জান্নাতে প্রবশোধিকার দেয়া হবে। অনুকূলে হাদীসঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের সেখানে মৃত্যুও হবে না এবং বেঁচে থাকার মত অবস্থাও থাকবে না। কিন্তু যারা ঈমানদার ছিল অথচ গুনাহের জন্য মেয়াদী জাহান্নাম ভোগ করবে (তাদের মেয়াদ শেষ হলে) তাদেরকে মৃত্যু দান করা হবে এমনকি যখন তারা ভস্ম হয়ে পোড়া কয়লার ন্যায় হয়ে যাবে, তখন তাদের জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে। অতঃপর তাদের দগ্ধিভূত লাশের টুকরা টুকরা অংশগুলিকে জান্নাতের নহরসমূহের কিনারায় রাখা হবে। তখন বলা হবেঃ হে জান্নাতীগণ! তোমরা তাদের উপর জান্নাতের পানি নিক্ষেপ কর। ফলে তারা তেমনিভাবে জীবন্ত হয়ে উঠবে যেমনভাবে পানির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠে তরুলতা। (মুসলিম, আহমাদ) সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে আবু হুরাইরা (রা.)-র বরাতে বায্যার অনরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬. 'ওয়ালা ইয়াহ্ইয়া' - অর্থাৎ জাহান্নামীরা সেখানকার অসহ্য আযাবের ফলে জীবন ধারণক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। এমন প্রচন্ড আযাবে স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রাণীর পক্ষেই জীবন ধারণ আদৌ সম্ভব হত না। কিন্তু আল্লাহপাক তাদের জন্য মৃত্যুকে হারাম করেছেন যাতে আযাবের স্বাদ আস্বাদন খতম হয়ে না যায়। তাই তারা মৃত্যুর দুয়ার ঠেলে আযাবের যবনিকা টানতে যেমন সক্ষম হবে না- তেমনি সক্ষম হবে না বাঁচার মত বাঁচাতেও।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾

قَدْ اَفْلَحَ[১] = নিশ্চিত সাফল্য লাভ করল, مَنْ = যে ব্যক্তি, تَزَكّٰى= পবিত্রতা অবলম্বন করল, وَذَكَرَ[২]= আর স্মরণ করল, اسْمَ= নাম, رَبِّهٖ= তার রব-এর, فَصَلّٰى = অতঃপর নামায আদায় করল।

www.pathagar.com

(১৪) নিশ্চিত সাফল্য লাভ করল সেই ব্যক্তি, যে পবিত্রতা অর্জন করল (১৫) আর স্মরণ করল স্বীয় রব- এর নাম, অতঃপর নামায আদায় করল।

---

১. 'কাদ আফলাহা মান্ তাযাক্কা'– আয়াতটির ব্যাখ্যায় অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। হাদীস ঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (স.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আর শিরকের মূলোচ্ছেদ করবে, আরো সাক্ষ্য দিবে যে, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)। আর "যাকারসমা রব্বিহি ফাসাল্লা" (১৫ নং আয়াত)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর মর্মার্থ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথা সময়ে আদায় করা। (বাযযার, ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে বলেন, "কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা" অর্থাৎ শিরক থেকে বেঁচে থাকল যারা তারাই হল সাফল্যমন্ডিত। আর "যাকারাসমা রব্বিহি ফাসাল্লা"- এর অর্থ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায।

অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, "তাযাক্কা"-এর অর্থ হচ্ছে যাকাতুল ফিতর এবং ফাসাল্লা (অতঃপর নামায আদায় করল) শব্দটিকে পূর্বের শব্দ 'তাযাক্কা'র যোগসূত্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ রসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অধিকাংশ মুফাসসির একমত যে, 'তাযাক্কা' শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ ঈমানকে শিরকের পংকিলতা থেকে পবিত্রকরণ, চারিত্রিক সকল দুর্বল দিক সংশোধনের মাধ্যমে নির্মল, পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া, যাবতীয় মুনকার পরিহার করে সালেহ আমলকারী হওয়া, মালের যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মাল পবিত্রকরণ এবং যাকাতুল ফিতর আদায়ের মাধ্যমে রোযা পবিত্রকরণ সবই বুঝায়।

কেউ কেউ ১৪-১৫ আয়াতদ্বয়কে ঈদের নামাযের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর আদায় করে নামায পড়তে যাওয়ার বিধানের প্রবর্তক হিসাবে শানে-নুযূল-এর উল্লেখ করেছেন। এ অভিমত সঠিক নয়। কারণ সূরাটি নাযিল হয়েছে মক্কা শরীফে যখন পর্যন্ত ঈদের নামায পড়ার বিধান চালু হয়নি।

www.pathagar.com

২. 'যাকারসমা রব্বিহি' - অর্থাৎ সাফল্যমন্ডিত আর একটি গুণ হচ্ছে যে, সে কেবল সার্বিক পবিত্রতা অর্জন করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং উঠতে-বসতে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে তার রব-এর নাম যিকির করে। এখানে রবের নাম স্মরণ করার তাৎপর্য নিম্নরূপঃ যিকির অর্থাৎ স্মরণ। শুধুমাত্র অন্তরে রবের নাম স্থানলাভ অথবা মনে মনে তাঁর মহান সত্তার উদয় হওয়াও বুঝায়। আবার অন্তরে স্মরণ ছাড়া কেবল মুখে উচ্চারণ নিতান্তই অর্থহীন। কিন্তু মুখে উচ্চারণ কেবল অন্তরে স্মরণ অবশ্যই অর্থবহ।

আয়াতের প্রথমেই আল্লাহর নাম যিকিরের উল্লেখ থাকায় অন্তরে যিকির-ই 'যাকারসমা রব্বিহি''র মূলে আবেদন। বান্দা যখন দুধে পানি মিশাইতে চাইবে, চাউলে কংকর মিশাতে ইচ্ছা করবে, ওযনে কম দিতে মনস্থ করবে, উৎকোচ গ্রহণে উদ্যত হবে, গভীর রাতে অন্যের গৃহে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিবে, তখনই তার মনে উদয় হবে আমি তো সেই রব-এর বান্দা, যিনি আল-বাসীর (সব কিছুই দেখেন), লাতিফুল খাবীর (সক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন বিষয়েরও খবর রাখেন), আর-রাকীব (মহাপরিদর্শক), আল-মুহীত (সকল কর্মকান্ড পরিবেষ্টনকারী) আল-মুহসী (মহাহিসাব সংরক্ষক), আশ্-শাহীদ (প্রত্যক্ষদর্শী), ফলে সে অতি সংগোপনে কোন গর্হিত কাজ করতে উদ্যত হলেও আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর উপস্থিতি অনুভব করবে এবং নিজেকে সেই গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখবে। যখন কেউ মিথ্যা সাক্ষী দিতে মনস্থ করবে, তখনই তার অন্তরে স্মরণ করতে হবে, আমার মনিব তিনিই যিনি আস্-সামীউ (তিনি সবই শুনেন), আস-সামীউল আলীম (সবই শুনেন এবং জানেন)। ফলে মনিবের অনুগত দাস হিসাবে সে আর মিথ্যা সাক্ষী দিতে হিম্মত করবে না। যখন সে ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে অন্যের সম্পদ বা জায়গা জমি আত্মসাৎ করতে উদ্যত হবে, তখন অন্তরে যিকির হবে যে, সেতে মহাপরাক্রমশালী প্রভুর এক অতি নগন্য ভৃত্য, সেতো সেই বাদশার গোলাম, যিনি আল-আযীয (মহাপরাক্রম শালী), আল-জাব্বার (শক্তিশালী), আল-কাহ্হার (কঠোর), আল-মুনতাকীম (প্রতিশোধ গ্রহণকারী), আল-কাবি'উ (মহা শক্তিধর), আল-মাতীন (মযবুত), আল-কাবেয (পাকড়াওকারী), আল-খাফেদ (নিম্নস্তরে নিক্ষেপকারী), আল-মুযিল (অপদস্থ কারী)। ফলে অন্যের প্রতি ক্ষমতার অপপ্রয়োগে সে বিরত

www.pathagar.com

হবে। যখন নাফ্সে আম্মারা তাকে খারাপ কাজের তাড়না দিবে, পার্থিব লোভলালসা তাকে হাতছানি দিবে, অথবা নেমে আসবে তার উপর বিপদ-আপদ বালা-মুসীবত তখন তার অন্তরে স্মরণ হবে, আমাকে সেই মুনিবের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আচরণ করতে হবে, যিনি আস-সাবূর (সবরকারী)। ফলে হবে না সে প্রবৃত্তির দাস, আর ধৈর্যহারা হবে না বিপদে-আপদে। যখন অন্যায় যুলুমের স্বীকার হবে তখন সে কেবল সবরই করবে না, বরং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্বেও সে তড়িৎ তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তাকে সংশোধনের যথেষ্ট সুযোগ দিবে। যুলুমের শিকার হলে সে তার অন্তরে যিকির করবে আমাকে সেই বাদশাহর যোগ্য গোলামের ন্যায় আচরণ করতে হবে, যিনি আল-হালীম (সহিষ্ণু), আল-গাফুর (ক্ষমাশীল), আল-আফূউ (মার্জনাকারী), ফলে সে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে সকলকে।

এভাবে মুমিনগণ প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের রব-এর নাম স্মরণের মাধ্যমে ঈমান, চরিত্র ও আমলের এমন নির্মলতা-স্বচ্ছতা হাসিল করতে সক্ষম হবে, যার ফলে সে হতে পারবে বিজয়-মাল্যভূষিত, হতে পারবে সাফল্যমন্ডিত। পক্ষান্তরে আমি হালকায়ে যিকিরে বসে আল্লাহু আল্লাহু জপতে জপতে মুখ দিয়ে শুভ্র ফেনা উথলিয়ে দিলাম অথচ অন্তরে জাগল না এতটুকুও অনুভূতি; তারপর হালকা থেকে উঠে গিয়েই ওজনে কম দেয়া থেকে শুরু করে কোন মুনকারাতই (খারপ কাজই) বাদ দিলাম না। নিঃসন্দেহে এমন যিকির এ আয়াতটির শিক্ষা নয়। আয়াতের শেষাংশে 'ফাসল্লা' বলার তাৎপর্য হল, আল্লাহর নাম মুখে স্মরণ (অন্তরে অবশ্যই) তথা তিলাওয়াতের মাধ্যমে নামায আদায় করবে। 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহর নাম স্মরণের মাধ্যমে নামায শুরু হয়, আর শেষ হয় 'রাহমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর নাম স্মরণে। নামাযে সূরা আল-ফাতিহা ও কুরআনের অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে এ আয়াতটির ভিত্তিতেই তা প্রবর্তিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে নামায শ্রেষ্ঠ যিকরুল্লাহ। অনুকূলে আয়াতঃ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى -

"আর আপনি আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম করুন।" (ত্বা-হাঃ ১৪) আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাকবীরে তাহ্রীমা ফরয হয়েছে।

www.pathagar.com

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ⑯ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ⑰ اِنَّ هٰذَا لَفِى
الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ⑱ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ⑲

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ[১] = বরং তোমরা প্রাধান্য দিয়ে থাক, الْحَيٰوةَ = জিন্দিগী, الدُّنْيَا = দুনিয়ার, وَالْاٰخِرَةُ = আর আখিরাত, خَيْرٌ = উত্তম, وَّاَبْقٰى = এবং চিরস্থায়ী, اِنَّ هٰذَا = এটা তো, لَفِى = অবশ্য (লিখিত) আছে, الصُّحُفِ[২] = সহীফাসমূহ, الْاُوْلٰى = পূর্ববর্তী।

---

(১৬) বরং তোমরা দুনিয়ার জিন্দিগীকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে (১৭) অথচ আখিরাত হচ্ছে অধিক উত্তম ও চিরস্থায়ী। (১৮) নিশ্চয় এ বক্তব্যই লিখিত আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে (১৯) ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

---

১. 'তুসিরূনাল হায়াতাদ দুন্য়া'- অর্থাৎ অপরিনামদর্শী মানুষ দুনিয়ার জিন্দিগীকেই আখিরাতের জিন্দিগীর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। দুনিয়ার সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্যই তাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা কেন্দ্রীভূত। দূরদর্শিতার অভাবের কারণেই তারা ইহকালীন নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দকে সামনে উপস্থিত পায় বলেই তার পিছনে মরিয়া হয়ে ছুটে। পক্ষান্তরে আখিরাতের নিয়ামত ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্য অনুপস্থিত এবং তারে দৃষ্টিশক্তির বাইরে। তাই তারা অনুপস্থিত আসল ও চিরস্থায়ী শান্তির উপর উপস্থিত অথচ ক্ষণস্থায়ী কৃত্রিম সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য তো কেবল মূর্খ-নাদানই দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপঃ একটি লোককে দুটি বাড়ীর যে কোন একটি গ্রহণ করার পূর্ণ এখতিয়ার দেয়া হল। তাকে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হল-একটি বাড়ী রাজপ্রাসাদের ন্যায়। ভিতরে-বাইরে রাজকীয় কায়দায় সুসজ্জিত। শর্ত হল এ বাড়ীটি গ্রহণ করলে মাত্র এক মাস সেখানে থাকতে পারবে। একমাস অতিবাহিত হয়ে গেলেই তোমাকে সেখান থেকে বের করে ছোট একটি রান্নাঘরে থাকতে বাধ্য করা হবে, যেখানে তোমাকে সারাটা জীবন যাপন করতে হবে। পক্ষান্তরে অপর বাড়ীটি অতি সাধারণ, যেখানে বাসোপযোগী যাবতীয় সরঞ্জামাদি আছে। শর্ত হচ্ছে-এ বাড়ীটি গ্রহণ করলে সারাটি জীবন তোমাকে সেখানে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হবে। লোকটি যদি একমাস রাজার হালতে

www.pathagar.com

বসবাস করে বাকী জিন্দিগীটা বাবুর্চির হালতে কাটাতে প্রস্তুত হয়ে প্রথমোক্ত বাড়ীটি গ্রহণ করে, তাহলে এমন কে আছেন, যিনি ঐ লোকটিকে ধিক্কার না দেবেন?

উল্লেখিত উদাহরণে দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য দেখানো হয়নি- বরং স্থায়ী ও অস্থায়ী নিআমতই বুঝানো হয়েছে। দুই জগতের নিআমতের তো কোন তুলনাই হতে পারে না, এমনকি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এর পার্থক্য নিরূপন করা আদৌ সম্ভবপর নয়। দুনিয়ার রাজপ্রাসাদও যেমন জান্নাতের তুলনায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ, তেমনি জাহান্নামের আযাবও রান্না ঘরের চেয়ে অনেক অনেক যন্ত্রণাদায়ক।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাঃ রসূলে করীম আমাদেরকে দুনিয়ায় নিছক একজন মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন করার মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। কোন জিন্দিগী অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য তার মূল্যায়ন তিনি করেছেন তাঁর মূল্যবান বাণীতে। হাদীসঃ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাঁধ ধরলেন অতঃপর বললেনঃ দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে থাকবে, যেন তুমি একজন আগন্তুক অথবা একজন ভ্রমণকারী মুসাফির। আর ইবনে উমার (রা.) বলতেন, সন্ধ্যাবেলায় সকালের আগমনের অপেক্ষা কর না; আর সকাল বেলায় কর না সন্ধ্যার অপেক্ষা। সুস্থ্য থাকতেই করে নাও অসুস্থ্য অবস্থার জন্য, আর জীবিত অবস্থায় পাথেয় সংগ্রহ করে নাও মৃত্যুর (পরবর্তী জীবনের) জন্য। (বুখারী) হাদীসঃ মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ তার কোন আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবিয়ে দিল; অতঃপর তা উঠিয়ে নিয়ে দেখল কতটুকু পানি তার আঙ্গুলের সাথে এসেছে। অর্থাৎ বিশাল সমুদ্রের জলরাশি থেকে আঙ্গুলে লেগে থাকা পানির তুলনা যেমন অতি নগন্য; আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জিন্দিগীও তেমনি নগন্য। (মুসলিম) হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ দুনিয়াটা হচ্ছে মুমিনদের জন্য কারাগার এবং কাফিরদের জন্য জান্নাত। (মুসলিম) হাদীসঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (সা.) একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠলে তাঁর শরীরের একপার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। (এ দৃশ্য দেখে) আমরা

www.pathagar.com

বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি আপনার জন্য একটা তোষক বানিয়ে দেই! তিনি বললেনঃ দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কি? আমি তো দুনিয়ায় নিছক একজন মুসাফির বৈ কিছুই নই, যে গাছের ছায়াতলে (ক্ষণকাল) বিশ্রাম গ্রহণ করে, অতঃপর তা পরিত্যাগ করে চলে যায়। (তিরমিযী) হাদীসঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমরা জমিজমা অর্জনের জন্য হন্যে হয়ে পড়ো না, তাহলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। (তিরমিযী) কা'ব ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে ততটুকু বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না, দীনের মধ্যে যতখানি ফেতনার সৃষ্টি করে মানুষের সম্পদ ও আভিজাত্যের মোহ। (তিরমিযী) হাদীসঃ সাহল ইবনে সাদ আস্-সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে বলল-ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে এমন আমল বলে দিন, যখন আমি তা করব আল্লাহ্ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। উত্তরে তিনি বললেনঃ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ো না (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে (ধন-দৌলত) তার প্রতি লোভ করো না, (তাহলে) মানুষও তোমাকে ভালবাসবে। (ইনে মাজা) হাদীসঃ সাহল ইবনে সা'দ আস-সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যদি দুনিয়াটা আল্লাহর নিকট মশার ডানার সমতুল্যও (মূল্যবান) হত তাহলে তিনি তা থেকে কাফিরদেরকে একফোঁটা পানিও পান করতে দিতেন না। (তিরমিযী) হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ সাবধান! নিঃসন্দেহে দুনিয়াটা হচ্ছে অভিশপ্ত, আর এর মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলিও, কেবলমাত্র অভিশপ্ত নয় আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর যিকির এবং যা কিছু তাঁর পছন্দনীয়, আর আলেম এবং ইল্‌ম অর্জনকারী। (তিরমিযী)

মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা গ্রহণ করতে যারা প্রস্তুত নয়, এমন অপরিণাম দর্শীরা মনে করে-যারা দুনিয়ার বিপুল ধন-দৌলত ও স্বর্ণ-রৌপ্যের অধিকারী, সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান ও সুখ-শান্তির যাবতীয় উপায়-উপকরণ যাদের করায়ত্ত, যাদের সামাজিক মান-মর্যাদা লোকের মুখে মুখে গুঞ্জরিত-তারাই

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন বলেই তাদেরকে এমন অপরিসীম আরাম-আয়েশে রেখেছেন। এটা তাদের বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ফসল বৈ কিছুই নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে- আল্লাহ্ কাফির-মুশরিকদের দুনিয়াতেই তাদের প্রাপ্য চূড়ান্তভাবে মিটিয়ে দেন। আখিরাতে তাদের পাওনা এতটুকুও বাকী থাকে না- কায়েম করা হবে না তাদের জন্য 'মীযান'।

দুনিয়ায় কাফিরদের সুখশান্তি আর দৌলত-ঐশ্বর্যে ভরপুর সব মানুষ কাফির হয়ে যেতে পারে- এরূপ আশংকা না থাকলে আল্লাহ্ কাফিরদের ঐশ্বর্য্য আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিতেন, মত্ত করে রাখতেন তাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জিন্দিগীর ভোগবিলাসে। অনুকূলে আয়াতঃ "আর যদি এরূপ (আশংকা) না হত যে, সমস্ত মানবগোষ্ঠী একই পথাবলম্বী (কাফির) হয়ে যাবে, তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরী করে, আমরা তাদের জন্য তাদের ঘরের ছাদসমুহ রৌপ্যের করে দিতাম এবং সিঁড়িগুলিও, যার উপর দিয়ে তারা আরোহন করে; এবং তাদের ঘরের দরজাগুলি এবং খাটপালঙ্কগুলিও রৌপ্যনির্মিত করে দিতাম যার উপর তারা হেলান দিয়ে বসে, আর (এগুলি) স্বর্ণ নির্মিতও (করে দিতাম)। আর এগুলি তো কেবল পার্থিব জীবনের (ক্ষণস্থায়ী) ভোগ বিলাসের উপকরণমাত্র। আর আখিরাতে আপনার রব-এর নিকট মওজুদ রয়েছে (সমস্ত চিরস্থায়ী নিআমত) মুত্তাকীদের জন্য।" [আয্-যুখরুফঃ ৩৩-৩৫)

২ الصحف الأولى। 'অর্থাৎ পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে এ সূরার বক্তব্য লিখিত ছিল। এ সম্বন্ধে কয়েকটি মতের উল্লেখ রয়েছে। হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সম্পূর্ণ সূরাটিই ইবরাহীম (আ.) ও মূসা (আ.)-এর সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ ছিল। (বায্যার, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে সাঈদ ইবনে মানসুর, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া বলেনঃ এই সূরাটি ইবরাহীম (রা.) এবং মূসা (আ.)-এর সহীফা থেকে হুবহু নকল করা হয়েছে।

ইবনে জারীর বলেন- সম্পূর্ণ সূরাটি পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে ছিল না এবং এর আংশিক লিপিবদ্ধ ছিল। তিনি إِنَّ هٰذَا।-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সূরাটির ১৪-১৭ আয়াত পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ ছিল।

www.pathagar.com

হাসান, কাতাদা ও ইবনে যায়েদ বলেন, ১৪-১৭ আয়াত হুবহু লিখিত ছিল না, বরং এগুলির সমার্থবোধক বাণীসমূহ লিখিত ছিল।

প্রশ্নঃ আসমানী কিতাব মোট কতগুলি?

উত্তর ঃ হাদীসঃ আবু যার আল-গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ পাক কতগুলি আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন? তিনি বললেনঃ একশতটি পুস্তিকা (সহীফা) এবং চারটি কিতাব। (আবদে ইবনে হুমাইদ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আসাকির)

প্রশ্নঃ মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল, আর তাতেই লিপিবদ্ধ ছিল সূরাটি। কেউ কেউ বলেন- সহীফা দ্বারা মূল তাওরাতকেই বুঝানো হয়েছে।

উত্তরঃ হযরত আবু যার গিফারী (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা কিরূপ ছিল? রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিলঃ হে ভূঁইফোড় গর্বিত বাদশাহ! আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য স্তূপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি; বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসন ক্ষমতা অর্পন করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতদের বদদোয়া আমার পর্যন্ত পৌছতে না দাও। কেননা আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতদের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফিরের মুখ থেকে হয়। অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ বুদ্ধিমানের কাজ হল নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত এবং তাঁর সাথে মুনাজাতের, একভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহর মহাশক্তি ও বিজ্ঞানময় কৌশল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং একভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্য।

আরও বলা হয়েছেঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহবার হেফাজত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে

www.pathagar.com

করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে। (মাআরেফুল কোরআন থেকে)

প্রশ্ন ঃ হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফার বিষয়বস্তু কি ছিল?

উত্তর ঃ হযরত আবু যার (রা.) বলেনঃ অতঃপর আমি মূসা (আ.)-এর সহীফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাখ্যা নিম্নরূপঃ- আমি এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময় বোধ করি, যে মৃত্যুর ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করি, যে বিধিলিপিতে (তাকদীরে) বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারগ, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়! আমি সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করি, যে দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে! আমি সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী, অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে?

হযরত আবু যার (রা.) বলেনঃ অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এসব সহীফার কোন বিষয়বস্তু আপনার আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বলেনঃ হে আবু যার! "এ (১৪-১৯) আয়াতগুলো।" (মারেফুল কোরআন থেকে)

www.pathagar.com

৮৮. সূরা 'আল-গাশিয়া'

নামকরণঃ পয়লা আয়াতে 'আল-গাশিয়া' শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে দুরাইস, নাহ্হাস, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী বলেন- সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। বিষয়বস্তুর আলোকে এ সূরাটি প্রাথমিক পর্যায়ের হলেও অবশ্য সেই সময় সূরাটি নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ (সা.) প্রকাশ্যভাবে দীনের দাওয়াত দেয়া শুরু করেছেন, আর মক্কার কাফির মুশরিকগণ তা প্রত্যাখ্যান করছিল। স্মরণ থাকে যে, নবুয়াতের সূচনালগ্নে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। সূরা আয্-যারিয়াতের পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

মূল বক্তব্যঃ তাওহীদ ও আখিরাতের আলোচনাই সূরাটির মূল বক্তব্য।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাঃ প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এক প্রশ্নের মাধ্যমে হতবাক ও সচকিত করা হয়েছে, যাতে পরবর্তী বক্তব্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনার আগ্রহ তাদের মধ্যে পয়দা হয়। প্রশ্নটি হচ্ছেঃ (হে রাসূল!) আপনার নিকট সমগ্র সৃষ্টিলোক আচ্ছন্নকারী এক মহাবিপদের (কিয়ামতের) খবর পৌছেছে কি? এরপর ধারাবাহিকভাবে ২-১৬ আয়াত পর্যন্ত সেই খবরের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

২-৭ আয়াতে আল্লাহদ্রোহী নাফরমান জাহান্নামীদের মুখমন্ডলের অভিব্যক্তি, চোখে মুখে নিদারুন হতাশার ছাপ, তীব্র আগুনে ভস্মীভূত হওয়া, টগবগে ফুটন্ত পানি পান করা, কাঁটাযুক্ত ঘাস খাওয়া- মোটকথা চরম যন্ত্রণাময় আযাবের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৮-১৬ আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বন্ধুদের জন্য জান্নাতে যে সুখশান্তি ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে-তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১৭-২০ আয়াতে তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি মানুষকে ঈমানদার বানানোর

www.pathagar.com

জন্য অকাট্য যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ তোমরা তাওহীদ এবং আখিরাতের প্রতি মিথ্যারোপ কর, এ মহাসত্যকে স্বীকার করার আবেদন জানালে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, অথচ তোমাদের চোখের সামনে এর সপক্ষে কত শতঘটনাবলী প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে- এগুলি কি তোমরা দেখ না? অথবা কেবল জন্তু-জানোয়ারের মত চোখে দেখেই শেষ; তা মগয খাটিয়ে একটু চিন্তাভাবনাও করো না? এ প্রসঙ্গে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে একজন মরুচারীর দৃষ্টি কিছুতেই এড়াতে পারে না। প্রথমেই মরুজাহাজ উটের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এটা তাদের নিত্যসাথী। বলা হয়েছে- তোমরা যে উটের সাহায্যে নানাবিধ উপকার লাভ করছ সেই উটের সৃজনকৌশলের দিকে কি তোমরা লক্ষ্য কর না? মরুজীবনের সব প্রয়োজন পূরণে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম ও উপযোগী করে আমি তা সৃষ্টি করেছি। মরুচারী যে জিনিসগুলি দেখতে পায় তা হচ্ছে উপরে নীল আকাশ এবং নীচে ধরণীতল আর ডানে-বামে সারি সারি পাহাড়-পর্বত। অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে কেবল যদি মানুষ এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে সে তাওহীদ ও আখিরাতে ঈমান আনার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য পাবে। এই বিশাল আকাশকে কোন শক্তি উপরে উঠিয়ে খুঁটিহীন ঝুলন্ত রেখেছেন? ডাইনে-বামের পর্বতমালাকে এমন মজবুত করে যমীনে গেড়ে দিয়েছেন কোন শক্তিধর? যে যমীনে তারা স্বাচ্ছন্দে বসবাস করছে, তা সমতল ও বিস্তৃত বিছানার ন্যায় পেতে রেখেছেন কোন কারিগর? এসব নিদর্শন কি এক মহা বিজ্ঞানময় নিপুন শিল্পীর ক্ষমতা ও কুদরতের সাক্ষ্য দেয় না?

মানুষ যদি সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরে সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হবে যে, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা নদীনালা, জীবজন্তু দিয়ে সাজানো গোছানো এ দুনিয়া নিশ্চয়ই এক মহাপ্রকৌশলীর একক পরিকল্পনার ফল। একাধিক প্রকৌশলীর একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে থাকলে সারা সৃষ্টি জগৎ এমন সুশৃঙ্খলভাবে কিছুতেই চলতে সক্ষম হত না। এ ব্যাপারে যদি অন্য কোন শরীক-পরিচালক থাকত, তাহলে বেধে যেত সংঘর্ষ, ঘটে যেত নির্ঘাত ধ্বংস। এ যুক্তি মেনে নেয়ার পর

www.pathagar.com

যদি দাবী করা হয় যে, সেই মহা প্রকৌশলীই আবার নতুন করে আর একটি জগৎ সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সক্ষম-তাহলে এ দাবী মানতে বাধা কোথায়? বরং যুক্তির অনিবার্য দাবী তো তাই।

২১-২২ আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে দাওয়াতী কাজের এক নীতি নির্ধারণী শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "হে রসূল! আপনি একজন মুবাল্লিগ। দাওয়াত পৌছিয়ে দেয়াই তো আপনার কাজ। আপনি নিরলসভাবে নসীহত করতে থাকুন। যার ইচ্ছা মানুক, আর যার ইচ্ছা মুখ ফিরিয়ে নিক। আমি আপনাকে তাদের উপর যবরদস্তিকারী নিযুক্ত করিনি।"

২৩-২৪ আয়াতে যারা সত্য বিমুখ এবং তাওহীদ ও আখিরাত অস্বীকারী তাদের জন্য অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় যতই উচ্ছৃংখল ও গর্বভরে পদাচারণা করুক না কেন, অবশেষে তাদেরকে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতেই হবে, তখন তাদের চুলচেরা হিসাব আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব।

www.pathagar.com

৮৮. সূরা আল-গাশিয়া

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ২৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ① وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ② عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ ③ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ④ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑤ لَيْسَ
لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑥ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ⑦

هَلْ = কি (প্রশ্নবোধক), اَتٰكَ = আপনার নিকট পৌছেছে? حَدِيْثُ = বার্তা, সংবাদ, اَلْغَاشِيَةُ[১] = আচ্ছন্নকারী মহাবিপদ (কিয়ামত), وُجُوْهٌ[২] = এক বচন وَجْهٌ (ওয়াজহুন) কতক মুখমন্ডল (চেহরা), يَوْمَئِذٍ = সেদিন, خَاشِعَةٌ[৩] = ভীত সন্ত্রস্ত বা বিনয়াবনত, عَامِلَةٌ[৪] = পরিশ্রান্ত, نَاصِبَةٌ[৫] = ক্লান্ত-কাতর, تَصْلٰى = নিপতিত হবে, نَارًا حَامِيَةً[৬] = অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন, تُسْقٰى = পান করানো হবে, مِنْ = হতে, عَيْنٍ اٰنِيَةٍ[৭] = অতি উষ্ণ ঝর্ণা, لَيْسَ = নেই, لَهُمْ = তাদের জন্য, طَعَامٌ = খাদ্য, اِلَّا = ব্যতীত, ضَرِيْعٌ[৮] = কাঁটাযুক্ত গুল্ম, لَايُسْمِنُ = পুষ্ট করবে না, وَلَايُغْنِى = আর না নিবৃত্ত করবে, جُوْعٍ = ক্ষুধা।

---

(১) (হে রসূল!) আপনার কাছে পৌছেছি কি সেই আচ্ছন্নকারী মহাবিপদের (কিয়ামতের) খবর। (২) কতকগুলি মুখমন্ডল সেদিন থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত (৩) পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত-কাতর (৪) নিপতিত হবে তারা অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুনে (৫) পান করানো হবে তাদেরকে অতি উষ্ণ ঝর্ণার পানি (৬) নেই কোন খাদ্যসামগ্রী তাদের জন্য, কেবল কাঁটাযুক্ত গুল্ম ব্যতীত (৭) তা তাদের পুষ্টি সাধনও করবে না আর ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না।

www.pathagar.com

১. 'আল-গাশিয়া'-অর্থাৎ আচ্ছন্নকারী। কিয়ামতের মহাবিপদ সমগ্র সৃষ্টিজগতকে আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টিত করবে। তাই কিয়ামতের অপর নাম 'আল-গাশিয়া'। অধিকাংশ মুফাস্সিরের এই মত। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেনঃ আল-গাশিয়া অর্থাৎ জাহান্নাম; কেননা সেদিন জাহান্নামের আগুন কাফিরদের মুখমণ্ডল আবৃত করে ফেলবে। তাঁরা তাঁদের মতের অনুকূলে দলীল পেশ করেছেনঃ

وَتَغْشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ -(ابراهيم : ٥٠)

"(জাহান্নামের) আগুন তাদের মুখমন্ডল আচ্ছাদন করে ফেলবে।" (ইবরাহীমঃ ৫০)

হাদীসঃ আমর ইবনে মাইমুন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা নবী করীম (সা.) পথ চলাকালীন এক মহিলাকে তিলাওয়াত করতে শুনেন-

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ -

আয়াতটি শুনে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমার কাছে বার্তাটি পৌঁছেছে।

২. وُجُوْهٌ – অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন কোন মানুষের মুখমন্ডল অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত, পেরেশান ও ক্লান্ত-ক্লিষ্ট থাকবে। মানুষের মনের ভাব-অনুভূতি, হাল-অবস্থা প্রকাশ পায় তার চেহারায়; পরিস্ফুট হয়ে উঠে চোখেমুখে তার অন্তর্নিহিত অবস্থা। তাই 'মুখমন্ডল' বলে বস্তুত এখানে তার ধারক ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে।

৩. 'খাশিয়া'– অর্থাৎ জাহান্নামীরা সেদিন থাকবে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত। এর অন্য একটি অর্থও হতে পারে। নামাযে 'খুশু' অবলম্বনের যে তাকীদ দেয়া হয় তার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সামনে নামাযে বিনয়াবনত হওয়া, নিজেকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সামনে অত্যন্ত হেয়-তুচ্ছজ্ঞান করা, নুইয়ে দেয়া তাঁর সামনে নিজের মাথা। দুনিয়াতে যারা নামায আদায় করেনি, নামাযে 'খুশূ' অবলম্বন করেনি- কিয়ামতের দিন শাস্তিস্বরূপ তারা হবে লাঞ্ছিত-অপমানিত। তাদেরই মুখমন্ডলে থাকবে সন্ত্রাসের চিহ্ন।

www.pathagar.com

মুকাতিল বলেনঃ কাফিররা দুনিয়ায় আল্লাহর বন্দেগী কবুল না করে গর্বভরে মাথা উচু করে ছিল। এই কারণে কিয়ামতের দিন শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে অপদস্ত করা হবে। কাতাদা ও ইবনে যায়েদ বলেন- তারা জাহান্নামে লাঞ্ছিত থাকবে। কারো কারো মতে-আয়াতে বিশেষ করে ইহুদী ও নাসারাদের মুখমন্ডলই বুঝানো হযেছে। তারাই হবে লাঞ্ছিত-অপমানিত।

৪-৫. 'আমিলাতুন নাসিবা'– অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে চোখেমুখে যে ক্লান্তি নেমে আসে-তাই বুঝানো হয়েছে। কাতাদা বলেনঃ কাফিররা আল্লাহর আনুগত্য অস্বীকারকারী এবং অহংকারী ছিল। তাই জাহান্নামে তাদেরকে বিরামহীন কঠোর পরিশ্রম করতে বলা হবে। তাদেরকে জাহান্নামের শিকল টানতে বলা হবে, গলায় ও হাতে পায়ে বেড়ি পরিহিত অবস্থায় তাদেরকে এ কাজ আনজাম দিতে হবে। আর নগ্ন পায়েই চলাফেরা করতে হবে সেদিন, যেদিনের সময়সীমা হবে আজকের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

আল্লামা কালবী বলেন, তাদেরকে জাহান্নামে উপুড় করে টেনে-হেঁচড়ে নেয়া হবে, ফলে তাদের এমন অবস্থা হবে। তিনি আরো বলেনঃ তাদেরকে জাহান্নামে লৌহনির্মিত পাহাড় উঠানোর কাজে নিয়োগ করা হবে। অতিরিক্ত শাস্তি হিসাবে তারা শিকল ও বেড়ি পরিহিত অবস্থায় অতি কষ্টে জাহান্নামে চলাফেরা করবে।

ইকরামা, সুদ্দী, হাসান বসরী ও অন্যদের মতে পরকালে কোনই কাজ নেই। তাই 'আমিলা' বলতে দুনিয়াতেই কাফিরদের বাতিল পন্থায় চেষ্টা-সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন দেখা যায় সাধক, যোগী, সন্নাসী ও পাদ্রীদের ক্ষেত্রে। তারা জীবনে সকল রূপ-রস-গন্ধ-স্বাদ বিসর্জন দিয়ে মুশরিকী পন্থায় বাতিল ইবাদতে সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। এমন একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন হাসান বসরী এবং আবু ইমরান আল-জাওনী। তাঁরা বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) চলার পথে একজন পাদ্রীকে দেখে তাকে নিকটে আসতে বলেন। পাদ্রী কাছে আসলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। তখন তাঁকে বলা হল, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! কেন আপনি কাঁদছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ (পাদ্রীর এমন শুকনা চেহারা দেখে) আমার মনে

www.pathagar.com

পড়ল মহামহিমান্বিত আল্লাহর বাণীঃ "আ'মিলাতুন নাসিবা। তাস্‌লা নারান হামিয়া।" (৩-৪ আয়াত) দুনিয়ায় বাতিল পন্থায় কঠোর সাধনার ফলে সুখ-শান্তি হীনতা ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের অভিশাপ গ্রহণ করতে হল এ পাদ্রীকে। আর আখিরাতে জ্বলতে হবে তাকে প্রচন্ড উত্তপ্ত আগুনে।

৬. **'নারান হামিয়া'**- 'নার' অর্থ আগুন যার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে গরম, উত্তপ্ত। আর 'হামিয়া' অর্থ গরম, উত্তপ্ত। আগুনের সংগে 'হামিয়া' বিশেষণ যোগ করায় এর তাৎপর্য দাঁড়ায় অত্যন্ত তীব্র ও উত্তপ্ত আগুন। ইবনে আব্বাস (রা.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন- হামিয়া বিশেষণটি যোগ করার তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার আগুনের উত্তাপ এক পর্যায়ে কম হয়ে আসে, এমনকি নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু জাহান্নামের আগুন হবে চির উত্তপ্ত। কখনই এর উত্তাপ কমবে না, আর শেষও হবে না।

৭. **'আ'ইনিন আনিয়া'**- অর্থাৎ জাহান্নামীরা যখন তৃষ্ণায় পানি দাও পানি দাও বলে চিৎকার করবে তখন তাদেরকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ঝর্ণা থেকে টগবগে পানি পান করতে দেয়া হবে। ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সুদ্দী বলেনঃ প্রচন্ড উত্তপ্ত পানি। আল-ওয়াহিদী বলেনঃ যদি এর এক ফোঁটা পানি দুনিয়ার কোন পাহাড়ে পড়ত, তাহলে পাহাড় গলে যেত।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- ফুটন্ত পানি পানে জাহান্নামীদের পেটের নাড়িভুড়ি জ্বলে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ

"তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্নবিছিন্ন করে ফেলবে।" (মুহাম্মাদঃ ১৫)

৮. **"লাইসা লাহুম তাআমুন ইল্লা মিন দারী'** -আয়াতটির সরল বঙ্গানুবাদ হচ্ছেঃ জাহান্নামীদের জন্য কেবলমাত্র দারী (শুষ্ক কাটাযুক্ত) ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য নেই।

প্রশ্নঃ কুরআন মাজীদে জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে যাককুম বৃক্ষের উল্লেখ রয়েছে সূরা ওয়াকিয়াহঃ ৫২আয়াতে এবং গিসলীন -এর উল্লেখ রয়েছে সূরা

www.pathagar.com

আল-হাক্কাঃ ৩৬ আয়াতে। অথচ বর্ণিত আয়াতে কেবলমাত্র দারী (ضـريـع) ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য নেই-একথা উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে ঃ

প্রথমত ঃ এটা নিশ্চিত যে, জাহান্নামে আমলের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর নির্ধারিত আছে। কোন স্তরের জাহান্নামীকে কেবল যাক্কুম বৃক্ষই খেতে দেয়া হবে, অন্য স্তরে দেয়া হবে গিসলীন, আর এক স্তরে হয়ত দেয়া হবে দারী। দুনিয়ার কারাগারেও এমন শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন রকমের খাদ্য পরিবেশনের নিয়ম আছে।

দ্বিতীয়তঃ গিসলীন, যাক্কুম, দারী- সবই অত্যন্ত কষ্টদায়ক খাবার যদ্বারা না পুষ্টি সাধন হয়, আর না ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। হয়ত একই বস্তু তিন নামে উল্লেখিত হয়েছে।

জাহান্নামীরা যখন খাবার দাও বলে কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে, তখন তাদেরকে শুষ্ক কাঁটাযুক্ত এই দারী 'ঘাস' খেতে দেয়া হবে। ইমাম বুখারী (রহ.) মুজাহিদের বরাতে বলেন- হিজাযের অধিবাসিরা এক প্রকার কাঁটাযুক্ত সবুজ সতেজ ঘাসকে বলে 'শিবরাক'। শিবরাক যখন শুকিয়ে যায় তখন তাকে বলে দারী। কাতাদাও এ মতই পোষণ করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- এটি জাহান্নামের এক প্রকার বৃক্ষ। সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেন, এটা যাক্কুম বৃক্ষেরই অপর নাম। তিনি আরো বলেন, এটা এক প্রকার পাথর। খলীল বলেন, দারী এক প্রকার সামুদ্রিক লতা যা ঢেউয়ের সাথে সৈকতে এসে জমে। কেউ কেউ বলেন, এটা এক প্রকার প্রাণ নাশক বিষ। কতেকের মতে, এটা এক প্রকার সামুদ্রিক পশুখাদ্য। উট এগুলি খেতে থাকলে পরিতৃপ্ত হয় না এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে।

শানে নুযূল ঃ 'লাইসা লাহুম তাআমুন ইল্লা মিন দারী' আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মুশরিকরা বলল, আমাদের উটগুলি দারী খেয়ে খুব মোটাতাজা হয়। তাই তারা মনে করেছিল জাহান্নামীরা খুবই পুষ্টিকর খাদ্য পাবে। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে নাযিল হয় ৭ নং আয়াতটিঃ ইউসমিনু ওয়ালা ইউগনী মিন জু-অর্থাৎ দারী'তে না পুষ্টি সাধন হবে আর না ক্ষুন্নিবৃত্তি।

www.pathagar.com

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑧ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑩
لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ⑪ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ⑬
وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ⑭ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ⑮ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ⑯

نَّاعِمَةٌ = চকমকে, আনন্দে উজ্জ্বল, لِّسَعْيِهَا = তাদের চেষ্টাসাধনার কারণে, رَاضِيَةٌ[১] = হৃদচিত্ত, পরিতৃপ্ত, فِي جَنَّةٍ = জান্নাতে অবস্থান করবে, عَالِيَةٍ= সুমহান, সুউচ্চ, لَا تَسْمَعُ= আপনি শুনবেন না, فِيهَا = তথায় (জান্নাতে), لَاغِيَةً[২]= বেহুদা কথা, অনর্থক কথাবার্তা, عَيْنٌ = ঝরণা, جَارِيَةٌ= প্রবহবান, سُرُرٌ= সুসজ্জিত আসন, শয্যা, مَّرْفُوعَةٌ= উচ্চ, اَكْوَابٌ= পানপাত্রসমূহ, مَّوْضُوعَةٌ = সুসজ্জিত, স্থাপিত, وَضْعٌ- (ক্রিয়া) রাখা, স্থাপন করা, نَمَارِقُ= বালিশ (এক বচন নিমরাকাতুন) مَصْفُوفَةٌ= সারিবদ্ধ থাকবে. মূল صف সারি, زَرَابِيُّ = গালিচা, مَبْثُوثَةٌ= বিছানো, পেতে রাখা।

---

(৮) কতক মুখ মন্ডল সেদিন হবে চকমকে (৯) তাদের চেষ্টা-সাধনার কারণে তারা হবে হৃদচিত্ত (১০) সুমহান জান্নাতে তারা অবস্থান করবে। (১১) তথায় শুনবে না তারা কোন বেহুদা কথাবার্তা (১২) সেখানে রয়েছে প্রবহমান ঝরণা (১৩) তথায় রয়েছে সুসজ্জিত উচ্চ শয্যাসমূহ। (১৪) আরো রয়েছে (থরে থরে) স্থাপিত পানপাত্রসমূহ। (১৫) আর সারিবদ্ধ বালিশসমূহ (১৬) এবং বিছিয়ে রাখা গালিচাসমূহ।

---

১. رَاضِيَةٌ– অর্থাৎ দুনিয়ার জিন্দিগীতে সম্পাদিত সালেহ আমলগুলির প্রতিফল প্রাপ্তিতে তারা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হবে। দুনিয়ায় ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে, ঈমানের দাবী পূরণ করতে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে হেফাজত রাখতে, নফ্সে আম্মারার তাড়না প্রতিহত করতে, তাদেরকে যে দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল, ভোগ-বিলাস আর স্বাদ-আস্বাদন থেকে বঞ্চিত

www.pathagar.com

রাখতে হয়েছিল, ইকামতে দীনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ থেকে শুরু করে অকাতরে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল নিজের জীবনকে- তা সবই যে লাভজনক ব্যবসা ছিল তা সে বুঝতে পারবে। বৃথা যায়নি তার ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম-সাধনা। আজ তারই বিনিময়ে সে চিরসুখের জান্নাত রাজ্যে অবস্থানের মহাসৌভাগ্য লাভ করেছে।

২. لَاغِيَةً- অর্থাৎ বাজে-বেহুদা কথাবার্তা, গালমন্দ, গীবত-চোখলখুরী, মিথ্যা কথা, মিথ্যা হলফ, কুফরী কালাম, পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনা থেকে জান্নাতীগণ নিরাপদ থাকবে। দুনিয়াতে মুমিনগণ গালাগালি শুনেছে, মিথ্যা দোষারোপের শিকার হয়ে তাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। ভিত্তিহীন দুর্নাম রটিয়ে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সুতরাং আখিরাতে এগুলির পুরস্কার স্বরূপ তারা কেবল শুনবে 'সালামান্ সালামা' অর্থাৎ শান্তি আর শান্তি। অনুকূলে আয়াতঃ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا - اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا - (الواقعة : ٢٥-٢٦)

"সেখানে (জান্নাতে) না তারা শুনবে কোন প্রলাপ, আর না কোন পাপের কথা, কেবলমাত্র সালাম আর সালাম সম্বোধন ব্যতীত।" (সূরা ওয়াকিয়াঃ ২৫-২৬) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছেঃ

تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ -

"সেথায় (জান্নাতে) তাদের অভিবাদন হবে সালাম।" (সূরা ইবরাহীমঃ ২৩) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ - سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - (الرعد : ٢٣-٢٤)

"ফেরেশতারা জান্নাতীদের নিকট (জান্নাতের) প্রতিটি দরজা দিয়ে আগমন করবে আর বলবে-তোমরা দুনিয়াতে যে ধৈর্য ধারণ করেছিলে তাই তোমাদের জন্য শান্তি। অতএব কত উত্তম তোমাদের এই নিআমতপূর্ণ বাসস্থান।" (আর-রাদঃ ২৩, ২৪)

www.pathagar.com

أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ⑰ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
رُفِعَتْ ⑱ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⑲ وَإِلَى الْأَرْضِ
كَيْفَ سُطِحَتْ ⑳

أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ[১]= তারা কি লক্ষ্য করে না বা দেখে না? الإِبِلِ= উট, كَيْفَ= কেমন করে, خُلِقَتْ= সৃজিত হয়েছে, رُفِعَتْ= উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে, الْجِبَال = পর্বতমালা, نُصِبَتْ= (শক্তভাবে) স্থাপন করা হয়েছে, الأَرْض= যমীন, পৃথিবী, سُطِحَتْ= বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, সমতল করা হয়েছে।

---

(১৭) তারা কি লক্ষ্য করে না উটের প্রতি কেমন করে তা সৃজিত হয়েছে? (১৮) এবং আকাশের দিকে (লক্ষ্য করে না) কিভাবে তা উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? (১৯) আর পর্বতমালার প্রতি- কেমন শক্ত করে তাকে গেড়ে দেয়া হয়েছে? (২০) এবং যমীনের প্রতি- কেমন (সুবিস্তৃত করে তাকে (সমতলভাবে) বিছিয়ে দেয়া হয়েছে?

---

১. أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ – অর্থাৎ চরম হঠকারী অর্বাচীন, নির্বোধ কাফিরদের বদ্ধ দুয়ারে আঘাত হেনে প্রশ্ন করা হয়েছে- তোমরা কি দেখ না, তোমাদের নিত্য দিনের সাথী উটকে মরুভূমিতে চলাচলের উপযোগী গুণ ও যোগ্যতা দিয়ে কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে? মাথার উপরে বিরাট বিশাল আসমানকে কেমন করে খুটিহীন অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে? কঠিন শিলার তৈরী পর্বতমালাকে কেমন শক্ত করে যমীনে গেড়ে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? ধরণীতলকে তোমাদের পায়ের নীচে কেমন সুবিস্তৃত করে, কেমন বাসোপযোগী করে বিছিয়ে রাখা হয়েছে? এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনমনীয় বর্বর কাফিরদেরকে আখিরাতের অনিবার্যতা স্বীকার করোনো। আল্লাহর কুদরতের এই চারটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে এ বাস্তব সত্যে বিশ্বাসী না হয়ে কোন উপায় থাকে না যে, এক মহাপ্রকৌশলীর মালিক তাঁর অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পনিপুনতার সফল প্রয়োগের ফলেই এসব অস্তিত্ব লাভ করেছে- তাহলে যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে বলে যে আগাম খবর তিনি জানাচ্ছেন, তা

www.pathagar.com

অসম্ভব মনে করার কি কারণ থাকতে পারে? এই অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয় যে, আখিরাত সত্য, বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য।

প্রশ্নঃ আল্লাহর কুদরতের কোটি কোটি নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও উট, আসমান, যমীন ও পর্বতমালার উদাহরণ পেশ করার যৌক্তিকতা কি?

উত্তরঃ যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে আয়াতগুলি নাযিল হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত নিদর্শনগুলির উদাহরণ পেশ করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। আরবের মরুচারীরা মরুপথে চলাচলের জন্য মরুজাহাজ (উট) ব্যবহার করত যা ছিল তাদের জীবনের নিত্য সাথী। তাই উটের উল্লেখ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। যখনই আরব বেদুইন উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে মরুপথে যাত্রা করত দূরদূরান্তে, তখন বিশাল মরুভূমিতে তাদের সর্বাধিক নিকটবর্তী বস্তুই হত তাদের উটগুলি। মাথার উপরে তার দৃষ্টি কেড়ে নিত আসমানের ঐ নীলিমা, পায়ের নীচে দৃষ্টি আকৃষ্ট হত ধরনীতলে, আর ডাইনে-বামে নজরে আসত সারি সারি পর্বতমালা। সুতরাং এই চারটি নিদর্শনের উল্লেখ সম্পূর্ণ সামঞ্জসীল।

প্রশ্নঃ উটের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা হক তা'আলা শানুহুর হিকমত ও কুদরতের দর্পণ হতে পারে?

উত্তর ঃ (১)দেহবায়বের প্রেক্ষিতে আরবে সর্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। কেননা সে দেশে হাতী বা জিরাফ নেই। (২) আল্লাহ এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজলভ্য করেছেন যে, আরবের দরিদ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাট জীবের লালন-পালনে সক্ষম। মরুভূমিতে এর খাদ্যের প্রাচুর্য রয়েছে। বাবলা জাতীয় কাটা গাছ এর প্রিয় খাদ্য যা মরূভূমির কঠিন আবহাওয়াতেও বেঁচে থাকে। অন্যান্য ছোট জীবজন্তু নীচের অংশের লতাপাতা খেলেও সর্বোচ্চ এ জীবটির খাদ্য অক্ষতই থেকে যায়। (৩) মরুভূমিতে পানির দুস্প্রাপ্যতা মুকাবিলার জন্য আল্লাহ তা'আলা উটের পেটে পানির জন্য বিশেষ থলের ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে সে সাত-আট দিনের জন্য পর্যাপ্ত পানি একসংগে সেই আধারে পান করে নেয়। (৪) উটের প্রতি পায়ে দুটি করে হাঁটু রয়েছে, ফলে পা তিনটি ভাজে সে বসতে সক্ষম হয়। বসবার সময় সে সবগুলি হাটু গেড়ে বসে। ফলে এর পিঠে উঠানামা খুব সহজ হয়ে যায়। (৫) উট এত পরিশ্রমী যে, সবচেয়ে বেশী বোঝা সবচেয়ে অধিক কাল বহুদুর পর্যন্ত বহন করতে সক্ষম । (৬) মরুদেশে অসহনীয়

www.pathagar.com

রৌদ্রতার কারণে দিবাভাগে সফর করা অত্যন্ত কষ্টকর। আল্লাহ তা'আলা এ জীবটিকে রাতভর সফর করার যোগ্যতা দিয়েছেন। (৭) উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার লাগাম ধরে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। (৮) পানির অভাবে যদি উটের ওযন শতকরা সাতাশ ভাগ কমে যায় তবুও তার কোন ক্ষতি হয় না। উটের পিঠে চর্বিযুক্ত কুঁজ আছে, পিপাসার সময় উক্ত চর্বি পানিতে রূপান্তরিত হয়ে পানির অভাব দূর করে। এছাড়া চামড়ার পুরুত্বও দেহে অধিক পানি সংরক্ষণে সহায়ক। একবার পানি পান করে উট প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে সক্ষম। (৯) উটের পায়ের ক্ষুরগুলি অত্যন্ত চওড়া বলেই বালুকাময় মরুভূমিতে চলাচলে কোনই অসুবিধা হয় না।

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ اِلاَّ مَنْ تَوَلّٰى
وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اِنَّ
عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

فَذَكِّرْ = অতএব (হে রসূল!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, اِنَّمَا اَنْتَ= আপনি তো কেবল, مُذَكِّرٌ=উপদেশ দানকারী, لَسْتَ=আপনি নন, عَلَيْهِمْ= তাদের উপর, بِمُصَيْطِرٍ[১] = যবরদস্তিকারী, কর্ম নিয়ন্ত্রক, تَوَلّٰى= সে মুখ ফিরিয়ে নিবে (সত্যের দাওয়াত থেকে), وَكَفَرَ = এবং অস্বীকার করবে. فَيُعَذِّبُهُ= তবে (আল্লাহ) তাকে আযাব দিবেন, اَلْاَكْبَرَ= অত্যন্ত কঠোর, اِنَّ = নিশ্চিত, اِلَيْنَا= আমাদের নিকট, اِيَابَهُمْ= তাদের প্রত্যাবর্তন, ثُمَّ= অতঃপর, عَلَيْنَا= আমাদের দায়িত্ব, حِسَابَهُمْ= তাদের হিসাব গ্রহণ।

---

(২১) অতএব (হে রসূল!) আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা। (২২) আর আপনি তাদের নিয়ন্ত্রক নন (২৩) অবশ্য যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং অস্বীকার করবে (২৪) আল্লাহ তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিবেন। (২৫) নিশ্চিত আমাদের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। (২৬) অতঃপর আমাদের দায়িত্ব তাদের হিসাব গ্রহণ।

www.pathagar.com

১. 'مصيطر'- অর্থাৎ মানুষকে সত্যের পথে জোরপূর্বক আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়। দাওয়াতী কাজে প্রাথমিক অবস্থায় নবী করীম (সা.)-এর অন্তরে নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত। কাফিররা যখন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানাতে থাকত, তখন তাঁর মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হত। তিনি নিজেকে অসহায় অক্ষম মনে করতেন। ভাবতেন- স্বীয় দুর্বলতার কারণেই লোকদের তিনি বুঝাতে সক্ষম হচ্ছেন না। এই ভেবে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। সেই অবস্থায় সবর অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে সান্তনা বাণী শুনিয়েছেন- আপনার উপস্থাপিত মিশনকে তারা কবুল করছে না বলেই কি নিজেকে হালাক করে দিবেন, বিসর্জন দিবেন নিজের জীবনকে! অনুকূলে আয়াতঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ - (الشعراء : ٣)

"তারা ঈমান আনছে না বলে আপনি হয়ত মনোকষ্টে নিজেকে শেষ করে দিবেন।" [শুআরাঃ ৩] আরো ইরশাদ হয়েছেঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا - (الكهف : ٦)

"অতএব তারা এই কুরআনের প্রতি ঈমান না আনলে মনে হয় আপনি তাদের পিছনে ঘুরে ঘুরে দুঃখকষ্টে নিজের জীবনকে শেষ করে দিবেন।" (আল-কাহ্ফঃ ৬)

দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (সা.) যখন কাফিরদের অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত মুসলিমদের ফরিয়াদ শুনতেন, জোরপূর্বক সাহাবায়ে কিরামদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করার ঘটনা শুনতেন, তখন তাঁর মনের নিভৃত কোণে সম্ভবত উদয় হত পাল্টা বল প্রয়োগের বাসনা। তাই শ্বাশত মিশনের দাওয়াতী নীতি নির্ধারণ করে আল্লাহ তাঁর মনোনীত মুবাল্লিগকে জানিয়ে দিচ্ছেন- আপনার কাজ বল নয়, জোর-যবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আপনার জন্য শোভা পায় না। আপনি তো রহমাতুল্লিল-আলামিন। সবর সহকারে অবিরাম আল্লাহ তা'আলার দীনের দাওয়াত পেশ করতে থাকুন।

তৃতীয়তঃ চরম হঠকারী কাফির মুশরিকরা যখন নবী করীম (সা.)-কে তাদের অন্যায় আবদার জানাত যে, অন্যান্য নবীগণ অনেক মুজিযা দেখিয়েছেন- সুতরাং আপনিও যদি তাদের ন্যায় মুজিযা দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। বার বার একই আবদারের মুখোমুখি হয়ে নবী করীম (সা.) এর

www.pathagar.com

অন্তরে আকুল আবেদনের সৃষ্টি হত। অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকায়িত অভিব্যক্তিও আলিমুল গায়েব আল্লাহ পাক জানতে পারতেন যে, তাঁরই পিয়ারা হাবীব কাফিরদের অন্যায় আবেদনে সাড়া দিয়ে আসমান থেকে মুজিযার আগমন কামনা করছেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, তাদের অন্যায় আবদারের কাছে নতী স্বীকার করা আপনার শোভা পায় না। এটা আপনার মর্যাদার খেলাফ। তারা মুজিযার আবদার করলেই আপনি তা তাদের দেখাবেন ফলে তারা ঈমান আনবে-এরূপ আশা করার কোন কারণ নেই। মুজিযা দেখালেও তারা সত্যকে গ্রহণ নাও করতে পারে। হেদায়াতের সৌভাগ্যদান আল্লাহর হাতে। অনুকূলে আয়াতঃ

وَاِنْ كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ـ (الانعام : ٣٥)

“আর যদি তাদের উপেক্ষা আপনার নিকট অসহনীয় হয় তবে সম্ভব হলে ভূগর্ভে প্রবেশের কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে আরোহনের কোন সোপান সন্ধান করুন এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করুন। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের সকলকেই সরল পথের উপর একত্রিত করতেন, অতএব আপনি নির্বোধ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।” [আল-আনআমঃ ৩৫]

২. ... اِنَّ اِلَيْنَا- আয়াত দুটিতে (২৫ ও ২৬) চূড়ান্ত মনযিলের সংবাদ জানানো হয়েছে। মুবাল্লিগদেরকে সুসংবাদ জানানো হচ্ছে যে, দাওয়াত পরিবেশনায় তোমরা যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছ তা আদৌ বিফলে যাবে না। তোমাদের জন্য রয়েছে শুভ প্রতিফল, আর অবজ্ঞাকারীদের জন্য রয়েছে অশুভ প্রতিফল। কড়ায় গন্ডায় হিসাব আমরা অবশ্যই আদায় করব তাদের কাছ থেকে। আমলনামার প্রতিটি অক্ষরের চুলচেরা হিসাব নেয়ার পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের।

www.pathagar.com

৮৯. সূরা আল-ফাজর

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ الفجر-কেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ সূরার বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায় যে, প্রাথমিক যুগে মক্কার কাফির-মুশরিকরা যখন মুসলমানদের উপর ফিরাউনি কায়দায় যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল, তখন এই সূরা নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির-মুশরিকদেরকে অতীতের অত্যন্ত বীর্যশালী আদ, সামূদ ও ফিরাউনের শোচনীয় পরিণতির সংবাদ শুনিয়ে দেন। এছাড়া বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজেই তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইবনে দুরাইস, নাহ্হাস ও ইবনে মারদুইয়া এ মতই পোষণ করেছেন। অধিকন্তু ইবনে যুবাইর (রা.) ও আয়েশা (রা.)-র বরাত দিয়ে ইবনে মারদুইয়া বলেছেন, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আল-লাইল' এর পরই সূরাটি নাযিল হয়েছে। সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণতি এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করার সুফল ও অসদ্ব্যবহারের কুফল তুলে ধরা সূরাটির মূল বক্তব্য।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা

১-৫ আয়াতে পাঁচটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে, ফজর, দশ রাত, জোড়, বেজোড় ও বিদায়ী রাত। এই পাঁচটি জিনিসের কসম খেয়ে মূল বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কাফেরদের বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, রসূল (সা.) তোমাদেরকে আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির যে খবর দিচ্ছেন তা অতি সত্য। ৫নং আয়াতে এ মহাসত্যকে সপ্রমাণিত করার জন্য আর কোন কিছুরই শপথের আদৌ প্রয়োজন নেই এ কথাটি বুঝানোর জন্য প্রশ্ন করা হয়েছেঃ এর পরও বুদ্ধিবিবেক সম্পন্নদের জন্য আরও কোন শপথের প্রয়োজন আছে কি? কেননা এই পাঁচটি জিনিস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, নিরংকুশ ক্ষমতাবান আল্লাহর একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম রয়েছে নিখিল বিশ্বের উপর। তাঁর প্রতিটি কাজই এক সূক্ষ্ম বিজ্ঞানমূলক মহাপরিকল্পনার উপর ভিত্তিশীল। তাঁর দুনিয়ায় দিবাভাগে ধ্রুবতারার অভির্ভাব যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব রাতের বেলায় সূর্যকিরণের অস্তিত্ব। দ্বিতীয়ার চাঁদের পরদিনই যেমন সম্ভব নয় ষোলকলায় পূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদের উদয়, তেমনি অসম্ভব ষষ্টদশ রাত্রিতে তৃতীয়ার চাঁদের আগমন। ফজরের মধ্য দিয়ে যে দিনের

শুরু হল, তার কখনই শেষ হবে না, আবার দশমীর চাঁদ বুকে নিয়ে যে নিশি যাত্রা শুরু করল, সে নিশির অবসান হবে না, মানুষ সন তারিখের কোনই হিসাব রাখেতে পারবে না-এমন অবস্থা কি কুত্রাপি ঘটে থাকে? গ্রীষ্ম, শীত ইত্যাদি ঋতুগুলি তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কালের আবর্তে আবির্ভাব ও তিরোধান অব্যাহত রেখেছে। সব কিছুতেই পরিলক্ষিত হচ্ছে এক সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তিতা এবং স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতা। এসব ব্যাপারে যাঁর হাতে ক্ষমতা তিনি যদি আখিরাতে বিচারানুষ্ঠান কায়েম করতে চান এবং ইনসাফপূর্ণ বিচারের মাধ্যমে সালেহীনদেরকে যোগ্য পুরস্কার এবং নাফরমানদেরকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে চান, তবে এটাকে অসম্ভব মনে করার কি আছে? অপার কুদরতের নিদর্শনসমূহ দেখে যদি আমরা তাঁর ক্ষমতাকে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত মনে করি, তাহলে তাঁরই পরিবেশিত আগাম খবর আখিরাতকে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নয় কেন?

এমন অকাট্যভাবে প্রমাণিত আখিরাতের শুভ-অশুভ ফললাভকে যারা মিথ্যা মনে করে, তারা নিঃসন্দেহে দুই-প্রকারের নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত। প্রথমতঃ আল্লাহর এই বিরাট বিশাল সৃষ্টিজগতকে সুশৃংখলভাবে নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে চালাতে সক্ষম হলেও মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করে তাকে পুরস্কার অথবা শাস্তিদানে মোটেই সক্ষম নন (নাউযুবিল্লাহ)। দ্বিতীয়তঃ মানুষকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের সীমিত স্বাধীনতা দেয়ার সাথে সাথে বিবেক-এর ন্যায় এক মহামূল্যবান সম্পদ দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তার ক্ষমতা ইখতিয়ার কোন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে-ভাল ও কল্যাণের পথে অথবা বিপর্যয় ও ফিতনা সৃষ্টিতে- আল্লাহ এ হিসাব নেয়ার কোনই প্রয়োজন বোধ করেন না। ভালো কাজের পুরস্কার যেমন তার কাছে আশা করা নিরর্থক, তেমনি মন্দ কাজের কোন শাস্তি প্রাপ্তিও কল্পনাতীত। বস্তুত উভয় প্রকারের ধারণা যে পোষণ করে, সেই এক নম্বরের আহাম্মক।

৬-১৪ আয়াতে অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি কি অবগত নন যে, আপনার রব অতীতে যালিমদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? কেমনভাবে আযাবের চাবুক বর্ষিত হয়েছিল আদ, সামূদ ও ফিরাউনের কওমের উপর? তাদেরকে দেয়া হয়েছিল অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, বিশাল জনশক্তি ও পর্বত খননের প্রকৌশলগত জ্ঞান। তারা আমার নিআমতসমূহের শোকর আদায়ের পরিবর্তে ঘটিয়েছিল

www.pathagar.com

দুনিয়ায় চরম বিপর্যয়, সীমাহীন বিশৃংখলা। তারা ভেবেছিল তাদের কুকর্মের গতি থাকবে অপ্রতিরোধ্য, আরো ভেবেছিল তাদের গতিপথে নেই কোন শত্রুঘাটি। অথচ আপনার রব তাঁর সৈন্যবাহিনী সহ সুরক্ষিত গুপ্ত ঘাঁটিতে অপেক্ষমান ছিলেন। যালিমরা যখনই আল্লাহ নির্ধারিত সীমা অতিক্রমনোদ্ধত, তখনই তাদের উপর অতর্কিতে আযাবের চাবুক চালিয়েছিলেন আপনার রব। অবশ্য আজও তিনি গোপন ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে আছেন। আধুনিক ফিরাউন, আদ, সামূদরা তাঁর বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করতে চাইলেই আল্লাহর প্রস্তুত রাখা সর্বাধিক মিযাইলগুলি গর্জে উঠে তাদের নাম নিশানা মিটিয়ে দেয় চিরতরে।

১৫-১৬ আয়াতে বস্তুবাদী মানুষের ভ্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণের উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ তার জড়বাদী মস্তিস্ক প্রসূত মানদন্ড দুনিয়ার জিন্দিগীতে সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রাচুর্যকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং এসবের স্বল্পতাকে আল্লাহর সুনজর থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষকে ধন-দৌলত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি স্বীয় অনুগ্রহে দান করে পরীক্ষা করছেন যে, সে এগুলিকে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করে, না নিজের কৃতিত্বের বড়াই করে। সে এগুলির শুকরিয়া আদায় করে অথবা নাশুকরি করে। সে এগুলির প্রভাবে আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লংঘন করে, অথবা সীমার মধ্যে থেকে এগুলির সদ্ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ কাউকে অভাব-অনটনে ফেলে পরীক্ষা করেন- দেখা যাক এটাকে তার প্রতি অন্যায় অবিচার করা হয়েছে, তার প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়েছে বলে সে ক্রুদ্ধ হয় কি না? তার যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্বেও তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে- এই মনে করে সে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে কি না? আরো দেখা যাক- সে তার এমন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে কি না? অল্পেতুষ্ট নীতি অবলম্বন করে কি না?

১৭-২০ আয়াতে জড়বাদী, বস্তুবাদী, মগজ প্রসূত চারটি বদ আমলের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির কারণে তাদের আখিরাতে শাস্তি পাওয়াটাই যুক্তির অকাট্য দাবী। তাদেরকে বলা হয়েছে- তোমাদের প্রথম বদ আমলটি হল- তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান প্রদর্শন কর না; অর্থাৎ ইয়াতীমের হক যথাযথ আদায় কর না। নিজেদের সন্তানদের মুকাবিলায় তোমরা তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে থাক। তোমাদের দ্বিতীয় বদ আমল হল- তোমরা নিজেরা তো মিসকীনকে খাদ্য দান করই না, এমনকি অন্যকেও একাজে উৎসাহিত কর না, উল্টো তাদেরকে নিরুৎসাহিত করে থাক। তোমাদের তৃতীয় অপরাধ হল- তোমরা মৃতের সম্পত্তি

www.pathagar.com

পুরাটাই নিজেদের কুক্ষিগত করে থাক; ছিনিয়ে নাও নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও। তোমাদের চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হল- তোমরা ধন-সম্পদকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাস। হারাম হালাল নির্বিশেষে যে কোন পন্থায় সম্পদ করায়ত্ত করাতেই তোমাদের তৃপ্তি। ধনরাশির পাহাড় গড়ে তোলার পরও যেন তোমাদের ধনলিপ্সার পরিসমাপ্তি নেই।

২১-২৬ আয়াতে 'কাল্লা' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পুরস্কার-শাস্তির কোনই সম্ভাবনা নেই মনে করে যা ইচ্ছা তাই করছ- এ অবস্থা বেশি দিন চলতে দেয়া হবে না। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে আর আল্লাহর আদালতও অবশ্যই কায়েম হবে। তোমাদের একমাত্র ভরাসাস্থল এই দুনিয়াটাকে টুকরা টুকরা করে দেয়া হবে। বিশাল এক নতুন পৃথিবীতে আল্লাহর সেনাবাহিনী ফেরেশতাকুল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে চূড়ান্ত রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। মহাবিচারক আসীন হবে তাঁর আসনে। জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে তোমাদের সামনে। স্বচক্ষে জাহান্নামের লেলিহান শিখা অবলোকন করে হঠকারী কাফিরগণ নিজেদের শোচনীয় পরিণাম আঁচ করতে সক্ষম হবে। তাদের স্মরণে আসবে-দুনিয়ার জিন্দিগীতে তাদের কি করা উচিত ছিল, আর তারা কি করেছে। তখন তারা আফসোস করে বলবেঃ হায়! কতই না উত্তম হত যদি এ জীবনের জন্য দুনিয়াতেই পাথেয় সংগ্রহ করতাম। তাদের হাপিত্যেশ আর অনুতাপ অনুশোচনা তাদের সামান্য উপকারেও আসবে না। এমন কঠিনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাদেরকে এমন আযাবে নিক্ষেপ করা হবে, যেমন মজবুত বাঁধনে কোন দিন কাউকেও বাঁধা হয়নি, আর এমন কঠোর আযাব কাউকেও কোন দিন দেয়া হয়নি।

২৭-৩০ আয়াতে মহাবিচারপতি তাঁর বিচারালয়ে অত্যন্ত মহব্বতের সাথে সম্বোধন করবেন এমন সব খাঁটি ঈমানদারকে- যাদের অন্তর তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের একীনে ছিল আপ্লুত- যেসব মর্দে মুমিন দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছিল আল্লাহর সন্তোষ লাভের পথে। তিনি বলবেনঃ হে প্রশান্ত আত্মার অধিকারী! ফিরে এসো তোমার রব-এর সান্নিধ্যে। আজ আমি তোমাদেরকে পুরস্কার প্রদানে আনন্দিত, আর তোমরাও আমার পুরস্কারের শিরোপা মাথায় পরে হৃষ্টচিত্ত। শামিল হয়ে যাও আমার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে, আর প্রবেশ কর আমার জান্নাত রাজ্যে।

www.pathagar.com

৮৯. সূরা আল-ফাজর

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْفَجْرِ ① وَلَيَالٍ عَشْرٍ ② وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ③ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ④
هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ⑤

وَالْفَجْرِ১ = শপথ ফজরের (ওয়াক্তের), ভোরের, وَلَيَالٍ عَشْرٍ২ = এবং দশ রাতের, وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ৩= = এবং জোড় আর বেজোড় (সংখ্যার), وَالَّيْلِ= এবং রাতের (এ পর্যন্ত 'ওয়াও' অক্ষরটি শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, اِذَا= যখন, يَسْرِ= বিদায় হতে থাকে, هَلْ= কি? ذٰلِكَ= এতে, قَسَمٌ = শপথ, لِّذِيْ= অধিকারী, حِجْرٍ= বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন।

---

(১) শপথ ফজরের (২) এবং দশ রাতের (৩) আর জোড় এবং বেজোড় (সংখ্যার) (৪) এবং রাতের যখন তা বিদায় হতে থাকে (৫) এর মধ্যে বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কোন শপথ আছে কি?

---

১. 'والفجر'- অর্থাৎ আখিরাতে সালেহ আমলের শুভ প্রতিফল এবং বদ আমলের অশুভ পরিণামের অনিবার্যতার কথা তুলে ধরার জন্য আল্লাহ্ পাক যে চারটি বিষয়ের শপথ করেছেন, তার প্রথমটি হচ্ছে ফজরের ওয়াক্ত। মূলতঃ এই চারটি বস্তুর শপথই কালের সাথে সম্পৃক্ত। শপথের জন্য প্রভাত কালকেই নির্বাচন করার উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, বেশ কয়েক ঘন্টার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে উষালগ্নের আলোকচ্ছটার মধ্য দিয়ে বিশ্বজগত হয়ে উঠে প্রাণচঞ্চল, শুরু হয় মহাবিপ্লব।

'ফজর'- এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) ইবনে যুবাইর এবং মুজাহিদ বলেন, প্রভাতকালে যে ফজরের নামায আদায় করা হয় সেই নামাযই এর অর্থ। আর দশ রাত দ্বারা যিলহজ্জ

www.pathagar.com

মাসের প্রথম দশ রাতকেই বুঝানো হয়েছে। কাতাদা, সাঈদ ইবনে মানসুর, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির বলেনঃ এটা মুহাররম মাসের পয়লা তারিখ ফজরের ওয়াক্ত, যেহেতু এ সময় থেকেই নতুন বছর শুরু হয়। মাসরূক বলেন, বিশেষত কোরবানীর দিন বা ১০ই যিলহজ্জের ফজরের সময়কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এটাই হচ্ছে দশ রাতের সমাপ্তিকাল। কতকের মতে এর দ্বারা প্রত্যেক দিনের ফজরের ওয়াক্তই বুঝানো হয়েছে।

২. 'وليال عشر' - অর্থাৎ দশ রাতের শপথ। এর ব্যাখ্যায়ও মুফাসসিরগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অনুকূলে হাদীসঃ জাবের (রা.) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা.) ১-৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন দশ রাত হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন-রাত, বেজোড় হচ্ছে আরাফাতের দিন (৯ই জিলহজ্জ) এবং জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ। (আহমাদ, নাসাঈ, বাযযার, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী) হযতর ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাত দিয়ে ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবি হাতেম বলেনঃ দশ রাত দ্বারা রমযান মাসের শেষ দশ রাত বুঝানো হয়েছে। আল্লামা মওদূদী (রহ.) বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ এই কটি দিনের আমলে সালেহের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল আর কোন কিছুই হতে পারে না। এর অর্থ হলো যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর চেয়ে উত্তম নয় কি? তিনি বলেনঃ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহও নয়। কেবলমাত্র ঐ লোকের জিহাদ ব্যতীত- যে নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে গেল আর কোনটাই ফিরে এল না (অর্থাৎ মালসহ শহীদ হয়ে গেল)। [বুখারী]

তাফসীরে মাযহারীর উদ্ধৃতি দিয়ে মা'রেফুল কোরআনে উল্লেখ রয়েছে- হাদীস শরীফে এসব রাতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ইবাদত করার জন্য আল্লাহর নিকট যিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং এর প্রত্যেক রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য।

৩. والشفع والوتر অর্থাৎ জোড় ও বেজোড়ের শপথ। এ বিষয়গুলির ব্যাখ্যাতেও মুফাসসিরগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। হযরত জাবের (রা.)

www.pathagar.com

বর্ণিত হাদীসে [২নং টীকায় দ্রষ্টব্য] নবী করীম (সা.) বেজোড় অর্থাৎ আরাফাতের দিন এবং জোড় অর্থাৎ কোরবানীর দিন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দুর্বল সনদে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে জোড়-বেজোড় দ্বারা দৈনন্দিন নামায বুঝানো হয়েছে। হাদীসঃ ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জোড় ও বেজোড় প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ এটা হচ্ছে প্রতি দিনের নামায। এর কতক জোড় আর কতক বেজোড়। (আহমাদ, ইবনে হুমাইদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুইয়া)

এর আর একটি ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ আবু সাঈদ ইবনে আওফের বরাতে আবদুর রাযযাক সাঈদ ইবনে মানসূর, আবদে ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.)-কে জোড়-বেজোড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জোড় আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীঃ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ـ

"অতএব যে ব্যক্তি (মিনাতে) দুই দিন অবস্থান করে (মক্কায় ফিরে) আসে, তার জন্য কোন গুনাহ হবে না।" অর্থাৎ ১২ই যিলহজ্জ। আর বেজোড় হচ্ছে- 'আইয়ামে তাশরীর'-এর তৃতীয় দিন (১৩ই যিলহজ্জ)।

হাসান বসরী ও মুজাহিদ ভিন্নমত পোষণ করে বলেন- এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টি জগতই যা জোড় বেজোড় উভয় অবস্থায় বিদ্যমান। আয়াতে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতের শপথ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু হচ্ছেন বেজোড় আর তোমরা সবাই জোড়। তিনি আরো বলেন, ফজরের নামায জোড় আর মাগরিবের নামায বেজোড়।

মুজাহিদের বরাতে ইবনে আবি হাতেম বলেনঃ জোড় অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টিজগত, আর বেজোড় অর্থাৎ মহামহিমান্বিত আল্লাহ। তিনি আরো বলেন- আল্লাহ সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন- আসমান-যমীন, জল-স্থল, জিন-ইনসান, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি।

হাসান বসরী বলেন- এতদ্বারা গণনার সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। যেমন জোড় ২,৪,৬,৮ এবং বেজোড় ১,৩,৫,৭,৯ ইত্যাদি। আল্লামা মওদুদী (রহ.) বলেন,

www.pathagar.com

জোড়-বেজোড় দ্বারা কালের বিবর্তনকেই বুঝানো হয়েছে।

আবুল আলিয়া ও রবী ইবনে আনাস বলেন- এদ্বারা দৈনন্দিন নামায বুঝানো হয়েছে। জোড়- যেমন দুই রাকাত, চার রাকাত, বেজোড়- যেমন মাগরিবের তিন রাকাত যাকে বলা হয় দিবাভাগের বিতের এবং এশার শেষে বিতরের নামায।

প্রশ্ন ঃ চারটি বিষয়ের শপথের জওয়াব কি?

উত্তর ঃ এ বিষয়ে তাফসীরবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে এর জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। ইবনুল আরাবীর মতে "ইন্না রব্বাকা লাবিল-মিরসাদ" শপথের জওয়াব।

আবু হাইয়ান বলেন- কসমের জওয়াব হচ্ছেঃ পূর্ববর্তী সূরা 'আল-আ'লার ২৫ ও ২৬ নং আয়াতদ্বয়ঃ "ইন্না ইলাইনা ইয়াবাহুম। সুম্মা ইন্না আলাইনা হিসাবাহুম।"

আল্লামা মওদূদীর অভিমত- যদিও শপথের জওয়াব উল্লেখ করা হয়নি, তবুও পূর্বাপর আলোচনার ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায় যে, আখিরাতে প্রত্যেকের হিসাব গ্রহণ করা হবে। সালেহ আমলের জন্য শুভ প্রতিদান, আর বদ আমলের জন্য শাস্তির বিধানের অনিবার্যতা প্রমাণই শপথের জওয়াব।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ
مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ
ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

اَلَمْ تَرَ = (হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি, كَيْفَ = কিরূপ, فَعَلَ= আচরণ করেছিলেন, رَبُّكَ = আপনার রব, بِعَادٍ[১]= আদ জাতির সাথে, اِرَمَ= ইরাম, ذَاتِ الْعِمَادِ[২] = উচ্চ প্রাসাদ বা স্তম্ভতুল্য দীর্ঘকায় প্রাসাদের অধিকারী, لَمْ يُخْلَقْ[৩] = কখনও সৃষ্টি করা হয়নি, مِثْلُهَا= এ কওমের মত, فِى الْبِلَادِ= দুনিয়ার দেশসমূহে, جَابُوا = তারা খোদাই করতো,

www.pathagar.com

الصَّخْرَ= পাথর, بِالْوَادِ[৪] = উপত্যকায় (নাম ঃ ওয়াদীউল কুরা), ذِى الْاَوْتَادِ[৫]= লৌহশলাকাধারী বা কীলকের অধিকারী, طَغَوْا= সীমা লংঘন করেছিল, فَاَكْثَرُوْا = বৃদ্ধি করেছিল, الْفَسَادَ= ফিতনা-ফাসাদ, فَصَبَّ= অতঃপর বর্ষণ করলেন, عَلَيْهِمْ= তাদের উপর, سَوْطَ= চাবুক, عَذَابٍ= শাস্তি, لَبِالْمِرْصَادِ[৬] =অবশ্যই ঘাঁটিতে ওঁৎপেতে আছেন।

---

(৬) (হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি আপনার রব কিরূপ ব্যবহার করেছেন আদ-এর সাথে (৭) ইরামগণের সাথে যারা ছিল উচ্চ প্রাসাদের অধিকারী? (৮) যাদের সমতুল্য (শক্তিশালী) জাতি কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি। (৯) এবং সামূদ জাতির সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর খোদাই করত (১০) আর লৌহশলাকাধারী ফিরাউনের সংগেও (১১) যারা দেশের মধ্যে সীমা লংঘন করেছিল (১২) এবং তথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল (১৩) অতঃপর আপনার রব তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন (১৪) নিশ্চিত আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

---

১. 'আদ-ইরাম'- উল্লেখ করায় প্রাচীন আদকেই বুঝানো হয়েছে। এরা সেই আদ জাতি, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত হূদ (আ.) আর যারা ধ্বংস হয়েছিল আযাবের ঘুর্ণিঝড়ে। সূরা 'নাজম'-এ এই জাতিকে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে ঃ وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَانِ الْاُوْلَى

"আর তিনি (কুফরীর কারণে) প্রাচীন আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন।" (আন-নাজমঃ ৫০)

গোত্রের যারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল তাদেরই বংশধরগণ ইতিহাসে 'আদ উখরা' নামে পরিচিত। আদের সাথে ইরাম যোগ থাকায় প্রাচীন আদকেই বুঝায়। ইরাম হচ্ছে আদের পিতামহ। বংশ পরিচয় নিম্নরূপঃ আদের পিতা আস, তার পিতা ইরাম, তার পিতা সাম এবং পিতামহ হচ্ছেন নূহ (আ.)। ইয়ামানের হাদরামাওত এলাকায় ছিল তাদের বাস। কাতাদা ও সুদ্দী বলেন- ইরাম হচ্ছে আদ বংশীয় রাজপ্রাসাদ।

২. ذَاتِ الْعِمَادِ - অর্থাৎ উচ্চ স্তম্ভসমূহের মালিক। অন্য অর্থ-স্তম্ভতুল্য দীর্ঘকায়

www.pathagar.com

জাতি। ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুকাতিল বলেন, তাদের দৈহিক উচ্চতা ছিল বার হাত। আবু উবাইদাও একই মত পোষণ করেছেন। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন- আরবী ভাষায় গোত্রপতিকে 'উমদাহ' বলে। 'যাতিল-ইমাদ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা জাতির নেতৃত্বে আসীন ছিল।

ইবনে যায়েদ বলেন- তারা উচ্চ স্তম্ভের উপর অট্টালিকা নির্মাণ করত। আল্লামা মওদূদী একই মত পোষণ করে বলেন- দুনিয়ায় উঁচু স্তম্ভের উপর ইমারত দাঁড় করানোর কাজ সর্বপ্রথম এই জাতির লোকেরাই শুরু করেছিল।

কুরতবীর উদ্ধৃতি দিয়ে মা'আরেফুল কোরআনে উল্লেখ রয়েছেঃ ইরাম হচ্ছে আদ-তনয় শাদ্দাদ বাদশাহ নির্মিত কৃত্রিম বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذات العماد- কেননা এই অনুপম প্রাসাদটি মনিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশত পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে তাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, ঠিক তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল ফলে কৃত্রিম বেহেশতটি ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

৩. 'লাম ইউখলাক মিসলুহা'- অর্থাৎ আদ জাতির ন্যায় দীর্ঘকায়, বীর্যবান, প্রবল পরাক্রান্ত ও অহংকারী জাতির অস্তিত্ব সেই সময় ভূপৃষ্ঠে আর কোথাও ছিল না। তারা যে দৈহিক গঠন ও শক্তিতে অনন্য ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতে-

وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً -

"এবং দৈহিক গঠনে তিনি তোমাদেরকে বানিয়েছেন অধিক সমৃদ্ধ।" (আ'রাফঃ ৬৯)

আদ জাতি অন্যায়ভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত ছিল। বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করে তারা বলতঃ আমাদের মত শক্তিশালী আর কেউ নেই। অনুকূলে আয়াতঃ "আর আদ সম্প্রদায় পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল আর বলেছিলঃ কে সেই ব্যক্তি- যে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী?" (হা-মীম-সিজদাঃ ১৫) তাদের দুর্ধর্ষতার সাক্ষ্য রয়েছে আশ্-শুয়ারার ১৩০ আয়াতে ঃ

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

www.pathagar.com

"আর যখন তোমরা (হে কওমে আদ!) কারো উপর চড়াও হও, তখন প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই তাকে পাকড়াও কর।"

৪. 'বিল-ওয়াদ'- অর্থাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ সামূদ এক পার্বত্য এলাকায় 'ওয়াদীউল-করা' নামক উপত্যকায় বসবাস করত। এরাই সেই জাতি যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত সালেহ (আ.)। এরাই হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মুজিযার উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। এরা স্থাপত্যশিল্পে এত উন্নত ছিল যে, কঠিন পাথর খোদাই করে তারা পর্বতগাত্রে বড় বড় ইমারত নির্মাণ করত। মদীনা থেকে জর্দান যাওয়ার পথেই ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের বাস- যা 'মাদাইন সালেহ' নামে প্রসিদ্ধ। কাওমে শুআইবের অবস্থান থেকে সামান্য পূর্বদিকেই ছিল এ জাতির বসতি।

৫. 'যিল-আওতাদ'- এতদ্বারা ফিরাউনের লৌহশলাকাধারী সৈন্যবাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র মতে এর অর্থ হচ্ছেঃ ফিরাউনের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী। তাঁবু যেমন লৌহশলাকার (কীলকের) সাহায্যে শক্ত করে স্থাপন করা হয়, ফিরাউনের রাজত্বও তেমনি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে। মুজাহিদ বলেনঃ ফিরাউন যখন কাউকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করত, তখন তার হাত-পা লৌহশলাকায় গেঁথে ঝুলিয়ে দিয়ে পীড়ন চালাত।

সুদ্দী বলেন, ফিরাউন যার উপর কুপিত হত, তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার হাতে পায়ে পেরেকের মত লৌহশলাকা ঢুকিয়ে দিত; তারপর তার উপর গড়িয়ে দিত প্রকান্ড পাথর; ফলে পিষে যেত সেই লোকটি। সাবেত আল-বানানীর বরাতে ইবনে কাসীর, আর ইবনে মাসউদ (রা.)-র বরাতে হাকেম বলেনঃ ফিরাউন তার স্ত্রী হযরত আসিয়া (রা.)-র হাতে-পায়ে চারটি কীলক মেরে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠের উপর ভীষণ ভারি ঘানি চাপিয়ে দেয়, ফলে তিনি জান্নাতবাসিনী হন। তাফহীমূল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- সৈন্যবাহিনীর বিপুলতাও এর অর্থ হতে পারে- অর্থাৎ তার সৈন্যবাহিনী যেখানেই অবস্থান করত, সেখানে চারদিকে কেবল তাদের তাঁবুর কীলকই দৃষ্টিগোচর হত। মিসরের পিরামিডসমূহকে লৌহ স্তম্ভের সাথে তুলনা করেও এরূপ বলা হতে পারে। কেননা এগুলি হাজার হাজার বছর যাবত ফিরাউনী শাসকদের দাপট-প্রতাপের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

৬. 'লাবিল- মিরসাদ' - অর্থাৎ গোপন কোন ঘাঁটিতে শত্রুর উপর অতর্কিত আঘাত হানার জন্য ওঁৎ পেতে থাকা। আদ, সামূদ, ফিরাউনরা যেমন আল্লাহ্‌র গোপন ঘাঁটির অবস্থান আঁচ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, আধুনিক ফিরাউনরাও তেমনি গাফেল রয়েছে ঘাঁটি থেকে, হামলার পরিণাম থেকে। আল্লাহদ্রোহিতা, যুলুম-পীড়ন ও স্বেচ্ছাচারিতার একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করলেই অতি আকস্মিকভাবে আযাবের চাবুকে জর্জরিত করে দেয়া হয় সেই দাম্ভিক সীমা লংঘনকারীকে। অতীতের ফিরাউন বিদায় নিলেও তার প্রেতাত্মারা যেমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তেমনি আল্লাহ্‌র ঘাঁটিও বিভিন্ন সময় গর্জে উঠে, বর্ষিত হয় আযাবের চাবুক। বাংলার মাটিতেও যদি ফিরাউনী প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটে, তাহলে নিঃসন্দেহে এখানেও গর্জে উঠবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ঘাঁটি থেকে আযাবের চাবুক।

فَاَمَّا الاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ ﴿١٦﴾

فَاَمَّا الاِنْسَانُ = মানুষ তো এরূপ যে, اِذَا مَا ابْتَلٰهُ[১]= যখন তাকে পরীক্ষা করেন, رَبُّهٗ = তার রব, فَاَكْرَمَهٗ= অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন, وَنَعَّمَهٗ = এবং নিআমত দান করেন, فَيَقُوْلُ = তখন সে বলে, رَبِّىْٓ= আমার রব, اَكْرَمَنِ = আমাকে সম্মানিত করেছেন, فَقَدَرَ= অতঃপর সংকুচিত করেন, عَلَيْهِ= তার উপর, رِزْقَهٗ= তার রিযিক, اَهَانَنِ= আমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছেন।

---

(১৫) আর মানুষ তো এরূপ যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও নিআমত দান করে তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন (১৬) এবং তিনি যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন, অতঃপর সংকুচিত করে দেন তার রিযিক, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেছেন।

---

১. 'ইযা মাবতালাহু'– অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার জিন্দিগীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সম্মান-প্রতিপত্তি, অথবা দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনে ফেলে পরীক্ষা করে

www.pathagar.com

থাকেন। হক তা'আলা শানুহু দুই ধরনের বিপরীতমুখী অবস্থায় ফেলে দেখতে চান মানুষের অন্তরে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ তিনি মানুষকে বিপুল নিআমতের মধ্যে ডুবিয়ে দেন; উঠিয়ে দেন তাকে সম্মান ও প্রতিপত্তির উচ্চ স্তরে, দেখতে চান-আর্থিক প্রাচুর্য ও ক্ষমতা- প্রতিপত্তির দম্ভে সে 'ধরাকে সরা' মনে করছে কি না? রিপুর তাড়নায়, নফসের অবৈধ দাবী পূরণে সে আমার দেয়া নিআমত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অপব্যবহার করছে কি না? প্রচুর অর্থব্যয়ে ও প্রতিপত্তি খাটিয়ে সে 'মাসলম্যান বাহিনী' লালন করছে কি না? আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মুখে সীল লাগিয়ে ও আইনের চোখে ধূলা দিয়ে সে ফেতনা-ফাসাদের সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে কি না? অথবা আল্লাহ্‌র দেয়া নিআমতের শোকর আদায় করতে গিয়ে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, অনাহারী মানুষের অন্ন সংস্থানে, দুঃস্থ-আর্ত মানবতার সেবায় সে তার ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সদ্ব্যবহার করছে কি না?

দ্বিতীয়ত ঃ আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও দুঃখ-দুর্দশায় ফেলেও আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। দেখতে চান এমতাবস্থায় বান্দা ধৈর্য ধারণ করছে কি? অল্পে তুষ্ট নীতি অবলম্বন করতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকছে? কঠিন বাস্তবতাকে হাসিমুখে বরণ করে ঐ অবস্থাতেই সে কি আল্লাহ্‌র শোকর করছে? অথবা নৈতিকতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার সব সীমা লংঘন করে অবৈধ পথে অগ্রসর হচ্ছে? যাচ্ছে ঘরে সিঁদ কাটতে? বাড়িয়ে দিচ্ছে কিনা তার হাত উৎকোচ গ্রহণে? ভেজাল মিশিয়ে অধিক মুনাফা লুটে স্বচ্ছলতা হাসিলে তৎপর কি না? অথবা তার প্রতি যথেষ্ট অন্যায়-অবিচার করে, তার উপযুক্ত-যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করা হয়েছে- এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে সে আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করছে কি না?

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ তদানীন্তন কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে এ বক্তব্য রাখা হলেও 'ইনসান' শব্দটির উল্লেখ থাকায় এ মর্মার্থই প্রকাশ পায় যে, এটা গোটা মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর চিরন্তন বিধান। বস্তুত দুনিয়াটাই একটি পরীক্ষাগার, আর সকল ইনসানই পরীক্ষার্থী। আয়াতে নিআমত, মান-সম্মান এবং অস্বচ্ছলতা ও লাঞ্ছনার উল্লেখ এটাই প্রমাণ করে যে, সুখ-দুঃখ, ধনী-গরীব মর্যাদা-অমর্যাদা, সবল-দুর্বল, মূর্খ-বিদ্বান, সুশ্রী-কুশ্রী, মোটা-পাতলা, লম্বা-খাটো, সন্তান-নিঃসন্তান এমনকি কানা, খোঁড়া, অন্ধ, বধির, খঞ্জ, মোটা-পাতলা,

www.pathagar.com

লম্বা-খাটো, সন্তান-নিঃসন্তান মোটকথা সর্বাবস্থায় ইনসান অবচেতনভাবে পরীক্ষিত হচ্ছে। আমরাও এই বিরাট বিশাল পরীক্ষাগারের বাইরে অবস্থান করছি না, বরং ঈমানদার বলেই আমরা প্রথম পরীক্ষার্থী। পরীক্ষক কিন্তু আমাদেরকে কাংখিত মর্যাদার সাথে উত্তীর্ণ হতে দেখতে চান। ক্লাশের ভাল ছাত্রদের মেধা যাচাইয়ের জন্যও আল্লাহ্ পাক তাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন। আমাদের মধ্য থেকেই তো তিনি তাঁর ওলী (বন্ধু) নির্বাচন করবেন। ভালভাবে যাচাই-বাছাই না করেই কি আমরা কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর আসনে বসাতে প্রস্তুত? কখনও নয়, হক তা'আলা শানুহুও তেমনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জন্য কঠিন পরীক্ষা, ঘনিষ্ঠতর বন্ধুর জন্য কঠিনতর পরীক্ষা এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর জন্য কঠিনতম পরীক্ষার আয়োজন অবশ্যই করে থাকেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ কঠিনতম পরীক্ষায় ফেললে তিনি সবগুলি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হন।

“আর যখন ইবরাহীমকে তার রব কতকগুলি কঠিন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করলেন, তখন তিনি সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হলেন।” (বাকারাঃ ১২৪) তাই আল্লাহ্ পাক তাঁকে ‘খলীল’ উপাধিতে ভূষিত করেন। সূরা নিসারঃ ১২৫ আয়াতেঃ “আর আল্লাহ্ ‘খলীল’ (অন্তরঙ্গবন্ধু) রূপে গ্রহণ করলেন ইবরাহীমকে।”

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾
وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

كَلَّا[১] = কখনও নয়, بَلْ = বরং, لَاتُكْرِمُوْنَ[২]= তোমরা সম্মানজনক ব্যবহার কর না, الْيَتِيْمَ = ইয়াতীম, وَلَاتَحٰضُّوْنَ[৩]= আর তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, عَلٰى طَعَامِ = খাদ্য দানের ব্যাপারে, الْمِسْكِيْنِ= মিসকীনগণ, وَتَاْكُلُوْنَ[৪]= আর তোমরা খাও (আত্মসাৎ কর), التُّرَاثَ = ওয়ারিসী সম্পদ, اَكْلًا لَّمًّا = সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল (কুক্ষিগত কর), وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ[৫] = তোমরা ধন-সম্পদ ভালবাস, حُبًّا جَمًّا = অতিশয় ভালবাস।

www.pathagar.com

(১৭) কখনও নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না (১৮) আর তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত কর না মিসকীনকে খাদ্য দানের ব্যাপারে (১৯) এবং তোমরা ওয়ারিসী সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল (২০) আর তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস।

---

১. 'كَلَّا'- অর্থাৎ তোমাদের বস্তুবাদী-জড়বাদী মতবাদ ও ধারণা-বিশ্বাস কখনই সত্য নয়। 'কাল্লা' শব্দটি পূর্ব ও পরবর্তী আয়াতগুলির সেতুবন্ধক। পূর্ববর্তী ১৫-১৬ আয়াতে বস্তুতান্ত্রিক মতবাদকে কাল্লা শব্দটি দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং ১৭-২০ আয়াতে এই ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারীদের মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- বস্তুবাদীদের মধ্যে চারটি চরিত্র-বিধ্বংসী অপরাধ অনিবার্যভাবেই আত্মপ্রকাশ করবে। অপরাধগুলি নিম্নরূপঃ (১) তারা ইয়াতীমের সংগে সম্মানজনক ব্যবহার করে না (২) মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করে না (৩) মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে এবং (৪) ধনসম্পদের মায়ায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে।

বস্তুবাদী মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মান-অসম্মানের যে মানদন্ড তোমরা কায়েম করেছ, 'কাল্লা' শব্দের দ্বারা তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ কখনও তোমাদের জীবন-দর্শন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি। দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তিই সম্মানের মানদন্ড, আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল, আর অভাব-অনটন ও নিঃস্বতা-দরিদ্রতা অসম্মানের মাপকাঠি এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাখাত বলে যে ভ্রান্ত ধারণা তোমরা পোষণ কর, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তার ঠিক উল্টো। এগুলি তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য দান করা হয়েছে। অনুকূলে হাদীসঃ কা'ব ইবনে ইয়াদ (রা.) বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ অবশ্যই প্রত্যেক জাতির জন্য ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) ছিল। আর আমার উম্মাতের ফিতনা হচ্ছে ধন সম্পদ। (তিরমিযী) কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে একই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

নিঃস্বতা-দরিদ্রতা কখনও আল্লাহর অপ্রিয়পাত্র বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রমাণ নয়। বস্তুত প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণের মত সম্মানিত এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র মানুষ নিঃসন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত আবির্ভূত হবে না।

www.pathagar.com

অনুকূলে হাদীসঃ ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার সাহাবীরা, অতঃপর যারা আসবে তাদের পরবর্তীকালে (তাবিঈন), তারপর যারা হবে তাদের অনুগামী (তাবউ তাবিঈন)। ইমরান (রা.) বলেন, আমার স্মরণ নেই যে, নবী করীম (সা.) কথাটি দুবার না তিনবার বলেছেন। অতঃপর তাদের পর এমন জাতি আসবে, যারা সাক্ষ্য দিবে কিন্তু তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না, তারা খেয়ানত করবে আর আমানতদারী করবে না, তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না; আর তাদের শরীর হবে মোটাতাজা। (বুখারী, মুসলিম) অথচ তাদের জীবনী গ্রন্থসমূহে চরম দরিদ্রতার যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়- তা যে কোন সামান্যতম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্যও বস্তুবাদী জীবনদর্শনের ভ্রান্ত মানদন্ড প্রত্যাখ্যান করার জন্য যথেষ্ট।

হাদীস ঃ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) একটানা বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। আর তাঁর পরিবারের রাতের খাবার জুটত না। প্রায়ই তাদের খাবার হত যবের রুটি। (তিরমিযী) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত কোন দিন একনাগাড়ে দুদিন পেট পুরে যবের রুটি খেতে পাননি। (বুখারী, মুসলিম)

নু'মান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, আমি তোমাদের নবী (সা.)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর পেট ভরার জন্য পুরানো খারাপ খেজুরও পেতেন না। (মুসলিম) আবু মূসা আল-আশআরী (রা.) বলেন- একদা আয়েশা (রা.) আমাদের সামনে একটি চাদর ও একটি মোটা লুংগী বের করে এনে বলেন- এদুটো পরিহিত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেন। (বুখারী, মুসলিম) আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায়লগ্নে অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর লৌহ বর্মটি জনৈক ইহুদীর কাছে তিরিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল। (বুখারী, মুসলিম) আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এই বলে দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবারকে ক্ষুধা নিবারণোপযোগী পরিমাণ রিযিক দান করুন।" (বুখারী, মুসলিম) আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওফাতের সময় আমার ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না, যা কোন প্রাণী খেতে পারে। তবে

www.pathagar.com

আমার দেরাজে সামান্য কিছু যব ছিল যা আমি অনেক দিন পর্যন্ত খেয়েছিলাম। অবশেষে আমি তা মাপলাম, তারপর শেষ হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম) উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া (রা.)-র ভাই আমর ইবনে হারিস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ওফাতের সময় কোন দীনার-দিরহাম দাস-দাসী বা অন্য কোন সামগ্রী রেখে যাননি।তবে তাঁর সাদা খচ্চরটি, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন, তাঁর তরবারি এবং মুসাফিরদের জন্য সাদকাযোগ্য সামান্য ভূমি রেখে যান। (বুখারী)

সাহাবায়ে কিরামদের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস ঃ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-র বরাতে বলেন, আমি নিজেকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, ক্ষুধার তাড়নায় আমি বেহুশ হয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)- এর মিম্বার ও আয়েশা (রা.)-র কক্ষের মাঝখানে পড়ে থাকতাম। তখন পথচারীদের কেউ কেউ এসে আমাকে পাগল মনে করে আমার ঘাড়ে পা রাখত। অথচ আমার মধ্যে পাগলামী ছিল না, বরং ছিল ক্ষুধার তীব্রতা। (বুখারী) আবু হুরাইরা (রা.) আরও বলেন- আমি আসহাবে সুফ্ফার এমন সত্তরজন সাহাবীকে দেখেছি, যাঁদের কারো কাছেই কোন চাদর ছিল না। কারো কারো হয়তো একটি লুংগী ছিল, আবার কারো কাছে ছিল একটি কম্বল। আর তা নিজেদের কাঁধের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাদের মধ্যে আবার কারো লুংগী পায়ের গোছা পর্যন্ত পড়ত; আবার কারোটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা লুংগী হাতে ধরে রাখতেন। (বুখারী) ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন তাঁর পিছনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ক্ষুধার কারণে কয়েকজন মাটিতে ঢলে পড়ে যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আসহাবে সুফফা। এমনকি বেদুইনরা তাদেরকে পাগল মনে করত। রসূলুল্লাহ (সা.) নামায শেষে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেনঃ তোমরা যদি জানতে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কি মর্যাদা ও সামগ্রী মজুদ আছে, তাহলে ক্ষুধা ও অভাব অনটন আরো বৃদ্ধির কামনা করতে। (তিরমিযী) আবু উমামা (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ তাঁর কাছে দুনিয়াবী সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ তোমরা কি শুননি? আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা পরিত্যাগ ঈমানের লক্ষণ। নিঃসন্দেহে বিলাসিতা পরিত্যাগ ঈমানের লক্ষণ। (আবু দাউদ)

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিঘোষিত মানদন্ডে নিঃস্বতা-দারিদ্রতার ফযীলত ও মর্যাদা

www.pathagar.com

সম্বলিত কতিপয় হাদীস বর্ণিত হল, যা বস্তুতান্ত্রিক মানদন্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত।

হাদীস ঃ উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেনঃ আমি (মি'রাজের রাতে) বেহেশতের দরজায় দাঁড়ালাম। (দেখলাম) বেহেশতে প্রবেশকারী অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব-দরিদ্র। ধনী লোকদেরকে বেহেশতে প্রবেশে বাধা দেয়া হচ্ছে। জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পৌঁছানোর নির্দেশ ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছিল। আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ালাম। (দেখলাম) জাহান্নামে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। (বুখারী, মুসলিম) সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন- এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর নিকটে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ পথচারী ঐ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? সে বললঃ ইনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য। আল্লাহর শপথ! তিনি খুব যোগ্য লোক। তিনি বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা মেনে নেয়া হয় এবং কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা হয়। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা.) নীরব থাকলেন। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করল। রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে উত্তরে বলল- ইয়া রসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তিটি তো নিঃস্ব-গরীব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা কবুল করা হয় না। তার সুপারিশও কবুল করা হয় না এবং কোন কথা বললে তাতে কেউ গুরুত্ব দেয় না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ (নিঃস্ব) ব্যক্তি সারা দুনিয়া ভর্তি ঐসব (তথাকথিত সম্ভ্রান্ত) ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক উত্তম। (বুখারী, মুসলিম) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেনঃ জান্নাত ও জাহান্নামের পারস্পরিক বিতর্কে জাহান্নাম বলল, আমার অভ্যন্তরে বড় বড় স্বৈরাচারী, দাম্ভিক ও অহংকারীরা রয়েছে। জান্নাত বলল- আমার মাঝে রয়েছে অসহায়, দরিদ্র ও দুর্বলেরা। আল্লাহপাক উভয়ের মধ্যে ফায়সালা দিলেনঃ জান্নাত! তুমি আমার রহমত ও অনুগ্রহের স্থান। তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর হে জাহান্নাম! তুমি আমার শাস্তির হাতিয়ার। তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা আমি আযাব দিব। (মুসলিম)

হাদীসঃ হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রা.) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ কোন্ সিফাতের (গুনাবলীর) লোক জান্নাতী হবে সে খবর কি আমি

www.pathagar.com

তোমাদের জানাব না? প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি যাকে লোকেরা শক্তিহীন ও তুচ্ছজ্ঞান করে। সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে (কিছু প্রার্থনা করে) তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন। ভাল করে শোন! আমি কে তোমাদেরকে জানাব না, কোন প্রকৃতির লোক জাহান্নামী? প্রত্যেক নাদান মূর্খ, উদ্ধত-অবাধ্য, অহংকারী জাহান্নামী হবে। (বুখারী, মুসলিম) আবু হুরাইরা (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ উস্কখুস্ক চুল ও ধূলিমলিন পা-ধারী এমন অনেক লোক আছে যাদেরকে দরজাসমূহ থেকে (অবজ্ঞায়) ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ যদি তারা আল্লাহর নামে শপথ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের শপথ পূরণ করার তওফীক দেন। (মুসলিম) আবু দারদা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি নিঃস্ব-দুর্বলদের মধ্যে অন্বেষণ কর। কেননা তোমরা তাদের অসীলায় সাহায্য ও রিযিক প্রাপ্ত হও (আবু দাউদ)। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচশো বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেনঃ আমি জান্নাতের অবস্থা অবগত হলাম। আমি দেখলাম তার অধিকাংশ বাসীন্দাই দরিদ্র। আর জাহান্নামের অবস্থাও অবহিত হলাম। দেখলাম এর অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রীলোক। (বুখারী, মুসলিম) আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-কে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেনঃ তুমি ভেবে দেখ, কি কথা তুমি বলছ। সে বলল, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি আপনাকে ভালোবাসি। এরূপ সে তিনবার বলল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আমাকে ভালোবাস তাহলে দারিদ্রের মোটা পোশাক তৈরী করে নাও। কেননা পানি যে গতিতে তার শেষ গন্তব্যের দিকে ধেয়ে যায় আমাকে যে ভালোবাসে, দারিদ্র ও নিঃস্বতা তার চেয়েও দ্রুত গতিতে তার কাছে পৌছে যায়। (তিরমিযী)

২. 'লা' তুকরিমুনাল ইয়াতীম'- অর্থাৎ ইয়াতীমের হক যথাযথভাবে আদায় কর না এবং তাদেরকে যোগ্য মর্যাদা দান কর না। আয়াতে ইয়াতীমের পাওনা যথাযথ মিটিয়ে দেয়া ছাড়াও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য বলে প্রমাণিত হয়। মাতা-পিতাহীন, সহায়-সম্বলহীন, অনাথ বালক-বালিকারা মানসিক

www.pathagar.com

দিক দিয়ে এক চরম বিপর্যয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও মাতা-পিতার স্নেহ-মমতা থেকে তারা থাকে বঞ্চিত। তাদের এহেন মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতিও আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি দেয়ার গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে আয়াতে। আর্থিক দাবী আদায়ের সাথে সাথে মানবিক দাবী আদায়-উভয়টির সমষ্টি হচ্ছে 'তুকরিমূনাল ইয়াতীম'। ইয়াতীমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ইয়াতীম ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ। আমরা মহানবী (সা.)-এর বাণী থেকে ইয়াতীমের এবং তাদের ভরণপোষণকারীদের মর্যাদা নিরুপণ করি। হাদীসঃ সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমি এবং ইয়াতীমের ভরণ-পোষণকারী জান্নাতে এভাবে অবস্থান করব। এই বলে তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলী দিয়ে ইশারা করলেন এবং দুটোর মাঝখানে একটু ফাঁক রাখলেন। (বুখারী) আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমি ইয়াতীমের ভরণ পোষণকারী নিকটাত্মীয় অথবা দূরাত্মীয় জান্নাতে এদুটির ন্যায় অবস্থান করব। হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালেক (রা.) তাঁর নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙুলী দিয়ে ইশারা করেন। (বিষয়টি বুঝার জন্য) [মুসলিম] আবু শুরাইহ খুয়ালিদ ইবনে আমর আল-খুযাঈ (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ হে আল্লাহ! দুই দুর্বল অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীদের প্রাপ্য এবং অধিকার যে ব্যক্তি নষ্ট করে, আমি তার জন্য গুনাহ সাব্যস্ত করে দিলাম। (নাসাঈ) আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মুসলমানদের সেই ঘরটি সর্বোত্তম, যেখানে ইয়াতীমদের সংগে ভাল ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘর সেইটি যেখানে কোন ইয়াতীমের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। (বুখারী, ইবনে মাজা) আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। অনুকূলে আয়াত ঃ

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - الضحى : ٩)

"অতএব ইয়াতীমের প্রতি কঠোর ব্যবহার করো না।" (আদ্বদুহাঃ ৯)

ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া সেই লোকের কাজ যে প্রতিফল দিবসকে (কিয়ামতকে) অবিশ্বাস করে। ইয়াতীমকে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেয়া কুফরী আমল।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন-

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ -

"(হে রসূল!) আপনি কি দেখেছেন সেই ব্যক্তিকে, যে প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে? সে তো এমন লোক যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।" (মাউনঃ ১-২)

৩. 'ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তাআমিল মিসকীন'- অর্থাৎ মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করে না। এখানে পরস্পরকে উৎসাহিত না করা এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে মিসকীনকে খাদ্যদান না করা- উভয়টিই আয়াতের মর্মার্থ। আয়াতের মূল আবেদন হচ্ছেঃ কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিরন্ন ও অনাহারক্লিষ্টদের খাদ্য খাওয়ানোই যথেষ্ট নয়, বরং এ মহৎ কাজের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন পর্যায়ে সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কাজটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় এদের পুনর্বাসনের এবং অর্থনৈতিক দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে কয়েকটি প্রধান অপরাধের জন্য জাহান্নামে বাস এবং আখিরাতে দোযখী হতে হয়- নিঃস্ব লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা না করা তার অন্যতম। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ - قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ - وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ - وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ - وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ - (المدثر : ٤٢-٤٦)

"(জান্নাতীগণ জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করবে) তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, আমরা অভাবগ্রস্তদের আহার করাতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় মুখর থাকতাম। আর প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করতাম।" (মুদ্দাসসিরঃ ৪২-৪৬)

৪. 'ওয়া তাকুলূনাত-তুরাসা'- অর্থাৎ তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। যে যুগে নারী এবং শিশুদেরকে ওয়ারিসী সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হত। তাদের ধারণায় ওয়ারিসী সম্পদ ভোগের অধিকার সেই রাখে, যে লড়াই করার ও পরিবার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে। অধিকন্তু উত্তরাধিকারীদের

www.pathagar.com

মধ্যে যে বেশী ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী সে-ই নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে সমস্ত সম্পত্তি দখল করে বসতো।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সমাজেও আধুনিক জাহিলিয়াতের এ অভিশাপ বিদ্যমান। পিতার মৃত্যুর পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুত্রই বিষয়-সম্পত্তি ভোগদখল করে। অথচ যে সূত্রে ছেলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির হকদার, ঠিক সেই সূত্রে কন্যাও হকদার। আমাদের সমাজে আল্লাহর দেয়া এই বিধানের প্রতি অহেতুক শৈথিল্য দেখানো হয়। এমনকি কন্যার পক্ষে তার অংশের দাবী উত্থাপন করে তাদের হক আদায়ে অযথা বিলম্ব করে, অতি সামান্য অংশ নিতে বাধ্য করে- এমনকি তাদের পুরা অংশই আত্মসাৎ করে। আসমানী বিধানের উপর সন্তুষ্ট থেকে পুত্রের উচিত ছিল পুরাটা হক আদায় করা। অন্য ভাইকে তার হক দিতে কষ্ট অনুভূত হয় না, কেবল বোনের বেলায় যত টানাপোড়ন। অথচ তার উচিত ছিল আল্লাহর শোকর আদায় করা। কারণ এমনও হতে পারত যে, আল্লাহ তাকেই কন্যা হিসাবে এবং তার এই বোনটিকে একটি ভাই হিসাবে সৃষ্টি করতেন। ফলে দ্বিগুণ সম্পত্তি তার তাহছাড়া হয়ে যেত। অথবা এমনও হতে পারত যে, তার অধিক সংখ্যক ভাই থাকত, ফলে পিতার সম্পদ ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যেত। দুনিয়ার লোভী মানুষগুলিই কেবল মৃতভোজী জন্তুর ন্যায় ওয়ারিসী সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকে। কোন মুমিনের পক্ষে এ কাজ আদৌ শোভা পায় না।

৫. 'তুহিব্বুনাল-মালা'- অর্থাৎ ধনসম্পদের মায়ায় তোমরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়। দুনিয়ায় অঢেল সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মোহ মানুষকে জায়েয-নাজায়েয ন্যায়-অন্যায় ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। এমনকি এক পর্যায়ে সে নিজের ভাইয়ের বুকের রক্ত শোষণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। যত বেশী সম্পদ তার করায়ত্ত থাকুক না কেন, আরো বেশী পাওয়ার লোভ-লালসার লাগামহীন ঘোড়া ছুটতেই থাকে।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - (التكاثر : ١-٢)

'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে যতক্ষণ না তোমরা

www.pathagar.com

কবরে উপনীত হও।' (আত-তাকাসুরঃ ১-২)

মানুষ যখন সম্পদের লালসায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ঈমানটি ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে যায়। অতীতে যেমন অনেক অর্থগৃধ্নু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি উম্মাতে মুহাম্মদীরও অর্থলালসার কারণে ধ্বংসের আশংকা ব্যক্ত হয়েছে মহানবী (সা.)-এর কণ্ঠে।

হাদীস ঃ আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে বাহরাইন থেকে জিযিয়া (কর) আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। আনসাররা শুনতে পেলেন যে, আবু উবায়দা (রা.) ফিরে এসেছেন। তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ফজরের নামায আদায়ের জন্য সমবেত হলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) নামায শেষ করলে সাহাবীগণ তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে রসূলুল্লাহ (সা.) মুচকি হেসে বললেনঃ আমার মনে হচ্ছে তোমরা আবু উবায়দার বাহরাইন থেকে জিযিয়া নিয়ে ফিরে আসার সংবাদ পেয়েছ। তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা আনন্দিত হও এবং যা কিছু তোমাদের খুশীর কারণ, তার আশা পোষণ কর। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করছি না, বরং আমি ভয় করি এজন্য যে, পার্থিব (সামগ্রী) তোমাদের সামনে প্রসারিত হয়ে পড়বে। যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য প্রসারিত হয়েছিল। আর তারা যেরূপ লালসা ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও সেরূপ লালসাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং (এই পার্থিব সামগ্রী) তাদেরকে যেরূপ ধ্বংস করেছে তোমাদেরকেও সেরূপ ধ্বংস করবে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) মিম্বরে বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারপাষে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমার তিরোধানের পর যে বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমার ভয় হচ্ছে, তন্মধ্যে একটি হল- তোমাদের মধ্যে পার্থিব প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের যে প্রসার ঘটবে সেটাই

www.pathagar.com

আমার আশংকার কারণ। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসঃ কাব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের মোহ তার ধর্মের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে, বকরীর পালেনর মধ্যে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছেড়ে দিলেও পালের ততটুকু ক্ষতি করতে পারে না। (তিরমিযী)

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ দুনিয়াতে ধন-দৌলতের পাহাড় গড়ার যে তীব্র প্রতিযোগিতায় আমরা আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়োগ করেছি; কিন্তু এর শেষ তো কবরের মুখ পর্যন্তই। আমাদের গচ্ছিত বিপুল ধনরাশি তো আমরা সংগে নিয়ে যেতে পারব না। কবরের মুখ থেকেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সাথে সেগুলিও ফিরে আসবে। আনাস (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তিনটি জিনিস মৃতের পিছনে পিছনে (কবর পর্যন্ত) যায়। তার আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ ও তার আমল। অতঃপর দুটি ফিরে আসে এবং একটি (তার সাথে) থেকে যায়। তার আত্মীয়-স্বজন ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

পক্ষান্তরে যদি আমরা ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি এমন মোহগ্রস্ত হয়ে না পড়ি, সেগুলি অর্জনের সময় ন্যায় পথে অর্জন করি, খরচের সময় সঙ্গত পথে খরচ করি, আর অধিক সাদকা-খয়রাতের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য অগ্রীম পাঠিয়ে দেই-তবেই সে সম্পদ হবে অর্থবহ, সেই সম্পদ হবে স্বার্থক। আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) বলেনঃ একদা আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে দেখি, তিনি সূরা 'আলহাকুমুত-তাকাসূর' পাঠ করছেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আদম সন্তানরা 'আমার সম্পদ' 'আমার ধন' ইত্যাদি বলে থাকে। অথচ হে বনী আদম! ততোটুকুই তোমার সম্পদ, যতোটুকু তুমি খেয়ে শেষ করেছ, পরিধান করে পুরাতন করেছ এবং দান-খয়রাত করে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছ। (মুসলিম)

www.pathagar.com

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾
يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾
وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

كَلَّا [১]= প্রতিফলদিবস কখনই আসবে না। اِذَا = যখন, دُكَّتِ الْاَرْضُ = পৃথিবীকে ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে দেয়া হবে, دَكًّادَكًّا[২]= ক্রমাগত ধাক্কার ফরে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, وَّجَاءَرَبُّكَ[৩] = আর আপনার রব আত্মপ্রকাশ করবেন, وَالْمَلَكُ= এবং ফেরেশতাগণ, صَفًّا صَفًّا = সারিবদ্ধভাবে, وَجِايْٓءَ[৪]= এবং উপস্থিত করা হবে, يَوْمَئِذٍ= সেদিন, بِجَهَنَّمَ= জাহান্নামকে, يَتَذَكَّرُ[৫]= স্মরণ করবে, উপলব্ধি করবে, وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى= আর এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে, يَقُوْلُ = সে বলবে, يٰلَيْتَنِىْ[৬] = হায়! কতই না উত্তম হত, قَدَّمْتُ= আমি অগ্রীম পাঠাতাম (দুনিয়াতে থাকাকালেই পাথেয় সঞ্চয় করতাম), لِحَيَاتِىْ = আমার (আখিরাতের চিরস্থায়ী) জিন্দিগীর জন্য, لَايُعَذِّبُ = কেউ-ই আযাব দিতে পারবে না, عَذَابَهٗ = তাঁর আযাবের ন্যায়, اَحَدٌ= কেউও (অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ন্যায় এত কঠোর আযাব দেয়ার মত কেউ নেই), وَلَايُوْثِقُ= আর না কেউ এমন (শক্ত) করে বাঁধবে, وَثَاقَهٗ = তাঁর বাঁধনের ন্যায় (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাঁধনের ন্যায় মজবুত বাঁধন দেয়ারও কেউ নেই)।

---

(২১) কখনও নয়! যখন পৃথিবীকে ক্রমাগত ধাক্কা মেরে মেরে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে (২২) আর আত্মপ্রকাশ করবেন আপনার রব এবং উপস্থিত হবে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে (২৩) আর জাহান্নামকেও সেদিন (সর্বসমক্ষে) উপস্থিত করা হবে; সেদিন মানুষ (দুনিয়ার জিন্দিগীর গাফিলতির কথা) উপলব্ধি করবে, কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? (২৪) সে বলবেঃ হায়! কতই না উত্তম হত, যদি আমি (আখিরাতের) এই জিন্দিগীর জন্য অগ্রীম (পাথেয়) পাঠাতাম (২৫) সেদিন তাঁর শাস্তির মত এমন কঠোর শাস্তি কেউ দিতে পারবে না (২৬) এবং তার বাঁধনের মত মজবুত বাঁধনও কেউ দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

১. 'কাল্লা'- অর্থাৎ প্রতিফল দিবস কখনই আসবে না আর তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতার কোনই জওয়াবদিহি করতে হবে না- এ ধারণার বশবর্তী হয়ে দুনিয়ার জিন্দিগীকেই চূড়ান্ত ভেবেছ, তোমাদের একমাত্র ভরসাস্থল, লীলা-খেলার প্রিয়তম ময়দান।

২. 'দাকনান-দাককা'- অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হলে প্রচন্ড ভূকম্পন হবে। ঢেউয়ের ন্যায় আসতে থাকবে আঘাতের পর আঘাত। ফলে কঠিন শিলার তৈরী পর্বতমালাও রংগীন পশমের ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকবে। একের পর এক প্রচন্ড আঘাতে দুনিয়াটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ইবনে কুতাইবা বলেন, পাহাড়গুলিকে ক্রমাগত আঘাত হানা হবে, ফলে সেগুলি ভেঙ্গে গিয়ে দুনিয়াটা একটা সমতল ময়দানে পরিণত হবে। আল-মুবাররাদ বলেন, নিম্ন এলাকায় উচ্চ এলাকাসমূহ সংস্থাপন করে দুনিয়াকে সমতল করা হবে।

৩. 'جاء ربك'- এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে আপনার রব এসেছেন। আল্লামা মওদুদী (রহ.) এ কথাটিতে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহর আসা-যাওয়া বা স্থানান্তর হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বরং আয়াতে এ কথাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, সে সময় আল্লাহর মহা ক্ষমতা, নিরংকুশ প্রভূত্ব এবং প্রবল পরাক্রমশীলতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হবে। তিনি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেনঃ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহর মত সৈন্যসামন্ত ও রাজন্যবর্গের আগমন হলেও রাজার দাপট ও প্রতাপ তেতোটা অনুভূত হয় না, যতোটা হয় স্বয়ং রাজার রাজদরবারে উপস্থিত হওয়াতে। এখানেও ঠিক সেরূপ পরিবেশের কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসীরে ইমাম আবু জাফর ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)-এর বরাতে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত দীর্ঘ 'হাদীসে সূর'-এর আংশিক উদ্ধৃতি করেছেন। ততে বলা হয়েছে যে-মানুষ যখন হাশরের ময়দানে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যাবে, তখন তারা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে একে একে হযরত নূহ ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আ.) প্রমুখ নবীদের কাছে অনুরোধ জানাবে, তাঁরা আল্লাহর সমীপে এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, যেন আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণ করেন। সকলেই নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। শেষ পর্যন্ত তারা যখন মুহাম্মাদ (সা.)-কে শাফাআতের অনুরোধ জানাবে, তখন তিনি বলবেনঃ "আমিই এজন্য উপযুক্ত, আমিই একজন্য উপযুক্ত।"

www.pathagar.com

তখন তিনি আল্লাহর আরশের নীচে সিজদায় পতিত হয়ে মানবমন্ডলীর জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন- যেন আল্লাহ বান্দাদের জন্য বিচার-ফায়সালা করে দেন। তখন আল্লাহ তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন এবং দুনিয়ার আসমান বিদীর্ণ করে মেঘের ছায়ায় অবতরণ করবেন, আর সঙ্গে আসবেন সেই আসমানে অবস্থিত ফেরেশতাগণ। এভাবে ক্রমাগত প্রথম, দ্বিতীয়, এমনকি সপ্তম আসমানসমূহের ফেরেশতাগণ আলাদা আলাদা সারিতে উপস্থিত হবেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রশংসা-পবিত্রতার গজল গাইতে থাকবেন।

দাহ্হাক (রহ.) বলেন- কিয়ামতের তিন সাত আসমান থেকে ফেরেশতাগণ সাতটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখবেন।

৪. وَجَايْءَ-অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে। হাদীসঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রতিটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে। তারা লাগাম ধরে জাহান্নামকে টানবে। (মুসলিম)

অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম সেদিন আল্লাহর হুকুমে দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সকল সুমদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম সেদিন হাশরের ময়দানে সর্বসমক্ষে এসে যাবে। (মা'আরেফুল কোরআন)

৫. 'ইয়াতাযাক্কারুল ইনসান'- অর্থাৎ সেদিন যখন মানুষ দেখবে যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহর মহাবিচারালয় কায়েম হয়ে গেছে এবং জাহান্নামকে সকলের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তখনই সে দুনিয়ার জিন্দিগীতে ফেলে আসা দিনগুলি অত্যন্ত অনুতাপের সাথে স্মরণ করবে। দুনিয়ায় সে কত সময়-সুযোগ পেয়েছিল অথচ তার সদ্ব্যবহার করেনি, আখিরাতে নাজাত লাভের জন্য করণীয় কর্তব্য সে অবহেলায় পালন করেনি; দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তার উপর ছিল 'ফরয', অথচ উল্টো সে ইকামতে দীনের বিরোধিতা করেছে, দুনিয়ায় কারুনের ন্যায় ধনৈশ্বর্য পুঞ্জীভূত করেছিল বলেই আজ হাজান্নামের প্রবেশ পথে সে কারুনের কাতারবন্দী; যুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিল কত নিরীহ মানুষের উপর, তাই জাহান্নামের দ্বার-প্রান্তে সাক্ষাত হয়ে গেল তার ফিরাউনের সাথে- এমনি হাজার

www.pathagar.com

কথা তার স্মৃতিতে একের পর এক ভেসে উঠবে। দুঃখিত হবে, লজ্জিত হবে, অনুতাপ-অনুশোচনায় জর্জরিত হতে থাকবে, কিন্তু কোন লাভ হবে না সেই প্রতিফল দিবসে।

এর অর্থ হচ্ছেঃ যখন সে জাহান্নাম সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে তখন তার হুঁশ-জ্ঞান ফিরে আসবে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, দুনিয়ায় নবী-রসূলগণ যা বলেছিলেন, সেগুলিই ছিল প্রকৃত সত্য ও নির্ভুল। তাঁদের কথা অবিশ্বাস করে, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করে বড্ড বোকামী করেছি। চরম হতাশায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে "ইয়া লাইতানী কাদ্দামতু লি-হায়াতী।" (২৪ নং আয়াত)

৬. 'ইয়া লাইতানী'-অর্থাৎ জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে কাফিররা বলবে, হায়! কতই না উত্তম হত যদি আখিরাতের এই অবিনশ্বর জিন্দিগীর জন্য নশ্বর পার্থিব জীবনেই পাথেয় সংগ্রহ করতাম। অপরিণামদর্শীরা মহাবিপদের মুখোমুখী হয়ে সম্বিত ফিরে পায়, যখন তাদের আর কিছুই করার থাকবে না। প্রকৃত দূরদর্শী তো তারাই, যারা যে কোন বিপদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই গ্রহণ করে থাকে। বাম হাতে আমলনামা নিয়ে জাহান্নামের দ্বারদেশে উপনীত হওয়ার চেয়ে আর কোন মহাবিপদ কোন মানুষের জীবনে হতে পারে কি? আমরা যারা দুরদর্শী বলে দাবী করি, এমন কি কেউ আমাদের অদুরদর্শী বললে তা আমাদের প্রতি গালি দেয়া হয়েছে বলে রাগে ফোঁস করে উঠি, তাদের কি উচিত নয়, দুনিয়ার এ জিন্দিগীতে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে সকল চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম-অধ্যসবায় একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করা, যাতে ঐদিন মহাবিপদের মুখোমুখি আদৌ না হতে হয়? আমাদের অবজ্ঞা-অবহেলার কারণে যতই অনুতাপ অনুশোচনা আর কাকুতি-মিনতি করি না কেন- কোনই ফায়দা হবে না।

অনুকূলে আয়াতঃ "এবং যদি (হে রসল!) আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন, যখন তারা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন বলবে- হায়! কতই না উত্তম হত, যদি আমাদেরকে পুনর্বার দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হত। তাহলে আমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে কখনও মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম না এবং আমরা ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।" (আনআম ঃ ১৭)

নবীর অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ না করে আল্লাহদ্রোহী কোন নেতার অনুসরণ করে, তাদের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে, তাদেরই অনুকরণে দুনিয়ার

www.pathagar.com

জিন্দিগীটা কাটিয়ে দিয়ে যখন জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে, তখন তাদের মুখ দিয়ে কি কথাটি উচ্চারিত হবে- তাই বলা হয়েছে সূরা ফুরকানঃ ২৭-২৮ আয়াতে। ইরশাদ হয়েছেঃ "আর সেদিন (জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে) যালিমরা (চরম পরিতাপে) নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে- হায়! কতই না ভালো হত, যদি আমি রসূল-অনুসৃত নীতি কবুল করতাম। হায় আমার বড়ই দুর্ভাগ্য! কি উত্তম হত যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম (তার পদাংক অনুসরণ না করতাম)।" অনুরূপ ইরশাদ হয়েছেঃ "সেদিন যখন জাহান্নামের আগুন তাদের মুখমন্ডল ঝলসিয়ে দিবে, তখন তারা বলতে থাকবে- হায়! যদি আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্য কবুল করতাম এবং রসূলের অনুসারীদের দলভূক্ত থাকতাম।" তারা আরো বলবেঃ "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দকে ও আমাদের মাতব্বরগণকে অনুসরণ করতাম। মূলতঃ তারাই আমাদের সরল পথ হতে বিভ্রান্ত করেছিল। হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি কঠিন লা'নত বর্ষণ করুন"। (আহযাবঃ ৬৬-৬৮) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ "(হঠাৎ করে শাস্তি এসে পড়লে) তোমরা নিজেদেরকে ধিক্কার দিয়ে বল-হায় আফসোস! এটা আমার সেই ক্রটির জন্য যা আমি আল্লাহর দরবারে করেছি। আর আমি তো অবশ্যই একজন ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী ছিলাম। অথবা কেউ এরূপ বলবে যে, আল্লাহ যদি (দুনিয়ায়) আমাকে হেদায়াত দিতেন, তবে আমি অবশ্যই মুত্তাকীনদের দলভূক্ত হতাম। অথবা যখন কেউ আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন বলবে- হায়! যদি পুনর্বার দুনিয়ায় ফেরত যাওয়ার সুযোগ থাকত, তাহলে আমি মুহসিন বান্দাদের দলভুক্ত হতাম।" (আয-যুমার ঃ ৫৬-৫৮)

উপরোক্ত বাণীসমূহ থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে দুনিয়ায় ফেরত আসার কামনা করা, অবজ্ঞাভরে ফেলে যাওয়া কাজগুলি করার আকংখা প্রকাশ করা, আল্লাহর আনুগত্য এবং রসূলের অনুসরণ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা, মুত্তাকীন-মুহসিনদের দলভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা অথবা ধোঁকাবাজ নেতা-নেত্রীর উপর দ্বিগুণ শাস্তির আবেদন জানানো- সবই হবে নিষ্ফল।

বর্ণিত আয়াতটিতে 'ইয়া লাইতানী' দ্বারা জাহান্নামের কিনারায় দন্ডায়মান একজন মানুষের অত্যন্ত অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

www.pathagar.com

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ = হে আত্মা, الْمُطْمَئِنَّةُ[১] = প্রশান্ত, ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ[২] = তোমার রব-এর নিকট ফিরে আস, رَاضِيَةً = হৃষ্টচিত্তে, مَّرْضِيَّةً = সন্তোষভাজন হয়ে, فَادْخُلِيْ = অতএব তুমি অন্তর্ভূক্ত হও, প্রবেশ কর, فِيْ عِبٰدِيْ = আমার বান্দাদের মধ্যে, وَادْخُلِيْ = এবং প্রবেশ কর, جَنَّتِيْ = আমার জান্নাতে।

(২৭) হে প্রশান্ত আত্মা! (২৮) ফিরে আস তোমর রব-এর দিকে হৃষ্টচিত্তে এবং সন্তোষভাজন হয়ে (রব-এর প্রিয়পাত্র হয়ে) (২৯) অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় (৩০) এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।

১. 'প্রশান্ত আত্মা' - বলে সেই আত্মার ধারক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে পূর্ণ প্রশান্তি ও স্থির মানসিকতা সহকারে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুকে একমাত্র উপাস্য ও বিধানদাতা বলে স্বীকার করেছে, শিরকের সামান্যতম ছোঁয়াও লাগেনি যে অন্তরে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে চলতে যে আত্মা এক বিন্দুও অস্বস্তি বোধ করেনি, বরং পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করেছে, সত্যের সাক্ষ্য ও ইকামতে দীনের দায়িত্ব পালনে বিপদ-আপদে ও বালা-মুসীবতে মনক্ষুন্ন হয়নি, বরং হাসিমুখেই সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেছে, সুখ-সুবিধা ও স্বাদ-আস্বাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে অন্তরে ক্ষোভ-অনুতাপ জাগেনি। মোটকথা আল্লাহর বন্দেগীতে যে আত্মাটি লাভ করে অনাবিল প্রশান্তি এবং আল্লাহর বন্দেগীতে ভাটা পড়লে অনুভব করে দারুণ অশান্তি-অস্বস্তি। এরূপ আত্মাকেই 'নাফসে মুতমাইন্না' (প্রশান্ত আত্মা) বলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া বলেন- 'প্রশান্ত আত্মা' অর্থ মুমিনের আত্মা। এর অন্য একটি ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ সাঈদ ইবনে যুবায়েরের বরাতে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নুআইম বলেছেন, এই আয়াত নাযিল

www.pathagar.com

হওয়ার সময় আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বললেন-এ তো অতি উত্তম সম্মানজনক সম্বোধন! তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ জেনে রাখুন, শীঘ্রই (মৃত্যুর পর ফেরেশতাগণ) আপনাকে এই সম্বোধন করবেন। আবু বাকর (রা.)-র বরাতে তিরমিযী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপর একটি ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া বলেন, প্রশান্ত আত্মা, বলে নবী করীম (সা.)-কে ই বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির বলেন-তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী সকল আত্মাকেই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্নঃ কখন মুমিনকে এমন সম্মানসূচক সম্বোধন করা হবে?

উত্তরঃ এ বিষয়ে তিনটি ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছেঃ (১) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে হাশরের ময়দানে চূড়ান্ত মীসাংসা হয়ে যাওয়ার পরই মুমিনদেরকে এমন সম্মানসূচক সম্বোধন করা হবে। (২) বারাআ ইবনে আযেব (রা.), উবাদা ইবনে সামিত (রা.) এবং আবু হুরাইরা (রা.)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, মুমিন বান্দার যখন মৃত্যু উপনীত হয় তখন মালাকুল মাওত মুমিন বান্দার শিয়রে উপস্থিত হয়ে বলবে, হে প্রশান্ত আত্মা! অন্য বর্ণনায়, হে পবিত্র আত্মা! আপনার রব-এর সন্তুষ্টি ও নিআমতের দিকে বেরিয়ে আসুন। (৩) ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, মৃত্যুকালে ও হাশরের ময়দানে-উভয় সময়ই মুমিনের আত্মাকে এমন মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন করা হবে।

২. اِرْجِعِیْ اِلٰی رَبِّكِ– অর্থাৎ তোমার প্রথম অবস্থান ছিল তোমার রব-এর কাছে, এখন ফিরে যাও সেখানেই। মৃত্যুর পর মুমিনের আত্মা কোথায় অবস্থান করবে তার বিবরণ দেখুন-৮৩ নং সূরার প্রশ্ন উত্তর শিরোনামে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে- মুমিনের আত্মা সপ্ত আসমানে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত 'ইল্লিয়্যুন'-এ থাকবে। আদিতে তা সেখানেই ছিল, আর মৃত্যুর পর সেখানে ফিরে যাবে।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অলৌকিক ঘটনাঃ সাঈদ ইবনে জুবাইরের বরাতে ইবনে আবি হাতেম ও তাবারানী এবং ইকরামার বরাতে আবু নুআইম তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেনঃ ইবনে আব্বাস (রা.) তায়েফ শহরে ইন্তেকাল করেন। জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর সেখানে এক নতুন আকৃতির পাখী উপস্থিত হয় যার অনুরূপ পাখী ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। পাখিটি জানাযার ঘরে ঢুকে পড়ে।

www.pathagar.com

সেখান থেকে পাখিটিকে বের হতে দেখা যায়নি। অতঃপর লাশ দাফনকালে কবরের এক পাশ থেকে তিলাওয়াত হতে থাকে ২৭-৩০ আয়াতগুলি। আমরা জানি না কে আয়াতগুলি তিলাওয়াত করছিল। (ফাতহুল কাদীর)

আরো একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ইবনে কাসীরের বরাতে মা'আরেফুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাফেজ তাবারানী 'কিতাবুল আজাইব' গ্রন্থে ফাত্তান ইবনে রুযাইনের একটি ঘটনা উদ্বৃত করেছেন। ফাত্তান ইবনে রুযান বলেনঃ একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখানকার বাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাফের বাদশাহ আমাদের উপর তার ধর্ম গ্রহণের জন্য জোরজবরদস্তি চালাল। সে বললঃ যে কেউ আমার ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তাকে মৃতুদন্ড দেয়া হবে। আমাদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে বাদশাহের ধর্ম গ্রহণ করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হল। সে তার ধর্ম পরিবর্তনে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে তাকে হত্যা করে নিকটবর্তী একটি নহরে তার মাথা নিক্ষেপ করা হল। মস্তকটি পানির গভীরে তলিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই পানির উপর ভেসে উঠল, এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রত্যেকের নাম নিয়ে নিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ বলেছেন- তারপর তিলাওয়াত করল ২৭-৩০ আয়াত। এরপর মস্তকটি আবার পানিতে ডুবে গেল। উপস্থিত সবাই এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খৃষ্টনরা এ ঘটনা দেখে প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহর সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্মত্যাগী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবু জাফর মানসূর আমাদেরকে বাদশাহর কবল থেকে মুক্ত করে আনেন।

www.pathagar.com

৯০. সূরা আল-বালাদ

নামকরণ ঃ পয়লা আয়াতের শেষ শব্দ 'আল-বালাদ'-কেই এ সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থান ঃ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে দুরাইস, নাহ্হাস, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী বলেন- সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। ইবনে যুবাইরের বরাতে ইবনে মারদুইয়া একই কথা বলেছেন।

নাযিলের সময়কাল ঃ মক্কী জীবনের প্রাথমিক কালের সূরাগুলির অনুরূপ বক্তব্য ও বাচনভঙ্গি বিধায় সেই সময় সূরাটি নাযিল হয়েছিল, যখন মক্কার কাফির-মুশরিকরা নবী করীম (সা.)-এর উপর যুলুম-অত্যাচার চালাতে এতই বেপরওয়া হয়ে পড়ে যে, নবী পাক (সা.) এর উপর যে কোন প্রকার অত্যাচার-পীড়নকে তারা সম্পূর্ণরূপে হালাল মনে করত। সূরা 'কাফ'-এর পরই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

মূল বক্তব্য ঃ দুনিয়ার সংগে মানুষের কি সম্পর্ক এবং মানুষের সংগে দুনিয়ার কি সম্পর্ক- এ কথা বলার সাথে সাথে আরো একটি বক্তব্য রাখা হয়েছে যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লাভের দুটি পথই খোলা রয়েছে। যে কোন একটি পথে চলার পূর্ণ এখতিয়ার মানুষের রয়েছে। নিজের চেষ্টা-সাধনা দ্বারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হলে শুভ পরিণতি এবং অকল্যাণের পথের পথিক হলে অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাঃ ১-৩ আয়াতের প্রথমে 'লা' শব্দে কাফির-মুশরিকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সেই সংগে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার প্রয়াসে আল্লাহ্ শপথ করেছেন মক্কা মহানগরীর, আরও শপথ করেছেন জনক ও জাতকের।

৪ নং আয়াতে কসমের জওয়াবে যে কথাটি ব্যক্ত করা হয়েছে, কাফিরদের ধারণা ছিল তার ঠিক বিপরীত। জওয়াবে বলা হয়েছেঃ আমরা মানুষকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছি যে, তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অগনিত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ,

www.pathagar.com

রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং উত্থান-পতনের মুকাবিলা করতে থাকবে। পক্ষান্তরে তাদের গলদ থিওরী হচ্ছেঃ আমরা খাব-দাব, মজা লুটব, আনন্দস্ফূর্তি করব, ভোগ-বিলাস আর আহল্লাদে আটখানা হয়ে সুখের বাঁশী বাজাতে থাকব। পয়লা আয়াতে 'লা' শব্দটি দ্বারা তাদের এই মতবাদ দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৫ নং আয়াতে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে- তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে থাকবে অথচ তোমাদের পাকড়াও করতে কেউ-ই সক্ষম নয়? ভেবেছ আমোদ-প্রমোদ আহল্লাদে-উল্লাসে জীবনটাকে কাটিয়ে দেবে তারপর মৃত্যুর শেষ হেঁকচির সাথে সাথেই সব খেলা শেষ। অথচ প্রকৃত সত্য তো এই যে, আমি তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করে হাশরের ময়দানে কঠিনভাবে পাকড়াও করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

৬-৭ আয়াতে লোকদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের বড়ত্বকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, ফুলিয়ে-ফাপিয়ে প্রচার করার জন্য আজেবাজে খাতে অজস্র অর্থ ব্যয় করছ, সে বিষয়ে কি আমার দৃষ্টি গাফিল রয়েছে? শুনে রেখ- এই বিপুল ধনরাশি কোন্ পথে কামিয়েছ আর কোন্ কোন্ পথে ব্যয় করছ, সবই আমি দেখছি। আমার চোখের আড়ালে তোমাদের কোন কাজই সম্পাদিত হয় না।

৮-১০ আয়াতে মানুষকে আবার প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ আমি কি তোমাদের জন্য দুটি চোখ বানিয়ে দেইনি যদ্বারা তোমরা দেখ? তারপর সেই দর্শনকেই ভিত্তি করে চিন্তা গবেষণা কর। জ্ঞানার্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম হিসাবে তোমাকে দুটি চোখ দেয়ার সাথে সাথে কি তোমাকে সুযোগ্য করে গড়ে তুলে সেই সংগে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যময় দুটি বিপরীতমুখী পথের সন্ধান কি আমি তোমাকে দেইনি? অত্যন্ত পরিস্কার ও প্রকটভাবে তোমাদের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে পথ দুটি।

১১ আয়াতে বলা হয়েছে- মানুষ তাঁর দুর্বলতার কারণে দুর্গম পথে, চড়াই-উৎরাইয়ের বন্ধুর পথে সাফল্যের উচ্চ মার্গে উঠতে প্রস্তুত নয়, বরং সে 'নাফস'-এর বল্গাহীন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অধঃমুখী সুগম পথে ব্যর্থতার অতল গহবরে তলিয়ে যেতেই আনন্দিত।

www.pathagar.com

১২-১৬ নং আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে- 'আকাবা' সম্বন্ধে আপনি (হে রসূল!) জানেন কি? অতঃপর 'আকাবা'- এর পরিচয় পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ নিজের বাহাদুরী ও সুনাম কুড়াতে গিয়ে যে সমস্ত গর্হিত খাতে পয়সাকড়ি খরচ করছ, সেগুলি তো সবই অধঃমুখী। পক্ষান্তরে উর্দ্ধমুখী পাহাড় ডিংগানো 'আকাবা' তো সেই অর্থ ব্যয়কেই বুঝায় যা খরচ হয়ে থাকে ক্রীতদাস মুক্তকরণে, যে অর্থ ব্যয় করা হয় দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত আদম-সন্তানদের সাহায্যার্থে, আর যে টাকা-পয়সা খরচা করা হয় নিকটাত্মীয় ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণে। 'আকাবা'-র সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে- বলা হয়েছে আকাবার অর্থনৈতিক দাবী পূরণ সম্ভবপর নয়; বরং আকাবার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিটি অংগনে তাকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। সর্বপ্রথমেই নিজে ঈমান আনতে হবে; তারপর ঈমানদারদের কাতারে নিজেকে শামিল করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সংগঠন? এই সংগঠন সারা বিশ্ববাসীকে কেবল 'আকাবা'-র পথ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে না, বরং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ইনসাফ কায়েম করে আকাবার পথকে আকর্ষণীয় ও সুগম করতে হবে। এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষা আসবে, তার মুকাবিলায় পরস্পরকে ধৈর্যের সবক দিবে আর দয়া-অনুগ্রহের প্রেরণা দিবে- আকাবার আর্থ সামাজিক দাবী পূরণ করলেই সৌভাগ্যবান হওয়া সম্ভব।

১৯-২০ আয়াতে বলা হয়েছে- উর্দ্ধমুখী আকাবার পথকে পরিহার করে কার্পণ্যের পথে চলতে যারা আগ্রহী তারাই হচ্ছে আল্লাহর আয়াতের অস্বীকারকারী, কুরআন অমান্যকারী এবং তারাই হতভাগ্য।

www.pathagar.com

৯০. সূরা আল-বালাদ

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

لاَ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ① وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ② وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ③
لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ④ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ⑤

لاَ[১] = না, اُقْسِمُ= আমি শপথ করছি, الْبَلَدِ هٰذَا[২]= এই শহর (এখানে মক্কা শরীফ), وَاَنْتَ = আর আপনি (হে রসূল!), حِلٌّ[৩] = অধিবাসী, . وَوَالِدٍ[৪]= আর জনকের শপথ, وَّمَا وَلَدَ= আর যা জন্ম দিয়েছে, لَقَدْ= নিশ্চিত, خَلَقْنَا= আমরা সৃষ্টি করেছি, الاِنْسَانَ= মানুষ, كَبَدٍ[৫]= কষ্টক্লেশ, اَيَحْسَبُ= সে কি ধারণা করেছে, لَّنْ يَّقْدِرَ[৬]= কখনও ক্ষমতাবান হবে না, عَلَيْهِ= তার উপর, اَحَدٌ =কেউ।

---

(১) না, আমি শপথ করছি এই শহরের (২) আর আপনি এ শহরের অধিবাসী (৩) আর শপথ জনক ও জাতকের। (৪) বস্তুত আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্টক্লেশের মধ্যে। (৫) সে কি ধারণা করেছে যে, কখনও তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

শানে নুযুল ঃ আবু বারযা আল-আসলামী (রা.) বলেনঃ প্রথম দুটি আয়াত আমার বিষয়েই নাযিল হয়েছে। আমি কা'ব ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে আত্মরক্ষা করতে চায়। তখন আমি তাকে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম-এর মাঝখানে তলোয়ারের আঘাতে শিরোচ্ছেদ করে দিলাম। (ইবনে মারদুইয়া) [ফাতহুল কাদীর]

www.pathagar.com

ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের দিন। মক্কা শহরে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল নয়জন পুরুষ এবং ছয়জন মহিলার বেলায়। তাদেরকে দেখা মাত্রই হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে কতিপয়ের ক্ষেত্রে এমন কঠোর নির্দেশ ছিল যে, তারা যদি 'খানকায়ে কা'বা-র গিলাফ ধরেও আত্মরক্ষা করতে চায় তবুও তাদের হত্যা করতে হবে। আবদুল্লাহ (মতান্তরে-আবদুল উযযা) ইবনে খাতাল তাদেরই একজন। সে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশ্লীল কবিতা রচনা করে সারা এবং ফারতানী ও কারিনা নাম্নী তার গায়িকা ক্রীতদাসী দ্বারা গানের আসরে পরিবেশণ করত। যেহেতু সূরাটি মক্কা শরীফে প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল তাই এই বক্তব্য দুর্বল।

১. 'لَا'- অর্থাৎ না; তোমাদের ধারণা ও জল্পনা-কল্পনা মোটেই ঠিক নয়। মুজাহিদ বলেন, কাফিররা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করত না। তাদের এই ধারণা ঠিক নয়- 'লা' দ্বারা তা-ই বুঝানো হয়েছে।

২. 'হাযাল বালাদ'- অর্থাৎ 'এই শহর' বলতে মক্কা শরীফকেই বুঝানো হয়েছে। বাইতুল্লাহিল কা'বা যে শহরে অবস্থিত, যে নগরীতে তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদধূলি পড়েছে, সেই সম্মানিত নগরীর শপথ নিঃসন্দেহে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই পবিত্র নগরীর শপথ করা হয়েছে সূরা আত-তীন এর ৩ নং আয়াতে। সেখানে নগরীর একটি বিশেষণ যোগ করা হয়েছে الامين। শব্দটি দ্বারা। ইসলামপূর্ব যুগে শত শত বছর ধরে আইন-শৃংখলাহীন, সংঘর্ষমুখর আরব সমাজে একমাত্র নিরাপত্তার স্থান ছিল এই শহর। তাই এ শহরের শপথের মাধ্যমে যে সত্যের ঘোষণা দেয়া হবে, তা নিশ্চয়ই হবে রূঢ় সত্য।

৩. 'আনতা হিল্লুম বি-হাযাল বালাদ'- এর তিনটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আপনি এই শহরে বসবাসকারী। আপনার অবস্থানের কারণেই শহরটির মাহাত্ম্য-শ্রেষ্ঠত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে- ধন্য হয়েছে এ নগরী আপনার পদধূলিতে। নিঃসন্দেহে এটা ভূপৃষ্ঠে সবচয়ে সম্মানিত শহর। অনুকূলে হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে (হিজরতের সময়) 'সূর' পর্বত গুহায় পৌঁছলেন, তখন মক্কা শহরের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ হে মক্কা! তুমি সমস্ত নগরীর মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আর আমার নিকটও তুমি আল্লাহর সকল নগরীর মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়। যদি মুশরিকরা

www.pathagar.com

আমাকে এখান থেকে বের হতে বাধ্য না করত, তাহলে আমি তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করতাম না। (ইবনে আবি হাতেম)

দ্বিতীয়ত ঃ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুইয়া বলেন, আল্লাহ্পাক মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য এই 'হারাম' শহরে যাকে ইচ্ছা হত্যা করার এবং যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই ইবনে খাতালকে হত্যা করা হয়; যদিও সে কা'বার গিলাফ ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। নবী করীম (সা.) ছাড়া সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ নির্ধারিত 'হারাম শরীফে' হত্যাকান্ড হারাম। ইবনে আবি হাতেম ও হাকেম একই মত পোষণ করেন। হাদীস ঃ আবু শুরাইহ আল-আদাবী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এই নগরীকে (মক্কাকে) হারাম করেছেন ঐদিন থেকে যেদিন তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেন।

এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এটা হারামই থাকবে কেবলমাত্র একটা দিনের-আমার এদিনের কয়েক ঘন্টা ছাড়া। মক্কা বিজয়ের দিনে কয়েক ঘন্টার জন্য রক্তপাতের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছিল। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত আবার হারাম হয়েই থাকবে। যদি কেউ তোমাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদাহরণ পেশপূর্বক লড়াই করার অনুমতি চায়, তবে তোমরা বলে দিও-আল্লাহ কেবল তাঁর রসূলকেই অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের দেননি। (বুখারী, মুসলিম)

তৃতীয়তঃ আল্লাহ নির্ধারিত এই 'হারাম' এলাকায় সকল জীবজন্তু এমনকি ইতর প্রাণী থেকে শুরু করে বৃক্ষলতা পর্যন্ত নিরাপদ, অথচ আপনার মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন 'ফখরে বনী আদম'- এর জন্য নেই কোন নিরাপত্তা। তারা আপনাকে কতল করার ষড়যন্ত্র করছে এই ভেবে যে, আপনাকে হত্যা করা সম্পূর্ণরূপে হালাল! পরবর্তী আলোচনার আলোকে আল্লামা সাইয়্যেদ মওদূদী (রহ.) এ মতটিই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৪. 'ওয়ালিদিও ওয়ামা ওয়ালাদ'- অর্থাৎ জনক ও জাতক উভয়েরই শপথ করা হয়েছে। আয়াতটির ব্যাখ্যায় অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। কাতাদা, মুজাহিদ, দাহহাক, হাসান বসরী ও আবু সালেহ বলেন- 'ওয়ালিদ' অর্থ আদি পিতা আদম (আ.) এবং 'ওয়ামা ওয়ালাদ' অর্থ হচ্ছে সকল মানবগোষ্ঠী।

দ্বিতীয় মত ঃ আবু ইমরান আল-জাওনী বলেন-'ওয়ালিদ অর্থ ইবরাহীম (আ.) এবং 'ওয়ামা ওয়ালাদ' অর্থ তাঁর বংশধর।

www.pathagar.com

তৃতীয় মত ঃ ফাররা বলেনঃ 'ওয়ালিদ' অর্থ ইবরাহীম (আ.) এবং 'ওয়ামা ওয়ালাদ' অর্থ ইসমাঈল (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.)।

চতুর্থ মতঃ ফিরইয়াবী, আব্দে ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবি হাতেম-হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে বলেন- 'ওয়ালিদ' অর্থাৎ যে জনক, সন্তান জন্মদান করেছে। আর 'ওয়ামা ওয়ালাদ' অর্থাৎ বন্ধ্যা-যে কাউকে জন্মদান করেনি।

৫. كَبَدٍ.- এ আয়াতটি হচ্ছে কসমের জওয়াব। فى كبد-দ্বারা ইনসানের পুরাটা জিন্দিগীই কঠোর শ্রম, চেষ্টা-সাধনা, হাঁটতে শিখা, পানি খেয়ে সাঁতার শিখা, খাতনা করা,-এমনি কত প্রকার কষ্ট-শ্রম লাগতে হয় জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে। এরপর জীবিকা অর্জনের জন্য তাকে করতে হয় সীমাহীন শ্রম-সাধনা। বার্ধক্যের জ্বরা- ব্যাধিতেও তাকে তিলে তিলে ধুকে ধুকে মৃত্যুকে আলিংগন করতে হয়। সাকরাতুল মাওত, আযাবুল কবর, আযাবুল হাশর সব স্তরই তাকে পেরিয়ে যেতে হবে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে।

দুনিয়ায় সে যদি রাজা-বাদশাহও হয়, অত্যন্ত প্রভাবশালী ডিকটেটরও যদি হয়, তবুও বিপদ-আশংকামুক্ত নয় সে। থাকতে হয় তাকে চব্বিশ ঘন্টাই শংকিত-কম্পিত। যে কোন সময় তার বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠতে পারে দারুন ষড়যন্ত্র। কোন সেনাধ্যক্ষ তার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়ে তার প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। এমনই দুঃশ্চিন্তায় তাকে কাটাতে হয় অনেক বিনিদ্র রজনী। কারুনের মত ধনকুবের হলেও তার বিপুল ধনৈশ্বর্য কেমন করে সংরক্ষণ করবে- এ চিন্তায় ছটফট করতে হয় তাকে। আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে অশান্তি, অতৃপ্তি, বিপদাশংকা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ব্যাপৃত থাকতে। তাই কবি যথার্থই লিখেছেন ঃ

মানব জনম নহে সুখের লাগিয়া
ফুল শয্যায় গড়া নহে, তাহা কণ্ঠক দিয়া।

হাসান বসরী বলেন, শুধু দুনিয়াতেই দুঃখ-কষ্ট, শ্রম-সাধনা নয়, বরং আখিরাতের কষ্ট-যাতনাও এর অর্থ।

৬. 'لن يقدر'- অর্থাৎ ইনসান এক মারাত্মক ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আছে যে, তাকে পাকড়াও করার ক্ষমতা কেউই রাখে না। অথচ ইনসানকে আল্লাহ জাল্লা

www.pathagar.com

শানুহু অতি দুর্বলচেতা জবি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। "মানুষ সৃজিত হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায়।" (নিসা ঃ ২৮)

সে তার তাকদীরের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আর তার তাকদীর অপর এক শক্তির নিরংকুশ শাসন-কর্তৃত্বের অধীন। দুনিয়ার সার্বিক শক্তি যদি তার হস্তগত হয়ে যায়, সারা দুনিয়ার বাদশাহী যদি সে পেয়ে যায় এবং ব্যাপক সামরিক বাহিনী যদি তার রাজ প্রাসাদ পাহারায় নিযুক্ত থাকে, তথাপি ভূমিকম্পের ছোট্ট একটি ধাক্কা, বাতাসের একটি ঝাপটা অথবা সমুদ্রের ক্ষণকালীন জলোচ্ছাস এক নিমিষেই তার সমস্ত রক্ষা-বুহ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে। তাকদীরের অমোঘ বিধানের আওতায় একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা সুস্থ্য-সবল ইনসানকে বানাতে পারে পঙ্গু, এই তো দুনিয়ায় তার অবস্থা! আখিরাতে তার মুখে সীলমোহর লাগিয়ে তার হস্ত-পদকে তারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হবে। তখন বুঝতে পারবে যে, সে কত অসহায়। এমন নাজুক অবস্থায় থেকেও তার মন-মগজে এমন মারাত্মক ভুল ধারণা কি করে স্থান পেতে পারে যে, তাকে পাকড়াও করতে কেউ-ই সক্ষম নয়?

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا ﴿٦﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗ اَحَدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

يَقُوْلُ = সে বলে, اَهْلَكْتُ [১]= উড়িয়ে দিয়েছি বা হালাক করেছি, مَالاً= ধন-সম্পদ, لُبَدًا = স্তুপতুল্য, প্রচুর, لَمْ يَرَهٗ= তাকে দেখে না, اَحَدٌ= কেউ, اَلَمْ نَجْعَلْ لَهٗ = আমরা কি তাকে দেইনি, عَيْنَيْنِ [২]= দুটি চোখ, وَلِسَانًا[৩]= এবং একটি জিহবা, وَشَفَتَيْنِ= আর দুটি ঠোঁট, وَهَدَيْنٰهُ= এবং হেদায়াত দেইনি বা পথ প্রদর্শন করিনি? النَّجْدَيْنِ। [৪]= দুটি (পরস্পর বিরোধী) পথ?

---

(৬) সে বলে, আমি প্রচুর ধনসম্পদ নিঃশেষ করেছি (৭) সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখছে না? (৮) আমরা কি তাকে দেইনি দুটি চোখ (৯) আর একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট (১০) এবং দেখাইনি কি তাকে দুটি সুস্পষ্ট পথ?

www.pathagar.com

১. اَهْلَكْتُ- অর্থাৎ ধ্বংস করে দিয়েছি- এক কথায় সে নিজের বাহাদুরী প্রকাশের লক্ষ্যে অহংকারের বশবর্তী হয়ে আজেবাজে খাতে প্রচুর অর্থ ধ্বংস করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে- নিজের বাহাদুরী কামাতে, নিজের প্রশংসার ঢোল বাজাতে তুমি যে স্তুপতুল্য অর্থ লুটিয়ে দিচ্ছ তা কোন পথে উপার্জন করেছ? আর কোন পথে ব্যয় করেছ? তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব না দিয়ে তো তুমি হাশরের ময়দানে এক পা-ও নড়তে পারবে না। হাদীসঃ আবু বুরদা আল-আসলামী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কোন বান্দাকেই এক পা-ও নড়তে দেয়া হবে না, যতক্ষণ তার পাঁচটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ শেষ না হয়। তার জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে কিভাবে তা ব্যয় করেছে, তার ইলমকে কি কি কাজে লাগিয়েছে, তার সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে, আর তার যৌবন শক্তিসামর্থ কি কাজে লাগিয়েছে। (তিরমিযী) সুতরাং তার কুপথে ধনসম্পদ উড়ানোর কৈফিয়ত কেউ নিতে পারবে না- এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল।

২. عَيْنَيْنِ- অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অপার কুদরতের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে প্রকৃত সত্য গ্রহণের প্রধান উপকরণ হিসাবে আমরা কি তাকে দুটি চোখ দান করিনি? তাকে তো আমরা চতুস্পদ জন্তুর চোখ দেইনি- যা দেখেও দেখে না। আমরা তো তাকে দিয়েছি আশরাফুল মাখলুকাতের চোখ- যা কোন কিছু দেখা মাত্রই তার খবর মস্তিস্কের মূল কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। সেখানকার বিশ্লেষণাগারে দৃশ্যমান বস্তুটির ধরণ-প্রকৃতি নির্ণীত হয়ে বিবেকের দরবারে চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য পেশ করা হয়। বিবেকের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে জিহবা ও ঠোঁটের মাধ্যমে। তাই মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি লাভের উপায়-উপকরণ হিসাবে প্রথমে চোখ এবং পরে জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয়ের উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১০ নং আয়াতে যে দুটি উন্মুক্ত পথের কথা বলা হয়েছে তা থেকে সঠিক কল্যাণের পথ বেছে নেয়ার ক্ষমতা অর্জনে চোখের ভূমিকা অতুলনীয়।

৩. 'লিসানাও ওয়া শাফাতাঈন' - অর্থাৎ জিহবা ও দুটি ঠোঁট দান করে আল্লাহ পাক ইনসানকে বাকশক্তি সম্পন্ন সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্তরের অভিব্যক্তি প্রকাশে এগুলি হাতিয়ার স্বরূপ। এগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই কথা বলা সম্ভব হয়। ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ রেখে কেবল জিহবা সঞ্চালনেই যেমন কথার সৃষ্টি হয় না, তেমনি কেবল ওষ্ঠদ্বয় খোলা রেখে যদি জিহবাকে ব্যবহার না করা হয় তাহলেও কোন ভাষার সৃষ্টি হয় না।

www.pathagar.com

আলেমগণ জিহবাকে এক তীক্ষ্ণধার তরবারির সাথে আর ওষ্ঠদ্বয়কে তার খাপের সাথে তুলনা করেছেন। তরবারি কোষবদ্ধ থাকলে যেমন নিরাপদ, ওষ্ঠদ্বয়ের কোষে জিহবাকে আবদ্ধ রাখলে তেমনি নিরাপদ। আবার উন্মুক্ত তরবারিটি যেমন বিপদমুক্ত নয়, তেমনি ওষ্ঠদ্বয়ের নিয়ন্ত্রণহীন জিহবাও শংকামুক্ত নয়। তরবারির সদ্ব্যবহারে যেমন শত্রুর গর্দাণ উড়ে যেতে পারে তেমনি এর অসদ্ব্যবহারে নিজেরই গর্দান উড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এর অপব্যবহারে ঘনিষ্ঠ বন্ধুও শত্রু হয়ে যেতে পারে; আবার এর সদ্ব্যবহারে শত্রুও বন্ধু হয়ে যেতে পারে। জিহবা দ্বারা এমন কুফরী বাক্য উচ্চারিত হতে পারে, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিবে। আবার এরদ্বারা 'কলেমা তায়্যিবা পাঠ করে কেউ জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। তাই নবী (সা.) নিজের জিহবা স্পর্শ করে বলেনঃ "এটাকে সংযত রাখ..."। জিহবার উৎপন্ন ফসলই মানুষকে উল্টোমুখে নাক ঘষে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে।" (তিরমিযী) আবু হুরাইরা (রা.) বলেন রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখিরাতে ঈমান রাখে তার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন আপন অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। (বুখারী, মুসলিম)

৪. 'আন-নাজদাইন'- অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলেনঃ মানুষের জন্য দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছি। একটি চরম সৌভাগ্যের ও সাফল্যের পথ, অপরটি চরম দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের পথ। যুগে যুগে আম্বীয়া-মুরসালীন ও আসমানী কিতাব পাঠিয়ে আমি ইনসানকে উভয় পথই অত্যন্ত পরিস্কার করে দেখিয়ে দিয়েছি, স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছি ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, নেকী-বদী, কল্যাণ-অকল্যাণ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ও সাফল্য-ব্যর্থতার পথ। সে ভেবে-চিন্তে, বুঝেশুনে নিজ দায়িত্বে যে পথ ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে।

সৌভাগ্যের পথটিকে পরবর্তী আয়াতে 'আকাবা' বলা হয়েছে- যার অর্থ হচ্ছে উর্দ্ধগামী দুর্গম পথ যা পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যেতে হয়। এ পথ তার পথিককে পৌঁছিয়ে দেবে সাফল্যের জান্নাতে। আর অন্য পথটি নিম্নমুখী- যে পথে চলতে আদৌ কোন কষ্ট হয় না, বরং আনন্দ অনুভূত হয়। এ পথটি তার পথিককে পৌঁছে দিবে প্রচন্ড যন্ত্রনাময় আগুনে ঘেরা জাহান্নামে।

www.pathagar.com

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ⑪ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑫ فَكُّ رَقَبَةٍ ⑬ أَوْ
اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ⑭ يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ⑮ أَوْ مِسْكِيْنًا
ذَا مَتْرَبَةٍ ⑯

فَلَا اقْتَحَمَ ১= অতঃপর সে সাহস করেনি, الْعَقَبَةَ= দুর্গম পথ, وَمَا أَدْرٰكَ = আর (হে রসূল) আপনি কি জানেন? فَكُّ ২= মুক্ত করে দেয়া, رَقَبَةٍ= ক্রীতদাস, أَوْ= অথবা, اِطْعَامٌ৩= খাদ্য দান করা, فِي يَوْمٍ= এমন দিনে, ذِي مَسْغَبَةٍ = দুর্ভিক্ষ কবলিত, يَتِيْمًا ৪ = ইয়াতিম, ذَا مَقْرَبَةٍ= নিকটাত্মীয়, مِسْكِيْنًا ৫= মিসকীন, ذَا مَتْرَبَةٍ = ধূলিমলিন, দারিদ্র-নিষ্পেষিত।

---

(১১) অতঃপর সে সাহস করেনি দুর্গম পথ অতিক্রম করতে (১২) আর আপনি কি জানেন এই দুর্গম পথ কি? (১৩) ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়া (১৪) অথবা অন্নদান করা দুর্ভিক্ষের দিনে (১৫) নিকটাত্মীয় ইয়াতীমকে (১৬) অথবা দারিদ্র-পীড়িত মিসকীনকে।

---

১. 'ফালাক-তাহামাল-আকাবা'– ইনসান তার দুর্বলতার কারণে পাহাড় ডিংগিয়ে, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, কঠোর শ্রম-সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে 'আকাবা'-র পথে চলতে প্রস্তুত নয়। এ পথে চলতে হলে নফসের সংগে জিহাদুল আকবার'-এ অবতীর্ণ হতে হয়, প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা জলাঞ্জলী দিতে হয়। তাগূতী শক্তির বিষদংশনে জর্জরিত হতে হয়। প্রাণ নাশের ঝুঁকি নিতে হয়। তাই এ পথে চলতে মানুষ সাহসী হয় না।

পক্ষান্তরে নিম্নগামী পথটিতে চলতে চাইলে নফ্স পুলকিত হয়ে উঠে। এ পথে চলতে নেই কোন কষ্ট, নেই কোন বিপদ, কেই কোন জান-মালের ঝুঁকি। প্রবৃত্তির পশুটিকে কেবল লাগামহীন করে দিলেই যথেষ্ট। অবলীলাক্রমেই সে নীচের দিকে দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে।

২. 'ফাক্কু রাকাবা' - ১৩-১৭ আয়াত পর্যন্ত 'আকাবা'-র যে আর্থ-সামাজিক পরিচয় পেশ করা হয়েছে, তার প্রথমটি হচ্ছে 'ফাক্কু রাকাবা" অর্থাৎ ক্রীতদাস

www.pathagar.com

মুক্ত করা। ৬ নং আয়াতে নিজের বাহাদুরী-বড়ত্ব প্রচারের জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা ছিল নিতান্তই এক নিম্নগামী পথিকের কাজ। ঠিক তারই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে আকাবার পথিক। এই পথিক ক্রীতদাসকে অর্থদান করবে। মানবিক দিক থেকে এটা অতি উচ্চ পর্যায়ের কাজ। এটা দ্বারা সে যেন একজন ছিন্নমুল বনী-আদমকে সুসংহত স্বাধীন জীবনের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ করে দিলো। নিঃসন্দেহে এ কাজে তার বড়ত্ব জাহির হওয়ার আদৌ সম্ভাবনার সুযোগ নেই। ইবাদতের দৃষ্টিতেও এটা অতীব উচ্চ মানের আমল। হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি একজন মুসলিম দাস আযাদ করবে, আল্লাহপাক তার প্রতিটি অঙ্গের পরিবর্তে মুক্তিদাতার প্রতিটি অংগ জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাযত করবেন। হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা, লজ্জাস্থানের বদলে লজ্জাস্থান। হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রা.) এই হাদীসের বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি নিজে আবু হুরাইরা (রা.)-কে এ হাদীস বয়ান করতে শুনেছ? তিনি বলেনঃ হাঁ, তখন তিনি মুতরিক নামক তাঁর সর্বাধিক মূল্যবান দাসকে ডাকলেন। সে তার সামনে হাযির হলে তিনি তাকে বলেনঃ যাও! তোমাকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ)

৩. 'اطعام'- আকাবার দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের দিনে ইনসানকে খাদ্যদান করা। দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যবস্ত্র দান করা হয় এমন অসহায় জনগোষ্ঠীকে যাদের সমাজে নেই মাথা গোজার একটু ঠাঁই। (বিষয়বস্তু দ্র.)

৪. 'ইয়াতীমান যা মাকরাবাহ'- অর্থাৎ আকাবার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ পথের পথিক নিকটাত্মীয় ইয়াতীমদের খাদ্যদান করে, তাদেরকে স্নেহাশীষ জানায়, সম্মান করে, তাদের অভাব- অভিযোগের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। যদিও আয়াতে নিকটত্মীয় ইয়াতীমের কথা উল্লেখ রয়েছে, তবুও এর মর্মার্থ হচ্ছে আত্মীয়-অনাত্মীয় উভয়ই-যা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়। হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মুসলমানদের সেই ঘরটি সর্বোত্তম, যেখানে ইয়াতীমের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে সবচেয়ে খারাপ সেই ঘর, যেখানে ইয়াতীমের সংগে খারাপ ব্যবহার করা হয়। (বুখারী, ইবনে মাজা) (সূরা আল-ফাজর-এর ১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন)

www.pathagar.com

৫. 'মিসকিনান যা মাতরাবা'– অর্থাৎ আকাবা-র চতুর্থ বৈশিষ্ট হচ্ছে- এ পথের পথিক ধুলি-ধূসরিত কাংগাল-মিসকীনদেরকে খাদ্যদান করে। বলা বাহুল্য যে, এ কাজেও বাহাদুরী পাওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। সাবাস-বাহাদুরী তো পাওয়া যায় হাজার হাজার স্বচ্ছল লোকদেরকে রাজকীয় কায়দায় বড় বড় হোটেল-রেস্তরাঁয় নৈশভোজের আয়োজনে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল দাওয়াতপত্র ছাপিয়ে অভিজাত কোন হোটেল-ক্লাবে বৈধ-অবৈধ পানাহারের আসরে সমাজপতিদের আপ্যায়নে, খ্যাতির ঢোল এমন তীব্রভাবে বেজে উঠে যা ছড়িয়ে পড়ে সমাজের আনাচে-কানাচে। পক্ষান্তরে আকাবার পথিক যে খাতগুলিতে অন্নদান করে, সেগুলিতে দুনিয়ার কোন স্বার্থ জড়িত থাকে না; বরং তা কেবল হয়ে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায়। মিসকীনকে খাদ্যদানের ফযীলাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী 'মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ'-র সমমর্যাদা সম্পন্ন। (হাদীসটির বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় নবী করীম (সা.) একথাও বলেছেনঃ সেই লোক ঐ ব্যক্তির মত, যে নামাযে রতই থাকে-বিশ্রাম গ্রহণ করে না এবং সে অবিরাম রোযা রাখে, তা ভঙ্গ করে না। (বুখারী, মুসলিম) (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল-ফাজর-এর ১৬ নং আয়াত দ্র.)

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ⑰
أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑱ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ
الْمَشْئَمَةِ ⑲ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ⑳

ثُمَّ = অতঃপর, كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا[১] = শামিল হওয়া ঈমানদারগণের কাতারে, وَتَوَاصَوْا = আর পরস্পরকে উপদেশ দেয়, بِالصَّبْرِ= ধৈর্য ধারণের, بِالْمَرْحَمَةِ = দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনের, أُولٰئِكَ= এরাই, أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ[২]= সৌভাগ্যশালী, وَالَّذِينَ كَفَرُوا= আর যারা অস্বীকার করেছে, بِاٰيٰتِنَا = আমাদের নিদর্শনসমূহ, هُمْ= তারা, أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ= হতভাগ্য, عَلَيْهِمْ= তাদের উপর, نَارٌ= আগুন, مُّؤْصَدَةٌ = পরিবেষ্টনকারী।

www.pathagar.com

(১৭) সেই সংগে তারা শামিল হয়ে যায় ঈমানদারগণের মধ্যে, আর পরস্পরে ধৈর্য ধারনের পরামর্শ দেয় এবং পরস্পরে দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয় (১৮) এরাই হচ্ছে সৌভাগ্যবান। (১৯) আর যারা আমাদের আয়াতসমূহ মানতে অস্বীকার করেছে, তারাই হতভাগ্য (২০) তারা আগুনে পরিবেষ্টিত থাকবে।

---

১. 'কানা মিনাল্লাযীনা আমানু' - ১৭ নং আয়াতে 'আকাবা'-র তিনটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আকাবার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটানো নিঃসন্দেহে ডান হাতে আমলনামা লাভের পূর্বশর্ত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনার পর অত্র আয়াতে সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে এ পথের পথিক একাকী চলবে না- চলতে পারে না। একাকী এ পথে চলা আদৌ সম্ভব নয়। পারস্পরিক সহযোগিতায় সমমনা জনতার এক কাফেলা গঠন করতে হবে। এ পথে চলতে যারা ইচ্ছুক তাদেরকে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক সংগঠন- এক সমাজ। এ কথাটিই সূরা 'আল-ইমরানে' ইরশাদ হয়েছেঃ "আর তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রুজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হবে না।" (আলে-ইমরানঃ ১০৩) কেননা একাকী এ পথটি অতিক্রম করা যায় না। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নানা প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, নানা প্রকার সংযোগ-বিয়োগ সাধনের মাধ্যমে এ পথ অতিক্রম করতে হবে। বাধার পাহাড় সরিয়ে দিয়ে তাকে সুসম করতে হবে। করে তুলতে হবে জান্নাতগামী এ পথটিকে। এ পথের এক পথিক অন্য পথিকের শক্তিবর্ধক হবে। হাদীসঃ আবু মূসা আল-আশআরী (রা.) বলেন, রসূলূল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ। এর এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। একথা বলার সময় তিনি এক হাতের আংগুলসমূহ অন্য হাতের আংগুল সমূহের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম)

দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে ঃ ধৈর্য ধারনের পারস্পরিক উপদেশ দান। নিঃসন্দেহে এ পথের পথিককে ধাপে ধাপে সবরের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাই সবর করার যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও জরুরী হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

আকাবার সামাজিক দাবীর তৃতীয় কাজটি হচ্ছেঃ পরস্পর মায়া-মমতার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। প্রতিকূল পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, দেখা দেয় তার স্বভাব-প্রকৃতিতে রুক্ষতা-নির্মমতা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই কাফেলার মুজাহিদগণকে বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর কাফেলার আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। "আর যারা (সাহাবীগণ) তার (মুহাম্মাদের) সংগে রয়েছে, তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর (কিন্তু) পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত মায়াময়।" (ফাতহঃ ১৯)

হাদীসঃ নোমান ইবনে বশীর (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত মুসলমান একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন অংশ অসুস্থ্য হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায় হোক অথবা জ্বরের অবস্থায়। (বুখারী, মুসলিম) হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে না তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, না তাকে মিথ্যা বলতে পারে, আর না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। বস্তুতঃ প্রত্যেক মুসলমানের মান-ইজ্জত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য সব মুসলমানের উপর হারাম। (তিনি বক্ষস্থলের দিকে ইশারা করে বলেন)ঃ তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। (তিরমিযী)

হাদীসঃ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার উপর যুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট বা অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার থেকে কষ্ট ও বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২. 'আসহাবুল মাইমানাহ' - এটাই হচ্ছে আকাবার যাত্রীদের চূড়ান্ত মনযিলে মকসূদ। হাশরের ময়দানে ডান হাতে আমলনামা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার চরম

www.pathagar.com

সৌভাগ্য লাভ করবে এ পথের পথিক। অন্য অর্থে- দুনিয়ার জিন্দিগীতে আকাবার পথে চলতে গিয়ে চরম কোরবানী দিতে হয়েছিল এর পথিককে, তারই বিনিময়ে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর ডানপাশে উপবিষ্টদের মধ্যে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে সে। আর এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সাফল্য।

এ দুটি অর্থ ছাড়া তাফসীরবিদগণ আরো কয়েকটি অর্থ করেছেন। সুদ্দী বলেন, 'আসহাবুল মাইমানাহ্ হচ্ছে তারাই যারা আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে বের হয়ে (আলমে আরওয়াহ'-তে) তাঁর ডান পাশে অবস্থান করেছিল, আর 'আসহাবুল মাশআমাহ'-যারা তাঁর বাম পাশে অবস্থান করেছিল। যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন- যারা আলমে আরওয়াহে আদম (আ.)- এর ডান পাশ থেকে বের হয়েছিল, তারাই 'আসহাবুল মাইমানাহ', আর যারা বামপাশে থেকে বের হয়েছিল, তারা 'আসহাবুর মাশআমাহ'। ইবনে জারীর বলেন- 'আসহাবুল মাইমানাহ হচ্ছে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ আর আসহাবুল মাশআমাহ হচ্ছে হতভাগ্যরা। আল্লামা মওদূদী (রহ.) বলেন- 'আসহাবুল মাইমানাহ' হচ্ছে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক, আর 'আসহাবুল মাশআমাহ' হচ্ছে সেইসব হতভাগ্যরা যারা আল্লাহর নিকট হবে লাঞ্ছিত-অপমানিত।

www.pathagar.com

৯১. সূরা আশ-শামস

নামকরণ ঃ সূরার পয়লা শব্দ 'আশ-শামস' কেই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থানঃ ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে ইবনে দুরাইস, নাহ্হাস, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী বলেন- সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে যায়েদের সূত্রে ইবনে মারদুইয়া একই মত ব্যক্ত করেছেন।

নাযিলের সময়কাল ঃ সামূদ জাতির কাহিনীর উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, সূরাটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন মক্কার কাফির-মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর আনীত মুজিযা (আল-কুরআন)-কে মিথ্যা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করছিল এবং সেই সংগে চরম হিংসাত্মক পদক্ষেপ নেয়ার কথাও ভাবছিল। সূরা 'আল-কাদর'-এর পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

সূরার বিশেষত্ব ঃ হযরত বুরাইদা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এশার নামাযে এই সূরা এবং অনুরূপ আর একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ) জাবের (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে বলেনঃ নামাযে সূরা আল-আলা এবং সূরা আশ্-শামস ও সূরা আল-লাইল পাঠ করা উত্তম। (বুখারী, মুসলিম) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে দুই রাকাত 'সালাতুদ-দোহা আদায় করাকালে প্রথম রাকাতে সূরা আশ্-শামস এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আদ-দোহা পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। (বায়হাকী)

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ঃ ১-৭ আয়াতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। বস্তুগুলি হচ্ছেঃ (১) সূর্য ও তার রোদের, (২) চাঁদের, যখন তা সূর্যাস্তের পর আকাশে দেখা দেয়, (৩) দিবাভাগে যখন সূর্যকিরণ প্রখরভাবে প্রকাশ পায়, (৪) রাতের-যখন তা সূর্যকে অন্ধকারের চাদরে জড়িয়ে দেয়, (৫) আসমান ও তার স্রষ্টার (স্বীয় সত্তার শপথ করেছেন আল্লাহ জাল্লা শানুহু), (৬) যমীনের এবং তাঁর যিনি (আল্লাহ) তা বিছিয়ে দিয়েছেন, (৭) 'নফস' (মানুষ) এবং তাঁর, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরস্পর বিরোধী এই বস্তুগুলি যেমন আকারে-প্রকারে,

www.pathagar.com

প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় এবং রূপ-বৈশিষ্ট্যে এক নয়, তেমনি ফলাফলের দিক থেকেও কখনও এক হতে পারে না।

৮-১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে কেবল গঠনগতভাবেই সুবিন্যস্ত করেন নি, বরং এক স্বভাবজাত ইলহামের সাহায্যে তার ফিতরাত বা প্রকৃতির মধ্যেই এমন যোগ্যতা দান করেছেন, যদ্বারা সে পাপ-পূণ্য,ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। তাকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের সীমিত স্বাধীনতা দিয়ে দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে হাযির করেছি। দেখতে চাই, সে স্বীয় নফসের খারাপ ও অসৎ প্রবণতাগুলি দমন করতঃ ভাল প্রবণতাগুলিকে তেজস্বী করতে ইচ্ছুক কি না। নিঃসন্দেহে যে স্বীয় নফসকে যাবতীয় পংকিলতা মুক্ত রাখবে, নির্মল-পুতপবিত্র রাখবে, পরিয়ে রাখবে তাকওয়ার লেবাস, সে কৃতকার্য হবে।

১১-১৫ আয়াতে সামূদ জাতির উদাহরণ থেকে এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ কেবল মানুষকে ইলহামের মাধ্যমে ভালমন্দ জানার যে জ্ঞান দান করেছেন, তাই যথেষ্ট নয়। এর সাথে নবী-রসূলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহীলব্ধ জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। রসূলগণ জনগণকে পাপ-পুণ্য ও ভালো-মন্দ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন। এই কাজ আনজাম দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ সামূদ জাতির নিকট তাদেরই এক ভাই হযরত সালেহ (আ.)-কে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেন। তারা তাদের দুষ্টকর্মের লেবাসে আচ্ছাদিত নফ্সের তাড়নায় রসূলকে অমান্য করে এবং পাহাড় থেকে একটি উষ্ট্রী বের করার দাবী জানায়। সেমতে মুজিযার উষ্ট্রীকে পেশ করতঃ তাদের নবী তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, তারা উষ্ট্রীর ক্ষতি সাধন করলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তারা সীমা লংঘন করে উষ্ট্রীকে হত্যা করে। এ কারণেই আল্লাহ্ সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দেন।

www.pathagar.com

৯১. সূরা আশ্-শামস

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ১৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۞١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۞٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۞٣

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۞٤ وَالسَّمَاۤءِ وَمَا بَنٰهَا ۞٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۞٦

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۞٧

وَالشَّمْسِ = শপথ সূর্যের, وَضُحٰهَا[১] = আর তার কিরণের, وَالْقَمَرِ= শপথ চাঁদের, اِذَا تَلٰهَا [২] = যখন তা (সূর্যের) পিছনে আসে, وَالنَّهَارِ= শপথ দিনের, اِذَاجَلّٰهَا= যখন তা সূর্যকে প্রকট করে তোলে, وَالَّيْلِ= শপথ রাতের, اِذَايَغْشٰهَا= যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, وَالسَّمَاۤءِ= আর শপথ আকাশমন্ডলের, وَمَابَنٰهَا[৩]= আর যিনি তা নির্মাণ করেছেন তারও শপথ, وَالْاَرْضِ = আর শপথ পৃথিবীর, وَمَاطَحٰهَا= সেই সত্তার শপথ যিনি এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন, وَنَفْسٍ = শপথ মানব প্রকৃতির, وَمَاسَوّٰهَا[৪]= আর সেই সত্তার শপথ, যিনি তা সুঠাম করেছেন।

---

(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের (২) আর শপথ চাঁদের যখন তা সূর্যের পিছনে আসে (৩) এবং শপথ দিবসের যখন তা সূর্যকে প্রকট করে তোলে (৪) শপথ রাতের যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে ফেলে (৫) শপথ আকাশমন্ডলের এবং সেই সত্তার যিনি তা নির্মাণ করেছেন (৬) শপথ পৃথিবীর এবং সেই সত্তার যিনি এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। (৭) শপথ মানুষের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সুঠাম করেছেন।

---

১. 'ওয়া দুহাহা'- সূর্যের তাপযুক্ত রশ্মি। সূর্য উদয়ের কিছু পর থেকে বেশ খানিকটা উপরে উঠে আসার পর সময়টাই 'সালাতুদ্-দুহার ওয়াক্ত। এ সময়ে

www.pathagar.com

আমরা কেবল সূর্যের আলোকই প্রত্যক্ষ করি না বরং এর উত্তাপও অনুভব করি। যে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে তার সবগুলোর সাথেই একটি করে বিশেষণ যোগ করায় বর্ণনা পূর্ণতা লাভ করেছে।

২. 'اذا تلها'- দ্বিতীয় শপথটিতে এই বিশেষণ চাঁদের সংগে যোগ করায় চান্দ্রামাসের পয়লা তারিখ থেকে পনর তারিখের চাঁদই শপথের লক্ষ্য। কেননা বলা হয়েছেঃ সেই চাঁদের শপথ যা সূর্যের পশ্চাতে উদিত হয়। ১ ও ১৫ তারিখের চাঁদ সূর্যাস্তের পরপরই এমনকি কিছুক্ষণ আগেই আকাশে দৃশ্যমান হয়। ১৬ তারিখ থেকে মাসের শেষ পর্যন্ত ঠিক সূর্যাস্তের পরপরই আকাশে দেখা যায় না। তাই এ শপথে শুক্লপক্ষের চাঁদ বুঝানো হয়েছে।

৩. 'وَمَا بَنٰها'- অর্থাৎ সেই সত্তারও শপথ, যিনি আকাশ নির্মাণ করেছেন। এখানে আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বীয় সত্তার শপথ করেছেন। শেষোক্ত তিনটি শপথে প্রথম সৃজিত বস্তুর এবং পরে সৃজকের শপথ করা হয়েছে। তিনটি স্থানেই মুফাসসিরগণ ما অব্যয়কে দুটি অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ ما-কে موصولة হিসাবে গ্রহণ করায় ما-এর অর্থ দাঁড়ায় من অথবা الذى। আমরা মূল অনুবাদে তিনটি স্থানে এ অর্থই গ্রহণ করেছি।

কোন কোন মুফাসসির ما অব্যয়টিকে مصدرية হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে এর অনুবাদ দাঁড়ায় 'শপথ আকাশের এবং শপথ তা নির্মিত হওয়ার।

৪. 'وماسوّها' - আল্লাহ মানুষকে সুষম দৈহিক গঠন দানের সাথে সাথে ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি তাকে চিন্তাশক্তি, বিবেকশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং অন্যান্য সব শক্তি দান করেছেন বলেই মানুষ তার করণীয় কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত যারা মনে করে, মানুষকে জন্মগতভাবেই পাপী ও দুস্কৃতিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে- এদ্বারা তাদের ভ্রান্ত ধারণাও খন্ডন করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে- আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে 'হানীফ' (একনিষ্ঠ) প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাই এ কথা ভাববার কোন অবকাশ নেই যে, সে শত চেষ্টা করলেও সঠিক সোজা পথে চলতে কিছুতেই সক্ষম হবে না। অনুকুলে হাদীসে কুদসীঃ ইয়াদ ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আমার রব বলেনঃ আমি আমার সব বান্দাকে হানিফ (একনিষ্ঠ) বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছি। পরে শয়তান তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিভ্রান্ত করে, তাদের জন্য আমার জন্য হালাল বস্তুগুলি হারাম করে এবং তাদের

www.pathagar.com

এমন সব জিনিসকে আমার সংগে শরীক বানানোর হুকুম দেয়, যেগুলির শরীক হওয়ার কোন দলিলই আমি নাযিল করিনি। (আহমাদ, মুসলিম) হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেনঃ মানব শিশুমাত্রই (আল্লাহমুখী) ফিতরাতের (প্রকৃতির) উপর সৃজিত হয়। পরে তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। এটা তো এমন, যেমন পশুর গর্ভ হতে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও ত্রুটিহীন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়। তোমরা কি তাদের কোন একটিরও কান কর্তিত অবস্থায় দেখতে পাও? (বুখারী, মুসলিম) অতএব "একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর- যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" (রূমঃ ৩০)

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠

فَأَلْهَمَهَا[১]= অতঃপর তাকে ইলহাম করেছেন, জ্ঞান দান করেছেন, فُجُورَهَا = তার অসৎ কর্মের, وَتَقْوٰهَا= এবং তার তাকওয়ার (সৎ কর্মের), قَدْ أَفْلَحَ= নিঃসন্দেহে সফলকাম হল সে, مَنْ= যে, زَكّٰهَا[২]= স্বীয় নফসের পবিত্রতা বিধান করল, وَقَدْ خَابَ = আর ব্যর্থ হল সে, دَسّٰهَا= তাকে কলুষাচ্ছন্ন করল।

---

(৮) অতঃপর তিনি তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন।
(৯) যে ব্যক্তি নফসের পবিত্রতা বিধান করল সে নিশ্চিত সফলকাম হল।
(১০) আর যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে কলূষাচ্ছন্ন করল সে ব্যর্থ হল।

---

১. 'فالهمها'- অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ভালো-মন্দ উভয়টি যাচাইয়ের যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। কোন একটি বিশেষ পথে চলতে জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করা হয়নি। তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের যে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে তারই মাধ্যমে সে পাপাচারে নিমজ্জিত হতে পারে, অথবা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। এরই ভিত্তিতে সে আযাব অথবা পুরস্কারের যোগ্য হবে।

www.pathagar.com

সূরা 'আল-বালাদে' ইরশাদ হয়েছেঃ "আমরা তাকে ভাল-মন্দ উভয় পথই স্পষ্ট করে দেখিয়েছি।" (আয়াত ১৩) আরো ইরশাদ হয়েছেঃ "আমরা মানুষকে পথ দেখিয়েছি; এখন সে কৃতজ্ঞ হয়ে চলুক অথবা অকৃতজ্ঞ হয়ে চলুক।" (দাহ্রঃ ৩)

বস্তুত এই ইলহাম আল্লাহ তা'আলা শানুহু প্রতিটি সৃষ্টিকে তার মর্যাদা ও স্বরূপ অনুযায়ী দান করেছেন। প্রাণী মাত্রই আল্লাহর এই অনুদান লাভে ধন্য। পাখীর আকাশে উড়া, মাছের সাঁতার কাটা, মৌমাছির মৌচাক রচনা, বাবুই পাখীর বাসা তৈরি- সবই এই ইলহামের ফলশ্রুতি। আল্লাহ্ মানুষকে সর্বাধিক বুদ্ধি-চেতনা সম্পন্ন 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। বিবেক সম্পন্ন সত্তা হিসাবে মানুষকে তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই আল্লাহ্ পাক ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ইলহামী জ্ঞান দান করেছেন বলেই তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে নিত্য নতুন আবিস্কার।

এছাড়া মানুষ এক নৈতিক সত্তাও বটে। নৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারাই মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে। পাপ, চরিত্রহীনতা ও ভ্রষ্ট পথ অত্যন্ত খারাপ, নোংরা ও বীভৎস। আর ন্যায়, উন্নত চরিত্র ও তাকওয়ার পথ নির্মল, পূত-পবিত্র। আল্লাহ এ অনুভূতি ইলহামী উপায়েই মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়েছেন। তাই ইতিহাসের পাতায় এমন সমাজের নজীর কখনই দেখা যায় না, যেখানে ভালো-মন্দের কোন পার্থক্য করা হত না। ভালোর জন্য পুরস্কার এবং মন্দের জন্য শাস্তির বিধান- স্মরণাতীত কাল থেকেই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক স্বীকৃত সত্য। সব কালে, সব যুগে, সব স্থানে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বস্তর এ অনুভূতির অবস্থিতিই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইলহাম স্বাভাবিক ও স্বভাবজাত জ্ঞান।

২. زَكَّٰهَا- অর্থাৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ, উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ সাধন। যে লোক স্বীয় সত্তাকে পাপাচার হতে পবিত্র রাখবে, তাকওয়ার পথে নিজেকে পরিচালিত করবে, ভালো ও কল্যাণের ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তাকওয়ার সুউচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হবে সে-ই সফলকাম হবে। পাপাচার ও ন্যায়াচার যেমন এক জিনিস নয়, তেমনি এদুটির পরিণামও কিছুতেই এক হতে পারে না।

পক্ষান্তরে যে লোক স্বীয় নফসের মধ্যে গচ্ছিত তাকওয়ার গুণগুলির উৎকর্ষ সাধন না করে সেগুলিকে দমন করে রাখবে- অনিবার্যভাবেই তার মন্দ প্রবণতাগুলি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিকাশ লাভ করবে- বেড়ে যাবে তার পাপ লিপসা সে-ই হবে ব্যর্থ মনোরথ। মুজাহিদ, কাতাদা, সাঈদ ইবনে যুবাইর ইকরামা প্রমুখ প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ এ মত-ই পোষণ করেছেন।

www.pathagar.com

সূরা 'আল-আলা' ১৪ নং আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছেঃ "সফলকাম হল সে-ই যে নিজে পবিত্রতা অবলম্বন করল।" নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছেঃ "এই লোক যদি পবিত্রতা অবলম্বন না করে তাহলে আপনার কি দায়িত।" (আবাসাঃ ৭)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে পবিত্রতা অবলম্বনের কাজটি বান্দার-ই বলে ঘোষিত হয়েছে।

'তায্‌কিয়া লাভের জন্য বান্দাকে তৎপর হতে হবে, একনিষ্ঠভাবে তার শ্রম সাধনা একাজে নিয়োগ করতে হবে। সংগে সংগে মুমিন আল্লাহর কাছে হেদায়েতের প্রার্থনা করতে থাকবে তাঁর তওফীক ভিক্ষা করতে হবে। নিঃসন্দেহে তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) লাভ আল্লাহর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একথাই হযরত আয়েশা (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে ঘোষিত হয়েছে। বান্দা যখন একাগ্রতার সাথে তাকওয়ার পথে চলতে নিষ্ঠার পরিচয় দেয় তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর অনুগ্রহে তাওফীকের ভান্ডার সেই বান্দার জন্য সদা উন্মুক্ত রেখে দেন। ফলে বান্দার এপথে চলা অত্যন্ত সহজ করে দেন তিনি। এটাই তার চিরন্তন বিধান।

প্রশ্ন ঃ ১-৭ আয়াতে যে সাতটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে তার জওয়াব কি?

উত্তর ঃ মুফাসসিরগণের এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আল-জাযযায এবং অন্যদের মতে শপথের জওয়াব হচ্ছেঃ "কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা"। আল্লামা মওদূদী এ মতই পোষণ করেছেন। পরস্পর বিরোধী দু-দুটি জিনিসকে পরস্পরের মুকাবিলায় শপথে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূর্যের প্রখর তীব্র উত্তপ্ত রশ্মির বিপরীতে চাঁদের শীতল ও স্নিগ্ধ আলো, সুউচ্চে স্থাপিত আসমানের বিপরীতে ধরণীতল, আলোকোজ্জল দিনের মুকাবিলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের। এগুলি এতই পরস্পর বিরোধী যে, আমরা সাধারণতঃ উদাহরণস্বরূপ বলে থাকি- আকাশ পাতাল বা রাত দিন তফাৎ ইত্যাদি। বিশ্ব প্রকৃতির সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর মানুষের স্বীয় সত্তাকে পেশ করতঃ তথায় গচ্ছিত দুটি বিরোধী প্রবণতা ফুজুর (পাপ) ও তাকওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি জওয়াবে বর্ণিত তায্‌কিয়া আত্মশুদ্ধি এবং তাদসিয়া আত্মগ্লানিও নিঃসন্দেহে পরস্পর বিরোধী। এ দুটির পরিণামও সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তাযকিয়ার পরিণতি সাফল্য আর তাদসিয়ার পরিণতি ব্যর্থতার অভিশাপ।

কেউ কেউ বলেন, জওয়াবটি উহ্য রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে- لَتُبْعَثُنَّ

(অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে) হচ্ছে শপথের জওয়াব। অনেকের মতে "ফাদামদামা আলাইহিম রব্বুহুম" হচ্ছে শপথের জওয়াব। সামূদ জাতি তাদের প্রতি প্রেরিত রসূল সালেহ (আ.)-কে প্রত্যাখ্যান করায় তাদের রব আযাব নাযিল করে তাদেরকে মাটির সাথে একাকার করে দিয়েছিলেন। হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা যদি তোমাদের রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ কর, তাহলে তোমাদের উপরও এমন কঠিন আযাব নাযিল করা হবে। ফলে তোমরাও মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবে। শপথের মাধ্যমে এই চরম হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰهَا ⑪ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا ⑫ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ
نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ⑬ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ص فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا ⑭ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ⑮

كَذَّبَتْ = মিথ্যা মনে করল, অস্বীকার করল, ثَمُوْدُ= সামূদ জাতি, بِطَغْوٰهَا= সীমা লংঘন করে বা অবাধ্যতাবশত, اِذِ انْبَعَثَ= যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তৎপর হল, اَشْقٰهَا[১] = সেই জাতির সর্বাধিক হতভাগ্য ও পাষাণহৃদয় ব্যক্তি, فَقَالَ = অতঃপর বললেন, لَهُمْ = তাদের জন্য, رَسُوْلُ اللّٰهِ= আল্লাহর রসূল, نَاقَةَ اللّٰهِ[২] = আল্লাহর উষ্ট্রী, سُقْيٰهَا= তার পানি পানের ব্যাপারে, فَكَذَّبُوْهُ= অতঃপর তারা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল, فَعَقَرُوْهَا = উষ্ট্রীকে হত্যা করল, فَدَمْدَمَ[৩] = অতঃপর ধ্বংস করে দিলেন, عَلَيْهِمْ = তাদের উপর, بِذَنْبِهِمْ= তাদের গুনাহের কারণে, فَسَوّٰهَا[৪]= সকলকেই একাকার করে দিলেন, وَلَا يَخَافُ= আর আশংকার কিছু নেই, عُقْبٰهَا[৫]= এর পরিণতির।

---

(১১) সামূদ জাতি তাদের অবাধ্যতা বশত মিথ্যা মনে করল (১২) যখন তাদের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল (১৩) তখন আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললেনঃ আল্লাহর উষ্ট্রী (এর কোন ক্ষতি করো না) এবং এর পানি পানে (বাধা দিও না)। (১৪) অতঃপর তারা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ

www.pathagar.com

করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল; তখন তাদের রব একযোগে তাদের সকলের উপর আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের গুনাহের কারণে। (১৫) আর এর পরিনামের জন্য আল্লাহর আশংকা করার কিছু নেই।

---

১. 'أَشْقَاهَا' - অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে হতভাগা, নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয় ব্যক্তির নাম ছিল 'কাদ্দার ইবনে সালেফ'। সে ছিল এক নির্ভীক ও বীর্যশালী গোত্রপতি। তাকে লোকে সম্মান করত এবং তার কথা মান্য করত। আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা ভাষণে রসূলুল্লাহ (সা.) উষ্ট্রীর প্রসঙ্গে বলেনঃ যে হতভাগা লোকটি সেই উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল, সে ছিল তার গোত্রের অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য, যেমন ছিল আবূ যামআহ। (আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, তিরমিযী, নাসাঈ) দুনিয়ার মধ্যে যে দুই ব্যক্তিকে নবী করীম (সা.) সবচেয়ে হতভাগা বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে উষ্ট্রী হত্যাকারী একজন। আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বললেনঃ আমি কি তোমাকে সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তির কথা বলব না? উত্তরে আলী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেনঃ দুই ব্যক্তির একজন হচ্ছে সামূদ জাতির সেই লোকটি যে মুজিযার উষ্ট্রী হত্যা করেছিল। অপর ব্যক্তি সে-ই যে তোমাকে (হে আলী। ইশারায় দেখালেন) মাথায় ..... ফলে প্রবহমান রক্তে এ স্থানটি সিক্ত হয়ে যাবে। (ইশারায় দেখিয়ে দিলেন তাঁর দাড়ি)। (ইবনে আবি হাতেম)

২. 'নাতাকাল্লাহ'– এটি সেই উষ্ট্রী যা আল্লাহ জাল্লা শানুহু মুজিযা স্বরূপ পাঠিয়েছেন। সামূদ জাতিকে আল্লাহ্ পাপের পথ পরিহার করে তাকওয়ার পথ অবলম্বনের জন্য সালেহ (আ.)-কে তাদের নিকট পাঠান। হঠকারী সামূদ জাতি তাদের পাপাচারে আচ্ছাদিত নফসের তাযকিয়ার মাধ্যমে তাকওয়ার লেবাস পরতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অতীত জাতিগুলির ন্যায় তারাও তাদের রসূলের উপর তাঁর রিসালাতের প্রমাণস্বরূপ মুজিযা প্রদর্শনের দাবী জানায়। যদি সালেহ (আ.) ঐ বিশাল প্রস্তরকে বিদীর্ণ করে একটি উষ্ট্রী বের করে আনতে সক্ষম হন, তাহলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। সেমতে হযরত সালেহ (আ.) মুজিযার এই উষ্ট্রীকে তাদের সামনে হাযির করেন। এই উষ্ট্রীকেই বলা হয়েছে 'নাকাতুল্লাহ'।

www.pathagar.com

সালেহ (আ.) তাঁর কাওমকে এই বলে হুশিয়ার করেছিলেন যে, মুজিযার এই উষ্ট্রীকে কুমতলবের বশবর্তী হয়ে স্পর্শও করবে না। সে যথা ইচ্ছা বিচরণ করবে। আল্লাহর যমীনে তার চারণভূমি। কেউ তাকে কোন অনিষ্ট করার চেষ্টাও করবে না, তাহলে প্রচন্ড আযাব আসবে। অনুকূলে আয়াত ঃ "এটা আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব একে ছেড়ে দাও- আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াবে। আর কোন প্রকার কুমতলবে এটাকে স্পর্শ করো না, অন্যথায় এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাব তোমাদের গ্রাস করবে।" (আ'রাফঃ ৭৩)

পানি পানের ব্যাপারেও স্পষ্ট নীতি নির্ধারণ ছিল। আল্লাহর উষ্ট্রী একদিন পানি পান করবে সেই দিনটিতে জনসাধারণের পশুদের জন্য পানি পান-এমনকি পানির কাছে যাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। একদিন পরপর পালাক্রমে তাদের পশুগুলি পানি পান করবে। অনুকুলে আয়াত "আর তাদেরকে আপনি স্পষ্ট ঘোষণা শুনিয়ে দিন যে, পানি তাদের ও (আমার) উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টিত হল, এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্য নির্দিষ্ট দিনক্ষণে পানি পান করতে আসবে।" (আল-কামার ঃ ২৮)

পানাহারের সুযোগ-সুবিধাসহ উষ্ট্রীটি দীর্ঘদিন দাপটের সাথে ঐ জনগোষ্ঠীতে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছিল- মূলতঃ তা ছিল এক চ্যালেঞ্জের ফলশ্রুতি। তদানীন্তন আরবে পানি ছিল এক মহামূল্যবান সম্পদ। আর এই সম্পদ করায়ত্ত করার জন্যই গোত্রে গোত্রে চলত দীর্ঘ লড়াই। প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে হলেও কুপের পানি নেয়ার অধিকার অজ্যন করতে হবে- এ চ্যালেঞ্জ তাদের জন্মগত। এমনি পরিবেশে একজন সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তির-যার না ছিল জনবল, না ছিল অস্ত্রবল-সৈন্যবল-তাদের জীবন-মরণ সম্পদ পানি বন্টনের ঘোষণা উচ্চারণ করাটা তাদের জন্য ছিল সর্বাধিক কঠিন চ্যালেঞ্জ। পানি বরাদ্দের ঘোষণায় তাদেরকে দারুণ পানি সংকটে পড়তে হচ্ছে। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পানির অধিকার মাত্র একটি উষ্ট্রীর জন্য সংরক্ষিত আর সারা জাতির জনগণ ও পশুপালের জন্য মাত্র পঞ্চাশভাগ- এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার পূর্বে তাদের উচিত ছিল ঘোষণাকারী কঠিনতম মুকাবিলা করা। কিন্তু অসহায় এই ব্যক্তি হযরত সালেহ (আ.)-এর দেয়া এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে তারা সাহস পায়নি। শুধু তাই নয়, উষ্ট্রীর চারণভূমি ছিল তাদেরই ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা। যেখানে খুশি, যার বাগানে বা খেজুর ক্ষেতে খুশী স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে খাবে,

www.pathagar.com

বিচরণ করবে- অথচ কেউই তাকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করতে পারবে না। একটি উষ্ট্রীর এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা দীর্ঘকাল বরদাশত করাটাই প্রমাণ করে যে, সামূদ জাতির অন্তরে এক অদৃশ্য শক্তির ভয় বিদ্যমান ছিল। তাই সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে তারা দীর্ঘ দিন সাহস পায়নি। বস্তুত এই উষ্ট্রীটি গোটা জাতির জন্যই এক বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিল। জনসাধারণ মনে মনে কুণ্ঠিত হতে লাগল। পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা স্বেচ্ছাচারী সর্দার ব্যক্তিকে ডেকে বললঃ তুমি তো খুব সাহসী ও নির্ভীক ব্যক্তি, একটু হিম্মত করে উষ্ট্রীকে খতম করে দাও আর প্রমাণ কর তোমার বাহাদুরী। তাদের উস্কানীতে পড়ে সর্বাধিক পাষণ্ড সেই ব্যক্তি স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিল এ দায়িত্ব এবং মেরে ফেলল উষ্ট্রীকে। অনুকূলে আয়াতঃ "অতঃপর সেই লোকগুলি তাদের সংগীকে ডাকল; তখন সে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল।" (কামারঃ ২৯)

৩. 'ফাদামদামা'- অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আযাবে পাকড়াও করলেন। উষ্ট্রীকে হত্যা করে তারা সালেহ (আ.)-কে ভর্ৎনা করে বলল, কথায় কথায় যে আযাবের ধমক দিতে, নিয়ে এসো দেখি সে-ই আযাব। অনুকূলে আয়াতঃ "আর তারা সালেহকে বলল, নিয়ে এসো সেই আযাব যার ধমক তুমি আমাদের দিয়ে থাক- যদি তুমি সত্যিই একজন রসূল হয়ে থাক।" (আ'রাফঃ ৭৭) সালেহ (আ.) অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হয়ে সেই জনপদ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে যে কথাটি বলেছিলেন, তা এভাবে ইরশাদ হয়েছেঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! আমি আমার রব-এর পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি; আর আমি তোমাদের প্রচুর কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমরা কল্যাণকামীকেই পছন্দ কর না।" (আ'রাফঃ ৭৯) তিনি আরো বলেছিলেনঃ "আর মাত্র তিনটা দিন তোমরা তোমাদের আবাসে মজা লুটতে থাক।" (হূদ ঃ ৬৫) এই নোটিশের মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই শেষরাতে এক মহা প্রলয়ংকারী নিনাদ গর্জে উঠল; ফলে প্রচন্ড ভূ-কম্পন শুরু হল এবং নিমিষে গোটা জাতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। সকাল বেলা নিষ্পেষিত ও পর্যুদস্ত মৃত লাশগুলিকে এমন দেখাচ্ছিল, যেন কোন হিংস্র দানব কোন জংগলকে পিষে-দুমড়ে ভূষিতুল্য করে ফেলেছে। অনুকূলে আয়াতঃ "আমরা কেবল তাদের উপর একটি প্রচন্ড নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম, ফলে তারা বাথানধারীদের চূর্ণ-বিচূর্ণ ডালপালার মতই ভূষি হয়ে গেল।" (আল-কামারঃ ৩১)

www.pathagar.com

৪. 'ফাসাওওয়াহা'- অর্থাৎ সামূদ জাতির সকলকেই একযোগে আযাব পাকড়াও করেছিল। কেউ রেহাই পায়নি আযাব থেকে। আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে জানা যায় যে, সর্বাধিক হতভাগা লোকটি একাকী একাজ করলেও পরোক্ষভাবে জাতির ছোটবড় সকলেই এর সংগে জড়িত ছিল। সক্রিয়ভাবে হয়তো বা দু-চারজন একাজে অংশগ্রহণ করে থাকবে, কিন্তু নীতিগতভাবে সবাই এ কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। তাই তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-সবাই একসংগে আযাবে ধ্বংস হয়েছিল। এছাড়া সকলেই নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর অন্য ব্যাখ্যা এই যে, প্রচন্ড ভুমিকম্পে যমীন সমতল হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষ নিস্পেষিত হয়ে মাটির সংগে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

৫. 'উকবাহা'– অর্থাৎ সামূদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করার কারণে আল্লাহর উপর কেউ কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে, এ জাতির কোন সমর্থক তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে- এমন কোন ভয় বা বিপদাশংকা তিনি মোটেই করেন না। তাঁর ক্ষমতা ও স্বার্বভৌমত্ব নিরংকুশ। তিনি দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশার মত নন। পার্থিব কোন প্রবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজও কোন জাতির বিরুদ্ধে, কোন পরাশক্তিও কোন দুর্বল দেশের বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনার পূর্বেই একশতবার চিন্তাভাবনা করে থাকে, তাদের সমর্থকদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করে থাকে। এখানে অপরকে হত্যা করলে, নিজেও নিহত হওয়ার আশংকায় থাকে। এখানে যারা অপরকে আক্রমণ করে, তারাও অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু কারো পক্ষ থেকেই কোন প্রকার প্রতিশোধের আশংকা করেন না।

সুদ্দী, দাহ্হাক ও কালবীর মতে- "ওয়ালা ইয়াখাফু উকবাহা" উষ্ট্রী হত্যাকারীর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তারা বলেন, সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি উষ্ট্রী হত্যার ফলে কি ভয়ংকর প্রতিশোধ উষ্ট্রীর মালিক তার তথা সমগ্র জাতির উপর গ্রহণ করতে পারেন- এ ভয়ে সে ভীত ছিল না।

অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তাদের রসূল হযরত সালেহ (আ.) মোটেই শংকিত হননি- এই আশংকায় যে, পুরা সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ায় তাদের মিত্রপক্ষ থেকে কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে- তাঁর বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

৯২. সূরা আল-লাইল

নামকরণ ঃ সূরার প্রথম শব্দ 'আল-লাইল'- কেই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থান ঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মাদানী। বিষয়বস্তুর আলোকে দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, সূরাটি মক্কা শরীফেই নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে দুরাইস, নাহহাস ও বায়হাকী বলেন, সূরাটি মক্কী। ইবনে যুবাইরের বরাতে ইবনে মারদুইয়া এ মত-ই পোষণ করেছেন।

নাযিলের সময়কাল ঃ পূর্ববর্তী সূরা আশ্-শামস এবং এ সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর এতো অধিক মিল রয়েছে, যা থেকে অনুমান করা অহেতুক নয় যে, সূরা দুটি সমসাময়িক কালেই নাযিল হয়েছে। সূরা 'আল-আ'লা'-র পরই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

বিশেষত্বঃ জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যুহর ও আসরের নামাযে সূরা আল-লাইল এবং অনুরূপ আর একটি সূরা পাঠ করতেন। (বায়হাকী)

হাদীস ঃ আনাস (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে নিয়ে বিলম্বে যুহর নামায পড়াকালে সশব্দে তিলাওয়াত করেন সূরা আশ-শামস এবং সূরা আল-লাইল। নামায শেষে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ নামাযে কি আপনি নতুন কোন বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ না, কিন্তু আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তোমাদেরকে নামাযের ওয়াক্ত অবহিত করি। (তাবারানী)

মূল বক্তব্য ঃ হক তা'আলা শানুহু মানুষের জন্য পরস্পর বিরোধী দুটি পথ উন্মুক্ত রেখেছেন। উভয় পথের পথিককে পরস্পর বিরোধী শুভ অথবা অশুভ- যে কোন একটি পরিণাম ভোগ করতে হবে- এটাই সূরাটির মূল বক্তব্য।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ঃ ১-৩ আয়াতে পরস্পর বিরোধী তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের শপথের পরই এর সম্পূর্ণ বিপরীত আলোকোজ্জ্বল দিবসের শপথ করা হয়েছে। শেষে মানব প্রজাতিকে যে পরস্পর

www.pathagar.com

বিরোধী দুটি লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী বিদ্যমান, তার স্রষ্টার শপথ করা হয়েছে।

৪ নং আয়াতটি হচ্ছে শপথের জওয়াব। বলা হয়েছে ঃ মানুষের শ্রম-তৎপরতাও বিভিন্নমুখী দুটি খাতেই প্রবাহিত হয়ে থাকে।

৫-৬ আয়াতে উল্লেখিত দুটি খাতের মধ্যে কল্যাণকর খাতের পরিচয় প্রথমে পেশ করা হয়েছে। তিনটি বিশেষ গুনের সমাহারে রচিত এই কল্যাণকর পথটি। এ পথের পথিকদের বৈশিষ্ট্য হবেঃ (১) সে আল্লাহর পথে সাদকা-খয়রাত করবে, (২) সে হবে পরহেযগার, আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করে সে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে, (৩) আর সে কল্যাণের পথকে (শরীয়তে মুহাম্মদী) সত্য বলে মেনে নিবে।

৭ নং আয়াতে কল্যাণকর পথের পথিকের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ জান্নাতমুখী এ পথে চলাকে আমরা পথিকের জন্য অত্যন্ত সহজ করে দিব।

৮-৯ আয়াতে দ্বিতীয় খাতের পরিচয় পেশ করা হয়েছে। এ অকল্যাণকর পথও তিনটি বিশেষ দোষের সমাহারে রচিত। এর পথিকের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছেঃ (১) সে আল্লাহর রাস্তায় ধনসম্পদ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, (২) সে আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি বিমুখ হবে, বেপরওয়া হয়ে উঠবে, (৩) আর সে কল্যাণের পথকে মিথ্যা মনে করবে।

১০ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা শরীআতে মুহাম্মদীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তাদের জন্য জাহান্নামগামী পথ চলাকে আল্লাহ্ সহজ করে দিবেন।

১১ নং আয়াতে মানুষের প্রতি অতীব মর্মস্পর্শী আবেদন রাখা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ মানুষ এত শ্রম-সাধনা ও চেষ্টা-তৎপরতা অবিশ্রান্তভাবে চালিয়ে স্তুপতুল্য ধনৈশ্বর্য গড়ে তোলে, সে কি কখনও দেখেছে অথবা শুনেছে যে, কোন লোক তার সম্পদ কবরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে? কবরের মুখ থেকেই তো তা ফিরে এসেছে তার পরিবার-পরিজনের সাথে। তাহলে স্তুপতুল্য ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসল?

১২ নং আয়াতে তওহীদের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে যে, উক্ত দুটি পথ বলে দেয়ার দায়িত্ব আমার। তাই আমার দায়িত্ব পালনে আমি আম্বীয়া-মুরসালিন ও আসমানী কিতাব নাযিল করেছি। সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত করে দিয়েছি উভয় পথ।

www.pathagar.com

১৩ নং আয়াতেও তওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ আমারই মুষ্টিবদ্ধ। যদি দুনিয়ার কল্যাণ পেতে চাও, তবে আমার কাছেই তা পাবে; আর যদি আখিরাতের সাফল্য চাও, তবে আমার কাছেই প্রার্থনা কর।

দুটি পথের পরিচয় ও পরিণাম বর্ণনা করার পর এবং তওহীদের আহ্বান জানিয়ে দেয়ার পর ১৪-১৬ আয়াতে বলা হয়েছে- আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। চরম হতভাগারাই সেখানে অবস্থান করবে, যারা ঈমান ও আনুগত্য কবুল করেনি, সাদকা-খায়রাত করেনি, পরহেযগারী অবলম্বন করেনি এবং সত্যের আহ্বানকে অস্বীকার করতঃ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

১৭-২১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ লেলিহান শিখা থেকে তাদেরকেই নিরাপদ রাখা হবে, যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে সাদকা-খয়রাত করে পূর্ব প্রদর্শিত কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। শেষ আয়াতে নিষ্ঠাবান বান্দাদের লেলিহান শিখা থেকে নিরাপদ রাখার ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, এমন অফুরন্ত নিআমত আমি অচিরেই তোমাদেরকে দান করব, যা পেয়ে তোমাদের মন আনন্দে ভরে উঠবে। আর তোমাদের আনন্দিত দেখে আমিও আনন্দিত হব।

www.pathagar.com

৯২. সূরা আল-লাইল

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ① وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ② وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

وَالْاُنْثٰى ③ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ④

وَالَّيْلِ = শপথ রাতের, اِذَا = যখন, يَغْشٰى= তা আচ্ছন্ন করে নেয়, وَالنَّهَارِ= শপথ দিবসের, تَجَلّٰى= তা আলোকোজ্জল হয়ে উঠে, وَمَا[১]= আর সেই সত্তারও শপথ যিনি, خَلَقَ = সৃষ্টি করেছেন, الذَّكَرَ= পুরুষ, الْاُنْثٰى= নারী, اِنَّ= নিশ্চিত, سَعْيَكُمْ[২]= তোমাদের চেষ্টা-সাধনা, لَشَتّٰى= অবশ্যই বিভিন্নমুখী।

---

(১) শপথ রাতের যখন তা (অন্ধকারে) আচ্ছন্ন করে। (২) আর শপথ দিবসের যখন তা আলোকোজ্জল হয়ে উঠে। (৩) আর সেই সত্তারও (আল্লাহ্‌র) যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন (৪) নিঃসন্দেহে তোমাদের চেষ্টা-সাধনা বিভিন্নমুখী।

---

১ 'ما' শব্দটির ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য রয়েছে। হাসান বসরী, আবু উবায়দা ও কালবী বলেন, 'মা' শব্দটি এখানে الموصولة হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় এর অর্থ হচ্ছে- যিনি (আল্লাহ্‌) নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। তাদের মতে আল্লাহ্‌ এখানে স্বীয় সত্তার কসম করেছেন। আল্লামা মওদুদী এমত-ই পোষণ করেছেন। মুকাতিল বলেন ঃ 'মা' শব্দটি এখানে مصدرية হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় এর অর্থ হচ্ছে- যে সমস্ত পুরুষ-স্ত্রী সৃজিত হয়েছে, তাদের শপথ। তাঁর মতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম, হাওয়া ও বনী-আদম, সকলেরই শপথ করেছেন।

২. سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى অর্থাৎ নিঃসন্দেহে মানুষের চেষ্টা-সাধনা বিভিন্নমুখী। ১-৩ আয়াতে রাত-দিন ও পুরুষ-স্ত্রীর যে শপথ করা হয়েছে ৪নং আয়াত তারই

www.pathagar.com

জওয়াব। রাত ও দিন যেমন পরস্পর বিপরীত, পুরুষ ও স্ত্রীও তেমনি পরস্পর বিপরীত লিংগের। মানব জীবনের যাবতীয় চেষ্টা-সাধান ও শ্রম-অধ্যবসায় তেমনি দুটি পরস্পর বিরোধী খাতে প্রবাহিত। আর অনিবার্যভাবেই দুটি খাতের পরিসমাপ্তি ঘটে দুটি পরস্পর বিরোধী চূড়ান্ত মনযিলে। ইনসানের প্রতিটি আমলেরও পরস্পর বিরোধী দু-প্রকার প্রতিফল রয়েছে। তার কোন আমল পাপ অর্জন করে আর কোন আমল পুণ্য সঞ্চয় করে। সে নিজেই হয় সিরাতুল মুস্তাকীমের পথিক, নয়তো সাবীলিশ-শয়তানের পথিক। হয় সে হিযবুল্লাহর দলভুক্ত, নয়তো হেযবুশ-শয়তানের। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫ দ্রষ্টব্য)

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۝٧

فَأَمَّا = পরন্তু, অতএব, مَنْ = যে লোক, أَعْطَى[১] = দান করে, وَاتَّقَى[২] = এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, وَصَدَّقَ = সত্য বলে গ্রহণ করে, بِالْحُسْنَى[৩] = উত্তম বিষয় বা কল্যাণের পথ, فَسَنُيَسِّرُهُ = তবে আমরা তার জন্য সহজ করে দেব, لِلْيُسْرَى[৪] = সহজ পথ।

---

(৫) পরন্তু যে লোক (আল্লাহর রাস্তায়) দান করে (৬) আর সত্য বলে গ্রহণ করে উত্তম বিষয় (দীন ইসলাম) (৭) আমরা তার জন্য সহজ করে দেব সহজ পথ।

শানে নুযুল ঃ আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রাথমিক কালে মক্কায় কোন ক্রীতদাস-দাসী ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মনিবগণ তাদের উপর অকথ্য যুলুম-উৎপীড়ন করত। হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা.) মুক্তিপণ প্রদান করে এসব দুর্বল নওমুসলিমদের মুক্ত করে দিতেন। তখন তাঁর পিতা তাঁকে বলেন- হে আমার পুত্র! আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি কেবল অসহায় দুর্বল লোকদের মুক্ত করছ। অথচ যদি তুমি শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম মুক্ত করতে, তাহলে তারা তোমাকে প্রয়োজনে শত্রুর মুকাবিলায়

www.pathagar.com

হেফাজত করতে পারত। উত্তরে তিনি বলেন, হে আমার পিতা আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একাজ করে থাকি। তখন উক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হয়। (ইবনে জারীর, ইবনে আসাকির)

১. أعطى– পরস্পর বিরোধী যে দুটি পথের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে- তার একটি পথের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে ৫-৬ আয়াতদ্বয়ে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ সে উন্মুক্ত মনে তার উপর আরোপিত আল্লাহর ও বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করে। শরীআতের বিধান অনুযায়ী সে জমাকৃত অর্থ, অলংকারাদি, গবাদি পশু ইত্যাদির যাকাত আদায় করবে। সে দান খয়রাত করবে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে- মোটকথা ওয়াজিব ও নফল সাদকা সানন্দচিত্তে আদায় করবে।

২. واتقى– দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ সে হবে পরহেযগার। তার অন্তরে আল্লাহর ভয় চিরজাগরূক থাকবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে আল্লাহর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আল্লাহর অসন্তোষ উদ্রেককারী সর্বপ্রকার কাজ থেকে সে নিজেকে দূরে রাখবে।

৩. 'সাদ্দাকা বিল-হুসনা'– এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ সে সৎকর্মের প্রতিফল (সওয়াব) লাভকে সত্য বলে মনে করে। দাহহাক ও সালামী বলেন, এর অর্থ হচ্ছেঃ সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ কলেমা তায়্যিবাকে সত্য বলে স্বীকার করে। ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-কে হুসনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ হুসনা অর্থাৎ জান্নাত। মুজাহিদ এ মত পোষন করেন। আল্লামা মওদূদী বলেন, এর অর্থ- সে কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য বলে মেনে নেয়। কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে- সে আকীদা-বিশ্বাসে, নৈতিকতায় এবং বাস্তব কর্মে, এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভালো ও কল্যাণের স্বীকৃতি দেয়। আকীদা-বিশ্বাসে এর প্রতিফলন হচ্ছেঃ সে নাস্তিকতা ও কুফরী পরিত্যাগ করে তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে সত্য বলে মেনে নেয়। নৈতিকতা ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এর প্রতিফলন হচ্ছেঃ সে শরীআতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে মেনে নেয়।

৪. 'লিল-ইউসরা'–এর ব্যাখ্যাতেও মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সৎ ও কল্যাণের কাজ করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আল্লামা

www.pathagar.com

মওদূদী এমত-ই পোষণ করেন। যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, জান্নাতের উপযোগী আমল করা এবং তারই বরকতে জান্নাতে পৌঁছানো সহজ হয়ে যাবে। আল্লামা সাইয়েদ মওদূদী বলেন, উপরোক্ত যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির ফলশ্রুতিতে মানব প্রকৃতিতে এমন সব গুনের সমাবেশ ঘটে, যার দরুণ আল্লাহর মর্জিমত এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসৃত পথে চলতে তাকে বিবেকের সাথে লড়াই করতে হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নেক আমল করাকে তার স্বভাব সম্মত এবং মজ্জাগত করে দেন।

অনুকূলে হাদীস ঃ আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা জান্নাতুল বাকীতে নবী করীম (সা.)-এর সংগে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য জান্নাতে একটি এবং জাহান্নামে একটি আসন সংরক্ষিত না থাকে। তখন তাঁরা বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তাহলে কি আমরা আমাদের (সালেহ আমলের উপর) ভরসা করতে পারি না? উত্তরে তিনি বলেনঃ তোমরা আমল করতে থাক। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে সব কাজকেই সহজ করে দেয়া হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তিকে সৌভাগ্যবান সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সেই স্তরে পৌঁছার উপযোগী যাবতীয় কাজই তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তিকে দুর্ভাগা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সেই স্তরে পৌঁছার অনুকূলে যাবতীয় কাজই তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। একথা বলে তিনি ৫-১০ আয়াতগুলি তিলাওয়াত করেন। (বুখারী, মুসলিম)

বস্তুত মানুষ যখন দৃঢ়তার সাথে সংকল্প গ্রহণ করে যে, সে কল্যাণ ও সত্যের পথে চলবে আর পাপ ও অসত্যের পথকে তার জন্য অবাঞ্ছিত ও অনুপযুক্ত মনে করে তা বর্জন করবে, সিদ্ধান্তের উপরই অটল থেকে সে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করবে এবং তাকওয়ার জীবন অবলম্বনের মাধ্যমে প্রমাণ করবে যে, সে তার সিদ্ধান্তে অনড়, তখনই আল্লাহ তার জন্য এপথকে সহজ করে দিবেন। আর যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে মদদ আসবে তখনই যাবতীয় ঘৃণিত কাজের প্রতি তার অন্তরে সৃষ্টি হবে দারুণ ঘৃণা। পাপের পথে অগ্রসর হতে চাইলেই বিবেক তাকে এমনভাবে দংশন করতে থাকবে যে, তার পক্ষে ঐ পথে চুল পরিমাণ অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব হবে না। তখন সালেহ আমল তার অন্তরে অনুভব করবে অনাবিল শান্তি। যখন আযান-ধ্বনি তার কানে পৌঁছবে, তখন জামাআতে নামায আদায় না করা পর্যন্ত তার সমস্ত ধন-সম্পদ তার নিকট অপবিত্র মনে

www.pathagar.com

হবে। রমজানের রোযা পরিত্যাগ করে দিবাভাগে পানাহার তার অন্ননালীতে কিছুতেই নিম্নগামী হয় না। হজ্জের যোগ্যতা থাকলে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে ছুটে আসবে খানায়ে কা'বায়। মোটকথা এ পথে চলার জন্য সে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতি পদে পদে সাহায্য লাভ করবে। আল্লাহ তার পরিবেশ অনুকূল বানিয়ে দিবেন।

প্রশ্নঃ সূরা 'আল-বালাদ'-এ জান্নাতগামী 'আকাবার এ পথটিকে দুর্গম পথ বলে অভিহিত করা হয়েছে, অথচ অত্র সূরায় একই পথকে সহজতর পথ বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ মানুষ মাত্রই তার মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী চালিকাশক্তি বিদ্যমান আছে। একটি 'নফস্' এবং অপরটি 'রূহ'। যে লোকটির উপর নফ্স প্রাধান্য বিস্তার করে, সে তার একান্ত অনুগত গোলামে পরিণত হয়। নফস্ তখন তাকে তার সমস্ত বাসনা-কামনা চারিতার্থে ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে 'রূহ' হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট নিআমত। যে কোন প্রকার পাপ কাজে বিবেক বাধা দিবে এটাই তার ধর্ম। বিবেকের বাধা উপেক্ষা করলে এর বাধাদানের শক্তি লোপ পেতে থাকে। এক পর্যায়ে বিবেক সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখনই এর বিপরীত শক্তি নফস্ প্রাধান্য লাভ করে তার ধারককে তার দাসে পরিণত করে। আর যদি বিবেকের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়, এর সজীবতা বজায় রাখা হয়, তাহলে এর বিপরীত শক্তিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন লোকটি বিবেকের পরিচালনাধীন সত্তায় পরিণত হয়। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলে থাকি- লোকটির রূহানীয়াত আছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, 'যিকরুল্লাহ' হচ্ছে রূহের খোরাক। (বিস্তারিত দেখুন প্রথম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠায়)

রূহানীয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আকাবা-র পথে চলা আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। এ পথে চলতে সে আনন্দিত হয়। নৈতিক পতনের গহ্বরে নিপতিত হতে সে কখনও প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে নফ্সানিয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য নৈতিক পতনের অতল গহবরে তলিয়ে যাওয়াতেই আনন্দ। আকাবা-র পথটি তার জন্য একেবারেই অনতিক্রম্য। তাই উপসংহারে বলা যায় যে, মূল চালিকাশক্তির উপরই এই পথ সুগম অথবা দুর্গম হওয়া একান্তভাবে নির্ভরশীল। রূহানীয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আকাবার পথটি অত্যন্ত সুগম, আর ফুজুরের পথটি তার জন্য ভীষণ দুর্গম। পক্ষান্তরে নফসানিয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ফুজুরের পথটি অতীব সুগম আর আকাবা-র পথটি দারুণ দুর্গম।

www.pathagar.com

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨ فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْعُسْرَى ⑩ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪

بَخِلَ[১] = কার্পণ্য করে, وَاسْتَغْنَى[২] = এবং নিজেকে মুখাপেক্ষীহীন মনে করে, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى[৩] = এবং মিথ্যা মনে করে/বর্জন করে উত্তম বিষয়কে বা কল্যাণ ও মঙ্গলকে, لِلْعُسْرَى[৪] = কঠোর পরিণামের পথ বা ধ্বংসের পথে (চলার জন্য), وَمَا يُغْنِي عَنْهُ = আর না তার কোন উপকারে আসবে, مَالُهُ = তার ধন-সম্পদ, إِذَا تَرَدَّى[৫] = যখন সে ধ্বংস হবে।

---

(৮) আর যে কার্পণ্য করে এবং নিজেকে মুখাপেক্ষীহীন মনে করে (৯) এবং যা উত্তম তা মিথ্যা মনে করে (১০) তার জন্য সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। (১১) আর কোন উপকারে আসবে না তার ধন-সম্পদ, যখন সে ধ্বংস হবে।

---

১. بَخِلَ- দ্বিতীয় পথটিরও তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার প্রথমটি হচ্ছেঃ এর পথিক হবে বখীল বা কৃপন। প্রচলিত অর্থে বখিল তাকেই বলে- যে কারুনের ন্যায় স্তুপতুল্য ধনৈশ্বর্য জমা করাতেই আনন্দ পায়, তা না নিজের জন্য ব্যয় করে, আর না স্বীয় পরিবার পরিজনের জন্য। আবার সমাজে এমন লোকও রয়েছে যারা নিজ পরিবার-পরিজনের ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জন্য দু-হাতে অর্থ লুটায়; অথচ তাদের উপর অর্পিত ফরয যাকাত আদায়ে, ওয়াজিব সাদ্‌কা-খয়রাত করতে এবং জনকল্যাণমূলক খাতে এক পয়সাও খরচ করতে প্রস্তুত নয়। আয়াতে এরূপ কৃপণের কথাই বলা হয়েছে। বখিলতা এমন এক চারিত্রিক দোষ যার কারণে মানুষ অত্যন্ত পাষাণ-হৃদয় ও অর্থগৃধ্নু হয়ে পড়ে। কুরআন হাদীসে বহুবার এই মারাত্মক ব্যাধিটির কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সূরা আলে-ইমরানের ১৮০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ "আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সেগুলিতে কার্পন্য করাকে যেন তারা নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং তা তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিয়ামতের দিন তাদের কার্পন্যের সম্পদ তাদের গলার বেড়ি হবে।"

www.pathagar.com

যারা নিজেরা বখীলতা করে এবং অপরকে বখীলতা শিক্ষা দেয়, তাদেরকে বখীল হতে উদ্বুদ্ধ করে- তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে সূরা নিসার ৩৭ আয়াতেঃ "যারা কৃপণতা করে এবং লোকদের কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর লুকিয়ে রাখে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের যা কিছু দান করেছেন, আমরা কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"

হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যখনই আল্লাহর বান্দা সকালে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন দোয়া করতে থাকেন, হে আল্লাহ! দাতাকে প্রতিদান দিন। আর অন্য জন দোয়া করেন, ইয়া আল্লাহ! কৃপণকে লোকসান দিন। (বুখারী, মুসলিম) সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বখীল সে-ই যে আল্লাহর ফরয যাকাত আদায়ে বখীলতা করে। তার জন্য জাহান্নামে বিষধর সর্পদংশনের আযাব প্রস্তুত রয়েছে। হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ মাল একটি বিষধর সাপে পরিণত হবে, যার মাথায় থাকবে দুটি কালো দাগ। তা তার গলদেশে হাসুলির ন্যায় জড়িয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ তার দুই চোয়ালে দংশন করে বলবে, আমি তোমার মাল, আমিই তোমার জমাকৃত সম্পদ। অতঃপ রসূলুল্লাহ (সা.) তিলাওয়াত করলেনঃ সূরা আলে-ইমরানঃ ১৮০ নং আয়াত। (বুখারী)

২. وَاسْتَغْنَىٰ- অর্থাৎ তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ সে আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করার ভয়ে ভীত থাকার পরিবর্তে হয়ে উঠে আল্লাহ বিমুখ। আল্লাহর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না হয়ে সে আল্লাহর প্রতি হয় অমুখাপেক্ষী। হযরত ইবনে অব্বাস (রা.) এ মত পোষণ করেছেন। অনেকের মতে, এটাই বখীলতার কারণ। কেননা সে দান-খয়রাতে আখিরাতের সওয়াব লাভের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। তাই সে সাদ্কা-যাকাত দান করে না। অথবা সে দুনিয়ায় ভোগবিলাস ও লালসাকে প্রাধান্য দান করে থাকে আখিরাতের নিয়ামতের উপর। ফলে সে আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর নিআমতরাশির প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে। আল্লামা মওদুদী প্রথম মতটি গ্রহণ করে বলেন- আল্লাহর প্রতি সে এতোটা অমুখাপেক্ষী হয়ে উঠে যে, কোন কাজে তাঁর সন্তুষ্টি এবং কোন কাজে তাঁর গযব- সে বিষয়ে সে আদৌ পরওয়া করে না।

www.pathagar.com

৩. كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - এটা হচ্ছে পথটির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। সে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ, যে পথ তাকে জান্নাতে পৌঁছাতে সক্ষম, সেই পথকে মিথ্যা মনে করে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই অনিবার্য কারণেই সে হয় অকল্যাণ, অসুন্দর ও অসত্য পথের পথিক, যে পথ তাকে পৌঁছে দেয় লেলিহান শিখাময় জাহান্নামে। হুসনার বর্ণনা ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে।

৪. لِلْعُسْرٰى-এর শাব্দির অর্থ হচ্ছে কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে জাহান্নামকেই বুঝানো হয়েছে। শেষোক্ত যে অকল্যাণ, অসুন্দর ও অসত্য পথটির পরিচয় ৮-৯ আয়াতদ্বয়ে পেশ করা হয়েছে, সেই পথে চলাকে পথিকদের জন্য অত্যন্ত সহজ করে দেয়া হবে। আয়াতে এ কথাটি বুঝানো হয়েছে। জাহান্নামগামী এই পথে চলার অনুকূলে যাবতীয় কাজকর্ম এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনভাবে সহায়ক করে দেয়া হবে যে, পথিক এ পথে চলতে আনন্দ পাবে। তার রূহের অপমৃত্যু হয়ে যাবে, নফ্‌স নামক পশুটি শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে পড়বে। তার স্বভাব-প্রকৃতিতে এমন বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য পাবে, যাতে জাহান্নামে পৌঁছার যাবতীয় কাজ তার মজ্জাগত হয়ে যাবে।

৫. اِذَا تَرَدّٰى -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। মুজাহিদ বলেন, যখন সে মরে যাবে তখন তার মাল সম্পদ কোন কাজে আসবে? কাতাদা, আবু সালেহ এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, যখন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার ধন-সম্পদ কোন ফায়দা দিবে তাকে?

আয়াতটিতে হতভাগা জাহান্নামীদের সম্বিত ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছেঃ আল্লাহর আরোপিত ফরয যাকাত আদায় না করে, তোমাদের উপর অর্পিত ওয়াজিব সাদ্‌কা-খয়রাত না করে তোমরা যে বিপুল ধনরাশি পুঞ্জীভূত করছ, এগুলি তোমাদের কোন কাজে আসবে? কি ফায়দা তোমরা পাবে এসব থেকে? স্তুপতুল্য তোমাদের ধনৈশ্বর্য না তোমাদেরকে ফায়দা পৌঁছাবে- না হাশরের ময়দানে, আর না জাহান্নামে। তোমাদের সম্পদ তো তোমরা কবরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। ফিরে আসবে কবরের মুখ থেকে এগুলি। হাদীসঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে। তার পরিবার-পরিজন, তার মাল-সম্পদ ও তার আমল। অতঃপর দুটি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে যায়। ফিরে আসে তার পরিবার-পরিজন ও তার মাল-সম্পদ, আর সংগে রয়ে যায় তার আমল। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ⑫ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ⑬ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظّٰى ⑭ لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى ⑮ الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ⑯

اِنَّ = নিঃসন্দেহে, عَلَيْنَا = আমাদের দায়িত্বে, لَلْهُدٰى [1] = হেদায়াত করা, وَاِنَّ لَنَا [2] = আর অবশ্যই আমাদের জন্য (মালিকানা), لَلْاٰخِرَةَ = পরকালের, وَالْاُوْلٰى = আর ইহাকালেরও, فَاَنْذَرْتُكُمْ = অতএব আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি, نَارًا = আগুনের, تَلَظّٰى [3] = লেলিহান শিখা, لَا يَصْلٰهَا = তথায় (জাহান্নামে) কেউ প্রবেশ করবে না, اِلَّا الْاَشْقَى [4] = চরম হতভাগ্য ব্যতীত, الَّذِىْ = যে, كَذَّبَ = মিথ্যারোপ করল, وَتَوَلّٰى = এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।

---

(১২) আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র পথ বলে দেয়া (১৩) এবং অবশ্যই আমাদের মালিকানাধীন রয়েছে পরকাল ও ইহকাল। (১৪) অতএব আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি আগুনের লেলিহান শিখা সম্পর্কে (১৫) তাতে সেই চরম হতভাগা প্রবেশ করবে (১৬) যে মিথ্যারোপ করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।

---

১. 'আলাইনা লাল্‌হুদা'– অর্থাৎ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু মানুষ সৃষ্টি করে তাকে দিগভ্রান্ত অবস্থায় ছেড়ে দেন নি; বরং তাকে সঠিক ও সত্য-সুন্দর পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি আম্বীয়া-মুরসালীন ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন কোনটি সঠিক ও কল্যাণের পথ, আর কোনটি ভুল ও ধ্বংসের পথ; কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম; কোন পন্থা ও আচরণ গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হতে হয়। "সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌রই দায়িত্ব, অবশ্য বাঁকা পথও আছে।" (সূরা নাহলঃ ৯)

২. 'ওয়াইন্না লানা লাল্-আখিরাতা ওয়াল-উলা'– অর্থাৎ ইহজগত ও পরজগতের একচ্ছত্র মালিক তো আল্লাহ্, উভয় জগতের সবকিছুই তার মুষ্ঠিবদ্ধ। যদি তোমরা কেবল দুনিয়ার কল্যাণই চাও, তবে তার নিকট হতে তা লাভ করতে পারবে। আর যদি আখিরাতের কল্যাণ চাও, তাও তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত। অনুকূলে আয়াতঃ "কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে তাকে আমরা তার কিছু সওয়াব দান করি। আর কেউ আখিরাতের সওয়াব চাইলে তাকে আমরা তার কিছু

www.pathagar.com

দেই।" (আলে-ইমরানঃ ১৪৫) "যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল চায়, তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করে দিব। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায়, তাকে আমরা দুনিয়ার কিছু দিয়ে থাকি; আর আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।" (সূরা আশ্-শূরাঃ ২০)

৩. 'তালায্যা' -শব্দটি দ্বারা জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডলীর প্রচন্ডতা বুঝানো হয়েছে। জাহান্নামের আগুনের প্রচন্ডতার বিবরণ কুরআন-হাদীসে বহু স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সবচেয়ে কম শাস্তিযোগ্য জাহান্নামীর আযাব এতোটুকু হবে যে, তার পায়ের উপর আগুনের দুটি মাত্র অংগার রাখা হবে। হাদীসঃ নুমাই ইবনে বশীর (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু শাস্তিযোগ্য ব্যক্তির আযাব এই যে, তার দুই পায়ের উপর আগুনের দুটি অংগার রাখা হবে; আর তাতে তার মস্তিস্ক সিদ্ধ হতে থাকবে। সে মনে করবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কারো হচ্ছে না। অথচ সে-ই জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত। (বুখারী, মুসলিম)

৪. 'আল-আশ্কা'- শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'শাকী' শব্দ হতে। 'আল-আশ্কা হচ্ছে 'শাকী' শব্দের Superlative Degree অর্থাৎ সর্বাধিক হতভাগ্য। নিঃসন্দেহে কাফিররা হচ্ছে সর্বাধিক হতভাগা। তাই অনেক মুফাস্সিরের মতে 'আল-আশকা' দ্বারা কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে আশকা (সর্বাধিক হতভাগ্য) এবং 'আতকা' (সর্বাধিক পরহেযগার) ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তদানীন্তন সমাজের সর্বাধিক হতভাগা ও সর্বাধিক পরহেযগার ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে 'আশকা' বলতে আবু জেহেল এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ; আর 'আতকা' বলতে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা.)-কেই বুঝানো হয়েছে।

আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীসে-র ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে নিম্নরূপ। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ 'শাকী' ব্যতীত আর কেউ-ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তাকে প্রশ্ন করা হল- শাকী কে? তিনি বলেনঃ যে আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে আমল করে না, এবং প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহর অবাধ্যচরণ করে। (আহ্মাদ, ইবনে মাজা ও ইবনে মারদুইয়া) হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিনি অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল-ইয়া রসূলুল্লাহ! অস্বীকারকারী কে? তিনি বলেনঃ যে আমার আনুগত্য করল সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করল, সেই অস্বীকার করল। (বুখারী)

www.pathagar.com

وَسَيُجَنَّبُهَا الاَتْقَى ⑰ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى ⑱ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى ⑲ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الاَعْلٰى ⑳ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ㉑

وَسَيَتَجَنَّبُهَا = আর তা থেকে (জাহান্নাম থেকে) দূরে রাখা হবে, الاَتْقَى[১]= অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তিকে, الَّذِىْ = যে, يُؤْتِىْ= দান করে, مَالَهُ= তার ধন সম্পদ, يَتَزَكّٰى = পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে, وَمَا= নেই, لاَحَدٍ= কারো, عِنْدَهُ= তার নিকট, مِنْ نِّعْمَةٍ= কোন প্রকার অনুগ্রহ, تُجْزٰى[২]= প্রতিদানযোগ্য, اِلاَّ = ব্যতীত, ابْتِغَاءَ = অন্বেষণ, رَبِّهِ = তার রব, وَجْهِ= সন্তুষ্টি, الاَعْلٰى= মহানশ্রেষ্ঠ, وَلَسَوْفَ= অচিরেই, يَرْضٰى = সে সন্তুষ্ট হবে অথবা হৃষ্টচিত্ত হবে।

---

(১৭) আর তা থেকে দূরে রাখা হবে অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তিকে (১৮) যে তার ধন সম্পদ দান করে পবিত্রতা অর্জনের জন্য (১৯) আর এমন কেউ নেই, যার জন্য প্রতিদানযোগ্য কোন অনুগ্রহ তার উপর থাকে (২০) সে তো কেবলমাত্র মহান শ্রেষ্ঠ রব-এর সন্তুষ্টি অন্বেষনে তা করে (২১) আর অবশ্যই তিনি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন [অন্য অর্থঃ আর সে অবশ্যই (প্রতিদান প্রাপ্তিতে আখিরাতে) হৃষ্টচিত্ত হবে]।

শানে নুযূল ঃ উরওয়া (রহ.)-র বরাতে আবু হাতেম উল্লেখ করেনঃ আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এমন সাতজন ক্রীতদাস-দাসীকে মুক্ত করেন, যাদেরকে ঈমান আনয়নের কারণে অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত করা হচ্ছিল। তাঁরা হচ্ছেনঃ বিলাল, আমের ইবনে ফুহাইরাহ, নাহদিয়া এবং তাঁর কন্যা, যনীরাহ, উম্মু ঈসা এবং বনী মুমেল গোত্রের একজন বাঁদী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন)। তখন হযরত আবু বাকর (রা.) এর শানে ১৭-২১ আয়াত নাযিল হয়। আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বরাতে বাযযার, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আসাকির কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এমত পোষণ করেছেন। (ফাতহুর কাদীর)

www.pathagar.com

১. 'أَتْقَى'- শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'তাকী' হতে। এটা 'তাকী-র Superlative Degree, অর্থাৎ অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তিকেই কেবল জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। পূর্বোক্ত আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, অতীব হতভাগ্য ছাড়া আর কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না- এর অর্থ এই নয় যে, সাধারণ পাপীরা জাহান্নামে যাবে না। অনুরূপভাবে এ আয়াতের ব্যাখ্যায়ও তেমনি অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে না- এরূপ মনে করা ঠিক নয়। তদানীন্তন মক্কায় 'আশকা (চরম হতভাগ্য) ও 'আতকা' পরম খোদাভীরু উভয় চরিত্রের লোকই বিদ্যমান ছিল। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া উল্লেখ করেছেন- 'আতকা' দ্বারা হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা.)-কেই বুঝানো হয়েছে।

২. 'ওয়ামা লি-আহাদিন ইনদাহু মিন নিমাতিন তুজযা' - অর্থাৎ পূর্বে তার জন্য প্রদর্শিত কোন অনুগ্রহের বিনিময়ে এই 'আতকা' ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করে না। সে কেবল অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সন্তুষ্টি কামনায়। উপকারকারীর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার প্রতি উপকার প্রদর্শন করা যদিও শরীআতসম্মত সালেহ আমল, তবুও আয়াতটিতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ অর্থব্যয় কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে করা হয় না, বরং খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর রেযামন্দী হাসিলের জন্যই তা করা হয় যা পরের আয়াতটি থেকে প্রতিভাত হয়। নিয়ামতের পরিশুদ্ধিই আয়াতটির মূল লক্ষ্য।

www.pathagar.com

৯৩. সূরা আদ-দোহা

নামকরণ ঃ সূরার প্রথম শব্দ 'আদ-দোহা'কে সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার স্থান ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইবনে দুরাইস, নাহহাস, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী বলেন, সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ আলোচিত বিষয়বস্তু হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। নবুয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (সা.) ওহী গ্রহণে তখনও ততটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেননি- বিধায় তাঁর স্নায়ু মন্ডলীতে ওহী গ্রহণকালে তীব্র চাপ অনুভূত হত। 'আলেমুল গায়েব' আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁর হাবীবের মানসিক প্রশান্তির জন্য মাঝে মধ্যে ওহী বন্ধ রাখা জরুরী মনে করতঃ ক্ষণকাল ওহী নাযিল বন্ধ রাখেন। কাফির-মুশরিকরা বিষয়টির অপপ্রচার করে যে, মুহাম্মদের প্রভু তার উপর নারাজ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের এহেন অপপ্রচারের কারণে নবী করীম (সা.) এর মধ্যে যে নিদারুণ মর্মপীড়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার জন্যই মূলতঃ সূরাটি নাযিল হয়। পরে অবশ্য তিনি ওহী গ্রহণে অভ্যস্ত হযে পড়েন; তাই ওহী নাযিলে বিরতি দেয়ার আর প্রয়োজন দেখা দেয়নি। সূরা 'আল-ফজর' এর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

সূরার বিশেষত্ব ঃ এই সূরা থেকে শুরু করে 'সূরা নাস' পর্যন্ত প্রতিটি সূরা তিলাওয়াত শেষে 'তাকবীর' পাঠ করা মুস্তাহাব। আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর মুজাহিদের সামনে এসূরা পাঠ করলে তাঁকে তাকবীর পড়তে হুকুম করা হয়। কেননা ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে (মুজাহিদকে) তাকবীর পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে একথা জানিয়েছেন যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) তাঁকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন।

তাকবীরের শব্দাবলীতে কিছুটা মতানৈক্য আছে। অনেকের মতে তাকবীর

www.pathagar.com

বলতে কেবল 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করতে হবে। কেউ কেউ বলেনঃ তাকবীর বলতে 'আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' পড়া মুস্তাহাব।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ ১-২ আয়াতে উজ্জ্বল-প্রখর দিবস এবং ঘনঘোর অন্ধকারময় নীরব-নিথর রাতের শপথ করা হয়েছে। কোন বিষয়টি প্রমাণের উদ্দেশ্যে এসবের শপথ করা হয়েছে- ৩ নং আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর হাবীবকে সান্তনা দিয়ে বলেনঃ আপনর রব আপনাকে কখনও ত্যাগ করেননি এবং তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও নন। আপনার কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণ বিশেষ জরুরী অনুভূত হয়েছিল বলেই সাময়িকভাবে ওহী নাযিল বন্ধ রাখা ছিল অপরিহার্য। এ কথাটি প্রমাণের জন্য শপথের তাৎপর্য হচ্ছেঃ উজ্জ্বল সূর্য-রশ্মির প্রখরতা ও প্রাণচঞ্চল দিবসের সাময়িক অবসান ঘটিয়ে সুখনিদ্রার উত্তম পরিবেশ আনয়নকারী গভীর রাতের যেমন প্রয়োজন, তেমনি ওহীর তীব্র রশ্মির তাজাল্লী ও তদসংক্রান্ত গুরুদায়িত্বের বোঝা বহনজনিত ক্লান্তি দূরীকরণের জন্যও সাময়িক ওহী বিরতি ছিল অপরিহার্য।

৪-৫ আয়াতদ্বয়ে এমন সব আগাম সুসংবাদ জানানো হয়েছে যা ছিল নবী করীম (সা.)-এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে চরম সাফল্যের গ্যারান্টিস্বরূপ। শুধুমাত্র তাঁরই জন্য এ সুখবর সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ছিল তামাম উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্যও এক মহা সুসংবাদ। কেননা সুসংবাদের একটি অংশ ছিল তাঁর সন্তুষ্টি বিধান। যেহেতু তাঁর সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হবেন না, সেহেতু প্রকারান্তরে সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মাদীর জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

৬-৮ আয়াতে বরা হয়েছেঃ আপনি কেন নিজেকে প্রত্যাখাত মনে করছেন? আমি তো আপনার জন্মলগ্ন থেকেই আপনার উপর অবিশ্রান্ত ধারায় আমার রহমতের বারি বর্ষণ অব্যাহত রেখেছি। প্রশ্ন করা হয়েছেঃ আপনি কেন উদ্বিগ্ন হয়েছেন? আপনি তো মাতৃগর্ভে থাকতেই ইয়াতীম হয়েছিলেন, আপনার জন্মই হয়েছিল ইয়াতীমরূপে। এমতাবস্থায় কি আমি আপনার ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা করে দেইনি?

আপনি তো পথহারা, দিশাহারা এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় পথিক ছিলেন। এমতাবস্থায় কি আমি আপনাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান দেইনি? আপনি তো ছিলেন

www.pathagar.com

নিঃস্ব-দরিদ্র, আমি কি আপনাকে স্বচ্ছলতা দান করিনি? এসব প্রশ্নের উত্তরে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেন যে, আপনি নিঃসঙ্গ ও একাকী নন; বরং আপনার জন্মলগ্ন থেকেই আমার সাহায্য-অনুগ্রহ এবং আমার সক্রিয় সঙ্গ রয়েছে আপনার প্রতি।

৯-১১ আয়াতে পূর্ব বর্ণিত তিন প্রকার নিআমতের শোকর আদায়ের তরীকা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আপনি ইয়াতীম ছিলেন। তারই শুকরিয়া স্বরূপ আপনি কখনও ইয়াতীমের প্রতি কঠোর আচরণ করবেন না। আপনি নিজেই ছিলেন এক অনভিজ্ঞ পথিক, সত্যের পথ কোনটি আর সেপথে চলার নিয়ম-কানুনই বা কি? কিছুই আপনার জানা ছিল না। আমি আপনাকে সবকিছু জানিয়েছি। তারই শুকরিয়া স্বরূপ যদি কেউ দীনের বিধান আপনার কাছে জানতে চায় তাহলে এমন প্রশ্নকারীকে কখনও তিরস্কার করবেন না। আপনি নিজেই ছিলেন নিঃস্ব-কপর্দকহীন। আমিই আপনাকে স্বচ্ছল বানিয়েছি। সুতরাং আপনার রবের দেয়া নিআমতসমূহ জনসমক্ষে প্রকাশ করে তার শুকরিয়া আদায় করুন এবং উম্মাতকেও শুকরিয়া আদায়ের শিক্ষা দিন।

www.pathagar.com

৯৩. সূরা আদ-দোহা

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالضُّحٰى ① وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ② مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ③

وَالضُّحٰى = শপথ উজ্জ্বল দিবসের, وَالَّيْلِ = এবং শপথ রাতের, اِذَا سَجٰى = যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নীরব হয়, مَاوَدَّعَكَ = আপনাকে কখনও ত্যাগ করেননি, رَبُّكَ = আপনার রব, وَمَاقَلٰى = আর তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।

---

(১) শপথ উজ্জ্বল দিবসের (২) এবং শপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরব রাতের (৩) আপনার রব আপনাকে কখনও ত্যাগ করেননি; আর তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।

শানে নুযূল ঃ জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-র বরাতে ইমাম আহমাদ (রহ.) বর্ণনা করেনঃ নবী করীম (সা.) অসুস্থতার কারণে এক বা দুই রাত তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতে পারেন নি। তখন জনৈক মহিলা (অন্য বর্ণনায় আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলা) এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার শয়তান বুঝি তোমাকে ত্যাগ করেছে। তখন ১-৩ আয়াত নাযিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে জারীর, তাবারানী, আবূদ ইবনে হুমাইদ, সাঈদ ইবনে মানসূর ও ইবনে দারদুইয়া। তাঁরা জুনদুব (রা.)-র বরাতে বলেন, জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে মুশরিকরা বলতে থাকে যে, মুহাম্মদকে তার রব প্রত্যাখান করেছেন। তাদের এই উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহপাক ১-৩ আয়াত নাযিল করেন। আওফী, কাতাদা ও দাহ্হাক প্রমুখ মুফাসসিরগণ এমতই পোষণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ প্রখর উজ্জ্বল দিবস এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরব রাতের শপথের জওয়াব কি?

উত্তর ঃ ৪ নং আয়াতটিই শপথের জওয়াব। বেদনায় ভারাক্রান্ত হাবীবকে

www.pathagar.com

সান্তনা দিয়ে প্রেমময় আল্লাহ্ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, আপনার রব আপনাকে কখনও ত্যাগ করেননি, আর তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট নন।

প্রশ্নঃ যে বিষয় দুটির শপথের মাধ্যমে নবী (সা.)-কে সান্তনার বাণী শুনানো হয়েছে তার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ দিনের উজ্জ্বলতা এবং রাতের অন্ধকার ও নীরবতা একথাটি প্রমাণ করে না যে, কেবল দিনের বেলায় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, আর রাতের বেলায় তিনি তার বান্দাদের ত্যাগ জরেন। বরং এর পিছনে রয়েছে এক অতি বড় কল্যাণময় হিকমত। অনুরূপভাবে আপনার প্রতি সাময়িক ওহী বন্ধ রাখার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, আপনাকে প্রত্যাখান করেছেন। বরং এর পিছনেও নিহিত রয়েছে এক মহাকল্যাণকর হিকমত।

এর অন্য ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপঃ দিনের উত্তপ্ত আলোকরশ্মি নিরবিচ্ছন্নভাবে কারো উপর পড়তে থাকলে এবং দিবসের স্বাভাবিক দাবী পুরণে ঐ ব্যক্তি চেষ্টা-তৎপরতা চালাতে থাকলে তার ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। তাই সাময়িকভাবে এই ক্লান্তিকর পরিস্থিতির বিরতি ঘটিয়ে নীরব-নিথর অন্ধকারময় রাতের আগমণ একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ দিনের ক্লান্তি দূর করার সুযোগ পায় এবং পরের দিনটির জন্য পূণ্য শারীরিক ও মানসিক সতেজতা লাভ করে। অনুরূপভাবে ওহীর রশ্মি আপনার উপর বিরামহীনভাবে নাযিল হতে থাকলে আপনার স্নায়ুমন্ডলীর জন্য তা অসহনীয় হয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাই আপনার জন্যও ক্লান্তি দূরীকরণের ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজন ছিল জরুরী, ছিল আপনার পূর্ণ বিশ্রাম ও প্রশান্তির। তাই সূরা 'আল-ফাজর'-এর পর কিছুকাল ওহী বন্ধ রাখা আপনার প্রতি আমার রাগজনিত কোন করণ নয়, বরং তা ছিল আপনার প্রতি আমার পূর্ণ মহব্বত ও মায়া-মমতার প্রতীক।

প্রশ্নঃ কোন্ পর্যায়ে কতবার ওহী নাযিল বন্ধ ছিল?

উত্তর ঃ সূরা আল-ইকরার অংশবিশেষ নাযিল হওয়ার দীর্ঘ তিন বছর পর সূরা মুদ্দাসির নাযিল হয়। দীর্ঘ এই বিরতি "ফাতরাতুল ওহী" নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল শা'বীর বরাতে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। শাবী বলেন, 'সূরা ইকরা' নাযিলের পর ইসরাফীল (আ.) মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আগমন করতেন এবং তাঁকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁর মারফত কোন ওহী নাযিল করা হত না। এভাবে দীর্ঘ

www.pathagar.com

তিনটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর জিবরাঈল (আ.) পুনরায় তাঁর প্রতি ওহী নিয়ে আগমন করতে শুরু করেন। (ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭)

সূরা 'আল-ফাজর' নাযিলের পর বেশ কিছু দিন ওহী নাযিল বন্ধ ছিল। কত দিন সে সময় ওহী নাযিল বন্ধ ছিল তার মেয়াদ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে জুরাইজ বলেন ১২ দিন, কালবী বলেন ১৫ দিন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ২৫ দিন, সুদ্দী ও মুকাতিল বলেন ৪০ দিন। তারপর এ সূরাটি নাযিল হয় যার পটভূমি 'শানে নুযূল'-এ বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ওহী নাযিল সাময়িকভাবে বন্ধ থাকাকালে নবী করীম (সা.)-এর মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল?

উত্তর ঃ এটা যেন ছিল এক নিদারুণ বিরহ বেদনা। প্রিয়তমের পক্ষ থেকে বাহ্যত উপেক্ষিত ও প্রত্যাখাত হওয়ার মর্মব্যথায় তিনি ছিলেন কাতর। অন্যদিকটিও ছিল অত্যন্ত সংকটময়। কুফর ও ঈমানের মধ্যে যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল, ইসলামের বাতিটি যখন পিলসুজে পিট পিট করে জ্বলছিল, আর সমগ্র আরব ভুখন্ডের কাফির মুশরিকগণ যখন সম্মিলিতভাবে এ প্রচন্ড ঝঞ্ঝার প্রবাহ সৃষ্টি করে প্রদীপ টিকে নিভিয়ে দিতে আদাজল খেয়ে মেতে উঠেছিল, এমনই চরম সন্ধিক্ষণে একমাত্র শক্তির উৎস, একমাত্র আশা ভরসার উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়াটা ছিল অতি অসহনীয় এক নির্মম আঘাতস্বরূপ। তদুপরি কাফির মুশরিকদের গালাগাল ও ঠাট্টা বিদ্রুপের তীক্ষ্ণবাণ তাঁর হৃদয়কে করে দিচ্ছিল ক্ষত বিক্ষত। স্বীয় দুর্বলতা অনুভব করে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন- না জানি কোন অপরাধ করেছি যার ফলে আমার রব আমাকে হক-বাতিলের এই সংঘাতমুখর ময়দানে নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করলেন? তাঁর মানসিক অবস্থার করুণ চিত্র পাওয়া যায় হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে। (দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল শুরু হয় এবং যখন সাময়িকভাবে ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি এতই মর্মাহত হয়ে পড়লেন যেন কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাপিয়ে পড়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিবেন। যত বারই তিনি এ উদ্দেশ্যে পাহাড়ের শৃঙ্গে আরোহন করতেন তত বারই জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতেন, ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি অবশ্যই সত্য নবী। তখন তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হতেন। ফলে ফিরে আসতেন বেশ খানিকটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে। আবার যখনই ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে যেত, তখনই অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হত। ফলে আবার উঠতেন পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। আবার জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট আগমন করতেন এবং অনুরূপভাবে আশ্বত করতেন। (বুখারী, ৬৯৮২)

www.pathagar.com

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ④ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ⑤

وَلَلْاٰخِرَةُ[১] = আর আখিরাত বা পরবর্তী অবস্থা, خَيْرٌ= উত্তম, لَكَ= আপনার জন্য, مِنَ الْاُوْلٰى = ইহকাল অথবা পূর্ববর্তী অবস্থা হতে, وَلَسَوْفَ= আর শীঘ্রই, অচিরেই, يُعْطِيْكَ= আপনাকে দান করবেন, رَبُّكَ= আপনার রব, فَتَرْضٰى[২] = ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

(৪) আর আখিরাত আপনার জন্য ইহকালের তুলনায় অধিক উত্তম হবে (অন্য অনুবাদঃঃ নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় অতীব উত্তম হবে) (৫) আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে এত অধিক (নিআমত) দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

১. "ওয়ালাল-আখিরাতু খাইরুল-লাকা মিনাল-উলা"-এর দুটি অর্থ হতে পারে। শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হলে 'আখিরাত'- এর অর্থ নিতে হবে- আপনার প্রতিটি পরবর্তী অবস্থা 'উলা' অর্থাৎ প্রত্যেক পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উত্তম ও কল্যাণময় হবে। সুতরাং আপনার উপর আমার নিআমত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। আপনার জ্ঞান-গরিমা, আল্লাহর নৈকট্য লাভ, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়তেই থাকবে। দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করবে, দিকে দিকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে থাকবে।

হাবীবের প্রতি তাঁর মহব্বতের গভীরতার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু যে কয়েকটি আগাম সুসংবাদ দিয়েছেন এটাই তার মধ্যে প্রথম। এমন এক সংকটময় অবস্থায় এই সুখবর পরিবেশিত হচ্ছে যখন ইসলামের মোমবাতিটি নিভু নিভু অবস্থায় জাহিলিয়াতের প্রচন্ড ঝঞ্ঝার মুখামুখি দাঁড়িয়ে। সেই নাজুক পরিস্থিতিতে তাঁর মিশনের সাফল্যের দূরতম সম্ভাবনাও কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। মিশনের সূচনালগ্নের এরূপ পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যে, মিশনের সমাপ্তি লগ্নে ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়ছিল উত্তরে সিরিয়া-ইরাক সীমান্ত থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে পশ্চিমে লোহিত সাগর তীর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখন্ডের উপর। চরম জাহিলিয়াতের ঘনঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশ

www.pathagar.com

বছরের মধ্যে বিশ্বমানবতার মুক্তির আলোকবর্তিকা হাতে বিশ্বনেতৃত্বের মর্যাদায় আসীন হওয়ার মত কোন দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর জীবদ্দশাতেই আগাম সুসংবাদটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছিল।

অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- 'আখিরাত' অর্থাৎ পরকাল এবং 'উলা' অর্থাৎ ইহকাল। এই অর্থে আগাম সুসংবাদটির তাৎপর্যটি হচ্ছে- আপনার ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে। ইহকালে আপনার মিশনের চূড়ান্ত সাফল্য তো তারা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করবে। অধিকন্তু আখিরাতে আপনার সাফল্য যে কত উচ্চে- সেকথা আজ এই হঠকারী সম্প্রদায় আন্দাজ-অনুমানও করতে পারছে না। নিঃসন্দেহে আপনাকে আখিরাতে আমি ইহকাল অপেক্ষা বহু গুণ নিআমত দান করব। আপনার জন্য তো আমি 'মাকামাম-মাহমুদা' সুসজ্জিত রেখেছি, হাশরের ময়দানে হাওযে কাওসার প্রস্তুত করে রেখেছি, মঞ্জুর করে রেখেছি শাফাআত করার মহামর্যাদা।

শানে নুযুলঃ (৫ নং আয়াতের) ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে ইবনে আবু শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম, তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সা.)- এর ইনতিকালের পর তাঁর উম্মতগণ যেসব বিজয়লাভ করবে, সেগুলি তাঁকে (জীবদ্দশায়) আগাম দেখানো হলে তিনি খুব খুশী হন। তখন আল্লাহ নাযিল করেন-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ -

এই ওয়াদার কারণে তাঁকে জান্নাতে এমন এক সহস্র মনিমুক্তা খচিত সুরম্য অট্টালিকা দেয়া হবে, যার মাটি হবে মিশক-এর তৈরী। আর প্রতিটি অট্টালিকায় থাকবে তাঁর চাহিদামত বিবিগণ, দাস-দাসীগণ। (ফাতহুল কাদীর, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৫৯)

অন্য মতটি নিম্নরূপ- হাদীসঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসুলুল্লাহ (সা.) ফাতেমা (রা.)-এর ঘরে তশরীফ এনে দেখলেন যে, তিনি (ফাতেমা) উটের চামড়ার তৈরি পোশাক পরিহিতা অবস্থায় একটি ঘানিতে যব পিষছেন। স্বীয় কন্যার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেনঃ আখিরাতের নিআমত লাভের জন্য সত্বর দুনিয়ার তিক্ততা আস্বাদন কর। তখন ৫নং আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে মারদুইয়া, ইবনুল নাজ্জার, আসকারী;

www.pathagar.com

ফাতহুল কাদীর ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৬০)

২. "ওয়ালা সাওফা ইউতীকা রব্বুকা ফাতারদা"- অর্থাৎ আপনার রব অবশ্যই আপনাকে এত অধিক দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কি দিবেন এবং কখন দিবেন আয়াতে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কারও কারও মতে রসুলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর প্রত্যেক কাম্য বস্তুই প্রচুর পরিমাণে দিবেন। তাঁর কাম্য বস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণ লাভ ইত্যাদি। আল্লামা মওদূদী (রহ.) বলেন, সেদিন খুব দূরে নয় যখন আপনার রব-এর অনুগ্রহ বৃষ্টি আপনার উপর এমন অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষিত হতে থাকবে, তা পেয়ে আপনি খুবই আনন্দিত হবেন। বস্তুত এটা কোন অমূলক ওয়াদা ছিল না; বরং তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশায়। তাই মক্কার প্রসূতিগৃহ থেকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিগদিগন্তে। দক্ষিণে ইয়েমেন থেকে উত্তরে সিরিয়া-ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত আর পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখন্ড ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় লাভ করেছিল তারই জীবদ্দশায়। অতঃপর আখিরাতে আল্লাহ তাঁকে যা কিছু দিবেন তা দুনিয়ার কোন মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না। বায়হাকী তাঁর শুআব গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে লিখেছেন- আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ জাল্লা শানুহু সকল উম্মাতে মুহাম্মদীকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করে তাঁর হাবীবকে সন্তুষ্ট করবেন। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বলেন, 'আহলে বাইত'-এর কাউকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না- এই ওয়াদাদানে আল্লাহ তার হাবীবকে সন্তুষ্ট করবেন।

মহানবী (সা.) তাঁর উম্মাতের প্রতি এতো অধিক মহব্বতশীল যে, একজন উম্মাত জাহান্নামে থাকাকালীন তিনি কিছুতেই 'মাকামাম-মাহমূদা'-য় সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থান করতে পারেন না। তিনি তো কেবল তখনই তাঁর সন্তুষ্টির সম্মতি জ্ঞাপন করবেন যখন তাঁর প্রতিটি উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনুকূলে হাদীসঃ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের জন্য আমার সুপারিশ কবুল করবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন- ইয়া মুহাম্মাদ!

www.pathagar.com

আপনি কি সন্তুষ্ট হয়েছেন? উত্তরে আমি বলবঃ হাঁ, ইয়া রব্বী! অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছি। (ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নুআয়েম)। হাদীসঃ আমর ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত আয়াত "যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে অবশ্যই আমার জামাআতভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হবে তবে আপনি নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা ইবরাহীমঃ ৩৬) তিলাওয়াত করলেন, অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি সম্পর্কিত অন্য একটি আয়াত "আর যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি মেহেরবানী করে আপনি তাদের ক্ষমা করেন তাহলে আপনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" (আল-মাইদাঃ ১১৮) তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি দুহাত তুলে বলতে থাকেনঃ আল্লাহুম্মা! উম্মাতী, উম্মাতী আর ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু জিবরাঈল (আ.)-কে বলেন, তুমি মুহাম্মদের নিকট যাও এবং তাঁকে বল, "অবশ্যই আমি আপনাকে আপনার উম্মাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করব; আপনাকে ব্যথিত করব না। (মুসলিম) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে- তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামের বিজয় তাঁরই আরদ্ধ মিশনের দুনিয়ার প্রতিটি কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়া, তাঁকে মকবুল শাফাআতের মর্যাদা দান এবং ফলশ্রুতিতে প্রতিটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জান্নাতে প্রবেশ, হাওযে কাওসার দান, মাকামাম মাহমুদা'র অট্টালিকা দান- এসব নিআমতই তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ।

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ⑥ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ⑦ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ⑧

أَلَمْ يَجِدْكَ = তিনি কি আপনাকে পাননি? يَتِيمًا[১]= ইয়াতিমরূপে, فَآوَىٰ= অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, وَوَجَدَكَ = আর তিনি আপনাকে পাননি? ضَالًّا[২]= অনভিজ্ঞ, অনবহিত, فَهَدَىٰ= অতঃপর হেদায়াত দান করেছেন, عَائِلًا= নিঃস্ব, দরিদ্র, فَأَغْنَىٰ = অতঃপর বানিয়েছেন আপনাকে স্বচ্ছল, অভাবমুক্ত।

www.pathagar.com

(৬) তিনি কি আপনাকে পাননি ইয়াতীমরূপে? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন (৭) আর পাননি কি তিনি আপনাকে পথহারা অবস্থায়? অতঃপর তিনি দান করেছেন হিদায়াত (৮) পাননি কি তিনি আপনাকে নিঃস্ব-দরিদ্র? অতঃপর তিনি বানিয়েছেন আপনাকে স্বচ্ছল।

---

১. يَتِيمًا- সাময়িকভাবে ওহী বন্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করে কাফির-মুশরিকরা যে ঠাট্টা-বিদ্রুপের ঝড় তুলেছিল, আর তারই প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহর প্রিয় নবী যেভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন, তারই মুকাবিলায় হক তাআলা শানুহু তাঁর হাবীবকে অশ্বস্ত করার লক্ষ্যে প্রথমে ৩নং আয়াতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেনঃ আপনার রব আপনাকে না ত্যাগ করেছেন আর না আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। উপরন্তু তিনি ৪ ও ৫ নং আয়াতে তাঁর হাবীবকে সুসংবাদ শুনিয়েছেন যাতে তাঁর ধারণাটা বদ্ধমূল হয় যে, তিনি তাঁকে ত্যাগ করেননি এবং তাঁর প্রতি রাগান্বিতও হননি। অতীত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেনঃ আপনার জন্মলগ্ন থেকেই আপনার প্রতি আমার রহমতের দরিয়ায় যে জোয়ারের বান ডেকেছে, অদ্যবধি সেই জোয়ারে এতটুকুও ভাটা দেখা দেয়নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত এক বিন্দুও কমতি ঘটবে না, বরং এ জোয়ার আপনার প্রতি অবিনশ্বর ধারায় অব্যাহত থাকবে। জন্মলগ্নেই আপনি ছিলেন ইয়াতীম। ছয় বছর যাবত আপনাকে স্নেহময়ী মাতার স্নেহের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছি। তারপর আপনাকে বানিয়েছিলাম আপনার পিতামহের নয়নের মনি। তার অন্তরের মনিকোঠায় আসীন করে দিয়ে তার পরম স্নেহাশীষে আপ্লুত করে রেখেছিলাম আপনাকে। আট বছর বয়সে দাদার মৃত্যুর পর আপনি চাচার তত্ত্বাবধানে বালেগ হয়েছেন, সংসারী হয়েছেন, নবুয়াত লাভ করেছেন। আরও দশটি বছর সেই পিতৃব্য আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, আপনার আশ্রয়দানে বুক পেতে দিয়েছে, আপন ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ-যত্নে আপনাকে লালন-পালন করেছে। এমন দুর্বল মুহূর্তেও আপনার জন্য বলিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক আমিই জোগাড় করে দিয়েছিলাম। কোন কারণে আপনার মনে এমন ভাবনার উদয় হল যে, আমি আপনাকে ত্যাগ করেছি বা আপনার প্রতি অসন্তুষ্টি হয়েছি?

২. ضَالًّا শব্দটি ضلالة- থেকে নির্গত হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। কুরআন মাজীদে অধিকাংশ স্থানেই এ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে পথ-ভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। বর্ণিত আয়াতে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

www.pathagar.com

কেননা প্রাক-নবুয়াত জীবনেও নবী করীম (সা.) এক মুহূর্তের জন্যও গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট ছিলেন না। কখনও তিনি শিরক্, মূর্তিপূজা ও নাস্তিকতায় নিমজ্জিত হননি। জাহিলী রসম-রেওয়াজের অনুসারী হতেও তাঁকে দেখা যায়নি কখনও, বরং 'সাদিকুল আমীন' উপাধি তিনি নবুয়াত-পূর্ব জীবনেই লাভ করেছিলেন। তাছাড়া একজন ওলী-দরবেশ অনুশীলনের মাধ্যমে পূর্ণতার যে সর্বশেষ স্তরে পৌঁছতে পারেন নবী-রসূলগণের জন্য সেটাই হচ্ছে পূর্ণতার সূচনা স্তর। তাই শব্দটির এখানে অর্থ হচ্ছে- অনভিজ্ঞ, অনবহিত। এই অর্থটিই এখানে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যশীল। আমার পছন্দনীয় পথ কোনটি, চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যেন আপনি সেটাই তালাশরত ছিলেন। আমি আপনাকে দিশেহারা অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরতে পেলাম। সত্যের পথে চলার জন্য এক পা উঠিয়ে প্রস্তুত রয়েছেন, কিন্তু কোন পথে পা-টি বাড়াবেন আর কোন পথে বাড়াবেন না- এমনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আমি আপনাকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার রহমতে সত্য পথকে উদ্ভাসিত করে তুললাম আপনার সামনে, হেদায়াতের আলোকরশ্মিতে উজ্জ্বল করে দিলাম সিরাতুল মুস্তাকীম। নবুয়াতের নিআমত দ্বারা আপনার জন্য সেই সব তত্ত্ব-তথ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করে দিলাম যেসব বিষয়ে আপনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ। সত্য দীনের নিয়ম-কানুন ও হুকুম-আহকাম কিছুই আপনার জানা ছিল না। অনুকূলে আয়াতঃ "আপনার না এটা জানা ছিল যে, কিতাব কি? আর না জানা ছিল যে, ঈমানই বা কি?" (শূরাঃ ২৫)

উপরোক্ত দুটি অর্থ ছাড়াও আল্লামা মওদূদী (রহ.) বলেন, মরুভূমিতে একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছকেও ضَالَّة বলে। এছাড়া প্রতিকূল পরিবেশে কোন জিনিস অযত্নে বিনষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাওয়াকেও ضلال বলে। আবার অসতর্কতা ও ভ্রূক্ষেপহীনতাও এর অর্থ হতে পারে। সূরা ত্বহাঃ ৫২ আয়াতে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছেঃ

لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى -

"আমার রব না অসতর্ক হন, আর না ভুলে যান।"

৩. আইলান - তৃতীয় নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক বলেনঃ আপনাকে আমি পেয়েছিলাম নিঃস্ব রিক্তহস্ত। পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে আপনি একটি উষ্ট্রী এবং একজন ক্রীতদাসী পেয়েছিলেন মাত্র। আমিই আপনাকে প্রথমত কুরাইশদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনবতী মহিলা হযরত খাদীজা (রা.)-র ব্যবসায়ে

www.pathagar.com

অংশীদারীর সুযোগ দান করলাম। পরবর্তীকালে তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পুরা বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা আপনিই লাভ করলেন। এভাবে আমি আপনাকে কপর্দকহীন থেকে স্বচ্ছল বানিয়ে দিলাম।

কুরআন-হাদীসের আলোকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্যকে মুখ্য বলে চিহ্নিত করা হয়নি; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অর্থই অনর্থের মূল' কথাটিই বার বার উচ্চারিত হয়েছে। তাই ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, অধিকাংশ নবী-রসূলই কেবলমাত্র সাধারণভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের অধিকারী ছিলেন। বিশ্বনবী মুস্তফা (সা.) ঐশ্বর্যশালী ছিলেন- একথাটিও কোন গ্রন্থেই উল্লেখ নেই। বর্ণিত আয়াতে 'ফাআগনা' (অতঃপর আপনাকে স্বচ্ছল বানিয়েছি) কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে- আর্থিক দিক থেকে আপনি নিম্নমধ্যবিত্ত হলেও মনের দিক থেকে আপনাকে বানিয়েছি সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.)-এর অমীয় বাণী নিম্নরূপ। হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়াকেই ঐশ্বর্যশালী বলে না, বরং মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য। (বুখারী, মুসলিম) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ সেই সাফল্যমন্ডিত হল যে ইসলাম কবুল করল, এবং স্বচ্ছল রিযিক প্রাপ্ত হল আর আল্লাহ যা কিছু তাকে দিয়েছেন তাতেই সে সন্তুষ্ট রইল। (মুসলিম)

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

فَأَمَّا = অতএব, الْيَتِيمَ = ইয়াতীম, فَلَا تَقْهَرْ[১]= আপনি কঠোর হবেন না, وَأَمَّا السَّائِلَ[২] = এবং সওয়ালকারীকে, প্রার্থীকে, فَلَا تَنْهَرْ= ধিক্কার-তিরস্কার করবেন না, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ[৩] = আর আপনার রবের অনুগ্রহ ও নিআমতসমূহ, فَحَدِّثْ = (বেশী বেশী) প্রকাশ করতে থাকুন।

---

(৯) অতএব ইয়াতীমের প্রতি আপনি কঠোর হবেন না (১০) এবং সওয়ালকারীকে ধিক্কার দিবেন না (১১) আর আপনার রবের দেয়া নিআমতসমূহের কথা প্রকাশ করতে থাকুন।

www.pathagar.com

১. تَقْهَرْ শব্দটি قهر হতে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- কোন কিছু জোরপূর্বক স্বীয় অধিকারভুক্ত করে নেয়া। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁর হাবীবের প্রতি প্রদর্শিত অগনিত নিআমতের মধ্যে তিনটি বিশেষ নিআমতের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ আপনি অত্যন্ত অসহায়-অনাথ ছিলেন। আমারই অনুগ্রহে আপনি উত্তম আশ্রয় পেয়েছেন। তারই শুকরিয়া স্বরূপ আপনি ইয়াতীমের প্রতি সদয় আচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং নির্দয় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (বিস্তারিত দেখুন সূরা আল-বালাদ ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

২. 'ওয়া আম্মাস সাইলা'- এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নসীহত। আপনি ছিলেন নিঃস্ব, রিক্তহস্ত। আমিই আমার বিশেষ অনুগ্রহে আপনাকে স্বচ্ছল বানিয়েছি। তারই শুকরিয়া স্বরূপ যদি কেউ আপনার কাছে আর্থিক সাহায্য চায়, তাহলে তাকে সাহায্য করুন। যদি সাহায্য করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিনয়-নম্রতা সহকারে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করুন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যাঞ্চাকারীকে তিরস্কার করবেন না।

'সাইল'- এর অর্থ হচ্ছেঃ জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে প্রশ্নকারী। এই অর্থে নসীহতের মর্মার্থ হচ্ছেঃ দীনের বিষয়ে যদি কেউ কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে তিরস্কার করবেন না। প্রশ্নকারী যতই অজ্ঞ মূর্খ হোক না কেন, যতই অশোভন বাচনভঙ্গিতে প্রশ্ন রাখুক না কেন- সর্বাবস্থায় তাকে দরদভরা মন নিয়ে এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তার জওয়াব দিবেন। পূর্বেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, আপনি ছিলেন অজ্ঞ অনভিজ্ঞ, দিশাহারা, পথহারা। আমিই তো আপনাকে স্বীয় অনুগ্রহে হেদায়াত দান করেছি, পথের সন্ধান দিয়েছি। তারই শুকরিয়াস্বরূপ আপনি রূঢ় স্বভাবের গর্বিত পন্ডিতের ন্যায় কাউকে যেন ধমক দিয়ে তাড়িয়ে না দেন।

৩. "বি-নিমাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস'- অর্থাৎ আপনার প্রতি আমি যে অসংখ্য-অগনিত নিআমতরাশি দান করেছি, সেকথা মুনাষের সামনে প্রকাশ করুন। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহর নিআমতের কথা প্রকাশ করার ঐকান্তিক দাবী হচ্ছে- তাঁর দেয়া নিআমতসমূহের শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহর নিআমতের সংখ্যা কল্পনাতীত।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

"আর যদি তোমরা আল্লাহর নিআমতসমূহ গননা করতে চাও তবে তা কখনই নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না।" (ইবরাহীমঃ ৩৪, নাহলঃ ১৮) নিঃসন্দেহে নিআমত এক ধরনের নয়, তাই তার শুকরিয়া আদায়ের তরীকাও স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে

www.pathagar.com

দুনিয়ার আলো, বাতাস, পানি ব্যবহার করতে দিয়েছেন, জীবিকার হাজার হাজার উপকরণ দিয়েছেন, নানা প্রকার আসমানী-যমীনি বালা-মুসীবত থেকে ফেরেশতা দ্বারা হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন, বিবেকের ন্যায় অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, নবী রসূল ও কিতাব পাঠিয়ে সিরাতুল মুস্তাকীমকে চিরউদ্ভাসিত করেছেন, শরীআতে মুহাম্মদীর অনুসারী বানিয়েছেন- মোটকথা আল্লাহর রহমতে মানুষ তথা প্রতিটি জিনিষই ধন্য, সিক্ত আপ্লুত। সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন ধরনের শুকরিয়া নিম্নরূপে আদায় করা যায়ঃ (১) মুখে আল্-হামদু লিল্লাহ এবং অন্তরে পূর্ণ কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে অকপট স্বীকৃতি দেয়া যে, আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অশেষ রহমতের বরকতেই সুখে শান্তিতে আছি। এতে আমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব বাহাদুরী নেই। সবকিছু তাঁরই একান্ত মেহেরবানীর ফল। (২) আরো তীব্রভাবে অন্তরে এমন অনুভূতির সৃষ্টি করতে হবে যে, তিনি যদি তাঁরই খাস রহমতে হেদায়াত দান না করতেন তাহলে কস্মিনকালেও হেদায়াতের নূরের সামান্যতম ঝলকানীও আমার চোখে পড়ত না। তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহর পথের পথিক বানানোর জন্য। (৩) আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীর চেয়ে আল্লাহ আমাদেরকে অধিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। এর শুকরিয়া জ্ঞাপনের উত্তম তরীকা হচ্ছে-হালাল পথে সম্পদ কামানো এবং হালাল পথেই ব্যয় করা, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় অধিক সদকা-খয়রাত করা (৪) তিনি সুস্থ-সবল অঙ্গ-সৌষ্ঠবের অধিকারী বানিয়েছেন বলেই তো আমরা জীবিকার্জনে সক্ষম হয়েছি, সমাজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। অন্ধ, কানা, খোঁড়া, মুক, বধির, মস্তিস্ক বিকৃত কত মানুষই না আমাদের আশেপাশে রয়েছে। আল্লাহ তাঁর অশেষ রহমতে আমাদের সুস্থ সবল ও সুন্দর দেহাবয়বে রেখেছেন, তার শুকরিয়া আদায়ের উত্তম পন্থা হল- জীবনটা আল্লাহর ফরজ, ওয়াজিব ও পছন্দনীয় কাজে লাগানো। (৫) রোগ-শোক ও বিপদ-আপদে পতিত হলে তার শুকরিয়া আদায়ের উত্তম পথ হল- সবর অবলম্বন করা, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করা, খালেস দিলে তওবা করে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করা এবং তাঁর অপছন্দনীয় যাবতীয় কাজ পরিত্যাগ করা।

আল্লাহর নিআমতের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি তাঁর নিআমত আরও বহু গুণে বাড়িয়ে দেন।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ - (ابراهيم : ٧)

"যদি তোমরা আমার (নিআমতের) শোকর আদায় কর, তাহলে আমি তোমাদের বহু গুনে বাড়িয়ে দিব।" (ইবরাহীমঃ ৭)

www.pathagar.com

৯৪. সূরা আল-ইনশিরাহ্

নামকরণ ঃ- সূরার পয়লা আয়াতের ক্রিয়াবাচক 'নাশরাহ্' শব্দটির বিশেষ্যপদ 'আল-ইনশিরাহ'- কেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযির হওয়ার স্থানঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে দুরাইস, নাহ্হাস, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী বলেন, সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া একই মত ব্যক্ত করেছেন।

নাযিলের সময়কাল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সূরা আদ-দোহা নাযিল হওয়ার পরপরই এ সূরা নাযিল হয়েছে। বিষয়বস্তুর আলোকে একথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সূরাটি প্রায় একই সময় একই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে।

মূল বক্তব্য ঃ পূর্ববর্তী সূরা 'আদ-দোহার' অনুরূপ এ সূরাটিও মূল বক্তব্য হচ্ছে নবী করীম (সা.)-কে আগাম সুসংবাদের মাধ্যমে সান্তনাদান।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ ১-৪ আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রশ্নবোধক বাক্যে মহানবী (সা.)-কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? আপনার অন্তরে হিকমত, তত্ত্বজ্ঞান ও সবরের বিশালতা সৃষ্টি করে নবুয়াতের দায়িত্ব পালনে কি আমি আপনাকে সক্ষম করে দেইনি?

৪ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সুউচ্চ মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আপনার নামের স্মরণ মানুষের মুখে মুখে ও মসজিদের মিনারে মিম্বরে ধ্বনিত হতে থাকবে। বরং সপ্ত আসমানেও আমি এবং আমার ফেরেশতাবর্গ আপনার উপর সালাম পাঠের মাধ্যমে আপনার নাম স্মরণ করে থাকি।

৫-৬ নং আয়াতে একই কথা দুইবার উল্লেখ পূর্বক জোর দিয়ে বলা হয়েছে, দুঃখের পরই সুখ আসে। মুষ্টিমেয় সহচর নিয়ে কাফির মুশরিকের বেষ্টনীতে

www.pathagar.com

আপনি যে প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছেন এটা ক্ষণিক ব্যাপার। শীঘ্রই তা বিদূরিত হয়ে যাবে।

৭-৮ আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে জরুরী হেদায়াত দিয়ে বলা হয়েছেঃ এই কঠিন সংকটময় পরিস্থিতির তড়িৎ অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যে তরীকায় তা হচ্ছে- তাবলীগি দায়িত্ব যথাযথভাবে আনজাম দেয়ার পর এবং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যস্ততা হতে মুক্ত হওয়ার পর যখনই একটু অবসর লাভ করেন, তখনই অধিক অধিক ইবাদত-বন্দেগীতে ও আধ্যাত্মিক সাধানায় শ্রম দিতে থাকুন; আর সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র আপনার রবের নিকট সাহায্য সহানুভূতি কামনা করুন, গড়ে তুলুন তাঁরই সাথে নিবিড় সম্পর্ক।

www.pathagar.com

৯৩. সূরা আল-ইনশিরাহ

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ② الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④

اَلَمْ نَشْرَحْ = আমরা কি প্রশস্ত বা উন্মুক্ত করে দেইনি? لَكَ= আপনার জন্য, صَدْرَكَ = আপনার বক্ষ, وَوَضَعْنَا= আর লাঘব করে দিয়েছি, عَنْكَ= আপনার থেকে, وِزْرَكَ = আপনার দুর্বহ বোঝা, اَنْقَضَ= ভেঙ্গে দিচ্ছিল বা নুজ করে দিচ্ছিল, ظَهْرَكَ = আপনার কোমর বা পৃষ্ঠদেশ, وَرَفَعْنَا= আর আমরা সুউচ্চে তুলে ধরেছি, لَكَ = আপনার জন্য, ذِكْرَكَ= আপনার স্মরণ ধ্বনি।

---

(১) আমরা কি আপনার (মঙ্গলের) জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? (২) এবং লাঘব করে দিয়েছি আপনার উপর হতে সেই দুর্বহ বোঝা (৩) যা নুজ করে দিচ্ছিল আপনার মেরুদন্ড (৪) আর আমরা আপনার স্মরণ ধ্বনি সুউচ্চ করেছি।

---

১. نَشْرَحْ শব্দটি شرح থেকে উদ্ভুত। شَرْحٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে- উন্মুক্ত করে দেয়া, বিশদভাবে বর্ণনা করা। বর্ণিত আয়াতে এর দুটি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই যে, নবুয়াত দানের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রসূলের অন্তরকে জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দেন যে, সত্য সঠিক পথ তাঁর কাছে চিরউদ্ভাসিত ও উন্মুক্ত হয়ে উঠে। ফলে তিনি প্রাক-নবুয়াত জীবনের সকল উদ্বেগ-অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন এবং ইসলামের উপর স্বতস্ফূর্তভাবে আস্থাবান হয়ে উঠেন। তাঁর

অন্তর হিকমত, জ্ঞান ও তত্ত্বকথায় এমন প্রশস্ততা লাভ করেছিল যে, বড় বড় পন্ডিত দার্শনিকগণ তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেননি। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এমন বাণী তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে থাকে যার মুকাবিলায় আরবের বড় বড় কবি-সাহিত্যিক ও অলংকারবিদও হার মানতে বাধ্য হয়। তাঁর অন্তরের সীমাহীন বিস্তৃতির কারণেই একই সংগে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারত না।

সাধারণ মানুষের বেলাও شرح صدر (অন্তরের প্রশস্ততা) আনুপাতিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ হয়। ফলে শরীআতের অনুসরণ তার জন্য সহজসাধ্য হয়ে যায়।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ - (الانعام : ١٢٥)

"আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন (তখন) তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" (সূরা আনআমঃ ১২৫)

দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই যে, মনের সমস্ত সংকীর্ণতা, ভীতি অস্থিরতা দূরীভূত হয়ে অন্তরে অসীম সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হওয়া, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের আগ্রহ বেড়ে যাওয়া, সকল প্রকার বাস্তবতা ও কাঠিন্নতার মুকাবিলা করার হিম্মত অন্তরে পয়দা হওয়া, মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি হওা, নবী হিসাবে যে কঠিন দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে- তা পালন করার পূর্ণ সাহস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হওয়া। বস্তুত দুটি অর্থই বর্ণিত আয়াতটির মর্মকথার সাথে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্যশীল।

মূলত ঃ এই নিআমতের ফলশ্রুতিতেই রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বিস্তীর্ণ দুরদর্শিতা, অতুলনীয় কর্মকুশলতা ও সূক্ষ্ম বিবেচনা শক্তি, অপূর্ব সাহসিকতা, দৃঢ় মানসিকতা ও সবর অবলম্বনের সাহায্যে শত্রুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব ও ঝঞ্জা উপেক্ষা করে, কোন প্রকার উপায়-উপকরণ ও পৃষ্ঠপোষক শক্তির বিন্দুমাত্র সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই ইসলামের বিজয় নিশান বিশ্বের বুকে উড্ডীন করেছিলেন।

কোন কোন মুফাস্‌সির "শরহে ছদর" কে 'শাক্কে সদর' (মিরাজের রাতে বক্ষ বিদীর্ণ করার মুজিযা) অর্থে গ্রহণ করেছেন। এই আয়াতটি তাঁরা 'শাক্কে সদর' সম্পর্কিত সহীহ্ হাদীসগুলোর অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ পেশ কছেন। সম্ভবত এটা

www.pathagar.com

তাঁদের দুর্বল প্রচেষ্টা মাত্র। কেননা 'সিনা শাক্ক'-এর মুজিযার অকাট্য প্রমাণের জন্য সহীহ্ হাদীগুলিই যথেষ্ট।

২. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ- অর্থাৎ আপনার মনের উপর চেপে থাকা ভারবহ বোঝা আমরা সরিয়ে দিয়েছি নবুওয়াতের মহাকুঞ্জিকা দ্বারা। আল্লামা মওদূদী (রহ.) এমতই পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, এর তাৎপর্য হচ্ছেঃ চিন্তা-ভাবনা ও মনের উদ্বেগ-অস্থিরতার সেই বোঝা যা স্বীয় জাতির কুফর ও শিরকের বিষময় প্রতিক্রিয়ায় তাঁর তীব্র অনুভূতিশীল হৃদয়ের উপর দুর্বিসহ বোঝার ন্যায় প্রতিনিয়তই চেপে বসছিল। তাঁরই সম্মুখে প্রকাশ্যে মূর্তিপূজার অনুষ্ঠান, কুফরী-মুশরিকী রীতি-নীতির অনুষ্ঠান, যেনা-ব্যভিচার, শোষণ-লুণ্ঠন, অত্যাচার-নিপীড়ন, জীবন্ত কন্যা দাফন, গোত্রে গোত্রে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহে জানমাল ধ্বংসের বিভৎস কর্মকান্ডে তিনি যারপর নাই মর্মপীড়া অনুভব করতেন। অথচ এর কোন প্রকার প্রতিরোধ বা প্রতিকার-প্রতিবিধানের পথ বা উপায়-উপকরণ তাঁর করায়ত্ব ছিল না। বস্তুত এটাই ছিল তাঁর অন্তরের উপর চেপে বসা সেই দুর্বহ বোঝা যা নুজ করে দিচ্ছিল তাঁর মেরুদন্ড। নবুয়াতের নিআমতে সিক্ত হয়েই তিনি পেলেন পথের সন্ধান, দেখতে পেলেন আশার আলো, হাতে পেলেন সাফল্যের এক মহাকুঞ্জিকা, যদ্বারা মানব সমাজের যাবতীয় বিপর্যয় দূরা করা যেতে পারে। সুষ্ঠু সমাধান দেয়া যেতে পারে যাবতীয় সমস্যার। নবুয়াতের এই নিআমত লাভের ফলেই তাঁর অন্তরের উপর চেপে বসা সেই জগদ্দল বোঝাটি সহসাই সরে যায়, আর প্রশান্তিতে ভরে যায় তাঁর হৃদয়রাজ্য।

কারও কারও মতে দুর্বহ বোঝা বলতে প্রাথমিক পর্যায়ে ওহীর তীব্র প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্নায়ুমন্ডলীতে যে প্রচন্ড চাপ পড়ত-সেকথাই বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি ওহী গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তজ্জনিত চাপ লঘু হয়ে যায়।

এছাড়া আরও একটি তাৎপর্যও হতে পারে যে, একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় চরম মারমুখী পরিবেশ-প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কুফর ও শিরকের মূলোচ্ছেদ সাধন করে সারা মানব গোষ্ঠীকে তওহীদের আদর্শে আবদ্ধ করার দায়িত্ব ছিল নবী করীম (সা.)-এর উপর একটি দুর্বহ বোঝা যা তাঁর মেরুদন্ড যেন ভেঙ্গে

www.pathagar.com

দিচ্ছিল। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে নবুয়াত এবং সেই সংগে 'শরহে সদর'-এর নিআমতের দ্বারা তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। আর কোন বোঝাই যেন তাঁর কাছে বোঝা বলে অনুভূত হয়নি।

৩. 'ওয়া রফা'না লাকা যিকরাকা'-এমন সময় এ আয়াত নাযিল হয়- যখন সারা বিশ্বব্যাপী তাঁর এই ওয়াদা মাত্র কয়েকটি বছরের ব্যবধানে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। প্রথম পর্যায়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘোর দুশমনরাই তাঁর উল্লেখধ্বনি সুউচ্চ করার কাজকে ত্বরান্বিত করে দেয়। তারা তাঁর মিশন ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে যতগুলি পন্থা অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে একটি ছিল তাঁর নামে মিথ্যা রটানো। হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র আরবের লোকেরা যখন মক্কায় সমবেত হত, তখন কাফির মুশরিকরা হাজীদের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে নবী করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করত। তাদেরকে এমন ধারণা দিতে চেষ্টা করা হত যে, 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' নামক লোকটি বড্ড যাদুকর। তার যাদুর প্রভাবে পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং তারা যেন এই লোকটির ধারে কাছেও না যায়। এমন অপপ্রচারের ফলশ্রুতিতে মানুষের কৌতুহলী মন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠত। তারা জানতে চাইত- কোন প্রকৃতির সেই লোকটি আর কোন প্রকৃতির লোকেরাই বা তাঁর যাদুর জালে আটকে গেল? অনুসন্ধানের ফলে তারা জানতে পারল যে, অত্যন্ত উচ্চ নৈতিক চরিত্রের সেই লোকটি। আর তাঁর পেশকৃত শিক্ষা ও আদর্শের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তিদের চরিত্রও সাধারণ লোকদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ফলে দুর্নামকারীরাই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হল। প্রচার হতে লাগল দূর দূরান্তে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি। শীঘ্রই মক্কার ক্ষুদ্র গন্তি থেকে তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি সমগ্র আরবের গোত্রসমূহে ছড়িয়ে পড়ল। হিজরতের পূর্বেই আরবদেশে এমন কোন গোত্রের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে- মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দিকে দিকে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটতে থাকে, মসজিদ তৈরি হতে থাকে। আযানের মাধ্যমে জামাআতে নামায আদায় হতে থাকে, মাত্র দশটি বছরের মধ্যেই তাঁর নামের যিকির ধ্বনি এতই সুদূর প্রসারী হয়ে উঠে যে, দুশমনেরা যে দেশে তাঁর বদনাম ছড়ানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল, সে দেশেরই

www.pathagar.com

প্রতিটি কোণ থেকে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ" ধ্বনি উত্থিত হয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে- খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে আরব ভূখন্ডের বাইরেও নবী করীম (সা.)-এর যিকির ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে, বর্তমান মুহূর্তে পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, এমন কোন জাতি-গোষ্ঠী নেই যেখানে তাঁর পাক সত্তার উপর দুরূদ পাঠ হচ্ছে না, যেখানে প্রতিনিয়ত আযান সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় হচ্ছে না, যেখানে শতশত বার কলেমা তায়্যেবা ও শাহাদাত উচ্চারিত হচ্ছে না। সাপ্তাহিক জুমুআর নামাযের খোতবায় নবী করীম (সা.)-এর বরকতময় নাম অপরিহার্য ভাবেই উঁচু মিম্বার হতে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এভাবে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোন একটি মুহূর্তও এমন অতিবাহিত হয় না, যখন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারিত না হয়- তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা না হয়। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমা তায়্যেবা ও কলেমা শাহাদাত-এ স্বীয় নামের সাথে মহানবী (সা.)-এর নাম যোগ করে দিয়েছেন এবং ইসলামের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিধানেই আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নামের যিকির অপরিহার্য করে দিয়েছেন। অনুকূলে হাদীসঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- আমার ও আপনর রব বলেছেন যে, কিভাবে আমি আপনার উল্লেখ ধ্বনি সুউচ্চ করে দিয়েছি তা জানেন কি? আমি বললামঃ আল্লাহই ভাল জানেন। জিবরাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ যখনই আমার নাম যিকির হবে, তখনই আপনার নামও উল্লেখ হবে। (ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতিম, ইবনুল মুনযির, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদুইয়া, আবু নুআইম, আবু ইয়ালা)

শানে নুযূল ঃ হযরত আনাস (রা.) বলেন- একদা নবী করীম (স.) কোন এক গর্তের মুখে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেনঃ যদি মুসীবত এই গর্তে প্রবেশ করে তাহলে 'আনাস' একই গর্তে প্রবেশ করবে এবং মুসীবতকে তথা হতে বের করে দিবে। তখন আল্লাহপাক ৫ ও ৬ নং আয়াত নাযিল করেন (বাযযার, ইবনে আবু হাতিম, হাকেম, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া) [ফাতহুল কাদীর, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৬৩]।

www.pathagar.com

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ
فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

فَاِنَّ = অতএব নিশ্চয়ই, مَعَ الْعُسْرِ[১]= কষ্টের সংগে, يُسْرًا =স্বস্তি, فَاِذَا= অতএব যখনই, فَرَغْتَ[২] = আপনি অবসর পান, فَانْصَبْ[৩]= তখনই (কঠোর শ্রমের মাধ্যমে ইবাদত-বন্দেগীতে) আত্মনিয়োগ করুন, اِلٰى = প্রতি, رَبِّكَ = আপনার রব, فَارْغَبْ[৪] = গভীর মনোযোগ সহকারে আকৃষ্ট হন।

---

(৫) অতএব নিশ্চয়ই কষ্টের সংগে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয়ই সংকীর্ণতার সংগে প্রশস্ততা রয়েছে। (৭) অতএব যখনই আপনি অবসর পান, তখনই (কঠোর শ্রমের মাধ্যমে ইবাদতে) আত্মনিয়োগ করুন (৮) আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে আকৃষ্ট হন।

---

১. مع العسر – কষ্টের সংগে-চরম প্রতিকূল অবস্থায় নবুয়াতের গুরুদায়িত্ব পালনে নবী করীম (সা.) যখন হিমশিম খাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল, আশার আলো হক তাআলা শানুহুর পক্ষ থেকে এমন আগাম সুখবর তাঁর জন্য ছিল এক অনন্য সাধারণ সান্তনার বাণী। কিন্তু তার পরিবেশ-পরিস্থিতি এতই ভয়ংকর ও হিংসাত্মক ছিল, তাঁর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের পরিমাণ এতোই অসংখ্য ছিল যে, একই সান্তনার বাণী তাকে দু-বার শুনাতে হয়েছে যাতে তিনি পূর্ণ মাত্রায় আশ্বস্ত হতে পারেন। আয়াতটির বাচনভঙ্গিতে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি সংকীর্ণতার জন্য, প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ও মুসীবতের জন্য দু'দুটি প্রশস্ততা আছে। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যদি কোন মুসীবত কোন একটি গর্তে লুকিয়ে থাকে, তবে সেখানেই সহজতা প্রবেশ করে তাকে বিতাড়িত করবে। কখনই একটি মুসীবত দুটি সহজতার উপর বিজয়ী হতে পারে না। এ কথা বলে তিনি ৫ ও ৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। (বায়হাকী, সাঈদ ইবনে মানসূর, আবদুর রায্যাক আব্দ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির)।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ আয়াতে مع শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নিশ্চয়ই মুসীবতের সাথে সহজতা রয়েছে। আসলে মুসীবত ও শান্তি দুটি পরস্পর বিরোধী অবস্থা। তা'হলে দু'টির সহাবস্থান কিরূপে সম্ভব?

উত্তর ঃ আয়াতে যদি مع শব্দের পরিবর্তে بعد (পরে) শব্দটি ব্যবহৃত হত, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াতো- মুসীবতের পর অবশ্যই শান্তি আছে। কিন্তু মুসীবতের সংগে শান্তির অস্তিত্বই প্রশ্নটির জন্ম দিয়েছে। এর তাৎপর্য বুঝতে হলে ইতিহাস সামনে আনতে হবে। সেখানেই সাক্ষ্য মিলবে যে, নবী করীম (সা.)-এর উপর হতে মুসীবত এত দ্রুত অপসারিত হয়েছিল এবং শান্তি ও নিরাপত্তা তাঁকে এত ক্ষিপ্রতার সাথে আবৃত করে ফেলেছিল যে, সময়-কালের বর্ণনায় তা আনা সম্ভবপর নয়। একের কিছু পরে অপরটির আগমন না ঘটে নিমিষেই ঘটেছিল বলে مع শব্দটির প্রয়োগ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

২. فَرَغْتَ- অর্থাৎ যখনই আপনি লোকদের দাওয়াত ও তাবলীগ, তাদের প্রশিক্ষণদান, আত্মসংশোধন, বিচার ফয়সালা, এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজকর্ম থেকে অবসর লাভ করেন, তখন একান্তে আপনার রবের সামনে নামাযে দাড়ান, তাঁরই নৈকট্য লাভের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করুন, বেশী বেশী তাঁর নামের যিকির করুন।

৩. فَانْصَبْ - শব্দটি 'নাসাব' থেকে নির্গত, এর অর্থ হচ্ছে পরিশ্রম ও ক্লান্তি। শব্দটি দ্বারা ইবাদতের মাত্রার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতটুকু ইবাদত অবশ্যই করা উচিত যাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ নিঃসন্দেহে মানুষকে দীনের দিকে আহ্বান করা, তাদের শরীআতের আহকাম শিক্ষা দেয়া, তাদের আত্মশুদ্ধির পথ বলে দেয়া উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। অবশ্য এগুলি সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার পরোক্ষ ইবাদত। আয়াতটির শিক্ষা হচ্ছেঃ পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর হয়ে একান্তে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ ইবাদতে এতটুকু সময় মশগুল থাকা, যাতে কিছুটা ক্লান্তি ও কষ্ট অনুভূত হয়। তাবলীগী কাজে ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, তাই ইস্তিগফার পাঠ করা, স্বীয় যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যিকিরের মাধ্যমে তওফীক কামনা করা, সৎকাজে উৎসাহ-উদ্দীপনায় যেন ভাটা দেখা না দেয়- সেজন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া, নিয়তের দুর্বলতার

www.pathagar.com

কারণে যেন কোন আমল 'রিয়া'-র পর্যায়ভুক্ত না হয় সেজন্য আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির যোগ্যতা বর্ধন, এগুলি প্রত্যক্ষ ইবাদতের মাধ্যমেই লাভ হয়। দীনের তাবলীগী কাজে ও আলেম সমাজের প্রশিক্ষণ ও তাযকিয়ার কাজে বরকত লাভের উত্তম উপায় হচ্ছে স্রষ্টার অধিক প্রত্যক্ষ ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা। এই নসীহত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সকলেরই, বিশেষ করে আলেম সমাজের একান্ত কর্তব্য।

৪. فَارْغَبْ- অর্থাৎ যাবতীয় ইবাদতের মূল কথাটি হল- আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করা, তঁর উপর গভীর আস্থা স্থাপন। তাঁরই দয়া-অনুগ্রহ সকল সাফল্যের চাবিকাঠি। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র স্রষ্টার প্রতি গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করার শিক্ষাদানের মাধ্যমেই সূরাটি শেষ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৯৫. সূরা আত-তীন

নামকরণ ঃ সূরার প্রথম শব্দ 'আত-তীন'-কেই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থান ও সময়কাল ঃ কুরতবী ও কাতাদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বলেন, সূরাটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে।

নিরাপত্তার শহর পবিত্র মক্কা শরীফের শপথের উল্লেখ থাকায় দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, সূরাটি মক্কী। এছাড়া বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের প্রেক্ষিতেও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, সূরাটি মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছে।

আলোচিত বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরা 'আল-বুরূজ-এর পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

সূরার বিশেষত্ব ঃ বারাআ ইবনে আযেব (রা.) বলেন, কোন এক সফরে নবী করীম (সা.) এশার নামাযে সূরা আত-তীন তিলাওয়াত করেন। এমন সুমধুর কণ্ঠে উত্তম তিলাওয়াত আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। (বুখারী, মুসলিম, আহলে সুনান) খতীব আল-বাগদাদী বারাআ ইবনে আযেব (রা.)-এর বরাতে এবং আবু শাইবা,আব্দ ইবনে হুমাইদ ও তাবারানী আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদের বরাতে বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তীন তিলাওয়াত করেছেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ সূরা আত-তীন তিলাওয়াতকালে যখন কেউ পাঠ করবে-

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ـ

তখন সে যেন বলে ঃ

بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ـ

"হাঁ, অবশ্যই আমি একথার উপর সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে একজন।" [তিরমিযী, আহ্মাদ, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযির, বায়হাকী, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া]

www.pathagar.com

ফিক্হ্‌বিদদের মতে নামাযে ইমাম এ সূরাটি তিলাওয়াত করলে মুকতাদীর পক্ষে উপরোক্ত বাক্যটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ ১-৩ আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তীন (ডুমুর) ও যায়তুন (জলপাই) ফলদ্বয়, তূরে সাইনা (সিনাই পর্বত) এবং নিরাপদ শহরের (মক্কা শরীফের) শপথ করেছেন। কোন কথাটি প্রমাণের জন্য এগুলির শপথ করেছেন- তা বলা হয়েছে ৪ নং আয়াতে। ইরশাদ হয়েছে- আমি মানুষকে অতীব উত্তম দৈহিক অবয়বে সৃষ্টি করেছি। কেবলমাত্র দৈহিক কাঠামোতেই সৌন্দর্য দান করা হয়নি, বরং খিলাফতের দায়িত্ব আনজাম দেয়ার মত যাবতীয় গুণগরিমার মহাসমাবেশ ঘটিয়েছি ইনসানের সৃষ্টিতে। মানগত দিক দিয়েও ইনসানকে এমন সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছি যে, আম্বিয়া-মুরসালীনের ন্যায় উচ্চতম মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বও তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লাহর অপর কোন সৃষ্টিই এমন উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী নয়। একথাটি প্রমাণের উদ্দেশ্যেই তীন ও যায়তূন ফলের প্রধান উৎপাদনশীল এলাকা ফিলিস্তীন ও সিরিয়া, সেই সংগে সিনাই উপত্যকার তূর পর্বত এবং মক্কা শরীফ অর্থাৎ যে অঞ্চলগুলি নবী-রসূলদের অভ্যুদয়ের স্থান- সেই স্থানগুলির শপথ করা হয়েছে।

৫ নং আয়াতে ইনসানের অন্য একটি রূপের উল্লেখ করা হয়েছে। যে ইনসান নবী-রসূলের জাতি-গোষ্ঠী বলে উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী হতে পারে, সেই ইনসান তার আমলের কারণে সর্বনিম্ন স্তরে ধিকৃত হতে পারে। মর্যাদার উচ্চ মার্গে আসীন হয়ে ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে যে ইনসান আখ্যায়িত হতে পারে, সেই আবার জিল্লাতির অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়ে পশুর চেয়েও অধম প্রমাণিত হয়ে পারে- হতে পারে সে শয়তানেরও উস্তাদ।

৬ নং আয়াতে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও যিল্লাতির অভিশাপমুক্ত কোন লোকগুলি, আর কোন ব্যক্তিবর্গের জন্য রয়েছে অফুরন্ত, অকর্তিত, বিরামহীন, অবিশ্রান্ত একটানা পুরস্কার, সুখ-শান্তি-সম্মান- তাই বলা হয়েছে। তারাই হবে এমন সৌভাগ্যবান, যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক আমলের উপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

৭-৮ আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেনঃ

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ও সাদৃশ্য পরস্পর বিরোধী দুটি সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের অবস্থান যখন তোমরা তোমাদের দিনরাত অবলোকন করছ, আবার শয়তানতুল্য মানুষের কার্যকলাপ ও লেনদেন তোমরা দিনরাত অবলোকন করছ, আবার শয়তানতুল্য মানুষের বিভৎস চেহারা-চরিত্রও তোমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তখন তোমরা এমন বৈসাদৃশ্য দুটি চরিত্রের জন্য একই পরিণাম-প্রতিদান কেমন করে যুক্তিসঙ্গত মনে কর? অবশ্যই ভালো-মন্দের যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বিচারালয় কায়েমের ব্যবস্থা থাকা তো বিবেকেরই জোর দাবী। তাহলে তোমরা কিয়ামত দিবসকে কেন মিথ্যা সাব্যস্ত করছ?

দুনিয়ার সবচেয়ে নিম্ন মানের একজন বিচারকের কাছ থেকে সবচেয়ে দুষ্ট মানুষের সমাজও তো আশা করে যে, ভালো লোকটিকে পুরস্কৃত করা হোক, আর মন্দ লোকটিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। তাহলে সব বিচারকের উপর শ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করবেন না- কেমন করে এমন মারাত্মক ভুল ধারণা অন্তরে স্থান পেতে পারে!

www.pathagar.com

৯৫. সূরা আত্‌তীন

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُـوْنِ ① وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ② وَهٰـذَا الْبَلَـدِ الْاَمِـيْنِ ③
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ④

وَالتِّيْنِ[১]= তীন বা ডুমুরের শপথ, وَالزَّيْتُوْنِ[২]= আর যায়তুন বা জলপাইয়ের শপথ, وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ[৩] = আর তূর-এ সাইনার শপথ, وَهٰذَا= আর এই, الْبَلَـدِ الْاَمِـيْنِ[৪] = নিরাপদ শহরেরও (মক্কা শরীফের শপথ), لَقَـدْ خَلَقْنَا[৫]= অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি, الْاِنْسَانَ = মানুষ, فِـىْٓ اَحْسَنِ= অতীব উত্তম, تَقْوِيْمٍ[৬] =দৈহিক কাঠামোয়।

---

(১) শপথ তীন ও যায়তূনের (২) আর তূর-এ সাইনার (৩) এবং এই নিরাপদ শহর (মক্কা শরীফ)-এরও। (৪) আমরা ইনসানকে সুন্দরতম দৈহিক কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।

---

১. التِّيْنِ- এর ব্যাখ্যায় অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। হাসান বসরী, মুজাহিদ, ইকরামা, জাবের ইবনে যায়েদ, আতা, ইবনে আবু বাররাহ, ইবরাহীম নাসাঈ প্রমুখ মুফাসসিরগণ 'তীন' বলতে সেই ফলকে বুঝিয়েছেন যা আমাদের দেশে 'ডুমুর' নামে পরিচিত। কুরতুবী বলেন, 'তীন' দ্বারা 'আসহাবুল কাহ্‌ফ-এর মসজিদকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'তীন' অর্থাৎ সেই মসজিদ যা নূহ (আ.) প্লাবন শেষে 'আল-জুদী' পাহাড়ে অবতরণের পর সেখানে নির্মাণ করেছিলেন। কাতাদা ও কা'ব ইবনে যায়েদ বলন, 'তীন' দ্বারা দামেশক শহর অথবা তদসংলগ্ন একটি পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। দাহ্‌হাক বলেন-'তীন' শব্দ দ্বারা 'মসজিদুল হারাম'কেই বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

ইবনে জারীর, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, যামাখশারী ও আলুসী প্রমুখ মুফাসসিরগণ তীন ও যায়তুনের শপথ দ্বারা সেই অঞ্চলকেই বুঝিয়েছেন, যে অঞ্চলে এই ফলদ্বয় অধিক মাত্রায় উৎপন্ন হয়। সেমতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন অঞ্চলকেই শপথে উল্লেখ করা হয়েছে। শপথের জওয়াবের আলোকে ফলদ্বয়ের প্রধান উৎপাদন স্থলই এর অর্থের সংগে বেশী সাঞ্জস্যশীল।

২. والزيتون - এর ব্যাখ্যাতেও অনুরূপ মতানৈক্য রয়েছে। কাতাদা বলেন, 'যায়তুন' দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ ও ইকরামা বলেন, 'যাইতুন' বলতে সেই ফল বুঝানো হয়েছে যদ্বারা যায়তূন তৈল প্রস্তুত করা হয়। তবে এর সবচেয়ে সামঞ্জস্যশীল অর্থ এই যে, 'যায়তুন' নামের শপথের দ্বারা সেই অঞ্চলকেই বুঝানো হয়েছে যেখানে এই ফলটি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেমতে শপথের দ্বারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন অঞ্চলকেই বুঝানো হয়েছে।

৩. طور سينين– দ্বারা সেই 'তূর' পর্বত বুঝানো হয়েছে যেখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সংগে কথোপকথন করেছিলেন। 'সাইনা' উপদ্বীপেই তূর পর্বত অবস্থিত। মূল কথা 'সীনীন'-এর অপর নাম 'সাইনা'। বর্তমানে এলাকাটি সীনা নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

৪. البلد الامين– অর্থাৎ নিরাপদ-নিরাপত্তার সেই সম্মানিত মক্কা শহর যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে "বালাদুল আমীন" নামে প্রাক-ইসলামী কাল থেকেই খ্যাত। সারা আরব ভূখন্ডে যখন যুলুম নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ছিল, এমন জাহিলী যুগেও প্রায় আড়াই হাজার বছর যাবত এই মক্কা নগরী পূর্ণ নিরাপত্তার স্থানরূপেই শ্রদ্ধার পাত্র ছিল।

৫. ১-৩ আয়াতে যে জিনিসগুলির শপথ করা হয়েছে- ৪নং আয়াতে "আমরা ইনসানকে অত্যন্ত উত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি।" একথাটিই উপরোক্ত শপথের জওয়াব।

তীন ও যায়তূন ফলদ্বয়, তূর-এ সাইনা ও নিরাপদ মক্কা শহরের শপথের মাধ্যমে "আশরাফুল মাখলুকাত' ইনসানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই শপথগুলির মূল লক্ষ্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিই হচ্ছে তাঁর মনোনীত

www.pathagar.com

আম্বিয়া-মুরসালীন। আর আম্বিয়া-মুরসালীন হচ্ছেন ইনসানের বংশোদ্ভুত। সুতরাং সৃষ্টিগত দিক থেকে ইনসান এতটা উচ্চ পর্যায়ের যে, তাদেরই মধ্য হতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবী-রসূলদের মনোনীত করেছেন। নিঃসন্দেহে ইনসানের জন্য এটি এক বিরাট গৌরবের বিষয়। শপথগুলিতে এমন তিনটি স্থানের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, যে স্থানগুলো আম্বিয়া-মুরসালীনদের পদধূলিতে ধন্য। প্রথমতঃ তীন ও যায়তূন ফলদ্বয়ের প্রধান উৎপন্নস্থল সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের বিশাল এলাকায় হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত অসংখ্য আম্বিয়া-মুরসালীনদের আবির্ভাব ঘটেছিল। বাইতুল-মুকাদ্দাসে তশরীফ এনেছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। দ্বিতীয়তঃ তূর-এ সাইনাতে হযরত মূসা (আ.) নবুয়াত করেছিলেন। তৃতীয়তঃ বালাদুল-আমীন যার শানে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا

"আর যে ব্যক্তি এই শহরে প্রবেশ করল, সে-ই নিরাপত্তা লাভ করল।" (আলে-ইমরানঃ ৯৭)

হযরত ইবরাহীম (আ.) মূলতঃ এই শহরের গোড়াপত্তন করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.) এই পবিত্র ভূমিতেই ভূমিষ্ঠ হন। 'বায়তুল্লাহিল হারাম' এই শহরেই অবস্থিত। মোটকথা আম্বিয়া-মুরসালিনদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের নামে শপথ করার মূল তাৎপর্য এই যে, আমি ইনসানকে এমন উত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি যে, নবী-রসূলদের ন্যায় সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব তাদেরই কুলে সম্ভবপর হয়েছে।

৬. تقويم- এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে গঠনগত ভিত্তি (Structural Foundation), তাই ব্যাপক অর্থে দৈহিক কাঠামো ও স্বভাব-প্রকৃতি উভয়ই বুঝায়। দৈহিক অবয়বে ইনসান প্রাণী জগতের সকল সদস্য হতে এক অনন্য সুন্দর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দাহ্হাক বলেন, দুনিয়ার সকল প্রাণীই আড়াআড়ি (Horigontal) মেরু দাড়ায় চলাফেরা করে, অথচ মানুষ খাড়া (Vartical) মেরু দাড়ায় চলতে অভ্যস্থ। স্বীয় রুচি মাফিক সে স্বহস্তে খাদ্য মুখে তুলে নেয়। ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ইনসানকে কেবল সুন্দর দেহাবয়বেই সৃষ্টি করেননি, বরং তাকে করেছেন জ্ঞানী, শক্তিবান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী ও প্রজ্ঞাবান। বস্তুত এগুলি আল্লাহর সিফাতসমূহের

www.pathagar.com

অন্তর্গত। আল্লাহ্ তাঁরই কতিপয় সিফাতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ -

"আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে স্বীয় আকারে (সিফাতে) সৃষ্টি করেছেন।" (বুখারী, মুসলিম)। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর রং-এ রঞ্জিত হলে সেই ইনসান সন্দেহাতীতভাবে হবে সর্বোত্তম সৌন্দর্যের অধিকারী।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ⑤ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑥

ثُمَّ = অতঃপর, رَدَدْنٰهُ = আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ[১]= নীচ থেকে আরও নীচে (সর্বনিম্নে), اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا[২] = কেবলমাত্র ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ = এবং সালেহ আমল করেছে, فَلَهُمْ = তাদের জন্য রয়েছে, اَجْرٌ= শুভ প্রতিফল, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ= যা কখনও শেষ হবে না।

---

(৫) অতঃপর আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীন থেকে হীনতম (৬) কেবলমাত্র ঐসকল লোক ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

---

১. ثم رددناه اسفل سافلين- এর কয়েকটি অর্থ মুফাসসিরগণ পেশ করেছেন। দাহ্হাক ও অনেকে এর অর্থ করেছেন যৌবনের প্রারম্ভে যে ইনসান সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট ছিল, সেই ইনসানই আবার বার্ধক্যের কষাঘাতে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম অবয়বে পর্যবসিত হয়। যৌবনের উদীয়মান সূর্য যখন বার্ধক্যে অস্তমিতপ্রায় হয়ে যায়, তখন মানুষ তার দৈহিক, মানসিক ও মেধাগত শক্তি হারিয়ে ফেলে। সে কুশ্রী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, স্মরণশক্তি লোপ পেতে থাকে, বালসুলভ আচরণ করতে থাকে। অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। না নিজের কোন উপকার করতে পারে, আর না পারে অন্যের। এটা তার জন্য হয়ে পড়ে দারুণ মর্মান্তিক।

www.pathagar.com

মুজাহিদ, আবুল আলিয়া ও হাসান বসরী বলেন, 'আসফালা সাফিলীন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কাফিরদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। যেহেতু জাহান্নাম বহু স্তর বিশিষ্ট, সেহেতু আমালের পার্থক্য হেতু কাফিররা বিভিন্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। সূরা নিসা ঃ ১৪৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ "নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।" আলোচ্য আয়াতেও জানা যায় যে, কোন সৃষ্টিই অধঃপতনের অতটা চরমে পৌঁছতে পারে না। লোভ, লালসা, স্বার্থপরতা, যৌন বাসনা-কামনা, নেশাখোরী, নীচতা, হীনতা, সংকীর্ণতা, ক্রোধ, আক্রোশ ও এই ধরনের অন্যান্য খারাপ স্বভাবে যেসব লোক নিমজ্জিত হয়- নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে তারা বস্তুত সর্বনিম্নে পৌঁছে যায়। এমনকি হিংসা-বিদ্বেষে মানুষ একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়, তখন তার পৈশাচিক আচরণ যে কোন হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও জঘন্য হয়ে থাকে। সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে- মানুষ শিরক করে যা অন্য প্রাণী দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। সে গাছ, পাথর, আগুন, পানি, চাঁদ, সূর্য প্রভৃতির পূজা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। দেব-দেবীর উপসানালয়ে দেবদাসী রেখে তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে তারা যথেষ্ট পুণ্যের কাজ মনে করে। তাদের উপাস্য দেব-দেবীর কাহিনী ও কিংবদন্তিতে এমন সব অশ্লীল গল্প-কাহিনী সংযোজিত রয়েছে, যা পাঠকালে সবচেয়ে হীন ও নীচতম মানুষেরও লজ্জার উদ্রেক হয়।

সূরাটির মূল বক্তব্য সামনে রাখলে শেষোক্ত ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। আখিরাতে শুভ কাজের পুরস্কার আর মন্দ কাজের শাস্তি লাভ সন্দেহাতীত ব্যাপার। একথাটি প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক ৪ ও ৫নং আয়াতে পরস্পর বিরোধী দুটি রূপ তুলে ধরেছেন। ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইনসানের মর্যাদা এতো উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বলেই নবী-রসূলের ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার আগমন এ জাতিতেই সম্ভব হয়েছে। সে ইনসানই আবার পশুর চেয়েও অধম হতে পারে- যে কথাটি বলা হয়েছে ৫ নং আয়াতে। আমাদের চারপাশেই আমরা যখন এতো চরম পরস্পর বিরোধী চরিত্রের মানুষ দেখে থাকি, তখন কি করে বিবেক রায় দিতে পারে যে সকল মানুষই ভাল-মন্দ নির্বিশেষে একই রকম পরিণতি ভোগ করবে? পরস্পর বিরোধী ইনসানের পরস্পর বিরোধী প্রতিফল লাভ অবশ্যই বিবেকের অনিবার্য দাবী।

২. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا- এই আয়াতের ব্যাখ্যায়ও মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

অনেকের মতে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ আমল করেছে, তারা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলেও তাদের সৎ আমল যৌবন কালের অনুরূপ জারি থাকে। আবু মূসা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা সফরে বেরিয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তার আমলনামায় অনুরূপ আমলের সওয়াব লিখার নির্দেশ দেন, যেমনটি আমল সে সুস্থ ও মুকীম হালতে করত।" (বুখারী, আহমাদ)

কেউ কেউ বলেনঃ ঈমানদার সৎকর্মীগণ ৫ নং আয়াতে ঘোষিত অবস্থার ব্যতিক্রম। সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ এমন শুভ ফল লাভ করতে থাকবে- যা কখনও ছিন্ন বা ব্যাহত হবে না। আল্লামা মওদুদী (রহ.) বলেন, যেসব লোক তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তদনুযায়ী নেক আমলে নিজেদের জীবনকে সুষমামন্ডিত করেছে, তারা এমন নিম্নতম পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ তাদেরকে যে অতি উত্তম কাঠামোয় ও উন্নততম মানে সৃষ্টি করেছেন, সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তারা অক্ষুন্ন রেখেছে, তার উপর দৃঢ়পদ রয়েছে, তাই তারা এমন শুভ ফল লাভ করবে যার ধারাবাহিকতা কোন দিনই ছিন্ন হবে না। অন্যান্যের মতে সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য সরাসরি জান্নাতে প্রবেশের ঘোষণা না দিয়ে তার পরিবর্তে অবিরাম, অকর্তিত পুরস্কারের কথা অত্র আয়াতে উল্লেখ থাকায় এর তাৎপর্য হচ্ছে- যে সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ দুনিয়ার জিন্দিগীর সকল স্তরেই-তথা যৌবনকাল থেকেই যে পুরস্কার ও নিআমত লাভ শুরু করবে তা অবিরাম জারি থাকবে। তার সুফল বার্ধক্যে, কবরে, হাশরে ও চূড়ান্ত পর্যায় জান্নাতে-সকল অবস্থায় বিরামহীনভাবে লাভ করবে।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ⑦ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ⑧

فَمَا يُكَذِّبُكَ[১]= অতএব আপনার বক্তব্য কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? بَعْدُ = (এসব অকাট্য দলীল-প্রমাণাদির) পরেও, بِالدِّيْنِ= কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে اَلَيْسَ اللّٰهُ[২] = আল্লাহ কি নন? بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ= সমস্ত বিচারকের তুলনায় সর্বাধিক উত্তম বিচারক।

www.pathagar.com

(৭) অতএব (হে রসূল!) কে কিয়ামতের ব্যাপারে আপনার বক্তব্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? (৮) আল্লাহ্ তা'আলা কি সকল বিচারকের তুলনায় সর্বাধিক উত্তম বিচারক নন?

---

১. 'ফামা ইউকায্যিবুকা'- অর্থাৎ আপনি শুভ কাজের পুরস্কার এবং অশুভ বদ আমলের জন্য শাস্তির অনিবার্যতার যে হুশিয়ারী মানুষকে শুনাচ্ছেন- সেই সত্য কথাটিকে মানুষ কেমন করে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে? দুটি পরস্পর বিরোধী চরিত্রের অধিকারী মানুষের জন্য কি তারা একই রকমের প্রতিফল আশা করছে? তাদের বিবেক কি একথারই দাবী জানায় যে, পশুতুল্য ইনসান, সবচেয়ে নিষ্ঠুর-নির্দয়, হীন-নীচ, স্বার্থপর ও লোভী মানুষটিকে যেমন প্রতিফল দেয়া হবে- ঠিক তেমনই প্রতিদান দেয়া উচিত সেই ইনসানকেও যে নবী-রসূলের ন্যায় পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, মায়ামমতা, নিঃস্বার্থপরতা ও উচ্চ মন-মানসিকতার অধিকারী? সর্বনিম্ন পংকে নিমজ্জিত মানুষটিকে কোনরূপ শাস্তি দেয়া হবে না, আর পবিত্রতম জীবন যাপনকারীকেও কোন পুরস্কার দেয়া হবে না- এটা কি ইনসাফের কথা হতে পারে? যেহেতু তোমরাও আশা কর যে, অপরাধী দুষ্ট লোকটি অবশ্যই সাজাপ্রাপ্ত হোক, আর ভাল লোকটি অবশ্যই তার সৎ জীবন যাপনের সুফল প্রাপ্ত হোক- সেই ব্যবস্থাই আল্লাহ কায়েম করবেন সেই নির্দ্ধারিত দিনটিতে যে দিনের সতর্কবাণী তোমাদের নবী তোমাদেরকে অগ্রীম শুনিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং কেন তোমরা সেই মহাবিচার দিবসকে মিথ্যা মনে করছ।

২. "আলাইসাল্লাহু বি-আহকামিল-হাকিমীন" অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট বড় সমস্ত বিচারকের চেয়ে আল্লাহ্ কি সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক নন? তোমাদের স্বীয় সত্তায় বিদ্যমান 'বিবেক' নামের যে বিচারক রয়েছে তার-ই রায় যদি এমন হয় যে, অপরাধীকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে, আর সৎ লোককে অবশ্যই পুরস্কৃত করতে হবে, তাহলে সর্বাপেক্ষা সুবিচারক "আল-আদেল" (আল্লাহর নাম) জাল্লা জালালাহু তাঁর দুনিয়ায় এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা কি কখনও চালু রাখতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় পশুবৎ জীবন যাপন করল, ফিতনা-ফাসাদের সয়লাবে তার চারপাশকে সাক্ষাত জাহান্নামের টুকরায় পরিণত করল, তারপর

www.pathagar.com

মরে মাটিতে একাকার হয়ে গেল, অথচ তাকে তার বদ আমলের জন্য শাস্তি দেয়া হবে না, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোন বিচারালয় স্থাপন করা হবে না? অপর লোকটি দুনিয়ায় হারাম-হালাল, বৈধ-অবৈধ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্টির পূর্ণ সীমারেখা রক্ষা করে, পূত-পবিত্র জীবন যাপন করে মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে গেল অথচ তার সালেহ্ আমলগুলির সঠিক মূল্যায়ন এবং তদনুযায়ী উপযুক্ত পুরস্কার দানের জন্য ইনসাফপূর্ণ একটি বিচারালয় কায়েম করা হবে না- 'আল-আদেল' (সুবিচারক আল্লাহ্) সম্পর্কে এরূপ মারাত্মক ধারণা কি কখনও যুক্তিযুক্ত হতে পারে? বরং তিনি তাঁর অনুগত বান্দার উচ্চ মর্যাদা পাপীষ্ঠ বান্দাদের অপবিত্র সত্তা থেকে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান রাখবেন। এটাই তাঁর বিধানের উদাত্ত ঘোষণা।

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ - مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ - (القلم : ٣٥-٣٦)

"অনুগত মুসলমান বান্দাদের কি আমরা পাপীষ্ঠ বান্দাদের একই কাতারে শামিল করে দিব? তোমরা কেমন করে এরূপ ফয়সালা করতে পার?" (আল-কালামঃ ৩৫-৩৬)

www.pathagar.com

৯৬. সূরা আল-আলাক

নামকরণ ঃ দ্বিতীয় আয়াতের শেষ শব্দ العلق-কেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থান ও সময়কাল ঃ সমস্ত মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত মক্কাস্থ জাবালুন-নূর (আলোর পর্বত)-এর 'হেরা' গুহায় নাযিল হয়। বাকী আয়াতগুলি কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খানায়ে কা'বা-য় প্রকাশ্যে নামায আদায়কে কেন্দ্র করে আবু জাহ্‌লের ধৃষ্টতার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। নবুয়াতের সূচনা হয়েছে সূরাটির প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে। কুরআন বিশেষজ্ঞ সবাই এবিষয়ে একমত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ওহীর সূচনার কিছু পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা.) ঘুমন্ত অবস্থায় এমন সত্য স্বপ্ন দেখতেন, যেন তা ছিল প্রকাশ্য দিবালোকে বাস্তব দেখার মত। তখন থেকেই তিনি নিঃসঙ্গ ও নির্জন পছন্দ করতেন। হেরা গুহায় একটানা বেশ কয়েক রাত-দিন কাটিয়ে দিতেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার মত পর্যাপ্ত খাদ্য-পানীয় তিনি সংগে নিয়ে যেতেন। প্রয়োজন মাফিক ফিরে এসে খাদীজা (রা.)-র নিকট থেকে আরো কয়েক দিনের খাদ্য সামগ্রী সংগে নিয়ে আবার ফিরে যেতেন হেরা গুহায়। একদা তিনি সেই গুহায় অবস্থানকালে সহসা তাঁর সামনে ওহীসহ একজন ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে বলেন, আপনি পড়ুন! রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ তখন আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তখন ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে সজোরে চাপ দিলেন, তা ছিল আমার সহ্যসীমার বাইরে। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন! তখন আমি বললামঃ আমি পড়তে শিখিনি। তখন তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জড়িয়ে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন, যা আমার নিকট ছিল অসহনীয়। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন, আপনি পড়ুন! এবারও আমি বললামঃ আমি তো পড়তে জানি না। তখন তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন সজোরে চাপ দিলেন যার ফলে আমার সহ্যশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। অতপরঃ তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন ...... যা সে জানে না।' (প্রথম পাঁচটি আয়াত পর্যন্ত শুনালেন)। তিনি

www.pathagar.com

[আয়েশা] বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা.) ভীত-কম্পিত অবস্থায় তথা হতে ফিরে এসে খাদীজা (রা.)-র ঘরে প্রবেশ করে বললেনঃ আমাকে কম্বলে জড়িয়ে দাও! আমাকে কম্বলে আচ্ছাদিত কর। তখন তাঁকে কম্বলে জড়িয়ে দেয়া হল। অতঃপর যখন তাঁর ভীতি দূর হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ হে খাদীজা! আমার এ কি অবস্থা হল, অতঃপর সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁকে শুনিয়ে বললেনঃ আমার জীবনের আশংকা হচ্ছে। তখন খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন, কখনও নয়। আল্লাহর শপথ! তিনি কখনও আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সদা সত্য কথা বলেন, বোঝাক্লিষ্ট লোকদের বোঝা বহন করেন, অতিথি সেবা করেন এবং ভাল কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেন (অন্য বর্ণনায় আমানতদারী করেন এবং ফকীর-মিসকীনদের দান-খয়রাত করেন)।

অতঃপর খাদীজা (রা.) তাঁকে নিয়ে ওরাকা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযা ইবনে কুসাই-এর নিকট যান। তিনি ছিলেন তার চাচাত ভাই। জাহিলী যুগে তিনি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষা থেকে ইনজীল গ্রন্থ আরবীতে ভাষান্তর করতেন। তিনি অত্যন্ত বয়ঃবৃদ্ধ ও অন্ধ ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন, হে ভাইজান! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘটনার বিবরণ শুনুন। তখন ওরাকা বললেন, ভ্রাতৃষ্পুত্র! আপনি কি দেখেছেন? রসূলুল্লাহ (সা.) যা কিছু দেখেছিলেন- সবই বর্ণনা দেন। তখন ওরাকা বলেন, তিনিই তো সেই সামূদ (ওহী বহনকারী ফেরেশতা) যিনি মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হায়! আমি যদি আপনার নবুয়াতকালে শক্ত সামর্থ হালতে থাকতাম। হায়! আপনার সম্প্রদায় যখন আপনাকে বহিস্কার করবে, তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিস্কার করবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন, এরূপ সম্পদ নিয়ে এমন লোক কখনই আগমন করিনি- অথচ তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে বলিষ্ঠভাবে আপনার সাহায্য করব। এর অল্পকাল পরেই ওরাকার ইন্তেকাল হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ৬-১৯ আয়াতগুলি কিছুকাল পরে নাযিল হয়। নবী করীম (সা.) যখন হারাম শরীফের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে নামায আদায় শুরু করেন,

www.pathagar.com

তখনই তাঁর নতুন ধর্মের বিষয় কুরাইশরা উপলব্ধি করতে পারে। আবু জাহল তাঁকে হারাম শরীফের ভিতরে নামায আদায় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে। তারই পটভূমিতে শেষাংশ নাযিল হয়। 'সূরা মুদ্দাসসির' ও সূরা মুযযাম্মিলের অংশবিশেষ এবং সূরা আল-ফাতিহা পুরাটা নাযিল হওয়ার পর এই সূরার শেষাংশ নাযিল হয়েছে।

সূরার বিশেষত্ব ঃ প্রথম পাঁচটি আয়াত দ্বারা ওহী নাযিলের সূচনা হয়। মহানবী (সা.)-এর নবুয়াত লাভ এ সূরাটির মাধ্যমেই শুরু হয়। হেদায়াতের ভান্ডার কুরআন মাজীদ নাযিলের ফল্গুধারা শুরু হয় এই সূরার প্রথমাংশের মাধ্যমে।

এর দ্বিতীয় অংশে শ্রেষ্ঠ ইবাদত 'নামায' প্রকাশ্যে ও নির্দ্বিধায় আদায় করার নির্দেশ দানের মাধ্যমেই সূরাটি শেষ করা হয়েছে। প্রথমাংশ দ্বারা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সাথে তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর যোগসূত্র স্থাপিত হলেও তা ছিল অপ্রকাশ্য। কিন্তু দ্বিতীয়াংশে হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে নামায আদায়ের মাধ্যমে নতুন জীবনবিধান দীন ইসলামের অস্তিত্ব জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অন্য কথায় আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জনসাধারণের যোগসূত্র স্থাপনের সূত্রপাত হয়। প্রকাশ্যে নামায আদায় সমবেত জনতা বিস্ময়-বিস্ফোরিত নেত্রে অবলোকন করছিল; আর বলাবলি করছিল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নিশ্চয়ই নতুন কোন ধর্মমতের অনুসারী হয়েছে। ওহী নাযিলের পর ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল প্রকাশ্যে হারাম শরীফে নামায আদায়ের মাধ্যমে, আর কাফিরদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও শুরু হয়েছিল এরই মাধ্যমে।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ ১ম আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে তাঁর রবের নামে পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম ওহী হিসাবে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আপনার প্রভুই হচ্ছেন সকল জ্ঞান ও ইলমের উৎস। তাই শুরুতেই এই জরুরী নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, পরবর্তীকালে আরো যত প্রকার হেদায়াত আসতে থাকবে- সবই আপনার প্রতিপালকের বরকতময় নামে পাঠ শুরু করবেন। এখানে কেবল পাঠকালে রব-এর নামে পাঠের নির্দেশ দেয়া হলেও, আসলে প্রতিটি কাজই রব-এর নামে শুরু করার ঐশী হেদায়াত প্রকাশিত হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, আপনার রব তিনিই যিনি সারা বিশ্বলোকেরও

www.pathagar.com

রব। নিখিল সৃষ্টি জগতের পুংখানুপুংখ জ্ঞান তো কেবল স্রষ্টারই আয়ত্বে। তাই ইলমের একমাত্র ভান্ডার তো তিনিই। তাঁরই নামের বরকতেই সহীহ জ্ঞান হাসিল সম্ভব।

নিখিল বিশ্বের মহান স্রষ্টা ২নং আয়াতে আশরাফুল মাখলুকাতের সৃষ্টি রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলেছেনঃ মানুষকে অতি হীন-নগন্য অবস্থা হতে সৃষ্টির সূচনা করে এক পরিপূর্ণ সুন্দর দেহাবয়ব বিশিষ্ট মানব শিশুরূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করি। তাকে শুধুমাত্র দৈহিক সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্বই দান করিনি বরং জ্ঞান-গরিমা ও বিবেকশক্তির নিআমত দ্বারা আমি তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় আসীন করেছি।

৩-৫ আয়াতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানার্জনের তাকীদ দিয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেনঃ কলমের সাহায্যে মানুষকে তার অজানা ইল্ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মহান রবের পাঠানো ওহীর জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, আর যাবতীয় জ্ঞানের উৎসও হচ্ছেন মহান রব। তাই সেই মহান রবের নামে পাঠ শুরু করলে তাঁরই নামের বরকতে জ্ঞানার্জন সহজ হয়ে যায়। ৪ নং আয়াতে-কলমের সাহায্যে 'লিখন' শিক্ষাদান ব্যবস্থা এক বড় নিআমত একথাই বলা হয়েছে। মানুষের আয়ত্ব করা জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হচ্ছে কলমের সাহায্যে লেখনী ব্যবস্থা। লেখনীর জ্ঞান আল্লাহ দান না করলে অতীতের জ্ঞান হারিয়ে যেত। কলমের ব্যবহার জানা না থাকলে কুরআন-হাদীসের ইলমও নির্ভুলভাবে হেফাযত করা সম্ভব হত না। ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ ওহীর সাহায্যে আল্লাহ পাক মানুষকে এমন সব ইলম দান করেছেন যা মানুষ শত চেষ্টা সাধনায়ও হাসিল করতে পারত না। 'শরীআতে মুহাম্মদিয়া' নবী করীম (সা.)-এর গবেষণালব্ধ নয়; বরং তার কাঠামো সরাসরি আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রদত্ব।

৬-৮ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও বস্তুত তা ব্যাপকভাবে মানবজাতিকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। ধনে জনে মানুষ নিজেকে সমৃদ্ধশালী দেখতে পেলেই তার মধ্যে বেপরওয়া ভাবের জন্ম হয়। সে হীন বস্তু 'আলাক' থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সেকথা ভুলে গিয়ে সহসাই সীমা লংঘন করে বসে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে মহান স্রষ্টার সামনে।

www.pathagar.com

৮ নং আয়াতে বেপরওয়া সীমালংঘনকারীকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে এভাবেঃ তুমি দুনিয়ার জিন্দিগীতে ধনৈশ্বর্যের বিপুলতায় আর দলবলের প্রাচুর্যতায় নিজেকে যতই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বেপরওয়া মনে করছ, আসলে তো তুমি রয়েছে আমার মুষ্টিতে আবদ্ধ। কাল তোমাকে ধনজন সব কিছুই পরিত্যাগ করে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আমার সামনে উপস্থিত হতে হবে।

৯-১৪ আয়াতে নরাধম আবু জাহলের নবীকুল শিরোমনী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে কদর্য ব্যবহারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.) প্রকাশ্যে হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে নামায আদায় করতে থাকলে আবু জাহল তাঁকে তথায় নামায আদয় করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করে। অথচ রসূলুল্লাহ (সা.)-ই রয়েছেন হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর তিনিই মানুষকে তাকওয়ার জিন্দিগী অবলম্বনের শিক্ষা দেন। শেষে আবু জাহলকে শাসিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবেঃ তুমি তো সত্য নবীকে এবং তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, তাঁর সাথে বিরোধিতা করছ; তুমি কি জান না যে, তোমার দুশমনির প্রতিটি পদক্ষেপই আল্লাহ অবলোকন করছেন? তোমার হঠকারিতার পূর্ণ ফিরিস্তি রচিত হচ্ছে- তাকি তুমি জান না?

১৫-১৮ আয়াতে আবু জাহল ও তার অনুসারীদের মারাত্মক পরিণতির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছেঃ যদি তুমি নামাযে বাধাদান তথা দীনের বিরোধিতা থেকে ক্ষান্ত না হও তাহলে তোমার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোর সমর্থকদের সাহায্য নেয়ার সুযোগ হবে না। আযাবের জন্য ফেরেশতারা তোদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে পূর্ণ অভয়দান করার সাথে সাথে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে নামাযের উপর কায়েম থাকার হেদায়াত দান করেছেন। বলা হয়েছে আবু জাহল তথা সকল বিরুদ্ধবাদীদের আদৌ কোন পরওয়া না করে যথারীতি নামায আদায়ের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।

www.pathagar.com

৯৬. সূরা আল-আলাক

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ① خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②

اِقْرَاْ = (হে রসূল!) আপনি পড়ুন, মূল قَرَأَ-পাঠ করা, بِاسْمِ= নাম সহকারে, رَبِّكَ = তোমার রব, اَلَّذِىْ= যিনি, خَلَقَ= সৃষ্টি করেছেন কর্তৃবাচ্য, خَالِقٌ- সৃষ্টিকর্তা, مِنْ= হতে, عَلَقٍ= জমাট বাধা রক্ত।

---

(১) (হে রসূল!) পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (বিশ্বচরাচর) (২) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা রক্ত থেকে।

---

১. ইকরা - হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন হেরা গুহায় মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ 'পড়ুন' তখন নবী করীম (সা.) উত্তরে বললেনঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ অর্থাৎ আমি পড়তে শিখিনি। এই কথোপকথন থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিবরাঈল (আ.) ওহীর এই কথাগুলি লিখিত আকারে তার সামনে পেশ করেছিলেন। কেননা কোন উচ্চারিত কথা শুনে তার আবৃত্তি কোন অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব। জিবারাঈল (আ.) আলিঙ্গনপূর্বক তিনবার সজোরো চাপ দেয়ার ফলে নবী করীম (সা.) ওহী গ্রহণে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে ওহী নাযিলের সময় জিবরাঈল (আ.) কেবল বাণীসমূহ পড়ে শুনাতেন, আর রসূলুল্লাহ (সা.) তা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সংগে সংগেই ওহীর পয়গাম তাঁর হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হয়ে যেত।

২. اِقْرَاْ بِاسْمِ اللّٰهِ না বলে اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ বলার তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি পূর্বে থেকেই আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রব-এর উল্লেখ বিশেষভাবে সেই শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়- যিনি

www.pathagar.com

প্রতিপালক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, হেফাজতকারী। একজন উম্মী নবীর ভিতর এমন উচ্চতর শিক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, বাক-নৈপুন্য, বিশুদ্ধ ভাষা-জ্ঞান, এসব যাবতীয় গুনের সৃজন ও লালন করবেন যে রব, সেই পালনকর্তার নামেই পড়ুন। তৃতীয়তঃ বিরুদ্ধবাদীদের সকল প্রকার দুশমনি ও হঠকারিতা থেকে রক্ষা করার গ্যারান্টি যে রব আপনাকে দিচ্ছেন, সেই রব-এর নামেই পড়ুন। প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাগুলিতে রব নামটি অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে خَلَقَ শব্দের মধ্যে ভূমন্ডল, নভোমন্ডল এবং তন্মধ্যস্থিত সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত, এমনকি মানুষও। তবুও দ্বিতীয় আয়াতে ইনসান সৃষ্টির আলাদা উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, 'আশরাফুল মাখলুকাত' ইনসানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই তাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর খিলাফতের দায়িত্ব আনজাম দেয়ার মত যোগ্যতা যে সৃষ্টির রয়েছে, যে জাতিতে আল্লাহর মনোনীত আম্বিয়া-মুরসালীন আত্মপ্রকাশ করেছেন, যে জাতির উপর কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে, সেই মহান জাতির স্বতন্ত্র উল্লেখ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

এর অন্য একটি ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, মানুষের সৃষ্টি এমনই রহস্যময় যে, এক একটি মানুষ যেন এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ। জগতের সব কিছুর নযীর মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। একথাই অন্যত্র এভাবে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ - (الذاريات : ٢١)

"আর (বিশ্ববাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী) তোমাদের খোদ ব্যক্তি সত্তায় মওজুদ রয়েছে। (সমগ্র বিশ্বে কুদরাতের যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে, তার সব কিছুই সংকুচিতভাবে মানুষের ক্ষুদ্র সত্তায় বিদ্যমান) তোমরা কি অবলোকন কর না?" (যারিয়াতঃ ২১)

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ ③ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤

الاَكْرَمُ[১]= বড়ই অনুগ্রহশীল, মহামহিমান্বিত, الَّذِىْ = যিনি, عَلَّمَ= শিক্ষা দিয়েছেন, মূল العلم- জ্ঞান, কর্তৃবাচ্য العالم-জ্ঞানী, بِالْقَلَمِ[২]= কলমের সাহায্যে, مَا = যা কিছু, لَمْ يَعْلَمْ[৩] = সে জানত না।

www.pathagar.com

(৩) পড়ুন! আর আপনার রব বড়ই অনুগ্রহশীল (৪) যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে (৫) মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন (এমন জ্ঞান) যা সে জানত না।

---

১. رَبُّكَ الْاَكْرَمُ - অর্থাৎ আপনার রব অতীব মহানুভব, দাতা-দয়ালু। তিনি তাঁর বিশেষ রহমতে সমস্ত সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্বদান করেছেন। অযাচিতভাবেই তিনি তাঁর দানের অনুগ্রহে ধন্য করেছেন নিখিল বিশ্বচরাচরকে। কেননা বিশ্বচরাচর ও ইনসান সৃষ্টিতে তাঁর নিজস্ব কোন লাভ বা স্বার্থ নেই; বরং এটা তাঁর দানের বদান্যতা। শুধু সৃষ্টি করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, অধিকন্তু তিনি ইনসানকে ইলম শিক্ষার উপায়-উপকরণ দান করে আরও অধিক মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

২. عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- অর্থাৎ কলমের সাহায্যে মানুষের জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করেছেন। যদিও শিক্ষাদান মৌখিক ও লিখিত- উভয় মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে, তবুও বর্ণিত আয়াতে কলমের ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, উন্নতি, বিস্তার ও বিকাশ সাধন হয়ে থাকে- সে কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু যে সমস্ত আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন- সবই কলমের সাহায্যে লিখা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদ এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে বাণীসমূহও যুগ পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌছেছে কলমের ব্যবহারের মাধ্যমেই। একারণেই তা পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার-প্রসার, উন্নয়ন-উৎকর্ষ সাধন, বংশ থেকে বংশান্তরে এবং যুগ থেকে যুগান্তরে পৌছে যাওয়া, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য, উক্তি ও উধৃতির সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে মানুষকে ইলমী চেতনার মাধ্যমে কলমের ব্যবহার তথা লেখার কৌশল শিক্ষাদানের ফলশ্রুতিতে। কাতাদা বলেন, কলম আল্লাহ্ পাকের এক বিরাট নিআমত। কলমের অস্তিত্ব না থাকলে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারত না এবং দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকান্ডও অচল হয়ে পড়ত।

কলমের ব্যবহার কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, আর কেবল মানুষের হস্তেই এটা ব্যবহৃত হয় না; বরং এর ব্যবহার সৃষ্টির শুরু থেকেই ব্যাপক। ফেরেশতাদের পবিত্র হাতেও আদিলগ্ন থেকেই এর ব্যবহার জারি হয়েছে। হক

www.pathagar.com

তা'আলা শানুহু সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওলীদ ইবনে উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রা.) বলেন, আমার পিতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমাকে ডেকে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহপাক সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন; অতঃপর তাকে আদেশ করেন- লিখ! কলম বলল, ইয়া রব! আমি কি লিখব? তখন তাকে আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সকল ঘটনা ও অবস্থার তকদীর লিখার নির্দেশ দেয়া হল। (আহমাদ, তিরমিযূ ও ইবনে আবু হাতেম) ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ 'উসতাযুল আসাতিযা" নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-কে অক্ষরজ্ঞানহীন রাখার রহস্য কি?

উত্তর ঃ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেশকৃত দাওয়াতের নির্দেশিকা পুস্তক 'আল-কুরআন' মানুষের সামনে এমন তত্ত-তথ্য ও জ্ঞানের মহা-ভান্ডার ছিল, যা মানবীয় চেষ্টাসাধনা ও গবেষণার ফলশ্রুতি ছিল না, বরং তা ছিল 'আলীমুন হাকীম'-এর এক বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন। অক্ষর জ্ঞানহীন একজন মানুষের মুখে এসব অমীয় বাণীর ঘোষণা ছিল একদিকে কালামুল্লাহর জ্বলন্ত মুজিযা, আর অন্যদিকে ছিল রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়াতের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ। তদানীন্তন সভ্য জগত ও জ্ঞান গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক বর্বর উম্মী পরিবেশেই রসূলুল্লাহ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। সিরিয়া, মিসর, ইরাক ইত্যাদি উন্নত দেশগুলিতে আরবগণ সাধারণভাবে উম্মী বলে পরিচিত ছিল। খুব অল্প সংখ্যক লোকই সে সময় লিখন, অঙ্কন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করত। রহস্যময় আল্লাহ তাঁকে সে সুযোগটুকুও দেননি, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের পরিচিত একজন অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তির মুখ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিকমত-প্রজ্ঞার এমন ফল্গুধারা প্রবাহিত হওয়া নিঃসন্দেহে ছিল এক দীপ্তিময় মুজিযা।

এভাবে আরো একটি রহস্য উদঘাটিত হয় যে, কলমের মাধ্যম ছাড়াই জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ঐশী পন্থা অধিক কার্যকর। আদি পিতা আদম (আ.)-কে ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম প্রমাণিত করার জন্য আধ্যাত্মিক জগতে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করা হয়েছিল, ইহ জগতে তারই বাস্তব প্রমাণ মিলে উপরোক্ত ঘটনা থেকে।

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তাঁর হাবীব সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদা এত সুউচ্চে রাখতে চান যে, সেই সময় একজন মানুষেরও

www.pathagar.com

অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল না, যিনি তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদার দাবীদার হতে পারতেন। জন্মদাতা পিতা-মাতা আর শিক্ষাদাতা উসতাদই সবচেয়ে অধিক মর্যাদার দাবীদার। আল্লাহ তাঁর হাবীবকে শৈশবেই ইয়াতীম বানিয়ে দেন, আর পরবর্তী কালে কাউকেই তাঁর উসতাদের পদমর্যাদায় আসীন হওয়ার সুযোগ দেননি। ফলে চিরন্তভাবে তার মর্যাদা মানুষের চিন্তা ও অনুমানের উর্ধে ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

৩. مَا لَمْ يَعْلَمْ - অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইনসানকে অজানা সব কিছুই শিক্ষা দিয়েছেন। মানব শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর হতেই নিজের প্রয়োজন মিটানো থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো পর্যন্ত সবটুকুই আল্লাহর দান। সে তো মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অজ্ঞ অবস্থায়।

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না।" (আন-নাহলঃ ৭৮) অর্থাৎ মানুষের জীবনযাত্রা শুরু হয় 'জিরো পয়েন্ট' হতে। এরপর মানবজাতির ক্রমবিকাশ ও ক্রমঅগ্রগতির পথে যাকে সে সময় যতটুকু জ্ঞান দেয়া সমীচীন বিবেচিত হয় অতটুকু জ্ঞানের অংশই তাকে দান করা হয়। বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার আল্লাহর অনুগ্রহের জ্বলন্ত সাক্ষী। এমন সময় ছিল যখন ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও যক্ষ্মায় লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এখন আল্লাহ মানব গোষ্ঠীর জন্য এগুলির প্রতিশেধক শিক্ষা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ক্যান্সার ও এইডস এবং শত মারাত্মক রোগের নিরামক ঔষধ এই মুহুর্তে আবিস্কৃত হয়নি। তাই আজ পর্যন্ত এগুলির প্রতিশেধক মানুষের সাধ্যের বাইরে রয়েছে। আল্লাহ যখন চাইবেন তখন এগুলির প্রতিশেধক মানুষের নাগালে এনে দিবেন। আয়াতুল কুরসীতে এ চিরন্তন সত্যটিই ঘোষিত হয়েছে এভাবেঃ

وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلاَّ بِمَا شَاءَ -

"আর মানুষ তার জ্ঞান সমুদ্র হতে এতটুকুও আয়ত্বে আনতে পারে না- ততটুকু ব্যতীত যতটুকু তিনি তাকে দিতে চান।" (বাকারাঃ ২৫৫)

কলমের দ্বারা শিক্ষার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইলহামী চেতনার দ্বারা মানুষকে বহু বিষয়ের জ্ঞান দান করেন; আপনা-আপনিই তার মস্তিস্কে জাগ্রত করে দেন বহুবিধ শিক্ষা। একটি চেতনাহীন সদ্যপ্রসূত মানব শিশুকে তার খাদ্যভান্ডার মাতার স্তনযুগুল চেনানোর দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন।

www.pathagar.com

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ⑥ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ⑦ اِنَّ اِلٰى
رَبِّكَ الرُّجْعٰى ⑧

كَلَّا[১] = কখনও নয়, اِنَّ = নিশ্চয়, الْاِنْسَانَ = মানুষ, لَيَطْغٰى = সীমা লংঘন করেই, اَنْ رَّاٰهُ = একারণে যে, সে নিজেকে দেখতে পায়, اسْتَغْنٰى[২] = অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত, اِلٰى = নিকট, দিকে, الرُّجْعٰى = প্রত্যাবর্তন ক্রিয়াপদ رَجَعَ - প্রত্যাবর্তন করা।

---

(৬) কখনও নয়। নিশ্চয় মানুষ সীমা লংঘন করেই (৭) কারণ সে নিজেকে দেখতে পায় অমুখাপেক্ষী (৮) নিঃসন্দেহে আপনার রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।

---

১. كَلَّا- শব্দটি দ্বারা মানুষের অশোভন আচরণের প্রতি তীব্র আপত্তি উচ্চারিত হয়েছে। যে ইনসানকে আল্লাহ্ এতসব নিআমতে ধন্য করেছেন, সে কি করে তাঁরই মনোনীত রাসূলের প্রতি এমন কদর্য ব্যবহার করতে পারল? নিশ্চিত ধ্বংসের করালগ্রাস থেকে উদ্ধার করে বিশ্বমানবতাকে সাফল্যের পথের দিশারী হলেন যে মহান ব্যক্তি তাঁরই প্রতি এমন বেয়াদবী কখানো শোভনীয় হতে পারে না।

২. اسْتَغْنٰى- অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষীহীনতা ও বেপরওয়া ভাব প্রকাশ করা। মানুষের এটি একটি নৈতিক দুর্বল দিক। যখন সে বিত্তশালী হয়, প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, হয় সে ক্ষমতাবান, ধনে-জনে, বন্ধু-বান্ধবে যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখে, তখনই তার মধ্যে এই দুর্বল দিকটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। দেখা দেয় তার মধ্যে অহংকার ও বেপরওয়া ভাব। আয়াতে আবু জাহলকে উদ্দেশ্য করেই ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তদানীন্তন সমাজে আবু জাহল ছিল বিশিষ্ট ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার আদেশে শত শত লোক অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তুত ছিল। তাই সে দাস হওয়ার সীমা লংঘন করে মনীবের প্রতি বিদ্রোহমূলক আচরণ প্রদর্শন করেছিল। সাধারণতঃ বিত্তশালী, শাসক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিবান লোকেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি অমুখাপেক্ষী বলে ধারণা করে।

www.pathagar.com

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ⑨ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ⑩ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى
الْهُدٰى ⑪ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ⑫ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ⑬ اَلَمْ يَعْلَمْ
بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ⑭

اَرَءَيْتَ = আপনি কি দেখেছেন, يَنْهٰى[১] = যে নিষেধ করে, نَهٰى (নাহা) নিষেধ করা, عَبْدًا = একজন বান্দাকে, اِذَا= যখন, صَلّٰى= তিনি নামায পড়েন, اَرَءَيْتَ = আপনি কি মনে করেন, اِنْ كَانَ= যদি সে থাকে, عَلَى الْهُدٰى= হেদায়াতের উপর, اَوْ= অথবা, اَمَرَ =আদেশ করে, بِالتَّقْوٰى= তাকওয়ার বিষয়ে, اِنْ كَذَّبَ= যদি সে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, وَتَوَلّٰى= এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, اَلَمْ يَعْلَمْ= সে কি জানে না? بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى[২]= যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন?

---

(৯) (হে রসূল!) আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) একজন বান্দাকে, যখন তিনি নামায পড়েন (১১) আপনি কি মনে করেন যদি সে হেদায়াতের উপর থাকে (১২) অথবা তাকওয়ার আদেশ দেয়, (১৩) আপনি লক্ষ্য করেছেন, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, (১৪) তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাকে দেখছেন?

---

১. يَنْهٰى - অর্থাৎ আবু জাহল রসূলুল্লাহ (সা.)-কে হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করতে বাধা দিত। নবুয়াত লাভের পর এবং প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত শুরু করার মধ্যবর্তী সময় রসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর শিখানো এক বিশেষ পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে নামায আদায় শুরু করেন। বস্তুত এই ইবাদতের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম তাঁর নবুয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জনসাধারণ এ পর্যায়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নতুন কোন ধর্মমতের অনুসারী হয়েছে। তারা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে। নরাধম আবু জাহল আর দশজনের মত ব্যাপারটি মোটেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না। সে নবী

www.pathagar.com

করীম (সা.)-কে ধমক দিয়ে প্রকাশ্যে নামায আদায় করতে বাধা দিল।

অনুকূলে হাদীস ঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আবু জাহ্‌ল কুরাইশদের জিজ্ঞেস করল- মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে মাটির উপর কপাল রেখে নামায পড়ে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন সে বলল, লাত ও উয্‌যার শপথ! আমি যদি তাকে এ অবস্থায় নামাযরত দেখতে পাই, তাহলে তার গর্দানের উপর পা রেখে তার নাম-মুখ মাটির সংগে ঘষে দিব। একদা সে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সিজদারত দেখতে পেল। সে তার গর্দানের উপর পা চাপানোর উদ্দেশ্যে দ্রুত তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সহসাই দেখা গেল সে পিছু হটতে শুরু করেছে এবং কোন কিছু থেকে নিজের মুখমন্ডল রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, তার ও আমার মাঝে একটি অগ্নিপূর্ণ গর্ত ছিল, যার মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিছু পাখাবিশিষ্ট বস্তু। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ যদি সে আমার নিকট আসত, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত (আহ্‌মাদ, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে জারীর, আবু হাতেম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নুআইম, বায়হাকী) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবু জাহ্‌ল বলল, আমি যদি মুহাম্মদকে কা'বার সামনে নামায পড়তে দেখতে পাই, তাহলে তার গর্দান পায়ের তলায় চেপে ধরব। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ যে যদি এরূপ করে, তাহলে ফেরেতাগণ তাকে প্রকাশ্যভাবে পাকড়াও করবে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জারীর, আবদুর রাযযাক, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া)

২. "আলাম ইয়ালাম বি-আন্নাল্লাহা ইয়ারা"- অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ সবকিছুই দেখছেন? কি দেখছেন বা কাকে দেখছেন- একথাটি স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও ব্যাপকভাবে সত্যনিষ্ঠ ও সত্যদ্রোহী সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই তিনি নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামাযে পাবন্দীর অবস্থাও দেখছেন, আর সেই সংগে সর্বাধিক হতভাগা নরাধম আবু জাহলের নামাযে বাধাদানের ভূমিকাও অবলোকন করছেন। তিনবার أَرَءَيْتَ শব্দটি ব্যবহার করে যে কথাটি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হলঃ এক ব্যক্তি সত্য-সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, নিজেও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছেন এবং অন্যকেও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতে আদেশ দিয়ে থাকেন। এ পথে চলার সুফল এবং এপথ পরিহার করার কুফল মানুষকে শিক্ষা

www.pathagar.com

দেন। পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তিটি আল্লাহর মনোনীত রসূল ও তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখান করে, ঘাড় বাঁকা করে উল্টা দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সকলেরই যাবতীয় আমল তিনি দেখছেন, সেগুলির রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করেছেন, আর যথাসময়ে সেগুলির যথাযোগ্য প্রতিদান প্রদানের ব্যবস্থাও করবেন। আল্লাহ যালিমকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন, আর মযলুমের দোয়া কবুল করবেন।

শানে নুযুল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা নবী করীম (সা.) মাকামে ইবরাহীম-এ নামায আদায় করছিলেন। হঠাৎ আবু জাহল সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি কি তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করিনি? অতঃপর তাঁকে সে (নরাধম) ধমক দিতে শুরু করে। তখন নবী (সা.) তাকে রাগতঃ স্বরে ধিক্কার দিলেন। তখন সে বলল, হে মুহাম্মাদ! কোন্ শক্তির বলে তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ? আল্লাহর শপথ! এউ উপত্যকায় আমার সমর্থক সংখ্যা অনেক বেশী। (আহ্মাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি শাইবা ও তাবারানী) তখন আল্লাহ তার এই ধৃষ্টতার প্রতিউত্তরে নাযিল করেন ১৫-১৮ আয়াতগুলি।

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا ط لَا تُطِعْهُ
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ السجدة

لَمْ يَنْتَهِ = সে বিরত না হয়, لَئِنْ = যদি, لَنَسْفَعًا= আমরা তাকে হেঁচড়াবই, بِالنَّاصِيَةِ = মাথার সম্মুখের চুল ধরে, كَاذِبَةٍ= মিথ্যুক, خَاطِئَةٍ= অত্যন্ত অপরাধকারী, فَلْيَدْعُ= অতএব সে আহবান করুক, ডাকুক, دَعَى (দাআ) ক্রিয়া থেকে- ডাকা, نَادِيَهُ= তার সমর্থকদের, سَنَدْعُ= আমরাও ডাকব, الزَّبَانِيَةَ = আযাবের ফেরেশতাদের, كَلَّا[১]= কখনও নয়, لَاتُطِعْهُ= আপনি তার অনুসরণ করবেন না বা তার কথাই মোটেই কর্ণপাত করবেন না, وَاسْجُدْ[২] = আর সিজাদ করুন বা নামায আদায় করুন, وَاقْتَرِبْ = এবং (আপনার মাবুদের) নৈকট্য লাভ করুন, মূল قُرْبَةٌ নৈকট্য।

www.pathagar.com

(১৫) কখনও নয়! যদি সে (একাজ থেকে) বিরত না হয়, তাহলে আমরা তার মাথার অগ্রভাগের চুল ধরে হেঁচড়াবই (১৬) (যে) কেশগুচ্ছ মিথ্যুক এবং অত্যন্ত অপরাধকারীর (১৭) অতএব সে আহবান করুক তার সমর্থকদের (১৮) আর আমরাও ডাকব আযাবের ফেরেশতাদের। (১৯) কখনও নয়! আপনি তার কথায় মোটেই কর্ণপাত করবেন না। আর সিজদা করুন এবং (আমার) নৈকট্য লাভ করুন।

---

১. كَلَّا – অর্থাৎ হে নবী! আপনি নির্ভয়ে-নির্দ্বিধায় পূর্ববৎ নামায আদায় করতে থাকুন এবং কখনও এই নরাধমের কথায় কর্ণপাত করবেন না, কখনও তার আনুগত্য করবেন না; তার ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় "সালাত" ত্যাগ করবেন না। আমিই আপনাকে সকল মানুষের যাবতীয় ক্ষতি থেকে হেফাযত করব।

২. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ- এখানে সিজদা বলতে নামাযই বুঝানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে নামায আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বান্দা যখন সিজদায় অবনত হয়, তখনই সে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ বান্দা সেই সময় তার রব-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়, যখন সে সিজদায় অবনমিত হয়। অতএব অধিক মাত্রায় (সিজদায়) দোয়া করতে থাক। (মুসলিম)

এই আয়াত পাঠ করলে বা পাঠ শুনলে একটি সিজদা করা ওয়াজিব। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন-নবী করীম (সা.) যখনই এই আয়াত পাঠ করতেন, তখনই সিজদা করতেন (মুসলিম) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাক তিলাওয়াত করলে সিজদা করতেন। (ইবনে জারীর)

www.pathagar.com

৯৭. সূরা আল-কাদ্‌র

নামকরণ ঃ প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ "আল-কাদর"- কেই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া এবং আয়েশা (রা.)-এর বরাতে ইবনে যুবাইর বর্ণিত হাদীসদ্বয় থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। সূরাটির মূল বক্তব্য এবং বিষয়বস্তুও এ মতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। সা'আলিবী, আবু হায়্যান প্রমুখ মুফাসসির এ সূরাটিকে মাদানী বলে দাবী করেছেন। আল-ওয়াহেদী বলেন, এটাই মাদানী সূরাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম সূরা।

নাযিলের সময়কাল ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে এটা একটি। কুরআনের সত্যতা নিয়ে যখন কাফির-মুশরিকগণ নানা প্রকার অপবাদ রটাচ্ছিল- কুরআন মুহাম্মদের রচিত, কাব্যকারের কাব্য-কাহিনী, গল্পকারের কিস্‌সা-কাহিনী ইত্যাদি অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল, তখনই কুরআনের মহত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার সংগে সংগে এটা আমিই নাযিল করেছি বলে ঘোষিত হয়। "আবাসা"-র পরই এ সূরাটি নাযিল হয়।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ প্রথম আয়াতের প্রথমাংশে কাফির-মুশরিকদের নির্লজ্জ অপপ্রচারের জবাব দিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বিঘোষিত হয়েছেঃ যে কুরআনকে তোমরা মানব-রচিত কিস্‌সা-কাহিনী সম্বলিত একটি সাধারণ কিতাব মনে করে অবজ্ঞাভরে অমান্য করছ, কিন্তু ভালো করে শুনে নাও-এই কুরআনকে আমরাই নাযিল করেছি। মুহাম্মাদ (সা.)-এর স্বরচিত একটি হরফও এর মধ্যে স্থান পায়নি।

দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছেঃ এই বরকতময় কিতাবকে এক অত্যন্ত মুবারক রাতে নাযিল করেছি। এই মহান-শ্রেষ্ঠ কিতাবটির জন্য আমরা বাছাই করে নিয়েছি বছরের শ্রেষ্ঠ এক শুভক্ষণকে; তা হচ্ছে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বা কদরের রাত। অন্য কথায় ভাগ্য রজনী।

২-৩ নং আয়াতে লাইলাতুল কাদর-এর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ২নং আয়াতে

www.pathagar.com

নবী করীম (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ আপনি কি অনুমান করতে পারছেন যে, 'লাইলাতুল কাদ্‌র' কি মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন? কি অফুরন্ত বরকতময় রাত এটা? এ রাতের বিশালতা তো কেবলমাত্র আমিই জানি। ৩নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ আপনাকে শুধু এতটুকুই জানাচ্ছি যে, লাইলাতুল কাদ্‌র এক হাজার মাস হতেও উত্তম।

৪ নং আয়াতে 'লাইলাতুল কাদর'-এ সংঘটিত বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ এই মুবারক রাতে ফেরেশতাকুল শিরোমনি হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং অন্যান্য ফেরেশতাবর্গ পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আগামী বছরটিতে সংঘটিতব্য যাবতীয় কর্মকান্ডের নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের জানিয়ে দেয়া হয়। চলতি বছরের জন্য সকলের তাকদীরকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার চূড়ান্ত নির্দেশ 'লওহে মাহফুজ থেকে নকল করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

৫ নং আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছেঃ এই রাত পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার রাত। কোন অমঙ্গল এ রাতে সংঘটিত হয় না। বাহ্যতঃ কোথাও কোন অশুভ ঘটনা ঘটলেও মূলতঃ তা কল্যাণকর বলেই প্রমাণিত হয়। শেষাংশে বলা হয়েছেঃ ফযীলত ও বরকতের অমীয় ধারার যে প্রস্রবণ উচ্ছাসিত হয় এই মুবারক রাতে, তা নিমিষেই শুকিয়ে যায় না; বরং 'ফজর'- এর ওয়াক্ত বিকশিত হওয়া পর্যন্ত বরকতের এ ফল্গুধারা প্রবহমান থাকে।

www.pathagar.com

৯৭. সূরা আল-কাদ্‌র

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ② لَيْلَةُ الْقَدْرِ
خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ③

اِنَّـــا اَنْـــزَلْـــنٰـــهُ = নিশ্চিত আমরা তা (কুরআন) নাযিল করেছি, فِــــىْ لَـــيْـــلَـــةِ الْقَــدْرِ[১] = 'লাইলাতুল কদর'-এ বা কদরের রাতে, وَمَـــا اَدْرٰكَ = (হে রসূল)! আপনি কি জানেন? مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ = লাইলাতুল কাদ্‌র কি? خَيْرٌ = উত্তম, مِنْ = হতে, اَلْفِ شَهْرٍ[২] = এক হাজার মাস।

---

(১) নিশ্চয়ই আমরা তা নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কাদ্‌র'-এ (২) আর আপনি কি জানেন 'লাইলাতুল কাদ্‌র' কি? (৩) লাইলাতুল কাদর হচ্ছে এক হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম।

শানে নুযুল ঃ মুজাহিদের বরাতে ইবনে আবু হাতেম বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) বনী ইসরাঈলের একজন মুজাহিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ তিনি একটানা এক হাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেন নি। একথা শুনে মুসলমানগণ বিস্ময় প্রকাশ করলে এ সূরাটি নাযিল করে উম্মতে মুহাম্মাদীর একটি রাতের ইবাদত ঐ মুজাহিদের এক হাজার মাসের জিহাদ হতে উত্তম বলে ঘোষণা দেন।

অন্য বর্ণনায় মুজাহিদের বরাতে ইবনে জারীর বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন। এভাবেই তিনি দীর্ঘ এক হাজার বছর কাটিয়ে দেন। তখন আল্লাহ পাক এ সূরাটি নাযিল করেন। এ রাতের ইবাদত ঐ ব্যক্তির আমল হতেও উত্তম।

www.pathagar.com

১. فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- অর্থাৎ কুরআন মাজীদকে আমি লাইলাতুল কাদর-এ নার্যিল করেছি। কুরআন নাযিল প্রসঙ্গে সূরা 'আল-বাকারা'-তে ইরশাদ হয়েছেঃ "রমজান মাসটি এমন যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (১৮৫ আয়াত) একই প্রসঙ্গে সূরা দুখান-এ ইরশাদ হয়েছেঃ "আমরা একে (কুরআনকে) এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি।" (আয়াতঃ ৩) আয়াতগুলি থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, 'লাইলাতুল কাদর' রমযান মাসেরই একটি রাত আর এই রাতটি বরকতে পরিপূর্ণ। এ রাতে কুরআন নাযিল হওয়ার দুটি অর্থ হতে পারে। এর প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছেঃ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে জারীর, ইবনুল মুনুযির, ইবনে আবি হাতেম, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী বলেন, লাইলাতুল কাদ্‌র-এ সম্পূর্ণ কুরআন 'লাওহে মাহফুয' থেকে নাযিল করে দুনিয়ার আকাশে 'বাইতুল ইয্‌যাত' নামক স্থানে গচ্ছিত রাখা হয়। সেখান থেকে ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট কুরআন পৌছাতে থাকেন।

ইবনে জারীর হযরত আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বলেন, 'লাইলাতুল কাদর থেকে কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে। অবশ্য সূরা 'আল-আলাক' এর প্রথম পাঁচটি আয়াত এ রাতেই নাযিল হয়েছিল।

কলমের সৃষ্টি সম্পর্কিত একটি হাদীসে জানা যায় যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সেই প্রথম কলমটি দ্বারা 'লওহে মাহফুজ'-এ অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় কুরআন মাজীদও লিখা হয়েছিল। অনাদিকালে গৃহীত আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমন, তাঁর মিশনের চাহিদা অনুযায়ী কখন কোন হেদায়াত পাঠানোর প্রয়োজন হবে-সব কিছুই সামগ্রিকভাবে সুপরিকল্পিত ছিল। মহাপরিকল্পনার শেষাংশ এই 'লাইলাতুল কাদর' থেকে বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হয়।

ইমাম যুহরী বলেন, 'কাদর' শব্দের অর্থ মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও সম্মান। কুরআন মাজীদের ন্যায় মহিমান্বিত হেদায়েত বাণী এই রাতে নাযিল হওয়ায় এ রাতটির মাহাত্মত্য ও সম্মান এক হাজার মাসের চেয়েও অধিক। মাআরেফুল কোরআন-এ উদ্ধৃত রয়েছে- আবু বাক্‌র ওয়ার্‌রাক বলেন, এ রাতকে 'লাইলাতুল কাদর; বলার করণ এই যে, আমলে সালেহ না করার কারণে এর পূর্বে যে ব্যক্তির কোন মর্যাদা-মূল্য ছিল না, সে লোকটি এরাতে তওবা-ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত হয়ে যায়- বেড়ে যায় তার কদর।

www.pathagar.com

কোন কোন মুফাসসির 'কাদর'-এর অর্থ নিয়েছেন 'তাকদীর'। অর্থাৎ এই রাতে পরবর্তী এক বছরের জন্য সংঘটিতব্য বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাদের হাতে সোপর্দ করা হয়। আগামী একটি বছরে বিশ্বচরাচরে কি কি ঘটবে বলে 'লওহে মাহফুজ'-এ লিখিত আছে, তা হুবহু নকল করে সেই কাজের জন্য দায়িত্বশীল ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের জীবন-মৃত্যু, রিযিকসহ অসুখ-বিসুখ এবং খুটিনাটি সবকিছুরই উল্লেখ থাকে। মহামারী, যুদ্ধবিবিগ্রহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাও লিখা থাকে। সূরা দুখান-এ একথারই সমর্থন পাওয়া যায়।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ - (الدخان : ٤)

"এই রাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সুদৃঢ় ফায়সালা জারি করা হয়।" (আয়াতঃ ৪)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও জিবরাঈল (আ.)-এর উপর এসব সিদ্ধান্তের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

কেউ কেউ শাবানের পনর তারিখের রাতকেই 'তাকদীর' ফায়সালার রাত বলে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাভী বলেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু সারা বছরের তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়ের ফায়সালা শবেবরাতে সম্পন্ন করেন। অতঃপর শবে কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের হাতে সোপর্দ করা হয়।

আল্লামা খলীল বলেন, এ রাতকে লাইলাতুল কাদ্‌র' বলা হয় এ কারণে যে, এতো বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা এ রাতে দুনিয়ায় অবতরণ করেন যে, সংখ্যাধিক্যের কারণে দুনিয়াটা যেন সংকুচিত হয়ে যায়। তিনি 'কাদর'-এর অর্থ নিয়েছেন- সংকুচিত হওয়া। কুরআনের বহু স্থানে 'কাদর' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

"আর যার রিযিক সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে।" (সূরা তালাকঃ ৭)

অনুরূপ অর্থে-'কাদর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সূরা রাদঃ ২৬, বনী ইসরাঈলঃ ৩০, কাসাসঃ ৮২, আনকাবুতঃ ৬২, রূমঃ ৩৭, সাবাঃ ৩৬ ও ৩৯, যুমারঃ ৫২, শূরাঃ ১২।

এই মুবারক রাত কোনটি তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ রাতের নির্ধারণ নিয়ে চল্লিশের অধিক উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। অধিকাংশ মুফস্‌সির, মুহাদ্দিস, উলামায়ে কিরামদের মতে রমযান মাসের শেষ দশ রাতের কোন এক বেজোড় রাতেই 'লাইলাতুল কাদ্‌র' অন্বেশণ করা উচিত- অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তম

www.pathagar.com

রাতের যে কোন একটি রাতেই আল্লাহ্ পাক 'লাইলাতুল কাদ্র' নির্দিষ্ট করে থাকেন। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশের মত হচ্ছে- ২৭ তম রাত। অর্থাৎ রমযান শেষে যে রাত শুরু হয় সেই রাত। কোন কোন রিওয়াতে নির্দিষ্ট তারিখেরও উল্লেখ আছে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীস হতে জানা যায় যে, ২১-শের রাতই কাদরের রাত। যিরর ইবনে হুবাইশ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে লাইলাতুল কাদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি শপথ করে বলেন, ২৭তম রাত। আবু যার (রা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি ২৭ শের রাতকেই নির্দিষ্ট করে বলেন। ইবনে মাসউদ (রা.) ২৭শের রাতকেই লাইলাতুল কাদর বলে প্রধান্য দিতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমাকে বললেন- উঠ! আজ লাইলাতুল কাদর। আমি তাড়াতাড়ি নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি নামাযে দন্ডায়মান। এ রাতটি ছিল ২৩শের রাত। আবু হুরাইরা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেনঃ আজ কোন তারিখ। আরজ করা হল, ২২ তারিখ। তিনি আদেশ করলেনঃ আজকের রাতেই 'লাইলাতুল কাদ্র' তালাশ কর। ইমাম শাফিঈ ২১ শের রাতকেই 'লাইলাতুল কাদ্র' মনে করতেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) 'লাইলাতুল কাদ্র' মনে করতেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 'লাইলাতুল কাদ্র' সম্পর্কে বলেছেনঃ এটা ২৭ অথবা ২৯ শের রাতেই হয়ে থাকে। আর ঐ রাতে এতো অধিক সংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়ায় অবতরণ করেন যে, তাঁদের সংখ্যা সারা দুনিয়ার পাথরের সংখ্যার চেয়েও অধিক। (আহ্মাদ) মুসনাদে আহমাদ-এ আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে জানা যায়- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ৯ দিন বাকী থাকতে, কিংবা ৭ দিন বাকী থাকতে, ৫দিন বাকী থাকতে অথবা ৩দিন অথবা শেষ রাতটিতে 'লাইলাতুল কাদ্র' অন্বেষণ কর। (তিরমিযী, সানাঈ) এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ লাইলাতুল কাদরকে রমযান মাসের শেষ দশ রাতের কোন একটি বেজোড় রাতে অন্বেষণ কর। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী) উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ 'লাইলাতুল কাদ্র' রমযান মাসের শেষ দশ রাতে তালাশ কর- যখন মাস শেষ হতে ৯ দিন বাকী থাকে, অথবা ৭দিন বাকী থাকে কিংবা ৫ দিন বাকী থাকে। (বুখারী) উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে 'লাইলাতুল কাদ্রের সঠিক তারিখ জানানোর উদ্দেশ্যে বাইরে তশরিফ

www.pathagar.com

আনলেন। সেই সময় দুজন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছিল। তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল-কাদর এর (সঠিক সময়ের) সংবাদ জানাতে এসেছিলাম; কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়ার কারণে-এ রাতের নির্দিষ্টতার জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। সম্ভবত এর (গোপন রাখার) মধ্যেও তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সুতরাং এখন তোমরা উক্ত রাত (শেষ দশ রাতের) নবম, সপ্তম অথবা পঞ্চম রাতে সন্ধান কর। (বুখারী)

প্রশ্ন ঃ 'লাইলাতুল কাদ্‌র' কি পূর্ববর্তী উম্মাতগণের যামানায় ছিল, অথবা এটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ?

উত্তর ঃ প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছেঃ এটা উম্মাতে মুহাম্মদীকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে। ইমাম যুহরী বলেন, মালেক আমাদের জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের বলেছেনঃ তাঁকে স্বপ্নযোগে অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় দেখানো হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মাতের আয়ুস্কাল অতীব দীর্ঘ ছিল, অথচ উম্মাতে মুহাম্মাদীর আয়ুস্কাল স্বল্প। ফলে তাঁর উম্মাতের নেক আমল পূর্ববর্তী উম্মাতদের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত আমলের সমমাত্রায় পৌঁছতে পারে না। তখন আল্লাহ এই উম্মাতকে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' দান করেন যা এক হাজার রাত হতেও উত্তম। (মালেক) অনেকের মতে উম্মাতে মুহাম্মদীর ন্যায় পূর্ববর্তী উম্মাতদের যামানাতেও 'লাইলাতুল কাদ্‌র' ছিল। আয়েশা (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, যদি লাইলাতুল কাদর লাভ করি তাহলে কোন দোয়া পড়ব? উত্তরে তিনি বলেনঃ তুমি বলবে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

"হে আল্লাহ! নিশ্চিত আপনি মার্জনাকারী, মার্জনা করাই পছন্দ করেন, অতএব আমাকেও মার্জনা করুরন।" (আহমাদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

২. خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ অর্থাৎ 'লাইলাতুল কাদ্‌র' এক হাজার মাস (৮৩ বছর ৪ মাস) অপেক্ষাও উত্তম! অন্য কথায়- এই একটি মাত্র রাতের ইবাদত-বন্দেগী ৮৩ বছরের ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ। কোন কোন মুফাসসির মনে করেন, 'এক হাজার মাস'- এর অর্থ গণনা করে ৮৩ বছর ৪ মাস গ্রহণ করা যথার্থ নয়। কেননা আরববাসীরা সাধারণত বিপুল সংখ্যক কোন কিছু বুঝাইতে চাইলে 'আলফ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং

লাইলাতুল-কাদর মাত্র ৮৩ বছর ৪ মাসের চেয়ে উত্তম নয়, বরং আরো অনেক অনেক গুণ বেশী উত্তম। এই রাতের ফযীলত বর্ণনায় নবী করীম (সা.)-এর কতিপয় অমীয় বাণী নিম্নরূপ ঃ

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'লাইলাতুল কাদ্‌র'-এ দৃঢ় ঈমান সহকারে এবং সওয়াব লাভের আশায় দাঁড়াবে তার অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

আনাস (রা.) বলেন- একবার রমযান মাস আগমন করলে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ তোমাদের সামনে একটি মাস সমাগত। তাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদত হতে বঞ্চিত রইল, সে যেন সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল। কেবলমাত্র প্রকৃত হতভাগাই উক্ত রাতের মঙ্গল হতে বঞ্চিহ্ থাকে। (ইবনে মাজা) উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ 'লাইলাতুল কাদ্‌র' রমযান মাসের শেষ দশ রাতে রয়েছে। যে ব্যক্তি সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে এরাতে ইবাদতে দাঁড়াবে, আল্লাহ তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। (আহমাদ)

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ④ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑤

تَنَزَّلُ[১] = অবতরণ করে, الْمَلٰٓئِكَةُ = ফেরেশতাগণ, وَالرُّوْحُ[২] = এবং জিবরাঈল (আ.), فِيْهَا = এই রাতে, بِاِذْنِ رَبِّهِمْ[৩]= তাদের রব-এর অনুমতিক্রমে, مِنْ كُلِّ اَمْرٍ[৪] = সকল হুকুমসহ, سَلٰمٌ[৫] = পরিপূর্ণ শান্তি, هِيَ = সেই রাতটি, حَتّٰى[৬] = যতক্ষণ না, مَطْلَعِ الْفَجْرِ = ফজরের আবির্ভাব।

---

(৪) ফেরেশতাগণ ও রূহ্ এই রাতে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে তাদের রবের অনুমতিক্রমে, সকল হুকুম সহ্। (৫) সেই পরিপূর্ণ শান্তির রাতটি অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না ফজরের উদয় হয়।

---

১. 'অবতরণ করেন' - লাইলাতুল কাদ্‌র- এ বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা এবং জিবরাঈল (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন,

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ (সা.) 'লাইলাতুল কাদ্‌র' সম্পর্কে বলেছেনঃ এটা ২৭ অথবা ২৯শে রাত। এরাতে এতো অধিক ফেরেশতা অবতরণ করেন, যাদের সংখ্যা সারা দুনিয়ার পাথরের চেয়েও অধিক (আবু দাউদ আত-তাইয়ালিসি)। এই রাতে ইবাদতে মশগুল বান্দাদের জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ লাইলাতুল কাদ্‌র-এ জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের এক বিরাট জামাআতসহ দুনিয়ায় অবতরণ করেন এবং যাদেরকে ইবাদতে রত দেখেন তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। (বায়হাকী)

২. الروح। বলতে প্রসিদ্ধ অর্থে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত রাতে জিবরাঈল (আ.) তাঁর রবের অনুমতিক্রমে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। আল্লামা রাযী বলেন, জিবরাঈল (আ.)-এর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিক মর্যাদার কারণেই সমস্ত ফেরেশতাকুলের উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির এ মতই পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, রূহ শব্দের অর্থ- এক অতি বড় ফেরেশতা, সমুদয় যমীন যার সামনে এক গ্রাস খাদ্য সমতুল্য।

অনেকের মতে 'রূহ' এক বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাদের জামাআত যারা অন্যান্য ফেরেশতাদেরও দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে কেবল এই রাতেই। কেউ কেউ এরূপ অর্থ নিয়েছেন যে, রূহ বলতে হযরত ঈসা (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার আমলনামা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ফেরেশতাদের সাথে দুনিয়ায় অবতরণ করে থাকেন।

৩. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈল (আ.) নিজ নিজ ইচ্ছায় বা খেয়াল খুশীমত পৃথিবীতে অবতরণ করেন না, বরং তাদের আগমণ হয় আল্লাহ জাল্লা শানুহূর আদেশ ও আনুমতি ক্রমেই।

৪. مِنْ كُلِّ اَمْرٍ (সব হুকুম) কথাটি 'প্রত্যেক বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তি সম্মত কাজ' বুঝানে হয়েছে। সূরা আদ-দুখান এ অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে ঃ

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ـ

"সেই রাতে প্রতিটি ব্যাপারে বিজ্ঞসূচক ফয়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।" (দুখানঃ ৪)

www.pathagar.com

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর রাজকীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় এটা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ রাত, যে রাতে আগামী একটি বছরের সংঘটিতব্য যাবতীয় ঘটনার 'তাকদীরনামা' সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের হাতে সোপর্দ করা হয়।

৫. سَلٰمٌ– অর্থাৎ এই রাতটি পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার রাত। এ রাতে কোন প্রকার অশান্তি-বিপর্যয় হয় না। কারো কারো মতে- এই রাতে শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়, ফলে মুমিন-মুমিনাত শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে নিরাপদ থাকেন। মুজাহিদ বলেন, এটা পূর্ণ নিরাপত্তার রাত। এ রাতে শয়তান কোন প্রকার নিকৃষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ করতে সক্ষম হয় না। শা'বী বলেন, এরাতে ফেরেশতাগণ মসজিদে ইবাদতে মশগুল ব্যক্তিদের উপর সালাম পাঠ করেন। আর তা অব্যাহত থাকে সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত। তারা ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মুমিনকে বলেন, হে মুমিন! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। অনেকের মতে এ রাতে ফেরেশতাগণ পরস্পরে সালাম বিনিময় করে থাকেন।

৬. حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ– এই রাতের বরকত ও ফযীলত রাতটির কোন বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ রাতের বরকত ও কল্যাণ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়, আর তা সারাটি রাতভর অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষিত হতে থাকে, যতক্ষণ না ফজরের উদয় হয়।

প্রশ্নঃ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় রাত দিন হয়ে থাকে। কুরআন নাযিলের দেশে যে রাতটি ২৭-শে রমযানের রাত, সাধারণতঃ সেই রাতটিই আমাদের দেশে ৩ ঘন্টা পূর্বে ২৬-শে রমযানের রাতরূপে উপস্থিত হয়। তা'হলে কি আমরা ২৬-শের রাতেই 'লাইলাতুল কাদ্‌র' অন্বেষণ করব?

উত্তর ঃ উদায়াচলে বিভিন্নতার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশমসূহে বিভিন্ন সময়ে লাইলাতুল কাদ্‌র উপস্থিত হয়। যে দেশের দিনপঞ্জিকায় যে রাতগুলিতেই রমযানের শেষ দশটি বেজোড় রাতের আগমন ঘটে, সেই দেশে ঐ তারিখগুলিতেই লাইলাতুল কাদর তালাশ করবে। কুরআন নাযিলের এলাকার

www.pathagar.com

সাথে এটাকে সম্পর্কিত করা যাবে না। যেমন নামায-রোযার সময় এলাকা ভিত্তিকভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ কুরআন ঘোষাণা করেছে- 'লাইলাতুল কাদ্‌র' ৮৩ বছর ৪ মাস থেকেও উত্তম। অর্থাৎ কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির নসীবে যদি 'লাইলাতুল কাদ্‌র' হাসিল হয় তাহলে সে ৮৩ বছর ৪ মাসের একটানা ইবাদতের সমতুল্য ফযীলত লাভ করবে। অথচ প্রত্যেক বছরই 'লাইলাতুল কাদ্‌র' উপস্থিত হয়ে থাকে। তাহলে ঐ ব্যক্তি ৮৩ X ৮৩= ৬৮৮৯ বছরের অথবা ততোধিক ইবাদতের চেয়েও অধিক সওয়াব লাভ করবে কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি 'লাইলাতুল কাদ্‌র' হাসিল করবে তার জন্য এমন এক হাজার মাসের ইবাদতের সওয়াব দান করা হবে, যে হাজার মাসে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' নেই। এটাই অধিকাংশ কুরআন বিশারদগণের মত। তবে আল্লাহ যদি আরো অধিক দান করেন, তবে তা হবে তাঁর সুউচ্চ শানের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া আরবী ভাষায় অত্যধিক সংখ্যা বুঝানোর জন্য أَلْف (হাজার) শব্দটি সাধারণ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত। তাই ৬৮৮৯ বছরের ইবাদতের চেয়েও অধিক উত্তম মর্যাদা এ রাতটিতে দেয়া হলে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ভান্ডারে কমতি হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই (আল্লাহ-ই ভাল জানেন)।

www.pathagar.com

৯৮. সূরা আল-বায়্যিনাহ

নামকরণ ঃ প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ البينة-কে এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থান ঃ কোন কোন মুফাসসির এ সূরাটিকে মক্কী সূরা বলে মত প্রকাশ করেছেন। অনেকেই আবার বলেছেন, সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া বলেন, সূরাটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে যুবাইর এবং আ'তা ইবনে ইয়াসার এ মতই পোষণ করেছেন। আয়েশা (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া বলেন, সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। আবু হাইয়্যান ও ইবনুল ফারিস এমতই ব্যক্ত করেছেন।

নাযিলের সময় ঃ সূরা 'আল-আলাক'-এর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরা 'আল-আলাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমেই কুরআন নাযিল শুরু হয়, সূরা 'আল-কাদ্‌র'-এ কুরআন নাযিলের সময়-তারিখ ঘোষিত হয়, আর এই সূরাটিতে কুরআনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে একজন রসূল প্রেরণের অনিবার্যতা ঘোষিত হয়।

সূরার বিশেষত্ব ঃ আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে বললেনঃ আল্লাহ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার সামনে সূরা 'আল-বায়্যিনাহ' পাঠ করতে। একথা শুনে কা'ব (রা.) বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি আপনার নিকট আমার নাম উল্লেখ করেছেন? উত্তরে নবী করীম (সা.) বললেনঃ হ্যাঁ। একথা শুনে কা'ব (রা.) কেঁদে দেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)

মূল বক্তব্য ঃ কুরআন মাজীদের বাস্তব প্রতিফলনের জন্য একজন রসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার সাথে সাথে সেই রসূলের প্রতি আচরণের পরিণামও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ রসূলকে অমান্যকারীই হচ্ছে

www.pathagar.com

নিকৃষ্ট সৃষ্টি, আর তাঁর অনুসারী অনুগামীরাই হচ্ছে সেরা সৃষ্টি।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ প্রথম আয়াতে একজন রসূল প্রেরণের অপরিহার্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আহলে কিতাব ও মুশরিকরা কুফ্‌র, শিরক ও জাহিলিয়াতের এমন মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদেরকে এই ক্ষয়রোগ থেকে মুক্ত করতে একজন সুনিপন ও বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রেরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে এই সর্বগ্রাসী ব্যাধির সুচিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২য় আয়াতের প্রথমাংশে এই বিচক্ষণ চিকিৎসকের কার্যবিবরণী পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এই কিতাব (আল-কুরআন) এমন পূত পবিত্র যাতে বাইরের সংমিশ্রণ আদৌ সম্ভব হয়নি। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি যেভাবে মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত ধ্যান-ধারণার বাতিল ও পূতিগন্ধময় ভেজালে অপবিত্র হয়েছে- রসূলের আনীত এই কিতাবটি সেভাবে দূষিত না হয়ে রয়েছে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ও পূত-পবিত্র।

৩ নং আয়াতে কিতাবের মহত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ এতে যে আহকাম বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ। এ কিতাবটি যথাযথ, সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

৪ নং আয়াতে আহ্‌লে কিতাবদের গোমরাহীর প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ কিতাবধারীরা (ইহুদী-নাসারা) পথভ্রষ্ট হয়ে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর যথার্থ কারণ এই নয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হেদায়াত লাভের ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়নি (নাউযুবিল্লাহ্)। বরং প্রকৃত সত্য এই যে, উজ্জল-অকাট্য হেদায়াতপূর্ণ নিদর্শন আসার পরই তারা নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণনর ফলে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।

৫ নং আয়াতে দীনের চিরন্তন মূল কথাটি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ প্রকৃত সত্য দীন চিরকালই এক ও অভিন্ন রয়েছে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা, নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করা, তাঁর বন্দেগীর সাথে অন্য কারো বন্দেগী যোগ না করার যে শ্বাশত ঘোষণা মুহাম্মাদ (সা.)-এর আনীত মিল্লাতে উচ্চারিত হচ্ছে- এটা নতুন কোন কথা নয়, বরং পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

কিতাবসমূহের আহকামেরই প্রতিধ্বনি।

৬-৮ আয়াতে মানবমন্ডলীকে দুটি বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে। ৬নং আয়াতে যারা কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ৭ নং আয়াতে যারা ঈমানদার এবং সালেহ আমলকারী তাদেরকে 'শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৮ নং আয়াতে তাঁদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'জান্নাতে আদন'-এ তারা চিরস্থায়ী বাসিন্দা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পূর্ণ ফরমাবরদারীর জন্য তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট; আর আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ এবং পুরষ্কার প্রাপ্তিতে তারাও সন্তুষ্ট।

www.pathagar.com

৯৮. সূরা আল-বায়্যিনাহ

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①

لَمْ يَكُنْ = প্রস্তুত ছিল না, الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ১= যারা কাফির ছিল, مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ ২ = আহ্‌লে কিতাবদের মধ্যে (যাদের উপর আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল)। ইহুদীদের উপর তাওরাত এবং নাসারা (খৃষ্টান)-দের উপর ইনজীল নাযিল হয়েছিল। الْمُشْرِكِيْنَ ৩= মুশরিকরা (মক্কার আরবগণ যারা মূর্তিপূজক ছিল- যদিও তারা মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী বলে দাবী করত)। مُنْفَكِّيْنَ = বিরত হওয়া, মূল فَكَنَ(ফাকানা)- মিথ্যা বলায় বাড়াবাড়ি করা, কুফরী হালত থেকে প্রত্যাবর্তন করতে তারা প্রস্তুত ছিল না, حَتّٰى = যতক্ষণ না, تَاْتِيَهُمْ= তাদের নিকট আসল, الْبَيِّنَةُ ৪= সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল।

---

(১) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না (তাদের কুফরী হতে) বিরত হতে, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

---

১. الذين كفروا– এখানে কাফির বলতে সর্বপ্রকার কাফিরই বুঝানো হয়েছে। কাফিরের স্বরূপ নিম্নরূপঃ (১) আল্লাহকে অস্বীকারকারী (২) আল্লাহর সত্তায় বিশ্বাসী বটে, তাওহীদে বিশ্বাসী নয় (৩) আল্লাহর একত্ব স্বীকার করার পরও কোন না কোনভাবে শিরক করে (ইহুদী-নাসারা) (৪) আল্লাহকে সঠিকরূপেই স্বীকার করে কিন্তু আম্বিয়া-মুরসালীন মানে না (৫) আল্লাহ ও রসূলকে মান্য করলেও রসূলদের উপর প্রেরিত কিতাবসমূহ মানে না (৬) এক নবীকে স্বীকার

www.pathagar.com

করে আবার অন্য নবীকে অস্বীকার করে (৭) ফেরেশতাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী (৮) আখিরাতে অবিশ্বাসী। উপরোক্ত যে কোন অবস্থায় কুফরীতে নিমজ্জিত সকলকেই বর্ণিত আয়াতে বুঝানো হয়েছে।

২. أَهْلُ الْكِتَابِ- বলতে সেই লোকদের বুঝায়, যাদের নিকট আসমানী কিতাব নবী-রসূলের মাধ্যমে পৌঁছেছিল। কালক্রমে সেইসব কিতাব বাতিলের ভেজাল মিশ্রিত হয়ে যতই বিকৃত রূপ ধারণ করুন না কেন, তবুও তারা তা মান্য করে। কুরআন নাযিলের প্রাক্কালে- কিতাবীদের দুটি সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, যাদের উল্লেখ কুরআন মাজীদে বহু স্থানে রয়েছে। তাওরাত কিতাবধারীরা ইহুদী এবং ইনজীল কিতাবধারীরা নাসারা (খৃষ্টান) নামে পরিচিত। এই দুটি সম্প্রদায়ই আখিরাতে বিশ্বাসী ছিল। তওহীদ ও রিসালতে তাদের বিশ্বাস ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আল্লাহর সংগে শরীক সাব্যস্ত করার অপরাধে তারা মুশরিকও বটে। যদিও বর্ণিত আয়াতে 'মুশরিক' সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে আলাদা দেখানো হয়েছে, তবুও আল্লাহর প্রতি স্ত্রী-পুত্র গ্রহণের অপবাদ দেয়ার কারণে তারা মুশরিক তথা কাফির। অনুকুলে আয়াতঃ

"আর ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসরাগণ বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।" (তওবাঃ ৩০) "নিঃসন্দেহে তারাই কাফির যারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন।" (মায়েদাঃ ৭৩) "অবশ্যই তার কাফির যারা বলে, মরিয়ম পুত্র মসীহ হচ্ছে আল্লাহ।" (মায়েদাঃ ১৭)

৩. الْمُشْرِكِيْن ঃ এক বচন مشرك মুশরিক, মূল شرك (শিরক) সেই সম্প্রদায় যারা আল্লাহর সাথে শিরক করাকেই আসল দীন মনে করত, আর সেই সংগে আল্লাহর একত্বকে মেনে নিতে সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করত। মূর্তি, পাথর, আগুন, চাঁদ, সূর্য, সাপ, পানি, বাতাস প্রভৃতির পূজা করাই ছিল তাদের ইবাদত-বন্দেগীর মূল কথা। তার না কোন নবীর অনুসারী ছিল, আর না ছিল কোন কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী। মক্কার মুশরিকগণ 'মিল্লাতে ইবরাহীম'-এর সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কের দাবী করত। তারা খানায়ে কা'বা-কে তাদের কিবলা মনে করত। পক্ষান্তরে ইহুদীরা মসজিদুল আক্সা তথা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের কিবলা আর নাসারাগণ 'পূর্বদিক'-কেই তাদের কিবলা মনে করত।

www.pathagar.com

যদিও ইহুদী-নাসারাগণ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র একত্ববাদে শরীক সাব্যস্ত করায় মুশরিকী আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তবুও কুরআন মাজীদে তাদেরকে কোথাও মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। বরং তাদের জন্য 'আহলি কিতাব', 'উতুল কিতাব' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কেবল পরিভাষাগত পার্থক্যই নয়, বরং শরীআতের বিধানের দিক দিয়েও পার্থক্য রয়েছে। যদি তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে হালাল জন্তু সঠিকভাবে যবাই করে, তবে তা মুসলমানের জন্য হালাল। এমনকি তাদের মেয়ে বিবাহ করাও জায়েয। পক্ষান্তরে মুশরিকদের যবাই করা বা বধ করা জন্তু আহার করা হালাল নয়, তেমনি হালাল নয় তাদের মেয়ে বিবাহ করা। এছাড়া সূরা মায়েদাঃ ৮২ আয়াতে ইহুদী ও মুশরিকগণকে ইসলামের চরম শত্রু এবং নাসারাগণকে বন্ধুত্বের জন্য অধিকতর নিকটবর্তী বলে ঘোষিত হয়েছে।

৪. البينة- সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল। এর কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছেঃ রসূলুল্লাহ (সা.) এর সত্তাই البينة- বা সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অকাট্য দলীল। আল্লামা মওদুদীও এমত পোষণ করে বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়াত-পূর্ব ও নবুয়াত-পরবর্তী জীবন, উম্মী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের মত একখানি জ্ঞানের বিশ্বকোষ পেশ করা, তাঁর দাওয়াত কবুলকারীদের জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সূচিত হওয়া, সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তি ভিত্তিক আকীদা-বিশ্বাস, স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ইবাদত, উন্নত মানের পবিত্র নৈতিকতা, তাঁর কথা ও কাজের পূর্ণ সামঞ্জস্যতা, সকল প্রকার বাধা-বিপত্তির পাহাড় ডিংগিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তা সহকারে নিজের দাওয়াতকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেয়া- সবকিছুই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্র রসূল এবং তিনি এই হিসাবেই কাফিরদের সামনে এক উজ্জ্বল-অকাট্য দলীলও।

কাতাদা ও ইবনে যায়েদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে কুরআন মাজীদ। আবু মুসলিম বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ফেরেশতা।

www.pathagar.com

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ② فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ③

رَسُوْلٌ = রসূল, مِنَ اللّٰه = আল্লাহর পক্ষ হতে, يَتْلُوْا= তিলাওয়াত করেন, صُحُفٌ[১] = সহীফাসমূহ বা পুস্তিকাসমূহ (আসমানী কিতাবসমূহ এক বচন صحيفة । مُطَهَّرَةٌ[২] = পবিত্র, فِيْهَا= যাতে রয়েছে, كُتُبٌ[৩] = আহকাম বা বিষয়বস্তু, قَيِّمَةٌ = সম্পূর্ণ শাশ্বত ও সঠিক।

---

(২) (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ হতে একজন রসূল- যিনি পবিত্র সহীফা তিলাওয়াত করেন (৩) যাতে রয়েছে সম্পূর্ণ সত্য-সঠিক বিধান।

---

১. صُحُفٌ শব্দটি صحيفة-এর বহুবচন। সফীফার অভিধানিক অর্থ যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত অবস্থায় থাকে। কুরআন মাজীদে এই শব্দটি আসমানী কিতাব বুঝানোর পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে ১০০ খানা ছোট ছোট পুস্তিকার ন্যায় (Booklet) যে গুলি 'সহীফা নামেই সম্যক পরিচিত। তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন সাধারণ্যে কিতাব বলে পরিচিত। অবশ্য 'সহীফা' শব্দটি দ্বারা ব্যাপক অর্থে নবী-রসূলগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সব কিতাবই বুঝায়।

২. مُطَهَّرَةٌ অর্থাৎ পবিত্র। সহীফার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সহীফা বলতে কুরআন মাজীদকেই বুঝানো হয়েছে। বাতিলের সর্বপ্রকার অনুপ্রবেশের ফলে বাইবেল সহ অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলি যেভাবে বিকৃত হয়েছে- সেই প্রেক্ষাপটে কুরআন মাজীদের নির্ভেজাল ও পূত-পবিত্র মর্যাদার কথা ব্যক্ত হয়েছে শব্দটির মাধ্যমে।

৩. كُتُبٌ শব্দটি كِتَابٌ এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে- লিখিত বস্তু। كتاب শব্দটি অনেক স্থানে 'সিদ্ধান্ত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (الانفال : ٦٨)

www.pathagar.com

অর্থাৎ "যদি আল্লাহর সিদ্ধান্ত পূর্বেই গৃহীত হয়ে না থাকত, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার কারণে তোমাদেরকে এক কঠিন আযাব পাকড়াও করত" (আনফাল ঃ ৬৮) এস্থলে বাচনভঙ্গি থেকে كتب-এর অর্থ "সিদ্ধান্তসমূহ" করাই বেশী সামঞ্জস্যশীল। فيها "এর মধ্যে রয়েছে" কথাটির উল্লেখ থাকায় বুঝতে হবে যে, সহীফাটিতে লিখিত রয়েছে ইনসাফপূর্ণ চিরন্তন আহ্‌কাম ও সিদ্ধান্তসমূহ। কুরআন মাজীদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশই এর মূল লক্ষ্য।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ④

وَمَا تَفَرَّقَ = আর তারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ = যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, اِلاَّ مِنْ بَعْدِ = কেবলমাত্র এরপর, جَاءَتْهُمُ = তাদের নিকট এসেছিল, الْبَيِّنَةُ = সুস্পষ্ট প্রমাণ।

---

(৪) আর কিতাবধারীগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই।

---

১. ওয়ামা তাফাররাকা- কিতাবধারীগণ তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহে এবং তাদের নবীদের মুখে শেষ নবীর শুভাগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছিল। অনুকূলে আয়াত ঃ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ ط فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ - (الصف : ٦)

"আর সুসংবাদ দানকারী এক রসূলের যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ। অতঃপর যখন (বহুল প্রত্যাশিত) নবী তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি সহ আগমন করলেন, তখন তারা (হঠকারী কিতাবধারীরা) বলল, এটা তো এক প্রকাশ্য যাদু।" (আস-সফঃ ৬)

এই সুসংবাদের উপর ভিত্তি করে মহানবীর আগনের অধীর প্রতীক্ষায় তারা দিন গুনতে থাকে। নবীর আগমনের ব্যাপারে তারা যেমন ছিল নিশ্চিত, তেমনই নিশ্চিত ছিল যে, নবী কেবল তাদেরই সম্প্রদায়ের কেউ হবেন। তাই তারা

www.pathagar.com

প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করত-অবিলম্বে তিনি আগমন করুন, কাফিরদের দাপট-প্রতিপত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাক, আর সুচিত হোক আমাদের অভ্যুত্থানের অধ্যায়। সকল ব্যাপারেই তারা বলত, এখন আমাদের উপর যদিচ্ছা অত্যাচার নিপীড়ন চালাও, আমরা সবই নীরবে সহ্য করব; কিন্তু যখন শেষ নবী আমাদের মধ্যে আগমন করবেন, তখন তোমাদের যুলুমের হিসাব কড়ায়-গন্ডায় চুকে নেয়া হবে। অনুকুলে আয়াতঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - (البقرة : ٨٩)

"আর তারা পূর্ব হতেই (নবীর আগমনকে সম্বল করে) কাফিরদের উপর বিজয় লাভের আকাংখা পোষণ করত।" (বাকারাঃ ৮৯) কিন্তু যখন শেষ নবীর শুভাগমন হল মক্কার আরব গোত্রে, তখন হঠকারী আহলে কিতাব ইহুদীরাই সত্য নবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুশমন এবং প্রচন্ড বিরোধী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। শেষ নবীর সত্যতা সম্বন্ধে তারা এতটা নিশ্চিত ছিল, যেমন পিতা স্বীয় পুত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত।

অনুকূলে আয়াত ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ - (البقرة : ١٤٦)

"যাদের কিতাব দান করেছিলাম তারা এমনিভাবে তাঁকে চিনত যেমনভাবে জানত তাদের সন্তানদের।" (বাকারাঃ ১৪৬) আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ - (البقرة : ٨٩)

"তাদের নিকট যখন তাদের সুপরিচিত নবী আগমন করলেন, তখন তারা তা অস্বীকার করল।" (বাকারাঃ ৮৯)

বর্ণিত আয়াতে এ সত্যই প্রকাশিত হয়েছে যে, তাদের গোমরাহীর জন্য তাদের হঠকারী স্বভাব-ই দায়ী। প্রতিশ্রুত নবীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তারা সেই নবীর উপর পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী ছিল। স্বগোত্রে আগমন না ঘটায় তারা নবীকে প্রত্যাখান করে· গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে পরস্পর বিছিন্ন হয়ে যাওয়ার দায়দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে।

www.pathagar.com

وَمَا أُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ⑤

وَمَا أُمِرُوْا = আরা তার আদিষ্ট হয়নি, إِلَّا = ব্যতীত, لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ = আল্লাহর ইবাদত করতে, مُخْلِصِيْنَ =একনিষ্ঠভাবে, لَهُ الدِّيْنَ = তার জন্য দীন, حُنَفَاءَ = সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ এবং একমুখী, وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ = আর নামায কায়েম করবে, وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ = এবং যাকাত আদায় করবে وَذٰلِكَ= আর এটাই হচ্ছে, دِيْنُ الْقَيِّمَةِ[১] = সত্য-সঠিক ও সুদৃঢ় দীন।

---

(৫) তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ট হয়ে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দীন।

---

১. দীনুল কায়্যিমাহ- আয়াতটিতে দীনের চিরন্তন মূল কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। যাবতীয় ইবাদতের মূল কথা হচ্ছেঃ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই যাবতীয় ইবাদতের মূল লক্ষ্য হতে হবে। সকল বাতিল মতবাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই বন্দেগী করতে হবে। তাঁর বন্দেগীর সাথে অন্য কারো ইবাদত শামিল করা যাবে না। খালেস ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যাবতীয় ইবাদত অর্থহীন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহীদ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তাকে যেসব নিআমত (দুনিয়ায়) দান করা হয়েছিল সেসব দেখানো হবে এবং সে তা চিনতে পারবে। তাকে বলা হবে- এসব নিআমতের শুকরিয়া তুমি কিভাবে আদায় করেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ; তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোকে তোমাকে বীর উপাধি দেবে। অবশ্য (দুনিয়ায় তোমার সম্বন্ধে) এরূপ বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তদনুযায়ী তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অপর এক ব্যক্তি জ্ঞান

www.pathagar.com

অর্জন করেছিল, তা অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছিল এবং সে কুরআনও পাঠ করেছিল। তাকে হাযির করে যেসব নিআমত তাকে দান করা হয়েছিল তা দেখানো হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নিয়ামত তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছিল? সে উত্তর দিবে, আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি। আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য জ্ঞানার্জন করেছিলে যে, লোকে তোমাকে 'কারী' উপাধি দেবে। অবশ্য (দুনিয়ায়) তোমাকে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অপর এক ব্যক্তিকে ধন-সম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য দান করা হয়েছিল। তাকে দেয়া নিয়ামতসমূহ তার সামনে হাযির করা হবে এবং সে তা চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ তুমি এসব ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করেছে? সে বলবে, হে আল্লাহ্! যেসব কাজে অর্থ ব্যয় আপনি পছন্দ করেন, আমি সেসব কাজেই অর্থসম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য তোমার ধন-সম্পদ ব্যয় করতে যেন লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

সুতরাং জিহাদ, কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া অর্থসম্পদ ব্যয় করা থেকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা এমনকি যাবতীয় আমলই কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য হওয়াটাই দীনের শাশ্বত শিক্ষা। আজ রসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদের সামনে যে দীন পেশ করছেন- এটা নতুন কিছু নয়। এই দীনই পেশ করেছিলেন আহলে কিতাবদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসূলগণও। তাঁদের কিতাবসমূহেও অনুরূপ শিক্ষা ও আদর্শই লিপিবদ্ধ ছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

www.pathagar.com

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا = যারা কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে, فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ = জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, خٰلِدِيْنَ فِيْهَا = তাতে চিরকাল অবস্থান করবে, اُولٰئِكَ هُمْ = তারাই হচ্ছে, شَرُّ الْبَرِيَّةِ ১ = সৃষ্টির অধম।

(৬) নিঃসন্দেহে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে তারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। এরাই হচ্ছে সৃষ্টির অধম।

১. شر البرية – সৃষ্টির অধমঃ অর্থাৎ এমন সত্য নবীকে এবং তাঁর আনীত দীনকে অস্বীকার করার মত নির্বুদ্ধিতা যখন বিবেকসম্পন্ন কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ পায় তখন সে মানুষ বলে গণ্য হওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। এমনকি সে তখন জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও হয়ে যায় হীন-নিকৃষ্ট।

কেননা জন্তু জানোয়ারের নেই বিবেক বুদ্ধি, আর নেই তাদের কর্মের স্বাধীনতা। পক্ষান্তরে মানুষ বিবেকের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী এবং তার ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সীমিত এই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগের ফলে এমন কদর্য আচরণ প্রকাশ পায় যখন সে হয়ে যায় পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ = নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ১ = সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, جَزَاءُهُمْ = তাদের প্রতিদান, عِنْدَ رَبِّهِمْ = তাদের রবের নিকট রয়েছে, جَنّٰتُ عَدْنٍ = চিরস্থায়ী জান্নাত, تَجْرِىْ = প্রবহমান রয়েছে, مِنْ تَحْتِهَا = তার তলদেশ দিয়ে, الْاَنْهٰرُ = নহরসমূহ, رَضِىَ اللّٰهُ ২ = আল্লাহ রাযী বা সন্তুষ্ট হয়েছেন, عَنْهُمْ =

www.pathagar.com

তাদের প্রতি, وَرَضُوْا = আর তারাও রাযী হয়েছে, عَنْهُ = তাঁর প্রতি (আল্লাহর প্রতি), ذٰلِكَ = এরূপ অবস্থা, لِمَنْ خَشِيَ = তার জন্য যে ভয় করে, رَبَّهُ = তার রবকে।

---

(৭) নিশ্চিত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারাই হচ্ছে সৃষ্টির সেরা (৮) তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের নিকটে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান রয়েছে; তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরূপ অবস্থা হবে তার জন্য যে তার রবকে ভয় করে।

শানে নুযুল ঃ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা.)-এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় আলী (রা.)-কে আমাদের দিকে আসতে দেখে নবী করীম (সা.) বললেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! নিঃসন্দেহে আলী এবং তার পক্ষাবলম্বী কিয়ামতের দিন সাফল্য মন্ডিত হবে। তখন ৭ নং আয়াত নাযিল হয়। এরপর হতে সাহাবায়ে কিরামগণ যখনই আলী (রা.)-কে দেখতেন তখনই বলতেন, 'খাইরুল বারিয়্যাহ' (সর্বোকৃষ্ট সৃষ্টি) তশরীফ এনেছেন। (ইবনে আসাকির)

১. সৃষ্টির সেরা সালেহ আমলকারী ঈমানদারগণ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনকি ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক মর্যাদার অধিকারী। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আল্লাহর নিকট ফেরেশতাদের মর্যাদায় কি তোমরা অবাক হচ্ছ? যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! অবশ্যই মুমিন বান্দার মর্যাদা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (আবু হাতেম) একথা অনস্বীকার্য যে, ফেরেশতাদের কর্মের কোন স্বাধীনতা নেই, নাফরমানীর কোন ক্ষমতা নেই। সৃষ্টিগতভাবেই তারা আল্লাহর পূর্ণ ফরমাবরদার। মহান আল্লাহ বলেন, "তারা (ফেরেশতাগণ) তাদের প্রতি আরোপিত কোন নির্দেশই অমান্য করে না এবং যে বিষয়ে আদিষ্ট হয় তাই তারা পালন করে।" (তাহরীমঃ ৬)

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে মানুষ সীমিত স্বাধীনতা ভোগকারী এক জাতি, সে ইচ্ছা করলেই আল্লাহর নাফরমানী করতে সক্ষম। এমন ক্ষমতা-ইখতিয়ার থাকা সত্বেও সে আল্লাহর আনুগত্য কবুল করেছে বলেই সর্বোকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাশীল সৃষ্টি কোনটি? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ হে আয়েশা! তুমি কি পড়নি “নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং সালেহ আমল করেছে- তারাই হচ্ছে খাইরুল বারিয়্যাহ (সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি) [ইবনে মারদুইয়া]। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের 'খাইরুল বারিয়্যাহ' সম্বন্ধে বলব না? তারা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেনঃ ঐ ব্যক্তি যে তার অশ্বের লাগাম দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করে সওয়ারী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, যতই খোদাদ্রোহীদের কঠিন হুংকার শ্রবণ করে ততই মজবুতির সাথে সওয়ার হয়। আমি কি তোমাদেরকে 'শাররুল বারিয়্যাহ' (নিকৃষ্টতম সৃষ্টি)-র বিষয় বলব না? তারা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়, অথচ আল্লাহর নামে কেউ তার কাছে কিছু চাইলে সে তা প্রত্যাখান করে। (আহমাদ)

২. রাদিআল্লাহু- আল্লাহর রেযামন্দী হাসিলের চেয়ে মহৎ প্রতিদান প্রাপ্তি কোন বান্দার জন্য কল্পনা করা যায় না। সাফল্যের সর্বোচ্চ মাত্রাই হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সন্তুষ্টি লাভ। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে বলবেনঃ হে জান্নাতীগণ! উত্তরে জান্নাতীগণ বলবে- হে আমাদের রব! আমরা হাযির। আমরা আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ পাক বলবেনঃ তোমরা কি (জান্নাতলাভে) সন্তুষ্ট না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? আপনি সকল সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিআমত আমাদেরকেই দান করেছেন। আল্লাহ বলবেনঃ আমি তোমাদেরকে এসবের চেয়েও উৎকৃষ্ট নিআমত দান করছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর আর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

৩. লিমান খাশিয়া- সূরাটির সর্বশেষ কথাটিই হচ্ছে 'খাইরুল বারিয়্যাহ'-র মর্যাদা লাভের ভিত্তি কি? এই চরম সৌভাগ্যের অধিকারী বান্দা তখনই হতে পারবে, যখন তার প্রতিটি পদক্ষেপেই প্রতিপালকের ভয় বান্দার অন্তরে জাগরুক থাকবে। অর্থাৎ গৃহীত পদক্ষেপটি যেন আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ না হয়, কিয়ামতের আদালতে যেন দোষী সাব্যস্ত হতে না হয় এই ভয়েই সে থাকে সদা সতর্ক। আল্লাহ্র ব্যাপারে ভয়হীন ও দুঃসাহসী জীবন যাপন করাকে সে সর্বদা পরিহার করে চলে। এমন ভীতির প্রেক্ষিতে সব কাজেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে এবং অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে। বস্তুতঃ খোদাভীতিই মানুষকে কামেল বান্দায় পরিণত করে।

www.pathagar.com

৯৯. সূরা আল-যিলযাল

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ زِلْزَالَهَا - থেকেই সূরাটির নাম 'আল-যিলযাল' রাখা হয়েছে।

নাযিলের স্থান ও সময়কাল ঃ সুরাটি নাযিলের স্থান নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা ও মুকাতিল বলেন, সূরাটি মক্কী। ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে ইবনে মারদুইয়া বলেন, সূরাটি মদীনা শরীফেই নাযিল হয়েছে।

যদিও প্রাথমিক কালের সূরাগুলির ন্যায় এ সূাটিতে ইসলামের মৌল আকীদাসমূহ পেশ করা হয়েছে তবুও অধিকাংশ তাফসীর বিশারদের মতে সূরা 'আন-নিসা'-র পরই মদীনা শরীফে সূরাটি নাযিল হয়।

সূরার বিশেষত্ব ঃ হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা যিলযাল পাঠ করবে, তার জন্য অর্ধেক কুরআন পাঠের সওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করবে তার জন্য এক তৃতীয়াংশ এবং যে ব্যক্তি সূরা আল-কাফিরূন পাঠ করবে তার জন্য এক-চতুর্থাংশ কুরআন পাঠের সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী, বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান, সূরা ইখলাস এক- তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা আল-কাফিরূন এক-চতুর্থাংশের সমান (তিরমীযী, বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, মুহাম্মদ ইবনে নাস্র)। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রাতে সূরা যিলযাল পাঠ করে তার জন্য অর্ধেক কুরআন পাঠের সওয়াব লিখা হয়। (ইবনে মারদুইয়া) আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে অমুক! তুমি কি বিবাহ করেছ? উওরে তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি

www.pathagar.com

বিবাহ্ করিনি । আমার কাছে এমন কোন সম্পাদ নেই যদ্দারা বিবাহের খরচ নির্বাহ করি। নবী (সা.) বললেনঃ তোমার নিকট কি সূরা ইখলাস নেই (অর্থাৎ সূরা ইখলাস কি তোমার মুখস্ত নেই)? সাহাবী বললেন, হাঁ আছে। রসূলুল্লাহ(সা.) বললেন. এটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তিনি পুনরায় বলেনঃ তোমার নিকট কি সূরা আন-নাস্র নেই? সাহাবী বললেন, হাঁ অবশ্যই আছে। তিনি বলেনঃ এটি কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তারপর বলেনঃ তোমার নিকট কি সূরা আল-কাফিরূন নেই? সাহাবী বলেন, হ্যাঁ আছে। তিনি বলেনঃ এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। অতঃপর বলেনঃ তোমার কাছে কি সূরা যিলযাল নেই? সাহাবী বলেন, হ্যাঁ আছে। তিনি বলেনঃ এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ, এই সম্পদ দ্বারা তুমি বিবাহ্ কর। (তিরমিযী)

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারে যমীন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। যমীনের বুকে অবস্থিত সব উঁচু স্থান নীচুতে স্থানান্তরিত হবে এবং নীচু স্থানগুলিও সমতল হবে। ফলে বিশাল সমতল পৃথিবীর সৃষ্টি হবে। এছাড়া আর একটি ঘটনাও ঘটবে যা দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে। যমীন তার গর্ভে লুকায়িত মৃতদেহ সহ সব কিছু বের করে দেবে। স্বস্ব কবর থেকে বের হয়ে মানুষ বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে যে কথাটি বলবে, তাই বলা হয়েছে ৩ নং আয়াতে। ঘুম থেকে জেগেই তারা বলবে, যমীনের কি হয়েছে যে, আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল? তাদের প্রশ্নের জওয়াবে যমীন কি বলবে- সেই কথাটি বলা হয়েছে যে, আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল? তাদের প্রশ্নের জওয়াবে যমীন কি বলবে- সেই কথাটি বলা হয়েছে ৪ নং আয়াতে। ইরশাদ হয়েছেঃ সেইদিন যমীন তার পৃষ্ঠে অনুষ্ঠিত যাবতীয় ভাল মন্দ কাজের পুংখানুপুংখ ফিরিস্তি পেশ করবে। বোবা এই পৃথিবী সেদিন কেমন করে সাক্ষ্যদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে সে কথাই বলা হয়েছে ৫নং আয়াতে। ইরশাদ হয়েছেঃ তার রব আল্লাহ জাল্লা শানুহু পূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক বিচারের শর্ত পূরণার্থে যমীনকে বাকশক্তি দান করতঃ নির্দেশ দিবেন যে, সে যেন তার বুকে অনুষ্ঠিত সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজের নিরপেক্ষ সাক্ষ্যদান করে।

www.pathagar.com

৬-৮ আয়াতে হাশরের ময়দানে অনুষ্ঠিত মহাবিচারালয়ের বর্ণনা দান করা হয়েছে। ৬ নং আয়াতে সকল মানুষকে আমলনামা হাতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। আমলনামায় লিখিতভাবে তাদের আমলসমূহের বিবরণ ছাড়াও পৃথিবীর সাক্ষ্যদান এবং আমলের শরীরী উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ আত্মতৃপ্তির ব্যবস্থা করা হবে যে, তার প্রতি এতটুকুও অবিচার করা হয়নি।

'আহকামুল-হাকিমীন'-এর আদালতে এই ইনসাফ কায়েমের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে ৭-৮ আয়াতদ্বয়ে। ইরশাদ হয়েছে ঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাল ও মন্দ আমল সে লিখিত ও স্বশরীরী (যদি কেউ তার কোন আমল অস্বীকার করে, তাহলে দুনিয়ার জিন্দিগীর বাস্তব চিত্র তার সামনে তুলে ধরা হবে, দেখতে পাবে।

www.pathagar.com

৯৯. সূরা আল-যিলযাল

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ② وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ③

اِذَا = যখন, زُلْزِلَتْ[১]= প্রকম্পিত হবে, الْاَرْضُ= যমীন, زِلْزَالَهَا= তার প্রকম্পনে, وَاَخْرَجَتْ= এবং বের করে দেবে, اَثْقَالَهَا [২] = তার (পৃথিবীর) বোঝা, وَقَالَ الْاِنْسَانُ= আর মানুষ বলবে, مَالَهَا[৩] = এর কি হয়েছে।

---

(১) যখন পৃথিবী প্রকম্পনে প্রকম্পিত হবে। (২) এবং পৃথিবী যখন বের করে দেবে তার সমস্ত বোঝা। (৩) আর মানুষ বলবে, এর কি হল?

---

১. যুলযিলাত ঃ আয়াতে যে প্রকম্পনের কথা বলা হয়েছে। এর সংঘটনের সময় নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকারে পৃথিবীতে যে প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হবে, আয়াতে সে কথাটি বলা হয়েছে। মুজাহিদ এমতই পোষণ করেন। কিন্তু এর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাটি হচ্ছেঃ দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারের ফলে যমীনে প্রবল কম্পন সৃষ্টি হবে। ফলে মানুষ স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে বিশাল (বর্তমান পৃথিবীর চেয়ে কয়েক গুণ) বড় সমতল হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। তারা বলতে থাকবে- যমীনের এমন আচরণ কেন দেখা যাচ্ছে? কি হয়ে গেল এর মধ্যে? অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে সূরা ইয়াসীনঃ ৫১-৫২ আয়াতেঃ "এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে; তৎক্ষনাৎ তারা কবরসমূহ থেকে বের হয়ে তাদের রবের দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, আমাদের কি সর্বনাশ! কে আমাদেরকে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল? (ফেরেশতাগণ বলবেন)

www.pathagar.com

এতো সেই জিনিস যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন করুণাময় আল্লাহ্ আর যার সত্যায়ন করেছিলেন রসূলগণ।" সূরা 'আল-হাজ্জ'-এর পয়লা আয়াতে কিয়ামতের প্রচন্ড কম্পনকে এক ভীষণ ব্যাপার বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ -

"নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন অত্যন্ত ভয়াবহ।" সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে দ্বিতীয় মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। আল্লামা মওদূদী (রহ.) এ মতকেই অধিক সহীহ মনে করেন।

২. আসকালাহা- অর্থাৎ মানুষও সেদিন যমীনের গর্ভে পালিয়ে থেকে শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারবে না। তাই যমীন সব কিছুকেই উদগীরণ করে দিয়ে একেবারেই শূণ্যগর্ভ হয়ে যাবে। সেই সংগে দুনিয়ার জিন্দিগীতে মানুষের কর্মকান্ডের সাক্ষ্য-প্রমাণের যে স্তুপ মাটির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে সেগুলিও বের হয়ে আসবে। হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যমীন তার কলিজার টুকরা বিশালাকায় স্বর্ণ ও রৌপ্য খন্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন সম্পদের লোভে যে ব্যক্তি নরহত্যা করেছিল সে এগুলি দেখে (আফসোস করে) বলবে, এর জন্যই (যা আজ একেবারেই মূল্যহীন) কি আমি নরহত্যার ন্যায় জঘন্য অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থ সম্পদের কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল সে এসব দেখে বলবে, এর জন্যই কি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম? যে ব্যক্তি ধন সম্পদ চুরি করেছিল (এবং শাস্তিস্বরূপ তার হাত কাটা গিয়েছিল) সে এগুলি দেখে (নিজেকে ধিক্কার দিয়ে) বলবে- এগুলির জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর সবাই ঘৃণাভরে এগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। (মুসলিম, তিরমিযী)

৩. مَالَهَا - অর্থাৎ কিয়ামতের সংঘটনে এবং এর ফলশ্রুতিতে যমীনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন আর নিজেদের অসহায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ হতভম্ব ও অস্থির হয়ে বলে উঠবে, এসব কি শুরু হয়েছে? যদিও ইনসান শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তবুও সম্ভবত এই কথাগুলি কাফিরদেরই। কেননা মুমিন তো এমন অবস্থায় আগাম খবর মুরসালীনদের মাধ্যমে দুনিয়ার জিন্দিগীতে লাভ করেছিল এবং নিজেদেরকে এই আদালতে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত

www.pathagar.com

রেখেছিল। অনুকূলে আয়াত ঃ

اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে অবশ্যই হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতেই হবে" (আল-হাক্কাহঃ ২০) সেদিন মুমিন কাতর অস্থির না হয়ে হৃষ্টচিত্ত হবে। অনুকুল আয়াতঃ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ "সে আনন্দপূর্ণ জীবন উপভোগ করবে।" (আল-হাক্কাকাহঃ ২১) কাফিরদের অনুরূপ উক্তির বর্ণনা রয়েছে সূরা ইয়াসীনঃ ৫২ আয়াতে।

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ﴿٥﴾

يَوْمَئِذٍ= সেই দিন (কিয়ামতের দিন), تُحَدِّثُ = বর্ণনা করবে, اَخْبَارَهَا[১]= তার বৃত্তান্ত, بِاَنَّ رَبَّكَ= এজন্য যে আপনার রব, اَوْحٰى لَهَا= তাকে নির্দেশ দিবেন।

---

(৪) সেদিন যমীন তার (বুকে ঘটে যাওয়া) যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (৫) কারণ আপনার রব তাকে এরূপ করার নির্দেশ দিবেন।

---

১. اَخْبَارَهَا- যমীন হাশরের ময়দানে এক বলিষ্ঠ সাক্ষ্যদাতার ভূমিকা পালন করবে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) ৪ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান যমীনের সেইসব বৃত্তান্ত কি, যা সেদিন সে বর্ণনা করবে? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই এ বিষয়ে অধিক জানেন। তিনি বললেনঃ যমীনের পৃষ্ঠে প্রত্যেক নারী-পুরুষ যেসব আমল করেছে সেসব আমলের সাক্ষ্যদান করবে। সে বলবে, অমুক ব্যক্তি অমুক দিন এই কাজ করেছিল। এগুলিই হচ্ছে যমীনের বৃত্তান্ত যা সে সেদিন বর্ণনা করবে। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, বায়হাকী)

হাদীসঃ আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন যমীন তার পৃষ্ঠে অনুষ্ঠিত সমস্ত আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। একথা বলে তিনি ১-৪ আয়াতগুলি তিলাওয়াত করেন। (বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া) হাদীস ঃ হযরত

www.pathagar.com

রবীআ-আল-খারশী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যমীনের ব্যাপারে সাবধান হও। এজন্য যে, সে তোমাদের ভিত্তিমূল। এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ভাল অথবা মন্দ আমলের খবর সে না বলবে। (তাবারানী)

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সুহনাহু তা'আলা কোন বান্দার প্রতি যুলুম করেন না। অনুকূলে আয়াত "আর আপনার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না।" (আল-কাহ্ফঃ ৪৯)

"এটা তো সেই কর্মসমূহের দরুণ যা তোমাদের হাত অগ্রে পাঠিয়েছে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন" (আলে-ইমরানঃ ১৮২, আনফালঃ ৫১, হজ্জঃ ১০) এ ছাড়া সূরা -হা-মীম-সিজদাঃ ৪৬ এবং সূরা কাফঃ ২৯ আয়াতে অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে। আল্লাহর গৃহীত ব্যবস্থাদি এই মহাসত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। ইনসাফপূর্ণ বিচারব্যবস্থার যে মহা-আদালত সেইদিন মহান সুবিচারক কায়েম করবেন, সেই আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের এমন সুব্যবস্থা হবে যার ফলে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও অকপট চিত্তে স্বীকার করবে যে, তার প্রতি এতটুকুও যুলুম করা হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন পৃথিবী তার পৃষ্ঠে অনুষ্ঠিত সমস্ত ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কর্মকান্ডের বৃত্তান্ত পেশ করবে। এছাড়া হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, ফজর ও আসর নামাযে ফেরেশতাদের পালাবদল হয়ে থাকে। যে ফেরেশতাদল কর্তব্য শেষে আল্লাহর সমীপে ফিরে যান, তাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে? ফেরেশতাগণ বলেনঃ আমরা পৃথিবীরে পৌছে তাদেরকে নামাযে রত পেয়েছিলাম এবং ফেরার সময়ও তাদেরকে নামাযে রত দেখে এসেছি। যদিও "আলিমুল-গায়েব" সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত তবুও তাঁর শাহী আদালতে ইনসাফ কায়েমে এতটুকুও বরখেলাফ না হয় সেই কারণেই অত্যন্ত যুক্তি ভিত্তিক সাক্ষ্যদান ব্যবস্থা কায়েম করা হবে। সবশেষে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসীও নিজের কৃত সমুদয় অপরাধ অকপটে স্বীকার করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ - (الملك :١١)

"অতএব তারা (জাহান্নামীরা) তাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করবে। অভিসম্পাত জাহান্নামীদের উপর।" (মূলকঃ ১১)

www.pathagar.com

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه ۝٧ وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه ۝٨

يَصْدُرُ النَّاسُ = মানুষ আত্মপ্রকাশ করবে, اَشْتَاتًا [১] = ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন দলে, لِيُرَوْا [২] = যেন দেখানো যায়, اَعْمَالَهُمْ = তাদের আমলসমূহ কার্যকলাপ, فَمَنْ يَّعْمَلْ = অতএব যে লোক আমল করবে, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ [৩] = বিন্দু পরিমাণ خَيْرًا = নেক আমল, يَّرَهُ = সে তা দেখতে পাবে, شَرًّا = বদ আমল।

---

(৬) ঐদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে আত্মপ্রকাশ করবে, যেন তাদেরকে দেখানো যায় তাদের কৃত আমলসমূহ (৭) অতএব কোন লোক বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করলে তা সে দেখতে পাবে (৮) এবং কোন ব্যক্তি বিন্দু মাত্র বদ আমল করলে তাও সে দেখতে পাবে।

শানে নুযূলঃ মুকাতিল বলেন, আয়াতদ্বয় দুই ব্যক্তির কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের একজন যাঞ্চাকারীকে সামান্য খেজুর ও ক্ষুদ্র বস্তুসমূহ দান করত না, এ কারণে যে, এমন তুচ্ছ বস্তুতে আর কি ফায়দা হবে। অন্য ব্যক্তি ছোট ছোট গুনাহকে পরিহার করত না এ কারণে যে, সে এগুলিকে ক্ষতিকর মনে করত না। তাই সে বলতঃ

"আল্লাহ তো কেবল কাফিরদের জন্যই জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন"। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে খন্ডন করে আয়াতদ্বয় নাযিল হয়। (ফাতহুল কাদীর, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৮০)

১. اَشْتَاتًا – শব্দটির তিনটি অর্থ হতে পারে। তিনটি অর্থই গ্রহণযোগ্য। যখন শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁ দেয়া হবে তখন মানুষ তাদের স্ব স্ব কবর ত্যাগ করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। একাকী সে উপস্থিত হবে, যেমনটি সে একাকী এ দুনিয়ায় আগমন করেছিল।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ـ (الانعام : ٩٤)

"এখন তোমরা তেমনি সম্পূর্ণ একাকী আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ- যেমনটি

www.pathagar.com

আমি তোমাদেরকে প্রথমবার (সম্পূর্ণ একাকী) সৃষ্টি করেছিলাম।" (আনআমঃ ৯৪)

وَتَأْتِيْنَا فَرْدًا - (مريم : ٨٠)

"আর সে আমাদের নিকট একাকী আসবে।" (মরিয়ামঃ ৮০)

كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا - (مريم : ٩٥)

"আর কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর (আল্লাহর) সমীপে একাকী উপস্থিত হবে।" (মরিয়মঃ ৯৫)

এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছেঃ যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থানা মানুষেরা দলে দলে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا - (النبا : ١٨)

"সেদিন শিঙ্গায় (দ্বিতীয়বার) ফুঁ দেয়া হলে তোমরা দলে দলে উপস্থিত হবে।" (নাবাঃ ১৮)

এর তৃতীয় অর্থটি হচ্ছেঃ হিসাব-নিকাশ পর্ব শেষ হওয়ার পর মানবগোষ্ঠীকে দুই দলে বিভক্ত করে এক দলকে জাহান্নামের দিকে এবং অন্য দলকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করা হবে।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا - (الزمر : ٧١)

"যারা কাফির তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।" (যুমারঃ ৭১)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا - (الزمر : ٧٣)

"যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করা হবে।" (যুমারঃ ৭৩)

২. লেইউরাও- এ কথাটিরও একাধিক অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখানো হবে। দুভাবে আমল দেখানো যেতে পারে। আমলনামায় লিপিবদ্ধ আমলের পুরা ফিরিস্তি দেখানো যেতে পারে; এমনকি বাকশক্তি সম্পন্ন আমলনামা আমলের পুরা বয়ান পেশ করতে পারে। কোন পাপীষ্ঠ তার কোন আমলের উপর আপত্তি উত্থাপন করলে তখনই তার সেই আমল স্বশরীরী উপস্থিত করা হবে। এমনকি সমষ্টিগত ভাবে হকপন্থী ও বাতিলপন্থীর সংঘাত-সংঘর্ষের জীবন্ত দৃশ্যাবলীও মানুষ স্বচক্ষে অবলোকন

www.pathagar.com

করবে। দ্বিতীয়তঃ লোকদেরকে তাদের আমলের শুভ ও অশুভ প্রতিফল দেখানো হবে। أشتاتا -এর তৃতীয় অর্থটি এই ব্যাখ্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। দলে দলে বিভক্ত করে তাদের আমলের পরিণাম জান্নাত অথবা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে; যাতে তারা চূড়ান্ত মনযিল দেখে নেয়।

৩. মিসকালা যাররাতিন- ৭-৮ আয়াতদ্বয়ে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তা হল বান্দাদের অনু পরিমাণ সৎ ও অসৎ আমল তাদের আমলনামায় দেখতে পাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ঘোষিত নীতিমালায় এটা পরিস্কার যে, কোন কাফিরের নেক আমল কিয়ামতের দিন গ্রহণযোগ্য হবে না। দুনিয়াতেই তার ভাল কাজের প্রতিদান চুকিয়ে দেয়া হয়। আখিরাতে তার জন্য কোনই পাওনা বাকী থাকে না। অনুকুলে আয়াতঃ

أُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الاٰخِرَةِ - (آل عمران : ٧٧)

ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য আখিরাতে কোনই অংশ প্রাপ্য থাকবে না।" (আলে-ইমরানঃ ৭৭) অর্থাৎ আল্লাহকে রব বলে মান্য করার ওয়াদা খেলাফ করে কাফির গণ্য হবে বলেই আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। অনুরূপ ইরশাদ হয়েছেঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا - (الكهف : ١٠٥)

"ঐ লোকগুলি তাদের প্রভুর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং তাঁর সাক্ষাত লাভকে অবিশ্বাস করে; ফলে তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দাড়িপাল্লা কায়েম করা হবে না।" (কাহ্‌ফঃ ১০৫)

হাদীসঃ আয়েশা (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুদয়ান নামক এক ব্যক্তি জাহিলিয়াতের যুগে রক্তসম্পর্কের দাবী রক্ষা করত, মিসকীনকে অন্নদান করত, অতিথিসেবা করত, বন্দীদের মুক্ত করত- তার এসব সৎ আমল আখিরাতে কোন উপকারে আসবে কি? নবী করীম (সা.) উত্তরে বললেনঃ না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কখনই বলেনি, "হে আমার রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিও।" (ইবনে জারীর)

www.pathagar.com

তাই خير - শব্দটি দ্বারা এমন নেক আমলের কথাই বুঝানো হয়েছে যা ঈমানের সাথে করা হয়। বেঈমানের জন্য خير- শব্দটি কেবল দুনিয়ার জিন্দিগী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আখিরাতে তার আমলনামায় আদৌ কোন নেক আমলের উল্লেখ থাকবে না।

পক্ষান্তরে মুমিনের অনেক বদ আমলই তার পুণ্যের বিনিময়ে এবং এস্তেগফারের বদৌলতে মাফ করে দেয়া হবে। ফলে সেদিন তার আমলনামায় অনেক বদ আমলের উল্লেখ থাকবে না। সগীরা গুনাহসমূহ অযুর পানির শেষ বিন্দুর সাথেই ঝরে যায়। হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যখন কোন মুসলিম অথবা মুমিন উযু করতে গিয়ে তার চেহারা থেকে এমন সব গুনাহ ঝরে যায় যা সে চোখের দৃষ্টি দ্বারা কামাই করেছিল। তারপর যখন সে তার হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার হাত থেকে এমন সব গুনাহ ঝরে যায় যা সে হস্ত দ্বারা কামাই করেছিল। তারপর যখন সে তার পদদ্বয় ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার পদদ্বয় থেকে এমন সব গুনাহ ঝরে যায় যা সে পদ দ্বারা কামাই করেছিল। এমনকি সে সমস্ত (সগীরা) গুনাহ থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। (মুসলিম) নেক আমলসমূহ সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ কবুল করা হয়।

অনুকুলে হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমুআ থেকে আর এক জুমুআ এবং রমযান থেকে আর এক রমযানের মধ্যবর্তী দিনগুলির সগীরা গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ গৃহীত হয় যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। (মুসলিম) নেক আমল বদ আমলকে আমলনামা থেকে মুছে দেয়। "নিঃসন্দেহে নেক আমলসমূহ বদ আমলগুলিকে মুছে দেয়।" (হূদঃ ১১৪)

হাদীস ঃ মূআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যেখানে যে অবস্থায় থাক আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর যা তাকে (বদ আমলকে) মুছে দেবে, আর মানুষের সংগে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী) এছাড়া অসুখ বিসুখ, বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত এমনকি কাঁটা বিধার ন্যায় সামান্য কষ্টও মুমিনের সগীরা গুনাহ মাফের ওসীলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

হাদীস ঃ আনাস (রা.) বলেন, একদা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নবী করীম (সা.)-এর সংগে খানা খাচ্ছিলেন। এ নময় আয়াতটি নাযিল হলে আবু বকর (রা.) খাওয়া বন্ধ করে বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার অণু পরিমাণ বদ আমলও কি আমাকে দেখানো হবে? নবী করীম (সা.) বললেনঃ হে আবু বকর! দুনিয়ায় তুমি যে কোন প্রকার অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হও, সেসব দ্বারা তোমার কৃত সগীরা গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর তোমার দ্বারা কৃত সামান্য নেক আমলগুলিও আল্লাহপাক তোমার জন্য হেফাজত করে রাখবেন। (ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া, আবদ ইবনে হুমাইদ)

হাদীস ঃ সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া আর কারো ব্যাপারে এমনটি হয় না। যদি তার জন্য আনন্দের কিছু হয়ে যায়, তখন সে আল্লাহর শোকর করে, তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতির কোন কিছু ঘটে গেলে সে ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। (মুসলিম)

কবীরা গুনাহ মাফের জন্য অবশ্যই তওবা করতে হবে। ঈমান আনয়ন, তওবা এবং নেক আমল দ্বারা কবীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায় এবং বদীর পরিবর্তে নেকী লেখা হয়।

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ ـ(الفرقان : ٧٠)

"যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তবে ঐসকল লোকদের আল্লাহ তাদের পাপসূহের পরিবর্তে পুণ্যসমূহ দান করবেন।" (ফুরকানঃ ৭০)

মুমিন যদি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের ছোট গুনাহসমূহ মাফ করার নীতিও আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। আয়াতঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ـ

"যেসব কবীরা গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি থেকে যদি তোমরা বিরত থাক তবে তোমাদের ছোট ছোট গুনাহসমূহ আমরা মোচন করে দিব।"

www.pathagar.com

(নিসাঃ ৩১) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে সূরা আন-নাজমঃ ৩২ আয়াতেও।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অতি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম নেক আমলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপ কাজও বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নেক আমল সঞ্চিত হয়ে একটি অতি বড় নেক আমলরূপে গৃহীত হতে পারে। পক্ষান্তরে ছোট ছোট পাপগুলি একত্রে গুনাহের বিশাল পাহাড় তৈরী করতে পারে। এ ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর অমীয় বাণী আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ দেয়। হাদীসঃ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাও এক টুকরা খেজুর দান করে অথবা একটি ভাল কথা বলার মাধ্যমে হলেও। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীস ঃ আদী ইবনে হাতেম (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কোন নেক কাজকেই তুচ্ছজ্ঞান করবে না- তা কোন পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাত্রে পানি ঢালার কাজ হোক, অথবা কোন ভাইয়ের সাথে সহাস্য মুখে মিলিত হওয়ার কাজই হোক। (বুখারী)

হাদীস ঃ আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ হে আয়েশা! যেসব গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা হয় তা থেকে বিরত থাক। কেননা আল্লাহর নিকট তার জন্যও জবাবদিহি করতে হবে। (আহ্মাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা) হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ সাবধান! ক্ষদ্র ক্ষুদ্র গুনাহ থেকে দূরে থাক। কেননা সেগুলি একত্রিত হয়ে (বিশাল পাহাড়ের ন্যায়) ব্যক্তির উপর চেপে পড়বে। তা এভাবে তাকে ধ্বংস করবে। (আহ্মাদ)

www.pathagar.com

১০০. সূরা আল-আদিয়াত

নামকরণ ঃ সূরার প্রথম শব্দ 'আল-আদিয়াত'-কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযির হওয়ার স্থানঃ এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা.), জাবের (রা.), হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা (রহ.) প্রমুখের মতে সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদা (রহ.) বলেন, সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া বলেন, সূরাটি মক্কী।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে দৃঢ়তার সাথে এ সিদ্ধান্ত পৌঁছা যায় যে, সূরাটি প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি। সূরা 'আল-আসর'- এর পরই এ সূরা নাযিল হয়।

সূরার বিশেষত্ব ঃ হাসান বসরী (রহ.) এক মুরসাল বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ সূরা আল-যিলযাল এবং সূরা আল-আদিয়াত অর্ধেক কুরআনের সমতুল্য। (আবু উবাইদা) আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে অনুরূপ মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে আরো আছেঃ 'সূরা ইখলাস' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং 'আল-কাফিরূন' এক-চতুর্থাংশের সমতুল্য।

নাযিলের প্রেক্ষাপট ঃ এ বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ বলেন, জিহাদে ব্যবহৃত ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ঘোড়ার বিভিন্ন অবস্থার শপথকরা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) কিন্তু এমতটি প্রত্যাখান করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর মতটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ একদা আমি হাজরে আসওয়াদের নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে আমাকে ওয়াল-আদিয়াতে দাবহান'-এর বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। আমি তাকে জানালাম- আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি। অতঃপর যখন রাত আগমন করে, তখন খাদ্য প্রস্তুত করতে তারা আগুন জ্বালায়।

www.pathagar.com

লোকটি আমার নিকট হতে বিদায় হয়ে যমযমের কিনারে উপবিষ্ট হযরত আলী (রা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। আলী (রা.) বলেন, এ বিষয়ে আমার পূর্বে আর কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলে কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন, আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়াগুলির অবস্থার শপথ করা হয়েছে। আলী (রা.) বললেন, ফিরে যাও তাঁর কাছে। আসতে বল তাঁকে আমার নিকট। অতঃপর যখন আমি তাঁর সামনে দাঁড়ালাম, তখন তিনি বললেন, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই- সে বিষয়ে মানুষকে ফতওয়া দাও কেন? আল্লাহর শপথ! ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ 'বদর'-এর যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মাত্র দুটো ঘোড়া ছিল। একটি ছিল যুবাইর (রা.)-এর আর অপরটি ছিল মিকদাদ (রা.)-এর। তাহলে কেমন করে জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়া এর অর্থ হিসাবে গ্রহণ করা যায়? এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে- আরাফা থেকে মুযদালিফায় অবস্থান, অতঃপর মুনাতে (মিনা) ফিরে আসা। (ইবনে আবু হাতেম)

আল্লামা মওদুদী (রহ.) এর নিম্নরূপ অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, এখানে এমন ঘোড়াগুলির অবস্থার শপথ করা হয়েছে যারা রাতে হ্রেষাধ্বনি করতে করতে এবং অগ্নিস্ফুলিংগ ঝরাতে ঝরাতে দৌড়ায়, আর সাত সকালে ধূলিধূঁয়া উড়াতে উড়াতে কোন জনবসতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রতিরোধকারীদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শেষোক্ত মতটি শপথের জওয়াবের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়গুলি যদি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসাবে মেনে নেয়া যায়, তাহলে আল্লাহর পথের সৈনিকদের সম্পর্কে "মানুষ তার রব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (৬নং আয়াত) এবং "ধনসম্পদের লালসায় সে তীব্র কাতর।" (৮ নং আয়াত) আয়াতদ্বয় সাহাবায়ে কিরামদের চরিত্রের সাথে আদৌ সামঞ্জস্যশীল নয়। বরং লুটতরাজ ও মারামারিতে ব্যবহৃত ঘোড়া ও অর্থলিপ্সু পাষণ্ড বাহিনীর- যা ছিল জাহিলী যুগের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা–চরিত্রই ফুটে উঠেছে।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তুঃ ১-৫ আয়াতে তদানীন্তন আরব সমাজের অশান্ত পরিবেশের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন ঘোড়ার অসৎ বলতে চান, ৬নং আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে (আর এ আয়াতটিই শপথের জওয়াব)। (হ্রেষাধ্বনি সৃষ্টিকারী ছুটন্ত ঘোড়া, অগ্নিস্ফুলিংগ সৃষ্টিকারী ঘোড়া

www.pathagar.com

প্রভাতকালে আকস্মিক আক্রমনকারী ঘোড়া, ধূলিধূঁয়া উড়িয়ে চলা ঘোড়া এবং শত্রুসমাবেশের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী ঘোড়াগুলির শপথের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। আল্লাহর দেয়া শক্তি ও সম্পদকে যুলুম উৎপীড়নে ও হত্যা লুণ্ঠনের ন্যায় বিভৎস কাজে ব্যবহার করে আর সেই সংগে আখিরাতে জবাবদিহি ও হিসাব-নিকাশের পরওয়া না করে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে।

৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের মন-মেজাজ, তার কাজকর্ম এবং তার অবস্থা স্বতই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহর দেয়া শক্তিসমূহ অসৎ পথে ব্যবহার করে সে চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে।

৮ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ সে ধন-সম্পদের লোভে এমনই অন্ধ হয়ে পড়ে যে, বৈধ-অবৈধ, হারাম-হালালের আদৌ তোয়াক্কা করে না। যতই হিংস্র ও বিভৎস পন্থায় হোক না কেন, সম্পদ তার কুক্ষিগত হওয়া চাই।

৯-১০ নং আয়াতে বিষ্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছেঃ অকৃতজ্ঞ মানুষ ধনস্পদের লোভে অন্যায়-অবৈধ পথ নির্দ্বিধায় অবলম্বন করছে কোন সাহসে? সে কি জানে না যে, তাকে অবশ্যই পুনরুজ্জিবীত করে কবর থেকে বের করে দাঁড় করানো হবে আসামীর কাঠগড়ায়, কড়ায় গন্ডায় হিসাব নেয়া হবে প্রতিটি আমলের? শুধু তাই নয়, তার অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকায়িত মতলব, চিন্তাধারা, কল্পনা, অভিপ্রায় সবই বের করে এনে প্রকাশ করা হবে, পরখ করে দেখা হবে কোন কাজের পিছনে কোন উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ সেই দিন কোন ধরনের কাজের জন্য কোন ধরনের প্রতিফল তার বান্দাকে প্রদান করতে হবে, তা তাদের রব খুব ভাল করেই জানেন। এতুটুকুও যুলুম-বেইনসাফীর আদৌ কোন সম্ভবনা নেই।

www.pathagar.com

১০০. সূরা আল-আদিয়াত

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ① فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ② فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ③
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ④ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑤

اَلْعٰدِيٰتِ[১]= ছুটন্ত (ঘোড়া), ضَبْحًا = হ্রেষাধ্বনি সৃষ্টিকারী (ছুটন্ত ঘোড়ার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজ), فَالْمُوْرِيٰتِ = অতঃপর অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গতকারী, قَدْحًا = ক্ষুরাঘাতে (লৌহজুতা পরিহিত ঘোড়ার প্রস্তরময় মাটিতে পদাঘাতে নির্গত অগ্নিস্ফুলিংগ, فَالْمُغِيْرٰتِ = অতঃপর আক্রমণকারী ঘোড়া, صُبْحًا= প্রভাতকালে, فَاَثَرْنَ = অতঃপর উড্ডয়নকারী, نَقْعًا= ধূলিধূঁয়া, فَوَسَطْنَ= অতঃপর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, جَمْعًا= শত্রুদের বা কোন সমাবেশের।

---

(১) শপথ সেই ছুটন্ত (ঘোড়াগুলির) যা হ্রেষাধ্বনি করে (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ (নির্গতকারী ঘোড়গুলির শপথ) (৩) অতঃপর প্রভাতকালে আকস্মিক আক্রমণকারী ঘোড়াগুলির শপথ (৪) অতঃপর ধূলিধূঁয়া উৎক্ষেপনকারী (ঘোড়াগুলির শপথ) (৫) অতঃপর শত্রুদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া (ঘোড়াগুলির শপথ)।

---

১. اَلْعٰدِيٰتِ- শব্দের অর্থ হচ্ছে ছুটন্ত জীব। সেই জীবটি কি তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি বিধায় এ বিষয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ মত হচ্ছেঃ আদিয়াত শব্দটি দ্বারা ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির এ মতই গ্রহণ করেছেন। অপর মত হচ্ছেঃ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বরাতে ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবু হাতেম বলেন, আদিযাত শব্দটি দ্বারা ছুটন্ত উট বুঝানো হয়েছে। আলী (রা.) বলেন, আয়াতে ধাবমান উটকেই বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরাটি নাযিলকালে আরবদের হতাশাগ্রস্ত ও অশান্ত সামাজিক অবস্থা সামনে রাখলে ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন এমন কোন জীব যা হ্রেষাধ্বনি করে এবং লৌহজুতা পরিহিত ক্ষুরের দ্বারা পাথরময় মাটির সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত করে- এ প্রশ্নটির উত্তরে সহসাই যে জন্তুটির ছবি সামনে আসে, তা হচ্ছে ঘোড়া। আল্লামা মওদূদী (রহ.) এমতই পোষণ করেছেন।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾

اِنَّ الْاِنْسَانَ= নিঃসন্দেহে মানুষ, لِرَبِّهٖ= তোর রব-এর প্রতি, لَكَنُوْدٌ[১]= বড্ড অকৃতজ্ঞ, وَاِنَّهٗ= আর সে নিজেই, عَلٰى ذٰلِكَ= এই বিষয়ে, لَشَهِيْدٌ= বলিষ্ঠ সাক্ষী, لِحُبِّ الْخَيْرِ[২]= ধন-সম্পদের লালসায়, لَشَدِيْدٌ= দারুণভাবে মত্ত।

---

(৬) নিঃসন্দেহে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ (৭) আর সে নিজেই এর বলিষ্ঠ সাক্ষী (৮) এবং সে ধন-সম্পদের লালসায় দারুণভাবে মত্ত।

---

১. লাকানুদ- যে কথাটি প্রমাণের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু ১-৫ আয়াতে উর্ধশ্বাসে ধাবমান ঘোড়ার বিভিন্ন অবস্থার শপথ করেছেন- সেই কথাটি এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত অথবা লুটতরাজে ব্যবহৃত ধাবমান একটি ঘোড়ার কতিপয় বিশেষ অবস্থার শপথের মাধ্যমে এ তত্ত্বের দিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মানুষ তার ঘোড়ার লালন-পালনে (আল্লাহর সৃষ্ট ঘাস, পানি, বুট, চানা) যৎকিঞ্চিত অবদান রাখে, তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে (ঘোড়া) প্রভুর এতটুকু ইঙ্গিতে নিজের জীবন বিপন্ন করে, নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করে, রাতের ঘুম হারাম করে সাত-সকালে প্রতিরোধকারীদের ভীড়ের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়তে এতটুকুও ইতস্ততঃ করে না, অথচ আল্লাহ জাল্লা শানুহু যে মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে তাঁরই খলীফা বানিয়ে প্রেরণ করে তামাম দুনিয়ার যাবতীয়

www.pathagar.com

উপায়-উপকরণ তাদেরই খেদমতে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন, সেই মানুষ শত কোটি নিআমত উপভোগ করেও আল্লাহর দীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে, এমনকি একতটুকু কষ্ট স্বীকার করতেও প্রস্তুত নয়। তাই নিঃসন্দেহে সে তার মহানুভব প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

অন্য আর একটি তত্ত্বকথা এও হতে পারে যে, সেযুগের আরব সমাজে ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ঘোড়া অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা শক্তি-সামর্থের উপকরণ হিসাবে গণ্য হত। আর এই শক্তি ব্যবহৃত হত গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহে ও সম্পদ লুটতরাজে; ব্যবহৃত হত সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিতে। যে আল্লাহ্ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে ইনসানকে এসব উপকরণ, শক্তি-সামর্থ্য ও সাহস-কৌশল দান করেছেন, সেই আল্লাহর যমীনে ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে নিয়ামতের অপব্যবহার নিঃসন্দেহে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক বৈ কি।

২. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ – ইনসানের চারিত্রিক আর একটি দুর্বল দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, সে ধনৈশ্বর্যের লালসায় মত্ত-উম্মাদ। এখানে আল-খাইর শব্দটি সরাসরি কল্যাণ ও মঙ্গল অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও সন্দেহাতীতভাবে ধন-সম্পদ খাইর (কল্যাণ)-এর শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সূরা আল-বাকারাঃ ১৮০ আয়াতে 'খাইর' শব্দটি ধন-সম্পদ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতে 'হুব্বুন' শব্দের উল্লেখ থাকায় 'অর্থই অনর্থের মূল' কথাটিই এর মর্মকথা। শরীআতের দৃষ্টিতে হালাল পথে উপার্জন দূষণীয় তো নয়-ই, বরং প্রয়োজনবোধে তা ফরজও বটে। কিন্তু দূষণীয় তখনই যখন মানুষ সম্পদের মহব্বতে এমনিভাবে উম্মাদ হয়ে পড়ে। ফলে হারাম-হালালের পার্থক্যবোধ লোপ পেয়ে যায়। মা'আরেফুল কোরআন মাওলানা রূমী (রহ.)-এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেঃ পানি যতক্ষণ নৌকার নীচে থাকে, ততক্ষণ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয়, কিন্তু এই পানিই যখন নৌকার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে তখন তা নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনিভাবে ধনসম্পদ যতক্ষণ নৌকারূপী অন্তরের আশেপাশে থাকে ততক্ষণই তা উপকারী থাকে। কিন্তু যখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে (মহব্বতের সৃষ্টি হয়) তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়।

www.pathagar.com

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ⑩
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ⑪

أَفَلَا يَعْلَمُ = সে কি জানে না, بُعْثِرَ إِذَا= যখন বের করে আনা হবে, مَا فِي الْقُبُورِ[১]= কবরস্থ যা কিছু আছে, وَحُصِّلَ = যাচাই পরখ করা হবে, مَا فِي الصُّدُورِ[২] = যা কিছু বক্ষে (লুকায়িত) আছে, إِنَّ= নিঃসন্দেহে, رَبَّهُمْ = তাদের রব, بِهِمْ= তাদের সম্পর্কে, يَوْمَئِذٍ= ঐদিন, لَّخَبِيرٌ[৩]= সম্পূর্ণরূপে অবহিত হবেন।

---

(৯) সে কি জানে না (সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ) যখন কবরে যা কিছু (সমাহিত) আছে তা বের করে আনা হবে (১০) এবং যাচাই পরখ করে দেখা হবে, যা কিছু বক্ষে (লুকায়িত) আছে (১১) নিঃসন্দেহে তাদের রব তাদের সম্পর্কে ঐদিন সম্পূর্ণরূপে অবহিত হবেন।

---

১. মা ফিল-কুবুর- দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুক দেয়ার সংগে সংগে মানুষ স্ব স্ব কবর থেকে বেরিয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। মাটির গর্ভে চাপা পড়ে থেকে অথবা মৃতদেহকে পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে পানিতে-বায়ুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে যারা আল্লাহর আদালতে হাযির হওয়ার অনিবার্যতাকে এড়িয়ে যাওয়ার দুঃস্বপ্নে বিভোর রয়েছে, তাদের জন্য আয়াতটিতে চরম হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। তামাম পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে যে কোন অবস্থায় মৃতদেহ বিলীন হয়ে থাকুক না কেন, সেদিন কেউ-ই মহাপ্রভুর আদালতে হাযির হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবে না।

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

"আর আমার তাদের সকলকেই হাশরের ময়দানে একত্রিত করব। বস্তুতঃ তাদের কাউকেও (আদালতে হাযির হওয়া থেকে) অব্যাহতি দিব না।" (আল-কাহ্ফঃ ৪৭)

২. মা ফিস সুদুর- অর্থাৎ মনের গোপন অবস্থা, তত্ত্ব ও তথ্য বের করে সেগুলির পুংখানুপুংখ যাচাই-বাছাই করে কোন্ কাজের জন্য শুভ প্রতিদান এবং কোন

www.pathagar.com

কাজের জন্য অশুভ প্রতিদান লাভের যোগ্য তা নির্ধারণ করা হবে। লোকদের অন্তরে যে ইচ্ছা-অনুভূতি, ভাব-প্রবণতা এবং বাহ্যিক কাজের পিছনে যেসব গোপন অভিপ্রায় লুকায়িত আছে- সবই সেদিন বের করে এনে ভালগুলিকে মন্দগুলি থেকে আলাদা করা হবে। কেবলমাত্র বাহ্যিক কর্মকান্ডের উপরই চূড়ান্ত ফয়সালা গৃহীত হবে না, বরং নিয়াতের ভিত্তিতেই তা মূল্যায়ন করা হবে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ নিয়াত হচ্ছে সমস্ত কাজের মেরুদন্ড, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়াত করেছে সে তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকে হয়েছে। আর যে ব্যক্তির হিজরত দুনিয়ার স্বার্থে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহের জন্য হয়ে থাকে, তার হিজরত সেজন্য বিবেচিত হবে যেজন্য সে হিজরত করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

দুনিয়ার মানব রচিত আইন-বিধানের আওতায় পরিচালিত আদালত সমূহেও কেবলমাত্র কাজের বাহ্যিক রূপের উপর নির্ভর করেই কাউকে শাস্তি দেয়া হয় না, বরং কোন উদ্দেশ্য ও কোন মনোভাব নিয়ে সে একাজ করেছে- তা জানার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কারো নিয়াত যথার্থভাবে যাচাই করার কোন উপায়-উপকরণ দুনিয়ার কোন আদালতের নেই বলেই নির্ভুল ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা এসব আদালতের কাছ থেকে আশা করা যায় না। ইচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর আদালতে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম একারণেই সম্ভব হবে যে, তাঁরই করায়ত্বে রয়েছে নিয়াত যাচাই-বাছাইয়ের সকল হাতিয়ার।

৩. লাখাবীর- কোন লোকটির কোন ধরনের প্রতিফল পাওয়া উচিত সে বিষয়ে অন্তর্যামী আল্লাহ জাল্লা শানুহু খুব ভাল করেই জানেন। ফলে যার পুরস্কার পাওয়া উচিত সে কিছুতেই তা থেকে বঞ্চিত হবে না, আর যার শাস্তি পাওয়া উচিত সেও কিছুতেই তা থেকে রেহাই পাবে না। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ হয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

www.pathagar.com

১০১. সূরা আল-করিয়াহ

নামকরণ ঃ সূরার পয়লা শব্দ اَلْقَارِعَةُ।-'আল-কারিয়াহ'-কেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার স্থান ঃ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে সকল তাফসীরকার একমত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া বলেন, সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ঃ সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, তা প্রাথমিক কালে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ সূরাগুলির অন্যতম- যে সময় আখিরাতে পুনর্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হওয়াকে এবং পুরস্কার লাভ ও শাস্তি ভোগের অনিবার্যতাকে মক্কাবাসীরা স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সূরা আল-কুরাইশ নাযিলের পরই এ সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তুঃ ১-৩ আয়াতে লোকদের সচকিত করে তোলা হয়েছে। পাঠকদের পরবর্তী কথাগুলির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ভয়াবহ করাঘাতকারী মহাদুর্ঘটনার কথা বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ আপনার কি সেই দুর্ঘটনার সম্পর্কে জানা আছে।

৪-৫ আয়াতে প্রথম বার শিংগায় ফুৎকারের ফলে কিয়ামতের সূচনালগ্নে পৃথিবীতে সংঘটিতব্য ঘটনার আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মহাপ্রলয়ংকারী শব্দের ফলে মানুষ ভীত-বিহবল হয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এমনভাবে দৌড়িয়ে বেড়াবে যেমন আলোর দিকে পতঙ্গগুলি ধাবিত হয় । প্রচন্ড কম্পনের ফলে পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ব হয়ে রঙিন মিহি ধূলিকনায় রূপান্তরিত হয়ে উড়তে থাকবে- যেমন উড়ে থাকে ধূনা রঙিন পশম।

৬-১১ আয়াতে হাশরের ও শাস্তির ঘোষণা এবং সেই সংগে শাস্তির প্রচন্ডতা বর্ণনা করা হয়েছে।

৬ ও ৭ আয়াতে বলা হয়েছেঃ যাদের নেক আমলের ওজন বেশী হবে তারা স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন করবে। ৮ ও ৯ আয়াতে বলা হয়েছেঃ যাদের নেক আমলের ওযন বদ আমল অপেক্ষা হালকা হবে, তাদের ঠিকানা হবে হাবিয়া দোযখ।

১০-১১ আয়াতে হাবিয়া দোযখের পরিচয় তুলে ধরে বলা হয়েছে এটা ভীষণ উত্তাপময় এক জ্বলন্ত অগ্নি গহ্বর।

www.pathagar.com

১০১. সূরা আল-কারিয়াহ্

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

اَلْقَارِعَةُ ① مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ③ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ④ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ⑤

اَلْقَارِعَةُ[১] = করাঘাতকারী ভয়াবহ দুর্ঘটনা, مَا الْقَارِعَةُ = কি সেই করাঘাতকারী দুর্ঘটনা? وَمَا اَدْرٰكَ = আর (হে রসূল) আপনি কি জানেন? مَا الْقَارِعَةُ = কি সেই করাঘাতকারী দুর্ঘটনা, يَوْمَ = দিন, يَكُوْنُ النَّاسُ = মানুষ হবে, كَالْفَرَاشِ[২] = পতঙ্গের ন্যায়, الْمَبْثُوْثِ = ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ = এবং পর্বতমালা হবে, كَالْعِهْنِ[৩] = রঙিন পশমের ন্যায়, الْمَنْفُوْشِ = ধুনিত।

---

(১) করাঘাতকারী ভয়াবহ দুর্ঘটনা (২) কি সেই করাঘাতকারী ভয়াবহ দুর্ঘটনা? (৩) আর আপনি কি জানেন, কি সেই করাঘাতকারী দুর্ঘটনা? (৪) সেই দিন মানুষ হবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় (৫) আর পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের ন্যায়।

---

১. আল-কারিয়াহ্- প্রথমবার শিংগায় ফুঁ দিলে কর্ণবিদারী প্রচন্ড শব্দ নির্গত হবে। পদার্থ বিদ্যায় এটা স্বীকৃত সত্য যে, কম্পনের দ্বারাই শব্দের সৃষ্টি হয়। তাই নিঃসন্দেহে শিংগায় ফুৎকারে যে শব্দের সৃষ্টি হবে তাতে থাকবে প্রচন্ড কম্পন। এই কম্পন ভূপৃষ্ঠে কম্পনের ন্যায় প্রবাহিত হবে। পুনঃ পুনঃ ধাক্কার পর ধাক্কা তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হওয়ার ফলে সর্বগ্রাসী মহাপ্রলয় সাধিত হবে

www.pathagar.com

বলেই اَلْقَارِعَةُ-কে করাঘাতকারী ভয়াবহ মহাদুর্ঘটনা বলা হয়েছে। কিয়ামতের অনেকগুলি নামের মধ্যে 'আল-কারিয়াহ্'-ও একটি।

২. কালফারাশি- সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। কয়েকটি বিষয়ের কারণে মানুষকে পতঙ্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে (১) সংখ্যাধিক্যের কারণেঃ সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ এদুনিয়ায় আসবে সবাইকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হলে বর্তমান পৃথিবীর চেয়ে কয়েক গুণ বড় যমীনেও মানুষ যেন এক পায়ে দাঁড়ানোর স্থান পাবে মাত্র। (২) দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার জন্য। পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে মানুষ সেদিন পতঙ্গের ন্যায়ই দুর্বল ও অসহায় হবে। মুমিন, কাফির নির্বিশেষে এ দুটি কারণ সেদিন সকলের মধ্যেই ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে। (৩) মানুষেরা সেদিন অস্থির হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে যা আলোর চারিপাশে পতঙ্গের এলোপাতাড়ি ছুটাছুটির ন্যায়। মুমিনগণ হবেন এর ব্যতিক্রম। কেননা মুমিন সেদিন প্রশান্ত মনে কবর থেকে বেরিয়ে আসবেন।

৩. কাল্ইহ্নি- প্রচন্ড কম্পনের ফলে পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বন্ধন গ্রন্থিও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। ফলে ওযনহীন ধূলিকনা শূন্যে ভাসতে থাকবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু পর্বতমালাকে বিভিন্ন রঙে সৃষ্টি করেছেন।

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا
وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ - (فاطر : ٢٧)

"এবং পর্বতমালারও বিভিন্ন অংশ রয়েছে-সাদা লাল, যাদের বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে (যেমন তীব্র লাল, হালকা লাল রং) এবং কোনটি আবার ঘোর কালো বর্ণের" (ফাতিরঃ ২৭)। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন রঙের শিলারাশি মিশ্রিত হয়ে শূন্যলোকে ভাসমান থকলে তা সেই দৃশ্য ধারণ করবে, যা ধুনিত রঙ-বেরঙের বাতাসে ভাসতে থাকলে দৃশ্যমান হয়।

www.pathagar.com

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ = অতঃপর যে ব্যক্তির জন্য ভারি হবে, مَوَازِيْنُهٗ[১] = তার ওযন (নেক আমলের ওযন), فَهُوَ = তবে সে, فِيْ عِيْشَةٍ= জীবন যাপন করবে, رَّاضِيَةٍ = সন্তোষজনক।

---

(৬) অতঃপর যার (নেক আমলের) ওযন ভারি হবে (৭) সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন।

---

১. মাওয়াযীনুহ্- আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সকল প্রকার যুলুম-অত্যাচার এবং অন্যায়-অবিচার থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কুরআন-হাদীসের পাতায় পাতায় এ সত্য বারংবার বিঘোষিত হয়েছে। আখিরাতে মহান আল্লাহ্র আদলতে ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা দানের একচ্ছত্র মহাবিচারক আল্লাহ্পাক যে মানদন্ডের ভিত্তিতে চূড়ান্ত রায় দান করবেন, সেই কথাটিই এখানে বলা হয়েছে। সেদিন ঈমানদারদের 'ঈমান' ও নেক আমলসূহ্ দাঁড়িপাল্লার ডান দিকে চাপানো হবে। আর তার বদ আমলগুলি চাপানো হবে বাম দিকে। বান্দা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখবে। যদি নেক আমলের পাল্লা ভারি হয়ে যায় অর্থাৎ বদ আমলের পাল্লা হালকা হয়ে যায় তাহলে তাকে চিরসুখের জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দেয়া হবে, যেখানে সে হৃষ্টচিত্তে চিরকাল অবস্থান করবে। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে বিপরীত অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যার নেক আমলের পাল্লা হালকা হবে- অন্য কথায় যার বদ আমলের পাল্লা ভারি হবে, সে হাবিয়া দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। কোন আমলের কি পরিমাণ ওযন তা হক তা'আলা শানুহুই ভাল জানেন। তবে যে আমল যত বেশী নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করা হবে এবং সুন্নাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল হবে সেই আমলের ওযন ততো বেশী হবে। কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদিত আমল সংখ্যায় কম হলেও লঘু আন্তরিকতাপূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আমলের চেয়ে ওযন বেশী হবে।

কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন তথ্য থেকে একথা নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের ন্যায় মহারত্ন না থাকায় এবং গ্রহণযোগ্য কোন নেক আমলের উল্লেখ আমলনামায় না থাকায় কাফিরদের বদ আমলের পাল্লা একচেটিয়াভাবে ভারী হবে। অন্য কথায় ডান দিকের পাল্লায় চাপানোর মত কোন নেক আমল না

www.pathagar.com

থাকার কারণে তাদের জন্য তুলাদন্ড কায়েম করা অর্থহীন। একথাই সূরা আল-কাহ্ফ-এ বলা হয়েছে এভাবে-

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ـ

"অতএব তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আমরা কোন ওযনই কায়েম করব না।" অর্থাৎ কাফিরগণ বিনা হিসাবে জাহান্নামী হবে।

যদি কোন মুমিন বান্দা এমন অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয় যে, তার আমলনামায় একটি আমলেরও উল্লেখ নেই (গাফুরুর রহীম সব গুনাহ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছেন) তাহলে সেই সৌভাগ্যবান বান্দার নেকীর পাল্লা একচেটিয়াভাবে ভারী হবে এবং তিনি সরাসরি জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবেন। এছাড়া উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্য হতে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবেন।

(দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশ) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ .... তারপর আমাকে বলা হল, 'এসব আপনার উম্মাত। আর এদের মধ্য হতে ৭০ হাজার উম্মাত বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে।' ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরা শরীফে তশরীফ আনলেন। এসময় সাহাবীগণ ঐসব লোকের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবেন। কেউ কেউ বললেন, সম্ভবত তাঁরা ঐসব লোক যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সংসর্গ লাভে ধন্য হয়েছেন। অন্য কেউ বললেন, তাঁরা বোধ হয় ঐসব লোক যারা ইসলামের উপরই জন্ম গ্রহণ করেছেন (মুশরিক থেকে মুসলমান হননি)। আর তারা তো আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করেন নি। এভাবে সাহাবীগণ বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) বের হয়ে এসে বললেনঃ তোমরা কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছ? তাঁরা তখন তাঁকে বিষয়টি অবগত করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেনঃ তারা ঐসব লোক যারা তাবীজ-তুমারের কারবার করে না এবং তারা একমাত্র তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল করে। একথা শুনে উক্কাশা ইবনে মিহ্সান (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে আমার জন্য দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেনঃ তুমি তাদের মধ্যেকার একজন। তারপর আর একজন উঠে বললেন, আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করুন যাতে আমাকেও তিনি তাদের মধ্যে গণ্য করেন। তখন তিনি বললেনঃ উক্কাশা তোমার আগে বলে ফেলেছে। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ﴿١٠﴾
نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ = আর যে ব্যক্তির জন্য হালকা হবে, مَوَازِيْنُهٗ = তার (নেক আমলের) ওযন, فَاُمُّهٗ = তবে তার মা হবে (আশ্রয়স্থল হবে), هَاوِيَةٌ= হাবিয়া দোযখ, وَمَا اَدْرٰكَ= (হে রসূল!) আপনি কি জানেন? مَاهِيَهْ= এটা কি জিনিস? نَارٌ حَامِيَةٌ = প্রজ্জ্বলিত অগ্নি (জলন্ত আগুনভর্তি গহ্বর)।

---

(৮) আর যে ব্যক্তির (নেক আমলের) ওযন হালকা হবে (৯) তার আশ্রয়স্থল হবে হাবিয়া দোযখ (১০) আপনি কি জানেন এটা কি জিনিস? (১১) এটা জলন্ত আগুন।

---

১. ফাউম্মুহু– অর্থাৎ জাহান্নাম হবে তাদের জন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল। সহায়-সম্বলহীন মানব শিশুর জন্য যেমন মায়ের কোলই হচ্ছে একমাত্র আশ্রয়স্থল, তেমনি নিতান্ত অসহায় জাহান্নামীদের আশ্রয়স্থল হবে হাবিয়া দোযখ। অসহায় শিশুকে মা যেমন স্বীয় বাহু বেষ্টনীতে বুকে জড়িয়ে ধরে, হাবিয়া দোযখ তেমনি তার সন্তানদেরকে তার গভীর গহ্বরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে যাতে তারা আজাবের স্বাদ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে বাধ্য হয়।

২. هَاوِيَةٌ– জাহান্নামের একটি গভীর উপত্যকার নাম। জাহান্নামীরা যখন এই উপত্যকায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা অনেক গভীরে পতিত হবে, هاوية এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উচ্চ স্থান হতে নিম্ন স্থানে পতিত হওয়া।

৩. نَارٌ حَامِيَةٌ – অর্থাৎ হাবিয়া দোযখ-জ্বলন্ত আগুনে ভর্তি থাকবে। আমরা সাধারণত যে আগুন ব্যবহার করে থাকি, জাহান্নামের আগুন তা থেকে সত্তর গুন অধিক বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

www.pathagar.com

১০২. সূরা আত-তাকাসুর

নামকরণ ঃ প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ اَلتَّكَاثُرُ। -কে সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার স্থান ঃ আবু হাইয়্যান ও শাওকানী বলেন, সকল মুফাসসির একমত পোষণ করেছেন যে, সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। ইমাম বুখারী ও কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে সূরাটি মাদানী। ইবনে আবু হাতেম আবু বুরাইদার বরাতে, ইমাম বুখারী এবং ইবনে জারীর উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর বরাতে আর ইবনে জারীর, তিরমিযী ও ইবনুল মুনযির আলী (রা.)-এর বরাতে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন- তাতে বলা হয়েছে, সূরাটি মদীনা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে- সূরাটি মক্কী।

নাযিলের সময়কাল ঃ সূরাটির মূল বক্তব্য এবং বিষয়বস্তু প্রাথমিককালে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ সূরাগুলির অনুরূপ। তাই এই সূরাটিও সেই সময় নাযিল হয়েছে যখন আখিরাতের জিন্দিগীকে বিশ্বাস করতে কাফিররা প্রস্তুত হচ্ছিল না। সূরা আল-কাওসারের পরই এ সূরা নাযিল হয়।

শানে নুযুল ঃ ইবনে আবু হাতেম ইবনে বুরাইদার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, সূরাটি বনী হারেসা ও বনী হারেস আনসার গোত্রদ্বয় প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এক গোত্র তাদের মধ্যেকার জীবিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের গৌরবগাথা বর্ণনা করলে অপর গোত্রটিও প্রতিপক্ষের প্রতিদন্দীতায় স্বীয় গোত্রের খ্যাতনামা জীবিত ব্যক্তিদের গৌরবগাথা বর্ণনা করল। অতঃপর এক গোত্র কবরস্থানে গমন করতঃ কবরস্থ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কবর দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের গৌরবগাথা বর্ণনা করলে অপর গোত্রও পাল্টা জওয়াবস্বরূপ অনুরূপ আচরণ করে। তাদের অসার আচরণের প্রতি কটাক্ষ করে আল্লাহ্ পাক সূরাটি নাযিল করেন।

সূরার বিশেষত্ব ঃ ইবনে উমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) একদা জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করতে পারে? উত্তরে সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এমন কে আছে যে প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করতে পারে, ইয়া রসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কি কেউ সূরা আত-তাকাসুর পাঠ করতে পারে না? [অর্থাৎ

www.pathagar.com

সূরা আত-তাকাসুর পাঠ করলে এক হাজার আয়াত পাঠের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে] (বায়হাকী, হাকেম)। হযরত উমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এক রাতে এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, সে আল্লাহর সাথে দীদার লাভ করবে- এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি হাসছেন। তাঁকে বলা হল-ইয়া রসূলাল্লা! কে এমন হিম্মতওয়ালা আছে যে রাতে এক হাজার আয়াত পাঠ করতে পারে? তখন তিনি সূরা আত-তাকাসুর তিলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেনঃ যাঁর মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই সূরাটি নিশ্চিত এক হাজার আয়াতের সমতুল্য। (খতীব, দাইলামী, ফাতহুল কাদীর)

মূল বক্তব্য ঃ আখিরাতে বিস্মৃত হয়ে মানুষ দুনিয়া পূজায় বিভোর রয়েছে, বস্তুবাদী শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা কবরের মুখ পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাকে অবশ্যই এসব বিষয়ের জবাবদিহি করতে হবে এবং জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে- এটাই সূরাটির মূল বক্তব্য।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ পয়লা আয়াতে মানুষের চারিত্রিক এক দুর্বল দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ মানুষ জড়বাদ, বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের গোলামী কবুল করার ফলে বেশী বেশী ধনৈশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিলে মত্ত হয়ে পড়েছে। এসব ব্যাপারে সকলকে ছাড়িয়ে অগ্রে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় সে এমন বিভোর বেহুশ হয়ে পড়েছে যে, শ্বাশত, সীমাহীন আখিরাতের জিন্দিগীর কথা একদম ভুলে রয়েছে।

২য় আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ বস্তুবাদের যে ভুত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে তার ইতি হবে মৃত্যুর শেষ হেঁচকির সাথে।

৩-৮ আয়াতে মানুষের জীবনে যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য ছিল তা তারা বিস্মৃত হয়ে রয়েছে- সে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমরা সবই জানতে পারবে, সবই বুঝতে পারবে, উপলব্ধি করবে সব কিছুই। মৃত্যুর সর্বশেষ হেঁচকির সাথে সাথেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি- বরং অবিনশ্বর জিন্দিগীর শুরু হয়েছে। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তা জানতে পারবে। লেলিহান শিখাযুক্ত জাহান্নামকে যখন দিব্য প্রত্যয়ে দেখবে, তখন তোমাদের হুশ ফিরে আসবে। সর্বশেষ আয়াতটিতে এই বলে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিআমতগুলি অকৃতজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করে যাচ্ছ, তার হক আদায় করছ না- সেদিন অবশ্যই এ বিষয়ে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

১০২. সূরা আত-তাকাসুর

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ① حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②

اَلْهٰكُمْ ১ = তোমাদেরকে গাফেল বা আত্মভোলা করে রেখেছে, التَّكَاثُرُ ২ = প্রাচুর্যের লালসা, حَتّٰى = এমনকি (এ হালতেই), زُرْتُمْ = তোমরা যিয়ারত কর বা পৌছে যাও, الْمَقَابِرَ ৩ = কবরসমূহ (অর্থাৎ কবরের মুখ পর্যন্ত পৌছে যাও, অন্য কথায়- তোমরা মৃত্যু বরণ কর।)

---

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে। (২) এমনকি (এ হালতেই) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌছে যাও।

---

১. اَلْهٰكُمْ- শব্দটি لهو- হতে উদ্ভুত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছেঃ গাফেল থাকা, বেখেয়াল থাকা। কোন গৌণ বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত আকৃষ্ট হয়ে মুখ্য বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়া। কোন বিষয়ে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে আয়াতে সে কথার উল্লেখ না থাকলেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে গাফেল রয়েছে, তার অবিনশ্বর আখিরাতের জিন্দিগীকে ভুলে গিয়ে নশ্বর জিন্দিগীর প্রাচুর্যে বুদ হয়ে আছে। সে ভুলে গেছে যে, তাকে আল্লাহর দেয়া নিআমতসমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শুধু তাই নয়, নৈতিকতার সীমা ও দায়দায়িত্ব, হকদারের হক আদায়, মানুষ হিসাবে মনুষ্যত্বের বিকাশের দায়িত্ব, হারাম-হালাল ও বৈধ-অবৈধের সীমারেখা সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

২. التَّكَاثُرُ– শব্দটি كثرة- হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অধিক বা প্রচুর। বর্ণিত আয়াতে শব্দটির তিনটি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। (১) অতি মাত্রায় অধিক হাসিলের চেষ্টায় সদা তৎপর থাকা (২) অত্যধিক হাসিলের চেষ্টায় পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ থাকা, অর্থাৎ অন্যদেরকে পিছনে

www.pathagar.com

ফেলে নিজে সম্মুখে এগিয়ে যেতে তৎপর হওয়া (৩) অপরের মুকাবিলায় গৌরব ও অহংকার করা। অর্থাৎ সকলের চেয়ে সে-ই অধিক হাসিল করেছে। লালসার গভীর সমুদ্রে ডুকে যাওয়া মানুষগুলি নিয়ে গঠিত সমাজ আজ বিভিন্ন দেশে গোষ্ঠীতে বেশী বেশী সৈন্য, অস্ত্র ও শক্তি সঞ্চয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে বিশ্বমানবতা আজ আতংকিত, শংকাগ্রস্ত, ধ্বংসের মুখোমুখী। কোন বিষয়ে প্রাচুর্য অর্জনের লালসায় মানুষ ডুবে রয়েছে সেকথা বর্ণিত আয়াতে স্পষ্ট করে বলা না হলেও আলোচনার ধারাবাহিকতায় পরিস্কার বুঝা যায় যে, দুনিয়ার সব রকম স্বার্থ সুবিধা, বিলাস সামগ্রী ও স্বাদ আস্বাদনের উপায়-উপকরণ এবং ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিল করার প্রচেষ্টা চালানো, এগুলি করায়ত্ব করার ব্যাপারে অন্যকে পিছে ফেলে নিজে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং এগুলি হাসিল হলে অন্যের তুলনায় অধিক লাভের জন্য গৌরব অহংকার করা সবই এই শব্দে শামিল রয়েছে।

৩. اَلْمَقَابِر- শব্দটি المقبرة। (গোরস্থান) শব্দের বহুবচন। প্রাচুর্যের লালসার পরিসমাপ্তি কোথায়- সেই সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে শব্দটি দ্বারা। এর তাৎপর্য হচ্ছে লালসার লাগামহীন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বস্তুবাদীরা যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, তার পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর শেষ হেঁচকির সাথে। এর পূর্বে নেই কোন বিশ্রাম, নেই কোন ইতি। কবরের এক মুঠো মাটিই কেবল তার লালসার অবসান ঘটাতে পারে। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আদম সন্তানের যদি দুই উপত্যকা ভর্তি সম্পদ থাকে, তবে সে অবশ্যই তৃতীয় উপত্যকা ভর্তি সম্পদ পেতে চাইবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। (বুখারী, ইবনে জারীর)

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ বর্ণিত আয়াতদ্বয়ে আমাদের যে দুর্বল দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে- আমরা কম বেশী সবাই এই দুষ্ট ব্যধিতে আক্রান্ত। আমরা দুনিয়ার এই নশ্বর জিন্দিগীকে বেশী থেকে আরো বেশী স্বাদ-আস্বাদনে ষোলকলায় পরিপূর্ণ করার তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে অবিনশ্বর চিরন্তন আসল জিন্দিগীর প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করছি। হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায়ের আদৌ কোন পরওয়া না করে আমরা ঐশ্বর্যের যে স্তুপরাশি গড়ে চলেছি এগুলি কি আমরা কবরে নিয়ে যেতে পারব? অবশ্যই নয়। আনাস (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করেঃ তার পরিবার, তার মাল এবং আমল। তারপর দুটি জিনিস ফিরে আসে,

www.pathagar.com

আর একটি তার সাথে রয়ে যায়। ফিরে তার পরিবার ও মাল। আর রয়ে যায় তার আমল। (বুখারী, মুসলিম) যে পার্থিব ধন-জন, সুখ-শান্তি আর প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য আখিরাতের অফুরন্ত জিন্দিগীকে বরবাদ করলাম সবকিছুই আমাদের থেকে পৃথক হয়ে কবরের মুখ থেকে ফিরে আসবে। সাথে যাবে কেবল আমাদের আমল। তাই আমাদের উচিত পরকালের জন্য বেশী বেশী পাথেয় এখনি সঞ্চয় করা। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, যে কাপড় পরিধান করি এবং যে সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করি সেটুকুই কেবল আমাদের ফায়দা দেয়। আমাদের পুঞ্জিভূত সম্পদ তো অপরের হাতে চলে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে শুনতে পেলাম, তিনি সূরা আত-তাকাসুর পাঠ করছেন, তারপর বললেনঃ আদম সন্তান বলে, আমার ধন, আমার ধন, অথচ তোমার অংশ তো ততটকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ কর, অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও, অথবা দানখয়রাত করে পরকালের জন্য সঞ্চয় কর। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম) মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়েতে আরও আছেঃ এছাড়া যা কিছু আছে তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে এবং তুমি অন্য মানুষের জন্য তা ছেড়ে যাবে।

যে সন্তান-সন্তুতির জন্য নিজেদের পরকালকে বরবাদ করে আমরা ধনৈশ্বর স্তুপরাশি গড়ে তুলছি- সেই সন্তানাদি ও ঐশ্বর্য আমাদের কোনই উপকারে আসবে না। কেবলমাত্র স্বীয় আমলনামাই আমাদেরকে ফায়দা দিবে। আয়াতঃ “এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দেবে; বরং যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং নেক আমল করবে (তারাই কেবল আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে) বস্তুতঃ এ কারণেই তাদের সৎ আমলের দ্বিগুণ পুরস্কার বরাদ্দ রয়েছে এবং তারাই জান্নাতের নিরাপদ কক্ষে অবস্থান করবে।” (সাবাঃ ৩৭) অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ - اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

“সেদিন ধনসম্পদও কোন ফায়দা দিবে না, আর না সন্তান-সন্ততি। তবে যে ব্যক্তি সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে (সে অবশ্যই ফায়দা পাবে)।” [শুআরাঃ ৮৮, ৮৯] আল্লাহ আমাদের তওফীক ও হিদায়াত দান করুন যাতে আমরা এখানে আমাদের আমলনামা নেক আমলে পরিপূর্ণ করি আর ‘কালবুন সালিম’ নিয়ে কবরে পৌঁছতে পারি।

www.pathagar.com

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④ كَلَّا
لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑤

كَلَّا[১] = কখনও নয়, سَوْفَ = অতি শীঘ্রই, تَعْلَمُوْنَ[২]= তোমরা জানতে পারবে, ثُمَّ= অতঃপর, لَوْ= যদি, عِلْمَ الْيَقِيْنِ[৩] = নিশ্চিত জ্ঞানে।

---

(৩) কখনও নয়! তোমরা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে (৪) অতঃপর কখনও নয়! খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে (৫) কখনও নয়! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে!

---

১. كَلَّا- দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের হাতিয়ার করায়ত্ত করাতেই প্রকৃত সাফল্য মনে করে তোমরা মৃত্যুর শেষ হেঁচকি পর্যন্ত যে প্রতিযোগিতা চালিয়েছিলে- এটা ছিল তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল পদক্ষেপ। 'কাল্লা' শব্দ দ্বারা তোমাদের আচরণকে প্রত্যাখান করা বলা হচ্ছেঃ তোমাদের ধারণা কখনও সঠিক নয়। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসই তোমাদের মুখ্য কাম্য হওয়া কিছুতেই উচিত ছিল না।

আমরা যাতে প্রকৃত সত্য বুঝতে পারি, যাতে আমরা দুনিয়ার এই নশ্বর জিন্দিগীর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে না পড়ি এবং যাতে আমরা অবিনশ্বর আখিরাতের জিন্দিগীর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন না করি এ উদ্দেশ্যেই পরপর তিনবার 'কাল্লা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্ব পাওয়ার দাবী রাখে।

২. تَعْلَمُوْنَ- শব্দটিও পরপর তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় কিছু মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ইবনে আবু হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে আসলামের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন, প্রথমবার تعلمون শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এজন্য যে, মৃত্যুর পর কবরে পৌছলেই সে প্রকৃত সত্য জানতে পারবে। দ্বিতীবার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, যখন সে হাশরের ময়দানে উপনীত হবে, তখনই তার সামনে প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তৃতীয়বার ব্যবহৃত হয়েছে এজন্য যে, যদি তোমরা আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের এমন দুঃস্কর্মের বোঝা কাঁধে নিয়ে দন্ডায়মান হওয়ার পরিণতি জানতে পারতে। দাহহাক বলেনঃ প্রথমবার কাফিরদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, আর দ্বিতীয়বার

www.pathagar.com

মুমিনদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ফররা বলেনঃ বারংবার তাকীদ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত তীব্রভাবে উপলব্দি করুক। মুজাহিদ ও হাসান বসরী বলেন, সতর্কের পর সতর্ক করা হয়েছে যাতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করা হয়।

৩. يقين শব্দের অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং সংশয়-সন্দেহ বিমুক্ত বিশ্বাস। 'ইয়াকীন'-এর তিনটি স্তর রয়েছে। (১) علم اليقين [ইলমুল ইয়াকীন] (২) عين اليقين [আইনুল ইয়াকীন] (৩) حق اليقين [হাক্কুল ইয়াকীন]। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ আগুন উত্তাপময় ও দাহ্যশক্তিসম্পন্ন। এতটুকু কথা আমরা যখন কারো মুখে শুনি অথবা কোন কিতাবে পড়ি তখন আগুনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের উক্তরূপ ধারণার সে স্তর সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় علم اليقين। এরপর যখন আমরা স্বচক্ষে দেখি যে, আগুন তার সংস্পর্শে আসা বস্তুগুলিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে তখন আমরা ধারণার যে স্তরে উপনীত হই-তাকে বলা হয় عين اليقين এরপর স্বীয় আঙ্গুলী জ্বলন্ত আগুনে প্রবিষ্ট করে দিলে যখন আংগুল পুড়ে যায়, তখন আগুনের উত্তাপ ও দাহ্যশক্তি সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি হয়-এটাই হল দৃঢ় প্রত্যয়ের সর্বোচ্ছ স্তর। এই স্তরকেই বলে حق اليقين।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑦ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ⑧

لَتَرَوُنَّ = অবশ্যই তোমরা দেখতে পাবে, الْجَحِيْمَ = জাহান্নাম, ثُمَّ = অতঃপর, عَيْنَ الْيَقِيْنِ[১] = দিব্য প্রত্যয়ে বা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে প্রত্যক্ষভাবে দেখবে, لَتُسْـَٔلُنَّ[২] = অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে, يَوْمَئِذٍ = সেই দিন, عَنِ النَّعِيْمِ = নিআমত সম্পর্কে।

---

(৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে (৭) অতঃপর অবশ্যই তোমরা তা দিব্য প্রত্যয়ে দেখবে। (৮) অতঃপর তোমরা সেই দিন অবশ্যই নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

www.pathagar.com

১. আইনাল ইয়াকীন- 'তোমরা অবশ্যই জাহান্নামকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখবে'- একথাটি মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কেবল কাফিররা এবং পাপীষ্ঠ মুমিনগণ জাহান্নামকে 'হাক্কুল ইয়াকীন' পর্যায়ে জানবে। আর মুমিন জাহান্নামকে জানবে 'ইলমুল ইয়াকীন' ও 'আইনুল ইয়াকীন' পর্যায়ে। মুমিন-কাফির সকলকেই জাহান্নাম দেখানো হবে।

২. কিয়ামতের দিন মুমিন কাফির সকলকেই আল্লাহর দেয়া নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে আল্লাহর দেয়া নিআমতসমূহের হক আদায় করেছে অথবা সেসব নিআমতের নাশোকরী করেছে তা অবশ্যই পরখ করে দেখা হবে। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে অসংখ্য নিআমতরাজি সে উপভোগ করেছে সেগুলিকে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বলে সে অকপটে স্বীকার করেছে কিনা এবং মনে, মুখে ও কাজে তার শোকর আদায় করেছে কিনা; অথবা প্রকৃতি থেকে স্বীয় প্রতিভাবলে সে এগুলি হাসিল কিংবা অনেক খোদা তাকে এগুলি দিয়েছে, আল্লাহর এসব নিআমত লাভ করতে অন্যান্য উপাস্যের সুপারিশ লাভের প্রয়োজন ছিল বলে তাদের উপাসনা করেছিল কিনা এগুলি অবশ্যই যাচাই করে দেখা হবে। মুজাহিদ বলেন, দুনিয়ায় যত প্রকার নিআমত মানুষ ভোগ করে থাকে- সবই জিজ্ঞাসিত হবে। হাসান বসরী বলেন, দুনিয়ার যত প্রকার নিআমত মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় উপভোগ করে-সবগুলির ব্যাপারেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর কতিপয় বাণী নিম্নরূপ। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, একদা হযরত আবু বাকর ও উমার (রা.) বসা ছিলেন। এমন সময় নবী করীম (সা.) তথায় তশরীফ আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের এখানে এভাবে কে বসিয়ে রেখেছে? উভয়ে উত্তরে বলেন, ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন! ক্ষুধার তাড়না ছাড়া আমাদের অন্য কিছু ঘর থেকে বের করেনি। অতঃপর তাঁরা একজন আনসারীর বাড়ীতে তশরীফ আনেন। গৃহকর্ত্রী তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। নবী করীম (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ অমুক কোথায়? মহিলা উত্তরে বলেন-তিনি তো আমাদের জন্য পানি আনতে গিয়েছেন। ঠিক সেই সময় উক্ত সাহাবী পানির মশক কাঁধে উপস্থিত হয়ে বলেন- স্বাগতম নবী করীম (সা.) এর চেয়ে উত্তম যিয়ারতকারী এই বান্দার জন্য আর কে হতে পারে-যিনি আজ আমার যিয়ারতে তশরীফ এনেছেন! অতঃপর তিনি পানির মশক খেজুর গাছের সাথে লটকিয়ে

www.pathagar.com

রেখে একছড়া খেজুর তাদের সামনে রাখলেন। নবী (সা.) বললেনঃ তুমি কেন খেজুরগুলি ছড়া হতে ছিন্ন করে আনলে না? সাহাবী জানালেন আমি পছন্দ করি যে, আপনার নিজের পছন্দমত খেজুরগুলি ছিড়ে ছিড়ে খান। অতঃপ তাকে একটি ছুরি হাতে গমনেচ্ছু দেখে নবী (সা.) তাঁকে বললেনঃ দুগ্ধবতী ছাগী জবাই করা থেকে বিরত থেক। সাহাবী ছাগল জবাই করে তাদের জন্য খানার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা আহার করলেন। নবী (সা.) বললেনঃ কিয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই এই নিআমত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়েছিলে অথচ পরিতৃপ্ত উদরে ফিরলে। এটাইতো বড় নিআমত। (মুসলিম, ইবনে মাজা, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে জারীর) কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুস্বাস্থ্য ও সুপেয় পানির নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ সর্বপ্রথম বান্দাকে যে নিআমত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছেঃ আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দান করিনি? আমি কি তোমাকে সুপেয় পানি পান করাইনি? (তিরমিযী ও ইবনে হাইয়্যান) ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কোন বান্দা এক পাও নড়তে পারবে না যতক্ষণ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় করা না হয়। (১) সে তার জিন্দিগীর সময়গুলি কিভাবে নিঃশেষ করেছে, (২) সে তার যৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছে? (৩) সে তার মাল-সম্পদ কোন পন্থায় উপার্জন করেছে? (৪) উপার্জিত মাল সম্পদ কোন খাতে ব্যয় করেছে? (৫) যে ইলম হাসিল করেছিল তদনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে। (বুখারী)

www.pathagar.com

১০৩. সূরা আল-আসর

নামকরণ ঃ সূরার প্রথম শব্দ وَالْعَصْرِ-কেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থান ও সময়কালঃ অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ, কাতাদা ও মুকাতিলের মতে সূরাটি মাদানী। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন যে, সূরাটি মক্কী।

সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে সূরাটি প্রাথমিককালে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি বলে মনে হয়। সূরা 'ইনশিরাহ'-এর পরই এই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ ছোট ছোট কয়েকটি শব্দে অর্থ ও ভাবের এমন এক মহাসমুদ্র লুকায়িত রয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে বর্ণনা করতে একটি বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট হবে না। খুবই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মর্মস্পর্শী বাক্যে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা পেশের এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। সাহাবায়ে কিরামদের দৃষ্টিতে সূরাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে হিস্ন (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণের মধ্যে কোন দুই ব্যক্তি যখনই পরস্পর মিলিত হতেন তখনই একজন অপর জনকে সুরা আল-আসর না শুনিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেন না। (তাবারানী) ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলতেন, মানুষ যদি এই সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে তাদের হেদায়াতের জন্য এই একটি সূরাই যথেষ্ট।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ পয়লা আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কালের শপথ করেছেন। কেন শপথ করেছেন, কোন সত্যকে উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে এ শপথটি করেছেন- তা বলা হয়েছে ২নং আয়াতে। ইরশাদ হয়েছেঃ নিঃসন্দেহে ইনসান ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত (বিশেষ গুণ সম্পন্ন ইনসান এর ব্যতিক্রম)। আর সর্বশেষ আয়াতে যারা ক্ষতির মধ্যে নয় তাদের সেই গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ সেই ইনসান ক্ষতিগ্রস্ত নয়, যার মধ্যে চারটি গুণ বিদ্যমান। (১) ঈমানদার ইনসান (২) ঈমানের দাবী অনুযায়ী সালেহ আমলকারী, (৩) মানুষকে সত্য-ন্যায়ের পথ অনুসরণের পরামর্শ দানকারী এবং (৪) মানুষকে সর্বাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বনের পরামর্শ দানকারী।

www.pathagar.com

১০৩. সূরা আল-আসর

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعَصْرِ ① اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ②

وَالْعَصْرِ ১ = কালের শপথ, اِنَّ الْاِنْسَانَ = নিঃসন্দেহে ইনসান (মানুষ), لَفِىْ خُسْرٍ ২ = মহাক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।

---

(১) কালের শপথ (২) নিশ্চিতই মানুষ মহাক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।

---

১. وَالْعَصْرِ- ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনুল মুনযির বলেন, 'আল-আসর' কথাটি দ্বারা কালের প্রবাহের শপথ করা হয়েছে। একই উৎসের বরাতে ইবনে জারীর আরো বলেছেন-সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বক্ষণের শপথ কর হয়েছে। প্রথম মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

প্রশ্নঃ শপথের জওয়াব কি?

উত্তর ঃ "নিশ্চয় মানুষ মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে"- এটাই শপথের জওয়াব।

প্রশ্ন ঃ কালের শপথের মাধ্যমে "মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত" কথাটি প্রমাণ করতে চাওয়ার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে দুনিয়ার এই মহাপরীক্ষাগারে সময়-কাল এক মহামূল্যবান মূলধন বা পুঁজি। সীমিত কয়েকটি ঘন্টায় পরীক্ষার্থী পরীক্ষাগৃহে যে যোগ্যতার পরিচয় তার উত্তরপত্রে প্রদান করে, তারই উপর তার সাফল্য-ব্যর্থতা চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল। পরীক্ষাগৃহের দেয়ালে লটকানো ঘড়ির দিকে পরীক্ষার্থীদের বিশেষ করে অমনোযোগী অবাধ্য ও দুঃস্কৃতিকারী পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্কবাণী উচ্চারিত হলে তা যেমন সাবধানী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হয় বিশেষ উপকারী এবং তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি দুনিয়ার এই মহাপরীক্ষাগৃহে

www.pathagar.com

আত্মভোলা, গাফেল পরীক্ষার্থীদের তীব্র গতি সম্পন্ন কাল-স্রোতের শপথের মাধ্যমে সম্বিত ফিরানোর চেষ্টাও বিশেষভাবে উপকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লামা ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) একজন মনীষীর উদ্ধৃত করে এর তাৎপর্য বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতেই আমি সূরা 'আল-আসর' এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। বরফ বিক্রেতার কথা বাজারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছিল- দয়া কর সেই ব্যক্তির প্রতি যার মূলধন গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অনুগ্রহ কর সেই ব্যক্তির প্রতি যার পুজি ফুরিয়ে যাচ্ছে। তার চিৎকার শুনে আমি বললাম, 'ওয়াল-আসরে ইন্নাল-ইনসানা লাফি খুসরিন'-এর এই তো তাৎপর্য। মানুষকে যতটুকু আয়ুস্কাল দেয়া হয়েছে, তা বরফের ন্যায় দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

কালের প্রবাহের এই চিরন্তন ঘূর্ণায়মান চাকা ভবিষ্যতকে টেনে এনে বর্তমানকে অতীতের গহবরে নিক্ষেপ করে। তীব্র গতিশীল এই কাল-স্রোত সাক্ষ্য দেয় যে, এই চারিটি গুণ যাদের নেই, তারা সবাই তাদের মূল্যবান পুজি (আয়ুষ্কাল) ব্যয় করছে ক্ষতিকর ব্যবসায়ে। যে ব্যক্তি বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তার এই অমূল্য পুজি সঠিক কারবারে বিনিয়োগ করবে সে ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবে, সেই হবে লাভবান, সফলকাম। যে ক্ষতিকর কারবারে এই পুজি বিনিয়োগ করবে, সে কেবল মুনাফা থেকেই বঞ্চিত হবে না, বরং তার পুজিও নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথে তার উপর শত শত অপরাধের শাস্তিও আরোপিত হবে। আর যে ব্যক্তি তার এই ক্ষয়িষ্ণু পুজিকে কোন ভাল কারবারে ব্যবহার করবে না, সেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই বরফ বিক্রেতার ন্যায়, যার বরফ অবিক্রিত অবস্থায় তারই চোখের সামনে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়।

যদি কেউ অতীত কালের পাতায় অনুসন্ধান চালায়, তাহলে জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস এমন নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি করবে যে, এই চারটি গুণ বিবর্জিত জাতি-গোষ্ঠী কেমন নির্মম বিপর্যয় ও নিষ্ঠুর ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল। জগতের ইতিহাস এর নীরব সাক্ষী।

এসব আয়াতে কালের শপথ করে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আত্মভোলা মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যাতে তার মধ্যে উক্ত গুণগুলির সমাবেশ ঘটাতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সঠিক কাজে লাগায় এবং গুণচতুষ্টয় অর্জন করতে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

www.pathagar.com

২. লাফী খুসরিন- অর্থাৎ যারা ঈমান আনেনি, সালেহ আমল করেনি, মানুষকে সত্য ন্যায়ের উপদেশ দেয়নি এবং সবর অবলম্বন করেনি- তারা সবাই মহাক্ষতিতে নিমজ্জিত। দুনিয়া ও আখিরাত- উভয় জগতেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত। পক্ষান্তরে যেসব মানুষ এসব গুণে গুণান্বিত, তারা নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যমন্ডিত।

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا = কেবলমাত্র ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ = এবং সালেহ আমল করেছে, যথোপযুক্ত কাজ করেছে, وَتَوَاصَوْا= এবং পরস্পর উপদেশ দিয়েছে, بِالْحَقِّ= 'হক'-এর, بِالصَّبْرِ= 'সবর'-এর।

---

(৩) কেবলমাত্র সেই লোকগুলি ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সালেহ আমল করেছে, পরস্পরে হক-এর উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিয়েছে।

---

১. 'ইল্লাল্লাযীনা আমানু'- আয়াতটিতে এমন চারটি মৌলিক গুনের উল্লেখ করা হয়েছে যা কোন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হলে সেই মহাক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। অন্য কথায় এই চারটি গুণ যার মধ্যে অনুপস্থিত, সে মহাক্ষতিতে নিমজ্জিত। গুন চারটি হচ্ছে- (১) ঈমান আনয়ন, (২) সৎকাজ সম্পাদন, (৩) পরস্পরকে সত্য-ন্যায়ের অনুসারী হওয়ার উপদেশ দান এবং (৪) পরস্পরকে ধৈর্য ধারণে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান।

এই গুণচতুষ্টয় যেমনই মৌলিক, তেমনই ব্যাপক। আবার এগুলি পরস্পরের সম্পূরক। যেমন ঈমান ছাড়া কোন সৎকাজই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কর্মহীন বিশ্বাস দোযখ থেকে নাজাত দিতে অক্ষম। অন্যদিকে ঈমান আনয়ন ও তদনুযায়ী সৎকর্ম তখনই সম্ভব যখন সেই সমাজে হক কায়েম থাকে। আমাদের সমাজে হক (সত্য-ন্যায়) কায়েম করা এবং তা টিকিয়ে রাখা কেবল তখনই

www.pathagar.com

সম্ভব যখন আমরা সম্মিলিতভাবে হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করব এবং তা কায়েম হয়ে গেলে তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালু রাখব। আবার 'হক' কায়েম করা এবং তা টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সিপাহীদের সবচেয়ে শানিত হাতিয়ার হচ্ছে 'সবর' (ধৈর্য)। প্রতিনিয়ত, অবিশ্রান্তভাবে এই হাতিয়ারকে ক্ষুরধার রাখার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে "পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের পরামর্শ প্রদান"। তাই সবর অবলম্বন ছাড়া হক প্রতিষ্ঠা করা এবং তা টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। 'প্রকৃত ঈমান-'এর ন্যায় উচ্চ স্তরে উঠতে হলে এবং 'ঈমানদার দাবীতে সত্য বলে আল্লাহর নিকট স্বীকৃতি লাভ করতে হলে উন্মুক্ত মনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার সাথে সাথে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে অন্তরের অন্তঃস্থলে 'একীন' পয়দা করতে হবে। কুরআন যে ঈমানকে প্রকৃত ঈমান বলে স্বীকৃতি দেয় এবং ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী নিম্নোক্ত আয়াত থেকে তা জানা যায়-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -(الحجرات : ١٥)

"প্রকৃত মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনার সন্দেহ-সংশয়ে ভোগে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই হচ্ছে (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।" (হুজুরাতঃ ১৫)

ঈমানের ছয়টি অঙ্গ ঃ (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান, (২) রসূলদের প্রতি ঈমান (৩) ফেরেশতাকুলের প্রতি ঈমান, (৪) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান (৫) আখিরাতের প্রতি ঈমান (৬) তকদীরের প্রতি ঈমান। রসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরামগণ যে বিষয়গুলির প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তারই ইরশাদ হয়েছে নিম্নোক্ত বাণীতেঃ

"ঈমান এনেছে রসূল সে সব বিষয়ের প্রতি যা কিছু তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং মুমিনগণও (ঈমান এনেছে)। সকলেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি আর রসূলগণের প্রতি।" (বাকারাঃ ২৮৫)

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি ঈমান ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি ব্যাপক ও বিস্তারিত। তিনি আছেন-এতটুকু যথেষ্ট নয়। তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় মানতে হবে, তাঁর কোন শরীকে নেই, ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। ভাল-মন্দ সব তাঁরই হাতে; তাই বান্দার উচিত কেবল তাঁরই কাছে চাওয়া, তাঁরই উপর কাওয়াক্কুল করা। তিনিই একমাত্র হুকুমদাতা ও বিধানদাতা। মোটকথা- তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর উপর সুদৃঢ় ঈমান আনতে হবে।

রসূলের প্রতি ঈমান ঃ আল্লাহর মনোনীত পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে। তিনি যা কিছু করতে আদেশ দিয়েছেন- তা নিঃসংকোচে পালন করতে হবে। আর যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

"আর রসূল তোমাদেরকে যা কিছু (নির্দেশ) দান করেন তা গ্রহণ কর; আর যা কিছু থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন- তা থেকে বিরত থাক।" (হাশরঃ ৭)

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, যে তরীকা দেখিয়েছেন- তা আল্লাহর পক্ষ হতে এবং তা নিঃসন্দেহে সত্য ও অবশ্য পালনীয়। তিনি তোমাদের বিচার মীমাংসায় যে রায় দান করেন, তাকই চূড়ান্ত ফায়সালা মনে করে সানন্দে তা মেনে নিতে হবে।

"(হে রসূল!) আপনার রবের শপথ! এই লোকেরা কখনও মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদে তারা আপনাকে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হিসাবে মেনে না নেয়। অতঃপর আপনি যে রায় দান করবেন সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন সংকোচ থাকবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নিবে।" (নিসাঃ ৬৫)

ফেরেশতাকুলের প্রতি ঈমান ঃ আল্লাহর এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় ফেরেশতাকুল তাঁর কর্মীবাহিনী। আল্লাহর হুকুমের চুল পরিমান খেলাপও তারা করেন না, বরং অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে। মহান আল্লাহর বাণী-

لاَ يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ - (التحريم : ٦)

"আল্লাহ তাদের (ফেরেশতাদের) যে হুকুম দেন তা পালনে তারা আদৌ নাফরমানী করে না, এবং যে আদেশই তাদের দেয়া হয় (তৎক্ষণাৎ) তা পালন করে।" (তাহরীমঃ ৬) তাদেরকে দেখা যায় না। তারা অত্যন্ত দ্রুত গতি

www.pathagar.com

সম্পন্ন। জিবরাঈল (আ.) ওহী বাহক এবং ফেরেশতাকুল শিরোমণি। আজরাঈল (আ.) জীবন হরণকারী, মিকাঈল (আ.) মেঘমালা, বায়ু ও বৃষ্টি পরিচালনাকারী, আর ইসরাফীল (আ.) শিংগায় ফুৎকারকারী। তারা বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য নয়, বরং আমাদেরই মত আল্লাহর বান্দা।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ঃ মহান আল্লাহ্ বিভিন্ন যুগে নবী-রসূলদের উপর মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। আসমানী কিতাবের সংখ্যা মোট ১০৪ খানা, তন্মধ্যে ১০০টি ছোট ছোট পুস্তিকার ন্যায়। আর কুরআন, ইনজীল, তাওরাত ও যাবূর- এই চারটি মহাগ্রন্থ। কুরআন আমাদের জীবন বিধান। এতে লিখিত বিধানগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা আমাদের উপর ফরয। এতেই রয়েছে নাজাতের পথ। বিধানগুলি অমান্য করলে ধ্বংস অনিবার্য। অতীতের জাতিসমূহ যেমন আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনবিধান মান্য করে কামিয়াব এবং অমান্য করে ধ্বংস হয়েছে, তেমনি আমরা কুরআনের অনুশাসন মেনে চললে সফলকাম আর অমান্য করলে ধ্বংস হব।

আখিরাতের প্রতি ঈমান ঃ আখিরাতের জিন্দিগী অবিনশ্বর, যা কখনই শেষ হবে না। এ জিন্দিগীর সাফল্যই চরম সাফল্য আর ব্যর্থতাই চরম ব্যর্থতা। বলতে গেলে মৃত্যুর সাথে সাথেই এ জিন্দিগীর শুরু হয়। মানুষকে পুনর্বার জীবিত করা হবে, হাশরের ময়দানে তাদেরকে একত্রিত করা হবে, 'আদালতে ইলাহী'- তে দুনিয়ায় করে যাওয়া আমলগুলির জবাবদিহি করতে হবে, যাদের নেক আমলের ওযন ভারী হবে, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যাদের নেক আমলের ওযন হালকা হবে অর্থাৎ বদ আমলের ওযন ভারী হবে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কতিপয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর আরশের সুশীতল ছায়ায় অবস্থান করবেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় হস্তমুবারক দ্বারা তাঁর উম্মাতদেরকে 'হাওযে কাওসার'-এর পানি পান করাবেন। সৌভাগ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে যাবেন, আর হতভাগারা পুলসিরাত পার হতে গিয়ে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে পতিত হবে। এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেই আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা বুঝায়।

তাকদীরের প্রতি ঈমান ঃ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে কেবল সৃষ্টি করেই দায়িত্বমুক্ত হননি, বরং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই এক অমোঘ বিধান রচনা করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

"তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তার তাকদীর বেধে দিয়েছেন।" (ফুরকানঃ ২)

"বীর্য হতে তিনি তাকে (মানুষকে) সৃষ্টি করেছেনঃ অতঃপর তার তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (আবাসাঃ ১৯) সূরা আ'লা ঃ ৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত দ্রষ্টব্য। অনুকূলে হাদীস ঃ (দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশ) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেনঃ হে যুবক! জেনে রাখ- সমস্ত মানবমন্ডলী যদি সম্মিলিতভাবে তোমার কোন কল্যাণ সাধন করতে চায়, তবে তারা এতটুকুও কল্যাণ সাধন করতে পারবে না ততটুকু ব্যতীত যতটুকু আল্লাহ তোমার তাকদীরে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর যদি বিশ্ববাসী সম্মিলিতভাবে তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে চায়, তবে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে- যতটুকু আল্লাহ তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। (তিরমিযী) এভাবে ঈমানের সকল বিভাগের প্রতি দৃঢ় একীন যার রয়েছে-সেই আলোচ্য সূরায় উল্লেখিত প্রথম গুণে গুণান্বিত।

দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে ঃ সৎকার্য সম্পাদন। ঈমানের অনিবার্য দাবী পূরণে সালেহ আমল অপরিহার্য। এজন্য কুরআন মাজীদে যেখানেই শুভ ফলের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সেখানেই 'ঈমান এনেছে এবং সালেহ আমল করেছে" উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান ও সালেহ আমল- একে অপরের সম্পূরক। অন্য কথায়- 'ঈমান' ও 'সালেহ আমল' (সৎকার্য) এর সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের ন্যায়। বীজ মাটিতে বপন করা না হলে যেমন বৃক্ষ জন্মাতে পারে না, তেমনি ঈমান না থাকলে কোন নেক আমলই কবুল করা হয় না। বীজ যমীনে বপিত হওয়ার পরও যদি বৃক্ষ অংকুরিত না হয়, তাহলে সে বীজ যেমন ব্যর্থ বলে বিবেচিত হয়, তেমনি ঈমান আনার পর যদি সালেহ্ আমল কোন বান্দার জীবনে অনুপস্থিত দেখা যায় তাহলে সেই ঈমানও ব্যর্থ বলে গণ্য হবে। অন্য কথায় সৎকার্যহীন ঈমানও মানুষকে মহাক্ষতি হতে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। ঈমানদার হওয়ার মৌখিক দাবীর সাথে সাথে যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল-অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী সৎকাজের সমাবেশ না ঘটে, তাহলে ঈমানের ভিত্তিহীন ও অসারতা প্রমাণিত হবে। এমন ঈমান ধ্বংস ও ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

www.pathagar.com

তৃতীয় গুণটি হচ্ছে ঃ সত্য-ন্যায়ের পারস্পরিক উপদেশদান। প্রথমোক্ত গুণদ্বয়ের অস্তিত্বের ও স্থায়ীত্বের জন্য শেষোক্ত গুণদ্বয় অপরিহার্য বিধায় এমন এক সমাজ কায়েম থাকা জরুরী। যেখানে প্রতিটি মানুষ 'হক' ও 'সবর'-এর পারস্পরিক উপদেশ অবিরাম ও নীরবচ্ছিন্নভাবে দিতে পারে। এর ফলে সমাজে ফেতনা-বিপর্যয়, ঈমান-বিধ্বংসী ও সৎকাজের প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারবে না।

تَوَاصَوْا- শব্দটি وَصِيَّةٌ- থেকে উদ্ভুত। কাউকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে উপদেশ দেয়া, জোর তাকীদ দিয়ে কোন দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানোর নাম 'অসিয়্যাত। শরীআতের দৃষ্টিতে অসিয়্যাত পালন করা জরুরী। মৃত্যুপথযাত্রী যখন কোন বৈধ নির্দেশ তার সন্তান-সন্তুতিকে দেয়, তখন তা পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটাই 'অসিয়্যাত' বলে সাধারণ্যে প্রচলিত। বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে ঐসব বান্দাদের প্রতি অসিয়্যাতবাণী ঘোষিত হয়েছে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে চেষ্টিত রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- তারা যেন 'হক' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। সমাজে যেখানেই তাদের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য বূহ্য রচনা করবে এবং বাতিলের উদ্ধত মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। সমাজে কখনও বাতিলকে মাথা তুলতে দেয়া হবে না, হকের পরিপন্থী কোন কাজের অনুষ্ঠান, প্রচার-প্রসার আদৌ বরদাস্ত করা হবে না। এমন এক সঠিক, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কায়েম থাকতে হবে যেখানে প্রতিটি মানুষ অপর মানুষের হক আদায় করবে- আদায় করে দেবে এবং নেবে। আর সেই সংগে আল্লাহর সংগে আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হবে না। যেসব লোক শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে হক আদায়কেই যথেষ্ট মনে করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে থাকেন, তারাও শেষ পর্যন্ত বাতিলের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন না।

ইসলাম মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ উপহার দিতে চায়। সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিমুখেরা দুনিয়াতেও যেমন বাতিলের পদানত হয়ে অপমানকর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, তেমনি আখিরাতেও মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে।

www.pathagar.com

বনী ইসরাঈল যখন প্রকাশ্রভাবে পাপাচারীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তখন তাদের আলেম সমাজ তাদেরকে একাজে বাধা না দিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল বলে হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা (আ.)-এর জবানীতে তাদের অভিসম্পাত করা হয়েছিল। (মায়েদা-৭৮-৭৯ নং আয়াত দ্র.)

চতুর্থ গুণটি হচ্ছে ঃ সবর' (ধৈর্য)-এর অসিয়্যাত করা। ঈমান আনার পর তার দাবী অনুযায়ী সৎকাজ করতে যে ভারসাম্যপূর্ণ যুলুমহীন সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব একান্ত অপরিহার্য-সেই বাতিলমুক্ত ও হক এর উপর ভিত্তিশীল সমাজ কায়েম করতে গেলে তাগূতী শক্তির সাথে অবশ্যই মারমুখী সংগ্রামের সম্মুখীন হতেই হবে। হক প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে বীর মুজাহিদদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্রই হচ্ছে 'সবর'। এপথে যেসব দুঃক-কষ্ট, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, বিপদ-আপদ ও ক্ষতি-বঞ্চনার মধ্যে পড়তে হয়- এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুকাবিলা করে অবিচল ঈমানী শক্তির উপর ভর করে দৃঢ়পদে মনজিলে মকসূদের দিকে এগিয়ে চলার জীবনীশক্তিই হচ্ছে সবর। কেউ ভীত হয়ে পড়লে, দুনিয়ার ক্ষণিক লোভ-লালসার শিকার হলে, তার মধ্যে তৎক্ষণাৎ সবর অবলম্বনের উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে হবে, সাহস সঞ্চারের এবং অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার উপদেশ দিতে হবে- সৃষ্টি করতে হবে ঈমানের দাবী পূরনের জযবা। তাকে সংগে নিয়ে, তার দুঃখ-কষ্টের বোঝার অংশী হয়ে ঈমানী মিশনকে মনযিলে মকসূদে পৌছানোর ব্যবস্থা করার নামই হচ্ছে "তাওয়াসাও বিস্-সবর" (পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান)।

www.pathagar.com

১০৪. সূরা আল-হুমাযা

নামকরণ ঃ পয়লা আয়াতের তৃতীয় শব্দ هُمَزَةٍ-কে সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের স্থান ও সময়কাল ঃ সকল মুফাসসির একমত যে, সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরার মূল বক্তব্য, বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলির অন্তর্ভূক্ত। সূরা 'আল-কিয়ামাহ'-এর পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

মূল বক্তব্য ঃ লোকদেরকে হেয় প্রতিপন্নকারী, গীবতকারী ও চোগলখোর এবং অর্থপূজারী ধনীকদের কলুষ চরিত্র এবং তার যোগ্য শাস্তির ঘোষণাই সূরাটির মূল বক্তব্য।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ প্রথম আয়াতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় লোকদেরকে সামনা-সামনি হেয় প্রতিপন্ন করে, তাদের আত্মসম্মানে আঘাত হেনে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপদস্থ করে এবং যারা মানুষের পশ্চাতে অপবাদ রটায়, গীবত ও চোগলখোরী-কুটনামি করে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। বলা হয়েছে-এসব চারিত্রিক দোষে আক্রান্তদের জন্য রয়েছে চরম সর্বনাশ, নিশ্চিত ধ্বংস।

দ্বিতীয় আয়াতেও নিশ্চিত ধ্বংসের আগাম সংবাদ শুনানো হয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে বিপুল অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং তার প্রতি মহব্বত ও গর্বের কারণে নিরন্তর হিসাব কষতে থাকে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ সে নিশ্চিত মনে করে যে, তার এই বিশাল ধনৈশ্বর্য চিরকাল তারই থাকবে, তা তাকে অমর করে রাখবে।

চতুর্থ আয়াতে তাদের করুণ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। তাকে অবশ্যই তার সম্পদরাশি পেছনে ফেলে যেতে হবে। তার সম্পদও তাকে অমর করে রাখতে পারবে না। অতঃপর সে নিক্ষিপ্ত হবে এমন এক জাহান্নামে যেখানে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে।

৫-৯ আয়াতে মানবমন্ডলীকে সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যে চূর্ণবিচূর্ণকারী জাহান্নামের ভয়াবহতার বর্ণনা দান করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ আপনি কি জানেন, সেই পিষ্ঠকারী স্থানটা কি? উত্তরে আল্লাহ স্বয়ং ইরশাদ করছেনঃ এটা তো তাঁর প্রজ্জলিত আগুন যে আগুন মানুষের অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। সেখান থেকে পালানোর সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হবে। প্রচন্ড লেলিহান শিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে চিরকাল থাকতে হবে তথায়।

www.pathagar.com

১০৪. সূরা আল-হুমাযা

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِنِ ① الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ ② يَحْسَبُ
اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ ③

وَيْلٌ = নিশ্চিত ধ্বংস, দুর্ভোগ, لِكُلٍّ= (এরূপ) প্রত্যেকের জন্য, هُمَزَةٌ[১]= সামনা-সামনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় প্রতিপন্নকারী, لُمَزَةٌ = পশ্চাতে পরনিন্দাকারী, চোগলখুরী ও কুটনীপনাকারী, الَّذِىْ= যে লোক, جَمَعَ= সঞ্চয় করে, জমা করে, مَالاً= সম্পদ, وَّعَدَّدَهٗ= এবং বার বার গণনা করে, يَحْسَبُ= সে ধারণা করে, اَخْلَدَهٗ[২]= চিরস্থায়ীভাবে সেগুলি তার সাথে থাকবে, অথবা তা তাকে অমর করে রাখবে। ক্রিয়ামূল خَلَدَ– চিরকাল থাকা।

---

(১) নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সামনা-সামনি লোকদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও গালাগালি করে, আর পশ্চাতেও নিন্দা চোগলখুরী করে বেড়ায় (২) যে লোক (বিপুল) সম্পদ জমা করে এবং তা বার বার গণনা করে (৩) সে ধারণা করে যে, তার স্তূপিকৃত সম্পদরাশি চিরকাল তার নিকট থাকবে (অথবা তাকে চিরস্থায়ী করবে)।

---

১. هُمَزَةٌ এবং لُمَزَةٌ শব্দ দুটি সমার্থবোধক। অর্থের দিক দিয়ে শব্দদ্বয় এতোই কাছাকাছি যে, একদল মুফাসসির هُمَزَةٌ এর যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, অন্য দলটি لُمَزَةٌ এর ঠিক সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন। রবীআ ইবনে আনাস এবং মুজাহিদ শব্দ দুটির যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, আমরাও মূল তরজমায় সেই অর্থই গ্রহণ করেছি। মোটকথা দুটি সমার্থবোধক শব্দ পাশাপাশি সন্নিবেশিত হওয়ায়

www.pathagar.com

আমাদের চোখের সামনে এমন এক বিভৎস চরিত্রের দৃশ্য ভেসে উঠে যার অধিকারী ব্যক্তিটি লোকদেরকে সামনা-সামনি কটাক্ষ করে, ব্যঙ্গোক্তি করে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, আত্মসম্মানে আঘাত হানে, নাম ও বংশের প্রতি কটাক্ষ করে অঙ্গুলি দ্বারা, চোখের ইশরায়, বিশ্রী শব্দের মাধ্যমে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। অন্যদিকে মানুষের পশ্চাতে তার অনুপস্থিতিতে দোষত্রুটি অন্বেষণ করে, বানোয়াট অপবাদ রটায়, চোগলখুরী ও কুটনামী করে, একের কথা অন্যকে লাগিয়ে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটায়, লিপ্ত করে সহোদর ভাইদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী কলহে।

'হুমাযা'- দলভূক্তরা অবশ্যই হয়ে থাকে দাম্ভিক, অহংকারী ও ক্ষমতাগর্বী। তারা প্রতিপক্ষের বাধা-বিপত্তি ও প্রদ্বিন্দ্বতার আদৌ কোন পরওয়া করে না। বির্দ্বিধায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলদেরকে সামনা-সামনি লোকসমক্ষে কটাক্ষ করে, হেয় প্রতিপন্ন করে। অথচ কোন মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তার আত্মসম্মানে আঘাত হানাকে মহানবী (সা.) অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ বলে অভিহিত করেছেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ হিংসা করো না, একে অপরের জন্য নকল ক্রেতা সেজে দাম বাড়াবে না, পরস্পরে ঘৃনা-বিদ্বেষ করো না, একে অপরের পিছু লেগো না, অন্যের জিনিস বিক্রয়কালে নিজের জিনিস তার সামনে তুলে ধরো না। তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে সহায়-সংগীহীন অবস্থায় ছেড়ে যাবে না, তার কাছে মিথ্যা বলবে না এবং তাকে অপমান-অপদস্থ করবে না। 'তাকওয়া' এখানে (একথা বলে) তিনি নিজের বক্ষের দিকে তিন বার ইশারা করেন। কোন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য একটুকুই যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলমান ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক মুসলমানের এসব জিনিস হারাম (সম্মানিত)ঃ তার রক্ত, তার মাল-সম্পদ ও তার মান-সম্মান। (মুসলিম) নবীজীর বিদায় হজ্জের ভাষণও আমাদেরকে দেয় সত্য-সুন্দর পথনির্দেশ। আবু বাকর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জে কুরবানীর দিন মিনাতে তাঁর বিদায়ী ভাষণে বলেনঃ তোমাদের পরস্পরের রক্ত, মাল-সম্পদ ও মান-ইজ্জত পরস্পরের প্রতি হারাম ও সম্মানের যোগ্য, যেমনভাবে আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য হারাম ও সম্মানের যোগ্য। আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? (বুখারী, মুসলিম)

দাম্ভিক, গর্বিত ও অহংকারীদের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও মহানবী (সা.) সতর্ক করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, কোন কোন লোক তো চায় তার পোশাক সুন্দর হোক, জুতাটা আকর্ষণীয় হোক (এটাও কি অহংকারের পর্যায়ভূক্ত)। তিনি বললেনঃ আল্লাহ নিজে সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন (অর্থাৎ এটা অহংকারের অন্তর্ভূক্ত নয়)। অহংকার হচ্ছে- গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

পক্ষান্তরে 'লুমাযা' দলভূক্তরা লোকদের পশ্চাতে কুৎসা রটায় বলে প্রতিপক্ষের দিক থেকে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় না। ফলে গীবতকারী ও চোগলখোর এ জঘন্য পাপাচারে মশগুল হয়ে বিনা বাধায় কেবল সামনেই এগিয়ে চলে। ফলে তার পাপের বোঝা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খন্ডন করার কোন সুযোগ পায় না হেতু অনিষ্টতা ব্যাপকতর হতে থাকে।

পন্থাগত দিক থেকে 'লুমাযা'-কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) গীবত বা পরনিন্দা (২) নামীমা বা চোখলখোরী (৩) বুহতান বা অপবাদ। গীবতঃ কোন ব্যক্তির পশ্চাতে তার এমন কোন দোষ আলোচনা করা যা তার মধ্যে বিদ্যমান, যা তার সামনে আলোচিত হলে সে তা অপছন্দ করে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ তোমার ভাইয়ের এমন কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। বলা হলঃ আমি যে প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেনঃ যেসব দোষ তুমি আলোচনা করলে তা যদি সত্যি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ (বুহতান) আরোপ করলে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে গীবতের বিভৎসতার তুলনা করা হয়েছে। অনুকূলে আয়াতঃ

وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ - (الحجرات : ١٢)

"আর তোমরা পরস্পরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? এটা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা কর।" (হুজুরাতঃ ১২) মে'রাজের রাতে নবী করীম (সা.) গীবতকারীর করুণ পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যখন আমাকে মে'রাজে নেয়া হয়েছিল, তখন আমি এমন একদল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের নখগুলি ছিল তামার তৈরি। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমন্ডল ও বক্ষদেশ খামচাচ্ছিল। আমি বললামঃ হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা মানুষের গোশত খেত (লুমাযা) এবং তাদের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি (হুমাযা) খেলত। (আবু দাউদ)

নামীমা ঃ একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করা, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে দেয়া, সুসম্পর্কে ফাটল সৃষ্টির লক্ষ্যে একের কথা অন্যের কানে লাগানোকে 'নামীমা' বা চোগলখোরী বলে। **অপকারিতাঃ** ইসলামের ঘৃণ্যতম দুশমন ওলীদ ইবনে মুগীরা- যার সম্বন্ধে জাহান্নামের আগুন দ্বারা নাসিকায় দাগ দেয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে সূরা 'কলম'ঃ ১৬ আয়াতে- তার চারিত্রিক দোষ ছিল চোগলখোরী। অনুকূলে আয়াতঃ

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ - (القلم : ١١)

"সে অপবাদ রচনাকারী ও চোগলখোরী করে বেড়াত।" (কলমঃ ১১)

তাই নিঃসন্দেহে এটা জাহান্নামীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চোখলখোর কখনই জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে না। হুযাইফা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবে না। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

বুহ্তানঃ কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর মরাত্মক মিথ্যা দোষারোপ করাকে বুহতান (অপবাদ) বলে। সূরা আহ্যাবের ৫৮ নং আয়াতে এর সংজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا ـ (الاحزاب : ٥٨)

"আর যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের এমন কাজের অপবাদ দ্বারা ব্যথ্যা দেয়, যা তারা করেনি- তারা বুহতান ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করবে।" বুহতান কবীরা গুনাহ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার কাছ থেকে মাফ না নিলে আখিরাতে সওয়াবের বিনিময়ে অপরাধের ঋণ শোধ করতে হবে। কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেবল পশ্চাতে তা আলোচনা করায় (গীবত করায়) যদি মর্মান্তিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে কারো চরিত্রে বানোয়াট কলঙ্ক লেপন কেমন ভয়ংকর শাস্তির দাবী রাখে, তা সামান্য চিন্তা করলেই শরীর শিউরে উঠবে।

'হুমাযা' ও 'লুমাযা' যে অংগের অপব্যবহারে সাধিত হয়ে তা হচ্ছে জিহবা। মহানবী (সা.)-এর অমীয় বাণীর আলোকে আসুন আমরা এর সঠিক ব্যবহারের জযবা সৃষ্টিতে চেষ্টিত হই। আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। (বুখারী, মুসলিম) ইমাম নববী (রহ.) বলেন-যখন কথা বলা ও চুপ থাকা উভয়ই উপকারী ও কল্যানের দিক থেকে সমান তখন সুন্নাত তরীকা হচ্ছে- চুপ থাকা। আবু মূসা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী, মুসলিম) সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে তার দু-চোয়ালের মাঝখানে অবস্থিত জিনিসের (জিহবা বা বাকশক্তি) এবং দু-পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (যৌনাংগ) নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার বেহেশত লাভের জন্য যামিন হব। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

হাদীস ঃ সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যা আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ধরে থাকব। তিনি বললেনঃ বল! আল্লাহ্ই আমার রব এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। আমি পুনরায় আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন জিনিসকে আপনি আমার জন্য সর্বাধিক ভয়ের কারণ মনে করেন? উত্তরে তিনি স্বীয় জিহ্বা মুবারক স্পর্শ করে বললেনঃ এটি। (তিরমিযী) উকবা ইবনে আমের (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেনঃ তোমার জিহ্বা সংযত রাখ, নিজের ঘর প্রশস্ত কর (বেশী বেশী মেহমানদারী কর) এবং কৃত অপরাধের জন্য কান্নাকাটি কর। (তিরমিযী)

হাদীসঃ মু'আয (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমরের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেনঃ তুমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। অবশ্য আল্লাহ্পাক যার জন্য এ কাজটি সহজ করে দেন তার পক্ষে এটা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহর ইবাদত করতে থাক, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে। বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ বলে দিব না? রোযা ঢাল স্বরূপ প্রতিরোধকারী (জাহান্নামের আগুন থেকে), সাদকা-যাকাত গুনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং মানুষের গভীর রাতের নামাযও এভাবে গুনাহসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। তিনি আবার ইরশাদ করলেনঃ আমি কি তোমাকে যাবতীয় কাজের মূল উৎস, এর স্তম্ভ এবং এর উচ্চ চূড়ার কথা বলব না? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ দীনের যাবতীয় কাজের মূল উৎস ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং এর সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে জিহাদ। তিনি পুনরায় বললেনঃ আমি কি তোমাকে ঐ সবগুলো অর্জনের মূলকথা বলে দিব না? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি তার জিহ্বা ধরে বললেনঃ এটা তোমার নিয়ন্ত্রণে রাখো।

www.pathagar.com

আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা সাধারণত যেসব কথাবার্তা বলে থাকি তার জন্যও কি পাকড়াও হবো? তিনি বললেনঃ তোমার প্রতি তোমার মা গম্ভীর হোক! মানুষকে কি তার জিহ্বা উপার্জিত অপরাধের চেয়ে অন্য কোন অপরাধে জাহান্নামে মুখ থুবড়ে নিক্ষেপ করা হবে? (তিরমিযী)

পক্ষান্তরে মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন রাখলে, তাদের উপকারে সচেষ্ট হলে নিজেরই ফায়দা হবে। ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার উপর যুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পুরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের কোন পার্থিব সংকট দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার সংকট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২. اَخْلَدَهٗ- তৃতীয় যে দোষটার জন্য নিশ্চিত ধ্বংসের ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছেঃ মাল-সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত লালসা-মহব্বত, কার্পণ্যের আতিশয্যে সম্পদ পুঞ্জিভূত করা অহংকার ও মহব্বতের কারণে বারংবার সেগুলি গণনা করা। অর্থপূজারী মানসিকতার শিকার হয়ে সম্পদের পিছনে এমনভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, এক মুহুর্তও তার চিন্তা করার অবকাশ থাকে না- এসব কিছুই একদিন তাকে পিছনে ফেলে চলে যেতে হবে। একদিন যে তাকে রিক্ত হস্তে বিদায় গ্রহণ কতে হবে, সে কথাটি কোন এক অসতর্ক মুহূর্তেও তার স্মরণে আসে না। তারই চারপাশে অহরহ সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মোটেই কোন ফুসরত সে পাচ্ছে না যে, কেউ-ই একটি পাই পয়সাও কবরে নিয়ে যেতে পারে না, সবই ছেড়ে যেতে হয়। এই সম্পদও তাকে চিরস্থায়ী জীবন দিতে অক্ষম।

www.pathagar.com

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٧﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

كَلَّا = কখনও নয় (তার সম্পদ অবশ্যই হস্তান্তর হবে, চিরকাল তারই কুক্ষিগত থাকবে না), لَيُنْبَذَنَّ = অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে। মূল نَبْذٌ- নিক্ষেপ করা। فِى الْحُطَمَةِ = চূর্ণবিচূর্ণকারীর মধ্যে (জাহান্নামে), মূল حطم - চূর্ণবিচূর্ণ করা, নিষ্পেষিত করা, ভেঙ্গে ফেলা, وَمَا اَدْرٰكَ = আর (হে রসূল!)আপনি কি জানেন, نَارُ اللّٰهِ = আল্লাহর আগুন, الْمُوْقَدَةُ= প্রচন্ডভাবে প্রজ্বলিত, الَّتِىْ = যা (যে আগুন), تَطَّلِعُ= গ্রাস করবে, স্পর্শ করবে। মূল طلع- অনুধাবন করা, অবহিত হওয়া, উদিত হওয়া, হৃদয়ঙ্গম করা, عَلَى الْاَفْئِدَةِ[১] = অন্তর পর্যন্ত, مُؤْصَدَةٌ = ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে, পরিবেষ্টন করে রাখবে, عَمَدٍ = স্তম্ভ, مُمَدَّدَةٍ= সুউচ্চ।

---

(৪) কখনও নয়। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে চূর্ণবিচূর্ণকারী (জাহান্নামের) মধ্যে (৫) আর (হে রসূল!) আপনি কি জানেন! এই বিচূর্ণকারী জিনিসটি কি? (৬) এটা তো আল্লাহর প্রচন্ড প্রজ্বলিত আগুন (৭) যা অন্তর স্পর্শ করবে (৮) নিশ্চয় তা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে (৯) উঁচু উঁচু স্তম্ভে তা থাকবে (পরিবেষ্টিত)।

---

১. الافئدة বহুবচন। একবচন فؤاد -অর্থাৎ দিল বা অন্তঃকরণ। বুকের ভিতর সদা স্পন্দনশীল হৃৎপিন্ডকে 'ফুয়াদ' বলে না। বরং মানুষের চিন্তা-চেতনা, বাসনা-কামনা, আবেদ-উচ্ছাস-অনুভূতি ও আকীদা-বিশ্বাসের উৎসই হচ্ছে ফুয়াদ। দুনিয়ার আগুন মানুষের 'ফুয়াদ' পর্যন্ত কিঞ্চিৎ মাত্রায় পৌঁছা মাত্রই মানুষ সহনশীলতা হারিয়ে ফেলে-এমনকি মরে যায়। কিন্তু জাহান্নামের তীব্র আগুন মানুষের 'ফুয়াদ' পর্যন্ত এমনভাবে পৌঁছবে যে, সে তার যাতনা হাড়ে

www.pathagar.com

হাড়ে উপলব্ধি করবে; হৃদয় দহনের তীব্র যন্ত্রনা পূর্ণ সচেতনতার সাতে অনুভব করতে থাকবে। সহ্যের মাত্রা পেরিয়ে যেতে চাইলে সে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে যাতনা থেকে অব্যাহতি পেতে চাইবে।

অনুকূলে আয়াতঃ

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ـ (الانشقاق : ١١)

"অতঃপর সে অবশ্যই মৃত্যুকে আহ্বান জানাতে থাকবে।" ইনশিকাকঃ ১১) কিন্তু জাহান্নামে সে মৃত্যুর সাক্ষাত পাবে না।

অনুকূলে আয়াতঃ

لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ـ (الاعلى : ١٣)

"অনন্তর না সে সেখানে (জাহান্নামে) মরবে আর না (আরামে) বেঁচে থাকবে।" (আ'লাঃ ১৩) অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই পূর্ণ অনুভূতিশীল 'ফুয়াদ' জাহান্নামের আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে।

www.pathagar.com

১০৫. সূরা আল-ফীল

নামকরণ ঃ প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ الفيل-কেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরাটি যে ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই ঘটনায় আবরাহার সাথে ছিল নয়টি হাতী। হস্তী-বাহিনীর যুদ্ধে যোগদান ছিল আরবের ইতিহাসে অতি বিরল ঘটনা। তাই এই বাহিনীর ধ্বংস সালকে আরবরা 'হস্তীবর্ষ' (আমুল-ফীল) বলে আখ্যায়িত করেছিল। মূল ঘটনার প্রতি তাদের দৃষ্টি অতি সহজেই আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে 'আসহাবুল ফীল" শব্দটির ব্যবহার ছিল খুবই অহরহ। তাই সূরাটির নামকরণ 'আল-ফীল' করা খুবই যুক্তিযুক্ত।

নাযিল হওয়ার স্থান ঃ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সকল মুফাসসির ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

নাযিলের সময়কাল ঃ সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি নযর দিলে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এটি প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি। সূরা 'আল-কাফিরূন' নাযিল হওয়ার পরই এ সূরাটি নাযিল হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ ঘটনার নায়ক আবরাহার পতনের পূর্বে তার উত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রখ্যাত তাফসীরকার এবং ঐতিহাসিক হাফিয ইবনে কাসীরের বর্ণনার ভিত্তিতে নিম্নরূপঃ দক্ষিণ আরবের একটি প্রদেশ নাজরানে হিমইয়ার সরকারের সর্বশেষ ইহূদী শাসক ছিল যু-নাওয়াস। সূরা 'আল-বুরূজ'-এ উল্লেখিত 'আসহাবুল উখদূদ' (গর্তের অধিকারী)-এর নায়ক ছিল এই অত্যাচারী শাসক যু-নাওয়াস। সে খৃষ্টধর্মালম্বীদেরকে জীবন্ত দগ্ধ করে আনন্দ উপভোগ করত। সে সময় খৃষ্ট ধর্মই ছিল সত্যধর্ম। অগ্নিভরা গর্তে নিক্ষেপ করে তারা প্রায় বিশ হাজার খৃষ্টানকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে মেরেছিল। এমন লোমহর্ষক অত্যাচারের নাগপাশ থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল দু-জন খৃষ্টান। তারা কনষ্টান্টিনোপলের রোমান সরকারে দরবারে গিয়ে যু-নাওয়াসের এই নারকীয় অত্যাচারের করুণ কাহিনী বিবৃত করে। এতে রোমান সরকার দারুনভাবে ক্ষুদ্ধ হয় এবং হিমইয়ার সরকারকে উৎখাতের জন্য হাবশী খৃষ্টান

www.pathagar.com

সরকারের সহযোগিতা কামনা করে। হাবশী সম্রাট তার প্রস্তাবে একমত হলে রোমান সরকার ৭০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী 'আজ-ইয়াত' ও 'আবরাহা' নামক দু'জন সেনাধক্ষ্যের অধীনে ইয়েমেনে প্রেরণ করে। হাবশী বাহিনী ও রোমান বাহিনী একযোগে ইয়েমেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে যু-নাওয়াসের বাহিনী পরাজিত হয় এবং সমগ্র ইয়েমেন হিমাইয়ারীদের কবলমুক্ত হয়। রাজা যু-নাওয়াস পলায়ন করে এবং লোহিত সাগরে তার সলীল সমাধি হয়। পরবর্তীতে আজ-ইয়াত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বাধে। আজ-ইয়াত নিহত হয় এবং আবরাহা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। হাবশী সরকার আবরাহাকেই ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করে।

আবরাহার উত্থানের ইতিহাস থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, সে ছিল উচ্চাভিলাসী ও ক্ষমতালোভী। নামেমাত্র হাবাশী সরকারের প্রাধান্য স্বীকার করলেও সে ক্রমশঃ ইয়েমেনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। রাজ ক্ষমতা হাসিলের পর বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি অর্জনের চিন্তায় সে মগ্ন হয়। সে স্থির করল, 'সানআ'-তে (ইয়েমেনের বর্তমান রাজধানী সানা) এমন একটি সুরম্য গির্জা নির্মাণ করবে যার জাঁকজমকে আকৃষ্ট হয়ে ইয়েমেনী আরবরা হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন বন্ধ করে এই গির্জায় তাওয়াফ করাকেই যথেষ্ট মনে করবে। সেই লক্ষ্যে সে স্বর্ণ-রৌপ্য ও হীরা-যহরত দ্বারা কারুকার্য খচিত এক সুরম্য, সুবিশাল, সুউচ্চ গির্জা তৈরি করে তার নাম দিল 'আল-কুলাইস'। এরপর ঘোষণা দিলঃ এখন থেকে কোন ইয়েমেনবাসী হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার কা'বা ঘরে যেতে পারবে না। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন, আবরাহা হাবাশী সম্রাটকে লিখেছেঃ 'আমি আরবদের হজ্জ অনুষ্ঠান কা'বা হতে এই গির্জায় স্থানান্তরিত না করে ছাড়ব না।'

আবরাহার এই ঘোষণা পৌত্তলিক আরবদেরকে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে। পৌত্তলিক হলেও দীনে ইবরাহীম এবং কাবার মাহাত্ম ও মহব্বত তাদের অন্তরের মনিকোঠায় সমাসীন ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই আদনান, কাহতান ও কুরাইশ উপজাতিসমূহের মধ্যে জ্বলে উঠল রোষানল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এক আরব যুবক রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গির্জায় প্রবেশ করে এবং সেখানে পেশাব পায়খানা করে। ইবনে কাসীরের মতে জনৈক কুরাইশ যুবক একাজ করেছিল। মুকাতিলের মতে কুরাইশ গোত্রের কতিপয়

www.pathagar.com

যুবক মিলিত হয়ে গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তাতে গির্জার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। যাহোক আবরাহার নিকট যখন এই মর্মে সংবাদ পৌছল যে, কা'বা-ভক্তরা তার গির্জার অবমাননা এবং ক্ষতি সাধন করেছে, তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শপথ করে বসলঃ কা'বা ঘর নিশ্চিহ্ন না করে আমি কিছুতেই ক্ষান্ত হব না।

ঔদ্ধত্যের চরম সীমায় পৌছে শপথ নিয়ে সে প্রবেশ করল তার পতন-পালায়। হাবশা সম্রাটের কাছে কা'বা ঘর নিশ্চিহ্ন করার জন্য অভিযান পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করলে হাবশা সম্রাট কেবল অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হল না, বরং তার 'মাহমুদ' নামক খ্যাতনামা হাতিটিসহ আরো আটটি হাতি আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিল। ৫৭০ খৃঃ ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হাতীর এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আবরাহা স্বয়ং মক্কাভিমুখে যাত্রা করল। ইয়েমেনের আরবরা 'যু-নফর'-এর নেতৃত্বে আবরাহার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, কিন্তু সে পরাজিত ও বন্দী হয়। অতঃপর আবরাহা বাহিনী 'খাসআম' অঞ্চলে উপনীত হলে নুফাইল ইবনে হাবীরেব নেতৃত্বে গঠিত অপর এক আরব বাহিনীর সাথে তাদের আর এক দফা মুকাবিলা হয়। কিন্তু সে-ও পরাজিত ও গ্রেফতার হয়। আবরাহা-বাহিনীর পথ-প্রদর্শকের দায়িত্ব পালনে রাজী হলে তাকে প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হয়। অতঃপর আবরাহা বাহিনী তায়েফে পৌছলে সেখানকার 'বনী সাকীফ' গোত্রটি তাদের সাথে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং দূত মারফত এক সমোঝতায় উপনীত হয়। আবরাহা বাহিনী তাদের মা'বূদ 'লাত'-এর মন্দির ধ্বংস করবে না; বিনিময়ে তারা মক্কায় পৌছানোর পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নেবে। সেমতে বনী সাকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শক হিসাবে আবরাহার সংগে পাঠিয়ে দেয়। মক্কার ছয় মাইল দূরে 'আল-মুগাম্মাস' নামক স্থানে পৌছে আবু রিগাল মারা যায়। অদূরেই ছিল কুরাইশদের উটগুলি। আবরাহার অগ্রবর্তী বাহিনী চারণভূমি থেকে কুরাইশদের উটগুলি লুট করে নিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবেরও দুইশত উট তারা লুটে নেয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে আবরাহা 'হানাতা' নামক একজন দূতকে কুরাইশ নেতাদের কাছে এই মর্মে পাঠায়ঃ আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে-আমরা কা'বা ঘর নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। তোমরা যদি সংঘর্ষে লিপ্ত না হও

www.pathagar.com

তাহলে তোমাদের জান-মাল পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। লোকেরা 'হানাতা'-কে প্রধান কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের কাছে নিয়ে গেল। দূতমুখে আবরাহার পয়গাম শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেনঃ আমরাও আবরাহার মুকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাই না। সে শক্তিও আমাদের নেই। কা'বা তো আল্লাহর ঘর। তিনি চাইলে তার ঘর তিনিই হেফাযত করবেন। আবরাহা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ কি করেন। হানাতা বলল, তাহ'লে আপনি আমার সংগে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিব।

আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের সুদর্শন চেহারা দেখে খুবই প্রভাবিত হল এবং নিজের আসন ছেড়ে নীচে এসে তার পাশে বসল। জিজ্ঞেস করলঃ আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? উত্তরে আবদুল মুত্তালিব বললেনঃ আমার লুণ্ঠিত উটগুলি ফেরত নিতে এসেছি। আবরাহা বললঃ আপনাকে দেখামাত্রই আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। এখন আপনার বক্তব্য শুনে আমার সে শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল। আপনি নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় কেবল আপনার উটগুলি ফেরত পেতেই আগ্রহী; অথচ আপনার ও আপনার পিতৃ-ধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার ব্যাপারে কোনই পেরেশানী আপনার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আপনি নিশ্চত জানেন যে, এই ঘর নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আমার আগমন। আরো জানেন যে, আমার এ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে কেউ-ই সক্ষম নয়। তবুও এ ব্যাপারে আপনার এতটুকুও অস্থিরতা নেই। আশ্চর্যের বিষয় বটে! আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জওয়াব দিলেনঃ আমি তো কেবল আমার উটগুলির মালিক। তাই সে গুলির ব্যাপারেই কেবল আমার মাথাব্যথা। আর কা'বা ঘরের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ ঘরটির একজন মালিক রয়েছেন। এ ঘরটি হেফাযত করা বা না কারা তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ঘর অবশ্যই রক্ষা করবেন। আবরাহা বললঃ আপনার আল্লাহ, যে এই ঘরের মালিক, সে কিছুতেই আমার আঘাত থেকে তার ঘর রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বললেনঃ ও ব্যাপারের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আপনার ও "রাবুল বাইত" (ঘরের মালিক)-এর মধ্যেই ব্যাপারটি ফায়সালা

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। আবদুল মুত্তালিব ফিরে আসলেন। তাঁর উটগুলিও ফেরত দেয়া হল।

সেখান থেকে ফিরে এসে কতিপয় কুরাইশ সরদারকে সংগে নিয়ে আবদুল মুত্তালিব কা'বা শরীফে উপস্থিত হন এবং এই মর্মে দোয়ায় মশগুল হলেন যে, আল্লাহ্ যেন তাঁর ঘর এবং এর সেবকদের হেফাযত করেন। যদিও সে সময় কা'বার অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। এই চরম মুহূর্তে সেগুলির কথা আদৌ তাদের স্মরণে স্থান পায়নি। কেবলমাত্র আল্লাহর শানেই ভিক্ষার হাত প্রসারিত হয়েছিল। কুত্রাপি তারা ভাবতেও পারেনি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ এই ঘরের হেফাযতের সামর্থ্য রাখে।

কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আবদুল মুত্তালিব তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মক্কা শহর ত্যাগ করে বিভিন্ন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর ঘরের শত্রুদের উপর গযব নাযিল করবেন। তাই মক্কা ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়াকে তাঁরা জরুরী মনে করেই এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাছাড়া আবরাহা বাহিনীর গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও এ পদক্ষেপ ছিল সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

পরদিন মক্কা শরীফ আক্রমনের হুকুমদানের মাধ্যমে আবরাহা শুরু করল তার নিজের ধ্বংস পর্ব। যখন তারা মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হতে চাইল তখন বন্দী নুফাইল ইবনে হাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'মাহমুদ' নামক হস্তীটির কান ধরে বিড় বিড় করে বললঃ তুই যেখান থেকে এসেছিস, নিরাপদে সেখানেই ফিরে যা। কেননা তুই এখন আল্লাহর সংরক্ষিত শহরে ঢুকবার স্পর্দ্ধা দেখাতে যাচ্ছিস। হাতীর কান ছেড়ে দিলে তা যমীনে বসে পড়ল। তাকে সামনে হাকানোর জন্য ধাক্কা দেওয়া হল, চাবুক মারতে মারতে রক্তাক্ত করা হল কিন্তু এক পা-ও সে সামনে নড়ল না। দক্ষিণ, উত্তর অথবা পূর্বদিকে চালাতে চাইলে দৌড়াতে শুরু করত; কিন্তু মক্কার দিকে পুনরায় চালাতে চাইলে সংগে সংগে বসে পড়ত। এমন সময় লোহিত সাগরের দিক হতে (পশ্চিম দিত হতে) ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে আসতে দেখা গেল। প্রতিটি পাখীর সাথে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল, চঞ্চুতে একটি আর দু-পায়ে দু'টি। অদ্ভুদ ধরনের এই পাখীগুলি (যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি) দেখতে দেখতে আবরাহা-বাহিনীর অবস্থানের উপর মেঘের ন্যায় ছেয়ে গেল এবং তাদের উপর কংকর বর্ষণ শুরু করল।

www.pathagar.com

ওয়াহেদী বলেন, যার শরীরে কংকর আঘাত করত তার এপার-ওপার ছিদ্র হয়ে যেত। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার মতে, কংকর দেহ স্পর্শ করলেই বসন্ত রোগ শুরু হয়ে যেত। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কংকর স্পর্শে শরীরে মারাত্মক চুলকানি ও জ্বালাপোড়া শুরু হত, এক পর্যায়ে চামড়া ফেটে যেত, মাংস খসে খসে পড়ত। ইতিহাসে সাক্ষ্য মিলে যে, ঐ বছরই আরবে সর্বপ্রথম বসন্ত রোগের মহামারী দেখা দিয়েছিল।

রণাঙ্গনের অবস্থাঃ কংকর বৃষ্টির মুখে হস্তী বাহিনী ছুটাছুটি করে পালাতে শুরু করল। বহু সংখ্যক সৈন্য অকুস্থলে প্রাণ হারাল। পলায়নরত সৈন্যদের অনেকেই মাটিতে পড়ে মরতে লাগল। আবরাহাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই এতদূর আনা হয়েছিল। তাই তাৎক্ষণিক মৃত্যু তাকে স্পর্শ করেনি। তার দেহে মারাত্মক বিষক্রিয়া শুরু হল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থী পচে-গলে খসে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায় তাকে রাজধানী 'সানআ'-তে পৌঁছানো হল। ভোগান্তির চরম পর্যায়ে সমস্ত শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে সে মৃত্যু বরণ করল। 'মাহমুদ' নামক হাতীর দুই মাহুত অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে মক্কায় ভিক্ষাবৃত্তি করত। আয়েশা (রা.) এবং তাঁর ভগ্নী আসমা (রা.) বলেছেন, আমরা দুই মাহুতকে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় ভিক্ষা করতে দেখেছি।

ঘটনার স্থান ও সময়কাল ঃ মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে মুহাচ্ছাব উপত্যকার নিকট মুহাস্‌সির নামক স্থানে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। এই স্থান দ্রুতপদে অতিক্রম করা সুন্নাত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ মুযদালিফা হচ্ছে পুরাপুরি অবস্থান করার জায়গা; কিন্তু মুহাস্‌সির উপত্যকায় অবস্থান করা উচিত নয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

৫৭০ খৃষ্টাব্দের মুহাররম মাসে এ ঘটনাটি ঘটেছিল। একই বছর ১২ই রবিউল আওয়াল মাসে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) এ দুনিয়ায় তশরীফ আনেন। অনেকের মতে এই ঘটনার ঠিক ৫০ দিন পর নবী করীম (সা.) জন্মগ্রহণ করেন।

মূলবক্তব্য ঃ যে রব্বুল-কা'বা মাত্র ৪০/৪৫ বছর পূর্বে [এই ঘটনার ৪০ বৎসর পর রসূলুল্লা (সা.) নবুয়াত লাভ করেন তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন।] হস্তীওয়ালার বিশাল বাহিনীকে ভক্ষিত ভূষিবৎ করে দিয়েছিলেন সেই রব্বুল

www.pathagar.com

কা'বা-র ক্রোধ ও রোষাণলে পড়ে তোমরাও ভস্ম হয়ে যেতে পার, যদি তোমরা তাওহীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ প্রথম আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করা হলেও বস্তুতঃ তা ছিল আরবের সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে এক দৃষ্টান্তমূলক প্রশ্ন। যে ঘটনাটিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, তার প্রত্যক্ষদর্শী তখনও ঐ সমাজে হাজার হাজার বর্তমান ছিল। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে তাদেরই সামনে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার স্মরণ ও শিক্ষাকে মনে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন রাখা হয়েছে- আপনি অর্থাৎ আপনার দেশবাসী কি দেখেনি যে, আপনার রব (এবং তাদেরও রব) হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন?

দ্বিতীয় আয়াতে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আপনার রব কি তাদের সমস্ত কায়দা কৌশল ও চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?

৩-৪ আয়াতে বিশাল হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করার হাতিয়ার ও প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ আপনার রব তাদের উপর যে বোমারু বিমান ব্যবহার করেছিলেন- সেগুলি ছিল ক্ষুদ্র পাখীর ঝাঁক; আর যে পরমাণু বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল, সেগুলি ছিল পাকানো মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কংকর।

৫ম আয়াতে তাদের করুণ পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- বোমার আঘাতে তাদের চামড়া ও গোশত এমনিভাবে খসে খসে পড়ে হাড় বেরিয়ে এসেছিল যেমন শস্যদানার খোলস উপর থেকে খসে গিয়ে দানাটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

১০৫. সূরা আল-ফীল

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ① اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ②

اَلَمْ تَرَ[১] = আপনি কি দেখেন নি? كَيْفَ = কেমন, فَعَلَ= আচরণ করেছিলেন, رَبُّكَ = আপনার রব, بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ= হস্তী বাহিনীর সাথে, اَلَمْ يَجْعَلْ = তিনি কি করেন নি? كَيْدَهُمْ[২]= তাদের চক্রান্তকে, تَضْلِيْلٍ= লক্ষভ্রষ্ট, নিষ্ফল, ব্যর্থ।

---

(১) আপনি কি দেখেননি আপনার রব হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি?

---

১. اَلَمْ تَرَ- হে রসূল! আপনি কি হস্তী বাহিনীর সাথে আপনার রব-এর ব্যবহার দেখেন নি? যাঁকে উদ্দেশ্য করে যে ঘটনা দেখার প্রশ্ন রাখা হয়েছে, তাঁর জন্ম হয়েছে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার ৫০/৬০ দিন পর। সুতরাং ঘটনাটি দেখার আদৌ প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য কুরআনের বিভিন্ন সূরায় যেমনঃ সূরা ইবরাহীমঃ ১৯; আল-হাজ্জঃ ১৮, ৩৫; আন-নূরঃ ৪৩ লোকমানঃ ২৯-৩১; ফাতিরঃ ২৭ ও আয-যুমারঃ ২১ আয়াতে যেরূপ বাচনভঙ্গীর অবতারণা করা হয়েছে, এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বক্তব্যের মূল লক্ষ্য কেবল নবী করীম (সা.)-ই নন, বরং সর্বসাধারণকে কিছু বলাই এ ধরনের সম্বোধনের মূল লক্ষ্য। অতীতের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাসম্পন্ন জাতিসমূহের ধ্বংসের বর্ণনা কুরআনের পাতায় পাতায় উচ্চারিত হলেও তা ছিল আরবদের কাছে নিছক কিসসা-কাহিনী। আল্লাহর আযাবের স্বরূপ-প্রকৃতি

www.pathagar.com

স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি করানোর জন্য আদ-সামূদ ফিরাউনের ধ্বংস কাহিনী যেভাবে কার্যকর হতে পারে, তার চেয়ে বহুলাংশে কার্যকর হতে পারে তাদেরই চোখের সামনে ঘটে যাওয়া হস্তী-বাহিনীর করুণ পরিণতির ঘটনা। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। চরম সংকট মুহূর্তে যেমন আল্লাহ্ ছাড়া ৩৬০টি দেবদেবীর নাম তাদের চিন্তার জগতে এতটুকুও ঠাঁই করতে পারেনি, তেমনি এই ঘটনার পর দীর্ঘ দশটি বছর কুরাইশগণ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেনি। শুধু তাই নয়, বিশাল আরব ভূখন্ডে এই আলৌকিক ঘটনার এমন প্রভাব পড়েছিল যার ফলে জনসাধারণের অন্তরে কা'বা ও তার সেবকদের শ্রেষ্ঠত্ব মাহাত্ম বহু গুণে বেড়ে গিয়েছিল। এখন সকলের মনেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিল যে, আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করলেন এবং বন্ধুদের রক্ষা করলেন। ফলে পরবর্তী বছরগুলিতে কুরাইশরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ইয়েমেন ও সিরিয়ায় অবাধ সফর করার সুযোগ পেয়েছিল যা অন্য গোত্রের জন্য ছিল জীবন বিপন্নের নামান্তর। পরবর্তী সূরা 'আলা-কুরাইশ' এই কথাটিরই সাক্ষ্য বহন করে। মাত্র ৪০/৪৫ বছর পূর্বে সংঘটিত এরূপ অলৌকিক ঘটনা, যা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন একটি চাক্ষুস ঘটনা।

২. كَيْدَهُمْ– তাদের চক্রান্ত; উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য গোপন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ। আবরাহা তার নির্মিত 'আল-কুলাইস' মন্দিরের অবমাননাকারী কুরাইশ গোত্র এবং সেই মন্দিরের একমাত্র প্রতিদ্বন্দী কা'বাকে নিশ্চিহ্ন করার যে অভিযান পরিচালনা করেছিল, তা আদৌ কোন গোপন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ ছিল না। কিন্তু একটি ব্যাপার অবশ্যই গোপন ছিল। তা হচ্ছেঃ কা'বাকে বিধ্বস্ত করে, কুরাইশদেরকে নিষ্পেষিত করে এবং সমগ্র আরবদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দক্ষিণ আরব হতে সিরিয়া ও মিসরের সংগে বাণিজ্যিক পথটি নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা। হাবশী ও ইয়ামানীদের এই স্বার্থ হাসিলের কথাটি ছিল সম্পূর্ণ গোপন। আর আল্লাহ্ তাদের এই দুরভিসন্ধি এমনভাবে বানচাল করে দিলেন যে, ফল দাঁড়ালো তার উল্টো। মাত্র ৩/৪ বছরের মধ্যে ইয়ামেন হতে হাবশী শাসনের অবসান ঘটে। যে কুরাইশদের নিষ্পেসিত করে নিরাপদ বাণিজ্যিক পথের স্বপ্ন তারা দেখছিল, কুদরত সেই কুরাইশদের জন্য নিরাপদ বাণিজ্য যাত্রার গ্যারন্টি দিলেন, যার সুসংবাদ এসেছে 'আল-কুরাইশ'-এ।

www.pathagar.com

وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ③ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ④
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑤

وَاَرْسَلَ = এবং তিনি পাঠিয়েছিলেন, عَلَيْهِمْ = তাদের বিরুদ্ধে, طَيْرًا= পাখী, اَبَابِيْلَ [১]= ঝাঁকে ঝাঁকে, تَرْمِيْهِمْ = তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল মূল رمى - নিক্ষেপ করা, حِجَارَةٍ= পাথর বা কংকর, مِنْ سِجِّيْلٍ [২]= পাকা মাটি বা পোড়ানো মাটি থেকে তৈরী, فَجَعَلَهُمْ = অতঃপর তাদের অবস্থা করে দিয়েছিল, كَعَصْفٍ [৩] = ভুষির ন্যায় মূল عَصْفٌ - শস্যদানার উপরের খোসা, مَّاْكُوْلٍ = ভক্ষিত মূল اَكَلَ- খাওয়া।

---

(৩) আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। (৪) যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল পাকানো মাটির কংকর (৫) অতঃপর তাদের অবস্থা করে দিয়েছিল ভক্ষিত ভুষির ন্যায়।

---

১. اَبَابِيْل 'আবাবীল' শব্দ দ্বারা কোন বিশেষ পাখী বুঝানো হয়নি। যদিও আবাবীল নামক এক প্রকার পাখীর অস্তিত্ব অবশ্যই রয়েছে, তবুও আয়াতে উল্লেখিত 'আবাবীল'- এর অর্থ হচ্ছেঃ বিভিন্ন দিক থেকে একই উদ্দেশ্যে একই দিকে অসংখ্য প্রাণীর আগমন- তা পাখীই হোক অথবা কোন জন্তু-জানোয়ারই হোক। আয়াতে طيرا- শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর আগমন ঘটেছিল বুঝতে হবে। ইকরামা ও কাতাদা বলেন, পাখীগুলি লোহিত সাগরের দিক থেকে এসেছিল। সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, এই পাখীগুলি পূর্বে বা পরে আর কখনও দেখা যায়নি। বিশেষ কাজের জন্য 'রব্বুল কা'বা'-র পক্ষ থেকে বিশেষ ধরনের পাখীর আগমন ঘটেছিল। কুরতবী বলেন, এই পাখীগুলি আকারো কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পাখীর ন্যায় তাদের ঠোঁট ছিল বটে, কিন্তু পাঞ্জা ছিল কুকুরের ন্যায়।

২. مِن سجيل- ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এসব কংকর মাটির গাড়া হতে তৈরি। আগুনে জ্বালিয়ে এগুলিকে পাকানো মাটির ন্যায় শক্ত করা। নাওফাল ইবনে আবু মুআবিয়ার বর্ণনামতে তাঁর চোখে দেখা কঙকরগুলির রং ছিল

www.pathagar.com

কালচে লাল। আর এটা সর্বজনবিদিত যে, মাটি পোড়ানোর পর সাধারণত এই রং-ই ধারণ করে। সূরা আয-যারিয়াতঃ ৩৩ আয়াতের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, যুগে যুগে আল্লাহর দুশমনদের শায়েস্তা করার হাতিয়ার হিসাবে যে পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে চিহ্নিত বিশেষ পাথর। ইরশাদ হয়েছেঃ

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ـ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ـ (الذاريات : ٣٣-٣٤)

"এজন্য আমরা ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছি- যাতে আমরা তাদের (আল্লাহ দ্রোহীদের) উপর মাটির পাথর বর্ষণ করতে পারি। সেগুলির উপর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট চিহ্ন রয়েছে সীমা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য।" (সূরা যারিয়াতঃ ৩৩-৩৪) সূরা হূদঃ ৮২ এবং সূরা হিজরঃ ৭৪ আয়াতে যে ধরনের প্রস্তর 'কওমে লূত'- এর বিরুদ্ধে ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে- সেগুলিও একই 'সিজ্জীল' প্রস্তর ছিল।

৩. كَعَصْفٍ- আবরাহা ও তার বাহিনীর করুণ পরিণতির উপমা দেয়া হয়েছে عصف مأكول "ভক্ষিত ভুষির" সাথে। স্বাভাবিকভাবে ভুষি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও টুকরা-টুকরা অবস্থার তৃণ সমষ্টি। এর উপর যদি তা হয় ভক্ষিত, তাহলে তার অস্তিত্বে আসে আরও অধিক ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা। আবরাহা ও তার সৈন্যবাহিনীর শরীরে কংকর স্পর্শে এমন বিষক্রিয়া শুরু হয়েছিল যে, শরীরের চামড়া ফেটে গোশত টুকরা টুকরা হয়ে গ্রন্থিগুলি এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যার যুক্তিযুক্ত সাদৃশ্য মিলে কেবল ভক্ষিত ভুষির মধ্যেই।

www.pathagar.com

১০৬. সূরা আল-কুরাইশ

নামকরণ ঃ প্রথম আয়াতের قريش- শব্দটি সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরায় কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে; কুরাইশদেরকে অন্যান্য আরব গোত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। অনুকূলে হাদীসঃ উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুরাইশদেরকে সাতটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন- যেগুলি এর পূর্বে আর কাউকে দান করা হয়নি, আর না তাদের পরে অন্য কাউকে দান করা হবেঃ আমি (রসূলুল্লাহ) তাদেরই মধ্য হতে (অন্য বর্ণনায়-তাদের মধ্য হতে নবী অগমন করেছেন), খুলাফায়ে রাশেদীন তাদেরই মধ্য হতে, কা'বার মুতাওয়াল্লী তাদেরই মধ্য হতে, হাজীদের পানি পান করানোর মর্যাদা তারাই লাভ করেছেন, হস্তীওয়ালাদের উপর বিজয়ী-শক্তি ছিল তারাই। পৌত্তলিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও দশ বছর তারা 'লা-শারীক' আল্লাহর ইবাদত করেছিল- যা অন্য কোন মুশরিক গোত্র করত না, কুরআন মাজীদে সূরা 'আল-কুরাইশ, নাযিল হয়েছে যার মধ্যে তাদের ছাড়া অন্য কোন গোত্রের বা জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ নেই। (বুখারী, বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, তাবারানী)

নাযিলের স্থানঃ সামান্য কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল মুফাসসিরই এ সূরাকে মক্কী সূরা বলে রায় দান করেছেন। দাহহাক ও কালবী এ সূরাকে মাদানী সূরা বলেছেন।

নাযিলের সময়কাল ঃ যখন সমগ্র আরব ভূখন্ডে চরম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজমান, যখন অন্ন সংস্থান অতীব কষ্টকর এবং বিপদ সংকুল, এমনি পরিবেশে হস্তী বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরপরই যখন কুরাইশদের মাহাত্ম্য-শ্রেষ্ঠত্ব আগের তুলনায় বহু গুনে বেড়ে গেল এবং তার ফলশ্রুতিতে তাদের পর্যাপ্ত ও সুলভ অন্ন-সংস্থান সম্ভব হল এবং দীর্ঘ বাণিজ্যিক সফর সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রমাণিত হল, তখন এসব নিআমতের দাতা 'রব্বুল কা'বা তাঁরই

www.pathagar.com

নিরংকুশ ইবাদত করার আহবান জানিয়ে এ সূরাটি নাযিল করেন। এসব পরিবেশ-পরিস্থিতি সামনে রাখলে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, এ সূরাটিও প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি। সূরা 'আত-তীন'-এর পরপরই এসূরা নাযিল হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ কৃষি খামারের একেবারেই অনুপযোগী পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত এই মক্কা নগরীতে কুরাইশগণ কিভাবে পর্যাপ্ত রিযিক লাভ করেছিল এবং অশান্ত, বর্বর, উচ্ছৃংখল, যুদ্ধবাজ আরব সমাজে কিভাবে তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভে ধন্য হয়েছিল- এ প্রশ্ন দুটির উত্তর পেতে হলে ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি আমাদের অবশ্যই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কিলাব হেজাযের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুরাইশদের একত্রিত করে মক্কার জনপদকে নগর-রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করে। তারই নেতৃত্বে বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব কুরাইশদের হাতে আসে। প্রতিভাবান কুসাই আরবের নানা দিক থেকে আগত হাজীদের খেদমতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে। ফলে "আল্লাহর ঘরের সেবক" হিসাবে কুরাইশদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমস্ত আরব গোত্র এবং সেই অঞ্চলের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাদের মর্যাদা-মাহাত্ম্য সাধারণ আরবদের তুলনায় বহুলাংশে বেড়ে যায়। কুশাইয়ের পুত্র আবদে মানাফের ঘরে যে চার পুত্রের জন্ম হয় তন্মধ্যে হাশেম (আবদুল মুত্তালিবের পিতা) ছিল ক্ষণজন্মা। হাশেমই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করেন। দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন থেকে লোহিত সাগরের বেলাভূমির সংগে সংগে সিরিয়া ও মিসর পর্যন্ত যে বিস্তৃত বাণিজ্যিক ক্ষেত্র ছিল, সেই ময়দানে প্রথমে হাশেম ও পরবর্তীকালে তার তিন ভাই তাদের বাণিজ্যিক পদচারণা শুরু করেন। অল্প সময়েই তাদের ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

এর পিছনে যে সহায়ক পরিবেশ-পরিস্থিতি কাজ করছিল, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সে সময় গোটা আরব ভূখন্ডে একটি লোকও কোন জনবসতিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না। কখন কোন লুণ্ঠনকারী বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে, সবকিছু লুটে নিয়ে সর্বশান্ত করে দেয়, নারীদের

www.pathagar.com

সম্ভ্রম হানী করে, নারী-পুরুষকে দাস-দাসীতে পরিণত করে তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। যখন স্বীয় গোত্রের আঞ্চলিক সীমার বাইরে গেলেই ডাকাতি রাহাজানিতে সর্বশান্ত হতে হত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-কাফেলা পরিচালনা করাটাই যখন ছিল প্রাণনাশের নামান্তর তখন সেই অশান্ত নিরাপত্তাহীন পরিবেশে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার গতি ছিল নির্বিঘ্ন-নিরাপদ। এমন কোন গোত্র ছিল না যারা হজ্জব্রত পালনকালে কুরাইশদের খেদমতে অনুগৃহীত ছিল না। তাই আল্লাহর ঘরের সেবকদের আক্রমণ করা তো দূরের কথা- সামান্য কষ্ট দেয়াকেও তারা মারাত্মক অপরাধ বলে মনে করত। ফলে অবাধ বাণিজ্য ব্যাপদেশে কুরাইশগণ মিসর, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, ইয়েমেন, হাবশা প্রভৃতি দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ লাভ করে। অচিরেই মক্কা নগরী সমগ্র আরব উপদ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এরই কল্যাণে কৃষিহীন পার্বত্য নগরী মক্কাবাসীদের জন্য স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবিকার সংস্থান হয়। বরকতময় ঘর কা'বার নির্মাতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর দোয়ার বরকতে ফল-ফসলাদিতে প্রাচুর্যপূর্ণ নগরীরূপে মক্কা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনি পরিস্থিতিতে আবরাহা-বাহিনী অলৌকিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেলে কা'বার সেবক কুরাইশদের মাহাত্ম্য-শ্রেষ্ঠত্ব আসন লাভ করে প্রতিটি আরবের মনি-কোঠায়। পরবর্তীতে তারা ক্ষুধায় অন্ন এবং ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা (যা সুখী-স্বাচ্ছন্দপূর্ণ দুনিয়ার জিন্দিগীর মূল উপকরণ) লাভ করে।

সূরার ফযীলত ঃ আবুল হাসান কাযবীনী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশংকা করে তার জন্য সূরা 'আল-কুরাইশ' তিলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জাযারী (রহ.) বলেন, এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্যা মাযহার জান্ জানান' বিপদাপদের সময় এই সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, সব ধরনের বালামুসীবত দূর করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ (রহ.) আরও বলেন, আমি বার বার এটা পরীক্ষা করেছি। (মা'আরেফুল কোরআন)

www.pathagar.com

মূল বক্তব্য ঃ যে ঘরের বরকতে তোমরা সুখী-স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপনের মৌল উপকরণ দুটি- ক্ষুধায় অন্ন আর ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা লাভ করেছ, কেবল সেই ঘরের মালিকেরই ইবাদত কর।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ ১-২ আয়াতে কুরাইশদেরকে তাদের প্রতি বর্ষিত নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ তোমরা বাণিজ্য ব্যাপদেশে শীতকালে দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন এলাকায় এবং গ্রীস্মকালে সিরিয়া-ইরাক এলাকায় যাত্রায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলে। চরম উচ্ছৃংখল সমাজে তোমাদের অবাধ-নির্বিঘ্ন যাত্রা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র যে কারণটির জন্য তা হচ্ছে এই কা'বা ঘর। তাই তৃতীয় আয়াতে আবেদন রাখা হয়েছে এর শুকরিয়া আদায় করার জন্য। বলা হয়েছেঃ যেহেতু এই ঘরের বরকতে তোমরা এমন সুযোগ হাসিল করতে সক্ষম হয়েছ, সেহেতু এই ঘরের 'রব' মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ইবাদতে তোমরা মশগুল হও। একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। শেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ এই ঘরের রবই তো তোমাদেরকে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য ক্ষুধায় আহার এবং ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দান করেছেন। ঘরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি বা অন্য কারও এতটুকু অবদান নেই এতে।

www.pathagar.com

১০৬. সূরা আল-কুরাইশ

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

لِاِيْلٰفِ[১] = সেই রীতির খাতিরে, অভ্যাসের কারণে, قُرَيْشٍ = কুরাইশগণ, اٖلٰفِهِمْ= তারা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে, رِحْلَةَ[২]= বিদেশ যাত্রায়, الشِّتَآءِ = শীতকালীন, وَالصَّيْفِ = এবং গ্রীষ্মকালীণ।

---

(১) কুরাইশদের সেই রীতির কারণে (২) (অর্থাৎ) শীতকালীন বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্থের কারণে।

---

১. لِاِيْلٰفِ- শব্দটির দুটি অংশ- একটি لِ , অপরটি اِيْلٰفِ। 'ঈলাফ' শব্দটি নির্গত হয়েছে اَلَفَ হতে, যার অর্থ অভ্যস্থ হওয়া, পরিচিত হওয়া, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া। ل শব্দটির প্রয়োগ প্রসঙ্গে আরবী ভাষাবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ মনে করেন ل শব্দটি এখানে বিষ্ময় প্রকাশক- অর্থাৎ কুরাইশদের আচরণটা বড়ই আশ্চর্যজনক। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুরাইশদেরকে কুসাই ইবনে কিলাবের নেতৃত্বে মক্কায় একত্রিত করলাম, কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লীর মর্যাদায় ভূষিত করলাম, প্রতিটি আরবের অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য জাগ্রত করে তাদেরকে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন বাণিজ্যযাত্রার সুযোগ দানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অন্ন সংস্থান করলাম- এতদসত্ত্বেও তারা আমার বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল!

কেউ কেউ মনে করেন ل পূর্বের সূরা 'আল-ফীল এর সংগে সেতুবন্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যরা বলেন, এর সম্পর্ক হল পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ-এর সংগে। ফলে কুরাইশদের মর্মে কঠিন আঘাত হেনে জোর আবেদন রাখা হয়েছে যে, তোমাদের উপর বর্ষিত অজস্র নিআমতের কথা যদি

www.pathagar.com

তোমরা ভুলে যাও, তবুও অবাধ, শংকাহীন বিদেশ যাত্রার সুযোগে তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত আহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করেছিলাম, তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তোমাদের উচিত রব্বুল কা'বার ইবাদত করা।

২. رِحْلَةَ- ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে কুরাইশরা শীতকালে ইয়েমেনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে যাত্রায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে শীতকালে প্রচন্ড শীত এবং গ্রীষ্মকালে অতি মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করত। তাই কুরাইশগণ গ্রীষ্মকালে এসব এলাকায় তাদের ব্যবসা পরিচালনা করত। পক্ষান্তরে শীতকালে ইয়েমেনের আবহাওয়া আরামদায়ক থাকত বলে সে সময় তারা ইয়েমেনে বাণিজ্য কাফেলা প্রেরণ করত। তাদের বিদেশ যাত্রা এভাবে মৌসুম উপযোগী করে দেয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত ছিল।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

فَلْيَعْبُدُوْا = অতএব তারা অবশ্যই ইবাদত করবে, رَبَّ = রব, هٰذَا الْبَيْتِ = এই ঘরের, الَّذِىْ= যিনি, اَطْعَمَهُمْ= তাদের আহার দান করেছেন, مِّنْ جُوْعٍ = ক্ষুধা হতে, وَّاٰمَنَهُمْ = এবং নিরাপত্তা দান করেছেন, مِّنْ خَوْفٍ = ভয় হতে।

---

(৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের মালিকের (৪) যিনি তাদের আহার দান করেছেন ক্ষুধায় এবং নিরাপত্তা দান করেছেন ভয়-ভীতিতে।

---

১. هٰذَا الْبَيْتِ – এই ঘর বলতে খানায়ে কা'বাকে বুঝানো হয়েছে। কথাটির তাৎপর্য হচ্ছেঃ তারা যেসব নিআমত লাভ করেছিল তা কেবলমাত্র সম্ভব হয়েছিল এই ঘরের মাহাত্ম্যের ও বরকতের কারণেই আর এই ঘরের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতেই। যখন খলীলুল্লাহ (আ.) তাঁর অসহায় বিবি-বাচ্চাকে জন-মানবহীন, কৃষি খামারের অনুপযোগী মক্কার এই

www.pathagar.com

পার্বত্য উপত্যকায় রেখে যাচ্ছিলেন, তখন আকাশের দিকে দুহাত উঠিয়ে দোয়া করেছিলেন-

رَبَّنَا إِنِّىْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ - (ابراهيم : ٣٧)

"হে আমার রব! আমি আমার সন্তানদের মধ্য হতে (একজনকে) আপনার পবিত্র ঘরের নিকট কৃষি-অনুপযোগী এক উপত্যকায় নির্বাসিত করলাম, যেন তারা নামায কায়েম করে। অতএব আপনি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফল-ফসলাদি দ্বারা পর্যাপ্ত রিযিক দান করুন, যাতে তারা আপনার শোকরগুজার হয়।" (সূরা ইবরাহীমঃ ৩৭) বস্তুতঃ তারা যেসব নিয়ামত পেয়েছিল, তা এই ঘরের বদৌলতেই। অতএব এই ঘরের প্রভুর ইবাদত করা তাদের বিশেষ কর্তব্য।

www.pathagar.com

১০৭. সূরা আল-মাউন

নামকরণঃ সর্বশেষ শব্দ الْمَاعُون কে সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরার অন্যান্য নামগুলি হচ্ছেঃ সূরা আদ্-দীন, সূরা আল-ইয়াতীম, সূরা আরাআইত।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ এ বিষয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। একদল প্রথম সারির কুরআন বিশারদ যখন এই সূরাটিকে মক্কী বলেছেন তখন শীর্ষস্থানীয় অন্য দলটি এটাকে মাদানী বলছেন। সূরাটি মক্কী হওয়ার ব্যাপারে যেমন বলিষ্ঠ যুক্তি আছে, তেমনি মাদানী হওয়ার ব্যাপারটিও বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ব্যুরো বিভিন্ন মতের পর্যালোচনার ভিত্তিতে যে তৃতীয় মতটি পেশ করেছেন, আমরা তা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এতে বলা হয়েছেঃ প্রথম তিনটি আয়াত মক্কা শরীফে এবং শেষ চারটি আয়াত মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে সূরাটিকে মাদানী এবং মা'আরেফুল কোরআনে মক্কী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ মুকাতিল ও কালবীর মতে সূরাটি নাযিল হয়েছিল আস ইবনে ওয়াইল আস-সাহমীকে কটাক্ষ করে, সুদ্দীর মতে- ওলীদ ইবনে মুগীরাকে কেন্দ্র করে, দাহ্হাকের মতে- আমর ইবনে আয়েযকে লক্ষ্য করে এবং ইবনে জারীরের মতে- আবু সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে। আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়লগ্নে ইসলাম কবুল করেন। অন্যান্যরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল। তাই এই তথ্যগুলি সামনে রেখে অনুমান করা যায় যে, সূরাটির প্রথম তিন আয়াত প্রাথমিক কালে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ এবং বাকী আয়াতগুলি বিলম্বে মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল।

মুল বক্তব্য ঃ প্রতিফল দিবসের প্রতি ঈমান না থাকলে মানুষের নৈতিক চরিত্রে যেসব দুষ্ট ব্যাধি জন্ম নেয়-সেগুলি বিশ্লেষণ করাই সূরাটির মূল বক্তব্য।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তুঃ পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় একই বাচনভঙ্গীতে রসূলুল্লাহ (সা.) তথা সারা বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে প্রশ্ন রাখা হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি কি দেখেছেন ঐ ব্যক্তিকে যে আখেরাতের ফলাফল ভোগকে অস্বীকার করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ (তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খবর আপনার জানা না থাকলে জেনে নিন) সে তো এমন ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করে।

তৃতীয় আয়াতে তার চরিত্রের আরও একটি নিষ্ঠুর দিক তুলে ধরা হয়েছেঃ সে নিজে তো মিসকিনকে অন্নদান করেই না, পরন্তু অন্যকেও অন্নদানে উৎসাহিত করে না। এগুলি প্রকাশ্যভাবে বিচার দিবসকে অস্বীকারকারী কাফিরদের চারিত্রিক দোষ।

চতুর্থ আয়াতে মুনাফিকের ভয়ংকর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ তাদের জন্য 'ওয়াইল' নামক জাহান্নামের সেই গভীরতম উপত্যকা নির্দিষ্ট রয়েছে, যার ভয়ংকর আযাব থেকে জাহান্নাম নিজেই প্রতিদিন ৪০ বার পানাহ্ চায়।

৫-৭ আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ সেই মুনাফিক নামাযীর ছদ্মবেশে মুসলমানদের জামাআতে শামিল থাকে বটে, কিন্তু নামাযে তার আদৌ কোন একাগ্রতা থাকে না, ওয়াক্তের পায়রবী সে মোটেই করে না। নামাযের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 'যিকরুল্লাহ্'। আর আল্লাহ্র স্মরণ থেকে তার নামায থাকে সম্পূর্ণ শূন্য কেবল যেসব আচরণ গ্রহণ করলে এবং যেসব আচার পদ্ধতি মেনে চললে মুসলমানদের জামাআতে গা ঢাকা দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করা যাবে- সেগুলি লোক সমক্ষে যাহির করে থাকে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে জামআতে নামায আদায় করে থাকে; অথচ যাকাতের ন্যায় ইসলামের একটি স্তম্ভকে সংগোপনে এড়িয়ে যায়।

www.pathagar.com

১০৭. সূরা আল-মাউন

১-৩ আয়াত মক্কা শরীফে এবং ৪-৭ আয়াত মদীনা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ① فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ② وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③

اَرَءَيْتَ[১] = (হে রসূল!) আপনি কি দেখেছেন? الَّذِىْ = যে ব্যক্তি, يُكَذِّبُ = মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, بِالدِّيْنِ = বিচার দিবসের ফায়সালাকে, فَذٰلِكَ الَّذِىْ = সে তো সেই লোক যে, يَدُعُّ[২] = ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, الْيَتِيْمَ = ইয়াতীমকে, وَلَايَحُضُّ[৩] = এবং উৎসাহিত করে না, عَلٰى طَعَامِ[৪] = খাবার দিতে, الْمِسْكِيْنِ = অভাবগ্রস্তকে।

---

(১) (হে রসূল!) আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে বিচার দিবসের ফায়সালাকে অবিশ্বাস করে? (২) সে তো সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় (৩) আর সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে (অন্যকে) উৎসাহিত করে না।

---

১. اَرَءَيْتَ-এর শাব্দিক অর্থ- 'আপনি কি দেখেছেন? প্রশ্নের মাধ্যমে যে কালাম শুরু করা হয়েছে, তাতে এরূপ উত্তর আশা করা হয়নি যে-আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন কি নয়? আমরা যেমন বলে থাকি- আপনি ব্যাপারটা একটু দেখুন, আমার প্রতি সুনজর রাখুন। এদ্বারা আমরা বুঝাতে চাই যে, আপনি বিষয়টির বিশ্লেষণ করুন, এর প্রতি খেয়াল রাখুন, স্মরণে রাখুন, এর তত্ত্ব বুঝুন। এখানেও শ্রোতামন্ডলীকে 'দেখেছেন কি?' কথাটি দ্বারা এ বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনার আহবান জানানো হয়েছে যে, বিচার দিবসে অবিশ্বাসীদের কোন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হয়। কেননা আল্লাহর আদালতে দাঁড়ানোর কথা মানুষ

www.pathagar.com

চিন্তা-বিবেচনা করতে আগ্রহী হলেই চারিত্রিক সংশোধন সম্ভব হয়ে উঠে।

২. يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বা তাড়িয়ে দিতে পারে কেবল সেই সকল ব্যক্তিরাই যারা বিচার দিবসকে মিথ্যা মনে করে। নিঃসন্দেহে যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে তারা কাফির। তাই ইয়াতীমের প্রতি রুঢ় ব্যবহার করা, যুলুম করা, মারধর করা, ধিক্কার দেয়া অবশ্যই কুফরী কাজ। কোন মুমিনের পক্ষে এ কাজ আদৌ শোভা পায় না। কেননা মুমিনের সামনে বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অমীয় বাণীগুলি সমুজ্জ্বল থাকায় এবং ইয়াতীমের প্রতি ইহসান কারা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ নেক আমলরূপে প্রতিভাত হওয়ায় প্রকৃত মুমিন কোন অবস্থাতেই ইয়াতীমের প্রতি রুঢ় ব্যবহার করতে পারে না। মুমিন যেহেতু বিচার দিবসকে অবিশ্বাস করে না, সেহেতু কুত্রাপি তার দ্বারা এমন দুস্কর্ম সাধিত হলেও তার জন্য বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রযোজ্য নয়। এটা তার কঠোর গুনাহ্ এবং নিন্দনীয় অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবে।

৩. وَلَا يَحُضُّ- মূল কথা এটা যে, সে মিসকীনকে খাদ্যদান করে না, বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে একথাই বলা হয়েছে যে, তার উচিত ছিল সে নিজে খাদ্য দান করবে এবং সেই সংগে সমাজে এমন ব্যবস্থা, এমন পরিবেশ-পরিস্থিতি, এমন সংস্থা-সমিতি, এমন মন্ত্রণালয়-সেক্রেটারিয়েট কায়েম করতে সচেষ্ট হবে, যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ তার জিম্মায় মিসকীনদের যে অংশ আমানত রয়েছে তা যথাযথ আদায় করতে উৎসাহ্ পায়, উদ্বুদ্ধ হয় এমন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে; উৎফুল্ল বোধ করবে। এমন সমাজ কায়েমের আবেদনই এ বাক্যাংশের মূল বক্তব্য।

৪. طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ - মিসকিনদের খাবার -অর্থাৎ সে নিজেও মিসকীনের হক আদায় করে না এবং তার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের অন্য লোকদের 'মিসকীনের হক'-অন্য কথায় মিসকীনের অংশের খাদ্যদ্রব্য যে পরিমাণ তার জিম্মাদারীতে আছে- তা আদায়ে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে না। তাহলে ৩নং আয়াতের মূল বক্তব্য দাঁড়ায়ঃ গরীব মিসকীনের যে অংশ দাতার নিকট আমানত আছে সেটুকু ন্যায্য হকদারকে নিজে দান করা এবং অন্যকেও হক আদায়ে অনুপ্রাণিত করা। কেননা মূলতঃ এটা হচ্ছে- আল্লাহ্ কর্তৃক বরাদ্দকৃত মিসকীনের রিযিক। এ কথাটিই অত্যন্ত স্পষ্ট করে ঘোষিত হয়েছে সূরা 'আয-যারিয়াত' ১৯ নং আয়াতে।

www.pathagar.com

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - (الذاريات : ١٩)

"আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।" (যারিয়াতঃ ১৯) সুতরাং মিসকীনকে তার ন্যায্য হক ফিরিয়ে দেয়া মিসকীনের প্রতি দাতার কোন অনুগ্রহ-অনুকম্পা প্রদর্শন নয়, বরং কর্তব্য।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑤ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑥ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑦

فَوَيْلٌ = অতএব ধ্বংস অথবা দুর্ভোগ, لِلْمُصَلِّيْنَ[১]= ঐসব নামাযীর জন্য, الَّذِيْنَ = যারা, عَنْ = হতে, صَلٰوتِهِمْ= তাদের নামাযে, سَاهُوْنَ[২]= বেখবর, উদাসীন। মূল سَهْوٌ– অন্যমনস্ক থাকা, يُرَاءُوْنَ[৩]= যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে থাকে, يَمْنَعُوْنَ = বিরত থাকে, الْمَاعُوْنَ[৪]= সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস।

---

(৪) অতএব ধ্বংস অথবা দুর্ভোগ ঐসব নামাযীর জন্য (৫) যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন (৬) যারা তা করে (নামায পড়ে) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে (৭) এবং যারা সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস প্রদানে বিরত থাকে।

---

১. للمصلين- 'মুসাল্লীন' বলতে নামাযী মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। মদীনায় যখন ইসলাম রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করল, তখন অনেক লোক নিতান্ত আত্মরক্ষামূলক কৌশলস্বরূপ ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হল। নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে যাহির করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে জামাআতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হতে হত। ততটুকু কাজ তাদেরকে অবশ্যই করতে হত, যতটুকু মুসলমান গণ্য হওয়ার জন্য নেহায়েত জরুরী বিবেচিত হবে। প্রদর্শনীমূলক নামায তাদের জন্য ছিল ঢাল স্বরূপ। তাই 'মুসাল্লীন' হয়ে যাওয়াকে তারা সহজসাধ্য ছদ্মাবরণ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অত্র আয়াতে 'আলিমুল গায়েব' আল্লাহ তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

২. ساهون- অর্থাৎ মুনাফিকরা বিচার দিবসের অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করে; শুভ কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তির অনিবার্যতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে বলেই নামাযের ব্যাপারে তারা থাকে দারুণ অমনোযোগী, বেখবর, উদাসীন, অনানুরাগী। এটাকে তারা মনে করত ঘাড়ের উপর চাপানো এক দুর্বহ বোঝা। তাই দায়সারা দু-টিপ দিয়ে তাড়াহুড়া করে ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে ফেলতে পারলেই বাঁচে আর কি। ক্লান্তিতে হাইয়ের পর হাই তোলা, মাথা চুলকানো, চার রাকাতের স্থলে তিন রাকাত, দু-এর স্থলে তিন, বসার পরিবর্তে দাঁড়ানো, দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসা-পুরাটা সময়ই যেন নিস্প্রাণ বস্তুর ন্যায় অন্তরে যিকরুল্লাহ্ মোটেই স্থান পায়নি। যে চিন্তা নিয়ে নামায শুরু করে, পুরাটা সময়ই মশগুল থাকে সেই চিন্তায়, রুকু-সিজদা, কিয়াম যথাযথভাবে আদায় করে না। মুআযযিনের আযান ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেও কোন কল্যাণের দিকে তাকে ডাকা হচ্ছে, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, ওয়াক্তের প্রতিও তার আদৌ কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ওয়াক্ত অতিক্রান্ত প্রায়- তখনও উঠি উঠি করেও উঠে না। শেষে তাড়াহুড়া করে মুরগির চার খাওয়ার ন্যায় চটাচট কপাল ঠোকানোর কাজ সেরে ফেলে।

মুনাফিকের নামাযের বড় লক্ষণ হচ্ছে- নামাযে অবজ্ঞা ও শৈথিল্য প্রদর্শন। অনুকূলে আয়াতঃ

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى ـ (التوبة : ٥٤)

"আর তারা কেবল শৈথিল্যের সাথেই নামায আদায় করে।" (আত-তওবাঃ ৫৪)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ـ (النساء : ١٤٢)

"আর যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায়।" (নিসাঃ ১৪২)

হাদীস শরীফে নামাযের ওয়াক্তের উপরই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময় উঠি উঠি করতে করতে পেরিয়ে গেলে তারপর অসময়ে নামায আদায় করাকেই 'সাহূন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মুসআব ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি নবী করীম (সা.)-কে 'সাহূন' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ যারা নামাযের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে নামায আদায় করে। (ইবনে জারীর, বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আবু হাতেম, ইবনুল মুনযির)

www.pathagar.com

নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ এরূপ মুনাফিকের নামায, এরূপ মুনাফিকের নামায। আসরের সময় বসে বসে সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখতে থাকে। এমনকি যখন সূর্য শয়তানের শিংদ্বয়ের মাঝখানে পৌঁছে যায় তখন তাড়াহুড়া করে চারটি ঠোকর মারে। তার নামাযে আল্লাহর স্মরণ খুব কমই থাকে। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

৩. يُرَآءُوْنَ- বর্ণিত আয়াতে মুনাফিকদের প্রদর্শনীমূলক নামায আদায়ের নিন্দাবাদ করা হলেও এই শব্দটি দ্বারা সর্বপ্রকার রিয়ারই নিন্দা করা হয়েছে। ইবাদতের মূল কথাই হচ্ছে ইখলাস (নিষ্ঠা)। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ইবাদতও বিফলে যেতে বাধ্য, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য না হয়ে রিয়া কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে একজন শহীদ। তাকে উপস্থিত করে দুনিয়ায় যেসব নিআমত তাকে দেয়া হয়েছিল সেগুলি তাকে দেখানো হলে সে তা চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে- এসব নিআমত তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, আমি আপনার রাস্তায় জিহাদ করেছি যতক্ষণ না শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোকে তোমাকে বীর উপাধি দিবে। আর তোমাকে সে উপাধিতে ভূষিতও করা হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে যে, তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হোক। অপর এক ব্যক্তি, যে জ্ঞানার্জন করেছিল এবং অন্যকে ইলম শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআন শরীফ পাঠও করেছিল। তাকে হাযির করে যেসব নিআমত তাকে দেয়া হয়েছিল সেগুলি দেখানো হবে। সে তা চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞাসা করবেনঃ এসব নিআমত তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি; আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্যই পাঠ করেছিলে যে, লোকে তোমাকে 'কারী' বলবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার জন্য হুকুম দেয়া হবে যে, তাকে হেঁচড়ে টেনে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ অঢেল ধনৈশ্বর্য দান করেছিলেন। তাকে দেয়া নিআমতসমূহ তার সামনে হাযির করা হলে সে সবই চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে,

www.pathagar.com

তুমি এই ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করেছ? সে বলবে, যেসব পথে খরচ করা আপনি পছন্দ করেন, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য প্রতিটি খাতেই অর্থ ব্যয় করেছি, একটিও বাদ দেইনি। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্যই অর্থ সম্পদ খরচ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' উপাধি দেয়। আর তা বলাও হয়েছে। তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তদনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ যখন তারা কোন কাজ করে তা প্রদর্শনীমূলক, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই করে। খালেসভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়ে তাদের আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে লোকে তার খুব প্রশংসা করুক, তাকে খুব নেককার-পরহেযগার মনে করুক, তার বুযর্গীর ঢাক-ঢোল বাজুক। ফলে বুজুর্গী পরহেযগারীর ফায়দাটা দুনিয়াতে লুটে নেয়ার পথ সুগম হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলে মুনাফিকরা আত্মরক্ষার জন্য জামাআতে নামায আদায়কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করত। এখানে সেই ভন্ডামীর নিন্দা করা হয়েছে। যখন দেখার মত লোক আশেপাশে থাকত, তখন তারা নামায আদায় করত। অথচ একাকী থাকলে অবলীলাক্রমে নামায তরক করত। সূরা নিসাঃ ১৪২ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً - (النساء : ١٤٢)

"তারা কেবল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই নামাযে দাঁড়ায়, আর অতি অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে।"

রিয়াকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ নিশ্চয় জাহান্নামে এমন ভয়ংকর একটি উপত্যকা আছে যার আযাব থেকে জাহান্নাম নিজেই প্রতিদিন চারশত বার পানাহ্ চায়। উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যে যারা রিয়াকারী তাদের জন্য এটা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। (তাবারানী)

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্জনে কোন নেক আমল করাকালীন তথায় অন্য লোকের উপস্থিতি ঘটলে যদি অধিক আত্মতৃপ্তি অনুভূত হয় তা রিয়া বলে গণ্য হবে না। বরং তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হবে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন,

www.pathagar.com

একদা আমি একাকী নামায আদায় করছিলাম। হঠাৎ তথায় এক ব্যক্তির আগমন ঘটে এবং তাতে আমার আত্মতৃপ্তি অধিক বেড়ে যায়। এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার জন্য দুটি সওয়াব লেখা হয়েছে। গোপনীয়তার জন্য একটি এবং প্রকাশ্যের জন্য আরও একটি। (ইবনে কাসীর) আবু হুরাইরা (রা.) আরও বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তি গোপনে নেক আমল করতে থাকে। যদি তার এই আমল অন্য লোকে দেখে ফেলে তাহলে সে বেশী প্রফুল্ল বোধ করে (এটা কি রিয়া নয়?)। তিনি বললেনঃ তার জন্য দুটি সওয়াব নির্ধারিত হবে। গোপন আমলের জন্য একটি এবং প্রকাশ্য আমলের জন্য আরও একটি। (তিরমিযী)

৪. الْمَاعُوْنَ। - আসল অর্থ হচ্ছে যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। মুফাসসিরগণ এর অর্থ নিরূপনে মতপার্থক্য করেছেন। একদল প্রথম সারির যেমন হযরত আলী (রা.), ইবনে উমার (রা.) এবং হাসান বসরী, কাতাদা, দাহহাক, মুজাহিদ, আতা ও যুহরীর ন্যায় কুরআন বিশারদ এর অর্থ যাকাত গ্রহণ করেছেন। আর তাদের পাশাপাশি আর একদল প্রথিতযশা মুফাসসির যেমন ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য বস্তুসমূহ। যেমন দা, কুড়াল, চুলা, থালা-বাসন, দাঁড়িপাল্লা, পাথর নুন, পানি, আগুন দিয়াশলাই; ছুরি, চাকু ইত্যাদি। অপরদিকে ইবনে আবু হাতেম ইকরামার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'মাউন'-এর অর্থ এত ব্যাপক যে, এর উচ্চ দিকে রয়েছে যাকাত এবং নিম্নদিকে রয়েছে সামান্য সুচ ধার দেয়া। হযরত আলী (রা.)-এর অন্য আর একটি বর্ণনায় এমতের সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের মতে তৃতীয় মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। সাধারণ অর্থে 'মাউন' দ্বারা তুচ্ছ বুঝানো হলেও এর অর্থ 'যাকাত'ও হতে পারে।

www.pathagar.com

১০৮. সূরা আল-কাউসার

নাকরণ ঃ প্রথম আয়াতের اَلْكَوْثَرْ।-শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে সা'দ এবং ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.)-এর সন্তানদের মধ্যে কাসেম (রা.) ছিলেন সকলের বড়। তাঁর ছোট ছিলেন যয়নাব (রা.), তাঁর ছোট ছিলেন ইবরাহীম (রা.)। এরপর তাঁর ঘরে পর পর তিন কন্যা উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও রুকাইয়্যা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম হযরত কাসেম (রা.) ইন্তেকাল করেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (রা.) ইন্তেকাল করেন। তখন আ'স ইবনে ওয়াইল বলে, তার বংশ শেষ হয়ে গেল। তার কথা আর বলো না। সে তো এখন আবতার (শিকড়কাটা) নির্বংশ। সে মরে গেলে তার নাম মুখে উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। তার নাম-চিহ্ন দুনিয়া হতে চিরতরে মুছে যাবে। আর তার কারণে তোমরা যেসব অসুবিধায় পড়েছ তাও দূর হয়ে যাবে। এমনই মর্মন্তুদ অবস্থায় নবী করীম (সা.)-কে কাওসার দানের সুসংবাদ আর সেই সংগে শত্রু পক্ষের নির্বংশ হয়ে যাওয়ার আগাম ঘোষণার মাধ্যমে সান্তনা দিয়ে এই সূরাটি নাযিল হয়।

ইবনে জারীর শিমর ইবনে আতিয়্যার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, উক্‌বা ইবনে আবু মুঈত নবী করীম (সা.)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর ইন্তেকালের পর অনুরূপ মন্তব্য করেছিল। তারই প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বাজ্জার বলেন, মদীনার প্রখ্যাত ইহূদী সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় আসলে কুরাইশ সরদারগণ তাকে বলে, এই যে ছেলেটাকে দেখছ সে নিজ জাতি-গোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে নিজেকে আমাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে; অথচ আমরা হলাম বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লী; আর আমরাই হাজীদের পানি পান করিয়ে থাকি। কা'ব ইবনে আশরাফ তাদের কথা শুনে মন্তব্য করল, আপনারা অবশ্যই তার চেয়ে বহু গুনে উত্তম। তার এই কুৎসিৎ মন্তব্যের প্রতিবাদে এই সূরাটি নাযিল হয়।

www.pathagar.com

নাযিল হওয়ার স্থান ঃ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আয়েশা (রা.), মুকাতিল, কালবী, ইবনে মারদুইয়া প্রমুখ কুরআন বিশারদগণ এ সূরাটি মক্কী বলে মত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ, কাতাদা প্রমুখ মুফাসসিরগণ সূরাটিকে মাদানী বলে অভিহিত করেছেন।

শানে নুযূল থেকে পরিস্কার আভাস মিলে যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মত তাই। আমরাও সূরাটির মক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেই।

সূরাটির মাদানী হওয়ার স্বপক্ষে যারা রায় দিয়েছেন, তারা নির্ভরযোগ্য এক হাদীসকে এর দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, একদা নবী করীম (সা.) আমাদের মাঝে বসা ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ক্ষণকাল পরে তিনি স্মিতহাসি সহকারে মাথা উঠালেন। অতঃপর তিনি সাহাবীদের বললেনঃ এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হল। একথা বলে তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা 'আল-কাওসার' পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান 'কাওসার' কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেনঃ এটা একটা ঝর্ণধারা যা আমার মা'বুদ আমাকে জান্নআতে দান করেছেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহ্মাদ, বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবু শাইবা) এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) মদীনায় ছিলেন (মক্কায় ছিলেন না)। তাঁরই উপস্থিতিতে সূরাটি নাযিলের ঘটনা ঘটায় এটাকে মাদানী সূরা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ আমরা পূর্বেই সূরাটি মক্কী হওয়ার সপক্ষে রায় দিয়েছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণা করা যায় যে, এ সূরাটি এমনই সময় নাযিল হয়েছিল যখন রসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় কওমের লোকদের তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছিলেন। শুধু এ কারণেই আল-আমীন, আস-সাদেক উপাধিপ্রাপ্ত সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে তাঁরই আপনা চাচা থেকে শুরু করে গোটা জাতিই খড়গহস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আপনজন হতে তিনি হয়ে পড়েন বিচ্ছিন্ন-বিতাড়িত। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে পরপর দুটি পুত্রের মৃত্যু শোকে যখন তিনি মুহ্যমান, তখন তাঁরই আপন চাচা ও নিকটতম প্রতিবেশী আবু লাহাবের আনন্দ উৎসব পালন নিতান্তই "কাটা ঘায়ে

www.pathagar.com

নুনের ছিটা”-র ন্যায় ছিল। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে এই সূরাটি বয়ে আনে আশার আলো। শত্রুপক্ষের নির্বংশ হয়ে যাওয়ার আগাম খবর লাভ এবং নিশ্চিত বিজয় লাভের গ্যারান্টি লাভ করেন তিনি। নিঃসন্দেহে এই সূরাটিও প্রাথমিককালে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি। সূরা 'আল-আদিয়াত'-এর পরই এ সূরা নাযিল হয়।

মূল বক্তব্য ঃ আল্লাহ তাঁর হাবীবকে সান্তনা দানের উদ্দেশ্যে তাঁকে 'কাওসার' দান করবেন এবং তাঁর শত্রুদের নির্বংশ করে দেবেন অর্থাৎ তাঁর মিশন নিশ্চিত সফলতা লাভ করবে-এদুটি সুসংবাদ দানই সূরাটির মূল বক্তব্য।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে 'কাওসার' দানের সু-সংবাদ শুনিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ আপনার বর্তমান অবস্থার জন্য আপনি পেরেশান হবেন না। নিশ্চিত জেনে নিন, আমি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সীমাহীন কল্যাণ ও নিআমতসমূহ দান করেছি। দ্বিতীয় আয়াতে তাঁকে শিখানো হয়েছে, কোন্ তরীকায় তিনি বিপুল শ্রেষ্ঠ নিআমত 'আল-কাওসার' লাভের শুকরিয়া আদায় করবেন।

ইরশাদ হয়েছেঃ আপনি শ্রেষ্ঠ 'দৈহিক ইবাদত' নামায আদায় এবং 'মালী ইবাদত' কোরবানীর মাধ্যমে আমার শোকর আদায় করুন। তৃতীয় আয়াতে আগাম সু-সংবাদ জানানো হয়েছে যে, তাঁর হাবীবের নির্বংশ হয়ে যাবে অর্থাৎ তিনিই বিজয়ী হবেন। ইরশাদ হয়েছেঃ যারা আজ আপনাকে 'আবতার' বা শিকড়কাটা নির্বংশ বলে গালি দিচ্ছে তাদের সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত শুনে নিন-নিঃসন্দেহে তারাই হচ্ছে 'আবতার', তারাই হচ্ছে মূল্যহীন।

www.pathagar.com

১০৪. সূরা আল-কাওসার
মক্কা শরীফে অবতীর্ণ
মোট আয়াত ঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ③

اِنَّا = নিশ্চয় আমরা, اَعْطَيْنٰكَ = আপনাকে (হে রসূল!) দান করেছি, الْكَوْثَرَ[১] = কাওসার, فَصَلِّ = অতএব আপনি নামায পড়ুন, لِرَبِّكَ= আপনার রবের জন্যই, وَانْحَرْ[২] = এবং কোরবানী দিন। মূল نَحَرَ- উট কোরবানী করা, شَانِئَكَ = আপনার শত্রু, আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, الْاَبْتَرُ[৩]= নির্বংশ। মূল بَتَرَ- শিকড়কাটা।

---

(১) নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে 'কাওসার দান করেছি (২) অতএব আপনি আপনার রবের জন্যই নামায পড়ুন এবং কোরবানী দিন (৩) নিঃসন্দেহে আপনার শত্রুই তো নির্বংশ।

---

১. الكوثر। শব্দটি كَثَرَ- বা كَثْرَةٌ- থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ কল্যাণের ও নিআমতসমূহের সীমাহীন আধিক্য। দুনিয়া ও আখেরাত-উভয় জগতেই নবী করীম (সা.)-এর জন্য অফুরন্ত নিআমতের অবিশ্রান্ত ধারা জারি থাকবে। ছোট্ট একটি শব্দে আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে এমন সুসংবাদ শুনিয়েছেন যা দুনিয়ায় কোন কালেই কোন মানুষকে কখনও শুনানো হয়নি। বলিষ্ঠ কণ্ঠে শুনিয়ে দেয়া হয়েছেঃ আপনার বিরুদ্ধবাদীদের ভিত্তিহীন ও স্বকল্পিত ধারণা আদৌ সত্য নয়। আপনি মোটেই সহায়-সম্বলহীন নিঃসঙ্গ নন। বরং আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনার উম্মাত তামাম পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকবে। আপনাকে নবুয়াত, কুরআন, তত্ত্বজ্ঞন,

www.pathagar.com

কর্মকুশলতা, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ন্যায় অমূল্য নিয়ামত সমূহ দান করেছি। আপনার উল্লেখ ধ্বনি আসমানে আমার ফেরেশতাদের জবানীতে, আর দুনিয়ায় উম্মাতে মুহাম্মাদীর কণ্ঠে কণ্ঠে। আপনার শত্রুদের দেয়া 'আবতার' অপবাদের প্রতিবাদে আমি আপনাকে 'কাওসার' দানের সুসংবাদ দিয়ে সান্তনা দিচ্ছি যে, আপনি আদৌ নির্বংশ নন, বরং আপনার সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও 'কাওসার'- এর আওতাভুক্ত। নবীদের উম্মাত হচ্ছে তাঁদের আধ্যাতিক সন্তান। তাছাড়া কন্যা ফাতেমা (রা.)-এর বংশীয় সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও 'কাওসার'-এর সম্পূরক। নিঃসন্দেহে সকল নবীদের উম্মাতের তুলনায় উম্মাতে মুহাম্মদীর সংখ্যা সর্বাধিক। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমার নিকট (স্বপ্নে) উম্মাতদের পেশ করা হল। আমি একজন নবীকে একটি ছোট দলসহ দেখলাম। কয়েকজন নবীকে দেখলাম দু-একজন উম্মাতসহ। আর এক নবীকে দেখলাম, তাঁর সাথে কোন উম্মাতই নেই। হঠাৎ করে আমাকে একটি বিরাট দল দেখানো হল। আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মাত। আমাকে বলা হল, ইনি মূসা (আ.) এবং এরা তাঁর উম্মাত। তবে আপনি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখুন! আমি দেখলাম, সেখানে একটি বিরাট দল। আবার আমাকে আসমানের অন্য দিগন্তে তাকিয়ে দেখতে বলা হল। আমি দেখলাম সেখানেও বিরাট দল। অতঃপর আমাকে বলা হল-এসব আপনার উম্মাত। আর তাদের মধ্য হতে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে এবং বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

দুনিয়ার এ সমস্ত নিআমত লোকচক্ষুর সম্মুখে চিরভাস্বর অম্লান হয়ে আছে। এছাড়াও 'কাওসার' দানের সুসংবাদের আওতাভুক্ত রয়েছে আখেরাতের দুটি বিশেষ নিআমত। একটি হচ্ছে হাশরের ময়দানে 'হাওযে কাওসার' আর অপরটি হচ্ছে জান্নাতে 'নহর কাওসার'। হাশরের ময়দানে সূর্যকে নামিয়ে বান্দার অতি নিকটে আনা হবে। ফলে মাটি পুড়ে যাবে, বান্দা ঘামের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকবে। এমনই অকল্পনীয় সূর্যোত্তাপে তৃষ্ণায় মানুষ যখন কাতর হয়ে পড়বে, পানি দাও পানি দাও বলে চিৎকার করতে থাকবে। তখন নবী করীম (সা.) তাঁর মুবারক হাতে 'হাওযে কাওসার' থেকে তাঁর সম্মানিত উম্মাতদের পানি পান করাবেন। যে একবার পানি পান করবে, তাকে তৃষ্ণা কখনও স্পর্শ করবে না। একদল উম্মাতে মুহাম্মদী পানি পানের বুকভরা আশা

www.pathagar.com

নিয়ে হাওযে কাওসারের নিকটবর্তী হবে। এমনকি নবী করীম (সা.) তাঁর মুবারক হাতে তাদের পানি পান করাতে উদ্যত হবে। এমনি সময় একদল ফেরেশতা তাদের ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিবেন। সাহল ইবনে সাদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছনঃ আমি তোমাদের সকলের পূর্বেই হাওযে কাওসারে উপস্থিত থাকব। যে আমার সন্নিকটে আসবে, সে-ই তথা হতে পান করবে। যে একবার পান করবে, তাকে কখনও তৃষ্ণা স্পশ করতে পারবে না। সেখানে এমন একদল উপস্থিত হবে যাদের আমি (আমার উম্মাত বলে) চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। অতঃপর আমার এবং তাদের মধ্যে (পানি পান ব্যতিরেকেই) বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। (কারণ তারা দীনের বিধানে বেদআ'ত প্রবর্তন করেছিল) [বুখারী ৬৫৮৩]।

হাওযে কাওসারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কতিপয় হাদীসঃ ইবনে উমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ হাওযে কাওসারের দৈর্ঘ এক মাসের পথ সমতুল্য, এর পানি দুধ অপেক্ষা অতি শুভ্র, মিশক অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময়, বরফের চেয়েও অধিক ঠান্ডা, মধু অপেক্ষাও অধিক মিষ্টি। যে একবার পান করবে, কখনও তার তৃষ্ণা অনুভূত হবে না। এর পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকাসম। (বুখারী) অন্য বর্ণনায় মদীনা শরীফ থেকে ইয়েমেনের রাজধানী সানআ পর্যন্ত কোন কোন বর্ণনায় 'আইলা' (ইসরাঈলের সামুদ্রিক বন্দর) থেকে এডেন পর্যন্ত হবে এর দৈর্ঘ এবং 'অইলা' থেকে যুহফা (জেদ্দা ও রাবেগের মাঝামাঝি স্থান) পর্যন্ত হবে প্রস্থ)। 'মসজিদুন্নবীতে অবস্থিত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিম্বার (খোতবা দানের স্থান) মুবারক হাওযে কাওসারের উপর অবস্থিত। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমার বাসগৃহ এবং আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি হচ্ছে জান্নাতের বাগিচাসমূহ একটি বাগিচা। আর আমার মিম্বারটি আমার হাওযের উপর অবস্থিত। (বুখারী ৬৫৮৮)

জান্নাতে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেয়া হবে হাওযে কাওসার। আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যখন আমাকে মে'রাজের পরিভ্রমণকালে জান্নাতে নেয়া হল, তখন আমি দেখলাম একটি নহর যার তীরভূমির ভিতরের দিকে ছিল সুসজ্জিত হিরার 'কুব্বা' নীচের মাটি ছিল মিশকের তৈরী। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরীল! এটা কি? জিবরীল (আ.) বললেন, এটা নহরে কাওসার। আল্লাহ আপনাকে এটা দান করেছেন।

www.pathagar.com

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে জারীর)

'কাওসার' জান্নাতের মূল নহরটির নাম। এটাই হচ্ছে পানি ধারার মূল উৎস। এটাকে নহরে কাওসার বলা হয়। দুটি পয়নালার মাধ্যমে এই মূল উৎস থেকে হাশরের ময়দানে পানি সরবরাহ করা হবে যা রক্ষিত হবে এক বিশাল চৌবাচ্চায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ জান্নাতের 'নহরে কাওসার' থেকে জলধারা হাওযে কাওসারে খুলে দেয়া হবে। (আহমাদ)

২. فَصَلِّ ... وَانْحَرْ – প্রথম আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে দুনিয়া ও আখিরাতে কাওসারের ন্যায় প্রত্যেক কল্যাণ- তাও অজস্র পরিমাণে দানের সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাঁকে দুটি ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমটি নামায এবং দ্বিতীয়টি কোরবানী। সেকালের মুশরিক সমাজে প্রচলিত নিয়ম নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ প্রকাশিত হয় এই দুই বিশেষ ইবাদতে। মুশরিকরা যখন স্বহস্ত নির্মিত দেব-দেবীর পূজা অর্চনায় মত্ত, তাদেরই আস্তানায়, তাদেরই উদ্দেশ্যে যখন তারা বলিদান করছে, ঠিক সেই সময় আপনি তওহীদের উদাত্ত ঘোষণা জানিয়ে দিন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায আদায়ের মাধ্যমে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের জন্য কেবল তাঁরই নামে কোরবানী করার মাধ্যমে। প্রতীমা পূজারীদের রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করুন। দৃঢ়-অবিচল থাকুন তওহীদের দাওয়াতের উপর।

মুফারসিরগণ 'সালাত' এবং নহর-এর অর্থ গ্রহণে মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ 'সালাত' দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে বুঝিয়েছেন। অন্যরা মনে করেন, যে কোন নামাযই এর অর্থ, আবার কারও মতে 'ঈদুল আযহার' নামাযই বুঝানো হয়েছে। সূরা আনআমঃ ১৬২ আয়াতে إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي এবং অত্র সূরার فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ উভয় স্থানেই নামাযের পর কোরবানীর উল্লেখ থাকায় নবী করীম (সা.) মদীনায় ঈদুল আযহার নামায আদায় করার পর কোরবানীর প্রথা এই পরস্পরা অনুযায়ী চালু করেন। আজও মুসলিম বিশ্বে এই প্রথাই বিদ্যমান।

وَانْحَرْ- এর ব্যাখ্যাতেও অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.), আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী কাতাদা, দাহহাক, রবী ইবনে আনাস প্রমুখ মুফাসরিগণ এর অর্থ গ্রহণ করেছেন- ঈদুল আযাহার কোরবানী। অনেকের মতে 'রাফে' ইয়াদাইন' অর্থাৎ নামাযে তাকবীরের সাথে সাথে হস্তদ্বয়

www.pathagar.com

উঠানো। আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর সূরা 'আল-কাওসার' নাযিল হল তখন তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমার রব আমাকে যে 'নহর' করার হুকুম দিয়েছেন, সেই 'নহর' কি? জিবরাঈল (আ.) উত্তর দিলেনঃ এই 'নহর'-এর অর্থ কোরবানী করা নয়, বরং এর দ্বারা আপনাকে আদেশ করা হচ্ছেঃ যখন আপনি তাকবীরাতুল ইহরাম (নামাযের শুরুতে যে তাকবীর বলা হয়) বাঁধেন তখন আপনার হস্তদ্বয় উত্তোলন করুন, এবং যখন রুকুতে যাওয়ার প্রাক্কালে তাকবীর বলেন তখন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠান তখন (সন্তদ্বয় উত্তোলন করুন)। বস্তুত এরূপই আমাদের নামায পড়ার পদ্ধতি এবং সপ্ত আসমানে অবস্থিত ফেরেশতাদেরও। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক জিনিসেরই সৌন্দর্য আছে। আর নামাযের সৌন্দর্য হচ্ছে- প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন। (ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী, হাকেম, আবু হাতেম)

হযরত আলী (রা.)-এর বরাতে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবু হাতেম, ইবনে আবু শাইবা, বায়হাকী, দারাকুতনী ও ইবনে মারদুইয়া বলেন, নামাযে বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাত বেধে বুকে স্থাপন করাই এর অর্থ। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী ও ইবনে আবু হাতেম বলেন, নহর-এর অর্থ হচ্ছে- রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে মেরুদাঁড়া করে দাঁড়ানো। ৩. هُوَ الْاَبْتَرُ -হে নবী! আপনার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য হতে যে আপনাকে আবতার বলে, সেই প্রকৃত আবতার, সেই শিকড়টা, সেই নির্বংশ। পক্ষান্তরে আপনি হচ্ছেন কাওসারে অধিকারী। সন্তান-সন্ততি এবং সুহৃদ বন্ধু-বান্ধব ও সহযোগীতে আপনাকে দিয়েছি অজস্রতা বিপুলতা। আপনি তো আজ লক্ষ লক্ষ সন্তান সন্ততির রূহানী পিতা। সকল আম্বিয়া মুরসালীনদের উম্মাতের তুলনায় আপনার উম্মাত সর্বাধিক। এছাড়া আপনার বংশীয় লক্ষ লক্ষ সন্তানেরা আজ 'সাঈদ' উপাধিতে সম্মানিত গর্বিত।

যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর হাবীবকে এ সু-সংবাদ শুনিয়েছিলেন, সে সময় এ ঘোষণা ছিল তদানীন্তন যে কোন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে নিতান্ত অবাস্তব অসম্ভব, কট্টর কাফিরদের কথা তো বলাই বাহুল্য। যে সময় কুরাইশগণের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ধন-জনের প্রাচুর্যতা কেবল মক্কা শহরেই স্বীকৃত ছিল না বরং সারা আরব ভূখন্ডে যাদের ছিল অসংখ্য পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী- ঠিক সেই সময় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী সাথী

www.pathagar.com

ছিলেন গুটিকয়েক সহায় সম্বলহীন নিরীহ মানুষ। স্বীয় গোত্র এমনকি আপন চাচা থেকে প্রত্যাখাত প্রায় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। এমতাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছায় পরপর দুটি সন্তানের ইন্তেকালে তিনি ছিলেন দারুণভাবে মর্মাহত। এমন পরিস্থিতিতে গগণচুম্বী প্রভাব প্রতিপত্তিশীল কুরাইশ নেতাগণের আবতার হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও বাস্তব প্রমাণিত হল। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিশু রাষ্ট্রকে গলা টিপে হত্যা করার লক্ষ্যে ৫ম হিজরীতে কুরাইশগণ যে অভিযান পরিচালনা করেছিল (খন্দকের যুদ্ধ) সে সময়কাল পর্যন্ত هُوَ الْأَبْتَرُ- ঘোষণাটি বাহ্যত ছিল নিতান্তই অবাস্তব অসম্ভব, অথচ মাত্র তিন বছর পরই ৮ম হিজরীতে যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল, তখন সমগ্র আরব ভূখণ্ডে কুরাইশদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী বলতে কেউই অবশিষ্ট ছিল না। মাত্র এক বছরের মধ্যেই সারা আরবের উপর নবী করীম (সা.)-এর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। একের পর এক গোত্রগুলি তাঁর হাতে আনুগত্যের 'বায়আত' গ্রহণ করলো। আবু জেহেল, আবু লাহাব আস ইবনে ওয়াইল, উকবা ইবনে আবু মুঈত, ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ কাফির সরদারদের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত চিরতরে মুছে গেল। পক্ষান্তরে নবী করীম (সা.)-এর তামাম পৃথিবীর আনাচে কানাচে মসজিদের মিনার থেকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের আযান ধ্বনিতে দশবার উচ্চারিত হয়ে থাকে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে আজ প্রতিটি উম্মাতে মুহাম্মাদী বাধ্যতামূলকভাবে 'তাশাহহুদ'-এ দুবার এবং দরূদ শরীফ'-এ দুবার তাঁর নামের উল্লেখ করে থাকেন, করে থাকেন তাঁর উপর সালাম পাঠ।

শুধু তাই নয়, নামায আদায়কালে দরূদ শরীফে তাঁর বংশধরদের উপর সালাম ও বরকতের দোয়া পাঠ করে থাকেন প্রতিদিন কোটি কোটি মুসলমান।

আজ যখন বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান নবী করীম (সা.)-এর বংশীয় হওয়াকে বুলন্দ নসীব মনে করেন, তাঁর আসহাবুল কিরামদের খান্দানের অন্তর্ভূক্ত হওয়াকে খোশ নসীব মনে করেন, সাঈদ, আব্বাসী, হাশেমী, ফারুকী, সিদ্দীকিন উসমানী হওয়াকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন- তখন সারা বিশ্বে একটি লোকেরও অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যাবে না যে নিজেকে আবু লাহাবী, আবু জেহেলী বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত আছে। ইতিহাস প্রমাণ করে দিল নবী করীম (সা.) 'আবতার' নন, বরং আবতার হচ্ছে তাঁর শত্রুরাই।

www.pathagar.com

১০৯. সূরা আল-কাফিরূন

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের اَلْكَافِرُوْنَ- শব্দকে সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

শানে নুযুলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম ও তাবারানী বলেন, কুরাইশগণ নবী করীম (সা.)-কে প্রস্তাব দিল- আমরা আপনাকে এত অধিক ধন-সম্পদ দিতে চাই যাতে আপনি মক্কার সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি হয়ে যান। আর আপনাকে আপনার পছন্দসই রমনীর সাথে বিবাহ দিব। তবে শর্ত হচ্ছেঃ আপনি আমাদের প্রতিমাগুলির সমালোচনা করবেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবেন না। যদি আমাদের এই প্রস্তাব আপনি মানতে প্রস্তুত না হন হবে আর একটি বিকল্প প্রস্তাব আপনার সামনে পেশ করব যা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের সেই প্রস্তাবটি কি? তারা বলল, আপনি এক বছরকাল আমাদের প্রতীমাগুলির ইবাদত করবেন, আর আমরা এক বছরকাল আপনার ইলাহর ইবাদত করব। নবী করীম (সা.) বললেনঃ তোমরা অপেক্ষা কর। তখন এই সূরাটি নাযিল হয় এবং সেই সংগে সূরা 'যুমার' ঃ ৬৪-৬৬ আয়াতত্রয়ও নাযিল হয়ঃ

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ .... بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ -

"আপনি বলুনঃ হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতে নির্দেশ দিচ্ছ? .... বরং আপনি আল্লাহরই ইবাদত করুন এবং তাঁরই শোকরগুযার থাকুন।"

আবুল বাখ্‌তারীর মুক্তদাস সাঈদ ইবনে মাইনার বরাতে ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম ও ইবনুল আনবারী বলেন, একদা ওলীদ ইবনে মুগীরা আস ইবনে ওয়াইল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, উবাই ইবনে খালাক রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব পেশ করল, হে মুহাম্মাদ! আপনি যাঁর ইবাদত করেন আমরাও তাঁরই ইবাদত করি এবং আমরা যাদের উপাসনা করি আপনিও

www.pathagar.com

তাদের উপাসনা করুন। আমরা আমাদের নিকট রক্ষিত জিনিসের তুলনায় উত্তম প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা আপনার জিনিসে শরীক হয়ে যাব। আর আমাদের জিনিস যদি আপনার পেশকৃত জিনিসের তুলনায় উত্তম বিবেচিত হয়, তা'হলে আপনিও আমাদের সংগে তাতে শরীক হোন। তখন এই সূরাটি নাযিল হয়।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া বলেন, কুরাইশরা নবী করীম (সা.)-কে বলল-আপনি যদি আমাদের ইলাগগণকে চুম্বন করেন তাহলে আমরা আপনার ইলাহর ইবাদত করব। তখন আল্লাহ্ এই সূরাটি নাযিল করেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ-এর বরাতে আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবু হাতেম বর্ণনা করেন-একদা কুরাইশরা নবী করীম (সা.)-কে বললঃ আপনি যদি রাযী থাকেন তা'হলে আমরা এক বছর আপনার দীনে শামিল হব, আর এক বছর আপনি আমাদের দীনে শামিল থাকবেন। তখন এই সূরাটি নাযিল হয়।

নাযিলের স্থানঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হাসান বসরী ও ইকরামা (রহ.) বলেন, সূরাটি মক্কী। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা ও দাহহাক (রহ.) বলেন, সূরাটি মাদানী। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর একটি বর্ণনামতে সূরাটি মক্কী। শানে নুযূলের আলোকে আমরা সূরাটিকে মক্কী বলেই অগ্রাধিকার দেই।

নাযিলের সময়কালঃ রসূলুল্লাহ (সা.) যখন তওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন তখনই তাঁর নিকটতম আত্মীয় থেকে শুরু করে গোটা মুশরিক সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। 'হক'-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা উঠে পড়ে লাগল। কোন না কোন উপায়ে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর সাথে একটা আপোষ-নিস্পত্তি করা যায় কিনা। প্রাথমিক অবস্থায় তাদের দিলে ক্ষীণ আশার আলো উঁকি দিচ্ছিল। হয়তো বা লোভ-প্রলোভনের মাধ্যমে তার সাথে একটা সন্ধি-সমঝোতা করা সম্ভব হবে। তখনও তারা একেবারেই নিরাশ না হয়ে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপায়ে- কখনও অর্থ-সম্পদ, কখনও নারী, কখনও ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে যদি তাকে বশ করা সম্ভব হয় তাহলে উদ্ভূত বিবাদ-বিসম্বাদ সহজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, এমনটিই আশা করছিল। বস্তুত

www.pathagar.com

এমন অবস্থা তো রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা জীবনের অতি প্রাথমিক কালেই বিরাজমান ছিল। তাই নিশ্চিত বলা যায়, এই সূরাটি তখন নাযিল হয়েছিল যখন পর্যন্ত কুরাইশ সরদারদের রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আলাপ-আলোচনায় বসার মত মন-মানসিকতা বিদ্যমান ছিল, ছিল অনুকুল পরিবেশ। সূরা আল-মুমিনুন-এর পরই সূরাটি নাযিল হয়।

সূরার বিশেষত্বঃ হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সূরা 'আল-কাফিরূন' পাঠ করবে, তাকে এক-চতুর্থাংশ কুরআন খতমের সওয়াব দেয়া হবে। (ইবনে মারদুইয়া)

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা 'আল-কাফিরূন' পাঠ করল, সে যেন কুরআনের এক-চতুর্থাংশ পাঠ করল; এবং যে 'সূরা ইখলাস' পাঠ করল, সে যেন এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করল। (বায়হাকী, তাবারানী)

ফারওয়া ইবনে নাওফাল বলেন, আমার পিতা নাওফাল ইবনে মাআবিয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট আবেদন জানায়, আমাকে কিছু শিক্ষা দিন যা আমি বিছানায় শয়নকালে পাঠ করব। নবী করীম (সা.) বললেনঃ সূরা আল-কাফিরূন পাঠ কর, অতঃপর ঘুমিয়ে যাও। কেননা এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনুল আনবারী, ইবনে আবু শাইবা, হাকেম)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের এমন কথা শিক্ষা দিব না যা তোমাদের শিরক থেকে নিরাপদ রাখবে? শয়নকালে পাঠ করঃ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ - । (তাবারানী, আবু ইআলা)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে নসীহত করলেনঃ তুমি শয়নকালে সূরা 'আল-কাফিরূন' পাঠ করবে, কেননা এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। (বায়হাকী)

হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) আমাকে বলেছেনঃ যখন তুমি ঘুমানোর জন্য বিছানাগত হও তখন সূরা 'আল-কাফিরূন' পাঠ কর। নবী করীম (সা.) এই সূরা পাঠ না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না। (ইবনে মারদুইয়া, বাযযার, তাবারানী)

www.pathagar.com

ইবনে উমার (রা.) বলেন, আমি বহুবার নবী করীম (সা.)-কে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতে এবং মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাতে এই সূরাটি পাঠ করতে শুনেছি। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদুইয়া)

হযরত আলী (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা 'আল-কাফিরূন, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন। (মাযহারী)

মূল বক্তব্যঃ তওহীদপন্থী ও শিরকপন্থীদের সমঝোতার ফর্মুলাকে একেবারেই নাকচ করে দেয়ার তেজস্বী ঘোষণাই সূরাটির মূল বক্তব্য মুমিনের জন্য।

সূরাটির মূল শিক্ষা হচ্ছেঃ কুফরী ব্যবস্থার সাথে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা ও অনমনীয় নীতি গ্রহণ করা। আর কাফিরদের জন্য মূল শিক্ষা হচ্ছেঃ তওহীদের সংগে শিরকের হাত মিলানোর যে ক্ষীণ আশার আলো তারা অন্তরে জ্বালিয়ে রেখেছে- তা কোন দিনই পূর্ণ হবার নয়।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তুঃ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের লোভ-লালসা দেখিয়ে তোমরা আমার নবীকে বাতিলের সংগে হাত মিলানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছ- তারাই দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দেয়ার জন্য আমি তাঁকে ইরশাদ করছিঃ আপনি ঐসব হঠকারী কাফিরদের তেজস্বী ভাষায় সম্বোধন করুন। বলুনঃ হে কাফিরগণ! তোমরা যাদের ইবাদত করার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব পেশ করছ, আমি তাদের ইবাদত করতে আদৌ প্রস্তুত নই, এখনও নই, আর ভবিষ্যতেও নই। আর আমি যার ইবাদত করি, সেই আল্লাহর ইবাদত করতে তোমরাও প্রস্তুত নও। আর তোমরা যেসবের ইবাদত যেসব পন্থায় করছ, আমি কখনও সে সবের ইবাদত করতে কোন প্রকারেই প্রস্তুত নই, এখনও নই, আর ভবিষ্যতেও নই। আর তোমরা যেসবের ইবাদত যেসব পন্থায় করছ, আমি কখনও সে সবের ইবাদত করতে কোন প্রকারেই প্রস্তুত নই। আর না তোমরা (তওহীদের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী) ইবাদত করতে প্রস্তুত সেই লা-শারীক আল্লাহর যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের (কর্মের) ফল, আর আমার জন্য আমার (কর্মের) প্রতিদান নির্ধারিত রয়েছে।

www.pathagar.com

১০৯. সূরা আল-কাফিরূন

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ
مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۝٦

قُلْ = (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, يٰاَيُّهَا = হে, الْكٰفِرُوْنَ[১]= কাফিরগণ! لَا = না, اَعْبُدُ= আমি ইবাদত করি, مَا= যাদের, تَعْبُدُوْنَ= তোমরা ইবাদত কর, وَلَا = আর না, اَنْتُمْ= তোমরা, عٰبِدُوْنَ[২]= ইবাদতকারীগণ, مَا = যাঁর, اَعْبُدُ = আমি ইবাদত করি, اَنَا= আমি, عَابِدٌ= ইবাদতকারী, مَا= যার, عَبَدْتُّمْ= তোমরা ইবাদত কর, لَكُمْ = তোমাদের জন্য, دِيْنُكُمْ[৩]= তোমাদের ধর্ম, وَلِىَ = এবং আমার জন্য, دِيْنِ = আমার ধর্ম।

---

(১) আপনি বলে দিনঃ হে কাফিরকুল! (২) আমি তাদের ইবাদত করি না- যাদের তোমরা ইবাদত কর (৩) আর আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। (৪) আর তোমরা যেগুলোর ইবাদত কর আমি সেগুলোর ইবাদতকারী নই। (৫) আর আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নয়। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।

---

১. يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ – (হে কাফিরকুল) বাক্য দ্বারা কোন যুগের কোন শ্রেণীর কাফিরদের সম্বোধন করা হয়েছে? কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসির মনে করেন যে, 'হে কাফিরগণ' দ্বারা সন্ধি প্রস্তাব পেরী সেই সকল কাফিরদের বুঝানো হয়েছে যারা তখন কুরাইশদের নেতৃত্বে আসীন ছিল; যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্তও

www.pathagar.com

ইসলাম কবুল করেনি। তাই তাদের সম্বন্ধে যে ইরশাদ হয়েছে ৩ নং আয়াতে এবং ৫ নং আয়াতে- বস্তুত তা ছিল তাদের কাফির হালতে মৃত্যু হওয়ার আগাম ঘোষণা। সম্মানিত সেই সব মুফাসসিরের যুক্তির অন্য দিকটি হচ্ছেঃ 'হে কাফিরকুল!' সম্বোধন দ্বারা ইহূদী-নাসারাকে' এজন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না যে, তারা তো সেই মা'বুদের (আল্লাহর) ইবাদত করে, যে মাবুদের ইবাদত করেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)। কেননা ইহুদী-নাসারা তো আল্লাহতে বিশ্বাসী (যদিও তাঁর সাথে শরীক করে)।

আমাদের মতে এ সম্বোধনটি সকল যুগের সকল কাফিরদের জন্যই প্রযোজ্য। لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ-এই চূড়ান্ত ফয়সালাটি কেবল সন্ধি প্রস্তাব-পেশকারী কতিপয় কাফির সরদারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয় আর নয় তদানীন্তন ইহুদী-নাসারাদের জন্য, বরং কুরআনের এই সিদ্ধান্ত শ্বাশত ও চিরন্তন। পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত যত কাফিরের আগমন-তিরোধান ঘটবে সকলের জন্যই 'যেমন কর্ম তেমন ফল' নীতি কার্যকর থাকবে।

ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন পূরণে, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে, কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির প্রসঙ্গে কোন আয়াত নাযিল হলেও বস্তুত ঐ ঘটনা বা প্রসঙ্গ পর্যন্তই কুরআনের বিধান কার্যকর থেকেছে- তারপর বিধানটির কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে-এমনটি মনে করা কুরআনের উচ্চতর শানের খেলাফ। কুরআন এসেছে সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান নিয়ে। এর বিধান তো শ্বাশত-চিরন্তন। তাই 'হে কাফিরকুল' বলে পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত সকল যুগের সকল কাফিরকেই বুঝানো হয়েছে।

এছাড়া قُلْ শব্দটি দ্বারা নবী করীম (স.)-কে সম্বোধন করা হলেও তাঁর মাধ্যমে প্রত্যেক ঈমানদারের প্রতিই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সকল যুগের সকল মুমিনেরই কর্তব্য হচ্ছে- সকল যুগের সকল কাফিরদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়াঃ কুফ্‌র-এর সংগে 'তওহীদ'-এর সমঝোতা কখনও সম্ভব নয়।

২. وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ- অর্থাৎ কাফিরগণ তাঁর (আল্লাহর) ইবাদত করে না যাঁর ইবাদত মুমিনগণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছেঃ কাফিরগণ তো আল্লাহকে মাবুদ বলে অবশ্যই স্বীকার করে। কুরআন মাজীদেই প্রমাণ আছে যে, মুশরিকরা প্রাচীন কাল থেকেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা তো 'স্বাকার'-এর মাধ্যমে

www.pathagar.com

নিরাকার-এর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। অন্যদিকে আহলে কিতাবগণ তো আল্লাহকেই সর্বশক্তিমান মনে করে। তা'হলে তারা আল্লাহর ইবাদত করে না এটা কি সত্য? উত্তরে বলা যায়, তারা যেভাবে আল্লাহকে গ্রহণ করেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। আর স্বাভাবিকভাবেই তাদের ইবাদতও ভুল পন্থায় অনুষ্ঠিত। তাই যাঁর জন্য ইবাদত করার দাবী করা হয়- সেই সত্তা পর্যন্ত তাদের ইবাদত আদৌ পৌঁছায় না। অন্য কথায়- তাদের ইবাদত বলে গণ্য করা হয় না- কবুল করা হয় না। তাই উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য।

তাদের কেউ কেউ মনে করে, আল্লাহ্ অসংখ্য মাবুদের মধ্য হতে একজন বড় মাবুদ। অথচ তওহীদের মূল কথাটিই হচ্ছে- আল্লাহ্ এক, একক, অদ্বিতীয়, অনন্য, লা-শারীক।

ইহুদীরা মনে করে, আল্লাহ্ কেবল তাদেরই রব। তাদের সংগে আল্লাহর এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। 'উযাইর' তাঁরই পুত্র। তিনি ছয়দিনে দুনিয়া সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাই সপ্তম দিনে তাঁর বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। একদা তিনি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন বটে কিন্তু তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি।

নাসারাগণ মনে করে, তাদের আল্লাহ্ স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ করেছেন। ঈসা তাঁর একমাত্র সন্তান। লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকে শূলীবিদ্ধ করেন।

কারও আল্লাহ্ স্ত্রী-কন্যা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বেচারা কেবল কন্যা সন্তানই জন্মদান করেছে। ফেরেশতাকুল হচ্ছে তারই কন্যা। আবার কারও খোদা মানব আকৃতি পরিগ্রহ করে ধূলির ধরায় মানুষের ন্যায় কাজকর্ম করে থাকে। কেউ কেউ মনে করে, আল্লাহ হচ্ছেন 'ওয়াজিবুল ওয়াজূদ'। বিশ্বলোককে তিনি একবার ধাক্কা দিয়েই ক্ষান্ত। অতঃপর সারা বিশ্বচরাচর প্রাকৃতিক নিয়মেই চলছে। বিশ্বকর্তার সাথে বিশ্বচরাচরের আর কোন সম্পর্কই বর্তমান থাকেনি।

তওহীদের আসল দাবী তো সেই আল্লাহর বন্দেগী যিনি বিশ্বচরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। একচ্ছত্র আধিপত্য তাঁরই। তিনিই হচ্ছেন নিরংকুশ ব্যবস্থাপক, মহা পরিচালক ও নিয়ন্তা। তাঁরই আদেশ-নিষেধ সদা কার্যকর। তিনি সর্বপ্রকার ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা-অক্ষমতা থেকে মুক্ত-পবিত্র।

www.pathagar.com

তাঁর উপমা-উদাহরণ বলতে কিছুই নেই। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। স্ত্রী-পুত্র কন্যা গ্রহণ করা থেকে তিনি পবিত্র। সকল ক্ষমতা-ইখতিয়ার তাঁরই। তাঁর কোনই শরীক নেই। এসব আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে খালেসভাবে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনে যে ইবাদত-বন্দেগী করা হয়, কেবল তাই কবুল হওয়ার যোগ্য। অনুকূলে আয়াতঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ -

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অন্বেষণ করবে, তা তার থেকে কবুল করা হবে না।" (আলে ইমরানঃ ৮৫) তাই দৃঢ়তার সাথে বলা যায় কাফির-মুশরিক, ইহুদী-নাসরা- কেউ আল্লাহর ইবাদত করে না, করে আল্লাহর নামে অসংখ্য কল্পিত সত্তার বন্দেগী।

৩. ৬ নং আয়াতে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যদি তোমরা স্বকল্পিত উপাস্যদের পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে এক এবং একক আল্লাহর ইবাদত ওহী-প্রদর্শিত তরীকায় পালন না কর, তা'হলে তোমাদের আল্লাহদ্রোহী কাজের প্রতিফল তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে নবী নির্দেশিত তরীকায় ইবাদতের কারণে আমরা অবশ্যই প্রতিদান প্রাপ্ত হব।

'আদালতে রাব্বানীয়া-র এই মৌলনীতি "যেমন কর্ম তেমন ফল" কুরআন মাজীদে বহুস্থানে বিঘোষিত হয়েছে। অনুকূলে আয়াতঃ

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ج اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِىْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ - (يونس : ٣٩)

"আর যদি তারা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে আপনি বলে দিনঃ আমার কাজের দায়-দায়িত্ব আমার আর তোমাদের কাজের দায়-দায়িত্ব তোমাদের। আমার কাজের জন্য তোমরা দায়িত্বমুক্ত, আর তোমাদের কর্মের জন্য আমিও সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত।" (সূরা ইউনুসঃ ৪১)

وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ - (البقرة : ١٣٩)

"(হে রসূল! আপনি বলে দিন) আমরা আমাদের কর্মফল ভোগ করব, আর তোমরা ভোগ করবে তোমাদের কর্মফল। আমরা (আমাদের বন্দেগীতে)

www.pathagar.com

একমাত্র আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ।" (আল-বাকরাঃ ১৩৯)

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ - (الشعراء : ٢١٦)

"যদি তারা আপনার অবাধ্যাচরণ করে আপনি বলুন, তোমরা যা কর আমি তার জন্য দায়ী নই।" (শুআরাঃ ২১৬)

قُلْ لاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ - (سبا : ٢٥)

"আপনি বলে দিনঃ আমাদের কৃত অপরাধের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কর তার জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না।" (সাবাঃ ২৫)

اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى - (النجم : ٣٨)

"(প্রকৃত ব্যাপার এই যে,) কোন বোঝা বহনকারীই অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না।" (আন-নাজমঃ ৩৮)

প্রশ্নঃ শানে নুযূল শিরোনামে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে, নবী করীম (সা.) বললেনঃ তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আমার রবের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আসে। তা'হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয়ার সপক্ষে কোন ওহী নাযিল কি মহানবী (সা.) আশা করে কাফিরদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন?

উত্তরঃ না। রসূলুল্লাহ (সা.) এমন নিকৃষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বিবেচনাযোগ্যও মনে করেননি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কুরাইশরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কায়দা-কৌশলে নবী করীম (সা.)-কে সন্ধি প্রস্তাবে রাযী হওয়ার জন্য বিরক্ত করছিল। সন্ধি প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখাত হওয়া সত্বেও তাদের আবদার-পীড়াপীড়ি চলছিল। তাই তিনি হেকমত স্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি সন্ধি নাকচ সম্পর্কিত ওহী আশা করে তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, যাতে তারা চিরতরের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ আরবী ভাষায় সাধারণত নিস্প্রাণ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন জিনিসের জন্য مَا শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে; আর বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের ক্ষেত্রে مَنْ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা'হলে مَنْ اَعْبُدُ এবং مَنْ عَبَدْتُّمْ- শব্দদ্বয় ব্যবহার না করে مَا اَعْبُدُ এবং مَا عَبَدْتُّمْ ব্যবহার করা কি সঠিক হয়েছে?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ কয়েকটি কারণে مَنْ এর স্থলে مَا ব্যবহার করা সঠিক হয়েছে। (১) مَا শব্দটি আসলে مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (২) مَا-এ স্থলে الَّذِىْ। (যে বা যিনি) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (৩) কোন ব্যক্তির জন্য যদি مَنْ শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা'হলে তার ব্যক্তি সত্তা সম্পর্কে কিছু বলা বা জিজ্ঞেস করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে যদি مَنْ ব্যবহৃত হত তা'হলে কাফিররা সগর্বে বলত-আমরা তো আল্লাহর সত্তাকে মানি এবং তাঁর ইবাদত করি। কিন্তু مَا ব্যবহৃত হওয়ায় আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়- যেসব গুণ-সিফাত ওয়ালা মাবুদের আমি ইবাদত করি, সেসব গুণ-সিফাত ওয়ালা মাবুদের ইবাদত তোমরা কর না। তাই مَنْ- এর পরিবর্তে مَا ব্যবহার করা হয়েছে এবং আরবী ভাষার বাকরীতিতে এরূপ ব্যবহারের প্রচলন আছে।

প্রশ্নঃ ৪ ও ৫ আয়াতদ্বয় ২ ও ৩ আয়াতদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি করার মধ্যে কি বিচক্ষণতা নিহিত আছে?

উত্তর ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) অনেক তাফসীরবিদের মত বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমান কালের জন্য এবং দ্বিতীয়বার ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তা'হলে ৩ নং আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়- "আমি যাঁর ইবাদত করি এখনই তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত নও।" আর ৫নং আয়াতের বক্তব্য দাঁড়ায় "(তোমাদের আচরণ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে) আমি যাঁর ইবাদত করি (ভবিষ্যতে) তোমরা তাঁর ইবাদতকারী হবে না।"

ইবনে কাসীরের মতে, প্রথমবার উপাস্যদের বিভিন্নতা প্রকাশার্থে এবং দ্বিতীয়বার ইবাদত পদ্ধতির স্বাতন্ত্র প্রকাশার্থে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা'হলে প্রথম স্থানে এর অর্থ হবে- "আর না তোমরা ঐসব গুণসম্পন্ন একক, অদ্বিতীয়, লা-শারীক আল্লাহর ইবাদত করতে প্রস্তুত, যাঁর ইবাদত আমি করি।" আর দ্বিতীয় স্থানে এর অর্থ হবে "আর না তোমরা ওহী-প্রদর্শিত পথ-পন্থায় তাঁর ইবাদত করবে যাঁর ইবাদত যেমন পন্থায় আমি করি।" অর্থাৎ মুসলমানদের ইবাদত পদ্ধতি তা-ই যা আল্লাহ ওহী মারফত ইরশাদ করেছেন। ইবাদত সেই পদ্ধতিতে কেবল গ্রহণযোগ্য যা রসূলুল্লাহ (সা.) শিখিয়েছেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের উপাস্য ও উপাসনা পদ্ধতি সবই শিরক-এ পরিপূর্ণ।

আল্লামা মওদূদী (রহ.) মনে করেন, ২নং আয়াতে বর্তমান কালের অর্থ প্রকাশ পেয়েছে- অর্থাৎ "আমি তাদের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা

www.pathagar.com

করছ।" আর ৪ নং আয়াতে অতীত কালের অর্থ প্রকাশিত হয়েছে- অর্থাৎ আমি ঐসব উপাস্যের ইবাদতকারী নই যাদের উপাসনা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষরা আবহমান কাল থেকে করে আসছে।"

প্রশ্নঃ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ "দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।" (বাকারাঃ ৩৫৬)

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ "তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।" (কাফিরূনঃ ৬)

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا - (الانفال : ٦١)

"আর যদি তারা (কাফিররা) সন্ধির জন্য হস্ত প্রসারিত করে, তবে আপনিও করুন।" (আনফালঃ ৬১)

উপরোক্ত আয়াতগুলির ভিত্তিতে এটা পরিষ্কার যে, দীন গ্রহণ এবং তার উপর কায়েম থাকা না-থাকার ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা চলবে না। যার যার দীনের উপর কায়েম থেকে সহ-অবস্থান নীতিতে সম্প্রীতি বজায় রাখবে, কাফির ও কুফরের সাথে সন্ধি-সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই ইহুদীদের সাথে শান্তি ও সহ অবস্থানের চুক্তি করেছিলেন। তা'হলে কতিপয় উগ্রপন্থী ইসলামী চিন্তাবিদ জিহাদের ডাক দিয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানছে, একে অপরের বিরুদ্ধে হানাহানি, কাটাকাটি করছে, করছে রক্তপাত- এটা কি কুরআন-হাদীসের শিক্ষার পরিপন্থী নয়?

উত্তর ঃ ধর্মীয় উদারতা ও সহ-অবসন্থান নীতি ঘোষণা করা আয়াতগুলির উদ্দেশ্য নয়। কুফরী অবলম্বন করা এবং কুফর হালতের উপর বহাল থাকার নিশ্চয়তাদানও এর মর্মার্থ নয়, বরং কুরআন-হাদীস মুসলমানকে এই চিরন্তন শিক্ষাই দেয় যে, কুফর যেখানেই, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, মুসলমান সর্বদাই তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে 'কুফর'-এর সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জননীতি গ্রহণ করে চলবে। আদর্শের ক্ষেত্রে কোন আপোষ নেই।

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ - আয়াতে দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নীতি গ্রহণ না করার যে ঐশী পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক।

www.pathagar.com

মনের উপর কোন অবস্থাতেই কারও জোর খাটে না। দীন কবুল করা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। তাই জোরপূর্বক কাউকে মুসলমান বানালে সে আত্মরক্ষার খাতিরে মুলতঃ 'ইসলাম' কবুল না করে বাস্তবে 'মুনাফিকী' কবুল করে। ফলে হিতে বিপরীত হয়ে থাকে।

অত্র সূরায় لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ–এর অর্থ যদি কুফর-এর সাথে 'ঈমান'-এর Saturated mixture (দ্রবীভূত মিশ্রণ) তৈরী করার এক অভিনব ফর্মুলা আবিস্কার করা হয়, তা'হলে তা হবে কুরআন-হাদীসের মূলনীতির সংগে দারুণভাবে সাংঘর্ষিক।

وَاِنْ جَنَحُوْا– আয়াত দ্বারা সন্ধির জন্য অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তার মূলনীতি মহানবী (সা.) নিম্নরূপ ঘোষণা করেছেনঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا ـ (رواه أبو داؤد والترمذى والحاكم)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মুসলমানদের মধ্যে (সর্বপ্রকার) সন্ধি-সমঝোতা জায়েয। কেবল ঐ সন্ধি জায়েয নয় যা হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল বানায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম)

উক্ত হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে সন্ধি-সমঝোতা স্থাপনের ব্যাপারেও হারাম-হালাল এর সীমারেখাকে অতীব সূক্ষ্মতার সাথে রক্ষা করার জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। এই মূলনীতি সামনে রেখে কাফিরের সংগে সন্ধি করে কুফর-এর ন্যায় নিকৃষ্টতম হারামকে হালাল করার সাধ কোন মুমিনের থাকতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হারাম-হালাল-এর শান্তি ও সহ অবস্থানের অন্বেষায় এবং মানবিক কারণেই কাফিরদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া জায়েয।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সূরা কাফিরূন ঃ

ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ তাদের মতবাদের দলীল হিসেবে জোরালোভাবে "সূরা কাফিরূন" পেশ করে থাকেন। তাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন-তারা

www.pathagar.com

যেন বিভিন্ন তাফসীরে অত্র সূরার ব্যাখ্যা পড়ে দেখেন। অত্র সূরায় ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থন করা হয়নি, বরং তা চরমভাবে প্রত্যাখান করা হয়েছে। মহানবী (সা.) ধর্মনিরপেক্ষতার কোনরূপ প্রশ্রয় দিলে মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে স্থাপিত এবং বিধর্মীদের উপাস্য হিসাবে পূজিত ৩৬০টি মূর্তি নির্মমভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেন না।

কাফের নেতাগণ মহানবী (সা.)-এর সামনে যে বিকল্প প্রস্তাবগুলো রেখেছিল, সেগুলো মহানবী (সা.) গ্রহণ করলেই কেবল বলা যেত- এসূরা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ তাদের ধর্ম সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ছিল সম্পূর্ণতই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। মূলত সূরায় পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, সত্যের সাথে মিথ্যার এবং হকের সাথে বাতিলের কোন সমঝোতাই হতে পারে না। "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম" -এ কথাটি মহানবী (সা.)-এর নিকট এমন সময় নাযিল হয় যখন তাঁর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা তো দূরের কথা- মক্কার মাটিতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শক্তিটুকুও তাঁর ছিল না। ঐ কথার অর্থ যদি এই হত যে, তোমরা তোমাদের ধর্ম পালন করবে- এতে আমার হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই এবং আমি আমার ধর্ম পালন করব এতে তোমাদের সস্তক্ষেপ করাও কিছু নেই- তবে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার মুশরিকরা আজকের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মত সূরা কাফিরূনের দোহাই দিত এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষেও কাবা থেকে ৩৬০টি মূর্তির অপসারণ সম্ভব হত না। সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির জয় করলে হিন্দু পুরোহিতরা তাঁকে মূর্তিগুলো না ভাঙ্গার এবং এর বিনিময়ে পর্যাপ্ত অর্থ উপঢৌকন গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। তিনি উত্তরে বলেন- "এ জাতি মূর্তি বিক্রির জন্য নয়, মূর্তি ভাঙ্গার জন্য।"

দ্বিতীয়তঃ মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর সেখানকার ইহুদী-খৃস্টান সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে লিখিত চুক্তিনামা সম্পাদন করেছিলেন তাতেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি, বরং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন চুক্তিপত্রের শিরোভাগেই 'বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম' যোগ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) যে আল্লাহর রসূল (যদিও প্রধান দুই পক্ষ ইহুদী-খৃষ্টানরা তা স্বীকার করে না) তাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং মদীনার এই রাষ্ট্র ইসলামী আইনের

www.pathagar.com

ভিত্তিতে পরিচালিত হবে তাও চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে- যদিও অন্যান্যদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। (দ্র. আল্লামা ইবনে কাসীর রচিত ইতিহাস গ্রন্থ-'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,' ২য় সংস্করণ, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ. ৩য় খন্ড, পৃ. ২২৪)

তৃতীয়তঃ ইসলামী রাষ্ট্রে কোন সম্প্রদায়েরই ধর্মনিরপেক্ষ আইন অনুসরণের সুযোগ নেই। এখানে প্রতিটি সম্প্রদায়ের উপর নিজ নিজ ধর্মীয় আইন বলবৎ করা হয়। কেবল জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর ইসলামী আইন কার্যকর করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট একজোড়া ইহুদী নারীপুরুষকে যেনার অপরাধী হিসেবে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হলে তিনি তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের বিধান (২য় বিবরণ. ২২ঃ ২৪; লেবীয়, ২০ঃ১০-১১; যোহন, ৮ঃ৫) অনুযায়ী তাদের মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দেন।

আসল কথা হল- ইসলামে যেমন "ইসলামী সমাজতন্ত্র" বলতে কোন পরিভাষা নেই, তেমনি এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতেও কোন পরিভাষা নেই। ইসলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন বিধান। এতে মানব মস্তিস্ক প্রসূত কোন ইজম যোগের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কুরআন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত ও ফতোয়া এবং ফকীহগণের ইজতিহাদই হচ্ছে পর্যায়ক্রমিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎস। যেখানে আইনের উৎসই ধর্ম-সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ধর্মনিপেক্ষবাদীরা "লা-ইকরাহা ফি'দ-দীন (ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই) আয়াতের উধৃতি দিয়ে বলতে চান- আমার ধর্ম আমি পালন করলে করব, না করলে না করব- তাতে তোমার কি? এখানেও তারা একই ভুল করেন। আমি ঘুষ খাব, সূদ খাব, যেনা করব, চুরি-ডাকাতি করব, নামায পড়ব না, রমযান মাসে রোযা থাকব না এবং প্রকাশ্য দিবালোকে পানাহার করব- তাতে তুমি বাধা দেওয়ার কে? জান না- ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই!

জানা উচিত- ইসলাম কোন নৈরাজ্যের ধর্ম নয়, ইসলাম কোন স্বৈরাচারী ধর্ম নয়, তবে কোন লাগামহীন বন্ধনহীন বিশৃংখল ধর্ম নয়। অত্র আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা হলো- কোন ভিন্ন ধর্মের লোককে আমাদের ধর্ম অনুসরণের

www.pathagar.com

জন্য আমরা বাধ্য করতে পারি না। সে যদি রমযান মাসে প্রকাশ্য দিবালোকে পানাহার করে তবুও আমরা তাকে শাস্তি দিতে পারি না। কিন্তু একজন মুসলমান যদি নামায না পড়ে, রোযা না রাখে, মদ পান করে, শূকরের মাংস খায় তবে ইসলামী আইনে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টান, অথবা হিন্দু যদি শূকরের মাংস খায় এবং মদ পান করে তবে ইসলামী আইনের আওতায় তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ তাদের ধর্মে এগুলো বৈধ। কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না, কিন্তু কোন মুসলমান যদি ইসলাম ত্যাগ করে তবে অবশ্যই তার বিচার হবে। এই হল "ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই" কথার তাৎপর্য।

পরিশেষে বলতে হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) স্বয়ং মানুষকে ধর্মহীন করে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়। এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- The doctrive that state, morality, education etc, should be separated from religion- "রাষ্ট্র ব্যবস্থা, চরিত্র-নৈতিকতা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়ার মতবাদ।" শুধু কয়েক শব্দের এই সংজ্ঞা সম্পর্কে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, বিশেষত মুসলমানদের জন্য এই মতবাদ কত ভয়ংকর, কত মারাত্মক, কত বিদজনক। তাই সংক্ষেপে বলা যায়- 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মানেই 'ধর্মহীনতা।' মানুষকে ধর্মহীন, নীতিহীন, চরিত্রহীন করার জন্য এটা হচ্ছে নাস্তিকতাবাদীদের একটি মারনাস্ত্র।

www.pathagar.com

১১০. সূরা আন-নাসর

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের نصر – শব্দটিকেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সূরাটির অপর নাম التَّوديع। –"আত্-তাওদী"।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সকল মুফাসসির একমত যে, সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে ইবনে মারদুইয়া বলেন, সূরাটি মাদানী। ইবনে উমার (রা.)-এর বরাতে বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া, আবদ ইবনে হুমাইদ, বাযযার, আবু ইয়ালা ও ইবনে আবু শাইবা বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায় হজ্জে মীনাতে অবস্থানকালে 'আইয়্যামে তাশরীক' (১১-১৩ যিল-হজ্জ)-এর কোন এক দিনে সূরাটি নাযিল হয়।

নাযিল হওয়ার সময়কালঃ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের তিন মাস কয়েক দিন পূর্বে তিনি বিদায় হজ্জে মিনায় অবস্থানকালে তাঁর উপর সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ এই সূরাটি নাযিল হয়। তিন পরিস্কার বুঝতে পারেন যে, এটা তাঁর মৃত্যুর ইংগিতবহ।

অনুকূলে হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন-যখন সূরা আন্-নাসর নাযিল হল তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ আমার আয়ুস্কাল ফুরিয়ে এসেছে এবং মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হয়েছে। (আহ্মাদ, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুইয়া, ইবনুল মুনযির)।

উম্মুল মুমিনীন হযরত ইম্মে হাবীবা (রা.) বলেন, যখন যখন সূরা আন-নাসর নাযিল হল তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি স্বীয় উম্মাতের মাঝে অগ্রজ নবীর অর্ধেক বয়সের বেশী সময় অবস্থান করেছেন। বস্তুত ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ.) বনী ইসরাঈলের মধ্যে মাত্র ৪০ বছর অবস্থান করেছিলেন, আর এটা হচ্ছে উম্মাতের মাঝে আমার অবস্থানের ২০ তম বছর। আমি এ বছরই ইন্তেকাল করব। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে উঠলেন। তিনি তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেনঃ আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সংগে মিলিত হবে। একথা

www.pathagar.com

শুনে ফাতিমা (রা.) হেসে ফেললেন। (ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আবী হাতেম)

সূরা 'আত-তওবা'র পরই এই সূরা নাযিল হয়েছে।

সূরার বিশেষত্বঃ এই সুরাটি কুরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা। যদিও এরপর আরও আয়াত নাযিল হওয়ার প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু তবুও পূর্ণাঙ্গ সূরা এরপর আর নাযিল হয়নি। যেমন সূরা আল-ফাহিতা হচ্ছে সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া পূর্ণাঙ্গ সূরা- যদিও এর পূর্বে সূরা আলাক, সূরা মুদ্দাসির-এর কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছিল। সূরা যিলযাল-এর ফযীলত প্রসঙ্গে তিরমিযী সংকলিত হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, এই সুরাটি [সূরা আন-নাসর] কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

মূল বক্তব্যঃ সর্ব প্রকার বিজয়-সাফল্যের মূল দাতা হচ্ছেন আল্লাহ জাল্লা শানুহু। তাই বিজয়লগ্নে কেবল তাঁরই হামদ-শোকর আদায় করতে হবে। সেই সংগে মানব সুলভ দুর্বলতার কারণে বিজয়াভিযানে যেসব ত্রুটি-শৈথিল্য সংঘটিত হয়ে থাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তুঃ প্রথম দুই আয়াতে মহানবী (সা.)-কে তাঁর মিশনের চূড়ান্ত বিজয়লাভের আগাম সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। সেই সংগে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও ব্যক্ত হয়েছে- সুতরাং মিশনের মহাপরিচালকের প্রয়োজনও শেষ হয়ে এসেছে।

৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, চরম প্রতিকূল পরিবেশে এমন চরম সাফল্য যাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য সহানুভূতিতে সম্ভব হয়েছে, আপনি তাঁরই হামদ সহকারে তাসবীত পাঠ করুন। আর আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আপনার পক্ষ থেকে যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে তার জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি প্রসারিত করবেন।

www.pathagar.com

১০৯. সূরা আন-নাসর

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

اِذَا=যখন, جَاۤءَ = আসবে, نَصْرُ =সাহায্য, وَالْفَتْحُ[১] = এবং বিজয় وَرَاَيْتَ = আর আপনি দেখবেন, النَّاسَ= লোকদেরকে, يَدْخُلُوْنَ=তারা প্রবেশ করছে, فِىْ = মধ্যে, دِيْنِ اللّٰهِ = আল্লাহর দীন, اَفْوَاجًا[২]= দলে দলে (এক বচন فَوْجٌ – দল), فَسَبِّحْ[৩]= তখন আপনি তাসবীহ্ পাঠ করুন, بِحَمْدِ = হামদ (প্রশংসা) সহকারে, رَبِّكَ = আপনার রব, وَاسْتَغْفِرْهُ= এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, تَوَّابًا = বড়ই তওবা কবূলকারী।

---

(১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (২) এবং (হে রসূল!) আপনি দেখবেন যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে (৩) তখন আপনি তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার রব-এর হামদ সহকারে এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চিত তিনি বড়ই তওবা কবূলকারী।

---

১. الفتح-‘বিজয়’ বলতে এখানে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির ‘বিজয়’ বলতে ‘মক্কা বিজয়’-কে বুঝিয়েছেন। যেহেতু মক্কা বিজয় ৮ম হিজরী সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর সূরাটি নাযিল হয়েছিল বিদায় হজ্জ চলাকালে, তাই ‘মক্কা বিজয়’ এর লক্ষ্য মেনে নিতে আপত্তি থাকাই যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া মক্কা বিজয়ের পরও তায়েফ ও হুনাইনের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর আরও দীর্ঘ দুটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল সমগ্র আরব ভূখন্ডে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হতে। সুতরাং ‘বিজয়’ দ্বারা এখানে মক্কা বিজয়কে

www.pathagar.com

বুঝানো হয়নি, বরং সমগ্র আরব ভূখন্ডে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে।

২. أَفْوَاجًا- অর্থাৎ এমন যুগের শুভাগমন হবে, যখন দেখবেন লোকেরা দলে দলে, হাজারে হাজারে, গোত্রের পর গোত্র একযোগে ইসলাম কবুল করছে।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় সাধিত হওয়ার পূর্বেই বহু সংখ্যক মানুষ ইসলামের সত্যতা এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে তারা তা প্রকাশ করতে পারছিল না। মক্কা বিজয়ের ফলে এই প্রতিবন্ধকতা দূর হলে আরবের নানা দিকে হতে দলে দলে লোক, প্রতিনিধির পর প্রতিনিধি নবী করীম (সা.)-এর মুবারক হাতে বায়আত গ্রহণ করে। ইয়েমেন থেকে সাত শত লোকের একটি দল ইসলাম কবুল করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। এমনকি ১০ম হিজরী সালে সমগ্র আরব ভূখন্ডে ইসলাম কবুল করেনি- এমন একজন মুশরিকের অস্তিত্বও ছিল না।

৩. فَسَبِّحْ- চূড়ান্ত বিজয় হাসিল হালে মুমিনের কি কর্তব্য সেই কথা বলা হয়েছে। দুনিয়ার কোন জননেতা যদি কোন বিপ্লব সাধনে সক্ষম হয়, তাহলে সে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করে থাকে যার ব্যাপক অংশ জুড়ে থাকে নাচ-গান, ভোগ-পান, ঢাক-ঢোল আর আতসবাজির মহড়া। নিজের বাহাদুরীর ঢোল পিটিয়ে, স্বীয় কৃতিত্ব ও যোগ্যতার ব্যাপক প্রচারে সে হয়ে উঠে মত্ত। পক্ষান্তরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর রসূলকে সাফল্যের জয়গান গাইতে শিখালেন সম্পূর্ণ এক অভিনব পদ্ধতিতে।

মাত্র তেইশ বছরের এক সংক্ষিপ্ত সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে মূর্খ ও বর্বর জাতিকে এক সুসভ্য, সুশৃংখল, অতি উচ্চ নৈতিক গুণসম্পন্ন জাতিতে পরিণত করে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন করার যে বিস্ময়কর ইতিহাস তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, ইকামতে দীনের মিশনকে মনজিলে মকসূদে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। এই মহাবিপ্লবের সফলতায় নেই তাঁর এতটুকুও কৃতিত্ব-বাহাদুরী। এটা নয় কোন মানুষের বাহাদুরীর ফসল। এ সাফল্য নিছক আল্লাহরই দয়ার দান। তাই এই বিজয় উৎসব পালনের সঠিক তরীকা হচ্ছে কেবল আল্লাহরই গুণগান করা- কেবল তাঁরই হামদ-শোকর আদায় করা। সেই

www.pathagar.com

সংগে এই কঠিন দায়িত্ব আনজাম দিতে গিয়ে মানবিক দুর্বলতার কারণে যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে তার জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ আমরা দীনের যত বড় খেদমত করি না কেন, আল্লাহর পথে যত ত্যাগই স্বীকার করি না কেন, আমাদের কোরবানী ও আত্মত্যাগ যতই মর্মস্পর্শী হোক না কেন, ইবাদত-বন্দেগীতে যতই কষ্ট স্বীকার করি না কেন-আমরা যেন এক মুহূর্তের জন্যও দিলে একথা ঠাঁই না দেই যে, আমাদের উপর আল্লাহর যে হক ছিল তা আমরা পুরাপুরি আদায় করেছি। বরং অকপটে একথাই স্বীকার করতে হবে যে, আমার উপর যে দায়িত্ব আরোপিত ছিল- তা কিছুই পালন করতে পারিনি। গুনাহগার হিসাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে যা কিছু ছিটাফোটা চেষ্টা-শ্রম, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছি, তাঁর হক আদায় করতে আমার দ্বারা যতসব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে- তিনি যেন সেগুলি ক্ষমা করে দিয়ে অধমের সামান্য শ্রম কবুল করেন। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁরই খাস রহমতে এ অধমকে দীন-ইসলামের উপর অবিচল রেখেছেন এজন্য অন্তরের সমস্ত আবেগ-অনুভূতি দিয়ে তাঁর হামদ সহ তাসবীহ্ পাঠ করতে হবে- অবনমিত করে দিতে হবে বিনয়ের মস্তক তাঁরই সমীপে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ - (الاعراف : ٤٣)

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের এই পথ দেখিয়েছেন। আমরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না- যদি আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখাতেন।" (আ'রাফঃ ৪৩)

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ - (هود : ٨٨)

"আর আমার যা কিছু করার তওফীক হয়- তা কেবল আল্লাহর সাহায্যে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।" (হূদঃ ৮৮)

কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর হক যথাযথ ভাবে আদায় করা কখনও সম্ভব নয়, নিতান্তই তার ক্ষমতার বাইরে। সুতরাং কোন ব্যাপারেই কোন বান্দার এতটুকু গৌরব বোধ করা কিংবা আত্মশ্লাঘা অনুভব করা উচিত নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ কুরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ সূরা কোনটি?

উত্তরঃ সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা আর সূরা আন-নাসর হচ্ছে সর্বশেষ সূরা।

হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জে পূর্ণাংগ এই সূরাটি নাযিল হয়। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর মাত্র আশি দিন পূর্বে নাযিল হয়ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا ـ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে পছন্দ করলাম।" (মায়েদাঃ ৩) তাঁর জীবনের যখন মাত্র পঁয়ত্রিশ দিন বাকী ছিল তখন নাযিল হয়ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ (التوبة : ١٢٨-١٢٩)

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তাহলে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।" (তওবাঃ ১২৮, ১২৯)

উল্লেখ্য যে, 'সূরা আলাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াতই হচ্ছে সর্বপ্রথম ওহী আর সূরা 'আল-বাকারা-এর ২৮১ নং আয়াত–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ...

"তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে .....।" হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ ওহী যা নাযিল হয়েছিল তাঁর ইন্তেকালের মাত্র ২১ দিন পূর্বে।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ এই সূরা নাযিলের পর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কি ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল?

উত্তরঃ সাফল্যের বিজয় শিখরে আরোহিত মহান নেতাকে যখন এই সূরার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হল যে, দুনিয়ার এই কারাগারের জিন্দিগী যাপনের প্রয়োজন আপনার আর নেই, তখন তিনি অত্যধিক ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়লেন। এতো অধিক পরিশ্রমী হলেন যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এমনকি দীর্ঘক্ষণ নামাযে দন্ডায়মান থাকার কারণে তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত। আল্লাহর হামদ সহকারে তাসবীহ্ পাঠ করতেন উঠতে-বসতে, আসতে-যেতে সর্বাবস্থায়।

অনুকূলে হাদীসঃ আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর রুকু ও সিজদায় খুব বেশী বেশী পড়তেনঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, আবু দাউদ)

আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) মৃত্যুর পূর্বে খুব বেশী বেশী পড়তেনঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহি ওয়া আতুবু ইলাইহি। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি এসব কি পাঠ করছেন? তিনি বললেনঃ আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারিত করা হয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- যখন আমি আলামত দেখতে পাব তখন যেন এই কথাগুলি বেশী বেশী পাঠ করি। আলামতটি হচ্ছে সূরা আন-নাসর (একথা বলে তিনি পূর্ণ সূরাটি তিলাওয়াত করে শুনালেন)। (আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মারদুইয়া, ইবনুল মুনযির, ইবনে জারীর)

উম্মে সালমা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) তাঁর জীবনের শেষভাগে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেনঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কেন একথাগুলি প্রায়ই বলেন? তিনি বললেনঃ আমকে এরূপ যিকিরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি এ সূরাটি পাঠ করলেন। (ইবনে জারীর)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সা.) আখিরাতের জন্য এতো অধিক শ্রম-সাধনা করতে লাগলেন যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

১১১. সূরা লাহাব

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের لهب- শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অপর নাম সূরা মাসাদ (শেষ শব্দে)।

শানে নুযূল ঃ হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন নাযিল হলঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ-

"এবং আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।" (শু'আরাঃ ২১৪) তখন রসূলুল্লাহ (সা.) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বললেনঃ يَا صَبَاحَا (হায়! ভোরের অশনি সংকেত)। এভাবে ডাক দেয়া হলে সেকালে মহা বিপদাশংকার লক্ষণ বলে বিবেচিত হত। ডাক শুনে লোকেরা পরস্পর জিজ্ঞেস করল, কে ডাকছে? যখন তারা জানতে পারল যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সেই আহ্বানকারী তখন সকলেই দৌড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হল। অতঃপর নবী করীম (সা.) এক এক গোত্রের লোকদের সম্বোধন করে বললেনঃ হে অমুক বংশধর! আমি যদি বলি পাহাড়ের বিপরীত দিক থেকে এক শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে আসছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা সমস্বরে উত্তর দিল- হাঁ অবশ্যই। আমরা তো তোমাকে কখনও মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন তিনি ঘোষণা দিলেনঃ আমি তোমাদের সাবধান করছি যে, সামনে আসছে এক কঠিনতম আযাব। একথা শুনা মাত্রই আবু লাহাব বলে উঠল-

تَبًّا لَّكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا

"তোমার সর্বনাশ হোক, এজন্যই কি তুমি (এই সাত সকালে) আমাদেরকে জমায়েত করেছ?" এর প্রত্যুত্তরেই আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর)

ইবনে যায়েদ (রহ.) বলেন, একদা আবু লাহাব নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি যদি তোমার পেশকৃত দীন কবুল করি তা'হলে আমি কি ফল পাব? উত্তরে তিনি বললেনঃ সকল ঈমানদারগণ যে সুফল লাভ করবে আপনিও তদ্রুপ ফল পাবেন। সে বলল, আমার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকবে না?

www.pathagar.com

নবী করীম (সা.) বললেনঃ আপনি আর কি চান? সে বলল, এই দীনের সর্বনাশ হোক যা গ্রহণ করলে আমি সাধারণ লোকদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যাব। তখন এই সূরাটি নাযিল হয়। (ইবনে জারীর)

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সকল মুফাসসির একমত যে, সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ শানে নুযুলের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি মক্কায় প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাগুলির একটি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আয়েশা (রা.), আবু হুরাইরা (রা.) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) ও কুবাইসা ইবনে মাখরিক (রা.) হতে বর্ণিত যে বিপুল সংখ্যক হাদীস বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাতে পরিষ্কার জানা যায় যে, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - আয়াতটি অতি প্রাথমিক পর্যায়েই নাযিল হয়েছিল। তাই এই সূরাটিও নিঃসন্দেহে মক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাগুলির একটি।

আল্লামা মওদূদী (রহ.) অবশ্য মনে করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) সহ বনী হাশেম গোত্রের আবু তালিব গুহায় দুঃসহ জীবন যাপনে আবু লাহাবের ঘৃণ্য ভূমিকা প্রসঙ্গে সূরাটি নাযিল হয়েছে। কেননা ভাতিজার মুখে আপন চাচার গালমন্দ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের মানুষটির মুখ দিয়ে সঙ্গতভাবে স্বীয় চাচার বিরুদ্ধে কিছু বলানো তখনই শালীন বলে বিবেচিত হতে পারে, যখন চাচার দুর্ব্যবহার-নৃশংতা সেই সমাজের প্রতিটি মানুষের নিকট সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। তদানীন্তন আরব ভূখন্ডে যখন পিতার মৃত্যুর পর চাচা তার স্থলাভিসিক্ত হত, যখন কোন মানুষ স্বীয় গোত্রের প্রত্যক্ষ সাহায্য সহানুভূতি ছাড়া বাঁচতে পারত না, যখন স্বগোত্রের কেউ কোন ভুল বা অন্যায় করে বসলেও গোত্রপ্রীতির কারণে অন্ধের মত তাকে সমর্থন দেয়া হত, যখন কাফির আবু তালিব থেকে শুরু করে প্রতিটি বনী হাশেম তাদের পৈত্রিক ধর্মের চরম অবমাননাকারী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছিল এবং মুশরিক হয়ে তওহীদের দাওয়াত পেশকারীকে সাহায্য সহযোগিতা করাকেও ঐ সমাজে দোষের কাজ নয়, বরং অত্যন্ত সঙ্গত কাজ বলেই মনে করা হচ্ছিল- সেই সমাজে আবু লাহাবই ছিল একমাত্র ব্যক্তি যে তার কুফর প্রীতির কারণে বনী হাশেম গোত্র ত্যাগ করে সেইসব লোকের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল

www.pathagar.com

যারা তারই আপন গোত্রকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। শেবে আবু তালিব বা আবু তালিবের উপত্যকায় তারই গোত্রের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দুর্বিষহ মানবেতর জীবন যাপন করছিল- অর্দ্ধাহারে অনাহারে যখন তারা তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন আবু লাহাব কৃত্রিম উপায়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিচ্ছিল। তার দুশমনির মাত্রা এতো নীচে নেমে গিয়েছিল যে, ভাতিজার মুখে চাচার প্রতি বদদোয়া উচ্চারিত হওয়াকে তখনকার সমাজ আদৌ শিষ্টাচারিতার খেলাফ মনে করেনি। তাই তিনি মনে করেন, নবী করীম (সা.)-এর আবু তালিব গুহায় বন্দী জীবন যাপনের ঘটনায় আবু লাহাবের হীন মানসিকতা ও ন্যাক্কারজনক ভূমিকার প্রতি কটাক্ষ করেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরা আল-ফাতিহার পরই এই সূরা নাযিল হয়েছে।

সূরার বিশেষত্বঃ কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক অভিসম্পাতের আগাম ঘোষণা সহ নাযিল হওয়া এটাই একমাত্র সূরা। যদিও নবী করীম (সা.), ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে দুশমনিতে আবু লাহাবকে ছাড়িয়ে গেছে এমন অনেকেই ছিল, অনেকেরই আচার-আচরণকে কটাক্ষ করে অনেক আয়াতও নাযিল হয়েছে তথাপি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ পূর্বক এটাই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সূরা।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তুঃ পয়লা আয়াতের প্রথমাংশে আবু লাহাবের ধ্বংস কামনা করে অভিসম্পাত উচ্চারিত হয়েছে এবং শেষাংশে তা কার্যকর হওয়ার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ তার গর্বের বস্তু- তার বিশাল ধনৈশ্বর্য এবং সন্তানাদি তার কোনই উপকারে আসেনি ইহকালে আর না পরকালেও।

তৃতীয় আয়াতে তার শোচনীয় পরিণতির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তার সহধর্মিনী যে ছিল নবী (সা.)-এর প্রতি দুশমনিতে তারই সমকক্ষ, যে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য কাটাগাছ সংগ্রহ করত- সেও লেলিহান শিখাযুক্ত জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

শেষ আয়াতটিতে বলা হয়েছেঃ জাহান্নামে তাদের গলায় শক্ত করে পাকানো অমসৃণ খসখসে দড়ি বেঁধে হেঁচড়ানো হবে।

www.pathagar.com

১১১. সূরা লাহাব

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ① مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ②
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④ فِىْ
جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑤

تَبَّتْ = ধ্বংস হোক, يَدَا[১] = হস্তদ্বয়, يَدٌ - হাত, اَبِىْ لَهَبٍ[২] = আবু লাহাব, وَتَبَّ[৩] = এবং ধ্বংস হয়েছে (সে নিজেও), مَا اَغْنٰى[৪] = কোনই উপকারে আসেনি, مَالُهٗ = তার ধন-সম্পদ, وَمَا كَسَبَ[৫] = আর যা কিছু উপার্জন করেছে, سَيَصْلٰى[৬] = অচিরেই সে আগুনে জ্বলবে, نَارًا = আগুন, ذَاتَ لَهَبٍ[৭] = লেলিহান শিখাযুক্ত, وَامْرَاَتُهٗ[৮] = এবং তার স্ত্রী, حَمَّالَةَ[৯] = বহনকারিণী, الْحَطَبِ = কাঠ, জ্বালানী কাঠ, جِيْدِهَا[১০] = তার গলদেশে, حَبْلٌ = রশি, مَسَدٍ[১১] = খেজুর গাছের বাকলের তৈরি।

---

(১) ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং সেও ধ্বংস হোক। (২) তার ধন-সম্পদ ও তার আয় উপার্জন তার কোন উপকারে আসেনি। (৩) অচিরেই সে জ্বলবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে (৪) এবং তার কাষ্ঠ বহনকারিণী স্ত্রীও (জ্বলবে)। (৫) তার গলদেশে থাকবে খেজুরের বাকলের (পাকানো) দড়ি।

---

১. يد – শব্দের অর্থ 'হাত'। এখানে হাত বলে কেবল দৈহিক হাত বুঝানো হয়নি, বরং আবু লাহাবের সম্পূর্ণ সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বহু স্থানে কোন ব্যক্তির আমলকে- তা নেক বা বদ যাই হোক বা যে কোন

www.pathagar.com

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তা সম্পাদিত হয়ে থাকুক তার হস্তোপার্জিত বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ـ (النبا : ٤٠)

"সেদিন মানুষ দেখতে পাবে তার হস্তদ্বয় অগ্রে কি পাঠিয়েছে।" (সূরা নাবাঃ ৪০) তাই অত্র আয়াতে আবু লাহাবের হস্ত ধ্বংসের যে কথা ঘোষিত হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারই ঘোষণা।

২. اَبِىْ لَهَبٍ – আবু লাহাবের আসল নাম আবদুল উযযা। এটা তার উপনাম। لَهَبٍ অর্থ অগ্নিশিখা। উজ্জ্বল গৌর বর্ণের দুধে-আলতা চেহারার কারণে আবদুল মুত্তালিবের এই পুত্রটি আবু লাহাব নামেই সমধিক পরিচিত ছিল।

৩. وَتَبَّ – অর্থাৎ আবু লাহাবের উপর আয়াতটির প্রথম শব্দ تَبَّتْ (ধ্বংস হোক) দ্বারা যে অভিসম্পাত উচ্চারিত হয়েছিল, শেষ শব্দ وَتَبَّ দ্বারা অভিসম্পাত কার্যকর হওয়ার আলামত প্রকাশ পেয়েছে। আবু লাহাবের মুখে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ধ্বংস হওয়ার কথা শুনামাত্রই প্রতিটি ঈমানদারের অন্তরেই আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাৎ ও ধ্বংস কামনার উদ্রেক হয়েছিল। আল্লাহপাক মুমিনদের অন্তরের অভিব্যক্তি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ দিয়ে প্রকাশ করলেন تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ বাক্যাংশ দ্বারা এবং একই আয়াতের শেষাংশে বদদোয়া কবুলের ঘোষণাও জারি করলেন وَتَبَّ শব্দটি দ্বারা। মূলতঃ এই ধ্বংস সংবাদ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে মাত্র কয়েক বছরের বেশি সময় লাগেনি। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে আবু লাহাবের অধিকাংশ অন্তরঙ্গ বন্ধু কুরাইশ দলপতিদের মৃত্যু সংবাদে সে এতোই শোকাভিভূত হয়ে পড়ে যে, একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

৪. مَا اَغْنٰى – আবু লাহাবের ছিল প্রভূত ধনৈশ্বর্য আর বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি। চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের কারবারে এবং সকল প্রকার অন্যায় ও শোষণের মাধ্যমে সে এতোই অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করেছিল যে, তখনকার সমাজে সে ছিল ৪ জন শ্রেষ্ঠ ধনিকের একজন। হক-বাতিলের ফয়সালাকারী বদরের যুদ্ধে সকল কুরাইশ নেতারা যোগদান করলেও আবু লাহাব মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তার অর্থের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই কসুর করেনি। আস ইবনে

www.pathagar.com

হিসাম নামক এক ব্যক্তি চার হাজার দিরহাম তার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল। গরীব হয়ে যাওয়াতে ঐ ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা তার ছিল না। এই সুযোগে আবু লাহাব এই বলে তাকে প্রলোভিত করে যে, যদি সে তার পরিবর্তে বদরের যুদ্ধে অংশ নেয় তাহলে তার ঋণ মওকুফ করা হবে। আস সেই প্রস্তাব মেনে নেয়। অর্থের সুবাদে যুদ্ধগমন এড়ানো সম্ভব হলেও মৃত্যুকে সে কিছুতেই এড়াতে পারেনি। যুদ্ধের মাত্র ৫/৬ দিন পরেই সে দেহত্যাগ করে।

তার মৃত্যু ছিল অতিশয় ভয়ানক। মারাত্মক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলে তার দেহে দেখা দেয় বড় বড় ফোঁড়া। অত্যন্ত মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি বলে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সবাই তার থেকে দূরে থাকাকে সঙ্গত মনে করে এক বিজন জায়গায় তাকে ছেড়ে আসে। ধুকে ধুকে সে সেখানেই মারা যায়। কোনই উপকারে আসেনি তার সন্তান-সন্ততি। মৃত্যুর পরও দীর্ঘ তিন দিন কোন নিকটাত্মীয়ও তার কাছে যায়নি। মৃতদেহ পচে গলে যখন দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন জনসাধারণ তার ছেলেদেরকে গালমন্দ করতে লাগল। তখন কতিপয় হাবাশী মজুর একটি গর্ত খনন করে কাষ্ঠ দ্বারা লাশটিকে ঠেলে তাতে ফেলে দিয়ে মাটি ও পাথর চাপা দিল।

শুধু তাই নয়, ইসলামের নামনিশানা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যে ব্যক্তিটি তার যথাসর্বস্ব নিয়োগ করেছিল, অর্থ ও জনবলে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করত, মক্কা বিজয়ের দিনে তারই দুই পুত্র উত্‌বা ও মুআত্তাব ইসলাম কবুল করে।

৫. كَسَبَ - এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উপার্জন। এই অর্থে একদল মুফাসসির مَالُهُ শব্দের অর্থ করেছেন, আবু লাহাবের অসল মূলধন। আর كَسَبَ-এর অর্থ নিয়েছেন- সূদের কারবারের মাধ্যমে মূলধন থেকে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে। কেউ কেউ كَسَبَ-এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। হাদীসে এই অর্থের সমর্থন রয়েছে। আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ মানুষ যা খায় তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল। আর তার পুত্রও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে শামিল। (কুরতবী)

www.pathagar.com

৬. سَيَصْلَى – শব্দটি শুরুতে س - যোগ থাকায় কালের তারতম্য বুঝানো হয়েছে। এখানে অতি শীঘ্র আবু লাহাবের লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে প্রবেশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কোন কোন কুরআন বিশারদ মনে করেন, আবু লাহাবকে মৃত্যুর সংগে সংগেই লেলিহান শিখাযুক্ত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে যেহেতু দুনিয়া ও কবরে অবস্থানকাল আখিরাতের তুলনায় ক্ষণকাল মাত্র, সেহেতু হাশরের ময়দানে বিচার শেষে আবু লাহাবকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলেও অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ সঠিক বক্তব্যই বটে। তবে স্মরণীয় যে, সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রতিটি মানুষের সামনে কবর দু'টি রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। এক. জান্নাতের বাগিচারূপে, দুই. জাহান্নামের অগ্নিভরা গর্তরূপে। সুতরাং শব্দটির সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে মৃত্যুর সংগে সংগেই আবু লাহাবের নসীব হবে জাহান্নামের অগ্নিভরা কবর আর বিচার শেষে চিরন্তন বাস হবে লেলিহান শিখাযুক্ত জাহান্নামে।

৭. ذَاتَ لَهَبٍ - لَهَبٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে- লালচে-সাদা বা দুধে-আলতা রং। তীব্র অগ্নিশিখার রং এরূপই হয়ে থাকে। ذَاتَ অর্থ অধিকারী বা ওয়ালা। অর্থাৎ আবু লাহাবের বাসস্থান হবে লেলিহান শিখাওয়ালা জাহান্নাম।

৮. وَامْرَاَتُهٗ – আবু লাহাবের স্ত্রীর শোচনীয় পরিণতির ঘোষণা দেয়া হয়েছে আয়াতদ্বয়ে এই স্ত্রীলোকটির আসল নাম 'আরওয়া', পিতার নাম 'হরব', আর পিতামহের নাম উমাইয়া, আবু সুফিয়ান (রা.)-র বোন। সে তার উম্মে জামীল উপনামেই পরিচিতা। নবী করীম (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষপনায় সে তার স্বামী আবু লাহাব থেকে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ ছিল না। ইবনে আবু হাতেম ও আবু যুরআ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.-এর বরাতে বলেন, যখন এই সূরাটি নাযিল হল তখন আবু লাহাবের স্ত্রী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে একমুষ্ঠি পাথর নিয়ে রসূল (সা.)-এর খোঁজে বের হল। চলার পথে স্বরচিত কুৎসাভরা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সে হারাম শরীফে উপস্থিত হল। নবী করীম (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) সহ তথায় বসা ছিলেন। আবু বাকর (রা.) শংকিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! দেখুন সেই মেয়েলোকটি দ্রুতপদে এদিকে আসছে। আমার আশংকা হয় সে কোনরূপ অন্যায় আচরণ করবে। নবী করীম (সা.) বললেনঃ সে আমাকে দেখতেই পাবে না। এই বলে তিনি পাঠ করলেনঃ

www.pathagar.com

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۔(بنى اسرائيل : ٤٥)

"আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে এক গোপন আবরণ সৃষ্টি করে দেই।" (বনী ইসরাঈলঃ ৪৫)

সত্যই সে নবী করীম (সা.)-কে দেখতে পেল না। তাই সে আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল-শুনলাম তোমার সাথী আমার কুৎসা রটাচ্ছে। আবু বকর (রা.) বললেন, এই ঘরের রবের শপথ! তিনি তোমার নামে কোন কুৎসা প্রচার করেননি। একথা শুনে সে ফিরে গেল। তার জওয়াব ছিল সম্পূর্ণ সত্য। কেননা আল্লাহ স্বয়ং আবু লাহাবের স্ত্রীর সুৎসা করেছেন। রসূল (সা.) তো নিজ থেকে কিছু বলেননি। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বায্যারও অনুরূপ উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন।

৯. حَمَّالَةَ – এখানে আবু লাহাবের স্ত্রীর এক বিশেষ চারিত্রিক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ মত ব্যক্ত করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে যায়েদ, দাহহাক ও রুবাই ইবনে আনাস। তাঁদের মতে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল কাঁটাগাছ বহন করে এনে রাতে নবী করীম (সা.)-এর ঘরের দরজায় বিছিয়ে রাখত। ঘর থেকে বের হওয়ার পথে তিনি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন কাঁটাবিদ্ধ হয়ে কষ্ট পেলে তা হত তার জন্য পরম আনন্দদায়ক। একারণেই তাকে কাষ্ঠ বহনকারিণী বলা হয়েছে।

মুজাহিদ, হাসান বসরী, কাতাদা, ইকরামা ও সুফিয়ানের সাওরীর মতে-উম্মে জামীল লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কূটনিগিরী করত। একজনের বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষেপিয়ে তোলার উপযুক্ত ইন্ধন বহন করে বিবাদ-বিসম্বাদের আগুন তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলত বলে আরব দেশীয় প্রচলন অনুযায়ী তাকে কাষ্ঠ বহনকারিণী বা ইন্ধন বহনকারিণী বলা হয়েছে।

কারও কারও মতে তার এই বৈশিষ্ট্য জাহান্নামী জিন্দিগীর সাথে সম্পৃক্ত। জাহান্নামে অবস্থানকালে সে কাষ্ঠ বহন করে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবে যে আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে তারই স্বামী আবু লাহাব।

www.pathagar.com

১০. جِيْدِهَا– আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় অমসৃন খসখসে শক্ত রশি জড়িয়ে থাকবে। অন্যান্য জাহান্নামীদের গলায় এবং পায়ে শিকল পরানোর বর্ণনা কুরআনে একাধিক স্থানে উল্লেখ থাকলেও এখানে উম্মে জামীলের অলংকার পরিহিত গলায় খেজুর গাছের আশ নির্মিত শক্ত খসখসে পীড়াদায়ক দড়ি জড়ানো থাকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কাতাদা, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব প্রমুখ মুফাসসির বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী সব সময় একটি মূল্যবান হার পরিধান করত। সে বলত, লাত ও উযযার শপথ! আমি এই হার বিক্রয়লব্ধ অর্থ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে শত্রুতায় ব্যয় করব। সম্ভবত এই কারণেই বিদ্রুপস্বরূপ বলা হয়েছঃ তার অলংকার শোভামন্ডিত গলায় শক্ত করে পাকানো যন্ত্রণাদায়ক খসখসে রশি পেঁচানো থাকবে।

শা'বী ও মুকাতিল প্রমুখ তাফসীরবিদ মনে করেন, এটা তার মৃত্যুকালীন ঘটনার প্রতি কটাক্ষ। তাঁরা বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল অত্যন্ত কৃপণ। মক্কার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে সে নিজেই জঙ্গল থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে শক্ত রশি দিয়ে বোঝা বেঁধে মাথায় উঠিয়ে নিয়ে রশির এক প্রান্ত গলায় জড়িয়ে দিত যাতে বোঝা পড়ে না যায়। একদিন সে মাথায় বোঝাসহ গলায় জড়ানো দড়িতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

১১. مَسَدٍ – আভিধানিক অর্থে সর্বপ্রকার মজবুত এবং শক্ত করে পাকানো রশি বুঝায়। তখনকার দিনে বহুল প্রচলিত খেজুরের রশি বুঝাতেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর অর্থ- লোহার তার জড়ানো মোটা রশি বলে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, উটের চামড়া বা পশম দ্বারা তৈরি রশিই বুঝানো হয়েছে।

নামোল্লেখ পূর্বক নিন্দা

আবু লাহাবের নাম উল্লেখ পূর্বক সূরা নাযিল হওয়ার কারণ এই যে, মক্কার বাইরের আরবগণ যখন হজ্জ উপলক্ষে সেখানে একত্রিত হত, অথবা বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাজারসমূহে তারা একত্রিত হত, তখন নবী করীম (সা.) তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। একই সংগে দাওয়াত পেশকারীর স্বীয় চাচা ভাতিজার পিছনে ঘুরে ঘুরে তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করত, তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ লেপন করত, তাঁকে পাথর মারত, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত,

www.pathagar.com

করত অপদস্থ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতাগণ চাচার কথায় প্রভাবিত হত, আর রসূল (সা.) সম্পর্কে সংশয়ে পড়ে যেত। এমতাবস্থায় আবু লাহাবের নামে বিশেষভাবে সূরা নাযিলের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই যখন সূরাটি নাযিল হল, তখন তীব্র ক্রোধে আবু লাহাব পাগলপ্রায় হয়ে আজেবাজে বকাবকি শুরু করল। তখন লোকেরা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, ভ্রাতুস্পুত্রের বিরুদ্ধতায় এই লোকটি একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে- হয়ে গেছে পাগল। তার কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এভাবে নবী করীম (সা.) সম্পর্কে সৃষ্ট সংশয়-সন্দেহ অপনোদন করা হয়।

সূরাটি নাযিলের মাধ্যমে স্বীয় চাচার হীনমন্যতা, নিষ্ঠুরতা, চরিত্রহীনতা ও নীচু মানসিকতার কথা প্রচার করে দিয়ে প্রমাণ করা হল যে, ইসলামে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।

প্রশ্নঃ আসল নাম 'আবদুল উযযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব' পরিত্যাগ করে তার উপনাম 'আবু লাহাব' ব্যবহার করার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ কয়েকটি কারণে তার আসল নাম পরিত্যাগ করা হয়েছে।

এক. এই লোকটি তার আসল নামের চেয়ে উপনামেই সাধারণ্যে বেশী পরিচিত ছিল।

দুই. আসল নামের চেয়ে 'আবু লাহাব' উপনামের সাথেই তার পরিণতি অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, কেননা তার বাসস্থান হবে সেই জাহান্নামে যার মধ্যে রয়েছে "লাহাব সম্বলিত" আগুন।

প্রশ্নঃ নবী করীম (সা.)-এর প্রতি আবু লাহাবের দুশমনির ধরণ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

উত্তরঃ আবু লাহাব ও রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বসতবাটি ছিল পাশাপাশি। সে ছিল তাঁর সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী যদিও হাকাম ইবনে আ'স, উকবা ইবনে আবু মুঈত, আদী ইবনে হামরা ও ইবনে আসদায়েল হাযালী তাঁর অন্যান্য প্রতিবেশী। তারা তাঁকে শান্তিতে বসবাস করতে দিত না। নামায আদায়কালে তাঁর উপর ছাগলের নাঁড়িভূড়ি নিক্ষেপ করত। আঙ্গিনায় রান্না চলাকালে পাতিলের উপর ময়লা ফেলত। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাত্রিকালে তাঁর ঘরের দরজায় কাঁটাগাছ বিছিয়ে রাখত।

www.pathagar.com

নবুয়ত লাভের পূর্বে নবী করীম (সা.)-এর দুই কন্যার বিবাহ হয়েছিল উতবা ও উতাইবা নামে আবু লাহাবের দুই পুত্রের সাথে। এই সূরাটি নাযিল হলে আবু লাহাব তার পুত্রদ্বয়কে বাধ্য করে নবী তনয়াদ্বয়কে তালাক দিতে। উতাইবা সীমা লংঘন করে কোন এক সময় নবী করীম (সা.)-এর প্রতি থুথু নিক্ষেপ করেছিল- যদিও তাঁর গায়ে পড়েনি। নবী করীম (সা.) ফরিয়াদ জানালেনঃ হে আল্লাহ! আপনার কুকুরগুলির একটি কুকুর এই নরাধমের উপর লেলিয়ে দিন। মহানবীর অভিস্পাতের ফল তাদের খুব ভাল করে জানা ছিল। তাই তারা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেও রেহাই পায়নি। সিরিয়া সফরকালে পথিমধ্যে রাত যাপনকালে শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা করে একটি বাঘ উতাইবাকে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলে।

নবী করীম (সা.)-এর প্রথম পুত্র হযরত কাসেমের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকাল হলে রসূল (সা.) অত্যন্ত মর্মাহত ও শোকাভিভূত হন। ভ্রাতুস্পুত্রের শোকে শরীক হওয়ার পরিবর্তে সে খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে কুরাইশ সরদারগণকে সুসংবাদ (?) দিতে থাকে- আজ তো মুহাম্মদের নাম-নিশানাও মুছে গেল। কোন কোন বর্ণনা মতে সে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছিল।

নবী করীম (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিতে যেখানে যেখানে যেতেন, আবু লাহাবও তাঁর পিছনে পিছনে যেত। কখনও তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করত, কখনও হৈ চৈ করে লোকদের ইসলামের বাণী শুনা থেকে বিরত রাখত। এ বিষয়ে হযরত রবীআ ইবনে আব্বাদ দাইলী (রা.)-এর বর্ণনায় বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ ছোটবেলায় আমি আমার পিতার সাথে যুল-মাজায-এর বাজারে বেড়াতে গেলাম। সেখানে দেখলাম নবী করীম (সা.) সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলছেনঃ "হে লোকেরা! আপনারা বলুন! আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তবেই আপনারা কামিয়াব হবেন।" অপর এক ব্যক্তি তাঁর পশ্চাতে অপবাদ রটাচ্ছে- এই লোকটি মিথ্যাবাদী, এই লোকটি পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে? তারা বলল, এতো তাঁর চাচা আবু লাহাব। (আহমাদ, বায়হাকী)

তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত তারেক ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপ। তিনি বলেন, আমি যুল-মাজায বাজারে দেখলাম নবী করীম (সা.)

www.pathagar.com

লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেনঃ "হে মানুষেরা! বলুন, আল্লাহ ভিন্ন কোনই ইলাহ নেই, তাহলে কল্যাণ লাভ করবেন।" সে সময় পিছন থেকে এক ব্যক্তি তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করছে আর বলছে, এই লোকটি মিথ্যাবাদী। তোমরা এর কথায় কান দিবে না। প্রস্তরাঘাতে তাঁর পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এই লোকটি? তারা বলল, এই লোকটি তাঁরই চাচা আবু লাহাব।

শেবে আবু তালেব বা আবু তালেবের উপত্যকায় (মক্কার কাফেরগণ কর্তৃক মুসলামনদেরকে বয়কটের সময়) অবরুদ্ধ হয়ে যখন তারই গোত্রের লোকেরা অর্ধাহারে অনাহারে দীর্ঘ তিনটি বছর দুর্বিষহ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছিল সেই সময় আবু লাহাব বিদেশ থেকে আগত বাণিজ্যিক কাফেলাকে এই বলে প্ররোচিত করত যে, এসব পরিতক্ত লোকেরা তোমাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে আসলে এমন চড়া মূল দাবী করবে যাতে তারা তা ক্রয়ে সক্ষম না হয়। এর ফলে তোমাদের যে আর্থিক ক্ষতি হবে তা আমি পূরণ করে দেব। ফলে বনী হাশেম গোত্রের লোকেরা রিক্ত হস্তে ফিরে যেতে বাধ্য হত তাদের অভুক্ত বিবি-বাচ্চাদের মাঝে।

হজ্জ উপলক্ষে বহিরাগত আরবদের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে যখন রসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর চেষ্টা করতেন তখন আবু লাহাব তথায় গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করত। লোকটি পাগল, তাকে জিনে আসর করেছে, ভুতে পেয়েছে ইত্যাদি। সে অপপ্রচারের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পেশকারীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রয়াস পেত।

www.pathagar.com

১১২. সূরা আল-ইখলাস

নামকরণঃ সূরাটির অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার আলোকেই এর নাম 'আল-ইখলাস' রাখা হয়েছে। খালেস, নিখুঁত ও নির্ভেজাল তওহীদের চিত্রই সূরাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণত সূরার নামকরণে সংশ্লিষ্ট সূরার কোন একটি শব্দকেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সূরা আল-ফাতিহা এবং এই সূরাটি তার ব্যতিক্রম। সূরা 'আল-ফাতিহা'-তে 'আল-ফাতিহা' শব্দ নেই, তেমনি এই সূরাটিতে 'আল-ইখলাস' শব্দটি নেই।

নাযিলের স্থানঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সূরাটি মক্কী। কাতাদা, দাহহাক, মুকাতিল, সুদ্দী (রহ.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে সূরাটি মাদানী (তাঁর অপর মতে মক্কী)। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাকে কেন্দ্র করেই এই মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মতে সূরাটি মক্কী। ছোট ছোট বাক্যে দীনের বুনিয়াদী কথা ব্যক্ত করা মক্কী সূরাগুলির বৈশিষ্ট্য যা এই সূরাতে বিদ্যমান। তওহীদের বাণী প্রচার করতে গেলেই আল্লাহ কে? তাঁর পরিচয় কি? অনিবার্যভাবেই এসব প্রশ্ন আসে। মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এসব প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ প্রদান করা একান্ত জরুরী ছিল। যে মহান সত্তার কাছে আত্মসমর্পন করার দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তাঁর পরিচয় তওহীদের বাণী প্রচারের সূচনাতে মক্কা শরীফে এই সূরাটি নাযিলের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। হযরত বিলাল (রা.)-এর সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাতেও এর বলিষ্ঠ সাক্ষ্য মিলে। তাঁর নিষ্ঠুর মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ ইসলাম পরিত্যাগে বাধ্য করার জন্য যখন তাঁকে আগুনঝরা রোদে উত্তপ্ত বালির উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে শাস্তি দিত, তখন তিনি কেবল 'আহাদ' 'আহাদ' বলে আল্লাহকে কাতরকণ্ঠে ডাকতেন। যেহেতু এই শব্দটিই এ সূরায় গৃহীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এবং যেহেতু এই ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কায় তাই নিঃসন্দেহে সূরাটি মক্কী।

নাযিলের সময়কালঃ নবী করীম (সা.) যখন এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে মক্কার জনসাধারণকে ডাকতে শুরু করেন, তখনই লোকেরা কৌতুহলী হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছিল যে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের জন্য আপনি দাওয়াত দিচ্ছেন তাঁর পরিচয় কি? তিনি কার উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছেন? কে তাঁর ওয়ারিস হবেন? এসব বুনিয়াদী প্রশ্ন উপেক্ষা করে তওহীদের দাওয়াত পেশ করা অসম্ভব। এর পূর্বে খালেস তওহীদের স্বরূপ বর্ণনাকারী কোন সূরা তখনও নাযিল হয়নি। তাই ছোট ছোট কয়েকটি বাক্যে আল্লাহর সঠিক পরিচয় পেশ করা হয়েছে এই সূরায়। 'সূরা আন-নাস'-এর পরই এই সূরা নাযিল হয়।

শানে নুযুলঃ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কখনও কুরাইশগণ, কখনও ইহুদী আলেমগণ, আবার কখনও খৃষ্টান পাদ্রীগণ আল্লাহর পরিচয় জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল, আর প্রতি ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা রসূল (সা.)-কে এই সূরাটি পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই হাদীসের ভিত্তিতে একাধিক শানে নুযূল উদ্ধৃত হলঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, কুরাইশরা নবী করীম (সা.)-কে প্রশ্ন করল- আপনার আল্লাহর বংশপরিচয় আমাদের জানান। তখন এই সূরাটি নাযিল করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। (তাবারানী)

২. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, মুশরিকগণ নবী করীম (সা.)-কে প্রশ্ন করল- আপনার মা'বুদের বংশ পরিচয় আমাদের বলুন। তখন আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেন। (বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে আবু হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম, বায়হাকী)

৩. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে আশরাফ ও হুওয়াই ইবনে আখতাব সহ কতিপয় ইহূদী আলেম রসূলে করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল- হে মুহাম্মদ, বলুন! যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন- আপনার সেই রব কি রকম? তখন আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেন। (বায়হাকী, ইবনে আবু হাতেম, ইবনে আদী)

৪. আনাস (রা.) বলেন, খয়বর থেকে কতিপয় ইহূদী রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবুল কাসেম! আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আবরণের নূর হতে, আদমকে মাটির পচা গাড়া হতে, ইবলীসকে অগ্নিশিখা হতে, আকাশ মন্ডল ধুম্র হতে এবং পৃথিবী পানির ফেনা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন বলুন, আপনার আল্লাহকে কি দিয়ে বানানো হয়েছে? নবী করীম (সা.)

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকলেন। একটু পরে জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ! এই লোকদের বলে দিন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ । (ইবনে তাইমিয়া)

৫. দাহহাক, কাতাদা ও মুকাতিল বর্ণনা করেন, কতিপয় ইহুদী আলেম রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার আল্লাহর বিবরণ আমাদের বলুন; হয়তো আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতেও পারি। আল্লাহ্ তাওরাতে স্বীয় পরিচিত নাযিল করেছেন। এবার আপনি বলুন, তিনি কি জিনিস দ্বারা তৈরি? কোন পদার্থের- স্বর্ণ নির্মিত না তামা, পিতল, লোহা কিংবা রৌপ্য নির্মিত? তিনি কি পানাহার করেন? তিনি দুনিয়ার বাদশাহী কার কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্বরূপ পেয়েছেন? তাঁর পরে কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে? তখন আল্লাহ্ এই সূরাটি নাযিল করেন।

৬. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সাতজন পাদ্রীসহ খৃস্টানদের একটি প্রতিনিধিদল নাজরান থেকে নবী করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আমাদের বলুন, আপনার রব কি রকমের? কোন জিনিস দ্বারা তিনি তৈরি? নবী করীম (সা.) বললেনঃ আমার রব কোন জিনিস দ্বারা তৈরি নন। তিনি সব জিনিস হতে স্বতন্ত্র। তখন এই সূরাটি নাযিল হয়।

সূরার ফযীলাতঃ ইসলামের মূল শিক্ষাই হচ্ছে তওহীদ। আর এই সূরাতে অতি সংক্ষেপে মাত্র চারটি তওহীদের বুনিয়াদী শিক্ষা পেশ করায় সূরাটির গুরুত্ব অপরিসীম। বহু সংখ্যক হাদীসে সূরাটির ফযীলাত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য। (বুখারী, আহমাদ)

আবু দারদা (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে সক্ষম? তাঁদের জন্য এটা কষ্টসাধ্য মনে হল। তাঁরা বললেন, এমন কে আছে একাজে সক্ষম? তখন তিনি বললেনঃ সূরা ইখলাস এক-তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান। (মুসলিম) আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বুখারী ও আহমাদ অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন।

www.pathagar.com

আয়েশা (রা.) বলেন, একদা নবী (সা.) একজন সাহাবীকে কোন এক অভিযানের নেতা নিযুক্ত করে পাঠালেন। পুরা অভিযানে তিনি প্রত্যেক নামাযে (সূরা ফাতিহার পর) কেবল সূরা ইখলাস পাঠ করেই নামায শেষ করতেন। মদীনায় ফিরে এসে অভিযানে অংশগ্রহণকারীগণ নবী করীম (সা.)-কে বিষয়টি জানালেন। নবী করীম (সা.) বললেনঃ তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন সে এরূপ করেছিল? তিনি জানালেন, যেহেতু এই সূরায় রহমান (আল্লাহ)-এর গুণ-পরিচয় বিবৃত হয়েছে তাই এটা পাঠ করতে আমার খুব ভাল লাগে। নবী করীম (সা.) বললেনঃ সেই লোকটিকে বলে দাও, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন। (বুখারী, মুসলিম)

আনাস (রা.) বলেন, এক আনসার সাহাবী কুবা মসজিদে ইমামতী করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল তিনি প্রত্যেক রাকাতে (সূরা আল-ফাতিহার পর) প্রথমে সূরা ইখলাস তারপর অন্য সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতেন। নামাযীগণ আপত্তি জানিয়ে বললেন, এটা আপনি কি করছেন? সূরা ইখলাস পাঠকে যথেষ্ট মনে না করে অন্য সূরা থেকেও পাঠ করছেন এটা ঠিক নয়। হয় সূরা ইখলাসকেই যথেষ্ট মনে করুন অথবা এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পাঠ করুন। ইমাম সাহেব বললেন, আমি এই সূরাটির তিলাওয়াত বাদ দিব না। কিন্তু তাঁকে ছাড়া তোমরা রাজী থাকলে আমি ইমামতী করব, না হয় ইমামতী ছেড়ে দিব। কিন্তু তাঁকে ছাড়া অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ইমামতীর দায়িত্ব দেয়াও সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নবী করীম (সা.)-এর সমীপে উত্থাপন করা হল। তিনি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার সঙ্গীরা যা বলে তা মেনে নিতে তোমার আপত্তি কিসে? ইমাম সাহেব বললেন, এই সূরাটিকে আমি খুবই ভালবাসি। তখন নবী করীম (সা.) বললেনঃ এই সূরার প্রতি তোমার ভালবাসাই তোমার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে। (বুখারী)

উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করবে সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। (আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মারদুইয়া, আবু উবাইদ, মহাম্মাদ ইবনে নাসর)

www.pathagar.com

আনাস (রা.) বলেন, আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে। (আহমাদ, তিরমিযী, বায়হাকী, ইবনে দুরাইস)

আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দুইশত বার পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে এক হাজার পাঁচশত সওয়াব দান করবেন, এবং ঋণ ছাড়া ৫০ বছরের গুনাহ্ মাফ করবেন। (তিরমিযী, বায়হাকী, ইবনে আদী)

আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতে ডান কাতে শয়ন করে সূরা ইখলাস একশত বার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার রব তাকে ডেকে বলবেনঃ হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিকে অবস্থিত জান্নাতে প্রবেশ কর। (তিরমিযী, বায়হাকী, আবু ইয়ালা, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর, ইবনে আদী)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা.) সিরিয়া (অন্য বর্ণনায় তাবুক)-এ অবস্থান করছিলেন। জিবরাঈল (আ.) সেখানে অবতরণ করে বললেনঃ হে মুহাম্মদ! মুআবিয়া ইবনে মুআমিয়া ইন্তেকাল করেছেন। আপনি কি তার জানাযা পড়তে ইচ্ছুক? তিনি বললেনঃ হাঁ, ইবশ্যই। তখন জিবরাঈল (আ.) তাঁর পাথা দ্বারা যমীনে আঘাত করলেন। .... নবী (সা.) জানাযা আদায়ের পর প্রশ্ন করলেনঃ কোন আমলের কারণে মুআবিয়া এত মর্যাদাবান হলেন? তার জানাযায় দুই কাতার ফেরেশতা শামিল ছিল এবং প্রতি কাতারে ছয় হাজার ফেরেশতা উপস্থিত ছিল। জিবরাঈল (আ.) বললেনঃ এটা তার সূরা ইখলাস পাঠের কারণেই। কেননা তিনি উঠতে-বসতে, আসতে-যেতে এবং শয়নে এই সূরা পাঠ করতেন। (বায়হাকী, আবু ইয়ালা, ইবনে দুরাইস, ইবনে সাদ)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেনঃ তোমরা সবাই একত্র হয়ে বস। আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করে শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব হল তারা একত্রে বসলে তিনি সূরা ইখলাস পাঠ করলেন। তিনি আরও বললেনঃ এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম, তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে- এগুলি তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে

www.pathagar.com

যথেষ্ট হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমি তোমাদের এমন তিনটি সূরার কথা বলছি, যা তাওরাত, যাবুর, ইনজিল, কুরআন- সব কিতাবেই নাযিল হয়েছে। রাতে তোমরা সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ না করে কখনও ঘুমিয়ে যেয়ো না। উকবা (রা.) বলেন, ঐ দিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি। (ইবনে কাসীর)

ধারাবাহিক বিষয়বস্তুঃ প্রথম আয়াতে আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে মুশরিক, ইহুদী, নাসারা, মাজূসী (অগ্নিপূজক), সাবিঈ (নক্ষত্র পূজক) সহ দুনিয়ার সকল ধর্মসমূহের চরম ভ্রষ্টতাকে খন্ডন করে নির্ভেজাল তওহীদের ঘোষণা শুনানো হয়েছে। আল্লাহ এক ও একক।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদা, একচ্ছত্র ক্ষমতা ইখাতিয়ার ও স্বয়ং সম্পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ কোন বিষয়েই কারও প্রতি নির্ভরশীল নন, বরং সারা বিশ্বচরাচরই তাঁর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

তৃতীয় আয়াতের প্রথমাংশে তদানীন্তন সকল শিরকী আকীদা-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ কখনও কাউকে সন্তান হিসাবে- না ঈসাকে, না উযাইরকে আর ফেরেশতাদের গ্রহণ করেছেন। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, তিনি কারো গর্ভে জন্মগ্রহণ করেননি, না তার কোন বংশধারা আছে, আর না আছে তার কোন ওয়ারিস, তিনি স্বয়ম্ভু।

সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতা-ইখতিয়ার, মাহাত্ম্য মর্যাদা ও গুণাবলী এতোই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, কোন দিক থেকেই তাঁর সমকক্ষ, সমতুল্য, সম-মর্যাদা সম্পন্ন কেউ-ই নেই, কোন দিন ছিল না এবং কখনো হতে পারে না।

www.pathagar.com

১১২. সূরা আল-ইখলাস

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ① اَللّٰهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ③
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ④

قُلْ = বলুন, هُوَ = সে, তিনি, اَللّٰهُ[১]= আল্লাহ, اَحَدٌ[২]= এক, একক, اَلصَّمَدُ[৩]= অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ, لَمْ يَلِدْ [৪]= তিনি কাউকে জন্ম দেননি, وَلَمْ يُوْلَدْ= এবং তিনি কারও জাতক নন, وَلَمْ = এবং না, يَكُنْ= আছে, لَهٗ = তার জন্য, كُفُوًا[৫]= সমকক্ষ (যে কোন দিক থেকে) اَحَدٌ = কেউ।

---

(১) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ- এক ও একক (২) আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ (৩) কেউ তাঁর ঔরসজাত নয় এবং তিনি কারও ঔরসজাত নন (৪) এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই।

---

১. اَللّٰهُ – 'আল্লাহ' নামটি আরবদের নিকট এমনকি আরবের বাইরেও সকল মানব গোষ্ঠীর নিকট স্মরণাতীত কাল থেকেই সুপরিচিত। তামাম বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝাবার জন্য যে নিরংকুশ সত্তাকে তারা স্বীকার করত- তিনিই সেই আল্লাহ! যিনি রসূল (সা.)-এর জন্মের বছর (এখন থেকে প্রায় ৪৫/৫০ পূর্বে) আবরাহা বাহিনীর আক্রমন থেকে খানায়ে কা'বাকে হেফাযত করতে যিনি সক্ষম ছিলেন, যাঁর কাছেই কেবল তার সেদিন সাহায্যের আকুল আবেদন পেশ করেছিল, সেই গৃহ-অভ্যন্তরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তির কথা ক্ষণকালের জন্যও স্মরণ না করে, তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ না করে যে শক্তিকে একমাত্র রক্ষাকারী মনে করে তাঁর সাহায্য লাভের জন্য হস্ত প্রসারিত করেছিল- সেই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সত্তাই হচ্ছেন আল্লাহ।

www.pathagar.com

ইহুদী নাসারাগণ তো আরও একধাপ এগ্রসর ছিল। তারা এক আল্লাহর অস্তিত্বেই ছিল বিশ্বাসী। একারণেই তারা মুশরিক আরবগণকে জাহিল (মূর্খ) বলে তুচ্ছজ্ঞান করত এবং তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করত।

নবী করীম (সা.) তো অন্য কোন নতুন রব-এর দাসত্ব কবুল করার জন্য আহবান জানাচ্ছেন না- বরং তোমাদের চিন্তা-চেতনায় যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচ্ছত্র ক্ষমতাবান আল্লাহর অস্তিত্ব জাগরুক আছে, তোমাদের স্বকল্পিত সকল ইলাহকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে কঠিন বিপদকালে একনিষ্ঠভাবে যাঁর কাছে সাহায্যের হাত পাত- তাঁরই ইবাদতের জন্য আমি তোমাদের আহবান জানাচ্ছি। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল- এ প্রসঙ্গে কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ আছে। যেমনঃ সূরা যুখরুফঃ ৮৭, আনকাবুতঃ ৬১-৬৩, মুমিনূনঃ ৮৪, ৮৯, ইউনুসঃ ২২, ২৩ , ৩১, বনী ইসরাঈলঃ ৬৭।

২. أَحَدٌ – প্রাথমিক পর্যায়ে যে জনগোষ্ঠীতে তওহীদের বাণী প্রচার শুরু হল তারা ছিল মুশরিক। তাদের মন-মগজ ছিল শিরক-এ নিমজ্জিত। পাথর, স্বর্ণ-রৌপ্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত দেব-দেবীকেই তাদের ধন-দৌলত, সুখ-সম্পদ, যশ-প্রতিপত্তি ও রিযিকদাতা বলে তারা মনে করত। এসব দেব-দেবীর যথারীতি (কল্পিত) বংশধারা প্রচলিত ছিল। কোন দেবী স্বামীহীনা ছিল না, আর না ছিল কোন দেবতা স্ত্রীহীন। এই মুশরিকদের মন-মগজে আচ্ছাদিত আকীদা-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে যে أَحَدٌ (আহাদ) শব্দটি ব্যবহার করা হল তা চিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অভুতপূর্ব। কেননা আরবী ভাষায় أَحَدٌ শব্দটি 'গুণবাচক' হিসাবে কোন ব্যক্তি বা জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার অধিকারী নয়। আল্লাহই কেবলমাত্র এক, একক ও অনন্য। তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই, হতেও পারে না। নেই কোন বিকল্প। 'আহাদ' শব্দটি ব্যবহার করে মুশরিকদের শত প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ কোন পদার্থের তৈরি? কি তাঁর বংশ তালিকা? কার কাছ থেকে তিনি বিশ্বচরাচর ওয়ারিসসূত্রে লাভ করলেন? তাঁর অবর্তমানে কে তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট হবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর ছোট একটি শব্দে (أحد) সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এক, একক ও অনন্য। এতে বহুত্বের বিন্দু মাত্রও স্থান নেই। তিনি স্বয়ম্ভু, চিরন্তন, শ্বাশত, চিরস্থায়ী-চিরঞ্জীব। তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না, আর না কেউ তাঁর পরে থাকবে, তাঁর কোন শেষ নেই।

www.pathagar.com

৩. اَلصَّمَدُ – কুরআন বিশারদগণ 'আস-সামাদ' শব্দটির যে সকল অর্থ পেশ করেছেন তা নিম্নরূপঃ

(১) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন, صمد (সামাদ) সেই সত্তা যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, বরং সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী।

(২) হযরত আলী (রা.), ইকরামা ও কা'ব আহ্বার বলেছেন, صمد সেই সত্তা যাঁর অপেক্ষা উচ্চতর সত্তা আর কেউ নেই।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) এবং আবু ওয়াইল ইবনে সালমা (রা.) বলেছেন- صمد সেই সরদার, সেই নেতা যাঁর নেতৃত্ব ও প্রাধান্য পূর্ণাঙ্গ এবং চরম পর্যায়ে উপনীত।

(৪) ইবনে আব্বাস (রা.)-র অন্য মতটি হচ্ছে صمد সেই সত্তা যাঁর নিকট সকল বিপদ-আপদ ও বালা-মসীবতে সাহায্য চাওয়া হয়। তাঁর অপর মতটি- যে সরদার বা সমাজপতি তাঁর প্রাধান্যে, স্বীয় মর্যাদা-মাহাত্ম্যে, নিজের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায়, স্বীয় জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তায় ও কর্মকুশলতায় একশতভাগ পরিপূর্ণ।

(৫) ইকরামা, শাবী ও মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেছেন, صمد তা যার মধ্য হতে কোন জিনিস কখনও বের হয় না, তার পেট নেই, পানাহার গ্রহণ করে না।

(৬) সুদ্দীর মতে- মনের বাসনা-কামনা হাসিলের জন্য যার দিকে তাকানো হয় এবং বিপদ-মুসীবতে যার সাহায্যের আশা পোষণ করা হয়।

(৭) হাসান বসরী, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, صمد সেই সত্তা যিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত, অশেষ।

(৮) ইবরাহীম নাখঈ বলেন, যাঁর দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে ফিরে তাকায় এবং আশা পোষণ করে।

(৯) সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, যিনি নিজের সকল গুণে ও কাজে পরিপূর্ণ তিনিই সামাদ।

(১০) রবী ইবনে আনাস বলেন, যাঁর উপর কোন বিপদ-আপদ আসে না তিনিই সামাদ।

(১১) মুকাতিল ও ইবনে হাইয়্যান মনে করেন, তিনিই 'সামাদ' যিনি সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত।

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে 'সামাদ' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর গুণ প্রকাশক এই শব্দটির সবগুলি অর্থই তাঁর প্রতি প্রযোজ্য। যারা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী অথচ অন্য কাউকে অভাব পূরণকারী, কার্যনির্বাহী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী বলে মনে করে, আরও মনে করে এই বিশাল বিশ্বচরাচরের পরিচালনায় তাঁর অন্যান্যদের সাহায্য নিতে হয়, পুত্রের, কন্যার বা স্ত্রীর, ওয়ারিসির প্রয়োজন আছে বলে যারা মনে করে তাদের এসব ত্রুটিপূর্ণ আকীদা এই একটি ছোট শব্দ (الصمد) দ্বারা প্রত্যাখান করা হয়েছে। الصمد- এর সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অর্থটি (যা মূল তরজমায় গৃহীত হয়েছে) হচ্ছেঃ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষী। তিনি এমন মহাপরাক্রমশালী যে, কোন কিছুতেই তাঁর অভাব-অক্ষমতা নেই । কারও উপর তাঁকে কোন বিষয়েই নির্ভর করতে হয় না। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। সারা সৃষ্টি জগত একান্তভাবে তাঁরই মুখাপেক্ষী। মানুষ স্বীয় অভাব ও প্রয়োজন পূরণে তাঁরই দ্বারস্থ হয়ে থাকে। সকলেই তাঁর কাছে বিপদে-মুসীবতে, অভাব-অনটনে সাহায্যের ফরিয়াদ পেশ করে।

নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতির পক্ষে অন্য কারও মুখাপেক্ষী হওয়া তাঁর সুউচ্চ সুমহান মর্যাদার পরিপন্থী। দুনিয়ার সবচেয়ে প্রতাপশালী বাদশাহকেও খাদ্য গ্রহণ করতে হয়, এজন্য মানুষের, জীবজন্তুর, যন্ত্রপাতির ও প্রকৃতির সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়।

৪. لَمْ يَلِدْ – মক্কার মুশরিক ছাড়া তদানীন্তন বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ইহুদী, নাসারা, মাজূসী, সাবিঈ ইত্যাদি ধর্মে দীক্ষিত ছিল। ইহুদীরা উযাইর (আ.)-কে এবং নাসারাগণ ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছিল। আর সাবঈরা ফেরেশতাগণকে সাব্যস্ত করেছিল আল্লাহর কন্যা। মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদার মুলোৎপাটনের জন্য 'আল্লাহু আহাদ' এবং 'আল্লাহুস সামাদ' ঘোষিত হয়েছে।

তাই ৩ নং আয়াতের মাধ্যমে তাদের স্বকল্পিত আকীদাকে চুরমার করে দিলেন যে, আল্লাহ্ কাউকে জন্মদান করেন নি এবং তিনিও কারও ঔরসজাত নন। আর সেই সংগে তাঁর বংশ সিলসিলার ধারণা, ওয়ারিসী-উত্তরাধিকার সম্ভাবনাও একেবারেই বাতিল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ইহুদী সম্প্রদায়ে সর্বাধিক নবী-রসূল ও আলেম-ওলামার আবির্ভাবের কারণে তারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে গর্ববোধ করত। এমনকি তারা আল্লাহর সংগে বিশেষ সম্পর্কেরও দাবীদার ছিল। তারা উযাইর (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করত। অনুকূলে আয়াতঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ - (التوبة : ٣٠)

"আর ইহুদীরা বলে যে, উযাইর আল্লাহর পুত্র।" (তওবাঃ ৩০)

সমসাময়িক অন্যতম অপর ধর্মাবলম্বী নাসারাগণ দাবী করত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। অনুকূলে আয়াতঃ

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ - (التوبة : ٣٠)

"আর নাসরাগণ বলে যে, মসীহ (ঈসা ইবনে মরিয়ম) আল্লাহর পুত্র।" (তওবাঃ ৩০)

অন্য আর একদল মনে করত ফেরেতাগণ আল্লাহ্ মেয়ে।

اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا - (بنى اسرائيل : ٤٠)

"তোমরা কিরূপে দাবী করছ যে, তোমাদের রব তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন আর তিনি ফেরেশতাগণকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন।" (বনী ইসরাঈলঃ ৪০)

আর এক দলের দাবী ছিল যে, আল্লাহর সাথে জিন সম্প্রদায়ের বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। অনুকূলে আয়াতঃ

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا - (الصافات : ١٥٨)

"আর এই লোকেরা আল্লাহ্ ও জিনদের মাঝে বংশীয় সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে।" (সূরা-সাফফাত ঃ১৫৮)

আল্লাহর পুত্র গ্রহণের ব্যাপারে যারা বিশ্বাসী ছিল তাদের এক দলের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর ঠিক ঔরসজাত সন্তান নেই, তবে কাউকে কাউকে তিনি স্বীয় পুত্র বানিয়েছেন (adoptd son)। অন্য দলটি আরও একধাপ এগিয়ে বলত যে, কেউ কেউ আল্লাহর ঔরসজাত পুত্র। অন্য কথায় তারা দাবী করত যে, সেগুলি হচ্ছে আল্লাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনুকূলে আয়াতঃ

www.pathagar.com

وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا - (الزخرف : ١٥)

"তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে কতিপয় বান্দাকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করে নিয়েছে।" (আয-যুখরুফঃ ১৫)

কেউ কেউ জিনদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিল। অনুকূলে আয়াতঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهُ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ - (الانعام : ١٠٠)

"আর তারা জিন সম্প্রদায়কে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে।" (আনআমঃ ১০০)

মানব মনের উপর শিরকের যে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ছিল মাত্র কয়েকটি শব্দে আল্লা তা দূরীভূত করে দিলেন। চিরভাস্কর হয়ে উঠল মানব মনের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

৫. كُفُوًا – মূল শব্দ হচ্ছে اَلْكُفُوْءُ ، اَلْكَفِيْءُ - অর্থাৎ সমতুল্য, প্রতীক, সমমর্যদা সম্পন্ন, সমান ক্ষমতার অধিকারী। তওহীদের দৃঢ়মুল আকীদা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বশেষ আয়াতে কুফু শব্দটি প্রয়োগ করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, নিখিল বিশ্বে আল্লাহর সমতুল্য গুণসম্পন্ন, ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তাঁর সমতুল্য-সমকক্ষ কেউ নেই।

www.pathagar.com

১১৩. সূরা আল-ফালাক

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ 'আল-ফালাক'-কে সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সূরা আন-নাস এবং এই সূরাটি একই সংগে নাযিল হওয়ায় এবং সূরা দুটির বিষয়বস্তু ও বক্তব্য অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তাদের যুক্ত নাম হয়েছে مُعَوِّذَتَيْن (আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার দুটি সূরা)।

নাযিলের স্থানঃ অধিকাংশ মুফাসসির মনে করেন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস মক্কী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, ইকরামা, আ'তা (রহ.) প্রমুখ কুরআন বিশারদগণ এ মতই পোষণ করেছেন। অপরপক্ষে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), কাতাদা ও ইবনে আব্বাস (রা.)-র (অপর) মতে সূরাটি মাদানী।

যারা কুরআন মাজীদ নিয়মিত অধ্যয়ন করেন এমনকি কুরআনের সাথে সামান্য সম্পর্কও রাখেন তারাই স্বীকার করবেন যে, বহু আয়াত হুবহু অথবা সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহ একাধিক স্থানে উল্লেখ আছে। এর কারণ ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা বিশ্বনবী মুস্তফা (সা.)-কে ইকামতে দীনের সংগ্রামে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দান কালে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পূর্বে নাযিলকৃত আয়াত বা সূরাকে পুনরায় জিবরাঈল (আ.) মারফত তাঁকে জানানো হয়েছে, বলতে বলা হয়েছে অথবা শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল (সা.)-এর মক্কী জীবনে এই সূরাদ্বয় নাযিল হয়ে থাকলেও মাদানী জীবনে এক পর্যায়ে তিনি যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে যাদুমুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু জিবরাঈল (আ.)-কে নির্দেশ দেন রসূল (সা.)-এর উপর সূরাদ্বয় পুনঃ পাঠের।

হাদীসঃ উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) আমাকে বললেনঃ আজ রাতে আমার প্রতি যে আয়াতগুলি নাযিল হয়েছে তা কি তুমি জান? এমন অতুলনীয় আয়াত আর হয় না। একথা বলে তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করেন। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, আহমাদ)

যেহেতু উকবা ইবনে আমের (রা.) মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাই

www.pathagar.com

রোগ নিরামক হিসাবে দ্বিতীয়বার সূরাদ্বয় নাযিল হওয়ার ঘটনাকে দলীলরূপে গ্রহণ করে একদল মুফাসসির-মুহাদ্দিস সূরাটিকে মাদানী বলেছেন।

নাযিল হওয়ার সময়কালঃ সূরা আল-কাফিরূনের পরই সূরা আল-ফীল নাযিল হয়, এর পরপরই নাযিল হয়েছে এই সূরাদ্বয়। সূরা আল-কাফিরূন নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্তও কাফিরগণ সীমিত মাত্রায় ইসলামী আন্দোলনের বিরাধিতা করত এই আশায় যে, হয়তো বা কোন প্রকার আদান-প্রদান, লোভ-প্রলোভন, দর কষাকষি ও সমঝোতার মাধ্যমে আন্দোলন দমন করা সম্ভব হবে- বাঁচানো যাবে জনগণকে এর প্রবল আঘাত থেকে, এর সয়লাব (?) থেকে। কিন্তু সূরা আল-কাফিরূন নাযিল হওয়ার পর কাফিরদের অন্তরে লালিত সন্ধি সমঝতার সকল আশা গুড়িয়ে যায় এবং দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতার বহ্নি শিখা। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মুশিরিকরা সিদ্ধান্ত নেয়- রাতের অন্ধকারে আন্দোলনের মহান নেতাকে হত্যা করে চিরতরে সরিয়ে দেবে তাদের মহাবিপদ। এমনি পরিস্থিতিতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমভাবে সকল সৃষ্টির সকল ক্ষতি থেকে এবং খাসভাবে অন্ধকারময় রাতের ক্ষতি থেকে তাঁরই নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা লুকাতে শিক্ষা দেন তাঁর হাবীবকে। প্রকাশ্য লাড়াইয়ে যখন মুশরিকগণ আদৌ কোন সুবিধা করতে পারছিল না, তখন কাপুরুষের মত গোপনে যাদুর মাধ্যমে রসূল (সা.)-কে উম্মাদ-অসুস্থ বানাতে তৎপর হয়ে উঠে। তাই তাদের যাদুর ক্ষতি থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিলেন তাঁর রসূলকে। এতো কিছুর পরও যখন ইসলামী আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল, যখন নিজ পরিবারের ছেলে, ভাই ভাই পো, চাচা, মামা কেউ না কেউ ইসলাম কবুল করেছে জানতে পারল তখন হিংসার অনলে তাদের কলিজা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল। কেননা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে আলো জ্বলতে দেখলে তা সহ্য করার মত উদার মানসিকতা তখন কারও ছিল না। ইবনে হিশাম-এর প্রথম খন্ডে ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠায় আবু জাহলের একটি বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় তাদের হিংসাগ্নির তাপমাত্রা ছিল কত প্রখর।

(তাফহীম অবলম্বনে) বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ আবু জাহল ছিল দুশমনিতে সকলের চেয়ে বেশী অগ্রসর। তার বক্তব্য হচ্ছে বনু আবদে মানাফ (নবী করীমের বংশ) ও আমাদের মাঝে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তারা লোকদেরকে খাওয়ালে

www.pathagar.com

আমরাও জিয়াফতের ব্যবস্থা করতাম। তারা লোকদেরকে সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিলে আমরাও তাই করতাম। এমন কি আমরা ও তারা যখন মান-মর্যাদায় সমকক্ষ হয়ে গেলাম, তখন তারা দাবী করে বসল, আমাদের বংশে একজন নবী আছেন। তাঁর নিকট আসমান হতে ওহী নাযিল হয়। তখন আমরা তাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কুলাতে পারলাম না। এক্ষেত্রে কি করে আমরা তাদের সমকক্ষতার দাবী করতে পারি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কখনও এবং কিছুতেই তাকে মানব না। তার সত্যতা স্বীকার করব না।

হিংসার অনলে দগ্ধ মানুষ ও জিন শয়তানেরা পাগলপারা হয়ে চারিদিকে কুটিল কলাকৌশল, কটাক্ষ বিদ্রুপ, বজ্রকঠিন হুমকি এবং মারাত্মক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠল। তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে রসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে হাজারো অপবাদ প্রচার করে তাদের মনে সংশয় সন্দেহের এবং কুধারণার সৃষ্টি করতে লাগল। তাই হিংসুকের ক্ষতি থেকে এবং মানুষ-জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে প্রভাতকালের রব, মানুষের রব, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আশ্রয় গ্রহণ করতে শিক্ষা দেন তাঁরই মনোনীত নেতাকে।

৭ম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁকে দিবতীয়বারের মত সূরাদ্বয় পাঠের নির্দেশ দেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খাইবার হতে একদল ইহুদী প্রতিদিধি মদীনায় আগমন করে লবীদ ইবনে আ'সম নামক এক শ্রেষ্ঠ যাদুকরকে তিনটি আশরাফীল (মূল্যবান স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর খুব শক্ত এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন যাদুর আঘাত হানতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন এক ইহুদী বালক রসূল (সা.)-এর খাদেম ছিল। সেই ছেলেটির সহযোগিতায় তারা রসূল (সা.)-এর চিরুনির একটি অংশ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় যাতে তাঁর কয়েকটি চুল মুবারক সংযুক্ত ছিল। এই চুলগুলিতে এগারটি গিরা দিয়ে চিরুনির দাঁতের উপর লবীদ অথবা (মতান্তরে) লবীদের বোনেরা অথবা লবীদ ও তার বোনেরা একত্রে যাদু প্রয়োগ করে। অতঃপর এগুলো ত্রকটি পুরুষ খেজুর ছড়ার আবরণে জড়িয়ে বনু জুরাইকের 'যারওয়ান' নামক কুপের তলায় পাথর চাপা

www.pathagar.com

দিয়ে রাখে সেই সংগে একটি মোমের পুতুলেও এগারোটি সূচ বিদ্ধ করে যাদু করা হয়। সেটিও একই সংগে উক্ত কূপের অভ্যন্তরে রাখা হয়।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর যাদুর ক্রিয়া প্রায় এক বছর কাল স্থায়ী হয়। শেষ ছয় মাসে তাঁর স্বাস্থ্যের উপর কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হতে থাকে। শেষ চল্লিশ দিন অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং শেষ তিন দিন তিনি মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হন। তিনি নিজেকে ক্রমশঃ দুর্বল নিস্তেজ অনুভব করতে থাকেন। তিনি যে কাজটি করেননি, অথচ তা করেছেন বলে মনে হত, কখনও কখনও নিজের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগত। মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন। কিন্তু নবুয়তের মর্যাদার উপর যাদুর সামান্য প্রভাবও পড়েনি। এমনি অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে অবস্থানকালে তিনি আল্লাহর নিকট বার বার দোয়া করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তার হাবীবকে ঘটনা এবং তার প্রতিকার জানিয়ে দেন। জাগ্রত হয়ে তিনি আয়েশা (রা.)-কে বললেনঃ আমার রব আমাকে অসুস্থতার কারণ এবং এর প্রতিকার জানিয়েছেন। দু জন লোক (ফেরেশতা) আমার নিকট এসে একজন মাথার দিকে এবং অপরজন পায়ের দিকে বসল। শিয়রে উপবিষ্ট ব্যক্তি বলল, তাঁর কি অসুখ হয়েছে? অপর ব্যক্তি উত্তর দিল, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিল, লবীদ ইবনে আসম যাদু করেছে। প্রশ্ন হল, কোন বস্তুর মাধ্যমে যাদু করা হয়েছে? উত্তর হল, চিরুনী ও চুলে যাদু করে একটি খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে ভরে রাখা হয়েছে। আবার প্রশ্ন হল, সেগুলি কোথায়? উত্তরে বলা হল, বনু জুরাইকের 'যারওয়ান' কূপের তলায় পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আবারও প্রশ্ন হল, এর প্রতিকার কি? উত্তরঃ কূপের পানি সেঁচে পাথরের নীচ থেকে সেগুলি বের করতে হবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) হযরত যুবাইর (রা.) সহ জুরাই জুরাকী এবং কায়েস জুরকী নামের বনু জুরাইক গোত্রের দুই ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। কূপ হতে পানি তুলে ফেলা হল এবং যাদুর উপকরণ উদ্ধার করা হল যার সংগে এগারোটি

www.pathagar.com

সূচবিদ্ধ অবস্থায় একটি মোমের পুতুলও পাওয়া গেল। জিবারাঈল (আ.) সেখানে উপস্থিত হয়ে রসূল (সা.)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠের নির্দেশ দেন। এগারো আয়াত সম্বলিত সূরাদ্বয় পাঠকালে প্রতিটি আয়াত সমাপ্তির সাথে সাথে একটি করে গ্রন্থি খুলে যেতে থাকে এবং একটি করে সূচ বের হতে থাকে। সূরাদ্বয় পাঠ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবগুলি গ্রন্থি খুলে গেল এবং সবকয়টি সূচ বেরিয়ে গেল। ফলে তিনি যাদুর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) অনুভব করলেন যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কোন ব্যক্তি সহসাই বাঁধনমুক্ত হয়ে গেল।

ফযীলতঃ রহমানুর রহীম আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রতিটি মুমিনের দুনিয়া ও আখেরাতের জিন্দিগী কামিয়াবে ভরপুর দেখতে পছন্দ করেন, ভালবাসেন মুমিন দুনিয়ায় নিরাপদ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন করুক এবং আখেরাতে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে চিরসুখের জান্নাতে দাখিল হোক। তাই সূরা ফালাক-এ মাত্র পাঁচটি ছোট চোট আয়াতে মুমিনের দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দপূর্ণ নিরাপদ জিন্দিগী নিশ্চিত করার জন্য ঐশী ফর্মূলা ইরশাদ করলেন যার আমল দ্বারা মুমিন নিখিল সৃষ্টি জাহানের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। বিশেষ করে অন্ধকারময় রাতের ক্ষতি, যাদুটোনার ক্ষতি এবং হিংসুকের হিংসার ক্ষতি থেকে। সেই সংগে আখেরাতে মুমিন যেন জান্নাত লাভে সক্ষম হয় তা নিশ্চিতকরণে সূরা নাস-এ ছোট্ট ছয়টি আয়াত পেশ করেন। শয়তান ও তার দলবলের যাবতীয় ক্ষতি থেকে হেফাযতে থাকার ঐশী প্রেসক্রিপশান দান করেছেন সূরাটিতে। কেননা শয়তানের অনিষ্ট উভয় জিন্দিগী ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তাই সূরা নাস অধিক ফযীলতপূর্ণ।

তাছাড়া দুনিয়ার জিন্দিগীতে বস্তুজগতের অনেক ক্ষতিরই মুকাবিলা করা, অন্ধকার রাত, যাদুটোনা এবং হিংসুকের ক্ষতি প্রতিরোধ করা অনেক বৈষয়িক উপায়-উপকরণ আমাদের করায়ত্বে। পক্ষান্তরে শয়তানের বিরুদ্ধে কার্যকরী বৈষয়িক উপায় উপকরণ আমাদের করায়ত্ব নয়, বরং আল্লাহর রহমতই একমাত্র সম্বল। তাই শয়তানের মুকাবিলায় আল্লাহর রহমতই একমাত্র সম্বল। তাই শয়তানের অনিষ্টের মুকাবিলায় আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করার বিধান বর্ণিত সূরা নাস অধিক ফযীলতপূর্ণ।

www.pathagar.com

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও সূরা নাস অধিক মর্তবাপূর্ণ। সূরা ফালাকে বর্ণিত প্রার্থনাটি হচ্ছে DEFENSIVE অর্থাৎ প্রতিরক্ষামূলক। অন্য কথায় আপনি আক্রমনকারী নন, বরং আপনি অন্যের আক্রমনের শিকার থেকে আত্মরক্ষাপ্রার্থী। সূরাটির আমল পরিত্যাগের ফলে আপনি অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে আপনি মযলুম। সেক্ষেত্রে আপনার প্রতি যুলুমের বদলা আপনি আখেরাতে যালিমের নিকট তেকে হাসিল করবেন। পক্ষান্তরে সূর নাস এ বর্ণিত প্রার্থনাটি হচ্ছে OFFENSIVE অর্থাৎ আপনিই যুলুমকারী যালিম। এই সূরাটির শিক্ষা পরিত্যাগের কারণে আপনি শয়তানের প্ররোচনায় নিজের উপর অথবা অন্যের উপর যুলুম করে বসবেন। আখেরাতে স্বীয় সত্তার প্রতি যুলুমের কারণে জাহান্নামী হতে হবে এবদ যালিম হয়ে মযলুমের হক আদায় করতে গিয়ে অর্জিত মূল্যবান সওয়াব অন্যকে দিয়ে রিক্তহস্ত হতে হবে।

সূরাদ্বয়ের ফযীলত বহু সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমারা লক্ষ্য করেছ কি, আজ রাতে আল্লাহ্ আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আর কখনও দেখা যায়নি। অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস। (অন্য রিওয়ায়াতে আছে, তাওরাত, ইনজিল যাবুল ও কুরআনেও অনুরূপ কোন সূরা নেই) [মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ]

উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, কোন এক সফরে রসূলুল্লাহ (সা.) একটি বাহনে আরোহী ছিলেন এবং আমি তার লাগাম ধরে সামনে চলছিলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ হে উকবা! তুমি কেন আমারে সাথে বাহনে আরোহণ করছ না? আমি বললাম, আমার ভয় হয় তাতে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবে। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) অবতরণ করলেন এবং আমি বাহনটিতে সওয়ার হলে তিনিও আরোহণ করলেন। অতঃপর বললেনঃ আমি কি তোমাকে মানুষ যা পড়ে থাকে তন্মোধ্যে সবচেয়ে উত্তম দুটি সূরা শিখাব না? আরয করলাম, অবশ্যই ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করলেন। অতঃপর নামাযের ইকামত দিলাম। রসূলুল্লাহ (সা.) নামাযে সূরাদ্বয় পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ কেমন লাগল হে উকবা? যখনই নিদ্রা যাবে এবং যখনই জাগ্রত হবে তখনই সূরাদ্বয় পাঠ করবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

www.pathagar.com

আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ বোধ করলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে স্বীয় হস্তমুবারকে ফুঁক দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রনা বৃদ্ধি পেল, তখন আমি সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হস্তমুবারকে ফুঁক দিতাম। তখন তিনি সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। তাঁর হস্তদ্বয়ের বরকতের আশায় এমনটি করতাম। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, এই সূরাদ্বয় নাযিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা.) জিন এবং ইনসানের কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে অন্যান্য আয়াত বা কালাম পাঠ করতেন। কিন্তু এই সূরাদ্বয় নাযিল হওয়ার পর তিনি সবগুলি বাদ দিয়ে এ সূরাদ্বয় গ্রহণ করেন। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে মাজা)

আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা.) বলেন, এক ভীষণ অন্ধকারময় রাতে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-কে খুঁজতে বের হলাম। তাঁর সাথে সাক্ষাত হলে প্রথমেই তিনি বললেনঃ পড়! আমি আরয করলাম, কি পড়ব? তিনি বললেনঃ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস। সকাল সন্ধ্যায় তুমি এগুলি তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। (মাযহারী)

আবু হাবেস আল জুহানী (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ হে আবু হাবেস! আল্লাহর নিকট পানাহ্ প্রার্থনার সর্বোত্তম পন্থা কি তোমাকে জানাব না যদ্বারা তুমি পানাহ চাইতে পার? আরয করলাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে বললেন, এ দুটি। (নাসাঈ, বায়হাকী, ইবনে সা'দ)

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, দশটি বিষয় রসূলুল্লাহ (সা.) অপছন্দ করতেন। তন্মধ্যে একটি ছিল- যদি ঝাড় ফুঁকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস ছাড়া অন্য কোন আয়াত পাঠ করা হত। (আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম)

উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় সূরাগুলির মধ্যে সূরা ফালাক ও সূরা নাস অন্যতম। (ইবনে মারদুইয়া)

www.pathagar.com

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাঁধ ধরে বললেনঃ পড়! আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক। আমি কি পড়ব? তিবি বললেনঃ সূরা ফালাক। পুনরায় বললেনঃ পড়! আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক। আমি কি পড়ব? তিনি বললেনঃ সূরা নাস। তুমি এই সূরাদ্বয়ের ন্যায় উত্তম সূরা আর কখনও পাঠ করনি। (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে দুরাইস, ইবনে মারদুইয়া, ইবনুল আনবাবী)

আলী ইবনে আবি তালিব (রা) বলেন, একদা নামায আদায়কালে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিচ্ছু দংশন করে। নামায শেষে তিনি বললেনঃ বিচ্ছুর উপর আল্লাহর লানৎ বর্ষিত হোক। সে নামাযী বেনামাযী কাউকে ছাড়ে না। অতঃপর পানি ও লবণ ক্ষতস্থানে লেপন করেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে ক্ষতস্থানে হাত বুলান। (তাবারানী)

উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! দয়া করে সূরা ইউসূফ এবং সূরা হূদ পাঠ করে শুনাব। তিনি বললেনঃ হে উকবা! আমি (তৎপরিবর্তে) সূরা ফালাক পাঠ করব। কেননা তুমি এ সূরা হতে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় সূরা পাঠ করতে সক্ষম নও। অতএব সাধ্যমত এর আমল করতে চেষ্টা করবে যেন কিছুতেই ছুটে না যায়। (ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, ইবনুল আনবারী, ইবনে দুরাইস)

মূল বক্তব্যঃ সৃষ্টিকুলের যাবতীয় ক্ষতি থেকে সর্বক্ষণের জন্য প্রতিটি মুমিন যেন প্রভাতের রব, মানুষের রব, মানুষের মালিক, মানুষের ইলাহ্-এর আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করে।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তুঃ প্রথম আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে তথা সকল মুমিনকে তেদায়াত দেয়া হচ্ছেঃ মানুষ যেন ভোরের প্রভু তথা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজেকে তাঁর সুদৃঢ় হেফাজতে সোপর্দ করে।

২য় আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ সামগ্রিকভাবে আল্লাহর নিখিল সৃষ্টিজাহানের সকল অনিষ্ট থেকে প্রভাতের প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে।

৩য় আয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে। কেননা রাতের অন্ধকারেই বিপদ-আপদ, বিপর্যয়, হত্যালুণ্ঠন, বিষাক্ত ও হিংস্র জীব-জন্তুর অনিষ্ট সর্বাধিক সংঘটিত হয়ে থাকে।

৪র্থ আয়াতে এমন এক অশুভ শক্তির ক্ষতি থেকে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যা সূরাটির নাযিলকালে, তার পূর্বে এবং পরে এমনকি পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত এক জঘন্য প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত। তাই বিশেষভাবে জাদুটোনার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

সর্বশেষ আয়াতটিতে যে ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা এতোই পুরাতন অপরাধ যার শুরু হয়েছিল সপ্ত আসমানে। শয়তানের হিংসার ছোবলে আক্রান্ত হয়েই তো আমাদের আদি পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হতে হয়েছিল। দুনিয়ার প্রথম হত্যাকারী আদম পুত্র কাবীল হিংসার কারণেই স্বীয় ভ্রাতা হাবীলকে হত্যা করেছিল। তাই হিংসার ন্যায় মারাত্মক অস্ত্রের আঘাত থেকে আল্লাহর রক্ষাবূহ্যে নিজেকে সোপর্দ করার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১১৩. সূরা আল-ফালাক

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑤

اَعُوْذُ[১] = আমি আশ্রয় চাই, بِرَبِّ = প্রভুর, الْفَلَق[২]= ভোর, مِنْ= হতে, থেকে, شَرّ = ক্ষতি, অনিষ্ট, مَاخَلَقَ[৩] = যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন, غَاسِق[৪]= রাতের ঘন অন্ধকার, اِذَا = যখন, وَقَبَ= আসা, সমাগত হওয়া, সূর্য অস্তমিত হওয়া, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া। النَّفّٰثٰت[৫]= জাদুকরী, মায়াবিনী, ঐন্দ্রজালিকা। মূল نَفَثَ- মুখ থেকে থুথু ফেলা, কারো উপর জাদু করা, গোপনে কথা বলা। অত্র আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচন। فِى = মধ্যে, ভেতরে, الْعُقَد= গ্রন্থি, বন্ধন, গিরা, গাঁট, অস্থির সন্ধিস্থান, গিট। শব্দটির একবচন اَلْعُقْدَةُ, মূল عَقَدَ- গিরা দেওয়া। এ শব্দ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বিবাহের আক্দ (বন্ধন), ও ধর্মীয় বিশ্বাস (আকীদা)। حَاسِد = হিংসুক, পরশ্রীকাতর, বিদ্বেষী। حَسَدَ[৬] = হিংসা করা, ঈর্ষা করা, বিদ্বেষ পোষণ করা।

---

(১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের রব-এর নিকট (২) তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। (৩) রাতের অন্ধকারের ক্ষতি থেকে যখন তা সমাগত হয় (৪) গিরায় ফুঁ দানকারিণীদের (মায়াবিনীদের) ক্ষতি থেকে (৫) এবং হিংসুকের ক্ষতি থেকে যখন সে হিংসা করে।

www.pathagar.com

১. اَعُوْذُ – পূর্ববর্তী সূরা আল-ইখলাসে নির্ভেজাল, একনিষ্ঠ তওহীদের শিক্ষা পেশ করার সাথে সাথে এই বুনিয়াদী আকীদাকে আরো বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে এই সূরাটিতেও তওহীদের মহান শিক্ষা ব্যাপকভাবে পেশ করা হয়েছে। মানুষ মাত্রই প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে অসংখ্য ব্যক্তি বা বস্তুর অনিষ্টের মুখামুখি। বহির্জগত ও অন্তরজগত- উভয় ক্ষেত্রেই তাকে নানা সৃষ্টির অপকারিতার শিকার হতে হয়। সূরা ফালাকে বহির্জগতের সকল ক্ষতি থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাইতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষতির মুখে মুমিনকে প্রতিরক্ষামূলক (Defensive) ভূমিকা পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে মুমিন অন্যের অনিষ্টের শিকার হয়ে থাকে-হয়ে থাকে মযলুম। পক্ষান্তরে সূরা নাস-এ মানুষ ও জিন শয়তানের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুমিন নিজেই কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কখনও নিজের আবার কখনও অপরের ক্ষতি সাধন করে। স্বীয় নফসই তার প্রধান শত্রু। অন্তর্নিহিত সেই অশুভ শক্তির প্ররোচনায় সে-ই নিজের উপর যুলুম করে বসে অথবা অন্য কোন সৃষ্টি তদ্দ্বারা মযলুম হয়ে থাকে।

সূরাদ্বয়ে আল্লাহপাক নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে এই নির্ভেজাল তওহীদী শিক্ষা পেশ করেছেন যে, সকল সৃষ্টির যাবতীয় ক্ষতি থেকে হেফাযত করার নিরংকুশ ক্ষতার অধিকারী তিনিই। যদি তিনি কারো কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে সরা বিশ্ববাসীর সম্মিলিত চেষ্টাও তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি তিনি কাউকে নিরাপদ রাখেন তাহলে সারা বিশ্ববাসী একযোগে তার উপর চড়াও হলেও তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ـ (يونس : ١٠٧)

"আর যদি আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চান, তবে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই সেই ক্ষতি মোচনকারী। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ চান তাহলে নেই কোন শক্তি তাঁর অনুগ্রহকে রোধ করার।" (ইউনুসঃ ১০৭)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ হে যুবক! আমি তোমাকে কিছু শিক্ষাদান করব। আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে। জেনে রেখো- সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোন

www.pathagar.com

উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যতটুকুর ফায়সালা করেছেন ততটুকু ব্যতীত আর কিছুই করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোন অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তার অধিক অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযী)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যুগে যুগে নবী রসূলগণ অসহায় নিরুপায়, জাগতিক বস্তুতান্ত্রিক কোন উপায় উপকরণ ছাড়াই প্রচন্ড ক্ষমতাধর তাগূতের মোকাবিলায় অত্যন্ত দৃঢ়, অবিচল, সংশয়-সন্দেহমুক্ত প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর নির্ভেদ্য আশ্রয়ে নিজেদেরকে আত্মসমর্পন করে ইকামতে দীনের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই ইবরাহীম (আ.) তাগূত নামরূদের অগ্নিকুন্ড থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন, দেখতে পাই অসহায় একদল বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মূসা (আ.) যখন নিরাপদে সাগর পাড়ি দিলেন, তখন একই পথে দাম্ভিক ফেরাউন তার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে অথই জলে তলিয়ে গেল। মহানবীকে যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই সূরাদ্বয়ের মাধ্যমে হেদায়াত দেয়া হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি দিলে এমন এক আতংকময় বীভৎস চিত্র ভেসে উঠে, যেন একদল হিংস্র হায়েনার কবলে একজন নিরস্ত্র অসহায় মানুষ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সকল আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন, সহায় সম্বলহীন একজন মানুষ সারা জাতি তথা বিশ্ববাসীর প্রতি চ্যালেঞ্জের মুখে। তাগূতী শক্তির সকল ভ্রুকুটি, বজ্রকঠোর হুমকি, মারাত্মক ষড়যন্ত্রকে অবজ্ঞা করে রসূলুল্লাহ (সা.) সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করে গভীর প্রত্যয় ও প্রশান্তি সহ স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেন। এক আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় ছাড়া আর কোন ভয়ই তাঁর ছিল না।

প্রাথমিককালে মক্কার কাফির মুশরিকরা যখন রাতের অন্ধকারে রসূল (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন নিরাপত্তার কারণে রাতে উন্মুক্ত তরবারি হাতে কতিপয় সাহাবী পালাক্রমে তাঁর পাহারায় নিযুক্ত থাকতেন। গভীর রাতে আয়াত নাযিল হলঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ - (المائدة : ٦٧)

www.pathagar.com

"আর আল্লাহ্ই আপনাকে মানুষের ক্ষতি হতে সুরক্ষিত রাখবেন।" (মায়েদাঃ ৬৭)

তৎক্ষনাৎ তিনি বেরিয়ে এসে প্রহরী সাহাবাদের বললেন, তোমরা এখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের পাহারার আর প্রয়োজন নেই। স্বয়ং আল্লাহ পাক আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। সেদিনের এমন সংকটময় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন নিরেট বিবেকও সায় দেবে না যে, শুধুমাত্র কয়েকটি বাক্যের উপর ভরসা করে বিষদন্ত বেষ্টিত মুখগহবরে নিরাপদ অনুভব করা। আল্লাহর উপর দৃঢ় প্রত্যয় সহ নির্ভর করলে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ - (الطلاق : ٣)

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।" (তালাকঃ ৩)

তওহীদের স্বচ্ছ ধারণাকে হৃদয়ে দৃঢ়মূল করে আল্লাহকেই একমাত্র রক্ষক জ্ঞানে যদি তাঁর উপর পূর্ণ মাত্রায় তাওয়াক্কুল করা যায়- তিনিই ইচ্ছা করলে বাঁচাতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে মারতে পারেন, রাখে আল্লাহ মারে কে, আর মারে আল্লাহ রাখে কে, তাঁর আশ্রয় সকল ক্ষতির জন্য নির্ভেদ্য, তাঁর অনিষ্টের তীর সকলের জন্য অপ্রতিরোধ্য, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার হেফাযত করবেন। এমন একীনের সাথে আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করার পরও যদি দিলে নিরাপত্তাবোধ আছে বলে টের পাওয়া না যায় তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার বাচনিক ও আন্তরিক গড়মিল বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে মানুষ সহসাই বস্তুজগতের উপায় উপকরণের প্রতি আস্থা স্থাপন করে ফেলে, আর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর প্রতি আস্থাহীনতার জন্ম নেয়। ফলে আমাদের ন্যায় কমজোর ঈমানদারদের অবস্থা যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

২. الفلق।- শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদীর্ণ করা- অর্থাৎ আমি সেই প্রভুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি যিনি রাতের অন্ধকারকে দীর্ণ করে প্রভাতের আলো ফুটিয়ে তুলেন। আল্লাহর সকল গুনের মধ্যে হতে দীর্ণকারী (فالق) গুণটির উল্লেখ রার রহস্য এই হতে পারে যে, রাতের অন্ধকার প্রায়শঃই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে। আর ভোরের আলো সেই সব আশংকা দূর করে। অর্থাৎ আমি সেই রবের আশ্রয় গ্রহণ করছে যিনি বিপদের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার সোনালী সকাল আনয়ন করেন। এর অন্য তাৎপর্য

www.pathagar.com

এও হতে পারে যে, رب الفلق শব্দটি رب العالمين অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে- অর্থাৎ আমি বিদীর্ণকারী রব তথা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি। কেননা দুনিয়ায় যত সৃষ্টি রয়েছে সবই কোন না কোন জিনিস দীর্ণ করেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। উদ্ভিদ জগতের সকলেই প্রথমে বীজ এবং পরে যমীনের বুক দীর্ণ করেই বেরিয়ে আসে। অধিকাংশ জীব জন্তুই মায়ের গর্ভ হতে ভ্রূণ থলি (Embrionic Sac) দীর্ণ করেই ভূমিষ্ট হয়, আর অন্যরা ডিমের খোসা দীর্ণ করেই বেরিয়ে আসে। মোটকথা কোন না কোন বাধা লংঘন করেই বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করে। ঝর্ণধারা যমীন দীর্ণ করেই উৎসারিত হয়। মেঘমালা চূর্ণ করেই বৃষ্টির ফোটা মাটির দিকে ঝরে।

৩. مَا خَلَقَ – অর্থাৎ আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সবের ক্ষতি থেকে তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা। আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়নি, বরং তাঁর সৃষ্ট জীব-জন্তু বা বস্তু থেকে যখন কোন ক্ষতি সাধিত হয় বা হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, কেবল তা থেকে পানাহ চাইতে বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ ক্ষতি ও অনিষ্টের উদ্দেশ্যে কিছুই সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁর সকল সৃষ্টিই সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমরা সৃষ্টি থেকে যে ক্ষতি সাধিত হতে দেখি তাও প্রচ্ছন্ন কল্যাণের জন্য যা আমাদের সীমিত জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে জানতে পারি না। তাছাড়া নিরংকুশ ক্ষতিমুক্ত আল্লাহ ছাড়া কেউই নয়।

সৃষ্টিকুলের ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বাধিক মোক্ষম ও বিজ্ঞান সম্মত পন্থাই হচ্ছে স্রষ্টার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা। সকল সৃষ্টির ধরণ প্রকৃতি এবং তার বীভৎসতা আর সেগুলির যথোপযুক্ত প্রতিকার স্রষ্টার চেয়ে আর কে অধিক ওয়াকিফহাল? আমরা তো মাত্র গুটিকয়েক সৃষ্টির বাহ্যিক কিছু ক্ষতির খবর রাখি, অথচ আমাদের অজ্ঞাতসারে লাখ সৃষ্টির লাখ রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় আমাদেরকে প্রতিনিয়তই। তাছাড়া মানুষের জীবনে সর্বাধিক বড় ক্ষতি তো আখেরাতের ক্ষতি। তাই আয়াতে আখেরাতের ক্ষতি থেকে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। শিরক করার প্রবণতা, কুফরীতে শামিল থাকার বাসনা, পাপে নিমজ্জিত থাকতে আনন্দ স্বাদের অনুভূতিও আল্লাহরই সৃষ্টি। যে 'নাফসে আম্মারা' এসব কুপ্রবৃত্তি লালন করে সেও আল্লাহরই সৃষ্টি।

www.pathagar.com

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ شَرٌّ (ক্ষতি বা অনিষ্ট) প্রত্যক্ষ যা সরাসরি ঐ সৃষ্টি থেকে পৌঁছাতে পারে, আর যা সরাসরি কোন অনিষ্ট বা কষ্ট ক্লেশ পৌঁছায় না বটে কিন্তু তা সীমাহীন অনিষ্টের কারণ হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে আমরা শয়তান জিন ইনসান, সহস্র প্রকার রোগজীবানু, হিংস্র ও বিষধর জীবজন্তু, দ্বন্দ্ব-দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকান্ড ... ইত্যাদি সৃষ্টির ক্ষতির শিকার হয়ে থাকি, পরোক্ষভাবে কুফর, শিরক, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ইত্যাদি সরাসরি আমাদেরকে কোন ক্ষতি পৌঁছায় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাপে স্বাদ আস্বাদন লাভ হয়, যুলুমে বস্তুগত ফায়দা লাভ হয়, বল্গাহীন বিলাসিতায় ব্যভিচারে জীবন হয়ে উঠে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এগুলিই কাল কিয়ামতে চূড়ান্ত ধ্বংসের কারণ হবে- কারণ হবে চিরন্তন-ভাবে জাহান্নামে দগ্ধ হতে থাকার।

প্রশ্নঃ দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টির ক্ষতি থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করার ইরশাদ হওয়ার পরও কতিপয় বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ হেকমতময় আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোন বিশেষ বিষয়ের গুরুত্ব সম্যক ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিষয়টির বিশ্লেষণ কুরআন মাজীদে দুই বা ততোধিক বার উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সূরা আল-ফাতিহার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ চাওয়া পাওয়া হচ্ছে- 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এ চলার তওফীক লাভ। তাই আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম মুনাজাত শিক্ষা দিতে গিয়ে- সিরাতুল মুস্তাকীম প্রসঙ্গটির গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতে ৫ থেকে ৭ এই তিনটি আয়াত নাযিল করেছেন। শুধুমাত্র ৫নং আয়াতটিই উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট ছিল ; আয়াতটির মূল চাহিদা "আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলার হেদায়াত দান করুন" শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই আবেদনটি কবুল হয়ে গেলে মুমিন আপনা আপনিই ৬নং আয়াতে উল্লেখিত বান্দাদের দলভূক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ৫নং আয়াতের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার ফলে বান্দা যখন সিরাতুল মুস্তাকীমে চলার তওফীকে ধন্য হয়ে যায়, তখন ৭নং আয়াতে উল্লেখিত পথগুলি থেকে আলাদাভাবে পানাহ চাওয়ার আর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যেহেতু হেদায়াতের ন্যায় মহামূল্যবান দৌলত মানুষের কামিয়াবীর জন্য একান্তই অপরিহার্য সেহেতু সিরাতুল মুস্তাকীমে চলার তওফীক ভিক্ষা

www.pathagar.com

চাওয়াকালে বান্দা যেন কাকুতি মিনতিসহ অতিরিক্ত আবেদন পেশ করে যে, তাকে যেন নিআমতে ধন্য বান্দাদের পথযাত্রী হিসাবে কবুল করা হয়, আর সেই সংগে পথহারা অভিশপ্তদের যেন সহযাত্রী না হতে হয়।

অনুরূপভাবে অত্র সূরাদ্বয়ে মুমিনের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তার জন্য সূরা আল ফালাকের ২নং আয়াত مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ অর্থাৎ "আল্লাহর সকল সৃষ্টির যাবতীয় ক্ষতি থেকে তাঁরই আশ্রয় চাই" এই একটি কথা বলাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি। তাই কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ আলাদাভাবে করা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে সম্ভাব্য সকল ক্ষতিকর বস্তু বা জীবজন্তু তাঁরই সৃষ্টি তদ্রূপ যাদু-টোনা কারী নারী পুরুষ এবং সকল হিংসুকও তারই সৃষ্টি। অনুরূপভাবে অসঅসা দানকারী খান্নাস চাই সে মানুষই হোক আর জিনই হোক- সবই আল্লাহর সৃষ্টি এমনকি অসঅসার প্রতিক্রিয়া বাস্তবায়নকারী 'নাফসে আম্মারা-ও তাঁরই সৃষ্টি। যেহেতু আল্লাহ মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের জিন্দিগী সুখ স্বাচ্ছন্দময়, ক্লেশ কষ্টহীন দেখতে পছন্দ করেন, পছন্দ করেন তাঁর মুমিন বান্দাদের অন্ধকারাময় রাতে নিরাপদ সুখনিদ্রায়, তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে যাদুটোনার প্রভাবমুক্ত রাখতে চান, খুশী হন উম্মাতে মুহাম্মদীকে হিংসুকের হিংসার অনল থেকে মুক্ত রাখতে তাই তিনি ২নং আয়াতের শিক্ষাকে আরও ব্যাপকতা দান করেছেন। পরবর্তী আয়াতগুলির মাধ্যমে সর্বোপরি আদম সন্তানের চিরশত্রু শয়তান ও তার সন্তান-সন্তুতি যা মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে- তাদের ক্ষতি থেকে মুমিনদেরকে নিরাপত্তাদানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

যেহেতু সকল যুগে সকল দেশে অন্ধকারময় রাত বিপদসংকুল, যাদুটোনার ক্ষতি মারাত্মক, হিংসার ছোবল বিপর্যয়কারী, আর খান্নাসের অনিষ্ট সর্বগ্রাসী, সেহেতু বিশেষভাবে এদের ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিরংকুশ নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করা অতীব প্রয়োজন ও তাৎপর্যপূর্ণ।

৪. غَاسِقٍ- অন্ধকারময় রাতের অনিষ্ট থেকে বিশেষভাবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার তাৎপর্য এই যে, সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার তাৎপর্য এই যে, সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারেই অধিকাংশ অত্যাচার অনাচার, দুঃস্কৃতি, হত্যা, লুণ্ঠন, অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয়, হিংস্র ও বিষধর জীব জন্তুও রাতের অন্ধকারে মারাত্মক ক্ষতি সাধনের সুযোগ

www.pathagar.com

পায়, এছাড়া যাদুর ক্রিয়াও রাতেই বেশি হয়- তাই অন্ধকার রাতে সংঘটিতব্য অনিষ্ট-অপকারিতা থেকে প্রভাত উদয়কারী রবের আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

৫. اَلنَّفّٰثٰتِ- শব্দটির প্রয়োগ নিয়ে দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। এক. যদি স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে- 'ফুকদানকারিণী নারীগণ'। দুই. যদি এটা نَفْثٌ (অর্থ ফুক দেয়া)-এর বহুবচন হিসাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং শব্দটি نفوث-এর বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে অনেকগুলি ফুকদানকারী বা ফুকাদানকারিণী। العُقَد। বহুবচনের শব্দ। এর একবচন عُقْدَةٌ অর্থ গিরা। ৪নং আয়াতটির অর্থ হচ্ছে-প্রভাতের রবের নিকট আশ্রয় চাই গিরায় ফুকদানকারিণীর ক্ষতি থেকে। যদিও যাদুর বহুল প্রচলিত শব্দ سِحْرٌ এখানে ব্যবহৃত হয়নি, তবুও এর অর্থ হবে যাদুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা। কেননা যাদুকর সাধারণতঃ রশি, সুতা, চুল বা ফিতায় গিরা দিয়ে তার উপর মন্ত্র পাঠ করে ফুক দেয়।

যাদুটোনা কুফরী কাজ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ হরাম। (নিষিদ্ধ) শয়তান এবং তার বংশধরই মানুষকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে।

৬. حَسَدٌ- এর অর্থ হিংসা। আর যে হিংসা মনে পোষণ করে তাকে বলে حَاسِدٌ (হিংসুক)। غِبْطَةٌ হিংসার কাছাকাছি আর একটি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ঈর্ষা। কোন লোককে আল্লাহর নিআমত উপভোগ করতে দেখে কারও দিলে জ্বালার সৃষ্টি হওয়া, এখনি ঐ লোকটির সবগুলি নিআমত ছিনিয়ে নিয়ে তার উপর বর্ষণ করা হোক, কমপক্ষে যদি তাকে নিআমতগুলি দিতে আপত্তি থাকে, তাহলে অবশ্যই ঐ লোকটিকে এখনি সেগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হোক এরূপ অবস্থাকে বলা হয় হিংসা। পক্ষান্তরে কাউকে নিআমতে ধন্য দেখলে নিজের জন্যও তদ্রুপ নিআমত কামনা করা- এরূপ অবস্থাকে বলা হয় গিবতা। নিজের ভেতর ঐসব নিআমত প্রাপ্তির সপক্ষে যাবতীয় গুনাবলী সৃষ্টির জন্য দিলে আগ্রহের সৃষ্টি হওয়া দূষণীয় তো নয়ই, বরং আল্লাহর নির্দেশও তাই।

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -

"অতএব তোমরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও।"

www.pathagar.com

১১৪. সূরা আন-নাস

নামকরণঃ অত্র সূরার শব্দ এবং কুরআন মাজীদের সর্বশেষ শব্দ النَّاس-কে সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই সূরা ও সূরা আল-ফালাকের সংযুক্ত নাম 'মুআওয়্যাযাতাইন'।

নাযিলের স্থান ও সময়কালঃ সূরা আল-ফালাক এবং এই সূরাটি একই স্থানে এবং একই সময়ে নাযিল হয়। তাই এই সূরাটিও মক্কা শরীফে অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলির একটি।

মূল বক্তব্যঃ খান্নাসের অসঅসার অনিষ্ট থেকে মুমিনকে মানুষের রব, মালিক ও উপাস্যের নিকট আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়াই সূরাটির মূল বক্তব্য।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তুঃ ১-৩ আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে নসীহত দানের মাধ্যমে তামাম মুমিন মুমিনাতকে হেদায়াত দেয়অ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ হে রসূল! আপনি বলুন, আমি মানুষের রব, মানুষের মালিক এবং মানুষের ইলাহর আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করছি এমন এক মারাত্মক অনিষ্ট থেকে যার বয়ান এসেছে ৪নং আয়াতে। তাতে ইরশাদ হয়েছেঃ এই খান্নাস মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণার ও কুচিন্তার বীজ বপন করে তাকে এক পর্যায়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। সর্বশেষ আয়াতে খান্নাসের পরিচয় পেশ করে ইরশাদ হয়েছেঃ এই খান্নাস মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ভুক্ত।

www.pathagar.com

১১৪. সূরা আন-নাস

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ

মোট আয়াত ঃ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② اِلٰهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

قُلْ = (হে রসূল!) আপনি বলুন, اَعُوْذُ[১]= আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি, بِرَبِّ النَّاسِ= মানুষের রব-এর নিকট, مَلِك = মালিক, শাসনকর্তা, বাদশাহ, اِلٰه[৩]= ইলাহ বা উপাস্য, مِنْ = হতে, থেকে, شَرٌّ = অনিষ্ট, ক্ষতি, اَلْوَسْوَاسِ= লুকাইত ভয়, কুমন্ত্রনা, ক্ষতিকর ও নিকৃষ্ট প্রস্তাব, কুকর্মে প্ররোচনা, اَلْخَنَّاسِ[২]= শয়তান, কুৎসা রটনাকারী, পিশাচ, দুষ্ট লোক, আত্মগোপনকারী, يُوَسْوِسُ[৩]= কুমন্ত্রণা দেয়, নিকৃষ্ট বা ক্ষতিকর প্রস্তাব দেয়, কুকর্মে প্ররোচনা দেয়, فِىْ = মধ্যে, ভেতরে, صُدُوْرِ - صَدْرٌ - এর বহুবচন, অর্থ-বক্ষ, অন্তর, اَلنَّاسِ= মানুষ, مِنَ = হতে, থেকে, اَلْجِنَّةِ[৪] বা اَلْجِنِّ= জিন বা জিনজাতি, এক বচন جِنِّىٌّ, স্ত্রীলিঙ্গ, جِنِّيَّةٌ = পরি।

---

(১) আপনি বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি মানুষের রব-এর নিকট (২) মানুষের মালিকের নিকট (৩) মানুষের ইলাহ-এর নিকট (৪) আত্মগোপনকারী শয়তানের প্ররোচনা থেকে (৫) যে নিকৃষ্ট প্রস্তাব দেয় মানুষের অন্তর (৬) জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

---

১. ... اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ- সূরা আল-ফালাকে কেবলমাত্র রব্বিল ফালাক (প্রভাতের রব)-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হলেও কেন এই সূরাতে রব্বিন-নাস, মালিকিন-নাস এবং ইলাহিন-নাস-এর নিকট আশ্রয়

www.pathagar.com

প্রার্থনার নসীহত করা হয়েছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা ফালাকে বিভিন্নমুখী ক্ষতির উল্লেখ রয়েছে তার ভয়ংকরতা-বীভৎসতা সূরা নাসে উল্লেখিত ক্ষতির তুলনায় নিঃসন্দেহে নগন্য। সূরা ফালাকে বর্ণিত ক্ষতি (খান্নাসের অসঅসা) মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জিন্দিগী ধ্বংসের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া সূরা ফালাকে বর্ণিত অনিষ্টগুলির বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বৈষয়িক অসঅসার সামনে মানুষ নিতান্তই অসহায়। কোন প্রকার বৈষয়কি কৌশল অবলম্বনে অদৃশ্য শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে রক্ষা পাওয়া সাধ্যাতীত ব্যাপার। চাই তা ক্ষেপনাস্ত্র হোক আর আনবিক অস্ত্রই হোক। আখেরাত বিধ্বংসী 'অসঅসিল খান্নাস' থেকে রক্ষা পেতে হলে সর্বাত্মক আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সমীপে। তাই মহা বৈজ্ঞানিক আল্লাহ জাল্লা শানুহ মানুষের অন্তরের যে যে অঙ্গন থেকে খান্নাস কুমন্ত্রনার সঞ্চার করতে পারে সেই অঙ্গনগুলির মহাপ্রতিরোধক বিশেষণের উল্লেখপূর্বক তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করার তরীকা শিক্ষা দিলেন।

رَبِّ النَّاسِ- অর্থাৎ মানুষের প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার তাৎপর্য হচ্ছেঃ আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক, অভাব অভিযোগ পূরণকারী। মানুষের রক্ষণাবেক্ষণকারী। প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে রিযিক-এর অঙ্গনেই মানুষ সবচেয়ে বেশী অসঅসার শিকার হয়ে থাকে। অবৈধ ব্যবসা, সূদের কারবার আর অপরের সম্পদ আত্মসাতের ন্যায় অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টিতে খান্নাস যে একক ভূমিকা পালন করে থাকে তা সর্বজনবিদিত। অভাব-অভিযোগ পূরণে মানুষ যে শির্কী আকীদা পোষণ করে থাকে, স্বীয় প্রয়োজন পূরণে মানুষের দরজায় ধরনা দেয়ার এবং মাজার খানকায় ছুটাছুটি করার তাকীদ সৃষ্টিতে খান্নাসের অসঅসা যে দ্ব্যর্থহীন ভূমিকা পালন করে থাকে তা উল্লেখের অবকাশ রাখে না। প্রকৃতির যাবতীয় প্রতিকূল পরিবেশের মুখে মানুষ রক্ষাকবচ হিসাবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ভঙ্গুর আশ্রয়ের তালাশে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে তাও শয়তানী অসঅসার ফলশ্রুতি। এসব সমস্যা মুকাবিলায় খান্নাসের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয়ে মানুষ যেন দুনিয়া ও আখেরাতে বরবাদ হয়ে না যায় সেজন্যই রব্বিন নাস-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করার ঐশী পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

مَلِكِ النَّاسِ – অর্থাৎ মানুষের মালিকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার তাৎপর্য হচ্ছেঃ আল্লাহ্ মানুষের মালিক অর্থাৎ রাজা বা অধিপতি। হুকুম করার একচ্ছত্র হক তাঁরই। স্বীয় রাজ্যে কোন ধরনের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি রসম-রেওয়াজ চলবে তার একচ্ছত্র নির্ধারক হচ্ছেন 'মালিকিন নাস' আল্লাহ। আকীদার এই স্বচ্ছতাকে মলিন করে দিতে খান্নাসের অসঅসা এক মারাত্মক ভূমিকা পালন করে থাকে। অনিবার্য কারণে তাই আমরা অর্থনীতি রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতিতে খান্নাসের নীতি অবলম্বনে প্রেরণা পাচ্ছি। ফলে রাজনীতিতে চলছে চরম যুলুম-নির্যাতন, অর্থনীতিতে চলছে সূদভিত্তিক শোষণ, সাংস্কৃতিক অঙ্গন আজ অপসংস্কৃতিতে দারুণভাবে কলুষিত, সমাজ আজ ইসলাম বিবর্জিত। তাই এসব অঙ্গনের যাবতীয় অনিষ্টের সয়লাব থেকে মালিকিন-নাস এর আশ্রয়ে আত্মসমর্পনের নসীহত দেয়া হয়েছে।

إِلٰهِ النَّاسِ-এর নিট আশ্রয় গ্রহণের তাৎপর্য হচ্ছেঃ তিনিই মানুষের ইলাহ উপাস্য। মানুষ তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁরই সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে, তাঁরই উপাসনা-আরাধনা করবে, কেবল তাঁরই কাছে চাইবে, নৈতিক দিক থেকে পূর্ণ আত্মসমর্পন করবে তাঁরই কাছে। খান্নাসের প্রভাবেই আজ মানুষ মাথা নত করছে পাথর, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আগুণ-পানি, গরু, মূর্তি আরও কত কিছুর সামনে। পীরপূজা, কবরপূজার ন্যায় মারাত্মক শিরকী আকীদা পোষণের পিছনেও একই ব্যাপার কার্যকর। তাই আল্লাহপাক তার হাবীবের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ প্রতিকার স্বরূপ ইলাহিন নাস-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণের হেদায়াত দান করেছেন।

আল্লামা মওদূদী (রহ.)-এর মতে উক্ত তিনটি গুনসম্পন্ন সত্তার নিকট আশ্রয় চাওয়ার তাৎপর্য হচ্ছেঃ আমি সেই রবের পানাহ চাই যিনি মানুষের রব, বাদশাহ ও মাবুদ হওয়ার দিক দিয়ে সমস্ত মানুষের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি তাঁর বান্দাদের পূর্ণ হেফাযত ও সংরক্ষণে পুরা মাত্রায় সক্ষম, আর যিনি মানুষকে সত্যিই সেই অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারেন যা থেকে নিজে বাঁচাবার জন্য এবং অন্য লোকদের বাঁচাবার জন্য আমি আল্লাহর অশ্রয় প্রার্থনা করছি। উপরন্তু তিনিই যেহেতু একমাত্র বাদশাহ, রব ও ইলাহ, এই কারণে আমি তাঁর পানাহ চাইতে পারি। আর

www.pathagar.com

আমাকে প্রকৃত পানাহ দিতে পারেন এমন সত্তা তিনি ছাড়া কুত্রাপি কেউ নেই।

মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর মতে এই তিনটি গুণ একত্রিত করার তাৎপর্য হচ্ছেঃ গুণগুলির প্রত্যেকটিই হেফাযত বা সংরক্ষণের দাবী করে। কেননা প্রত্যেক রক্ষক তার রক্ষণাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক ইলাহ তার উপাসকদের হেফাযত করে থাকে।

অসঅসা শুরু হয়েছিল জান্নাতে- যেমন হিংসা ও যাদুর শুরু হয়েছিল জান্নাতে। আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগে সংগেই শয়তানের কলিজায় হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। হিংসার অনল প্রকাশিত করার জন্য আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রীকে যাদুর জালে জড়ানোর যে প্রচেষ্টা শয়তান শুরু করেছিল তার মাধ্যম ছিল অসঅসা। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বার বার মনের ভিতর সেই কাংখিত কাজটির সপক্ষে যুক্তির উদ্রেক অথবা ঘনিষ্টতা-একাত্মতার ভান করে, তার হিতাকাংখী-শুভাকাংখী সেজে বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হয়। শয়তানও জান্নাতে কসম করে আদম (আ.)-কে বলেছিল যে, সে তাঁর নিতান্তই হিতাংকাংখী এবং সুখলেস নসীহতকারী।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ - وَقَاسَمَهُمَا اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ - (الاعراف : ٢٠-٢١)

"অতপর শয়তান তাঁদের উভয়কে আসঅসার সঞ্চার করতে থাকে যাতে তাঁদের দেহের আবৃত গুপ্তাঙ্গগুলি উভয়ের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে; আর সে (দৃঢ়তার সাথে) বলে যে, তোমাদের রব তোমাদের এই বৃক্ষটির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা কেবল এই কারণেই আরোপ করেছেন যেন তোমরা না হতে পার ফেরেশতা আর না হতে পার চিরজান্নাতবাসীদের দলভুক্ত। আর সে তাদেরকে শপথ করে বলল, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিতান্তই হিতকামী।" (আ'রাফঃ ২০-২১)

আয়াতটিতে মিথ্যা কসমের মাধ্যমে বিশ্বস্ততা অর্জন ছাড়াও আরও দুটি দিক প্রণিধান যোগ্য। একঃ অসঅসা প্রয়োগের মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে

www.pathagar.com

সাফল্যের প্রথম আলামত হচ্ছে গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে পড়া, যেমনটি হয়েছিল আদমযুগলের (আ.) ফল খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অন্য কথায় অশ্লীলতা অসঅসার প্রভাব কার্যকর হওয়ার পূর্বশর্ত।

দুইঃ অসঅসার প্রতি দিলকে আকৃষ্ট করতে হলে সামনে তুলে ধরতে হবে কিছু আকর্ষণীয় বস্তুর লালসা, যেমনটি দেখানো হয়েছিল আদম (আ.)-কে ফেরেশতা বা চিরজান্নাতী হওয়ার লোভ। নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে যে কোন পন্থায়ই হঠাৎ বিত্তবান হয়ে যাওয়া, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি করায়ত্ব করা এবং এগুলি করায়ত্ব হয়ে গেলে ভোগ-সম্ভোগ ও বিলাসিতার বল্গাহীন অশ্বে সওয়ার হয়ে জীবনের চরম স্বাদ আস্বাদনের ন্যায় চিত্তাকর্ষক উপাদানগুলি সামনে উপস্থাপন করতেও স্বদেশী খান্নাসেরা এতটুকুও পিছপা হয়ে নেই।

খান্নাস যখন কোন ঈমানদারকে অসঅসা প্রয়োগ করে তখন উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়াও ঐ ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তাও বিবেচনা করে থাকে। সংক্ষেপে তিনটি অঙ্গন থেকে তিনটি উদাহরণ পেশ করা হল।

রব্বিন্নাস- 'মানুষের প্রতিপালক'- এই অঙ্গন থেকে ভরণ-পোষণের ব্যাপারে খান্নাস মুমিনের দিলে যখন অসঅসা দিতে চায় তখন তাকে ডাকাতি, লুণ্ঠন, অসৎ ব্যবসা, চোরাচালানী, সূদের কারবার- এগুলির মাধ্যমে সহজেই বিত্তশালী হয়ে উঠার কুমন্ত্রনা দেয়। ঈমানের বদৌলতে অনেক মুমিন ডাকাতি, লুণ্ঠন, অসৎ ব্যবসা ও চোরাচালানীর ন্যায় গরহিত কাজে নিজেকে জড়াতে চাইবে না। যদি সূদের কারবারের প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করা সহজ মনে হয় তাহলে চিত্তাকর্ষক যুক্তির বীজ তার অন্তরে এভাবে বপন করবে যে, সূদ তো ব্যবসার ন্যায়। তাই ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে Interest নেয়াতে আদৌ কোন দোষ নেই। ইসলামী ব্যাংক তো নামকা ওয়াস্তে সূদবিহীন অংশীদারীত্বের ঢোল পেটায়। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে উচ্চ হারে Interest পাওয়া যাবে।

ঈমানী শক্তিতে কিছুটা বলীয়ান মুমিনকে যখন কোন ফাঁদেই আবদ্ধ করা সম্ভব হয় না তখন খান্নাস যাকাত প্রদানে এক বিরাট অংকের ক্ষতির স্বীকারে মনপীড়ার সূচনা করে এবং আস্তে আস্তে যাকাত প্রদান বন্ধ করাতে সক্ষম হয়। যদি মজবুত ঈমানের কারণে তাও সম্ভব না হয়, তাহলে দান-খয়রাত এবং স্ত্রী

www.pathagar.com

সাবিলিল্লাহ অর্থ-ব্যয় বন্ধ করাতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত দৈহিক ও আর্থিক যোগ্যতা সম্পন্ন এমন ঈমানদারকে অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকা খরচ প্রায় মাসাধিককাল ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ফারেগ থাকার কারণে প্রভূত ক্ষতি, সংসারের মায়া ইত্যাদি সমস্যারাশি সামনে তুলে ধরে হজ্জের ন্যায় ফরয আদায়ে গাফেল রাখতে সক্ষম হয়ে থাকে।

মালিকিন্নাস 'মানুষের অধিপতি' অঙ্গনে ঈমানদারের খান্নাস এভাবে প্রশান্তি আনয়ন করে যে, তুমি তো হাজার দানার তাসবীহ পাঠকারী তাহাজ্জুদ গুজার। ইসলামে রাজনীতি নেই। দীন পালন ব্যক্তিগত বিষয়। ইকামতে দীনের নামে ফেতনা সৃষ্টি গুরুতর অপরাধ। ঈমানী জযবা যদি খান্নাসের এসব কৌশলকে ব্যর্থ করে দেয় এবং ঐ মুমিনকে ইকামতে দীনের আন্দোলনে যোগ দিতে সক্ষম করে তোলে, তখন মানুষ ও জিন শয়তানের গোটা দল ঐ মুমিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে তার পরিবার পরিজন থেকে শুরু করে সমাজের সকল মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে, গালাগালি ও কটূক্তির বৃষ্টি বর্ষাতে শুরু করে। এগুলি অগ্রাহ্য করে মুমিন যদি সামনে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তার দিলে অহংকারের ছোট্ট একটি বীজ বপন করে সযত্নে তা বাড়িয়ে তুলতে থাকে। অচিরেই বীরত্বের বাহাদুরীর কালো ফলটি দেখা দেয়। তখন নীরবে আক্রমণ সহ্য করাকে চরম ভীরুতা কাপুরুষতার পরিচায়ক বলে সে মনে করে। তাই আক্রমণকারীর বিষদাঁত চূর্ণ করে দিতে সে হয় বদ্ধপরিকর। ফলে সত্য দীনের আন্দোলনের পথ হয়ে উঠে কন্টকাকীর্ণ।

ইলাহিন্নাস- 'মানুষের ইলাহ' অঙ্গনে খান্নাস কমজোর ঈমানদারকে দরগায় মাজারে খানকায় টাকা পয়সা, গরু ছাগল, হাঁস মুরগী মান্নাতের মাধ্যমে রোগ নিরাময় ও নানাবিধ বৈষয়িক উন্নতি হাসিলের অসঅসা দিয়ে তাকে মাজার পূজারী, পীরপূজারী বানিয়ে দেয়। ডুবিয়ে দেয় শিরক-এর পংকিল নর্দমায়। গিরিধারী নাগর, কপালে তিলক আঁকা, মোচ-দাঁড়ি গাঁজার ধুলায় হলুদ বর্ণের, মাথায় জটাধারল বুজর্গের (?) আস্তানায় এক সেজদায় জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সিরাতুল মুস্তাকীম (?) প্রদর্শন করে খান্নাস কমজোর মুমিনকে ঈমানহীন করে দেয়। কিছুটা হুশিয়ার ঈমানদার যেখানে সেখানে মাথা নত করতে প্রস্তুত না হলে তাকে একথা বুঝানো হয় যে, হক্কানী পীর সাহেবদের খানকায় এবং প্রখ্যাত মাজারে গমনাগমন ঈমানের একান্ত দাবী। এটাই জান্নাত প্রাপ্তির

www.pathagar.com

একমাত্র পথ। মুমিন প্রশান্ত মনে আরো সামনে অগ্রসর হতে থাকলে এক পর্যায়ে খান্নাস তাকে উচ্চ স্তরের কামালিয়াতের সার্টিফিকেট দেয়। তখন ঐ ব্যক্তি নিজেকে এবং তার অনুসারীদেরকে ছাড়া আর সকলকেই ঈমানহীন, বিপথগামী করতে থাকে। কোন এক পর্যায়ে খান্নাস তাকে উদ্বুদ্ধ করে ইকামতে দ্বীনের কোন মর্দে মুমিন অগ্রসেনাকে 'কাফির' ফত্ওয়া দিতে। ফলে হাশরের ময়দানে 'হাক্কুল ইবাদ' আদায়ে ঐ বুজুর্গ সম্মুখীন হবে মহাসংকটের।

এভাবে খান্নাস মুমিনের অন্তরে পুনঃ পুনঃ কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। তার বিশ্বস্ত বন্ধু ও শুভাকাংখী সেজে দীর্ঘকাল ধরে মন মগজে ইপ্সিত কুকর্মের সপক্ষে এমন যুক্তির অবতারণা করে থাকে যা মুমিন আদৌ আঁচ করতে পারে না। অসঅসায় যেমন পৌনঃ পুনিক ভাবার্থ বিদ্যমান তদ্রূপ 'খান্নাস' শব্দটিও বারংবার প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ জ্ঞাপক। তাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খান্নাস অসঅসার প্রভাব বিস্তার করে বলে প্রভাবিত ব্যক্তি মোটেই অনুধাবন করতে পারে না। আর যেহেতু শয়তান অদৃশ্য, তাই এ ক্ষেত্রে মুমিন হয়ে পড়ে নিতান্তই অসহায়। বিতাড়িত শয়তান হেকমতময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের শিরা উপশিরায়, মানুষের ধমনীতে বিচরণের ক্ষমতা লাভ করায় আদম সন্তানের অসহায়ত্ব হয়ে উঠে অত্যন্ত ব্যাপক। যেহেতু শয়তান অদৃশ্য হতে অসঅসার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম, সেহেতু কোন প্রকার বৈষয়িক, যান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল তার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এছাড়া যেহেতু অসঅসার প্রভাবে মানুষ কুফর, শিরক থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার আখেরাত বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে, সেহেতু এর প্রতিকার তালাশ করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

হেকমতময় আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে শয়তানের মুকাবিলায় আপাতঃ দৃষ্টিতে চরম অসহায় অবস্থায় ছেড়েছেন বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। কুরআন ঘোষণা করেছে শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল-

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا - (النساء : ٧٦)

"নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।" (সূরা নিসাঃ ৭৬)

যে মহা পরীক্ষক শয়তানকে আদম সন্তানের শিরা উপশিরায় এবং ধমনীতে

www.pathagar.com

বিচরণের ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই মেহেরবান তাঁর খাস বান্দাদের উপর শয়তানের এতটুকুও খবরদারী কিছুতেই বরদাশত করেন না। চলে না তাদের উপর শয়তানের আদৌ কোন চক্রান্ত-

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - (النحل : ٩٩)

"নিশ্চয় শয়তানের নেই কোন কর্তৃত্ব ঐ সব লোকের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রভুর উপর ভরসা করেছে।" (সূরা আন-নাহ্‌লঃ ৯৯)

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ -

"নিঃসন্দেহে আমার বান্দাদের উপর তোর এতটুকুও ক্ষমতা চলবে না, তবে বিপথগামীদের মধ্য হতে যারা তোর অনুসরণ করে তারা ব্যতীত।" (সূরা হিজরঃ ৪২)

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا -

"অবশ্যই আমার বান্দাদের উপর তোর মোটেই কোন কর্তৃত্ব চলবে না। আপনার রব পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যথেষ্ট।" (বনী ইসরাঈলঃ ৬৫) সুতরাং মুখলেস বান্দারাই কেবল শয়তানের কুচক্রান্ত থেকে নিরাপদ।

অসতর্ক মনে অসঅসা অন্যায় বাসনা-কামনা ও পাপস্পৃহা জাগ্রত করে। অসঅসার প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র হয়ে উঠলে সাধারণ ইচ্ছা দৃঢ় সংকল্পের রূপ নেয়। তখন বান্দা চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্রিয়া সম্পাদন করে। তাই কুরআন মাজীদ শয়তানের অসঅসার শুরুতেই মুমিনকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দেয়। যখন অসহায় মুমিন শয়তানের অসঅসার শিকার হয়ে পড়ে, মনে যখন পাপ কাজের বাসনা কামনা উঁকি মারে, তখনই সে যেন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ - (الاعراف : ٢٠٠)

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্রকার কুমন্ত্রণা আপনাকে প্রভাবিত করতে চায়, তখনই আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন।" (আ'রাফঃ ২০০)

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ

www.pathagar.com

الْعَلِيْمُ - (حم السجدة : ٣٦)

"আর যখন শয়তানের কুমন্ত্রনা আপনাকে প্রভাবিত করতে চায়, তখনই আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।" (হা-মীম সিজদাহঃ ৩৬)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে শয়তানের প্ররোচনায় আক্রান্ত হওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষাদান করার সাথে সাথে প্রতিশেধক হিসাবে শয়তানের দলবল যেন নিকটেও আসতে সক্ষম না হয় সে শিক্ষাও কুরআন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ - وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ - (المؤمنون : ٩٧-٩٨)

"আর আপনি বলুন, হে আমার রব! আমি শয়তানদের আক্রমন থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা চাই তাদের (শয়তানের দলবলের) আমার নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে।" (মুমিনূনঃ ৯৭-৯৮)

নিঃসন্দেহে এই প্রার্থনা শয়তানকে তার দলবল সহ নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্য বিশেষ সহায়ক। যেহেতু আক্রান্ত হওয়ার লগ্নে আশ্রয় প্রার্থনার চেয়ে শয়তানকে আক্রমণ সীমার বাইরে রাখা বেশী নিরাপদ সেহেতু হরহামেশা এই প্রার্থনা করা প্রতিটি মুমিনের উচিত।

খান্নাস আসলেই হেযবুশ-শয়তান বা শয়তানের সেনাদল। জিন ও ইনসানের মধ্যে হতে ত্রুটিপূর্ণ আমল-আকীদার কারণে খান্নাস তথা- শয়তানের দলভুক্ত হয়। এদের আক্রমনের মুকাবিলায় কুরআন তিলাওয়াত এক অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ফলে শয়তানের অনিষ্ট মুমিন পর্যন্ত পৌঁছে না।

وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا - (بنى اسرائيل : ٤٥)

"আর যখন আপনি (হে রসূল!) কুরআন তিলাওয়াত করেন তখন আমি আপনার মধ্যে এবং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না (খান্নাস) তাদের মধ্যে এক সংগোপনীয় অন্তরাল রেখে দেউ।" (বনী ইসরাঈলঃ ৪৫) সুতরাং বেশী

www.pathagar.com

বেশী কোরআন তিলাওয়াত শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে রক্ষা পাওয়ার নির্ভরযোগ্য উপায়।

হাদীসের আলোকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপত্তার উপায় নিম্নরূপঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যখন আযান ধ্বনি উচ্চারিত হয় তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করে (অর্ন বর্ণনায় পিছন থেকে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পলায়ন করে) [মুসলিম] যদি শয়তানের অসঅসার উদ্রেক হয় তাহলে সশব্দে আযানের কথাগুলি পাঠ করা উচিত।

উসমান ইবনে আবুল আ'স (রা.) বলেন, একদা আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! শয়তান নামাযে ভয় ও একাগ্রতা অবলম্বনে বাধার সৃষ্টি করে এবং কুরআন তিলাওয়াতেও। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ এটাই শয়তানের কাজ। একে خنزب বলে। যখন তুমি এরূপ অনুভব কর, তখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেল। অতঃপর আমি নবী নির্দেশিত তরীকা অবলম্বন করলে আল্লাহ তাকে আমা হতে বিতাড়িত করেন। (মুসলিম)

শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায। তাই নামায বরবাদ করার লক্ষ্যেই নিয়োজিত শয়তানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। ফলে নামাযে আমাদের দিলে উদয় হয় দুনিয়ার হাজারো রকমের কথা। তাই উপরোক্ত হাদীস আমল করলে উত্তরূপে নামায আদায়ে অবশ্যই সহায়ক হবে।

মুমিনের জীবনে নামাযের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা (দুঃখজনক হলেও) মুমিনের চেয়েও শয়তানই বেশী উপলব্দি করে। আর সেই কারণেই নামাযে অসঅসার সৃষ্টি করা শয়তান তার মুখ্য কর্তব্য বলে মনে করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান চড়াও হয়ে না থাকে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার সাথেও কি? উত্তরে বললেনঃ হাঁ, কিন্তু আল্লাহ শয়তানের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেন। তাই সে কুমন্ত্রনার পরিবর্তে আমাকে সদুপদেশ দিয়ে থাকে।" এমন মহামানবকেও শয়তান নামাযে বিব্রত করতে চেষ্টা করেছে।

www.pathagar.com

অনুকূলে হাদীসঃ আবু দারদা (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) নামায আদায় করছিলেন। তখন আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ (আমি তোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি); অতঃপর তিনবার বললেনঃ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ (আল্লাহর লানতে তুই ছারখার হয়ে যা) এবং তাঁর হাতে এমনভাবে প্রসারিত করলেন যেন কাউকে ধরছেন। নামায শেষে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! নামাযে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনও শুনিনি। আরও দেখলাম আপনি যেন কাউকে ধরতে হাত বাড়ালেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর দুশমন ইবলীস আমার মুখমন্ডলে আগুনের ঝলক লাগাতে এসেছিল। তাই আমি তিনবার বললাম ঃ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ অতপর বললাম, আল্লাহর পরিপূর্ণ লা'নত তোর উপর বর্ষিত হোক। ফলে সে তিন বার পিছু হটে যায়। অতঃপর ইচ্ছে করেছিলাম তাকে ধরে ফেলতে। আল্লাহর কসম! যদি আমার ভাই সুলাইমান (আ.)-এর দোয়া না থাকত, তাহলে তাকে কোন খুঁটির সাথে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেধে ফেলতাম, আর মদীনার বালকেরা তাকে নিয়ে তামাশা করত। (মুসলিম)

পূবেই বলা হয়েছে শয়তান মুমিনের ঈমানী শক্তির দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অসঅসার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। কোন মুমিনের ঈমান ধ্বংস করে দিয়ে তাকে কুফরীতে প্রবেশ করিয়ে দেয়াটাই শয়তানের সর্বোচ্চ সফলতা। তাই সে তওহীদের পরিপন্থী আকীদার অসঅসা দিতে থাকে অতি সন্তর্পনে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মানুষ (খান্নাস) কথাচ্ছলে প্রশ্ন উত্থাপন করে আল্লাহ তো নিখিল বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন অবঅসার সম্মুখীন হও তাহলে তিনবার বলবে أَمَنَّا بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ তাহলে এমন কুমন্ত্রনা দূর হয়ে যাবে। (ইবনুস সুন্নী)

২. خَنَّاس শব্দটি خنس বা خنوس থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে পশ্চাতে সরে যাওয়া অথবা প্রকাশিত হওয়ার পর আত্মগোপন করা। খান্নাস শব্দটি আধিক্য প্রকাশক শব্দ হওয়ায় এর অর্থ দাঁড়ায়- বার বার সামনে এসে আবার পিছনে হটে যাওয়া; অথবা বার বার প্রকাশ পাওয়ার পর গা ঢাকা দেয়া।

৩. وسواس শব্দটিতেও পৌনঃ পুনিকতা থাকায় وسواس الخناس -এর অর্থ দাঁড়ায়- শয়তান বারংবার মানুষের মনের আকাশে উদয় হয় এবং

www.pathagar.com

আত্মগোপন করে তার কুমন্ত্রনার সদ্যবপিত বীজকে বারংবার তদারকীর মাধ্যমে কাংখিত ফলদান পর্যন্ত পৌছায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান পিছনে সরে যায়। আবার গাফেল হলে শয়তান সামনে এগিয়ে আসে। আরও বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দুটি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা অপরটিতে শয়তান বাস করে। মানুষ যখন আল্লাহর যিকির করে তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন যিকির থেকে বিমুখ থাকে তখন তার চক্ষু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রনা দিতে থাকে। (মাযহারী)

৪. مـن الجنـة والنـاس 'খান্নাস' মানুষ ও জিন-উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত। মানুষের মধ্যে যেমন মুমিন ও কাফির রয়েছে- হেযবুল্লাহ ও হেযবুশ শয়তান, তেমনি রয়েছে জিন সম্প্রদায়ের মধ্যেও। সৃষ্টিগত দিক থেকে জিন অদৃশ্য সম্প্রদায়। শয়তানও জিন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই ইবলীস ও জিন খান্নাসের উপস্থিতি এবং অসঅসা প্রয়োগ পদ্ধতি মূলতঃ একই। কিন্তু মানুষ খান্নাস অদৃশ্য পদ্ধতিতে অসঅসা প্রয়োগ করতে পারে না। একাজে অবশ্যই তাকে সামনে হাজির হতে হয় এবং সশব্দ মুখরোচক বাণী, মিথ্যা আশাবাদ, মিথ্যা যুক্তি, মিথ্যা ওয়াদা এবং নানা প্রকার লোভ প্রলোভন মিশ্রিত বাণীর আশ্রয় নিতে হয়। কুরআন মাজীদ নবী-রসূল (আ.) এবং নায়েবে রসূলদের উপর জিন-ইবলীসের শত্রুতার পদ্ধতি ঘোষণা করেছে।

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا - (الانعام : ١١٢)

"আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানকে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি। তারা পরস্পর পরস্পরের অন্তরে মনভোলানো কথাবার্তা দ্বারা ধোঁকা ও প্রতারণাপূর্ণ কুমন্ত্রনা দিয়ে থাকে।" (সূরা আনআ'মঃ ১১২)

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ইনতিকালের পর আজ যেহেতু প্রতিটি মুসলমানের জন্যই হেকমতময় আল্লাহ জিন এবং ইনসান শয়তানকে শত্রু হিসাবে নিয়োজিত রেখেছেন- যারা হরহামেশা দৃশ্যে-অদৃশ্যে নীরবে-সশব্দে নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক মনভোলানো প্রলোভন প্রতারণা মাখা অসঅসার প্রয়োগ করে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কিরামদের শয়তান জিন ইনসানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেছেন। আবু যার (রা.) বলেনঃ আমি মসজিদে নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেনঃ হে আবু যার! তুমি কি নামায আদায় করেছ? আমি নিবেদন করলাম, না। তিনি বললেনঃ উঠ! নামায আদায় কর। আমি নামায শেষে তার নিকট এসে বসলাম। তিনি বললেনঃ হে আবু যার! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। আমি জানতে চাইলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! মানুষের মধ্যেও শয়তান হয় নাকি? তিনি বললেনঃ হাঁ। (আহমাদ, ইবনে হিব্বান)

মানব সম্প্রদায়ভুক্ত খান্নাসের কাতারে আমি-আপনিও শামিল। আমি-আপনি আমরা নিজেদেরকেই অসঅসা দিয়ে থাকি। আমার আপনার ভিতরে যে 'নফস' (প্রবৃত্তি) রয়েছে, সে-ই আমাদের মতাদর্শে, দৃষ্টিতে, চিন্তা-চেতনায় ও বিচার শক্তিতে এমনভাবে অসঅসার প্রয়োগ করে যার প্রভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আমাদের বাসনা-কামনা ধাবিত হয় ভুল পথে। কুরআনে একথা ঘোষিত হয়েছে এভাবেঃ

وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ - (ق : ١٦)

"আর আমি জানি যা কিছু অসঅসার উদ্রেক হয় তার নফস হতে।" (কাফঃ ১৬)

আরও ইরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ - (يوسف : ٥٣)

"নিঃসন্দেহে নফস মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।" (ইউসূফঃ ৫৩)

নফসে আম্মারা স্বভাবজাত ভাবেই অসঅসার উৎপত্তিস্থল। এ কারণেই মহানবী (সা.) ভাষণদানের প্রাক্কালে আল্লাহর প্রশংসার পরপরই শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার সাথে সাথে স্বীয় নফসের অনিষ্ট থেকেও আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন এভাবেঃ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا -

"আমাদের নফসের থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল-হারিস আল-আওয়ার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে গিয়ে দেখি যে, কিছু লোক বিভিন্ন আলাপে লিপ্ত আছে। আমি আলী (রা)-র কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি দেখছেন না যে, লোকেরা বিভিন্ন আলাপে রত রয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা তাই করছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, শোন! আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ সাবধান! অচিরেই ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ফিত্না থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি? তিনি বলেনঃ আল্লাহর কিতাব (কুরআন)। এতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের খবর ও পরবর্তীদের সংবাদ এবং তোমাদের মাঝে মীমাংসার বিধান। এটা (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) সুস্পষ্ট বিভাজনকারী, কোন নিরর্থক ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি অহংকারবশে এটা ত্যাগ করবে, আল্লাহও তার অহংকার চূর্ণ করবেন। এটাকে বাদ দিয়ে যে হেদায়াত তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এটা হল আল্লাহর মযবুত রশি, হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ এবং সহজ-সরল পথ। তা অনুসরণ করলে মানুষের চিন্তাধারা বিপথগামী হয় না এবং এতে যবানও আড়ষ্ট হয় না। আলেমগণ এ থেকে তৃপ্ত হয় না (যতই পড়ে ততই ভালো লাগে), বার বার পড়লেও এটা পুরানো হয় না এবং এর রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের অন্ত নেই। এটা সেই গ্রন্থ যা শোনা মাত্রই জিনেরা বলে উঠলো, "আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনলাম যা সঠিক পথের সন্ধান দেয়। সুতরাং আমরা এতে ঈমান এনেছি।" (সূরা জিন ঃ ১,২)। যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে এবং যে তদনুযায়ী আমল করে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। যে এর সাহায্যে মীমাংসা করে সে ইনসাফ করে আর যে এর দিকে আহ্বান করে তাকে সহজ-সরল পথে চালিত করা হয়। হে আওয়ার! তুমি এটা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। (তিরমিযী, কুরআনের ফযীলত অধ্যায়)

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স

৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল ঃ ০১৭১৪০১৫৯৭৭